



# কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ রাজশেখর বসু

সমীত বললেন চরিত্রগণ, হৃদয়কণ্ঠে বোঝেন নন্দকার কবে গ্রাম বনসংপ্রাণ  
মহাতারতকথা আরম্ভ করিছি। কয়েকজন কার এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন এখন  
অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন... ভগবান ব্যাস এই গ্রন্থে  
কৃষ্ণাংশের বিস্তার গান্ধারীর ধর্মশীলতা বিদুরের প্রজ্ঞা কুন্তীর ঐর্ষ্য বাসুদেবের  
মাহাত্ম্য পাণ্ডবগণের সত্যপরায়ণতা এবং কাতরাষ্ট্রপতিগণের দুর্য্যোগতা বিবৃত করেছেন।  
...পূর্বকালে দেবতারা তুলান্ধে ওজন কবে দেখাছিলেন যে উপনিষৎসমূহ চার বেদের  
তুলনায় একখানি এই গ্রন্থ মহাযুগ ও ভারবস্তায় অধিক দেখানাই এর নাম মহাভারত।





কৃଷ୍ଣদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত

# মহাভারত

॥ সারানুবাদ ॥

বাল্মীকির যশ

শ্রীমৎ সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ  
১৪ বঙ্কিম চাট্জো স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রকাশক —

শ্রীসদাপ্রিয় সরকার

এম. সি. সবরুাব অ্যান্ড সন্স, লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাট্‌জো স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম মদ্রণ — ১৩৫৬

দ্বিতীয় মদ্রণ — ১৩৬২

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মদ্রাকর —

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ

৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

କୃଷ୍ଣଦ୍ୱିପାୟନ ବ୍ୟାସ କୃତ ମହାଭାରତ

[ସାରାନ୍ତବାଦ—ରାଜଶେଖର ବକ୍ସ]

আৰ্যসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পাড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি (ব্যাস) এক করিলেন। জনশ্রুতি নহে, আৰ্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চাৰিত্ৰ্যনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক কবিয়া একটী জাতির সমগ্রতাব এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া কবিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভাবত। ইহা কোনও ব্যক্তি-বিশেষের বচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতিব স্ববচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।

— রবীন্দ্রনাথ, ‘ভাৰতবৰ্ষে ইতিহাসেৰ ধাৰা।’

মহাভাবতের বর্ণিত ইতিহাস মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস। হয়তো কোনও ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনাব স্মৃতিমাত্র অবলম্বন কবিয়া মহাকাবি আপনাব চিত্তবৃত্তিৰ সমাধিকালে মানবসমাজেৰ মহাবিপ্লবেৰ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবেৰ, -- ধৰ্ম্মেৰ সহিত অধৰ্ম্মেৰ মহাসমবেৰ চিত্ৰ ভবিষ্যৎ যুগেৰ লোকশিক্ষাৰ জন্য অঙ্কিত কবিয়া গিয়াছেন।

— রামেন্দ্ৰসুন্দর, ‘মহাকাব্যেৰ লক্ষণ।’

## ভূমিকা

কৃষ্ণশ্বেপায়ন ব্যাসের মহাভাবত প্রাচীন ভাবতীয় সাহিত্যের বৃহত্তম গ্রন্থ এবং জগদবিখ্যাত গ্রন্থসমূহের অন্যতম। প্রচুর আগ্রহ থাকলেও এই বিশাল গ্রন্থ বা তার অনুবাদ আগাগোড়া পড়া সাধাবণ লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য। যাঁবা অননুসন্ধিৎসু তাঁদের দৃষ্টিতে সমগ্র মহাভাবতই পদ্যবস্তুর ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতির অমূল্য ভান্ডার, এর কোনও অংশই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সাধাবণ পাঠক মহাভাবতের আখ্যানভাগই প্রধানত পড়তে চান, আনুষ্ঠানিক বহু সন্দর্ভ তাঁদের পক্ষে নীবস ও বাধাস্বরূপ।

এই পুস্তক ব্যাসকৃত মহাভাবতের সাবাংশের অনুবাদ। এতে মূল গ্রন্থের সমগ্র আখ্যান এবং প্রায় সমস্ত উপাখ্যান আছে, কেবল সাধাবণ পাঠকের যা মনোবঞ্ছক নয় সেই সকল অংশ সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে, যেনন বিস্তারিত বংশতুলিকা, যুদ্ধবিবরণের বাহুলা, রাজনীতি ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ক প্রসঙ্গ, দেবতাদের স্তুতি, এবং পুনর্বক্ত বিষয়। স্থলবিশেষে নিতান্ত নীবস অংশ পবিত্যক্ত হয়েছে। এই সাবানুবাদেব উদ্দেশ্য — মূল বচনাব ধারা ও বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় বেখে সমগ্র মহাভাবতকে উপন্যাসেব ন্যায় সুখপাঠ্য কবা।

মহাভাবতকে সংহিতা অর্থাৎ সংগ্রহগ্রন্থ এবং পঞ্চমুবেদ স্বরূপ ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। যেসকল খণ্ড খণ্ড আখ্যান ও ঐতিহ্য পুরাকালে প্রচলিত ছিল তাই সংগ্রহ ক'বে মহাভাবত সংকলিত হয়েছে। এতে ভগবদ্গীতা প্রভৃতি যেসকল ঐশনিক সন্দর্ভ আছে তা অধ্যাত্মবিদ্যাখী'র অধ্যয়নেব বিষয়। প্রজ্ঞান্বেষী'র কাছে মহাভাবত অতি প্রাচীন সমাজ ও নীতি বিষয়ক তথ্যেব অনন্ত ভান্ডার। ভূগোল বৈজ্ঞানিক পবলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা কি ছিল তাও এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। প্রচুর কাব্যরস থাকলেও মহাভাবতকে মহাকাব্য বলা হয় না, ইতিহাস ন'মই এই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — 'ইহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতিব স্বচিহ্নিত স্বাভাবিক ইতিহাস।'

মহাভাবতে সত্য ঘটনাব বিবরণ বহুটা আছে, কুব্জপান্ডবযুদ্ধ মূলত কুব্জপান্ডবযুদ্ধ কিনা, পান্ডু albiro ছিলেন কিনা, কুন্তী'র বহুদেবভজনা এবং এই কন্যাব সহিত পণ্ড পান্ডব ভ্রাতাব বিবাহ কোনও বহুভর্তক (polyandrous) পদ্ধতির সূচনা করে কিনা, যুদ্ধান্তরাদি'র পিতামহ কৃষ্ণশ্বেপায়নই আদিদ্ব্যংগ। গরতের রচয়িতা কিনা, ইত্যাদি আলোচনা এই ভূমিকাব অধিকারবাহিত।





করেন তখন তাঁকে সাবধান হ'তে হয় যেন পাঠকের কাছে তা নিতান্ত অসম্ভব না ঠেকে। বাস্তব মানবচরিত্র যত বিপরীতধর্মী, কল্পিত মানবচরিত্র ততটা হ'তে পারে না, বেশী টানাটানি করলে বসভঙ্গ হয়, কারণ, পাঠকসাধারণের প্রত্যয়ের একটা সীমা আছে। প্রাচীন কথাকাব্যগণ এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। মহাকাব্যের লেখকবা বরং অতিরিক্ত সরলতার দিকে গেছেন, তাঁদের অধিকাংশ নায়ক-নায়িকা ছাচে ঢালা পালিশ কবা প্রাণী, তাদের চরিত্রে কোথাও খোঁচ বা আঁচড় নেই। বহুবংশের দিলীপ রঘু অজ প্রভৃতি একই আদর্শে কল্পিত। মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ, কিন্তু এতে বহু চরিত্রের যে বৈচিত্র্য দেখা যায় পর্বতবর্তী ভাবতীয় সাহিত্যে তা দুর্লভ। অবশ্য এ কথা বলা যায় না যে মহাভারতে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে। মহাভারত সংহিতা গ্রন্থ, এতে বহু বচয়িতার হাত আছে এবং একই ঘটনার বিভিন্ন কিংবদন্তী গ্রথিত হয়েছে। মূল আখ্যান সম্ভবত একজনেবই বচনা, কিন্তু পবে বহু লেখক তাতে যোগ কবেছেন। এমন আশা করা যায় না যে তাঁরা প্রত্যেকে সতর্ক হয়ে একটি পূর্বনির্ধারিত বিরাট পর্বকল্পনার বিভিন্ন অংশ গড়বেন, মূল প্ল্যান থেকে কোথাও বিচ্যুত হবেন না। মহাভারত ভাঙ্গমহল নয়, বাবোয়ারী উপন্যাসও নয়।

সকল দেশেই কুম্ভলীক বা plagiarist আছেন যাঁরা পবেব বচনা চুরি ক'বে নিজের নামে চালান। কিন্তু ভারতবর্ষে কুম্ভলীকের বিপরীতই বেশী দেখা যায়। এ'রা কবিবংশ-প্রার্থী নন, বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে নিজের বচনা গুঁজে দিয়েই কৃতার্থ হন। এইপ্রকার বহু বচয়িতা ন্যাসের সহিত একাত্ম হবার ইচ্ছায় মহাভারতসমুদ্রে তাঁদের ভাল মন্দ অর্থ্য প্রক্ষেপ কবেছেন। বর্ষিকমচন্দ্র যাকে মহাভারতের বিভিন্ন স্তব বলেছেন তা এইরূপে উৎপন্ন হয়েছে। কেউ কেউ কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব পাকা কববার জন্য স্থানে অস্থানে তাঁকে দিয়ে অনর্থক অলৌকিক লীলা খিঁষেছেন, কিংবা কুটিল বা বালকোচিত অপকর্ম কবিযেছেন। কেউ স্বেচ্ছাশ্রমেই মহাদেবের মহিমা কীর্তন ক'বে তাঁকে কৃষ্ণের উপরে স্থান দিয়েছেন; কেউ গো-ব্রাহ্মণের মহাত্ম্য, ব্রত-উপবাসাদির ফল বা স্বর্গজাতির কুৎসা প্রচাৰ করেছেন, কেউ বা আঘাতে গল্প জড়ড়ে দিয়েছেন। বর্ষিকমচন্দ্র উদ্ভাস্ত হয়ে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এ ছাই ভস্ম মাথামুণ্ডের সমালোচনা বিভ্রম্বনা মাত্র। তবে এ হতভাগ্য দেশের লোকের বিশ্বাস যে যাহা কিছু পুণ্ড্রিণ ভিত্তর পাওয়া যায় তাহাই ঋষিবাক্য, ঐশ্বর্য, শিবোদ্যম'। কাজেই এ বিভ্রম্বনা আমাকে স্বীকার কবিতে হইয়াছে।'

বর্ষিকমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের জন্য তথ্য খুঁজছিলেন তাই তাঁকে বিভ্রম্বনা স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু যিনি কথাগ্রন্থ হিসাবেই মহাভারত পড়বেন তাঁর ধৈর্যচ্যুতি এর কারণ নেই। তিনি প্রথমেই মেনে নেবেন যে এই গ্রন্থে বহু লোকের হাত আছে, তাব ফলে উত্তম মধ্যম ও অধম বচনা মিশে গেছে, এবং সবই একসঙ্গে পড়তে হবে। কিন্তু জগ্জাল যতই থাকুক, মহাভারতের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে কোনও বাধা হয় না। সহৃদয় পাঠক এই জগদ্বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের আখ্যানভাগ সমস্তই সাগ্রহে

পড়তে পারবেন। তিনি এর শ্রেষ্ঠ প্রসঙ্গসমূহ মনোবিচারে উপভোগ করবেন এবং কুরচিৎ বা উৎকট যা পাবেন তা সকৌতুকে উপেক্ষা করবেন।

মহাভারতে যে ঘটনাগত অসংগতি দেখা যায় তার কারণ — বিভিন্ন কিংবদন্তীর যোজনা। চরিত্রগত অসংগতির একটি কারণ — বহু রচয়িতার হস্তক্ষেপ, অন্য কারণ — প্রাচীন ও আধুনিক আদর্শের পার্থক্য। সেকালের আদর্শ এবং ন্যায়-অন্যায়ের বিচারপদ্ধতি সকল ক্ষেত্রে একালের সমান বা আমাদের বোধগম্য হতে পারে না। মহামতি দ্রোণাচার্য একলব্যকে তার আঙুল কেটে দক্ষিণা দিতে বললেন, অর্জুনও তাতে খুশী। জতুগৃহ থেকে পালাবার সময় পান্ডবরা বিনা স্বেচ্ছায় এক নিষাদী ও তার পাঁচ পুত্রকে পুড়ে মরতে দিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দারুণ অধর্মচার কি দেখতে পাচ্ছেন না? দ্রোণদী বহুবার প্রশ্ন করলেন, ‘আমি ধর্মানুসারে বিজিত হয়েছি কিনা আপনারা বলুন।’ ভীষ্ম বললেন, ‘ধর্মের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, আমি তোমার প্রশ্নের স্বার্থ উত্তর দিতে পারছি না।’ বীরশ্রেষ্ঠ শিভালরস কর্ণ অশ্বিনবদনে দৃষ্টান্তস্বরূপ বললেন, ‘পান্ডবদের আর দ্রোণদীর বস্ত্রহরণ কর।’ মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম আর মহাতেজস্বী দ্রোণ চূপ করে বসে ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ভাবতে লাগলেন। ভীষ্ম-দ্রোণ দুর্যোধনাদির অন্নদাস এবং কৌরবদের হিতসাধনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু দুর্যোধনের উৎকট দুষ্টকর্ম সহিতেও কি তাঁরা বাধ্য ছিলেন? তাঁদের কি স্বতন্ত্র হয়ে কিংবা যুদ্ধে কোনও পক্ষে যোগ না দিয়ে থাকবার উপায় ছিল না? এ প্রশ্নের আমরা বিশদ উত্তর পাই না। যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই যুদ্ধার্থী ভীষ্মের পদস্পর্শ করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন তখন ভীষ্ম এই বাক্যে আত্মজ্ঞানী জানালেন — ‘কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে, তাই ক্রীড়ায় ন্যায় তোমাকে বলছি, আমি পান্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে পারি না।’ কৃপা ও কৃপণ ও অনুরূপ বাক্য বহুতর। এই পান্ডবদের প্রতি পক্ষপাত গোপন করে রাখা অথচ যুদ্ধকালে পান্ডব ও কৌরবের অস্তিত্বকে স্মরণে রাখা করে দেয়।

ভাগবতমহাভারতের চরিত্রগত অসংগতি বহু কোথায়ই আছে। অধিকাংশ স্থলেই মহাভারতীয় নরনারী-বাভাবিক রূপেই চিত্রিত হয়েছে, তাদের আচরণ আমাদের অবোধ নয়। যেটুকু জটিলতা পাওয়া যায় তাতে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল বেড়ে ওঠে, আমরা যেন জীবন্ত মানুসকে চোখের সামনে দেখতে পাই। মঙ্গল আখ্যানের ব্যাস শান্তনু ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী বিদুর দ্রোণ অশ্বত্থামা পণ্ডপান্ডব দ্রোণদী দুর্যোধন কর্ণ শকুনি কৃষ্ণ সত্যভামা বলরাম শিশুপাল শল্য অম্বা-শিখণ্ডী প্রভৃতি, এবং উপাখ্যানবর্ণিত কচ দেবযানী শর্মিষ্ঠা বিদূলা

দময়ন্তী স্বাশংগ সাবিত্রী প্রভৃতি, প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে কেবল কয়েকজনের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।—

কৃষ্ণশ্বেপাশন ব্যাস বিচিত্রবীৰ্যের বৈপ্লব দ্রাভা, তাঁকে আমবা শান্তনু থেকে আবশ্য কবে জনমেজয় পর্যন্ত সাতপদুব্দের সমকালবতী রূপে দেখতে পাই। ইনি মহাস্ত্রনী সিংহপদুব্ধ, কিন্তু সপদুব্ধ মোটেই নন। শাশুড়ী সত্যবতীর অনুবোধে অম্বিকা ও অম্বালিকা অত্যন্ত বিতৃষ্ণায় ব্যাসের সঙ্গে, মিলিত হয়েছিলেন, অম্বিকা চোখ বঁজ্জে ভীষ্মাদিকে ভেবেছিলেন, অম্বালিকা ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাস ধৃতবাশ্র-পাণ্ডু-বিদুব্ধের জন্মদাতা, কিন্তু প্রাচীন বীতি অনুসারে অপবেব ক্ষেত্র উপাদিত এই সন্তানদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। উদাসীন হ'লেও তিনি কুব্ধপাণ্ডবের হিতকামী, *deus ex machina* র ন্যায় মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়ে সংকটমোচন এবং সমস্যার সমাধান করেন।

ভীষ্মচবিত্রের মহত্ব আমাদের অভিভূত করে। তিনি দ্যুতসভায় দ্রৌপদীকে বক্ষা করেন নি—এ আমবা ভুলতে পারি না, কিন্তু অনুমান কবতে পারি যে তৎকালে তাঁর নিশ্চেষ্টতা, যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান, এবং পবিশেষে পাণ্ডবদের হিতার্থে মৃত্যুবরণ—এই সমস্তের কারণ তাঁর প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী কর্তব্যবোধ। তিনি তাঁর কামদু পিতার জন্য কুব্ধরাজ্যের উত্তরাধিকার ত্যাগ করলেন, চিবকুমারের নিয়ে দুই অপদার্থ বৈরাট দ্রাভা চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্যের অভিভাবক হলেন, এবং আজীবন নিষ্কামভাবে দ্রাভার বংশধরদের সেবা করলেন। তাঁর পিতৃ-ভক্তি আমবা চমৎকৃত হই, কিন্তু আমাদের খেদ থাকে যে অনুপযুক্ত কারণে তিনি এক অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ভীষ্ম তাঁর দ্রাভার জন্য ক্ষত্রিয় বীতি

দ্বারা কাশীবাজেব তিন কন্যাকে স্বয়ংবরভা থেকে হরণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অম্বা শাস্ত্রবাজেব অনুবাসিনী জেনে তাঁকে সম্মানে শাস্ত্রের কাছে পাঠিয়ে দিল। অভাগিনী অম্বা সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংকল্প করলেন যে ভীষ্মের হরণ করবেন। অম্বার এই ভীষণ আক্রোশের উপযুক্ত কারণ আমবা খুঁজে পাই না। যোগপর্বে আছে, পরশুরাম ভীষ্মকে বলেছিলেন, 'তুমি এ'কে গ্রহণ কবে না? অম্বা'কে কর'। ভীষ্ম সম্মত হন নি। অম্বার মনে কি ভীষ্মের প্রতি প্রজ্জ্বল অনুবাস ছিল? ভীষ্ম-অম্বার প্রণয় কল্পনা কবে বাংলায় একাধিক নাটক বিচিত্র হয়েছে।

দ্রোণ দ্রুপদের বালাসখা, কিন্তু পবে অপমানিত হওয়ায় দ্রুপদের উপর তাঁর ঘৃণা হয়েছিল। কুব্ধপাণ্ডব রাজকুমারদের সাহায্যে দ্রুপদকে পরাস্ত কবে দ্রোণ পাণ্ডুরাজ্যের কতক অংশ কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর পবে দ্রুপদের উপর তাঁর আর ঘৃণা ছিল না, কিন্তু দ্রুপদ প্রতিশোধের জন্য উদযোগী হলেন। উদারস্বভাব দ্রোণ তাঁর মনেও দ্রুপদপদ ধৃষ্টদ্যুমন ও শিশুভীকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র-

যুদ্ধে দ্রোণেব হস্তেই দ্রুপদেব মৃত্যু হ'ল, ধৃষ্টদ্যুম্নও পিতৃহত্যার শিবচ্ছেদ কবলেন। কৌৰবপক্ষে থাকলেও দ্রোণ অর্জুনের প্রতি তাঁব পক্ষপাত গোপন কবেন নি, এজন্য তাঁকে দুর্যোধনের বহু কটুবাক্য শুনতে হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র অব্যবস্থিতিচিন্ত, তাঁব নীচতা আছে উদাৰতাও আছে, দুর্যোধন তাঁকে সম্মোহিত ক'বে বেখেছিলেন। দ্যুতসভায় বিদুব ধৃতবাস্তকে বলেছেন, 'মহাবাজ, দুর্যোধনের জয়ে আপনাব খুব আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু এ থেকেই যুদ্ধ আব লোকক্ষয় হবে। ধনের প্রতি আপনাব আকর্ষণ আছে এবং তার জন্য আপনি মন্ত্রণা কবেছেন তা আমি জানি।' এই অস্থিৰমতি হতভাগ্য অন্ধ বৃদ্ধেব ধর্মবুদ্ধি মাঝে মাঝে জেগে ওঠে, তখন তিনি দুর্যোধনকে ধমক দেন। সংকটে পড়লে তিনি বিদুবের কাছে মন্ত্রণা চান, কিন্তু স্বার্থভ্যাগ কবতে হবে শুনলেই চ'টে ওঠেন। ধৃতবাস্তের আন্তরিক ইচ্ছা যুদ্ধ না হয় এবং দুর্যোধন যা অন্যায উপায়ে দখল কবেছেন তা বজায় থাকে। কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদ্যুত হয়ে হস্তিনাপুরে আসেন তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে ঘৃষ দিসে বশে আনবাব ইচ্ছা কবেছিলেন। দাবদুগ শোক পেয়ে শেষ দশায় তাঁব স্বভাব পরিবর্তিত হ'ল, যুধিষ্ঠিরকে তিনি পুত্রতুল্য জ্ঞান কবলেন। আশ্রমবাসিক-পর্বে বনগমনেব পূর্বে প্রজাদেব নিকট বিদায় নেবাব সময় ধৃতবাস্ত্র যা বলেছেন তা সদাশয়তাব পরিচায়ক।

গান্ধারী মনস্বিনী, তিনি পুত্রের দুর্বৃত্ততা ও স্বামীব দুর্বলতা দেখে শঙ্কিত হন, ভৎসনাও কবেন, কিন্তু প্রতিকার কবতে পাবেন না। শতপুত্রের মৃত্যুব পব কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরেব উপব তাঁব অতি স্বাভাবিক বিবেষ হযেছিল, কিন্তু তা দীর্ঘকাল রইল না। পবিশেষে তিনিও পাণ্ডবগণকে পুত্রতুল্য জ্ঞান কবলেন।

কুন্তী দৃঢ়বিরূ তেজস্বিনী বীরনাবী, দ্রৌপদীব যোগ্য শাস্ত্রী। তিনি যখনই মনে করেছেন যে পুত্রেরা নিবদ্যম হয়ে আছে তখনই অনতিশয় তাঁদের উৎসাহিত কবেছেন। উদ্যোগপর্বে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, পুত্র মন্দমতি, শ্রোগ্রিষ ব্রাহ্মণেব ন্যায় কেবল শাস্ত্র আলোচনা ক'বে তোমার ধর্মীয় হয়েছ, তুমি কেবল ধর্মেবই চিন্তা ক'বেছ।

যুধিষ্ঠিব অর্জুনেব তুল্য ধর্মী সন্তান না হ'লে, তখনই তাকে পুত্র ও কেন্দ্রস্থ পদব্ধ। তাঁকে নিবোধ ধর্মের দায়িত্ব হ'ল, কিন্তু দ্রুতপদেব ও ধর্মভাবিতাব জন্য সময়ে সময়ে তিনি ঋষিগণ হ'তে হ'তে শাস্ত্র ও ক্রোধ অল্প সেজন্য প্রতিশোধেব প্রয়াস তাঁক'ব নথ;। কিন্তু কদাচিৎ তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, যেমন কর্ণপর্বে অর্জুনেব উপব। তিনি বিশেষ যুদ্ধপটু নন, সেজন্য তাঁর ভ্রাতাবা তাঁকে একটু আড়ালে বাখেন, তথাপি মাঝে মাঝে তিনি বীর্যব দোখিয়েছেন। দ্রোণবধেব উদ্দেশ্যে কৃষ্ণেব প্রবোচনায় নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি মিথ্য বলেছেন, কিন্তু সাধারণত পাপপুণ্যেব সক্ষম বিচার না ক'রে তিনি কোনও কর্ম করেন না, এজন্য দ্রৌপদী আর ভীমের কাছে তাঁকে বহু ভৎসনা শুনতে হয়েছে।



করতল পদতল ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, তুমি হংসগদগদভাষিনী, সুদেখী, সুস্বভাবী, ... কাশ্মীরী তুরগুমীর ন্যায় সুদর্শনা। ... রাজা যদি তোমার উপর লুপ্ত না হন তবে তোমাকে মাথায় করে রাখব। এই রাজভবনে যেসকল নারী আছে তারা একদৃষ্টিতে তোমাকে দেখছে, পদরুমরা মোহিত হবে না কেন? ... সুন্দরী, তোমার অলৌকিক রূপ দেখে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ করে সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসক্ত হবেন।' এই আশঙ্কাতেই সুদেখা দ্রোপদীকে কীচকের কবলে ফেলতে সম্মত হয়েছিলেন। দ্রোপদী অবলা নন, জয়দ্রথ ও কীচককে ধাক্কা দিয়ে ভূমিশায়ী করেছিলেন। তিনি অসহিব্দ তেজস্বিনী স্পষ্টবাদিনী, তীক্ষ্ণ বাক্যে নিষ্কিয় পদরুমদের উত্তোজিত করতে পারেন। তাঁর বাসিতার পরিচয় অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বনপর্ব ৫-পরিচ্ছেদে, উদ্‌যোগপর্ব ১০-পরিচ্ছেদে, এবং শান্তিপর্ব ২-পরিচ্ছেদে দ্রোপদীর খেদ ও ভৎসনার যে নাটকীয় বিবরণ আছে তা সর্ব সাহিত্যে দুর্লভ। বহু কষ্ট ভোগ করে তাঁর মন তিক্ত হয়ে গেছে, মঙ্গলময় বিধাতায় তাঁর আস্থা নেই। বনপর্ব ৮-পরিচ্ছেদে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, 'মহারাজ, বিধাতা প্রাণিগণকে মাতা-পিতার দৃষ্টিতে দেখেন না, তিনি রম্ভ ইতরজনের ন্যায় ব্যবহার করেন।' দ্রোপদী মঝে মাঝে তাঁর পণ্ড স্বামীকে বাক্যবাণে পীড়িত করেন, স্বামীরা তা নির্বিবাদে সয়ে যান। তাঁরা দ্রোপদীকে সম্মান ও সমাদর করেন। বিরাটপর্বে যুধিষ্ঠির বলেছেন, 'আমাদের এই ভাষা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া, মাতার ন্যায় পালনীয়, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় রক্ষণীয়।' দ্রোপদী পাঁচ স্বামীকেই ভালবাসেন, কিন্তু তাঁর ভালবাসার কিছু প্রকারভেদ দেখা যায়। যুধিষ্ঠির তাকে অনেক জুড়ালিয়েছেন, তথাপি দ্রোপদী তাঁর জ্যেষ্ঠ স্বামীকে ঋতি করেন, অনুকম্পা ও কিণ্ণব অবজ্ঞাও করেন, ভালমানুষ অবদ্বন্দ্ব একগুঁয়ে পদরুমজনকে লোকে যেমন করে থাকে। বিপদের সময় দ্রোপদী ভীমের উপরেই বেশী ভরসা রাখেন এবং শত্রু কাজের জন্য তাকেই ফয়সালা করেন, তাতে ভীম কৃতার্থ হয়ে যান। নকুল-সহদেবকে তিনি দেবরের ন্যায় স্নেহ করেন। অর্জুন তাঁর প্রথম অমুরাগের পাত্র, পরেও বোধ হয় অর্জুনের উপরেই তাঁর প্রকৃত প্রেম ছিল। মহাপ্রস্থানিরূপে যুধিষ্ঠির বলেছেন, 'ধনঞ্জয়ের উপর এইরকম বিশেষ পক্ষপাত ছিল।' বিশেষে অর্জুন কিছুকাল উজ্জ্বলী ও চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে কাটিয়েছিলেন, দ্রোপদী তাঁর গ্রাস্য করেন নি। কিন্তু অর্জুন যখন রূপবতী সুভদ্রাকে ঘবে আনলেন তখন দ্রোপদী অতি দুঃখে বললেন, 'কোন্‌তেয়, তুমি সুভদ্রার কাছেই যাও, পদনর্বর বন্দন করলে পূর্বের বন্দন শিথিল হয়ে যায়।' দ্রোপদীর একটি বৈশিষ্ট্য—কৃষ্ণের সহিত তাঁর স্নান সম্বন্ধ। তিনি কৃষ্ণের সখী এবং সুভদ্রার ন্যায় স্নেহভাগিনী, সকল সংকটে কৃষ্ণই তাঁর শরণ্য ও স্মরণীয়।

দুর্যোধন মহাভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং পূর্ণ পাপী। তাঁর তুলা রাজসুয়, ...  
 ১. দুর্যোধন শাস্ত্রী ধর্মজ্ঞানহীন দুর্মুখ ক্রুর দুঃস্বাস্থ্য এখনও দেখা যায়, এই কারণে ...  
 ২. দুর্যোধন সুপরিচিত মনে হয়। তিনি আজীবন প্যাণ্ডবদের অনিষ্ট করে ...  
 ৩. দুর্যোধন ও বিশেষে দক্ষ হয়েছেন, তাঁর দুই মন্ত্রণালতা কণ ও লক্শ্মি ...

ইন্ধন যুগিয়েছেন। দুর্যোধন নিরতিবাদী। সভাপর্বে তিনি বিদ্রুবকে বলেছেন, 'যিনি গর্ভস্থ শিশুকে শাসন করেন তিনিই আমার শাসক; তাঁর প্ররণায় আমি জলস্রোতের ন্যায় চালিত হচ্ছি।' উদ্যোগপর্বে কং মর্দিন তাঁকে সদৃশদেশ্য দিলে দুর্যোধন উবৃত্তে চাপড় মেবে বললেন, 'মহার্ষি, ঈশ্বর আমাকে যেমন সৃষ্টি করেছেন এবং ভবিষ্যতে আমার যা হবে আমি সেই ভেবেই চলছি, কেন প্রলাপ বকছেন?' কিন্তু শ্যতানকেও তাঁর ন্যায় পাওনা দিতে হয়। দুর্যোধনের অন্ধকারময় চরিত্রে আমরা একবার একটু স্নিগ্ধ আলোক দেখতে পাই। — দ্রোণবধের দিন প্রাতঃকালে সাত্যকিকে দেখে তিনি বলেছেন, 'সখা! ক্রোধ লোভ ক্ষত্রিয়াচার ও পৌরুষকে ধিক — আমরা পবনপূর্বের প্রতি শবসন্ধান করছি।' বাল্যকালে আমরা পরম্পরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিলাম এখন এই রণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হয়ে গেছে। সাত্যকি, আমাদের সেই বাল্যকালের খেলা কোথায় গেল, এই যুদ্ধই বা কেন হ'ল? যে ধনের লোভে আমরা যুদ্ধ করছি তা নিয়ে আমরা কি করব?' আশ্রমবাসিকপর্বে প্রজাদের নিষেধ বিদায় নেবার সময় ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মৃত পুত্রের সপক্ষে বলেছেন, 'মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন আপনাদের কাছে কোনও অপবাদ করে নি।' প্রজাদের যিনি মদুখপাত্র তিনিও স্নানীকর করেছেন, 'বাজা দুর্যোধন আমাদের প্রতি কোনও দুর্যবহার করেন নি।' যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দুর্যোধনকে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। নাবদ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'ইনি ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ করে বীরলোক লাভ করেছেন, মহাভয় উপস্থিত হ'লেও ইনি কখনও ভীত হন নি।' আসল কথা, দুর্যোধন লৌকিক ফলমূল অনুসারে স্বর্গে গেছেন। যুদ্ধে মরলে স্বর্গ, অশ্বমেধে স্বর্গ, গংগাস্নানে স্বর্গ, আজীবন কে কি করেছে তা ধর্তব্য নয়।

বীষ্ণুমচন্দ্র লিখেছেন, 'কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর।' তিনি কর্ণের গুণাগুণের জমাখবচ ক'রে সদৃশগাবলীর মোটা বকম উদ্ভূত পেয়েছিলেন কিনা জানি না। আমরা কর্ণচরিত্রে নীচতা ও মহত্ত্ব দুইই দেখতে পাই (নীচতাই বেশী), কিন্তু তাঁর সমন্বয় করতে পারি না। বোধ হয় বহু বচসিতার হাতে পড়ে কর্ণচরিত্রের এই বিপর্যয় হয়েছে। কর্ণপর্ব ১৮-পবিচ্ছেদে অর্জুনকে কৃষ্ণ বলেছেন, 'জতুগৃহদাহ, দাতক্ৰীড়া, এবং দুর্যোধন তোমাদের উপর যত উৎপীড়ন করেছেন সে সমস্তেরই মূল দুর্যাস্তা কর্ণ।' কৃষ্ণ অত্যাধিকার করেন নি।

মহাভারতে সব চেয়ে বহুসাময় পদ্য কৃষ্ণ। বহু হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর চরিত্রেই বেশী অসংগতি ঘটেছে। মূল মহাভারতের বচসিতা কৃষ্ণকে ঈশ্বর সম্বোধন সম্ভবত তাঁর আচরণে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বেশী দেখানো নি। সাধারণতঃ গীতাধর্মব্যাখ্যাতাবই যোগ্য, তিনি বীতবাগভয়ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞ ও ... কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর যে বিবাক দেখা যায় তা ধর্মসংস্থাপক পদ্য ... ঘটোৎকচবধের পব তাঁর উদ্দাম নৃত্য ... অভিষেকের ... অভিষেকের উপদেশ। বীষ্ণুমচন্দ্র যা কিছু বীষ্ণুর ... দিয়ে কৃষ্ণকে আদর্শনরথমী ঈশ্বর বলেছেন

প্ৰান্তিপৰ্বে যদুধিষ্ঠিৰেব প্ৰশ্নেৰ উত্তৰে ভীষ্ম বলেছেন, 'এই মহাত্মা কেশব সেই পৰম  
দেবদেৱেৰ অষ্টমাংশ।' মৃত্যুৰ পূৰ্বে তিনি কৃষ্ণকে বলেছেন, 'তুমি সনাতন পৰমাত্মা।'  
অৰ্জুন কৃষ্ণকে ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰলেও সব সময়ে তা মনে বাখতেন না। কৃষ্ণেৰ বিশ্ব-  
ব্দৰ্শনে অভিভূত হয়ে অৰ্জুন বলেছেন, 'তোমাৰ মহিমা না জেনে প্ৰমাদবশে বা  
প্ৰণয়বশে তোমাকে কৃষ্ণ যাদব ও সখা ব'লে সম্বোধন কৰেছি, বিহাৰ ভোজন ও শয়ন  
কাল উপহাস কৰেছি, সে সমস্ত ক্ষমা কৰ।' স্বামী প্ৰভবানন্দ ও ক্ৰিষ্টফাৰ ইশাৰউড  
তাঁদেৰ গীতাৰ মন্তব্যৰ্থে লিখেছেন, 'Arjuna knows this—yet, by a  
merciful ignorance, he sometimes forgets. Indeed, it is  
Kishna who makes him forget, since no ordinary man could  
bear the strain of constant companionship with God.'  
মহাভাৰতপাঠে বোঝা যায় কৃষ্ণেৰ ঈশ্বৰত্ব বহুবিদিত ছিল না। কৃষ্ণপুত্ৰ শাস্ত  
দূৰ্যোধনেৰ জামাতা, দূৰ্যোধন তাঁৰ বৈবাহিককে ঈশ্বৰ মনে কবতেন না। উদ্যোগ-  
পৰ্বে তিনি যখন পাণ্ডবদূত কৃষ্ণকে বন্দী কৰাবাৰ মতলব কৰিছিলেন তখন কৃষ্ণ  
সভাস্থ সকলকে তাঁৰ বিশ্বৰূপ দেখালেন, কিন্তু তাতেও দূৰ্যোধনেৰ বিশ্বাস হ'ল  
না। যুদ্ধেৰ পূৰ্বে শকুনিপুত্ৰ উলুকে তাঁৰ প্ৰতিনিধিৰূপে পাণ্ডৱাশিৰে  
পাঠাবাৰ সময় দূৰ্যোধন তাঁকে শিখিয়ে দিলেন— 'তুমি কৃষ্ণকে বলবে, ইন্দ্ৰজিৎ  
নাযা কুহক বা বিভীষিকা দেখলে অশ্বধাৰী বীৰ ভয় পায় না, সিংহনাদ কৰে।  
আমবাও বহুপ্ৰকাৰ মায়া দেখাতে পাৰি, কিন্তু তেমন উপায়ে কাৰ্যসিদ্ধি কবতে  
চাই না। কৃষ্ণ, তুমি অকস্মাৎ যশস্বী হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমবা জানি পুৰুষিচুধাবী  
নপুংসক অনেক আছে। তুমি কংসেৰ ভৃত্য ছিলে সেজন্ম আমবা তুল্য কোনও ৰাজা  
তোমাৰ সপ্তে যুদ্ধ কৰেন নি।' সৰ্বত্ৰ ঈশ্বৰৰূপে স্বীকৃত না হ'লেও কৃষ্ণ বহু সমাজে  
অশেষ শ্ৰদ্ধা ও প্ৰীতিৰ আধাৰ ছিলেন এবং বৃপ শৌৰ্য বিদ্যা ও পুঞ্জ্যৰ জন্য পদুব-  
শ্ৰেষ্ঠ গণ্য হ'তেন। তিনি ৰাজা নন, যাদব অভিজাততন্ত্ৰেৰ একজন প্ৰধান মন্ত্ৰী,  
কিন্তু প্ৰতিপত্তিতে সৰ্বত্ৰ শীৰ্ষস্থানীয়। তথাপি কৃষ্ণদেবীৰ অভাব ছিল না।  
সভাপৰ্ব ৩-পৰিচ্ছেদে উক্ত বণ্ণ-পুণ্ড্ৰ-কিৰাত্ৰেৰ ৰাজা পৌণ্ড্ৰক কৃষ্ণেৰ অনুকৰণে  
শঙ্খ চক্ৰ গদা ধাৰণ কবতেন এবং প্ৰচাৰ কবতেন যে তিনিই আসল বাসুদেৱ  
ও পদুমোত্তম।

অল্প বা অধিক যাই হ'ক, মহাভাৰতেৰ ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে তা  
স্বস্বীকৃত। আখ্যানমধ্যে বহু বিষয়েৰ উল্লেখ পাওযা যায় যাৰ সত্যতায় সন্দেহেৰ  
কাৰণ নাই। দ্ৰৌপদীৰ বহুপ্ৰতিভাৰ দোষ ঢাকবাৰ জন্য গ্ৰন্থকাৰকে বিশেষ চেষ্টা  
কৰতে হয়েছে। তিনি যদি শুদ্ধ গল্পই লিখতেন তবে এই লোকাচাৰ্যবিবৰ্দ্ধ বিষয়েৰ  
কবতেন না। তাঁকে সুপ্ৰতিষ্ঠিত জনপ্ৰতি বা ইতিহাস মানতে হয়েছে  
এই ঘটনাটি বাদ দিতে পাবেন নি। আখ্যানেৰ মধ্যে দ্ৰোণপত্নী কুপীৰ  
অল্প, তথাপি প্ৰসঙ্গক্ৰমে তাঁকে অল্পকেশী বলা হয়েছে। কৃষ্ণদেৱপায়ন

কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, তাঁর রূপ বেশ ও গন্ধ কুৎসিত ছিল, ভীম মাকুল ছিলেন, মাহিষ্মতী পুত্রবী নারীবী সৈবিশণী ছিল, মদ্র ও বাহীক দেশের স্ত্রীপুত্ররূষ অত্যন্ত কদাচারী ছিল, যাদবগণ মাতাল ছিলেন, হিমালয়েব উত্তবে বালুকারণ ছিল, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র নদ) এত বিশাল ছিল যে তাকে সাগর বলা হ'ত, দ্বাবকাপুত্রী সাগর-কবলিত ইয়েছিল—ইত্যাদি তুচ্ছ ও অতুচ্ছ অনেক বিষয় গ্রন্থমধ্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে যা সত্য ব'লে মানতে বাধা হয় না।

মহাভাবত পড়লে প্রাচীন সমাজ ও জীবনযাত্রার একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি সকলেই প্রচুর মাংসাহার কবতেন, ভদ্রসমাজেও সুবাপান চলত। গোমাংসভোজন ও গোমেধ যজ্ঞেব বহু উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থ-রচনাকালে তা গর্হিত গণ্য হ'ত। অস্পৃশ্যতা কম ছিল, দাসদাসীবাও অল্প পাবিবেশন কবত। অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম বলেছেন, ৩০ বা ২১ বৎসরের বব ১০ বা ৭ বৎসরের কন্যাকে বিবাহ কববে, কিন্তু পবে আবাব বলেছেন, বযস্থা কন্যাকে বিবাহ কবাই বিজ্ঞলোকের উচিত। মহাভাবতে সর্বত্র যুবতীবিবাহই দেখা যায়। রাজাদের অনেক পত্নী এবং দাসী বা উপপত্নী থাকত, যাঁব এক ভাষণ তিনি মহাসদৃকৃতিশালী গণ্য হতেন। বর্ণসংকবত্বে ভয ছিল, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম বহুপ্রকাব বর্ণসংকবের স্লথ ক'বে বলেছেন, তাদের সংখ্যাব ইযন্তা নেই। অনেক বিধবা সহমৃত্যু হতেন, আবাব অনেকে পুত্রপৌত্রাদিব সঙ্গে থাকতেন, যেমন সত্যবতী কুন্তী উত্তরা সুদুদ্রা। নরীব মর্যাদাব অভাব ছিল না, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁদেবও দানবিরুদ্ধ এবং জুয়াখেলায পণ বাখা হ'ত। ভূমি ধনবস্ত্র বস্ত্র যানবাহন প্রভৃতির সঙ্গে বৃপবতী দাসীও দান কবাব প্রথা ছিল। উৎসবে শোভাবৃক্ষিব জন্য বেশ্যাব দল নিযুক্ত হ'ত। ব্রাহ্মণবা প্রচুর সমান পেতেন, তাঁবা সভায় তুমুল তর্ক কবতেন ব'লে লোকে উপহাসও করত। দেবপ্রতিমাব পূজা প্রচলিত ছিল। রাজাকে দেবতুল্য জ্ঞ হ'ত, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ১৩-পবিচ্ছেদে ভীষ্ম বলেছেন, 'যিনি প্রজাবক্ষাব দিয়ে বক্ষা কবেন না সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুঙ্কবের ন্যায় বিনষ্ট কবা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান অতি বীভৎস ছিল। পুরাকালে নববালি চলত, মহাভাবতেব কালে তা নিন্দিত হ'লেও লোপ পায় নি, জবাসম্ব তার আযোজন করেছিলেন।

যুদ্ধেব বর্ণনা অতিরঞ্জিত হ'লেও আমবা তৎকালীন যুদ্ধবীতির কিছু কিছু আন্দাজ কবতে পারি। ভীষ্মপর্ব ১-পবিচ্ছেদে কুবুদ্ধেযুদ্ধে য়ে নিযমবন্ধন বিবৃত হয়েছে তা আধুনিক সার্বজাতিক নিযম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। নিবস্ত্র বাহনচ্যুত শত্রুকে মাবা অনায়ায গণ্য হ'ত। নিযমলঙ্ঘন কবলে যোদ্ধা নিবিন্দ্য হতেন। স্বপক্ষ ও বিপক্ষেব আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসায ব্যবস্থা ছিল। পর অবহার বা যুদ্ধবিবাম ঘোষিত হ'ত, কিন্তু সময়ে সময়ে রাষ্ট্রকাল চলত। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে যুদ্ধ হ'ত, কিন্তু সৌপ্তিকপর্বে

তার ব্যতিক্রম করেছেন। যুদ্ধভূমির নিকট বেশ্যাশিবির থাকত। বিখ্যাত যোদ্ধাদের বথে চার ঘোড়া জোতা হত। ধ্বজদণ্ড রথের ভিতর থেকে উঠত, রথী আহত হ'লে ধ্বজদণ্ড ধ'রে নিজেই সামলাতেন। অর্জুন ও কর্ণের রথ শব্দহীন ব'লে বর্ণিত হয়েছে। শৈববথ যুদ্ধের পূর্বে বাগ্‌যুদ্ধ হ'ত, বিপক্ষেব তেজ কমাবার জন্য দুই বীর পশ্চপকে গািল দিতেন এবং নিজেব গব' করতেন। বিখ্যাত রথীদের চতুর্দিকে বক্ষী যোদ্ধারা থাকতেন, পিছনে একাধিক শকটে রাশি রাশি শর ও অন্যান্য ক্ষেপণীয় অস্ত্র থাকত। বোধ হয় পদাতি সৈন্য ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ কবত না, তাদের বর্মও থাকত না। এই কাবণেই রথারোহী বর্মধাবী যোদ্ধা একাই বহু সৈন্য শবায়াতে বধ কবতে পাবতেন।

আদিপর্ব ১-পবিচ্ছেদে মহাভাবতকথক সৌতি বলেছেন, 'কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে ব'লে গেছেন, এখন অপব কবিবা বলছেন, আবাব ভবিষ্যতে অন্য কবিবা বলবেন।' এই শেষোক্ত কবিবা মহাভারতের দুটি শোধনের চেষ্টা করেছেন। মহাভাবতের দুঃস্মৃত ইচ্ছা ক'বে শকুন্তলার অপমান কবেছেন, কিন্তু কালিদাসের দুঃস্মৃত শাপের বশে না জেনে কবেছেন। মহাভাবতের কচ দেবযানীকে প্রত্যাভিশাপ দিযেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কচ পবম ক্ষমাশীল। কাশীবাম দাসেব গ্রন্থে এবং বাংলা নাটকে কর্ণচারিত্র সংশোধিত হয়েছে।

মহাভাবতের আখ্যান ও উপাখ্যানগুলি দুই-তিন হাজার বৎসব ধ'বে এদেশের জনসাধাবণকে মনোবঞ্জনব সগে সগে ধর্মতত্ত্ব শিখিযেছে এবং কাব্যনাট্যাদির উপাদান যুগিযেছে। মহাভারতের বহু শ্লোক প্রবাদরূপে সুপ্রচলিত ইযেছে। মহাভাবতীয় নবনারীষ চবিগ্রে কোথায় কি অসংগতি বা দুটি আছে লোকে তা গ্রাহ্য করে নি, যা কিছু মহৎ তাই আদর্শরূপে পোষ ধন্য ইযেছে। সেকাল আর একালের লোকাচাবে অনেক প্রভেদ, তথাপি মহাভাবতে কৃষ্ণ ভীষ্ম ও ঋষিগণ কর্তৃক ধর্মব য়ে মূল আদর্শ কথিত ইযেছে তা সর্বকালেই গ্রহণীয়।

দুঃখময় সংসাবে মিলনান্ত আখ্যানই লোকাপ্রিয় হবার কথা, কিন্তু এদেশে প্রাচীনতম এবং সর্বাধিকপ্রচলিত চিরায়ত-সাহিত্য বা ক্লাসিক বামাগণ-মহাভাবত বিযোগান্ত হ'ল কেন? এই দুই গ্রন্থেব স্পষ্ট উদ্দেশ্য — বিচিত্র ঘটনাব বর্ণনা দ্বারা লোকেব মনোবঞ্জন এবং কথাছলে ধর্মশিক্ষা, কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যও আছে। যুদ্ধ চিরজীবী নয়, সেজন্য বাস্তব বা কাল্পনিক সকল জীবনবৃত্তান্তই বিযোগান্ত। বাস্তব জীবন-বাবণ প্রভৃতির এবং মহাভাবত ভবতবংশীয়গণের জীবনবৃত্তান্ত। এই দুই গ্রন্থের বচয়িতাবা নিরিস্ত সাক্ষীর ন্যায় অনাসক্তভাবে সদ্ধৃৎ মিলনবিবহ জীবনবৃত্তান্তের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য পাঠকের মনেও



অনাসক্তি সঞ্চার করা। তাঁরা শ্মশানবৈরাগ্য প্রচার করেন নি, বিষয়ভোগও ছাড়তে বলেন নি, শব্দ এই অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়ম শান্তিচিন্তে মেনে নিতে বলেছেন —

সৰ্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমৃদ্ধয়াঃ।

সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্ ॥ (স্ট্রীপর্ব)

— সকল সত্ত্বই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়।

১ আষাঢ় ১৩৫৬

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের মনুদ্রণে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল বসু মহাশয়ের নিকট বহু সাহায্য পেয়েছি। তাঁর ঋণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

১ বৈশাখ ১৩৬২

রাজশেখর বসু

# বিষয়সূচী

| আদিপর্ব                             | পৃষ্ঠা |                                     | পৃষ্ঠা |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| অনুক্রমিককা- ও পর্বসংগ্রহ-পর্বধায়া |        | ১৯। গান্ধাবী, কুলতী ও মাদ্রী —      |        |
| ১। শৌনকেব আশ্রমে সৌতি               | ১      | কর্ণ — দুৰ্যোধনাদিব জন্ম            | ৪৬     |
| পৌষ্যপর্বধায়া                      |        | ২০। যুধিষ্ঠিরাদিব জন্ম — পাণ্ডু     |        |
| ২। জনমেজয়েব শাপ — আবর্গিণ,         |        | ও মাদ্রীব মৃত্যু                    | ৪৯     |
| উপমন্সু ও বেদ                       | ৩      | ২১। হস্তিনাপুরে পণ্ডপান্ডব —        |        |
| ৩। উত্তক, পৌষ্য ও তক্ষক             | ৫      | ভীমের নাগলোকদর্শন                   | ৫১     |
| পৌঃস্রামপর্বধায়া                   |        | ২২। কৃপ — দ্রোণ — অশ্বথামা          |        |
| ৪। ভৃগু ও পুরোমা — চাবন —           |        | — একলব্য — অর্জুনের পটুতা           | ৫৩     |
| অগ্নিব শাপমোচন                      | ৯      | ২৩। অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন           | ৫৭     |
| ৫। বৃদ্ধ-প্রমদববা — ডুণ্ডুভ         | ১০     | ২৪। দ্রুপদের পলায়ন — দ্রোণের       |        |
| আন্ত্যকপর্বধায়া                    |        | প্রতিশোধ                            | ৬০     |
| ৬। জবৎকাবু মূনি — কদ্রু ও           |        | ২৫। ধৃতবাস্তেব ঈর্ষা                | ৬১     |
| বিনতা — সমুদ্রমন্থন                 | ১৩     | জতুগৃহপর্বধায়া                     |        |
| ৭। কদ্রু-বিনতাব পণ — গবুড —         |        | ২৬। বাবণাবত — জতুগৃহদাহ             | ৬২     |
| গজকচ্ছপ — অমৃতহরণ                   | ১৫     | হিড়িম্ববধপর্বধায়া                 |        |
| ৮। আন্ত্যকিব জন্ম —                 |        | ২৭। হিড়িম্ব ও হিড়িম্বা —          |        |
| পর্বীক্ষিতের মৃত্যুবরণ              | ১৮     | ঘটোৎকচেব জন্ম                       | ৬৬     |
| ৯। জনমেজয়ের সপস্র                  | ২২     | বকবধপর্বধায়া                       |        |
| আদিবংশাবতরণপর্বধায়া                |        | ২৮। একচক্ৰা — বক বাহুস              | ৬৯     |
| ১০। উপবিচব বসু — পবাসর-             |        | চৈরথপর্বধায়া                       |        |
| সত্যবতী — কৃষ্ণমৈপায়ন              | ২৪     | ২৯। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীব জন্ম-   |        |
| ১১। কচ ও দেবযানী                    | ২৬     | ব্রতান্ত — গান্ধর্ববাজ্ঞ অগ্নাবপর্ণ | ৭১     |
| ১২। দেবযানী, শর্মিষ্ঠা ও যযাতি      | ২৮     | ৩০। তপতী ও সংবরণ                    | ৭৪     |
| ১৩। যযাতিব জবা                      | ৩২     | ৩১। বিশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, শক্তি ও   |        |
| ১৪। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা               | ৩৪     | কল্মাষপাদ — ওর্ব — ধোম্য            | ৭৫     |
| ১৫। মহাভয় — অষ্ট বসু —             |        | স্বয়ংবরপর্বধায়া                   |        |
| প্রতীপ — শান্তনু-গঙ্গা              | ৩৮     | ৩২। দ্রৌপদীব স্বয়ংবর — অর্জুনের    |        |
| ১৬। দেবরত-ভীষ্ম — সত্যবতী           | ৪০     | লক্ষ্যভেদ                           | ৭৯     |
| ১৭। দ্রিষ্টাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য —   |        | ৩৩। কর্ণ-শল্য ও ভীমার্জুনের যুদ্ধ   |        |
| শাশীবাজেব তিন কন্যা                 | ৪২     | — কুলতী সকাশে দ্রৌপদী               | ৮২     |
| ১৮। দীর্ঘতমা — ধৃতবাস্ত, পাণ্ডু ও   |        | বৈবাহিকপর্বধায়া                    |        |
| বিদুরেব জন্ম — অণীমান্ডব্য          | ৪৪     | ৩৪। দ্রুপদ-যুধিষ্ঠিরেব বিতর্ক       | ৮৪     |
|                                     |        | ৩৫। ব্যাসেব বিধান — দ্রৌপদীব        |        |
|                                     |        | বিবাহ                               | ৮৬     |

| পৃষ্ঠা  | পৃষ্ঠা  |
|---|---|
| বিদুরাগমনপৰ্বাধ্যায়  | ১৩। ধৃতবাস্ত্র-শকুনি-দুর্যোধন-<br>সংবাদ ১২৫                   |
| ৩৬। হস্তিনাপুরে বিতর্ক ৮৮                                       | ১৪। যুধিষ্ঠিরবাদের দ্রুতসভায়<br>আগমন ১২৮                     |
| রাজলাভপৰ্বাধ্যায়   | ১৫। দ্রুতকীড়া ১২৯  |
| ৩৭। খাণ্ডবপ্রস্থ — সুন্দ-উপসুন্দ<br>ও তিলোত্তমা ৯০              | ১৬। দ্রৌপদীর নিগ্রহ — ভীমের<br>শপথ — ধৃতবাস্ত্রের ববদান ১৩২   |
| অর্জুনবনবাসপৰ্বাধ্যায়  | অনুদ্রুতপৰ্বাধ্যায়   |
| ৩৮। অর্জুনের বনবাস — উলুপী,<br>চিট্রাংগদা ও বর্গা — বদ্রবাহন ৯৩ | ১৭। পুনর্বাব দ্যুতকীড়া ১৩৭                                   |
| সুভদ্রাহরণপৰ্বাধ্যায়   | ১৮। পাণ্ডবগণের বনযাত্রা ১৩৯                                   |
| ৩৯। বৈবতক — সুভদ্রাহরণ —<br>অভিমন্যু — দ্রৌপদীর পশুপুত্র ৯৫     |   |
| খাণ্ডবদাহপৰ্বাধ্যায়  | <b>বনপর্ব</b>   |
| ৪০। অগ্নি অগ্নিমাল্য —<br>খাণ্ডবদাহ — ময় দানব ৯৭               | আবণ্যকপৰ্বাধ্যায়   |
| <b>সভাপর্ব</b>  | ১। যুধিষ্ঠির ও অনুগামী বিপ্রগণ<br>— সর্বদ্রুত ভাস্কস্থালী ১৪২ |
| সভাক্রিয়াপৰ্বাধ্যায়   | ২। ধৃতবাস্ত্রের অস্থির মতি ১৪৪                                |
| ১। ময় দানবের সভানির্মাণ ১০১                                    | ৩। ধৃতবাস্ত্র-সকাশে ব্যাস ও<br>মৈত্রেয় ১৪৬                   |
| ২। যুধিষ্ঠির-সকাশে নাবদ ১০৩                                     | <b>কিম্বীববধপৰ্বাধ্যায়</b>                                   |
| <b>মন্ত্রপৰ্বাধ্যায়</b>  | ৪। কিম্বীববধের বৃত্তান্ত ১৪৯                                  |
| ৩। কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরবাদের মন্ত্রণা ১০৫                          | <b>অর্জুনাভিগমনপৰ্বাধ্যায়</b>                                |
| ৪। জবাসন্ধের পূর্ববৃত্তান্ত ১০৭                                 | ৫। কৃষ্ণের আগমন — দ্রৌপদীর<br>ক্লেভ ১৫০                       |
| <b>জবাসন্ধপৰ্বাধ্যায়</b>                                       | ৬। শাল্যবধের বৃত্তান্ত —<br>শৈবতবন ১৫২                        |
| ৫। জবাসন্ধবধ ১০৯  | ৭। দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠিরের<br>বাদানুবাদ ১৫৫                       |
| <b>দিগ্‌বিজয়পৰ্বাধ্যায়</b>                                    | ৮। ভীম-যুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ<br>— ব্যাসের উপদেশ ১৫৮           |
| ৬। পাণ্ডবগণের দিগ্‌বিজয় ১১২                                    | ৯। অর্জুনের দিব্যান্ধ্রসংগ্রহে গমন ১৬১                        |
| <b>রাজসূয়িকপৰ্বাধ্যায়</b>                                     | <b>কৈবাতপৰ্বাধ্যায়</b>                                       |
| ৭। রাজসূয় যজ্ঞের আবম্ভ ১১৪                                     | ১০। কৈবাতবেশী মহাদেব —<br>অর্জুনের দিব্যান্ধ্রলাভ ১৬১         |
| <b>অর্ঘ্যভিহরণপৰ্বাধ্যায়</b>                                   | <b>ইন্দ্রলোকাভিগমনপৰ্বাধ্যায়</b>                             |
| ৮। কৃষ্ণকে অর্ঘ্যপ্রদান ১১৬                                     | ১১। ইন্দ্রলোকে অর্জুন —<br>উর্বশীর অভিসার ১৬৩                 |
| ৯। শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা ১১৭                                    |   |
| <b>শিশুপালবধপৰ্বাধ্যায়</b>                                     |   |
| ১০। যজ্ঞসভায় বাগ্‌যুদ্ধ ১১৯                                    |   |
| ১১। শিশুপালবধ — রাজসূয়<br>যজ্ঞের সমাপ্তি ১২২                   |   |
| <b>দ্যুতপৰ্বাধ্যায়</b>   |   |
| ১২। দুর্যোধনের দ্বেষ — শকুনির<br>মন্ত্রণা ১২৩                   |   |

| পৃষ্ঠা                            | পৃষ্ঠা                                     |
|-----------------------------------|--|
| নলোপাখ্যানপৰ্বাধ্যায়             | ৩২। সহস্রদল পদ্ম — ভীম-                    |
| ১২। ভীমেব অধৈর্য — মহাবী          | হনুমান-সংবাদ ২০৭                           |
| বৃহদশ্ব ১৬৬                       | ৩৩। ভীমেব পদ্মসংগ্রহ ২০৯                   |
| ১৩। নিম্বধবাজ নল — দময়ন্তীর      | জটাসূরবধপৰ্বাধ্যায়                        |
| শ্বষংবব ১৬৭                       | ৩৪। জটাসূরবধ ২১১                           |
| ১৪। কলিব আক্রমণ —                 | যক্ষযুদ্ধপৰ্বাধ্যায়                       |
| নল-পদ্মবেব দ্যুতক্রীড়া ১৭০       | ৩৫। ভীমেব সহিত যক্ষ-                       |
| ১৫। নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ —        | বাক্সসাদিব যুদ্ধ ২১২                       |
| দময়ন্তীর পর্যটন ১৭১              | নিবাতকবচযুদ্ধপৰ্বাধ্যায়                   |
| ১৬। কর্কোটক নাগ — নলেব            | ৩৬। অজুনের প্রত্যাবর্তন — নিবাত-           |
| বৃপান্তব ১৭৫                      | কবচ ও হিবণ্যপদ্বব বস্ত্রান্ত ২১৪           |
| ১৭। পিঠালমে দময়ন্তী — নল-        | অজগবপৰ্বাধ্যায়                            |
| ঋতুপর্ণেব বিদৰ্ভযাত্রা ১৭৬        | ৩৭। অজগব, ভীম ও যুধিষ্ঠির ২১৬              |
| ১৮। নল-দময়ন্তীর পদনির্মাণ ১৮০    | মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপৰ্বাধ্যায়              |
| ১৯। নলেব বাজ্যোদ্ধাব ১৮২          | ৩৮। কৃষ্ণ ও মার্কণ্ডেয়ব আগমন              |
| তীর্থযাত্রাপৰ্বাধ্যায়            | — অবিষ্টনোমা ও অগ্নি ২১৯                   |
| ২০। যুধিষ্ঠিরাদিব তীর্থযাত্রা ১৮৩ | ৩৯। বৈবস্বত মনু ও মংসা —                   |
| ২১। ইল্লব-বাতাপি — অগস্ত্য        | বালকবাপী নাবাষণ ২২১                        |
| ও লোপামুদ্রা — ভৃগুতীর্থ ১৮৫      | ৪০। পবীক্ষণ ও মণ্ডুকবাজকন্যা               |
| ২২। দধীচ — বৃহবধ —                | — শল, দল ও বামদেব ২২৩                      |
| সমুদ্রশোষণ ১৮৭                    | ৪১। দীর্ঘায়া, লক ঋষি — শিবি ও             |
| ২৩। সগব রাজা — ভগবীথৈব            | সুহোত্র — যযাতিব দান ২২৫                   |
| গংগানয়ন ১৮৯                      | ৪২। অষ্টক, প্রতর্দন, বসুদেব ও              |
| ২৪। ঋষ্যশৃংগেব উপাখ্যান ১৯০       | শিবি — ইন্দ্রদেব ২২৬                       |
| ২৫। পবদ্রবামেব ইতিহাস ১৯৩         | ৪৩। ধৃন্ধুমাব ২২৮                          |
| ২৬। প্রভাস — চাবন ও সূকন্যা       | ৪৪। কৌশিক, পতিব্রতা ও ধর্মব্যাধ ২৩০        |
| — অশ্বিনীকুমাবশ্বয ১৯৫            | ৪৫। দেবসেনা ও কার্তিকেশ ২৩২                |
| ২৭। মাম্বাতা, সোমক ও জন্তুব       | দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদপৰ্বাধ্যায়            |
| ইতিহাস ১৯৮                        | ৪৬। দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ ২৩৫             |
| ২৮। উশীনব, কপোত ও শোন ২০০         | ঘোষযাত্রাপৰ্বাধ্যায়                       |
| ২৯। উদ্দালক, শ্বেতকেতু, কহোড়,    | ৪৭। দুর্যোধনেব ঘোষযাত্রা ও                 |
| অষ্টাবক্র ও বন্দী ২০১             | গন্ধর্বহস্তে নিগ্রহ ২৩৭                    |
| ৩০। কুরুবাজ, যবক্রীত, বৈভা,       | ৪৮। দুর্যোধনেব প্রানোপবেশন ২৪০             |
| ঈর্ষাবসু ও পবাবসু ২০২             | ৪৯। দুর্যোধনেব বৈষ্ণব যজ্ঞ ২৪২             |
| ৩১। লঙ্কাসূর — ববাহরুপী বিষ্ণু    | মৃগশ্বেনোদ্ভব-ও ব্রাহ্মদ্রৌণিক-পৰ্বাধ্যায় |
| — বদরিকাক্রম ২০৫                  | ৫০। যুধিষ্ঠিরেব স্বপ্ন —                   |
|                                   | মৃদুগলেব সিংহলাভ ২৪৩                       |

| পৃষ্ঠা                                    | পৃষ্ঠা                             |
|---|------------------------------------|
| দ্রোপদীহরণ- ও জয়দ্রথবিমোক্ষণ-পৰ্বাধ্যায় | ১৪। কৌববগণের পবাজয় ২২৫            |
| ৫১। দূৰ্বাসার পাবণ ২৪৫                    | ১৫। অর্জুন ও উত্তরের প্রত্যাবর্তন  |
| ৫২। দ্রোপদীহরণ ২৪৬                        | — বিবাতের পদগ্রন্থ ২২৮             |
| ৫৩। জয়দ্রথের নিগ্রহ ও মৃত্তি ২৪৮         | বৈবাহিকপৰ্বাধ্যায়                 |
| বামোপাখ্যানপৰ্বাধ্যায়                    | ১৬। পাণ্ডবগণের আশ্রমপ্রকাশ         |
| ৫৪। রামের উপাখ্যান ২৫০                    | — উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহ ৩০১       |
| পতিব্রতাস্বাহায়াপৰ্বাধ্যায়              | উদ্যোগপৰ্ব                         |
| ৫৫। সাবিত্রী-সত্যবান ২৫৫                  | সেনোদ্যোগপৰ্বাধ্যায়               |
| কুণ্ডলাহরণপৰ্বাধ্যায়                     | ১। বাজ্যোধ্যাবেব মন্ত্রণা ৩০৪      |
| ৫৬। কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দান ২৬২             | ২। কৃষ্ণ-সকাশে দুর্যোধন ও অর্জুন   |
| আবণেশপৰ্বাধ্যায়                          | — বলবাম ও দুর্যোধন ৩০৭             |
| ৫৭। যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর ২৬৪      | ৩। শল্য, দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠির ৩০৮  |
| ৫৮। দ্রায়োদন বৎসবের আবম্ভ ২৬৮            | ৪। দ্রিশিবা, বৃহ, ইন্দ্র, নহুষ ও   |
| বিবাতপৰ্ব                                 | অগস্ত্য ৩১০                        |
| পাণ্ডবপ্রবেশপৰ্বাধ্যায়                   | ৫। সেনাসংগ্রহ ৩১৪                  |
| ১। অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা ২৭০               | সঞ্জয়যানপৰ্বাধ্যায়               |
| ২। ধৌমোব উপদেশ — অজ্ঞাতবাসের              | ৬। দ্রুপদ-পদবোহিতের দৌতা ৩১৫       |
| উপক্রম ২৭১                                | ৭। সঞ্জয়ের দৌতা ৩১৬               |
| ৩। বিবাতভবনে যুধিষ্ঠিরাদির                | প্রজাগব- ও সনৎকুজাত-পৰ্বাধ্যায়    |
| আগমন ২৭৩                                  | ৮। ধৃতবাস্ত-সকাশে বিদুর —          |
| সময়পালনপৰ্বাধ্যায়                       | বিবোচন ও সূদম্বা ৩২১               |
| ৪। মল্লগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ ২৭৭          | যানসন্ধিপৰ্বাধ্যায়                |
| কীচকবধপৰ্বাধ্যায়                         | ৯। কৌববসভায় বাদানুবাদ ৩২৩         |
| ৫। কীচক, সুদেহা ও দ্রোপদী ২৭৮             | ভগবদ্‌যানপৰ্বাধ্যায়               |
| ৬। কীচকের পদাঘাত ২৭৯                      | ১০। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদি ও দ্রোপদীর |
| ৭। ভীমের নিকট দ্রোপদীর বিলাপ ২৮১          | অভিমন ৩২৮                          |
| ৮। কীচকবধ ২৮২                             | ১১। কৃষ্ণের হস্তিনাপুর গমন ৩৩৩     |
| ৯। উপকীচকবধ — দ্রোপদী ও                   | ১২। কুন্তী, দুর্যোধন ও বিদুরের     |
| বৃহন্নলা ২৮৪                              | গৃহে কৃষ্ণ ৩৩৫                     |
| গোহবণপৰ্বাধ্যায়                          | ১৩। কৌববসভায় কৃষ্ণের অভিভাষণ ৩৩৮  |
| ১০। দুর্যোধনাদির মন্ত্রণা ২৮৬             | ১৪। রাজা দম্ভোদ্ভব — সুদম্বা       |
| ১১। দক্ষিণগোগ্রহ — সুশর্মার               | ও গবুড ৩৪০                         |
| পবাজয় ২৮৭                                | ১৫। বিশ্ণুমিত্র, গালব, যযাতি ও     |
| ১২। উত্তরগোগ্রহ — উত্তর ও                 | মাধবী ৩৪২                          |
| বৃহন্নলা ২৮৯                              | ১৬। দুর্যোধনের দুব্যাগ্রহ ৩৪৫      |
| ১৩। দ্রোণ-দুর্যোধনাদির বিতর্ক —           | ১৭। গান্ধারীর উপদেশ — কৃষ্ণের      |
| ভীমের উপদেশ ২৯২                           | সভাভাগ ৩৪৮                         |



|   |        |
|---|--------|
|   | পদ্ম্য |
| ১৮। কৃষ্ণ ও কুন্তী — বিদ্যলাব           |        |
| উপাখ্যান                                | ৩৫০    |
| ১৯। কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদ                    | ৩৫২    |
| ২০। কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ                   | ৩৫৫    |
| ২১। কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন                | ৩৫৭    |
| সৈন্যনির্বাণপর্বাদ্যায়                 |        |
| ২২। পাণ্ডবযুদ্ধসজ্জা                    | ৩৫৭    |
| ২৩। বলবান ও বৃদ্ধ                       | ৩৫৯    |
| ২৪। কৌববযুদ্ধসজ্জা                      | ৩৬১    |
| উল্কাধ্বজাগমনপর্বাদ্যায়                |        |
| ২৫। উল্কাধ্বজ দৌত্য                     | ৩৬২    |
| বর্থাতিবধসংখ্যানপর্বাদ্যায়             |        |
| ২৬। বর্থা-মহাবধ-অতিবধ-গণনা —            |        |
| ভীষ্ম-কর্ণের বিবাদ                      | ৩৬৫    |
| অম্বোপাখ্যানপর্বাদ্যায়                 |        |
| ২৭। অম্বা-শিশু-ভীষ্ম ইতিহাস             | ৩৬৭    |
| ২৮। যুদ্ধযাত্রা                         | ৩৭৩    |
| <b>ভীষ্মপর্ব</b>                        |        |
| জন্মবর্ষাভিনির্মাণ- ও ভীষ্ম-পর্বাদ্যায় |        |
| ১। যুদ্ধের নিয়মবন্দন                   | ৩৭৪    |
| ২। বাস ও ধৃত্যাস্ত্র                    | ৩৭৫    |
| ৩। সঞ্জয়ের জীববৃত্তান্ত ও              |        |
| ভুবন্তান্ত বন্ধন                        | ৩৭৬    |
| ভগবদ্গীতাপর্বাদ্যায়                    |        |
| ৪। কুব্জপাণ্ডবের বাহুবল                 | ৩৭৭    |
| ৫। ভগবদ্গীতা                            | ৩৭৯    |
| ভীষ্মবধপর্বাদ্যায়                      |        |
| ৬। যুদ্ধাভিষ্টানের শিষ্টাচার —          |        |
| কর্ণ — যুদ্ধাভিষ্টান                    | ৩৮৪    |
| ৭। কুব্জক্ষেত্রযুদ্ধাবশেষ — বিবর্তপদ    |        |
| উত্তর ও শেষের মৃত্যু                    | ৩৮৬    |
| ৮। ভীষ্মজর্জরের কৌববসেনাদলন             | ৩৮৮    |
| ৯। কৃষ্ণের ক্রোধ                        | ৩৯০    |
| ১০। ঘটোৎকচেব জয়                        | ৩৯২    |
| ১১। সাত্যকিপদ্রুগণের মৃত্যু             | ৩৯৩    |
| ১২। ভীষ্মের জয়                         | ৩৯৪    |

|     |  |       |
|-----|--|-------|
|     |  | পত্নী |
| ১৩। | বিব্যাটপদ্র শশ্বেব মৃত্যু —<br>ইবাবান ও নকুল-সহদেবেব জয় | ৩৯৬   |
| ১৪। | ইবাবানের মৃত্যু — ঘটোৎকচেব<br>মায়া                      | ৩৯৮   |
| ১৫। | ভীষ্মেব পবাক্সম  | ৪০০   |
| ১৬। | ভীষ্ম-সকাশে যদুধিষ্ঠিবার্দি                              | ৪০২   |
| ১৭। | ভীষ্মেব পতন  | ৪০৪   |
| ১৮। | শবশয্যায় ভীষ্ম  | ৪০৮   |
|     | <b>দ্রোণপর্ব</b>   |       |
|     | দ্রোণাভিষেকপৰ্বাধ্যায়                                   |       |
| ১।  | ভীষ্ম-সকাশে কর্ণ   | ৪১১   |
| ২।  | দ্রোণেব অভিষেক ও দুর্যোধনেব<br>ববদান                     | ৪১২   |
| ৩।  | অজুর্নেব জয়   | ৪১৪   |
|     | সংশপ্তকবধপৰ্বাধ্যায়                                     |       |
| ৪।  | সংশপ্তকগণেব শপথ  | ৪১৫   |
| ৫।  | সংশপ্তকগণেব যুদ্ধ —<br>ভগদত্তবধ                          | ৪১৭   |
|     | অভিমন্যুবধপৰ্বাধ্যায়                                    |       |
| ৬।  | অভিমন্যুবধ   | ৪২১   |
| ৭।  | যদুধিষ্ঠিব-সকাশে বাস —<br>মৃত্যুৰ উপাখ্যান               | ৪২৫   |
| ৮।  | সুবর্ণচৌবীৰ উপাখ্যান                                     | ৪২৭   |
|     | প্রতিজ্ঞাপৰ্বাধ্যায়                                     |       |
| ৯।  | অজুর্নেব প্রতিজ্ঞা                                       | ৪২৯   |
| ১০। | জয়দ্রথেব ভগ — সুভদ্রাব<br>বিলাপ                         | ৪৩২   |
| ১১। | অজুর্নেব স্বপ্ন  | ৪৩৪   |
|     | জয়দ্রথবধপৰ্বাধ্যায়                                     |       |
| ১২। | জয়দ্রথেব অভিমন্যুখে কৃষ্ণার্জুন                         | ৪৩৬   |
| ১৩। | কর্ণেব হস্তে ভীষ্মেব পবাক্সম<br>— ভীষ্মপ্রবাবধ           | ৪৪০   |
| ১৪। | জয়দ্রথবধ  | ৪৪৪   |
| ১৫। | দুর্যোধনেব ক্ষোভ   | ৪৪৫   |
|     | ঘটোৎকচবধপৰ্বাধ্যায়                                      |       |
| ১৬। | সোমদত্ত-বাহুবীক-বধ —<br>কৃপ-কর্ণ-অশ্বখামাব কলহ           | ৪৪৭   |

|  |     |
|--|-----|
| ১৭। কৃষ্ণার্জুন ও ঘটোটকচ                                   | ৪৪৯ |
| ১৮। ঘটোটকচবধ   | ৪৫১ |
| দ্রোণবধপর্বাধ্যায়   |     |
| ১৯। দ্রুপদ-বিরাট-বধ —<br>দুর্যোধনের বাল্যস্মৃতি            | ৪৫৪ |
| ২০। দ্রোণের ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ                             | ৪৫৫ |
| নারায়ণাস্তমোক্ষপর্বাধ্যায়                                |     |
| ২১। অশ্বখামার সংকল্প —<br>ধৃষ্টদ্যুম্ন-সাত্যাকির কলহ       | ৪৫৮ |
| ২২। অশ্বখামার নারায়ণাস্তমোচন                              | ৪৬১ |
| ২৩। মহাদেবের মাহাত্ম্য                                     | ৪৬৩ |
| কর্ণপর্ব   |     |
| ১। কর্ণের সেনাপতিত্বে অভিষেক                               | ৪৬৫ |
| ২। অশ্বখামার পরাজয়  | ৪৬৬ |
| ৩। দণ্ডধার-দণ্ড-বধ — রণভূমির<br>ভীষণতা                     | ৪৬৮ |
| ৪। পাণ্ডুরাজবধ — দুর্যোধানের<br>পরাজয়                     | ৪৬৯ |
| ৫। কর্ণের হস্তে নকুলের পরাজয়<br>— যুয়ুৎসু প্রভৃতির যুদ্ধ | ৪৭০ |
| ৬। পাণ্ডবগণের জয়  | ৪৭২ |
| ৭। কর্ণ-দুর্যোধন-শল্য-সংবাদ                                | ৪৭৩ |
| ৮। ত্রিপদ্রসংহার ও পরশুরামের<br>কথা                        | ৪৭৫ |
| ৯। কর্ণ-শল্যের যুদ্ধযাত্রা                                 | ৪৭৯ |
| ১০। কর্ণ-শল্যের কলহ  | ৪৮০ |
| ১১। কাক ও হংসের উপাখ্যান                                   | ৪৮৩ |
| ১২। কর্ণের শাপবৃন্তান্ত                                    | ৪৮৫ |
| ১৩। কর্ণের সহিত যুধিষ্ঠির ও<br>ভীমের যুদ্ধ                 | ৪৮৬ |
| ১৪। অশ্বখামা ও কর্ণের সহিত<br>যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের যুদ্ধ   | ৪৮৯ |
| ১৫। যুধিষ্ঠিরের কটুবাক্য                                   | ৪৯১ |
| ১৬। অর্জুনের ক্রোধ — কৃষ্ণের<br>উপদেশ                      | ৪৯৪ |
| ১৭। অর্জুনের সত্যরক্ষা —<br>যুধিষ্ঠিরের অন্ত্যাপ           | ৪৯৭ |

|   |     |
|---|-----|
| ১৮। অর্জুন-কর্ণের অভিযান                                    | ৪৯৯ |
| ১৯। দুর্যোধানের — ভীমের<br>প্রতিজ্ঞাপালন                    | ৫০১ |
| ২০। কর্ণবধ  | ৫০৩ |
| ২১। দুর্যোধানের বিষাদ —<br>যুধিষ্ঠিরের হর্ব                 | ৫০৮ |
| শল্যপর্ব  |     |
| শল্যবধপর্বাধ্যায়   |     |
| ১। কুপ-দুর্যোধন-সংবাদ                                       | ৫১০ |
| ২। শল্যের সেনাপতিত্বে অভিষেক                                | ৫১১ |
| ৩। শল্যবধ   | ৫১২ |
| ৪। শাল্যবধ  | ৫১৫ |
| ৫। উল্লুক-শকুনি-বধ  | ৫১৬ |
| হৃদপ্রবেশপর্বাধ্যায়  |     |
| ৬। দুর্যোধনের হৃদপ্রবেশ                                     | ৫১৭ |
| ৭। যুধিষ্ঠিরের তর্জন  | ৫১৯ |
| গদাযুদ্ধপর্বাধ্যায়   |     |
| ৮। গদাযুদ্ধের উপক্রম  | ৫২১ |
| ৯। বলরামের তীর্থভ্রমণ — চন্দ্রের<br>যক্ষ্মা — একত ম্ভিত রিত | ৫২৪ |
| ১০। অসিতদেবল ও জৈগীষবা<br>— সারস্বত                         | ৫২৫ |
| ১১। বৃদ্ধকন্যা সুলভ — কুরুক্ষেত্র<br>ও সমন্তপশুক            | ৫২৭ |
| ১২। দুর্যোধনের উরুভগ্ন                                      | ৫২৯ |
| ১৩। বলরামের ক্রোধ — যুধিষ্ঠিরাদির<br>ক্ষোভ                  | ৫৩১ |
| ১৪। দুর্যোধনের ভৎসনা  | ৫৩২ |
| ১৫। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-সকাশে কৃষ্ণ                         | ৫৩৪ |
| ১৬। অশ্বখামার অভিষেক  | ৫৩৫ |
| সৌপ্তিকপর্ব   |     |
| সৌপ্তিকপর্বাধ্যায়  |     |
| ১। অশ্বখামার সংকল্প   | ৫৩৭ |
| ২। মহাদেবের আবির্ভাব  | ৫৩৯ |
| ৩। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীপুত্র প্রভৃতির<br>হত্যা              | ৫৪০ |
| ৪। দুর্যোধনের মৃত্যু  | ৫৪১ |

| পৃষ্ঠা   | পৃষ্ঠা   |
|--|--|
| ঐক্যপৰ্বাধ্যায়  |  |
| ৫। দ্রোণদীর্ঘ প্রাথোপবেশন                              | ১০। খড়্গের উৎপত্তি ৫৭৪  |
| ৬। ব্রহ্মাশিব অস্ত্র                                   | ১৪। কৃতঘ্না গৌতমেব উপাখ্যান ৫৭৫                                    |
| ৭। মহাদেবেব মাহাত্ম্য                                  | মোক্ষধর্মপৰ্বাধ্যায়   |
|  | ১৫। আত্মজ্ঞান — ব্রাহ্মণ-সেম্বিজিৎ-<br>সংবাদ ৫৭৮                   |
| <b>স্ত্রীপৰ্ব</b>                                      | ১৬। অজগবন্ত — কামনাভাগ ৫৭৯   |
| জলপ্রাদানিকপৰ্বাধ্যায়                                 | ১৭। সৃষ্টিতত্ত্ব — সদাচার ৫৮০                                      |
| ১। বিদ্যুৎবেব সান্ধনাদান ৫৪৭                           | ১৮। ববাহবপী বিষ্ণু — যজ্ঞে<br>অহিংসা — প্রাণদণ্ডেব নিন্দা ৫৮২      |
| ২। ভীমেব লৌহমুর্তি ৫৪৮                                 | ১৯। বিষয়তৃষ্ণা — বিষ্ণুব<br>মাহাত্ম্য — জরবেব উৎপত্তি ৫৮৪         |
| ৩। গান্ধাবীর ক্রোধ ৫৪৯                                 | ২০। দক্ষযজ্ঞ ৫৮৬   |
| স্ত্রীবিলাপপৰ্বাধ্যায়                                 | ২১। আসক্তিভাগ — শৃঙ্খল<br>ইতিহাস ৫৮৮                               |
| ৪। গান্ধাবীর কুবুক্ষেত্র দর্শন —<br>কৃষ্ণকে অভিশাপ ৫৫১ | ২২। সুলভা-জনক-সংবাদ ৫৮৯  |
| শ্রাম্পপৰ্বাধ্যায়                                     | ২৩। ব্যাসপুত্র শৃঙ্খল — নাবদের<br>উপদেশ ৫৯১                        |
| ৫। মৃতসৎকাব — কর্ণেব<br>জন্মবহস্য প্রকাশ ৫৫২           | ২৪। উত্তরভদ্রানীৰ উপাখ্যান ৫৯৫                                     |
| <b>শান্তিপৰ্ব</b>                                      |  |
| বাজধর্মশাসনপৰ্বাধ্যায়                                 | <b>অনুশাসনপৰ্ব</b>   |
| ১। যদুধিষ্ঠির-সকাশে নাবদাদি ৫৫৪                        | ১। গৌতমী, ব্যাঘ, সর্প, মৃত্যু<br>ও কাল ৫৯৮                         |
| ২। যদুধিষ্ঠিরেব মনস্তাপ ৫৫৫                            | ২। সুদর্শন-ওঘবতীর অতিথি-<br>সৎকাব ৬০০                              |
| ৩। চার্বাকবধ — যদুধিষ্ঠিরেব<br>অভিষেক ৫৫৮              | ৩। কৃতজ্ঞ শৃঙ্খল — দৈব ও পুণ্য-<br>কাব — ভগ্নাস্বনেব স্ত্রীভাব ৬০১ |
| ৪। ভীষ্ম-সকাশে কৃষ্ণ ও<br>যদুধিষ্ঠিবাদি ৫৬০            | ৪। হবপার্বতীর নিকট কৃষ্ণেব<br>ববলাভ ৬০৪                            |
| ৫। বাজধর্ম ৫৬১   | ৫। অষ্টাবক্রেব পবীক্ষা ৬০৫   |
| ৬। বেণ ও পুণ্ড্র বাজাব কথা ৫৬৩                         | ৬। ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ — গঙ্গা-<br>মাহাত্ম্য — মতঙ্গ ৬০৭          |
| ৭। বর্ণাশ্রমধর্ম — চবনিযোগ<br>— শৃঙ্খল ৫৬৪             | ৭। দিবোদাসেব পুত্র প্রতর্দন —<br>বীতহবোব ব্রাহ্মণহলাভ ৬০৯          |
| ৮। বাজাব মিত্র — দণ্ডবিধি —<br>বাজকব — যুদ্ধনীতি ৫৬৬   | ৮। ব্রাহ্মণসেবা — সংপাত্র ও<br>অসংপাত্র ৬১০                        |
| ৯। পিতা মাতা ও গুণব্দ —<br>ব্যবহার — বাজকোষ ৫৬৮        | ৯। স্ত্রীজাতিব কুৎসা — বিপুলের<br>গুণব্দপত্নীরক্ষা ৬১১             |
| আপদধর্মপৰ্বাধ্যায়                                     |  |
| ১০। আপদগ্রস্ত বাজা — তিন<br>মৎস্যেব উপাখ্যান ৫৬৯       |  |
| ১১। মার্জার-মুখিক-সংবাদ ৫৭০                            |  |
| ১২। বিশ্বামিত্র-চণ্ডাল-সংবাদ ৫৭২                       |  |

|  | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| ১০। বিবাহভেদ — দুহিতাব অধিকার<br>— বর্গসংকর — পদ্রভেদ          | ৬১৪    |
| ১১। চাবন ও নহুব  | ৬১৫    |
| ১২। চাবন ও কুশিক   | ৬১৬    |
| ১৩। দানধর্ম — অপালক রাজা —<br>কপিলা — লক্ষ্মী ও গোময়          | ৬১৮    |
| ১৪। দানের অপার — বশিষ্ঠাদির<br>লোভসংবরণ                        | ৬২০    |
| ১৫। ছর ও পাদুকা — পদ্প<br>ধূপ ও দীপ                            | ৬২২    |
| ১৬। সদাচার — ভ্রাতাব কর্তব্য                                   | ৬২৩    |
| ১৭। মানসতীর্থ — বৃহস্পতিব<br>উপদেশ                             | ৬২৪    |
| ১৮। মাংসাহার   | ৬২৫    |
| ১৯। ব্রাহ্মণ-বাক্স-সংবাদ                                       | ৬২৬    |
| ২০। ত্রিবিধ প্রমাণ — ভীষ্মোপদেশেব<br>সমাপ্ত                    | ৬২৭    |
| ২১। ভীষ্মেব স্বর্গবোধ  | ৬২৮    |
| <b>আশ্বমেধিকপর্ব</b>   |        |
| আশ্বমেধিকপর্ববিধায়  |        |
| ১। যুধিষ্ঠিরেব পদুর্নব মনস্তাপ                                 | ৬৩১    |
| ২। মবন্ত ও সংবর্ত  | ৬৩২    |
| ৩। কামগীতা   | ৬৩৫    |
| অনুগীতাপর্ববিধায়  |        |
| ৪। অনুগীতা   | ৬৩৬    |
| ৫। কৃষ্ণেব দ্বাবকাযাত্রা — মবদ্বাসী<br>উত্ক                    | ৬৩৯    |
| ৬। উত্ক্রেব পূর্ববৃত্তান্ত                                     | ৬৪১    |
| ৭। কৃষ্ণেব দ্বাবকায আগমন                                       | ৬৪৩    |
| ৮। পবীক্ষিতেব জন্ম   | ৬৪৪    |
| ৯। যজ্ঞাস্থেব সহিত অর্জুনেব<br>যাত্রা                          | ৬৪৬    |
| ১০। অর্জুনের নানা দেশে যুদ্ধ —<br>বদ্রবাহন উলুপী ও চিত্রাঙ্গদা | ৬৪৭    |
| ১১। অশ্বমেধ যজ্ঞ   | ৬৫০    |
| ১২। শত্ৰুদাতা ব্রাহ্মণ — নকুলবদ্বাসী<br>ধর্ম                   | ৬৫৩    |

|  | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| <b>আশ্রমবাসিকপর্ব</b>                                |        |
| আশ্রমবাসপর্ববিধায়                                   |        |
| ১। যুধিষ্ঠিরেব উদাবতা                                | ৬৫৬    |
| ২। ভীষ্মেব আক্রোশ — ধৃতরাষ্ট্রেব<br>সংকল্প           | ৬৫৭    |
| ৩। ধৃতরাষ্ট্রেব প্রজাসম্ভাবণ                         | ৬৫৮    |
| ৪। ধৃতরাষ্ট্রেব প্রভৃতিব বনযাত্রা                    | ৬৬০    |
| ৫। ধৃতরাষ্ট্রেব-সকাশে নাবদাদি                        | ৬৬২    |
| ৬। ধৃতরাষ্ট্রেব-সকাশে যুধিষ্ঠিরবাদি                  | ৬৬৩    |
| ৭। বিদুরেব তিবোধান                                   | ৬৬৪    |
| পত্রদর্শনপর্ববিধায়                                  |        |
| ৮। মৃত যৌশ্ধৃগণেব সমাগম                              | ৬৬৬    |
| ৯। জনমেজয়েব যজ্ঞে পবীক্ষিৎ —<br>পান্ডবগণেব প্রস্থান | ৬৬৮    |
| নাবদাগমনপর্ববিধায়                                   |        |
| ১০। ধৃতরাষ্ট্রেব গান্ধাবী ও কুলতীব<br>মৃত্যু         | ৬৬৯    |
| <b>মৌষলপর্ব</b>                                      |        |
| ১। শাস্ত্রেব মৌষল প্রসব —<br>দ্বাবকায দুর্লক্ষণ      | ৬৭২    |
| ২। যাদবগণের বিনাশ                                    | ৬৭৩    |
| ৩। বলবান ও কৃষ্ণেব দেহত্যাগ                          | ৬৭৪    |
| ৪। অর্জুনেব দ্বাবকায গমন ও<br>প্রত্যাবর্তন           | ৬৭৫    |
| <b>মহাপ্রস্থানিকপর্ব</b>                             |        |
| ১। মহাপ্রস্থানেব পথে যুধিষ্ঠিরবাদি                   | ৬৭৯    |
| ২। দ্রৌপদী সহদেব নকুল অর্জুন<br>ও ভীষ্মেব মৃত্যু     | ৬৮০    |
| ৩। যুধিষ্ঠিরেব শশবীরে স্বর্গযাত্রা                   | ৬৮১    |
| <b>স্বর্গারোহণপর্ববিধায়</b>                         |        |
| ১। যুধিষ্ঠিরেব নরকদর্শন                              | ৬৮৩    |
| ২। কুবেরপান্ডবদিব স্বর্গলাভ                          | ৬৮৫    |
| ৩। মহাভাবত-মাহাত্ম্য                                 | ৬৮৬    |
| <b>পারিশিষ্ট</b>                                     |        |
| মহাভাবতে বহু উক্ত ব্যক্তি, স্থান ও<br>অস্মাদি        | ৬৮৮    |

## আদিপর্ব

॥ অনাক্রমণিকা- ও পর্বসংগ্রহ-পর্বাদ্যায় ॥

### ১। শৌনকের আশ্রমে সৌতি

নাবাষণং নমস্কৃত্য নবশ্চৈব নবোত্তমম্।

দেবীং সবস্বতীশ্চৈব ততো জয়মদীবযেৎ ॥

—নাবাষণ, নবোত্তম নব (১) ও দেবী সবস্বতীকে নমস্কার ক'বে তার পর জয় উচ্চারণ কববে (২)।

কুলপতি মহর্ষি শৌনক নৈমিষাবণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করছিলেন। একদিন লোমহর্ষণের পুত্র পদ্মবাণকথক সৌতি (৩) সেখানে বিনীতভাবে উপস্থিত হলেন। আশ্রমের মর্দনিবা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, সৌতি, তুমি এখন কোথা থেকে আসছ, এতকাল কোথায় ছিলে? সৌতি উত্তর দিলেন, আমি রাজর্ষি জনমেজয়ের সপর্ষজ্ঞে ছিলাম, সেখানে কৃষ্ণদ্বৈপায়নরচিত বিচিত্র মহাভাবতকথা বৈশম্পায়নের মুখে শুনেছি। তাব পর বহু ভীর্থে ভ্রমণ ক'বে সমস্তপশুক দেশে যাই, যেখানে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হযেছিল। এখন আপনাদেব দর্শন কবতে এখানে এসেছি। শ্বিজগণ, আপনারা যজ্ঞে আহুতি দিয়ে শূচি হযে সূত্রে উপবিষ্ট রযেছেন, আমার কাছে কি শুনতে ইচ্ছা করেন আদেশ করুন—পবিত্র পুরাণকথা, না মহাত্মা নরপতি ও ঋষিগণের ইতিহাস? ঋষিবা বললেন, বাজা জনমেজয়ের সপর্ষজ্ঞে বৈশম্পায়ন যে ব্যাসবাচিত মহাভারতকথা বলেছিলেন আমরা তাই শুনতে ইচ্ছা করি।

সৌতি বললেন, চরাচরগুরু হৃষীকেশ হরিকে নমস্কার ক'রে আমি ব্যাসপ্রোক্ত মহাভারতকথা আরম্ভ করছি। কথেকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপব কবির বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরও বলবেন। ব্যাসদেব এই

---

(১) বিষ্ণুব অংশস্বৰূপ দেবতা বা ঋষি বিশেষ। (২) অর্থাৎ পদ্মবাণ-মহাভাবতাদি বিজয়প্রদ আখ্যান পাঠ করবে। (৩) এ'র প্রকৃত নাম উগ্রশ্রবা, জ্ঞাতিতে সূত এজন্য উপাধি সৌতি। সূতজ্ঞাতির বৃত্তি সারথ্য ও পুরাণাদি কথন।

মহাভারত সংক্ষেপে বলেছেন আবার সবিস্তাবেও বলেছেন। কোনও কোনও ব্রাহ্মণ এই গ্রন্থ আদি থেকে, কেউ আস্তীকের উপাখ্যান থেকে, কেউ বা উপনিষদের উপাখ্যান থেকে পাঠ করেন।

মহাভারত রচনার পব ব্যাসদেব ভেবেছিলেন, কোন উপায়ে এই ইতিহাস শিষ্যদের অধ্যয়ন করাব? তখন ভগবান ব্রহ্মা তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন, তুমি গণেশকে স্মরণ কব, তিনি তোমার গ্রন্থেব লিপিকার হবেন। ব্যাস গণেশকে অনুবোধ করলে তিনি বললেন, আমি সম্মত আছি, কিন্তু আমার লেখনী ক্ষণমাত্র থামবে না। ব্যাস ভাবলেন, আমার বচনায় আট হাজার আট শ এমন কট্টশ্লোক আছে যাব অর্থ কেবল আমি আব আমার পুত্র শত্ৰু বন্ধুতে পারি, সঞ্জয় পাবেন কিনা সন্দেহ। ব্যাস গণেশকে বললেন, আমি যা বলে যাব আপনি তাব অর্থ না বন্ধু লিখতে পারবেন না। গণেশ বললেন, তাই হবে। গণেশ সর্বস্ব হ'লেও কট্টশ্লোক লেখবার সময় তাঁকে ভাবতে হ'ত, সেই অবসরে ব্যাস অন্য বহু শ্লোক বচনা করতেন। (১)

রাজা জনমেজয় এবং ব্রাহ্মণগণেব বহু অনুবোধেব পব ব্যাসদেব তাঁব শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত শোনাবাব জন্য আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ভগবান ব্যাস এই গ্রন্থে কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধাবীব ধর্মশীলতা, বিদ্রুবেব প্রজ্ঞা, কুন্তীব ধৈর্য, বাসুদেবেব মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সত্যপবায়ণতা এবং ধৃতবাস্তুপুত্রগণেব দূর্বৃত্ততা বিবৃত করেছেন। উপাখ্যান সহিত এই মহাভারতে লক্ষ শ্লোক আছে। উপাখ্যানভাগ বর্জন করে ব্যাস চব্বিশ হাজার শ্লোকে এক সংহিতা রচনা করেছেন, পণ্ডিতগণের মতে তাই প্রকৃত মহাভারত। তা ছাড়া ব্যাস দেড় শ শ্লোকে সমস্ত পর্বের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত অনুক্তমণিকা-অধ্যায়ে দিয়েছেন। ব্যাস পূর্বে নিজেব পুত্র শত্ৰুদেবকে এই গ্রন্থ পাড়িয়ে তার পব অন্যান্য শিষ্যদেব শিখিয়েছিলেন। তিনি ষাট লক্ষ শ্লোকে আব একটি মহাভারতসংহিতা রচনা করেছিলেন, তাব ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পনব লক্ষ পিতৃলোকে, চোন্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে এবং এক লক্ষ মনুষ্যলোকে প্রচলিত আছে। ব্যাসেব শিষ্য বৈশম্পায়ন শেষোক্ত লক্ষ শ্লোক পাঠ করেছিলেন, আমি তাই বলব। পূর্বকালে দেবতাবা তুলাদণ্ডে ওজন ক'বে দেখেছিলেন যে উপনিষৎসহ চাব বেদেব তুলনায় একখানি এই গ্রন্থ মহত্বে ও ভাববস্তায় অধিক, সেজন্যই এর নাম মহাভারত।

অনন্তব সৌমিত্র অতি সংক্ষেপে মহাভারতেব মূল আখ্যান এবং পর্বসংগ্রহ (অর্থাৎ প্রত্যেক পর্বের বিষয়সমূহ) বর্ণনা করলেন।

## ॥ পৌষ্যপর্বাধ্যায় ॥

### ২। জনমেজয়ের শাপ—আর্যুণি, উপমন্যু ও বেদ

সোঁতি বললেন।—পর্বাঙ্কিপুত্র জনমেজয় তাঁর তিন ভ্রাতার সঙ্গে কুবুক্ষেত্রে এক যজ্ঞ করছিলেন এমন সময় সেখানে একটি কুবুর এল। জনমেজয়ে ভ্রাতারা তাকে প্রহার করলেন, সে কাঁদতে কাঁদতে তার মাতার কাছে গেল। কুবুর্বাঙ্কিপুত্র হুঙ্কারে যজ্ঞস্থলে এসে বললে, আমার পুত্রকে গিনা দোবে মাঝলে কেন? জনমেজয় প্রভৃতি কোনও উত্তর দিলেন না। কুবুর্বাঙ্কি বললে, এ বোনও অপবাধ কবে নি তথাপি প্রহৃত হয়েছে; তোমার উপবেও অতিক্রান্ত বিপদ এসে পড়বে।

দেবশুনী সবমাত্র এই অভিশাপ শুনে জনমেজয় অত্যন্ত চিন্তাকুল হলেন। যজ্ঞ শেষ হলে তিনি হস্তিনাপুরে ফিরে এসে শাপমোচনের জন্য উপযুক্ত পুরোহিতের সন্ধান করতে লাগলেন। একদিন তিনি মৃগয়া কবতে গিয়ে শ্রুতশ্রবা ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং নমস্কার কবে বললেন, ভগবান, আপনার পুত্র সোমশ্রবাকে দিন, তিনি আমার পুত্রবাহিত হবেন। শ্রুতশ্রবা বললেন, আমার এই পুত্র সপর্ষি গভ্রজাত, এ মহাতপস্বী ও বেদজ্ঞ, মহাদেবের শাপ ভিন্ন অন্য সমস্ত শাপ নিবারণ কবতে পারে। কিন্তু এ একটা গদ্য ব্রত আছে, কোনও ব্রাহ্মণ কিছুই প্রার্থনা কবলে এ তা অবশ্যই পূর্ণ করবে। যদি তুমি তাতে সম্মত হও তবে একে নিয়ে যাও। জনমেজয় ঋষিপুত্রকে নিয়ে গিয়ে ভ্রাতাদের বললেন, আমি একে উপাধ্যায়রূপে বরণ কবোঁ, ইনি যা বলবেন তোমরা তা নির্বচাবে কববে। এই আদেশ দিয়ে জনমেজয় তক্ষশিলা প্রদেশ জয় করতে গেলেন। (১)

এই সময়ে আষোদ ধোম্য (২) নামে এক ঋষি ছিলেন, তাঁর তিন শিষ্য— উপমন্যু, আর্যুণি ও বেদ। তিনি তাঁর পাণ্ডালদেশীয় শিষ্য আবর্দুণিকে আজ্ঞা দিলেন, যাও, তুমি আমার ক্ষেত্রেব আল বাঁধ। আবর্দুণি গুরুবর আজ্ঞা পালন কবতে গেলেন, কিন্তু আল বাঁধতে না পেবে অবশেষে শূন্যে পড়ে জলরোধ কবলেন। আবর্দুণি ফিরে এলেন না দেখে ধোম্য তাঁর অপবদ্দই শিষ্যের সঙ্গে ক্ষেত্রে গিয়ে ডাকলেন, বৎস আবর্দুণি, কোথায় আছ, এস। আবর্দুণি উঠে এসে বললেন, আমি জলপ্রবাহ বোধ কবতে না পেবে সেখানে শূন্যে ছিলাম, এখন আপনি ডাকতে উঠে এসেছি, আজ্ঞা করুন কি

(১) এই বৃত্তান্তের সঙ্গে পর্বতর্ষি আখ্যানের যোগসূত্র স্পষ্ট নয়। (২) পাঠান্তর—  
আপোদ ধোম্য।

করতে হবে। ধৌম্য বললেন, তুমি কদারখণ্ড (ক্ষেত্রের আল) বিদারণ কবে উঠেছ সেজন্য তোমার নাম উদ্দালক হবে। আমার আঙ্গা পালন কবেছ সেজন্য তুমি শ্ৰেয়োলাভ করবে এবং সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমাব অন্তরে প্রকাশিত থাকবে।

আসাদ ধৌম্য আব এক শিষ্য উপমন্যুকে আদেশ দিলেন, বৎস, তুমি আমাব গো রক্ষা কর। উপমন্যু প্রত্যহ গব্দু চাবিয়ে সন্ধ্যায় ফিবে এসে গব্দুকে প্রণাম কবতে লাগলেন। একদিন গব্দু জিজ্ঞাসা কবলেন, বৎস, তুমি কি খাও? তোমাকে বেশ শ্বল দেখছি। উপমন্যু বললেন, আমি ভিক্ষা ক'রে জীবিকানির্বাহ কবি। গব্দু বললেন, আমাকে নিবেদন না ক'বে ভিক্ষাল ভোজন উচিত নয়। তাব পব থেকে উপমন্যু ভিক্ষাদ্রব্য এনে গব্দুকে দিতেন। তথাপি তাঁকে পদুষ্ট দেখে গব্দু বললেন, তুমি যা ভিক্ষা পাও সবই তো আমি নিই, তুমি এখন কি খাও? উপমন্যু বললেন, প্রথমবাব ভিক্ষা ক'বে আপনাকে দিই, তার পব আলাব ভিক্ষা কবি, তাতেই আমাব জীবিকানির্বাহ হয়। গব্দু বললেন, এ তোমাব অনায়াহ, এতে অন্য ভিক্ষাজীবীদের হানি হয়, তুমিও লোভী হয়ে পড়ছ। তাব পব উপমন্যু একবাব মাত্র ভিক্ষা ক'বে গব্দুকে দিতে লাগলেন। গব্দু আবাব তাঁকে প্রশ্ন কবলেন, বৎস, তোমাকে তো অতিশয় শ্বল দেখছি, এখন কি খাও? উপমন্যু বললেন, আমি এইসব গব্দুব দুষ খাই। গব্দু বললেন, আমাব অনুমতি বিনা দুষ খাওয়া তোমার অনায়াহ। উপমন্যু তার পবেও শ্বলকাষ বয়েছেন দেখে গব্দু বললেন, এখন কি খাও? উপমন্যু বললেন, স্তন্যপানেব পর বাছুববা যে ফেন উদ্গাব কবে তাই খাই। গব্দু বললেন, এই বাছুবরা দযা ক'রে তোমাব জন্য প্রচুব ফেন উদ্গাব কবে, তাতে এদেব পুষ্টিব ব্যাঘাত হয়, ফেন খাওয়াও তোমার উচিত নয়। গব্দুব সকল নিষেধ মেনে নিষে উপমন্যু গব্দু চবাতে লাগলেন। একদিন তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে অর্কপত্র (আকন্দপাতা) খেলেন। সেই ক্ষাব তিস্ত কটু বক্ষ তীক্ষ্ণ বস্তু খেয়ে তিনি অন্ধ হলেন এবং চলতে চলতে কূপের মধ্যে পড়ে গেলেন। সূর্যাস্তেব পব উপমন্যু ফিবে এলেন না দেখে আষোদ ধৌম্য বললেন, আমি তাব সকল প্রকাব ভোজনই নিষেধ কবেছি, সে নিশ্চয় রাগ করেছে, তাকে খোঁজা উচিত। এই বলে তিনি শিষ্যদেব সঙ্গে অরণ্যে গিয়ে ডাকলেন, বৎস উপমন্যু, কোথায় আছ, এস। উপমন্যু কূপেব ভিতব থেকে উত্তর দিলেন, আমি অর্কপত্র ভক্ষণের ফলে অন্ধ হয়ে এখানে পড়ে গেছি। ধৌম্য বললেন, তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারস্বয়ের স্তব কর, তাঁরা তোমাকে চক্ষুস্থান করবেন। উপমন্যু স্তব করলেন। অশ্বিন্য তাব নিকট আবির্ভূত হয়ে বললেন, আমরা প্রীত হয়েছি, তুমি এই পদুপ (পিপ্তক) ভক্ষণ কর। উপমন্যু বললেন, গব্দুকে নিবেদন না



ক'বে আমি খেতে পারি না। অশ্বিন্দ্র বললেন, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে আমাদের স্তব ক'বে শ্রুত পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা গুরুদেবকে নিবেদন না ক'বেই খেয়েছিলেন। উপমন্যু বললেন, আমি আপনাদের নিকট অনুনয় কব'ছি, গুরুদেবকে নিবেদন না ক'রে আমি খেতে পাব না। অশ্বিন্দ্র বললেন, তোমার গুরুভক্তি তো আমরা শ্রীত হয়েছি; তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত কৃষ্ণ লৌহময় হবে, তোমার দন্ত হিব'ময় হবে, তুমি চক্ষুশ্রীত হবে এবং শ্রেণীলাভ কববে। উপমন্যু চক্ষু লাভ ক'বে গুরুদেব কাছে এলেন এবং অভিবাদন ক'বে সকল ব্রতান্ত জানালেন। গুরুদেব শ্রীত হয়ে বললেন, অশ্বিনীকুমার-দ্রব্যের ববে তোমার মংগল হবে, সকল বেদ এবং ধর্মশাস্ত্রও তুমি আগন্ত কববে। উপমন্যুর পবীক্ষা এইরূপে শেষ হ'ল।

আষোদ ধোম্য তাঁর তৃতীয় শিষ্য বেদকে আদেশ দিলেন, তুমি আমার গৃহে কিছুকাল বাস ক'বে আমার সেবা কর, তোমার মংগল হবে। বেদ দীর্ঘকাল গুরুদেবগৃহে থেকে তাঁর আজ্ঞায় বলদেব ন্যায় ভাববহন এবং শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা তৃষ্ণাদি কষ্ট সহিতে লাগলেন। অবশেষে তিনি গুরুদেবকে পবিত্র ক'বে শ্রেয় ও সর্বজ্ঞতা লাভ কবলেন। এইরূপে তাঁর পবীক্ষা শেষ হ'ল।

### ৩। উত্শ্বক, পৌষ্য ও তক্ষক

উপাধ্যায়ের আজ্ঞা নিয়ে বেদ গৃহস্থাত্মনে প্রবেশ কবলেন, তাঁরও তিনটি শিষ্য হ'ল। তিনি শিষ্যদের বলতেন না যে এই বর্ম কর, বা আমার শ্রুত কর। গুরুদেবগৃহবাসের দ্বারা তিনি জানতেন সেজন্য শিষ্যদের কষ্ট দিতে চাইতেন না। কিছুকাল পরে জনমেজয় এবং পৌষ্য নামে আর এক রাজা বেদকে উপাধ্যায়ের পদে বরণ কবলেন। একদা বেদ যাজন কার্যের জন্য বিদেশে যাবার সময় উত্শ্বক (১) নামক শিষ্যকে ব'লে গেলেন, আমার প্রবাসকালে গৃহে যে বিষয়ের অভাব হবে তুমি তা পূরণ কববে। উত্শ্বক গুরুদেবগৃহে থেকে সকল কর্তব্য পালন করতে লাগলেন। একদিন আশ্রমের নারীবা তাঁকে বললে, তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হয়েছেন কিন্তু উপাধ্যায় এখানে নেই; ঋতু যাতে নিষ্ফল না হয় তুমি তা কর। উত্শ্বক উত্তর দিলেন, আমি স্ত্রীলোকের কথায় এমন অকার্য কবতে পারি না, উপাধ্যায় আমাকে অকার্য কববার আদেশ দেন নি। কিছুকাল পরে বেদ ফিরে এলেন এবং সকল ব্রতান্ত শ্রুতি শ্রীত হয়ে বললেন, বৎস উত্শ্বক, আমি তোমার কি প্রিয়সাধন করব বল। তুমি

(১) আশ্বমৈধিকপর্বে ৬-পবিচ্ছেদে উত্শ্বকের উপাখ্যান কিছু অন্যপ্রকার।

ধৰ্মানুসারে আমার সেবা কবেছ, আমাদের পরস্পরের প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমার সকল কামনা পূর্ণ হবে। এখন তুমি স্বগৃহে যেতে পার।

উত্শ্ব বললেন, আমিই বা আপনার কি প্রিয়সাধন কবব বলুন, আমি আপনার অভীষ্ট দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করি। বেদ বললেন, বৎস, এখন থাকুক না। কিছুকাল পবে উত্শ্ব পুনর্বীর গদ্বরকে দক্ষিণার কথা জিজ্ঞাসা কবলেন। বেদ বললেন, তুমি বহুবাব আমাকে দক্ষিণার কথা বলেছ, গৃহমধ্যে গিয়ে উপাধ্যায়ানীকে জিজ্ঞাসা কর কি দিতে হবে। তখন উত্শ্ব গদ্বরপত্নীর কাছে গিয়ে বললেন, ভগবতী, উপাধ্যায় আমাকে গৃহগমনের অনুমতি দিবেছেন, আমি গদ্বরদক্ষিণা দিলে ঋণমুক্ত হতে চাই, আপনি বলুন কি দক্ষিণা দেব। উপাধ্যায়পত্নী বললেন, তুমি রাজা পৌষের কাছে যাও, তাঁর ক্ষত্রিয়া পত্নী যে দুই কুন্ডল পবেন তাই চেয়ে আন। চার দিন পবে পূণ্যক ব্রত হবে, তাতে আমি ওই কুন্ডলে শোভিত হয়ে ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার এই অভীষ্ট পূর্ণ কর, তাতে তোমার মঙ্গল হবে, কিন্তু যদি না কর তবে অনিষ্ট হবে।

উত্শ্ব কুন্ডল আনবার জন্য যাত্রা কবলেন। পথে যেতে যেতে তিনি প্রকাণ্ড বৃষে অবত এক মহাকাশ পদ্বরকে দেখতে পেলেন। সেই পদ্বর বললেন, উত্শ্ব, তুমি এই বৃষের পদ্বরী ভক্ষণ কর। উত্শ্বকে অনিচ্ছুক দেখে তিনি আবার বললেন, উত্শ্ব, খাও, বিচার কবো না, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে খেয়েছেন। তখন উত্শ্ব বৃষের মলমূত্র খেলেন এবং দাঁড়িয়ে উঠে সত্ত্ব আচমন কবে পৌষের নিকট যাত্রা কবলেন। পৌষ তাঁকে বললেন, ভগবান, কি আশ্চর্য বলুন। উত্শ্ব কুন্ডল প্রার্থনা কবলে রাজা বললেন, আপনি অন্তঃপদ্বরে গিয়ে মহিষীর কাছে চেয়ে নিন। উত্শ্ব মহিষীকে দেখতে না পেয়ে ফিবে এসে পৌষকে বললেন, আমাকে মিথ্যা কথা বলা আপনার উচিত হয় নি, অন্তঃপদ্বরে মহিষী নেই। পৌষ ক্ষণকাল চিন্তা কবে বললেন, নিশ্চয় আপনি উচ্ছিষ্ট (এটো মূত্রে) আছেন, অশুচি ব্যক্তি আমার পতিব্রতা ভার্যাকে দেখতে পায় না। উত্শ্ব স্নান কবে বললেন, আমি এখানে শীঘ্র আসবার জন্য দাঁড়িয়ে আচমন কবেছিলাম সেজন্য এই দোষ হয়েছে। উত্শ্ব তখন পদ্বরমূত্রে বসে হাত পা মূত্রে ধুলেন এবং তিনবার নিঃশব্দে ফেনশূন্য অনুষ্ণু হৃদয় জল পান কবে দ্বাব মূত্রে ইন্দ্রিয় মুছলেন। তার পর তিনি অন্তঃপদ্বরে গিয়ে মহিষীকে দেখতে পেলেন। উত্শ্বের প্রার্থনা শুনে মহিষী প্রীত হয়ে তাঁকে কুন্ডল দিলেন এবং বললেন, নাগবাজ তক্ষক এই কুন্ডল দুটির প্রার্থী, অতএব সাবধানে নিয়ে যাবেন।

উত্ক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে পৌষ্যের কাছে এলেন। পৌষ্য বললেন, ভগবান, সংপাত্র সহজ্ঞ পাওয়া যায় না, আপনি গুণবান অর্থাৎ, আপনার সংকাব করতে ইচ্ছা করি। উত্ক্ষ বললেন, গৃহে যে অন্ন আছে তাই শীঘ্র নিয়ে আসুন। অন্ন আনা হলে উত্ক্ষ দেখলেন তা ঠাণ্ডা এবং তাতে চুল বসেছে। তিনি বললেন, আমাকে অশুচি অন্ন দিচ্ছেন অতএব আপনি অন্ধ হবেন। পৌষ্য বললেন, আপনি নির্দোষ অস্ত্রের দোষ দিচ্ছেন এজন্য আপনি নিঃসন্তান হবেন। উত্ক্ষ বললেন, অশুচি অন্ন দিয়ে আবার অভিশাপ দেওয়া আপনার অনর্দিত, দেখুন না অন্ন অশুচি কি না। বাজা অন্ন দেখে অনুমান কবলেন এই শীতল অন্ন কোনও মনুষ্যকেশী স্ত্রী এনেছে, তারই কেশ এতে পড়েছে। তিনি ক্ষমা চাইলে উত্ক্ষ বললেন, আমার বাক্য মিথ্যা হয় না, আপনি অন্ধ হবেন কিন্তু শীঘ্রই আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আমাকে যে শাপ দিচ্ছেন তাও যেন না ফলে। রাজ্য বললেন, আমার ক্রোধ এখনও শান্ত হয়নি, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীততুল্য কিন্তু বাক্যে, তীক্ষ্ণধাব ক্ষুব্ধ থাকে, ক্ষত্রিয়ের অব বিপরীত। আমি শাপ প্রত্যাহার কবতে পারি না, আপনি চ'লে যান। উত্ক্ষ বললেন, আপনি অস্ত্রের দোষ স্বীকার করেছেন অতএব আপনার শাপ ফলবে না। এই বলে তিনি কুন্ডল নিয়ে চলে গেলেন।

উত্ক্ষ যেতে যেতে পথে এক নগ্ন ক্ষপণক(১) দেখতে পেলেন, সে মাঝে মাঝে অদৃশ্য হচ্ছে। তিনি কুন্ডল দুটি ভূমিতে বেখে স্নানাদির জন্য জলাশয়ে গেলেন, সেই অবসরে ক্ষপণক কুন্ডল নিয়ে পালিয়ে গেল। স্নান শেষ ক'রে উত্ক্ষ দৌড়ে গিয়ে ক্ষপণককে ধ'বে ফেললেন। সে তখনই তক্ষকের রূপ ধারণ করলে এবং সহসা আবির্ভূত এক গর্তে প্রবেশ ক'বে নাগলোকে চলে গেল। উত্ক্ষ সেই গর্ত দন্ডকাস্ত (ব্রহ্মচাবীর যন্টি) দিয়ে খুঁড়ে বড় করবার চেষ্টা কবলেন। তাঁকে ক্লান্ত ও অকৃতকার্য দেখে ইন্দ্র তাঁর বজ্রকে বললেন, যাও, ওই ব্রাহ্মণকে সাহায্য কব। বজ্র দন্ডকাস্তে অধিষ্ঠান ক'বে গর্তটি বড় ক'বে দিলে। উত্ক্ষ সেই গর্ত দিয়ে নাগলোকে গেলেন এবং নানাবিধ প্রাসাদ হর্ম্য ক্রীড়াস্থানাদি দেখতে পেলেন। কুন্ডল ফিরে পাবার জন্য তিনি নাগগণের স্তব কবতে লাগলেন। তাব পব দেখলেন, দুই স্ত্রী তাঁতে কাপড় বুনছে, তাব কতক স্নাতো কাল কতক সাদা; ছয় কুমার দ্বাদশ অব (পাখি) যুক্ত একটি চক্র ঘোবাচ্ছে; একজন সন্দর্শন পদ্বয় এবং একটি

অশ্বও সেখানে রয়েছে। উত্শ্ব এই সকলেরও স্তব করলেন। সেই পদ্বদ্বশ উত্শ্বকে বললেন, তোমার স্তবে প্রীত হয়েছি, কি অভীষ্ট সাধন করব বল। উত্শ্ব বললেন, নাগগণ আমার বশীভূত হ'ক। পদ্বদ্বশ বললেন, তুমি এই অশ্বের গদ্বহাদেশে ফদ্বংকার দাও ও উত্শ্ব ফদ্বংকার দিলে অশ্বের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বাব থেকে সধদ্বম অগ্নিশিখা নিগর্ত হযে নাগলোকে ব্যাস্ত হ'ল। তখন ভীত হযে তক্ষক তাঁর বাসভবন থেকে বৌবযে এসে বললেন, এই নিন আপনার কুন্ডল। কুন্ডল পেযে উত্শ্ব ভাবলেন, আজ উপাধ্যায়ানীৰ পদ্ব্যক ব্রত, আমি বহদ্ব দূরে এসে পড়েছি, কি কবে তাঁব ইচ্ছা পদ্বর্ণ করব? সেই পদ্বদ্বশ তাঁকে বললেন, তুমি এই অশ্বের আবদ্বত হযে যাও, ক্ষণমধ্যে তোমার উপাধ্যায়ের গৃহে পৌছবে।

উপাধ্যায়ানী স্নান কবে কেশসংস্কার কৰ্ব্বাছিলেন এবং উত্শ্ব এলেন না দেখে তাঁকে শাপ দেবাব উপক্রম কৰ্ব্বাছিলেন, এমন সময় উত্শ্ব এসে প্রণাম কবে কুন্ডল দিলেন। তাব পৰ তিনি উপাধ্যায়ের কাছে গিযে সকল বদ্ব্তান্ত জানালেন। উপাধ্যায় বললেন, তুমি যে দদ্বই স্ত্রীকে বস্ত্র বশন কবতে দেখেছ তাঁবা ধাতা ও বিধাতা, কৃষ্ণ ও শ্বেত সূত্র বার্ত্ত ও দিন, ছয় কুমাব ছয় ঋতু, চক্রটি সংবৎসব, তাব দ্বাদশ অর দ্বাদশ মাস, যিনি পদ্বদ্বশ তিনি স্বযং ইন্দ্র, এবং অশ্ব অগ্নি। তুমি যাবাব সময় পথে যে বৃষ দেখেছিলে সে ঐবাবত, তাব আরোহী ইন্দ্র। তুমি যে পদ্ববীষ খেয়েছ তা অমৃত। নাগলোকে তোমাব বিপদ হয নি, কাবণ ইন্দ্র আমার সখা, তাঁব অনদ্বগ্রহে তুমি কুন্ডল আনতে পেবেছ। সৌম্য, তোমাকে অনদ্বমতি দিচ্ছি স্বগৃহে যাও, তোমাব মঙ্গল হবে।

উত্শ্ব তক্ষকের উপব প্রতিশোধ নেবার সংকল্প কবে হস্তিনাপদ্ববে বাজা জনমেজযের কাছে গেলেন। জনমেজয় তখন তক্ষাশিলা জয কবে ফিবে এসেছেন, মন্ত্রীবা তাঁকে ঘিরে আছেন। উত্শ্ব যথাবিধি আশীৰ্বাদ কবে বললেন, মহাবাজ, যে কার্য করা উচিত ছিল তা না কবে আপনি বালকের ন্যায় অন্য কার্য কবছেন। জনমেজয় তাঁকে সংবর্ধনা কবে বললেন, আমি ক্ষত্রধর্ম অনদ্বসাবে প্রজাপালন করে থাকি, আমাকে আপনি কি করতে বলেন? উত্শ্ব বললেন, আপনার পিতা মহাত্মা পৰ্ব্বীক্ষিতেব যে প্রাণহবণ কবেছে সেই দদ্ববাত্মা তক্ষকেব উপর আপনি প্রতিশোধ নিন। সেই নৃপতিব চিকিৎসার জন্য কাশ্যপ আসাছিলেন, কিন্তু তক্ষক তাকে ফিবিযে দিযেছিল। আপনি শীঘ্র সর্পসত্তের অনদ্বষ্ঠান করদ্বন এবং জদ্বলিত অগ্নিতে সেই পাপীকে আহদ্বতি দিন। তাতে আপনার পিতাব মৃত্যুর প্রতিশোধ হবে, আমিও প্রীত হব, কারণ সেই দদ্ববাত্মা আমার বিঘ্ন করেছিল।

উত্কেৰ কথা শুনে জনমেজয় তক্ষকের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন এবং শোকাভ্যন্তরে মন্ত্রিগণকে পৰীক্ষিতেন মৃত্যুৰ বিষয় জিজ্ঞাসা কৰতে লাগলেন।

## ॥ পৌলোমপৰ্বাধ্যায় ॥

### ৪। ভৃগু-পুৰোহিত — চাবন — অগ্নিৰ শাপমোচন

মহৰ্ষি শৌনক সৌতিকে বললেন, বৎস, আমি ভৃগুবংশৰ বিবৰণ শুনে ইচ্ছা কৰি, তুমি তা বল।

সৌতি বললেন।— ব্ৰহ্মা যখন ববুণেৰ যজ্ঞ কৰিছিলেন তখন সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে মহৰ্ষি ভৃগুৰ জন্ম হৈছিল। ভৃগুৰ ভাৰ্য্য নাম পুৰোহিত। তিনি গৰ্ভবতী হ'লে একদিন যখন ভৃগু স্নান কৰতে যান তখন এক বাক্ষস আশ্ৰমে এসে ভৃগুপত্নীকে দেখে মদুৰ হ'ল। এই বাক্ষসেবও নাম পুৰোহিত। পুৰোহিত সে ভৃগুপত্নী পুৰোহিতকে বিবাহ কৰতে চেৰিছিল কিন্তু কন্যাৰ পিতা ভৃগুকেই কন্যাদান কৰেন। সেই দুঃখ সৰ্বদাই বাক্ষসেৰ মনে ছিল। ভৃগুৰ হোমগৃহে প্ৰজ্জ্বলিত অগ্নি দেখে বাক্ষস বললে, অগ্নি, তুমি দেবগণেৰ মদুৰ, সত্য বল এই পুৰোহিত কাৰ ভাৰ্য্য। এই সুন্দৰীকে পুৰোহিত আমি ভাৰ্য্যৰূপে বৰণ কৰিছিলোম কিন্তু ভৃগু অন্যায়ভাবে একে গ্ৰহণ কৰেছে। এখন আমি একে আশ্ৰম থেকে হৰণ কৰতে চাই। তুমি সত্য কথা বল।

অগ্নি ভীত হৈ ধীৰে ধীৰে বললেন, দানবনন্দন, তুমি পুৰোহিত এই পুৰোহিতকে বৰণ কৰিছিলে কিন্তু যথার্থি মন্ত্ৰপাঠ ক'ৰে বিবাহ কৰ নি। পুৰোহিত পিতা ববলাভেৰ আশায় ভৃগুকেই কন্যাদান কৰিছিলেন। ভৃগু আমাৰ সম্মুখেই একে বিবাহ কৰেছে। যাঁকে তুমি পুৰোহিত বৰণ কৰিছিলে ইনিই সেই পুৰোহিত। আমি মিথ্যা বলতে পাব না।

তখন বাক্ষস বৰাহেৰ রূপ ধারণ ক'ৰে পুৰোহিতকে হৰণ ক'ৰে মহাবেগে নিয়ে চলল। পুৰোহিত শিশু গৰ্ভচ্যুত হ'ল, সেজন্য তাৰ নাম চাবন। সুৰ্য্যতুল্য তেজোময় সেই শিশুকে দেখে বাক্ষস ভয় হৈ ভূতলে পড়ল, পুৰোহিত পুত্ৰকে নিয়ে দুঃখিত মনে আশ্ৰমেৰ দিকে চললেন। ব্ৰহ্মা তাঁৰ এই বোবদ্যমানা পুত্ৰবধূকে সান্থনা দিলেন এবং পুৰোহিতৰ অশ্রুজাত নদীৰ নাম বধূসবা রাখলেন। ভৃগু তাঁৰ পত্নীকে বললেন, তোমাৰ পৰিচয় বাক্ষসকে কে দিওছিল ? পুৰোহিত উত্তৰ দিলেন, অগ্নি আমাৰ পৰিচয় দিওছিলেন। তখন ভৃগু সৰোষে অগ্নিকে শাপ দিলেন,

তুমি সর্বভুক হবে। অগ্নি বললেন, তুমি কেন এরূপ শাপ দিলে? আমি ধর্মানুসারে রাক্ষসকে সত্য কথাই বলিছি। তুমি ব্রাহ্মণ, আমার মাননীয়, সেজন্য আমি প্রত্যাভিশাপ দিলাম না। আমি যোগবলে বহু মর্দুতিতে অধিষ্ঠান করি, আমাকে যে আহুতি দেওয়া হয় তাতেই দেবগণ ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন, অতএব আমি সর্বভুক কি করে হবে?

অগ্নি স্বেজগণের অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া থেকে অন্তর্হিত হলেন। তাঁর অভাবে সকলে অতিশয় কষ্টে পড়ল, ঋষিরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে দেবগণের সঙ্গে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে শাপের বিষয় জানালেন এবং বললেন, অগ্নির অন্তর্ধানে আমাদের ক্রিয়ালোপ হয়েছে; যিনি দেবগণের মদ্য এবং যজ্ঞের অগ্রভাগ ভোজন করেন তিনি কি করে সর্বভুক হতে পারেন? ব্রহ্মা মিষ্টবাক্যে অগ্নিকে বললেন, হুতাশন, তুমি ত্রিলোকের ধারয়িতা এবং ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তক, ক্রিয়ালোপ করা তোমার উচিত নয়। তুমি সদা পাবন, সর্বশবীর দিয়ে তুমি সর্বভুক হবে না, তোমার গৃহ্যদেশে যে শিখা আছে এবং তোমার যে ক্রবাদ (মাংসভক্ষক) শবীর আছে তাই সর্বভুক হবে। তুমি তেজঃস্বরূপ, মহর্ষি ভৃগু যে শাপ দিয়েছেন তা সত্য কব এবং তোমার মুখে যে আহুতি দেওয়া হবে তাই দেবগণের ও নিজের ভাগরূপে গ্রহণ কব। অগ্নি বললেন, তাই হবে। তখন সকলে সন্তুষ্ট হয়ে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন।

### ৫। রুদ্র-প্রমদবরা—ডুডুভ

ভৃগুপুত্র চ্যবনের পত্নীর নাম সুকন্যা, তাঁর গর্ভে প্রমতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রমতিব ঔবসে ঘটাত্মী গর্ভে বৃন্দ নামক পুত্র উৎপন্ন হন। এই রুদ্রর কথা এখন বলব।

শ্বলকেশ নামে খ্যাত সর্বভূতহিতে বত এক মহর্ষি ছিলেন। গম্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর সহিত সহবাসে মেনকা গর্ভবতী হন। সেই নির্দয়া নিলম্বা অম্বরাদ নদীতীরে তাঁর কন্যাসন্তানকে পবিত্যাগ করেন। মহর্ষি শ্বলকেশ দেবকন্যার ন্যায় কান্দিমতী সেই কন্যাটিকে দেখতে পেয়ে তাকে নিজের আশ্রমে এনে পালন করতে লাগলেন। এই কন্যা স্বভাবে রূপে গুণে সকল প্রমদার শ্রেষ্ঠ সেজন্য মহর্ষি তার নাম রাখলেন—প্রমদবরা। রুদ্র সেই কন্যাকে দেখে মোহিত হলেন, তাঁর পিতা প্রমতির অনুরোধে শ্বলকেশও কন্যাদান করতে সম্মত হলেন।

কিছুদিন পরে বিবাহকাল আসন্ন হ'ল। প্রমদবরা তাঁর সখীদের সঙ্গে খেলা

করতে করতে দুর্দৈবক্রমে একটি সুদৃশ্য সর্পের দেহে পা দিয়ে ফেললেন। সর্পের দংশনে প্রমদ্ববা বিবর্ণ বিগতগ্রী ও হতচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। স্থূলকেশ এবং অন্যান্য ঋষিরা দেখলেন, পশ্চকান্তি সেই বালা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছেন। প্রমতি ও বনবাসী অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সেখানে এসে কাঁদতে লাগলেন। শোকাক্ত রুদ্র গহন বলে গিয়ে কবুগন্ধবে বিলাপ কবতে কবতে বললেন, যদি আমি দান তপস্যা ও গুরুদ্বজনের সেবা ক'বে থাকি, যদি জন্মাবধি ব্রতপালন ক'বে থাকি, কৃষ্ণ বিষ্ণু হৃষীকেশে যদি আমার অচলা ভক্তি থাকে, তবে আমার প্রিয়া এখনই জীবনলাভ করুন।

বদ্রব বিলাপ শুনে দেবতাবা কৃপান্বিত হয়ে একজন দূত পাঠালেন। এই দেবদূত বদ্রকে বললেন, বৎস, এই কন্যার আয়ু শেষ হয়েছে, তুমি বৃথা শোক ক'বে না। তবে দেবতারা একটি উপায় নির্দিষ্ট ক'বেছেন, তা যদি কবতে পার তবে প্রমদ্ববাকে ফিবে পাবে। রুদ্র বললেন, হে আকাশচাবী, বলুন সেই উপায় কি, আমি তাই কবব। দেবদূত বললেন, এই কন্যাকে তোমার আয়ু অর্ধ দান কব, তা হলেই সে জীবিত হবে। বদ্র বললেন, আমি অর্ধ আয়ু দিলাম, আমার প্রিয়া সৌন্দর্যময়ী ও সালংকাবা হয়ে উত্থান করুন।

প্রমদ্ববার পিতা গন্ধর্ববাজ বিশ্বাবসু দেবদূতের সঙ্গে যমের কাছে গিয়ে বললেন, ধর্মবাজ, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে মৃত্যু প্রমদ্ববা বদ্রব অর্ধ আয়ু নিয়ে বেচে উঠুক। যম বললেন, তাই হ'ক। তখন ববর্গিনী প্রমদ্ববা যেন নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান করলেন। প্রমতি ও স্থূলকেশ মহানন্দে ববকন্যার বিবাহ দিলেন।

বদ্র অত্যন্ত কোপান্বিত হয়ে সর্পকুল বিনষ্ট কববার প্রতিজ্ঞা কবলেন এবং যথার্থ্য সর্পকলপ্রকাব সর্পই বধ কবতে লাগলেন। একদিন তিনি বনে গিয়ে দেখলেন এক বৃশ্চ ডুংডুভ (টোঁড়া সাপ) শুষে আছে। বদ্র তখনই তাকে দণ্ডাঘাতে মারতে গেলেন। ডুংডুভ বললে, তপোধন, আমি কোনও অপবাহ করি নি, তবে কেন আমাকে মারতে চান? রুদ্র বললেন, আমার প্রাণসন্না ভাষ্যকে সাপে কামড়েছিল, সেজন্য প্রতিজ্ঞা কবেছি সাপ দেখলেই মাবব। ডুংডুভ বললে, যারা মানদুষকে দংশন কবে তারা অন্যজাতীয়, আপনি ধর্মজ্ঞ হয়ে ডুংডুভ বধ কবতে পাবেন না। বদ্র জিজ্ঞাসা কবলেন, ডুংডুভ, তুমি কে? ডুংডুভ উত্তর দিলে, পূর্বে আমি সহস্রপাং নামে ঋষি ছিলাম। খগম নামে এক ব্রাহ্মণ আমার সখা ছিলেন, তাঁর বাক্য অব্যর্থ। একদিন তিনি অগ্নিহোত্রে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময়ে আমি বালসদৃশ খেলাব ছলে একটি

তৃণনির্মিত সর্প নিয়ে ভয় দেখিয়েছিলাম, তাতে তিনি ঝুঁকিত হন। সংজ্ঞা করে তিনি সক্রোধে বললেন, আমাকে ভয় দেখাবার জন্য তুমি যেমন নির্বিকার নির্মাণ করেছ, আমাব শাপে তুমিও সেইরূপ হবে। আমি উদ্‌বিশ্বন হয়ে কৃত্য পুটে তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে সখা জ্ঞান ক'বে এই পবিত্র কবোঁছি, আক্ষমা করুন, শাপ প্রত্যাখ্য করুন। খগম বললেন, যা বলেছি তা মিথ্যা হবে। আমাব এই কথা শুন্যে বাখ—প্রমতিব পুত্র বদ্বদ দর্শন পেলে তুমি শাপ হবে। তুমি সেই বদ্বদ, আজ আমি পদ্বদ পুত্র ফিবে পাব।

ঋষি সহস্রপাং ডুডুভদ পুত্র ত্যাগ কলেন এবং তেজোময় পদ্বদ লাভ বরদ্বদকে বললেন,

অহিংসা পবমোদমঃ সর্বপ্রাণভূতাং স্মৃতঃ॥

তস্মাৎ প্রাণভূতঃ সর্বান্ ন হিংস্যাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্রীচৎ।

ব্রাহ্মণঃ সৌম্য এবাহ ভবতীতি পবা শ্রুতিঃ॥

বেদবেদাঙ্গবিৎ তাত সর্বভূতাভয়প্রদঃ।

অহিংসা সত্যবচনং ক্ষমা চোতি বিনিশ্চিতম্॥

ব্রাহ্মণস্য পবো ধর্মো বেদানাং ধাবণাপি চ।

ক্ষত্রিয়স্য হি যো ধর্মঃ স হি নেয্যেত বৈ তব॥

—সর্ব প্রাণীর অহিংসাই পবম ধর্ম; অতএব ব্রাহ্মণ কখনও কোনও প্রাণীর হিংসা করবেন না। বৎস, এইবদ পুত্রিতবাক্য আছে যে ব্রাহ্মণ শান্তমুর্তি বেদবেদাঙ্গবিৎ এবং সর্ব প্রাণীর অভয়দাতা হবেন, তাঁব পক্ষে অহিংসা, সত্যকথন, ক্ষমা ও বেদের ধাবণাই পরম ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম তা তোমাব গ্রহণীয় নয়।

তাব পব সহস্রপাং বললেন, দণ্ডদান, উগ্রতা ও প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। পদ্বদকালে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে সর্পসমূহ বিনষ্ট হিছিল, কিন্তু তপোবলসম্পন্ন বেদবেদাঙ্গবিৎ স্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীক ভীত সর্পগণকে পবিত্রাণ করোঁছিলেন।

বদ্বদ সেই ইতিহাস জানতে চাইলে সহস্রপাং বললেন, আমি এখন যাবার জন্য ব্যস্ত হযোঁছি, তুমি ব্রাহ্মণদেব কাছে সব শুনতে পাবে। এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। বদ্বদ তাঁকে চতুর্দিকে অব্বেষণ করে পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়লেন, তাব পব আশ্রমে ফিরে এর্মে পিতাব নিকট সর্পযজ্ঞের বৃত্তান্ত শুনলেন।



প্ৰভাবসু বললেন, যে শ্রীতারা গরুড় ও শাস্ত্র মানে না তারাই পরস্পরকে শত্রু ভেবে  
কৃত হয়; সাধুলোকে ধনবিভাগের প্রশংসা করেন না। তুমি আমার নিষেধ  
কেনে না, ভিন্ন হয়ে ধনশালী হতে চাও, অতএব আমার শাপে তুমি হস্তী হও।  
প্রতীকও জ্যেষ্ঠকে শাপ দিলেন, তুমি কচ্ছপ হও। বৎস গরুড়, ওই যে সরোবর  
এখানে ওখানে দুই প্রাতা গজকচ্ছপ রূপে পবস্পরকে আক্রমণ করছে। তুমি ওই  
দ্বাগিরিতুল্য গজ এবং মহামেষতুল্য কচ্ছপ ভোজন কব।

এক নখে গজ আর এক নখে কচ্ছপকে তুলে নিয়ে গবুড় অলম্ব তীর্থে  
গলেন। সেখানকার বৃক্ষসকল শাখাভেগের ভয়ে কাঁপতে লাগল। একটি বিশাল  
দব্য বটবৃক্ষ গবুড়কে বললে, আমাব শতযোজন আশ্রিত মহাশাখায় বসে তুমি গজকচ্ছপ  
ভোজন কব। গবুড় বসবামাত্র মহাশাখা ভেঙে গেল। বালখিল্য মূনিগণ সেই  
শাখা থেকে অধোমুখে ঝুলছেন দেখে গবুড় সন্তুষ্ট হয়ে চণ্ডদ্বারা শাখাটি ধরে  
ফললেন এবং বহু দেশে বিচরণ কবে অবশেষে গম্ভাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন।  
কশ্যপ সেখানে তপস্যা করছিলেন। তিনি পুত্রের অনিষ্টবারণের জন্য বালখিল্যগণকে  
হতলেন, তপোধনগণ, লোকেব হিতেব নিমিত্ত গরুড় মহৎ কৰ্মে প্রবৃত্ত হয়েছ,  
দাপনারা তাকে অনুমতি দিন। তখন বালখিল্যগণ শাখা ত্যাগ করে হিমালয়ে  
ঐতপস্যা কবতে গেলেন। গবুড় শাখা মূখে কবে বিকৃতস্ববে পিতাকে বললেন, ভগবান,  
মানুষবর্জিত এমন স্থান বলুন যেখানে এই শাখা ফেলতে পারি। কশ্যপ একটি  
তুষারময় জনশূন্য পর্বতের কথা বললেন। গরুড় সেখানে গিয়ে শাখা ত্যাগ করলেন  
এবং পর্বতশৃঙ্গে বসে গজকচ্ছপ ভোজন কবলেন।

ভোজন শেষ কবে গবুড় মহাধেগে উড়ে চললেন। অশ্রুভস্চক নানাপ্রকার  
প্রাকৃতিক উপদ্রব দেখে ইন্দ্রাদি দেবগণ ভীত হলেন। বৃহস্পতি বললেন, কশ্যপ-  
বিনতার পুত্র কামরূপী গবুড় অমৃত হরণ কবতে আসছে। তখন দেবতারা নানাবিধ  
অস্ত্র ধারণ কবে অমৃতবক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। গরুড়কে দেখে দেবগণ ভয়ে  
কম্পিত হয়ে পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করতে লাগলেন। বিশ্বকর্মা অমৃতের রক্ষক  
ছিলেন, তিনি গরুড়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে ক্ষতিবিস্কৃত হয়ে ভূপতিত হলেন।  
গরুড়ের পক্ষের আলোড়নে ধূলি উড়ে দেবলোক অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল, বায়ু সেই ধূলি  
অপসারিত করলেন। ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে গরুড়ের তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল।  
পরিশেষে গরুড় জয়ী হলেন এবং স্বর্ণময় চন্দ্র দেহ ধারণ করে অমৃতরক্ষাগারে  
প্রবেশ করলেন।

গরুড় দেখলেন, অমৃতের চতুর্দিকে অগ্নিশিখা জ্বলছে, তার নিকটে একটি

ক্ষুরধার লৌহচক্র নিবন্তর ঘূরছে। তিনি তাঁব দেহ সংকুচিত ক'রে চক্রেব অরের অন্তরাল দিয়ে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, অমৃত রক্ষাব জন্য দুই ভয়ংকর সর্প চক্রেব নিম্নদেশে বয়েছে। গবদু তাদের বধ ক'বে অমৃত নিয়ে আকাশে এসে বিষ্ণুর দর্শন পেলেন। গবদু অমৃতপানের লোভ সংবরণ কবেছেন দেখে বিষ্ণু প্রীত হলে বললেন, তোমাকে বর দেব। গবদু বললেন, আমি তোমার উপবে থাকতে এবং অমৃতপান না ক'বেই অজব অমব হ'তে ইচ্ছা ক'বি। বিষ্ণু বললেন, তাই হবে। তখন গবদু বললেন, ভগবান, তুমিও আমার কাছে বব চাও। বিষ্ণু বললেন, তুমি আমার বাহন হও, আমার রথধ্বজের উপবেও থেকো। গবদু তাই হবে বলে মহাবেগে প্রস্থান করলেন।

তখন ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাত কবলেন। গবদু সহাস্যে বললেন, শতক্রতু, দধীচি মর্দন, তাঁব অস্থিজাত বজ্র, এবং তোমাব সম্মানের নিমিত্ত আমি একটি পালক ফেলে দিলাম, তোমাব বজ্রপাতে আমার কোনও বাথা হয় নি। গবদুেব শিক্ষিত সেই সুন্দর পালক দেখে সকলে আনন্দিত হয়ে তাঁব নাম দিলেন 'সদৃপণ'। ইন্দ্র তাঁর সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'বে বললেন, যদি তোমাব অমতে প্রয়োজন না থাকে তবে আমাকে ফিবিয়ে দাও, কাণে তুমি যাদেব দেবে তাবাই আমাদের উপব উপদ্রব ক'বে। গবদু বললেন, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে আমি অমৃত নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে আমি ব'খণ সেখান থেকে তুমি হবণ ক'বো। ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে বব দিতে চাইলে গবদু বললেন, মহাবল সর্পগণ আমার ভক্ষ্য হ'ক। ইন্দ্র বললেন, তাই হবে।

তাব পব গবদু বিনতাব কাছে এলেন এবং সর্পভ্রাতাদেব বললেন, আমি অমৃত এনেছি, এই কুশেব উপব বাখছি, তোমাব স্নান ক'বে এসে থেকো। এখন তোমাদেব কথা রাখ, আমার মাতাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত ক'ব। তাই হ'ক বলে সর্পবা স্নান কবতে গেল, সেই অবসবে ইন্দ্র অমৃত হবণ কবলেন। সর্পেব দল ফিবে এসে 'আমি আগে, আমি আগে' বলে অমৃত খেতে গেল, কিন্তু না পেয়ে কুশ চাটতে লাগল, তাব ফলে তাদের জিহবা স্থিবা বিভক্ত হ'ল।

#### ৮। আস্তীকের জন্ম—পরীক্ষিতের মৃত্যুবিরণ

শোনক বললেন, কদ্রুর অভিশাপ (১) শ্রুনে তাঁর পদ্রেবা কি করৌছিল বল।

(১) ৭-পরিচ্ছেদে।

সৌতি বললেন।—ভগবান শেষ নাগ (অনন্ত, বাসুদিক) কদ্রুব জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি মাতার অভিশাপেব পব নানা পবিত্র তীর্থে গিষে কঠোব তপস্যা কবতে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁব কাছে এসে বললেন, তোমাব কি কামনা তা বল। শেষ উত্তর দিলেন, আমাব সহোদবগণ অতি মন্দমতি, তাবাব আমাব বৈমাত্র ভ্রাতা গব্দুডকে শ্বেষ কবে। আমি পরলোকেও সহোদবদেব সংসর্গ চাই না, সেজন্য তপস্যায় প্রাণ বিসর্জন দেব। ব্রহ্মা বললেন, আমি তোমাব ভ্রাতাদেব আচরণ জানি। ভাগ্যক্রমে তোমাব ধর্মবৃদ্ধি হযেছে, তুমি আমাব আদেশে এই শৈল-বন-সাগব-জনপদাদি-সমন্বিত চণ্ডল পৃথিবীকে নিশ্চল কবে ধাবণ কব। শেষ নাগ পাতালে গিষে মস্তক দ্বাবা পৃথিবী ধাবণ কবলেন, ব্রহ্মাব ইচ্ছায় গব্দুড তাঁব সহায় হলেন। পাতালবাসী নাগগণ তাঁকে বাসুদিকবূপে নাগবাজপদে অভিষিক্ত কবলেন।

মাতৃপ্রদত্ত শাপ খণ্ডন কবাব জন্য বাসুদিক তাঁব ধার্মিক ভ্রাতাদেব সংগে মন্ত্রণা কবলেন। নাগগণ অনেক প্রকাব উপায় নির্দেশ কবলেন কিন্তু বাসুদিক কোনওটিতে সম্মত হলেন না। তখন এলাপত্র নামে এক নাগ বললেন, আগাদেব মাতা যখন অভিশাপ দেন তখন আমি তাঁব ক্রোড়ে বসে শুনছিলাম—ব্রহ্মা দেবগণকে বলছেন, তপস্বী পবিত্রাজক জবৎকাবুব ঔবসে বাসুদিকব ভগিনী (১) জবৎকাবুব গর্ভে আস্তীক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ কববেন, তিনিই ধার্মিক সর্পগণকে বক্ষা কববেন।

তাব পব বাসুদিক বহু অন্বেষণেব পব মহর্ষি জবৎকাবুক পেযে তাঁকে ভগিনী সম্প্রদান কবলেন। সেই ধার্মিক তপস্বী বাসুদিকব প্রদত্ত বমণীয় গৃহে সস্ত্রীক বাস করতে লাগলেন। তিনি ভার্যাকে বললেন, তুমি কদাচ আমাব অপ্রিয় কিছু কববে না, যদি কব তবে এই বাসগৃহ আব তোমাকে ত্যাগ কবব। বাসুদিকর ভগিনী তাতেই সম্মত হলেন এবং শ্বেতকাকী(২)র ন্যায় পতিব সেবা কবে যথাকালে গর্ভবতী হলেন। একদিন মহর্ষি তাঁব ক্রোড়ে মস্তক বেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন এমন সময় সূর্যাস্তকাল উপস্থিত হল। পাছে সন্ধ্যাকৃতোব কাল উত্তীর্ণ হয় এই আশঙ্কায় তিনি মৃদুববে স্বামীকে জাগালেন। মহর্ষি বললেন, নিদ্রাভংগ কবে তুমি আমাব অবমাননা কবেছ, তোমাব কাছে আব আমি থাকব না। আমি যতক্ষণ সূত থাকি ততক্ষণ সূর্যেব অস্ত যাবাব ক্ষমতা নেই। অনেক অনুনয় করলেও তিনি তাঁর বাক্য প্রত্যাহাব কবলেন না, যাবাব সময় পত্নীকে বলে গেলেন, ভাগ্যবতী, তোমার গর্ভে অশ্বিনতুল্য তেজস্বী পবম ধর্মাত্মা বেদজ্ঞ ঋষি আছেন।

(১) ইনিই মনসা দেবী। (২) টীকাকাব নীলকণ্ঠ অর্থ করেছেন স্ত্রী-বক।

যথাকালে বাসুকিভাগিনীর দেবকুমার তুল্য এক পুত্র হ'ল। এই পুত্র চ্যবনতনয় প্রমতির কাছে বেদাধ্যয়ন করলেন। মহর্ষি জবৎকারু চলে যাবার সময় তাঁর পত্নীর গর্ভস্থ সন্তানকে লক্ষ্য ক'রে 'অস্তি' (আছে) বলেছিলেন সের্জন্য তাঁর পুত্র আস্তীক নামে খ্যাত হলেন।

শোনক জিজ্ঞাসা কবলেন, জনমেজয় তাঁর পিতার মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানতে চাইলে মন্ত্রীবা তাঁকে কি বলেছিলেন?

সৌমিত বললেন, জনমেজয়ের মন্ত্রীবা এই ইতিহাস বলেছিলেন।— অভিন্নদ্যু-উত্তবাব পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃপাচার্যের শিষ্য এবং গোবিন্দের প্রিয় ছিলেন। ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত রাজত্ব কবাব পব দ্রুদদৃষ্টক্রমে তাঁর প্রাণনাশ হয়। তিনি প্রপিতামহ পান্ডুব ন্যায় মহাবীর ও ধনুর্ধর ছিলেন। একদা পরীক্ষিৎ মৃগয়া কবতে গিয়ে একটি মৃগকে বাণবিন্ধ ক'বে তার অনুসরণ কবলেন এবং পর্বপ্রান্ত ও ক্ষুধিত হয়ে গহন বনে শমীক নামক এক মৃদনিকে দেখতে পেলেন। রাজা মৃগ সম্বন্ধে প্রশ্ন কবলে মৃদনি উত্তর দিলেন না, কাবণ তিনি তখন মৌনব্রতধারী ছিলেন। পরীক্ষিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে একটা মৃত সর্প ধনুর্ধর অগ্রভাগ দিয়ে তুলে মৃদনির স্কন্ধে পবিষে দিলেন। মৃদনি কিছুই বললেন না, ক্রোধ ও প্রকাশ কবলেন না। রাজা তখন নিজের পদবীতে ফিবে গেলেন।

শমীক মৃদনির শৃঙ্গী নামে এক তেজস্বী ক্রোধী পুত্র ছিলেন, তিনি তাঁর আচার্যের গৃহ থেকে ফেববার সন্ময় কৃশ নামক এক বন্ধুব কাছে শুনলেন, রাজা পরীক্ষিৎ তাঁর তপোবত পিতাকে কিবুপে অপমান কবেছেন। শৃঙ্গী ক্রোধে যেন প্রদীপ্ত হয়ে এই অভিশাপ দিলেন, আমার নিবপবাধ পিতার স্কন্ধে যে মৃত সর্প দিয়েছে সেই পাপীকে সন্ত বাহিব মধ্যে মহাবিষধব তক্ষক নাগ দংশ কববে। শৃঙ্গী তাঁর পিতার নিকট গিয়ে শাপের কথা জানালেন। শমীক বললেন, বৎস, আমরা পরীক্ষিতেব রাজ্যে বাস কবি, তিনি আমাদের বক্ষক, তাঁর অনিষ্ট আমি চাই না। তিনি ক্ষুধিত ও প্রান্ত হয়ে এসেছিলেন, আমার মৌনব্রত না জেনেই এই কর্ম কবেছেন। পুত্র, তাঁকে অভিশাপ দেওয়া উচিত হয় নি। শৃঙ্গী বললেন, পিতা, আমি যদি অন্যায়ও ক'বে থাকি তথাপি আমার শাপ মিথ্যা হবে না।

গৌরমুখ নামক এক শিষ্যকে শমীক পরীক্ষিতেব কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গুরুদ্র উপদেশ অনুসারে গৌরমুখ বললেন, মহাবাজ, মৌনব্রতী শমীকের স্কন্ধে আপনি মৃত সর্প বেখেছিলেন, তিনি সেই অপরাধ ক্ষমা করেছেন। কিন্তু তাঁর পুত্র ক্ষমা করেন নি, তাঁর শাপে সন্ত বাহিব মধ্যে তক্ষক আপনার প্রাণহরণ করবে। শমীক বার বার বলে দিয়েছেন আপনি যেন আত্মরক্ষায় যত্নবান হন।

পরীক্ষণে অত্যন্ত দৃষ্টিগত হয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন। তাঁদের সঙ্গে পবামর্শ ক'রে তিনি একটিমাত্র স্তম্ভের উপর সুবক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করালেন এবং বিধিচারিকংসক ও মন্ত্রাসম্মত ব্রাহ্মণগণকে নিযুক্ত করলেন। তিনি সেখানে থেকেই মন্ত্রীদের সাহায্যে বাজকার্য কবতে লাগলেন, অন্য কেউ তাঁর কাছে আসতে পারত না। সপ্তম দিনে কাশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণ বিধিচারিকংসাব জন্য বাজার কাছে যাচ্ছিলেন। বৃন্দ ব্রাহ্মণের বেশে তক্ষক তাঁকে বললে, আপনি এত দ্রুত কোথায় যাচ্ছেন? কাশ্যপ বললেন, আজ তক্ষক নাগ পবীক্ষণকে দংশন কববে, আমি গুবু কৃপায় বিষ নষ্ট কবতে পাবি, বাজাকে সদ্য সদ্য নিবাময় কববি। তক্ষক বললে, আমিই তক্ষক, এই বটবৃক্ষ দংশন কবিছ, আপনাব মন্ত্রবল দেখান।

তক্ষকের দংশনে বটবৃক্ষ জ্বলে গেল। কাশ্যপের মন্ত্রশক্তিতে ভস্মবাশি থেকে প্রথমে অঙ্কুর, তাবপব দুটি পল্লব, তাবপব বহু পত্র ও শাখাপ্রশাখা উদ্ভূত হ'ল। তক্ষক বললে, তপোধন, আপনি কিসেব প্রার্থী হয়ে বাজার কাছে যাচ্ছেন? ব্রাহ্মণের শাপে তাঁর আয়ু ক্ষয় পেয়েছে, আপনি তাঁর চিকিৎসায় কৃতকার্য হবেন কিনা সন্দেহ। বাজার কাছে আপনি যত ধন আশা কবেন তাব চেয়ে বেশী আমি দেব, আপনি ফিরে যান। কাশ্যপ ধ্যান কবে জানলেন যে পবীক্ষণের আয়ু শেষ হয়েছে, তিনি তক্ষকের কাছে অভীষ্ট ধন নিয়ে চলে গেলেন।

তক্ষকের উপদেশে কয়েকজন নাগ তপস্বী সেজে ফল কুশ আব জল নিয়ে পবীক্ষণের কাছে গেল। বাজা সেই সকল উপহাব নিয়ে তাদের বিদায় দিলেন এবং অমাত্য-সহৃদগণের সঙ্গে ফল খাবাব উপক্রম কবলেন। তাঁর ফলে একটি ক্ষুদ্র কৃষ্ণয়ন তাম্রবর্ণ কীট দেখে বাজা তা হাতে ধ'বে সচিবদের বললেন, সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, আমার দুঃখ বা ভয় নেই, শৃঙ্গাব বাক্য সত্য হ'ক, এই কীট তক্ষক হয়ে আমাকে দংশন কবুক। এই বলে তিনি নিজের কণ্ঠদেশে সেই কীট বেখে হাসতে লাগলেন। তখন কীটবৃন্দ পী তক্ষক নিজ মূর্তি ধ'বে বাজাকে বেণ্টন করলে এবং সগর্জনে তাঁকে দংশন কবলে। মন্ত্রাবা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তাব পর তাঁরা দেখলেন, পদ্মবর্ণ তক্ষক আকাশে যেন সীমন্তবেথা বিস্তার কবে চলেছে। বিষের অনলে রাজার গৃহ আলোকিত হ'ল, তিনি বজ্রাহতের ন্যায় পড়ে গেলেন।

পবীক্ষণের মৃত্যুর পব রাজপদবোহিত এবং মন্ত্রাবা পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন ক'বে তাঁর শিশুপুত্র জনমেজয়কে রাজা করলেন। যথাকালে কাশীবাজ সুবর্ণ-বর্মার কন্যা বপুন্টমার সঙ্গে জনমেজয়ের বিবাহ হ'ল। তিনি অন্য নাবীর প্রতি মন দিতেন না, পতিব্রতা রূপবতী বপুন্টমাব সঙ্গে মহানন্দে কালযাপন কবতে লাগলেন।

## ৯। জনমেজয়ের সর্পসত্র

মন্ত্রীদেব কাছে পিতার মৃত্যুবিবরণ শুনে জনমেজয় অত্যন্ত দঃখে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন, তাব পব জলস্পর্শ ক'বে বললেন, যে দু'বাত্মা তক্ষক আমার পিতাব প্রাণহিংসা কবেছে তাব উপব আমি প্রতিশোধ নেব। তিনি পুর্বোহিতদেব প্রশ্ন কবলেন, আপনাবা এমন ক্রিয়া জানেন কি যাতে তক্ষককে সবান্ধবে প্রদীপ্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কবা যায়? পুর্বোহিতবা বললেন, মহাবাজ, সর্পসত্র নামে এক মহাযজ্ঞ আছে, আমবা তাব পদ্ধতি জানি।

বাজার অজ্ঞায যজ্ঞেব আয়োজন হ'তে লাগল। যজ্ঞস্থান মাপবাব সময় একজন পুর্বাগকথক সূত বললে, কোনও ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞেব ব্যাঘাত কববেন। জনমেজয় দ্বাবপালকে বললেন, আমার অজ্ঞাতসারে কেউ যেন এখানে না আসে। অনন্তব যথার্থবিধ সর্পসত্র আবশ্য হ'ল। কৃষ্ণবসনধারী যাজকগণ ধূমে বস্ত্রলোচন হলে সর্পগণকে আহ্বান ক'বে অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগলেন। নানাজাতীয় নানাবর্ণ অসংখ্য সর্প অগ্নিতে পড়ে বিনষ্ট হ'ল।

তক্ষক নাগ আশ্রয়েব জন্য ইন্দ্রেব কাছে গেল। ইন্দ্র বললেন, তোমাব ভয় নেই, এখানেই থাক। স্বজনবর্গেব মৃত্যুতে কাতব হয়ে বাসুকি তাঁব ভগিনীকে বললেন, কল্যাণী, তুমি তোমাব পুত্রকে বল যেন আমাদের সবলকে বক্ষা কবে। তখন জবৎকাব্দু আস্তীককে পূর্ব ইতিহাস জানিয়ে বললেন, হে অমবতুল্য পুত্র, তুমি আমার ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গকে যজ্ঞাগ্নি থেকে বক্ষা কব। আস্তীক বললেন, তাই হবে, আমি নাগবাজ বাসুকিকে তব মাতৃদত্ত শাপ থেকে বক্ষা কবব।

আস্তীক যজ্ঞস্থানে গেলেন, কিন্তু দ্বাবপাল তাঁকে প্রবেশ কবতে দিলে না। তখন তিনি স্তুতি কবতে লাগলেন—পরীক্ষিপুত্র জনমেজয়, তুমি ভরতবংশেয় প্রধান, তোমার এই যজ্ঞ প্রযাগে অনর্দ্রিত চন্দ্র, ববুণ ও প্রজাপতির যজ্ঞেব তুল্য, আমাদের প্রিয়জনেব যেন মঙ্গল হয়। ইন্দ্রেব শত যজ্ঞ, যম রন্তিদেব কুবেব ও দাশবর্ধি বামেব যজ্ঞ, এবং ষুর্ধিষ্ঠিব কৃষ্ণৈবপায়ন প্রভৃতিব যজ্ঞ যেব্দুপ, তোমাব এই যজ্ঞও সেইব্দুপ, আমাদের প্রিয়জনেব যেন মঙ্গল হয়। তোমাব তুল্য প্রজাপালক রাজা জীবলোকে নেই, তুমি ববুণ ও ধর্মবাজেব তুল্য। তুমি যমেব ন্যায় ধর্মজ্ঞ, কৃষ্ণেব ন্যায় সর্পগুণসম্পন্ন।

আস্তীকেব স্তুতি শুনে জনমেজয় বললেন, ইনি অল্পবয়স্ক হ'লেও বৃদ্ধেব ন্যায় কথা বলছেন, একে বর দিতে চাই। বাজার সদস্যগণ বললেন, এই ব্রাহ্মণ

সম্মান ও ববলাভের যোগ্য, কিন্তু যাতে তক্ষক শীঘ্র আসে আগে সেই চেষ্টা কবুন। আগন্তুক ব্রাহ্মণকে বাজা বব দিতে চান দেখে সৰ্পসত্ত্বেব হোতা চন্ডভাগবৎ প্রীত হলেন না। তিনি বললেন, এই যজ্ঞে এখনও তক্ষক আসে নি। ঋত্বিগ্গণ বললেন, আমরা ব্রহ্মতে পার্বিছ তক্ষক ভয় পেয়ে ইন্দ্রের কাছে আশ্রয় নিযোছে। তখন এজার অনুবোধে হোতৃগণ ইন্দ্রকে আহ্বান কবলেন। ইন্দ্র বিমানে চড়ে যজ্ঞস্থানে যাত্রা কবলেন, তক্ষক তার উত্তবীয়ে লুপ্তিকয়ে বইল। জনমেজয় ক্রুদ্ধ হশে বললেন, তক্ষক যদি ইন্দ্রের কাছে থাকে তবে ইন্দ্রের সৎগেই তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ কবুন।

ইন্দ্র যজ্ঞস্থানের নিকটে এসে ভয় পেলেন এবং তক্ষককে ত্যাগ কবে পালিয়ে গেলেন। তক্ষক মল্লপ্রভাবে সোহগ্রস্ত হয়ে আকাশপথে যজ্ঞাগ্নির অভিমুখে আসতে লাগল। ঋত্বিগ্গণ বললেন, মহাবাজ, ওই তক্ষক যুবতে যুবতে আসছে, তার মহাগর্জন শোনা যাচ্ছে। আপনার কার্যসিদ্ধি হয়েছ, এখন ওই ব্রাহ্মণকে বব দিতে পাবেন। বাজা আস্তীককে বললেন, বালক, তুমি সুদর্শিত, তোমার অভিপ্রেত বব চাও। আস্তীক তক্ষকের উদ্দেশে বললেন, তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ; তক্ষক আকাশে স্থিৰ হয়ে বইল। তখন আস্তীক বাজাকে বললেন, জনমেজয়, এই যজ্ঞ এখনই নিবৃত্ত হ'ক, অগ্নিতে আব যেন সৰ্প না পড়ে। জনমেজয় অপ্রীত হয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ, সুবর্ণ বজ্রত ধেনু যা চাও দেব, কিন্তু আমার যজ্ঞ যেন নিবৃত্ত না হয়। বাজা এইবূপে বব বব অনুবোধ কবল্লেও আস্তীক বললেন, আমি আর কিছুই চাই না, আপনার যজ্ঞ নিবৃত্ত হ'ক, আমার মাতৃকুলের মঙ্গল হ'ক। তখন সদস্যগণ সকলে বাজাকে বললেন, এই ব্রাহ্মণকে বব দিন।

আস্তীক তাঁর অভীষ্ট বব পেলেন, যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, বাজাও প্রীতলাভ কবে ব্রাহ্মণগণকে বহু অর্থ দান কবলেন। তিনি আস্তীককে বললেন, তুমি আমার অশ্বমেধ যজ্ঞে সদস্যবূপে আবাব এসো। আস্তীক সম্মত হয়ে মাতুলালয়ে ফিবে গেলেন। সৰ্পগণ আনন্দিত হয়ে বব দিতে চাইলে আস্তীক বললেন, প্রসন্নচিত্ত ব্রাহ্মণ বা অন্য ব্যক্তি যদি ব্যগ্রিতে বা দিবসে এই ধর্মার্থান পাঠ কবে তবে তোমাদের কাছ থেকে তার যেন কোনও বিপদ না হয়। সৰ্পগণ প্রীত হয়ে বললে, ভাগিনেয়, আমরা তোমার কামনা পূর্ণ কবব।

আস্তীকঃ সৰ্পসত্ত্বে বঃ পল্লগান্ যোহভ্যবক্ষত।

তং স্মবন্তং মহাভাগাঃ ন মাং হিংসিতুমহর্থ॥

সৰ্পপসৰ্প ভদ্রং তে গচ্ছ সৰ্প মহাবিষ।

জনমেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তীকবচনং স্মব॥

আস্তুতীকস্য বচঃ শ্রদ্ধা যঃ সপোঁ ন নিবর্ততে।

শতধা ভিদ্যতে মৃধা শিংশবৃক্ষফলং যথা॥ (১)

—হে মহাভাগ সপর্গণ, যিনি সপর্সত্রে তোমাদের বক্ষা করেছিলেন সেই আস্তুতীককে স্মরণ করছি, আমার হিংসা ক'বো না। সপর্, স'বে যাও, তোমার ভাল হ'ক; মর্ষাবিষ সপর্, চ'লে যাও। জনমেজয়েব যজ্ঞেব পব আস্তুতীকেব বাক্য স্মরণ কব। আস্তুতীকেব কথায় যে সপর্ নিবৃত্ত হয় না তার মন্তক শিমূল(২) ফলেব ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হয়।

## ॥ আদিবংশাবতরণপর্বাধ্যায় ॥

### ১০। উপরিচর বসু—পরশর-সত্যবতী—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

শৌনক বললেন, বৃংস সৌতি, সপর্সত্রে কমেব অবকাশে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন প্রতিদিন যে মহাভাবত পাঠ কবতেন তাই আমবা এখন শুনতে ইচ্ছা করি। সৌতি বললেন, জনমেজয়েব অনুরোধে ব্যাসদেবেব আদেশে তাঁব শিষ্য বৈশম্পায়ন যে মহাভারতকথা বলেছিলেন তা আপনাবা শুনুন।—

(৩) চোদি দেশে উপবিচর বসু নামে পুৰুবংশজাত এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে সখা গণ্য ক'বে স্ফটিকময় বিমান, অম্লান পঙ্কজের বৈজয়ন্তী মালা এবং একটি বংশনির্মিত যষ্টি দিয়েছিলেন। উপবিচর অগ্রহাষণ মাসে উৎসব ক'বে সেই যষ্টি রাজপুত্রবীতে এনে ইন্দ্রপূজা করতেন। পরদিন তিনি গন্ধমাল্যাদির দ্বাবা অলংকৃত এবং কুসুম্ভ পদুপে বিজিত বস্ত্র বেষ্টিত ক'বে ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলন কবতেন। সেই অবধি অন্যান্য রাজাবাও এইপ্রকার উৎসব ক'বে থাকেন। উপবিচর ইন্দ্রদুত্ত বিমানে আকাশে বিচরণ কবতেন সেই কারণেই তাঁব এই নাম। তাঁব পাঁচ পুত্র ছিল, তাঁরা বিভিন্ন দেশে রাজবংশ স্থাপন কবেন।

উপবিচরের রাজধানীব নিকট শত্ৰুজিত নদী ছিল। কোলাহল নামক পর্বত এই নদীর গর্ভে এক পুত্র এবং এক কন্যা উৎপাদন কবে। রাজা সেই পুত্রকে

---

(১) সপর্ভষাবক মন্ত্র। (২) শিংশ বা শিংশপাব প্রচলিত অর্থ শিশুগাছ, কিন্তু ব্যাখ্যাকাবগণ শিমূল অর্থ কবেছেন।

(৩) এইখানে মহাভাবতের মূল আখ্যানের আবম্ভ।



সেনাপতি এবং কন্যাকে মহিষী করলেন। একদিন মৃগয়া কবতে গিয়ে বাজা তাঁর ঋতুস্নাতা রত্নপত্নী মহিষী গিবিবাকে স্মরণ করে কামাভিষ্ট হলেন এবং স্থলিত শত্রু এক শ্যেনপক্ষীকে দিয়ে বললেন, তুমি শীঘ্র গিবিবাকে দিয়ে এস। পথে অন্য এক শ্যেনেব আক্রমণে ফলে শত্রু যমুনাতে জলে পড়ে গেল। অদ্রিকা নামে ঐক অস্পদা ব্রহ্মশাপে মৎসী হয়ে ছিল, সে শত্রু গ্রহণ ক'বে গর্ভাণী হল এবং দশম মাসে ধীববেব জালে ধৃত হ'ল। ধীবব সেই মৎসীর উদবে একটি পদ্মবৃষ এবং একটি স্ত্রী সন্তান পেয়ে বাজাব কাছে নিয়ে এল। অস্পদা তখনই শাপমুক্ত হয়ে আকাশ-পথে চ'লে গেল। উপবিচব ধীববকে বললেন, এই কন্যা তোমারই হ'ল। পদ্মবৃষ সন্তানটি পবে মৎস্য নামে এক ধার্মিক বাজা হ'য়েছিলেন।

সেই বৃদ্ধগদগদতী কন্যার নাম সত্যবতী, কিন্তু সে মৎস্যজীবীদের কাছে থাকত সেজন্য তাব অন্য নাম মৎস্যগন্ধা। একদিন সে যমুনাতে নৌকা চালাচ্ছিল এমন সময় পবাসব মদুনি তীর্থপর্যটন কবতে কবতে সেখানে এলেন। অতীত বৃদ্ধপত্নী চাবহাসিনী মৎস্যগন্ধাকে দেখে মোহিত হয়ে পবাসব বললেন, সন্দবী, এই নৌকাব কর্ণধাব কোথায়? সে বললে, যে ধীববেব এই নৌকা তাঁব পুত্র না থাকায় আমিই সকলকে পাব করি। পবাসব নৌকায উঠে যেতে যেতে বললেন, আমি তোমাব জন্মবৃন্দান্ত জানি; কল্যাণী, তোমাব কাছে বংশধব পুত্র চাচ্ছি, তুমি আমাব কামনা পূর্ণ কব। সত্যবতী বললে, ভগবান, পবপাবেব ঋষিবা আমাদেব দেখতে পাবেন। পবাসব তখন কুজ্জ্বলিকা সৃষ্টি কবলেন, সর্বদিক ভ্রমসচ্ছদা হল। সত্যবতী লম্জিত হয়ে বললে, আমি কুমাবী, পিতাব বশে চলি, আমাব কন্যাভাব দূষিত হ'লে কি ক'বে গৃহে ফিবে যাব? পরাসব বললেন, আমাব প্রিয়কর্ষ ক'রে তুমি কুমাবীই থাকবে। পরাসবেব ববে মৎস্যগন্ধাব দেহ স্দগন্ধময় হল, সে গন্ধবতী নামে খ্যাত হ'ল। এক যোজন দূব থেকে তাব গন্ধ পাওয়া যেত সেজন্য লোকে তাকে যোজনগন্ধাও বলত।

সত্যবতী সদা গর্ভধাবণ ক'বে পুত্র প্রসব কবলেন। যমুনাতে স্বীপে জাত এই পবাসবপুত্রের নাম বৈশ্যপাষন(১), ইনি মাতাব আদেশ নিষে তপসায় বত হলেন। পবে ইনি বেদ বিভক্ত ক'রে ব্যাস নামে বিখ্যাত হন এবং পুত্র শত্রু ও বৈশম্পায়নাদি শিষ্যকে চতুর্বেদ ও মহাভাবত অধ্যয়ন কবান। তাঁবাই মহাভাবতের সংহিতাগুলি পৃথক পৃথক প্রকাশিত করেন।

(১) এ'র প্রকৃত নাম কৃষ্ণ, স্বীপে জাত এজন্য উপনাম বৈশ্যপাষন।

## ॥ সম্ভবপৰ্বাধ্যায় ॥

### ১১। কচ ও দেবযানী

জনমেজয়েৰ অনুবোধে বৈশম্পায়ন কুব্জবংশেৰ বৃত্তান্ত আদি থেকে বললেন।—ব্রহ্মাব পুত্র দক্ষ প্রজাপতি তাঁৰ পঞ্চাশটি কন্যাকে পুত্রতুল্য জ্ঞান কৰতেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা অর্দ্রিত থেকে বংশানুক্রমে বিবস্বান (সূর্য), মনু, ইলা, পদ্মববা, অযদ্ব, নহদ্ব ও যযাতি উৎপন্ন হন। যযাতি দেবযানী ও শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ কৰেন।

ত্রিলোকেৰ ঐশ্বৰ্য্যেৰ জন্য যখন দেবাসুৰেৰ বিবোধ হয় তখন দেবতাৰা বৃহস্পতিকে এবং অসুৰৰা শুক্ৰাচার্যকে পৌৰোহিত্যে বৰণ কৰেন। এই দুই ব্রাহ্মণেৰ মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, দেবগণ যে সকল দানবকে যুদ্ধে মাৰতেন শুক্ৰ বিদ্যাবলে তাদেৰ পুনর্জীৱিত কৰতেন। বৃহস্পতি এই বিদ্যা জানতেন না, সেজন্য দেবপক্ষের মৃত সৈন্য বাঁচাতে পাৰতেন না। দেবতাৰা বৃহস্পতিৰ পুত্র কচকে বললেন, তুমি অসুৰবাহু বৃষপৰ্বৰ কাছে যাও, সেখানে শুক্ৰাচার্যকে দেখতে পাৰে। শুক্ৰেৰ প্রিয়কন্যা দেবযানীকে যদি সন্তুষ্ট কৰতে পাৰ তৰে তুমি নিশ্চয় মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ কৰবে। কচ শুক্ৰেৰ কাছে গিয়ে বললেন, আমি অগ্নিগৰা ঋষিৰ পুত্র, বৃহস্পতিৰ পুত্র, আমাকে শিষ্য কৰন, সহস্র বৎসৰ আমি আপনাৰ কাছে থাকব। শুক্ৰ সন্তুষ্ট হলেন। গুৰু ও গুৰুকন্যাৰ সেবা কৰে কচ ব্রহ্মচৰ্য পালন কৰতে লাগলেন। তিনি গীত নৃত্য বাদ্য কৰে এবং পুষ্ক ফল উপহাৰ দিয়ে প্রাপ্তযৌবনা দেবযানীকে তুষ্ট কৰতেন। সুগায়ক সুবেশ প্রিয়বাদী রূপবান মালাধাৰী পদ্মযুগে নারীৰা স্বেচ্ছাবত কামনা কৰে, সেজন্য দেবযানীও নিজৰ স্থানে কচেৰ কাছে গান গাইতেন এবং তাঁৰ পৰিচৰ্যা কৰতেন।

এইৰূপে পাঁচ শ বৎসৰ গত হ'লে দানবৰা কচেৰ অভিসন্ধি বৃদ্ধিতে পাৰলে। একদিন কচ যখন বনে গবু চৰাচ্ছিল তখন তাৰা তাঁৰ দেহ খণ্ড খণ্ড কৰে কুকুৰকে দিলে। কচ ফিৰে এলেন না দেখে দেবযানী বললেন, পিতা, আপনাৰ হোম শেষ হয়েছে সূর্য অস্ত গেছে, গৰুৰ পাৰ্শ্ব ফিৰেছে, কিন্তু কচকে দেখাছি না। নিশ্চয় তিনি হত হয়েছেন। আমি সত্য বলছি, কচ বিনা আমি বাঁচব না। শুক্ৰ তখন সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ কৰে কচকে আহ্বান কৰলেন। কচ তখনই কুকুৰদেৰ শব্দৰ ভেদ কৰে হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হলেন এবং দেবযানীকে জানালেন যে দানবৰা তাঁকে

বধ করিছিল। তার পর আবার একদিন দানববা কচকে হত্যা কবলে এবং শত্রু তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন।

• তৃতীয় বাবে দানবরা কচকে দম্ব ক'বে তাঁর ভস্ম স্দুবাব সঙ্গে মিশিয়ে শত্রুকে খাওয়ালে। কচকে না দেখে দেবযানী বিলাপ কবতে লাগলেন। শত্রু বললেন, অস্দুবাবা তাকে বাব বাব বধ কবছে, আমবা কি কবব। তুমি শোক ক'বো না। দেবযানী সবোদনে বললেন, পিতা, বৃহস্পতিপত্র গ্রহাচারী কর্মদক্ষ কচ আমাব প্রিথ, আমি তাঁকেই অনুসবণ কবব। তখন শত্রু পূর্বের ন্যায কচকে আহ্বান কবলেন। গুব্দব জঠরের ভিতর থেকে কচ বললেন, ভগবান, প্রসন্ন হন, আমি অভিবাদন কবাছি, আমাকে পুত্র জ্ঞান কবুন। অস্দুবাবা আমাকে ভস্ম ক'বে স্দুবাব সঙ্গে মিশিয়ে আপনাকে খাইয়েছে। শত্রু দেবযানীকে বললেন, তুমি কিসে স্দুখী হবে বল, আমাব উদব বিদীর্ণ না হ'লে কচকে দেখতে পাবে না, আমি না মবলে কচ বাচবে না। দেবযানী বললেন, আপনাব আব কচের মৃত্যু দাইই আমাব পক্ষে সমান, আপনাদেব কাবও মৃত্যু হ'লে আমি বাঁচব না। তখন শত্রু বললেন, বৃহস্পতিব পুত্র, তুমি সিদ্ধিলাভ কবেছ, দেবযানী তোমাকে স্নেহ কবে। যদি তুমি কচব্দুপী ইন্দ্র না হও তবে আমাব সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ কব। বৎস, তুমি পুত্রব্দুপে আমাব উদব থেকে নিষ্কান্ত হয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিও, গুব্দব নিকট বিদ্যা লাভ ক'বে তোমার যেন ধর্মবৃদ্ধি হয়।

শত্রুকে দেহ বিদীর্ণ ক'বে কচ বেঁচে এলেন এবং নবলব্ধ বিদ্যাব দ্বাবা তাঁকে পুনর্জীবিত ক'বে বললেন, আপনি বিদ্যাহীন শিষ্যের কণ্ঠে বিদ্যামৃত দান কবেছেন, আপনাকে আমি পিতা ও মাতা জ্ঞান কবি। শত্রু গাত্রোত্থান ক'বে স্দুবাপানের প্রতি এই অভিশাপ দিলেন—যে মন্দমতি ব্রাহ্মণ মোহবশে স্দুবাপান কববে সে ধর্মহীন ও ব্রহ্মহত্যাকাবীর তুল্য পাপী হবে। তাব পব দানবগণকে বললেন, তোমবা নির্বোধ, কচ সঞ্জীবনী বিদ্যায় সিদ্ধ হয়ে আমাব তুল্য প্রভাবশালী হয়েছেন, তিনি আমাব কাছেই বাস করবেন।

সহস্র বৎসব অতীত হ'লে কচ স্বর্গলোকে ফিবে যাবাব জন্য প্রস্তুত হলেন। দেবযানী তাঁকে বললেন, অগ্নিবাব পৌত্র, তুমি বিদ্যা কুলশীল তপস্যা ও সংযমে অলংকৃত, তোমাব পিতা আমার মাননীয়। তোমাব ব্রতপালনকালে আমি তোমাব পরিচর্যা কবাছি। এখন তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, আমি তোমাব প্রতি অনুবক্ত, তুমি আমাকে বিবাহ কব। কচ উত্তব দিলেন, ভদ্রে, তুমি আমাব গুব্দুপুত্রী, তোমার পিতার তুল্যই আমার পুজনীয়, অতএব ও কথা ব'লো না। দেবযানী বললেন, কচ,

তুমি আমার পিতাব গদ্বদপুত্রের পুত্র, আমার পিতাব পুত্র নও। তুমিও আমার পুত্র্য ও মান্য। অসুদব্বা তোমাকে বার বার বধ কৰেছিল, তখন থেকে তোমাব উপব আমার প্রীতি জন্মেছে। তুমি জান তোমাব প্রতি আমাব সৌহার্দ্য অনদ্বাগ আর ভক্তি আছে, তুমি আমাকে বিনা দোষে প্রত্যাখ্যান কৰতে পাব না।

কচ বললেন, দেবযানী, প্রসন্ন হও, তুমি আমাব কাছে গদ্বদবও অধিক। চন্দ্রনিভানন্দী, তোমাব যেখানে উৎপত্তি, শত্ৰুচাৰ্যেব সেই দেহেব মধ্যে আমিও নাস কৰেছি। ধৰ্মত তুমি আমাব ভগিনী, অতএব আব ওবদুপ কথা বলো না। তোমাদেব গৃহে আমি সুখে বাস কৰেছি, এখন যাবাব অনদ্বমতি দাও, আশীৰ্বাদ কব যেন পথে আমাব মঙ্গল হয়। মধ্যে মধ্যে ধৰ্মেব অগিবোধে(১) আমাকে স্মরণ ক'বো, সাবধানে আমাব গদ্বদদেবেব সেবা ক'বো।

দেবযানী বললেন, কচ, যদি আমাব প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান কব তবে তোমাব বিদ্যা ফলবতী হবে না। কচ উত্তব দিলেন, তুমি আমাব গদ্বদপুত্রী, গদ্বদও সন্মতি দেন নি, সেজন্যই প্রত্যাখ্যান কৰছি। আমি ধৰ্মসংগত কথাই বলেছি, তথাপি তুমি কামেব বশে আমাকে অভিশাপ দিলে। তোমাব যে কামনা তাও সিদ্ধ হবে না, কোনও ঋষিপুত্র তোমাকে বিবাহ কববেন না। তুমি বলেছ, আমাব বিদ্যা নিষ্ফল হবে, তাই হ'ক। আমি যাকে শেখাব তাব বিদ্যা ফলবতী হবে। এই কথা বলে কচ ইন্দ্রলোকে প্রস্থান কবলেন।

## ১২। দেবযানী, শর্মিষ্ঠা ও যযাতি

কচ ফিবে এলে দেবতাবা আনন্দিত হয়ে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখলেন, তাব পব ইন্দ্র অসুদব্বগণেব বিবুদ্ধে অভিযান কবলেন। এক রমণীয় বনে কতকগুলি কন্যা জলকেলি কবছে দেখে ইন্দ্র বায়দ্বব রূপ ধবে তাদেব বস্ত্রগুলি মিশিয়ে দিলেন। সেই কন্যাদের মধ্যে অসুদব্বপতি বৃষপর্বাব কন্যা শর্মিষ্ঠা ছিলেন, তিনি ভ্রমক্রমে দেবযানীব বস্ত্র পবলেন।

দেবযানী বললেন, অসুদব্বী, আমাব শিষ্যা হয়ে তুই আমার কাপড় নিলি কেন? তুই সদাচারহীনা, তোর ভাল হবে না। শর্মিষ্ঠা বললেন, তোব পিতা

---

(১) অর্থাৎ প্রশিক্ষণে নষ, দ্রাতৃভাবে।

বিনীত হয়ে নীচে বসে স্তুতিপাঠকের ন্যায্য আশ্রয় পিতার স্তব করেন। তুই যাচকের কন্যা, আমি দাতার কন্যা।—

আদম্বস্ব বিদম্বস্ব দ্রুহ্য কুপ্যস্ব যাচাকি।

অনাযুধা সাযুধায়া বিস্তা ক্ষুভাসি ভিক্ষুকি।

লস্যাসে প্রতিযোম্বাবং ন হি স্বাং গণনামাহম্॥(১)

— যাচকী, যতই বিলাপ কর, গডাগডি দে, বিবাদ কর বা বাগ দেখা, তোর অস্ত্র নেই আমার অস্ত্র আছে। ভিক্ষুকী, তুই নিঃস্ব হয়ে ক্ষোভ করছি। আমি তোকে গ্রাহ্য করি না, ঝগড়া করবার জন্য তুই নিজের সমান লোক পাবি।

দেবযানী নিজের বস্ত্র নেবার জন্য টানতে লাগলেন, তখন শর্মিষ্ঠা ক্রোধে অধীর হয়ে তাঁকে এক কূপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলেন এবং ম'বে গেছে মনে ক'বে নিজের ভবনে চলে গেলেন। সেই সময়ে মৃগয়ায় শ্রান্ত ও পিপাসিত হয়ে রাজা যযাতি অশ্বাবোহণে সেই কূপের কাছে এলেন। তিনি দেখলেন, কূপের মধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায্য এক কন্যা রয়েছে। রাজা তাঁকে আশ্রয় কবলে দেবযানী নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনাকে সংকুলোদ্ভব শান্ত বীর্যবান দেখছি, আমার দক্ষিণ হস্ত ধ'বে আপনি আমাকে তুলুন। যযাতি দেবযানীকে উদ্ধার ক'বে রাজধানীতে চলে গেলেন।

দেবযানীর দাসীর মূখে সংবাদ পেয়ে শত্রু তখনই সেখানে এলেন। তিনি কন্যাকে আলিঙ্গন ক'বে বললেন, বোধ হয় তোমার কোনও পাপ ছিল তাবই এই প্রার্থী হ'য়েছে। দেবযানী বললেন, প্রার্থী হ'ক বা না হ'ক, শর্মিষ্ঠা ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে আমাকে কি বলেছে শুনুন। — তুই স্তুতিকাবী যাচকের কন্যা, আর আমি দাতার কন্যা—তোর পিতা যাব স্তুতি কবেন। পিতা, শর্মিষ্ঠার কথা যদি সত্য হয় তবে তাব কাছে নতি স্বীকার করব এই কথা তাব স্বামীকে আমি বলেছি। শত্রু বললেন, তুমি স্তাবক আব যাচকের কন্যা নও, তুমি যাব কন্যা তাঁকেই সকলে স্তব কবে, বৃষপর্বা ইন্দ্র আর রাজা যযাতি তা জানেন। যিনি সজ্জন তাঁ'র পক্ষে নিজের গুণবর্ণনা কষ্টকর, সেজন্য আমি কিছু বলতে চাই না। কন্যা, ওঠ, আমবা ক্ষমা ক'বে নিজের গৃহে যাই, সাধুজনের ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ গুণ। ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে যে নিরস্ত কবতে পারে সে সর্ব জগৎ জয় করে। দেবযানী বললেন, পিতা, আমি ও সব

কথা জানি, কিন্তু পণ্ডিতবা বলেন নীচ লোকের কাছে অপমানিত হওয়াব চেষ্টে মরণ ভাল। অশ্রুধাৱে যে ক্ষত হ'ল তা সাবৈ কিন্তু বাক্ষত সাবৈ না।

এখন শত্রু বৃদ্ধ হ'লে দানববাজ বৃষপর্বাব কাছে গিয়ে বললেন, রাজা, আপোন শত্রু সদ্য দেখা যাস না, কিন্তু যে বাব বাব আপ ব'লে সে সমূলে বিনষ্ট হ'ল। আমাব নাপাপ ধর্মজ্ঞ শিষ্য কচবে তুমি বধ ক'রিয়েছিলে, তোমাব কন্যা, আমাব কন্যাকে বহু কটু কথা ব'লে কপে কেলৈ দিয়োছে। তোমাব বাজো আমবা আব বাস ক'ব না। বৃষপর্বা বললেন, যদি আমাব প্রবোচনাগ কচ নিহত হ'লে থাকে বা দেবযানীকে শর্মিস্তা কটু কথা ব'লে থাকে, তবে আমাব যেন অসংগতি হ'ল। আগনি প্রসঙ্গ হ'ল, যদি চলে যান তবে আমবা সমুদ্রে প্রবেশ ক'ব। শত্রু বললেন, দেবযানী আমাব অত্যন্ত প্রিয়, এব দ্বুগ্ধ আমি সহিতে পারি না। তোমাথা তাকে প্রসঙ্গ ক'ব।

বৃষপর্বা সন্ধ্যাৱে দেবযানীৰ কাছে গিয়ে তাঁব পাশ পাশে বললেন, দেবযানী প্রসঙ্গ হ'ল, তুমি যা চাইবে তাই দেব। দেবযানী বললেন, সহস্র কন্যাব সহিত শর্মিস্তা আমাব দাসী হ'ল, পিতা আমাব বিবাহ দিলে তাবা আমাব সঙ্গে যাবে। দৈত্যগুরু, শত্রুচাণুরাব বোব নিবাবণেব জন্য শর্মিস্তা দাসীৰ স্বীকাৰ ক'বলেন।

দীর্ঘকাল পবে একদিন বববর্ণিনী দেবযানী শর্মিস্তা ও সহস্র দাসীৰ সঙ্গে বনে বিচরণ ক'রিতলেন এমন সময়ে রাজা যযাতি মৃগেব অন্বেষণে পিপাসিত ও শ্রান্ত হ'লে আবাব সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন, রক্তভূষিত দিবা আসনে সহস্রাসিনী দেবযানী ব'সে আছেন, বৃপে অতুলনীয়া স্বর্ণালংকাবভূষিতা আব একটি কন্যা কিঞ্চিৎ নিম্ন আসনে ব'সে দেবযানীৰ পদসেবা ক'বছেন। যযাতিব প্রশ্নেব উত্তরে দেবযানী নিজেদেব পবিচয় দিলেন। যযাতি বললেন, অসুররাজকন্যা কি ব'বে আপনাব দাসী হলেন জানতে আমাব কৌতূহল হ'ছে, এমন সর্বাঙ্গসুন্দরী আমি পূবে কখনও দেখি নি। আপনাব বৃপ এব বৃপেব তুল্য ন'ল। দেবযানী উত্তর দিলেন, সবই দেবের বিধানে ঘটে, এর দাসীত্বও সেই কাৰণে হ'য়েছে। আকার বেশ ও কথাবার্তায আপনাকে রাজা বোধ হ'ছে, আপনি কে? যযাতি বললেন, আমি রাজা যযাতি, মৃগযা ক'বতে এসেছিলাম, এখন অনুমতি দিন ফিবে যাব।

দেবযানী বললেন, শর্মিস্তা আব এই সমস্ত দাসীৰ সঙ্গে আমি আপনার অধীন হ'ছি, আপনি আমাব ভর্তা ও সখা হ'ল। যযাতি বললেন, সুন্দরী, আমি আপনাব যোগ্য নই, আপনাব পিতা ক্ষত্রিয় রাজাকে কন্যাদান ক'রবেন না। দেবযানী বললেন, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় পরস্পরেব সংস্কট, আপনি পূবেই আমার পাণিগ্রহণ

বরেছেন, আমিও আপনাকে বরণ করছি। দেবযানী তখন তাঁর পিতাকে ডাকিয়ে এনে বললেন, পিতা, এই বাজা যযাতি আমার পাণিগ্রহণ ক'বে কৃপ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আপনাকে প্রণাম করছি, এ'ব হস্তে আমাকে সম্প্রদান করুন, আমি অন্য পতি বরণ করব না।

শুক্র বললেন, প্রণয় ধর্মের অপেক্ষা বাথে না তাই তুমি যযাতিকে বরণ করবে। কচের শাপে তোমার স্ববর্ণে বিবাহও হতে পারে না। যযাতি, তোমাকে এই কন্যা দিলাম, একে তোমার মহিষী কর। আমার বরে তোমার বর্ণসংকবর্জিত পাপ হবে না। বৃষপর্বাব কন্যা এই কুমারী শর্মিষ্ঠাকে তুমি সসম্মানে বেথো, কিন্তু একে শয্যায ডেকো না।

দেবযানী শর্মিষ্ঠা আর দাসীদের নিয়ে যযাতি তাঁর রাজধানীতে গেলেন। দেবযানীর অনুমতি নিয়ে তিনি অশোক বনের নিকট শর্মিষ্ঠার জন্য পৃথক গৃহ নির্মাণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁর অগ্নবস্ত্রাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন। সহস্র দাসীও শর্মিষ্ঠার কাছে বইল।

কিছুকাল পরে দেবযানীর একটি পুত্র হ'ল। শর্মিষ্ঠা ভাবলেন আমার পতি নেই, বৃথা যৌবনবতী হয়েছি, আমিও দেবযানীর ন্যায় নিজেই পতি বরণ করব। একদা যযাতি বেড়াতে বেড়াতে অশোক বনে এসে পড়লেন। শর্মিষ্ঠা তাকে সংবর্ধনা ক'বে কৃতাজলি হয়ে বললেন, মহাবাজ, আমার বৃপকুল শীল আপনি জানেন, আমি প্রার্থনা করছি আমার ঋতুবক্ষা করুন। যযাতি বললেন, তুমি সর্ব বিষয়ে আনন্দিতা তা আমি জানি, কিন্তু তোমাকে শয্যায বহন করতে শুক্রাচার্য'র নিষেধ আছে। শর্মিষ্ঠা বললেন,

ন নর্ময়দুস্তং বচনং হিনসিত  
ন স্ত্রীষু বাজন্ ন বিবাহকালে।  
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে  
পশ্চান্তান্যাহুর্বপাতকানি॥

— মহাবাজ, পরিহাসে, স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জে, বিবাহকালে, প্রাণসংশয়ে এবং সর্বস্ব ন্যশের সম্ভাবনায়, এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না॥(১)

যযাতি বললেন, আমি রাজা হয়ে যদি মিথ্যাচরণ করি তবে প্রজারাও আমার অনুসরণ ক'বে মিথ্যাকথনের পাপে বিনষ্ট হবে। শর্মিষ্ঠা বললেন, যিনি সখীর পতি

তিনি নিজের পতিব তুল্য, দেবযানীকে বিবাহ করে আপনি আমারও পতি হয়েছেন। পুত্রহীনার পাপ থেকে আমাকে রক্ষা কব্দন, আপনার প্রসাদে পুত্রবতী হয়ে আমি ধর্মচরণ কবতে চাই। তখন যযাতি শর্মিষ্ঠার প্রার্থনা পূরণ করলেন।

### ১৩। যযাতির জন্ম

শর্মিষ্ঠাব দেবকুমারতুল্য একটি পুত্র হ'ল। দেবযানী তাঁকে বললেন, তুমি কামের বশে এ কি পাপ কবলে? শর্মিষ্ঠা বললেন, একজন ধর্মাত্মা বেদজ্ঞ ঋষি আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁরই ববে আমার পুত্র হয়েছে, আমি অন্যায় কিছু করি নি। দেবযানী প্রশ্ন কবলেন, সেই ব্রাহ্মণের নাম গোট বংশ কি? শর্মিষ্ঠা বললেন, তিনি তপস্যাব তেজে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান, তাঁর পবিচয় জিজ্ঞাসা কববার শক্তি আমার ছিল না। দেবযানী বললেন, তুমি যদি বর্ণজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ থেকেই অপত্যলাভ ক'বে থাক তবে আব আমার ক্রোধ নেই।

কালক্রমে যদু ও ভূর্বসু নামে দেবযানীর দুই পুত্র এবং দ্রুহদ্র অননু ও পুরু নামে শর্মিষ্ঠাব তিন পুত্র হ'ল। একাদিন দেবযানী যযাতিব সঙ্গে উপবনে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, দেবকুমারতুল্য কসেকটি বালক নির্ভয়ে খেলা করছে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা কবলেন, বৎসগণ, তোমাদের নাম কি, বংশ কি, পিতা কে? বালকবা যযাতি আব শর্মিষ্ঠাব দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, এই আমাদের পিতা মাতা। এই ব'লে তারা রাজার কাছে এল, কিন্তু দেবযানী সঙ্গে থাকায় রাজা তাদের আদর কবলেন না, তাবা কাঁদতে কাঁদতে শর্মিষ্ঠাব কাছে এল। দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে বললেন, তুমি আমার অধীন হয়ে অসুখ স্বভাবের বশে আমারই অপ্রিয় কার্য কবেছ, আমাকে তোমাব ভয় নেই। শর্মিষ্ঠা উত্তর দিলেন, আমি ন্যায আর ধর্ম অনুসারে চলছি, তোমাকে ভয় কবি না। এই রাজর্ষিকে তুমি যখন পতিরূপে বরণ করেছিলেন তখন আমিও কবেছিলাম। যিনি আমার সখীর পতি, ধর্মানুসারে তিনি আমারও পতি।

তখন দেবযানী বললেন, বাজা, তুমি আমার অপ্রিয় কার্য কবেছ, আর আমি এখানে থাকব না। এই ব'লে তিনি ক্রুদ্ধ হ'বে সাম্রাজ্যে চলে গেলেন। দেবযানী বললেন, অধর্মের কাছে ধর্ম পরাজিত হয়েছে, যে নীচ সে উপরে উঠেছে, শর্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করেছে। পিতা, রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র উৎপাদন করেছেন আর দুর্ভাগ্য



আমাকে দই পুত্র দিয়েছেন। ইনি ধর্মজ্ঞ বলে খ্যাত, কিন্তু আমার মর্ষাদা লঙ্ঘন কবেছেন।

শত্রু ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, মহারাজ, তুমি ধর্মজ্ঞ হয়ে অধর্ম করেছ, আমার উপদেশ গ্রাহ্য কর নি, অতএব দুর্জয় জবা তোমাকে আক্রমণ করবে। শাপ প্রত্যাহাবেব জন্য যযাতি বহু অনুনয় করলে শত্রু বললেন, আমি মিথ্যা বলি না, তবে তুমি ইচ্ছা করলে তোমাব জরা অন্যকে দিতে পারবে। যযাতি বললেন, আপনি অনুরূপ দিন, যে পুত্র আমাকে তার যৌবন দেবে সেই রাজ্য পাবে এবং পুণ্যবান কীর্ত্তমান হবে। শত্রু বললেন, তাই হবে।

যযাতি রাজধানীতে এসে জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বললেন, বৎস, আমি শত্রুর শাপে জরাগ্রস্ত হয়েছি কিন্তু যৌবনভোগে এখনও তৃপ্ত হই নি। আমার জরা নিয়ে তোমাব যৌবন আমাকে দাও, সহস্র বৎসর পরে আবার তোমাকে যৌবন দিয়ে নিজের জরা ফিবিয় নেব। যদু উত্তর দিলেন, জরায় অনেক কষ্ট, আমি নিবানন্দ শ্বেতশ্মশ্রু লোলচর্ম দুর্বলদেহ অকর্মণ্য হয়ে যাব, যদুবক সহচররা আমাকে অবজ্ঞা করবে। আমার চেয়ে প্রিয়তর পুত্র আপনাব আবও তো আছে, তাদের বলুন। যযাতি বললেন, আশ্বজ হয়েও যখন আমার অনুরোধ রাখলে না তখন তোমার সন্তান রাজ্যের অধিকারী হবে না।

তার পর যযাতি একে একে তুর্বসু দ্রুহদ্রু এবং অনেকে অনুরোধ করলেন কিন্তু কেউ জরা নিয়ে যৌবন দিতে সম্মত হলেন না। যযাতি তাঁদের এইরূপ শাপ দিলেন— তুর্বসুব বংশলোপ হবে, তিনি অন্ত্যজ ও স্লেচ্ছ জাতির রাজা হবেন, দ্রুহদ্রু কখনও অভীষ্ট লাভ কবেন না, তিনি অতি দুর্গম দেশে গিয়ে ভোজ উপাধি নিয়ে বাস করবেন, অনু জরান্বিত হবেন, তাঁর সন্তান যৌবনলাভ করেই মরবে, তিনি অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াহীন হবেন।

যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পদুব পিতার অনুরোধ শুনে তখনই বললেন, মহারাজ, আপনার আজ্ঞা পালন করব, আমার যৌবন নিয়ে অভীষ্ট সুখ ভোগ করুন, আপনার জরা আমি নেব। যযাতি প্রীত হয়ে বললেন, বৎস, তোমার রাজ্যে সকল প্রজা সর্ব বিষয়ে সমৃদ্ধ লাভ করবে।

পদুব যৌবন পেয়ে যযাতি অভীষ্ট বিষয় ভোগ, প্রজাপালন এবং বহুবিধ ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। সহস্র বৎসর অতীত হলে তিনি পদুবকে বললেন, পুত্র, তোমার যৌবন লাভ করে আমি ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করোছি।—

ন জাতু কামঃ কামানাম্‌দুপভোগেন শাম্যতি।

হিবিষা কৃষ্ণবল্লেব ভূষ এবাভিবৰ্ধতে॥

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিবৎ হিবগ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।

একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥

— কাম্য বস্তুব উপভোগে কখনও কামনার শান্তি হয় না, ঘৃতসংযোগে অগ্নিব ন্যায় আবও বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীতে যত ধান্য যব হিবগ্য পশু ও স্ত্রী আছে তা একজনের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়, অতএব বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করা উচিত।

তার পব যযাতি বললেন, পদ্বদ্, আমি প্রীত হযোছি, তোমার যৌবন ফিরে নাও, আমার রাজ্যও নাও। তখন ব্রাহ্মণাদি প্রজাবা বললেন, মহারাজ, যদু আপনাব জ্যেষ্ঠ পুত্র, শুর্য্যেব দৌহিত্র এবং দেবযানীব গর্ভজাত, তাঁর পব আবও তিন পুত্র আছেন, এঁদের অতিক্রম কবে কনিষ্ঠকে রাজ্য দিতে চান কেন? যযাতি বললেন, যদু প্রভৃতি আমার আত্মা পালন কবে নি, পদ্বদ্ কবেছে; শুর্য্যচার্যেব এব অনুসাবে আমার অনাগত পুত্রই রাজ্য পাবে। প্রজাবা রাজাব কথাব অনুমোদন কবলেন।

পদ্বদকে রাজ্য দিযে যযাতি বনে বাস কবতে লাগলেন এবং কিছুকাল পবে সুরলোকে গেলেন। তিনি ইন্দ্রকে বলোঁছিলেন, দেবতা মানুয গন্ধৰ্ব আব ঋষিদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তপস্যায় আমাব সমান। এই আত্মপ্রশংসাব ফলে তিনি ইন্দ্রের আজ্ঞায় স্বর্গচ্যুত হলেন। যযাতি ভূতলে না পড়ে কিছুকাল অন্তবীক্ষে অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমান ও শিবি এই চাবজন বাজর্ষিব সঙ্গে বিবিধ ধর্মালাপ কবলেন। এঁবা যযাতির দৌহিত্র(১)। অনন্তর যযাতি পদনবার স্বর্গলোকে গেলেন।

### ১৪। দ্যুত-শকুন্তলা

পদ্বদব বংশে দ্যুত (বা দ্যুতান্ত) নামে এক বীর্যবান রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি পৃথিবীর সর্ব প্রদেশ শাসন কবতেন। তাঁর দুই পুত্র হয়, লক্ষণার গর্ভে জনমেজয় এবং শকুন্তলাব গর্ভে ভবত। ভরতবংশের যশোরারিণ বহুবিস্তৃত। একদা দ্যুতান্ত প্রভূত সৈন্য ও বাহন নিয়ে গহন বনে মগ্নয়া করতে গেলেন। বহু পশু বধ কবে তিনি একাকী অপব এক বনে ক্ষুৎপিপাসার্ত ও শ্রান্ত হযে উপস্থিত হলেন। এই বন অতি বমণীয়, নানাবিধ কুসুমিত বৃক্ষে সমাকীর্ণ এবং ঝিল্লী ভ্রমর ও বোকিলের

(১) এঁদের কথা উদ্‌যোগপর্ব ১৫-পরিচ্ছেদে আছে। সেখানে বসুমানকে বসুমনা বলা হযেছে।

## জাদিগৰ

ববে মদুখিত। ৰাজা মালিনী নদীৰ তীৰে ক'ব মদুনিৰ মনোহৰ আশ্রম দেখতে পেলেন, সেখানে হিংস্র জন্তুবাও শান্তভাবে বিচৰণ কৰছে।

অনুচৰিতৰ অপেক্ষা কৰতে বলে দৃষ্টি আশ্রমে প্ৰবেশ ক'বে দেখলেন, গ্ৰাহুগৰা বেদপাঠ এবং বহুবিধ শাস্ত্ৰৰ আলোচনা কৰছেন। মহৰ্ষি ক'ব দেখা না পেয়ে তাঁৰ কুটীৰেৰ নিকটে এসে দৃষ্টি উচ্চকণ্ঠে বললেন, এখানে কে আছেন? ৰাজাৰ বাক্য শুনে লক্ষ্মীৰ ন্যায় বদপবতী তাপসবেশধাৰিণী একাট কন্যা বাইৰে এলেন এবং দৃষ্টিতকে সন্মুখত জানিয়ে আসন পাদ্য অৰ্ঘ্য দিলে সংবৰ্ণনা কবলেন। তাৰ পৰ মধুৰ স্বৰে কুশলপ্ৰশ্ন ক'ৰে বললেন, কি প্ৰয়োজন বলুন, আমাৰ পিতা ফল আহৰণ কৰতে গৈছেন, একটু অপেক্ষা কবুন, তিনি শীঘ্ৰই আসবেন।

এই সুনতিস্বৰী চাৰুহাসিনী বদপবোবনবতী কন্যাকে দৃষ্টি বললেন, আপনি কে, কাৰ কন্যা, এখানে কোথা থেকে এলেন? কন্যা উত্তৰ দিলেন, মহাৰাজ, আমি ভগবান ক'বৰ দূহিতা। ৰাজা বললেন, তিনি তো উদ্ভৱতা তপস্বী, আপনি তাঁৰ কন্যা কিবুপে হলেন? কন্যা বললেন, ভগবান ক'ব এক ঋষিকে আমাৰ জন্মবৃন্তান্ত বলিছিলেন, আমি তা শুনিছিলাম। সেই বিবৰণ আপনাকে বলছি, শুনুন।—

পূৰ্বকালে বিশ্বামিত্ৰ ঘোৰ তপস্যা কৰছেন দেখে ইন্দ্ৰ ভীত হয়ে মেনকাকে পাঠিয়ে দেন। মেনকা বিশ্বামিত্ৰৰ কাছে এসে তাকে অভিবাদন ক'বে নৃত্য কৰতে লাগলেন, সেই সময়ে তাঁৰ সূক্ষ্ম শূদ্ৰ বসন বয়দু হৰণ কৰলেন; সৰ্বাংগসুন্দৰী বিবস্ত্ৰা মেনকাকে দেখে মূগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্ৰ তাঁৰ সঙ্গে মিলিত হলেন। মেনকাৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল, তিনি গৰ্ভবতী হলেন এবং একাট কন্যা প্ৰসব ক'বেই তাকে মালিনী নদীৰ তীৰে ফেলে ইন্দ্ৰসভায় চ'লে গেলেন। সিংহব্যাঘ্ৰসম্মুখ জগহীন বনে সেই শিশুকে পক্ষীবা বক্ষা কৰতে লাগল। মহৰ্ষি ক'ব স্নান কৰতে গিয়ে শিশুকে দেখতে পেলেন এবং গৃহে এনে তাকে দূহিতাৰ ন্যায় পালন কৰলেন। শকুন্ত অৰ্থাৎ পক্ষী কৰ্তৃক বক্ষিত সেজন্য তাৰ নাম শকুন্তলা হ'ল। আমিই সেই শকুন্তলা। শবীৰদাতা প্ৰাণদাতা ও অন্নদাতাকে ধৰ্মশাস্ত্ৰ পিতা বলা হয়। মহাৰাজ, আমাকে মহৰ্ষি ক'বৰ দূহিতা ব'লে জানবেন।

দৃষ্টি বললেন, কল্যাণী, তোমাৰ কথাৰ জানলাম তুমি ৰাজপত্নী, তুমি আমাৰ ভাৰ্য্য হও। এই সুবৰ্ণমালা, বিবিধ বস্ত্ৰ, কুণ্ডল, নানাদেশজাত মণিৰত্ন, বক্ষের অলংকাৰ এবং মৃগচৰ্ম্ম তুমি নাও, আমাৰ সমস্ত ৰাজ্য তোমাৰই, তুমি আমাৰ ভাৰ্য্য হও। তুমি গান্ধৰ্বৰীতিতে আমাকে বিবাহ কৰ, এইৰূপ বিবাহই শ্ৰেষ্ঠ।

শকুন্তলা বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার পিতা ফিরে এলেই আপনার হাতে আমাকে সম্প্রদান করবেন। তিনিই আমার প্রভু ও পবন দেবতা, তাঁকে অমান্য করে অধর্মানুসারে পতিবরণ করতে পারি না। দৃষ্মান্ত বললেন, বরবার্ণবী, ধর্মানুসারে তুমি নিজেই নিজেকে দান করতে পার। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব বা বান্ধস বিবাহ অথবা এই দুইএব মিশ্রিত রীতিতে বিবাহ ধর্মসংগত, অতএব তুমি গান্ধর্ব বিধানে আমার ভার্য্যা হও। শকুন্তলা বললেন, তাই যদি ধর্মসংগত হয় তবে আগে এই অঙ্গীকার করুন যে আমার পুত্র যুবরাজ হবে এবং আপনার পক্ষে সেই পুত্রই রাজা হবে।

কিছুদূর বিচাৰ না করে দৃষ্মান্ত উত্তর দিলেন, তুমি যা বললে তাই হবে। মনস্কামনা সিদ্ধ হলে তিনি শকুন্তলাকে বাব বাব বললেন, সূহাসিনী, আমি চতুর্বিংশগণী সেনা পাঠাব, তারা তোমাকে আমার রাজধানীতে নিয়ে যাবে। এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং ক'ব শব্দে কি বলবেন তা ভাবতে ভাবতে দৃষ্মান্ত নিজের পদবীতে ফিরে গেলেন।

ক'ব আশ্রমে ফিরে এলে শকুন্তলা লজ্জায় তাঁব কাছে গেলেন না, কিন্তু মহর্ষি দিব্যদৃষ্টিতে সমস্ত জেনে প্রীত হয়ে বললেন, ভদ্রে, তুমি আমার অনুমতি না নিয়ে আজ যে পুরুষসংসর্গ করেছ তাতে তোমার ধর্মের হানি হয় নি। নিজেকে বিনা মন্ত্রপাঠে সকাম পুরুষের সাক্ষাৎ স্ত্রীর সংগে যে মিলন তাবেই গান্ধর্ব বিবাহ বলে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাই শ্রেষ্ঠ। শকুন্তলা, তোমার পতি দৃষ্মান্ত ধর্মাত্মা এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমার যে পুত্র হবে সে সাগরবোণ্ডিতা সমগ্র পৃথিবী ভোগ করবে। শকুন্তলা ক'বের আনীত ফলাদিব বোঝা নামিয়ে বেখে তাঁব পা ধুইয়ে দিলেন এবং তাঁব প্রান্তি দূর হলে বললেন, আমি স্বেচ্ছায় দৃষ্মান্তকে পতিত্ব বরণ করছি, আপনি মস্তিসহ সেই রাজ্য প্রাপ্তি অনুগ্রহ করুন। শকুন্তলাব প্রার্থনা অনুসারে ক'ব বব দিলেন পুরুষশীর্ষগণ ধর্মিষ্ঠ হবে, কখনও রাজ্যচ্যুত হবে না।

তিন বৎসর পবে (১) শকুন্তলা একটি সুন্দর মহাবলশালী অগ্নিতুল্য দ্যুতিমান পুত্র প্রসব করলেন। এই পুত্র ক'বের আশ্রমে পালিত হতে লাগল এবং ছ বৎসর বয়সেই সিংহ বাঘ বরাহ মহিষ হস্তী প্রভৃতি ধ'বে এনে আশ্রমস্থ বৃক্ষে বোধে রাখত। সকল জন্তুকেই সে দমন করত সেজন্য আশ্রমবাসীরা তাব নাম দিলেন সর্বদমন। তার অসাধারণ বলবিক্রম দেখে ক'ব বললেন, এর যুবরাজ হবার সময়

---

(১) টীকাকার বলেন, মহাপুরুষগণ দীর্ঘকাল গর্ভে বাস করেন।

হয়েছে। তার পর তিনি শিষ্যদের বললেন, নাবীরা দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস করলে নিন্দা হয়, তত্বে সদনাম চরিত্র ও ধর্মও নষ্ট হ'তে পারে। অতএব তোমরা শীঘ্র শকুন্তলা আর তার পুত্রকে দৃক্ষ্মন্তের কাছে দিয়ে এস।

শকুন্তলাকে রাজভবনে পৌঁছিয়ে দিয়ে শিষ্যবা ফিরে গেলেন। \* শকুন্তলা দৃক্ষ্মন্তের কাছে গিয়ে অভিবাদন ক'বে বললেন, রাজা, এই তোমার পুত্র, আমার গর্ভে জন্মেছে। কবেব আশ্রমে যে প্রতিজ্ঞা ক'বেছিলে তা স্মরণ কর, একে যৌববাজে অভিষিক্ত ক'ব। পূর্বকথা স্মরণ হ'লেও রাজা বললেন, আমার কিছু মনে পড়ছে না, দৃষ্ট তাপসী, তুমি কে? তোমার সঙ্গে আমার ধর্ম অর্থ বা কামের কোনও সম্বন্ধ হয় নি, তুমি যাও বা থাক বা যা ইচ্ছা ক'বতে পার।

লক্ষ্য ও দৃষ্টি যেন সংগ্রাহী হ'য়ে শকুন্তলা স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়িয়ে বইলেন। তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ হ'ল, ওষ্ঠ কাঁপতে লাগল, বস্ত্র কটাক্ষে তিনি যেন বাজাকে দম্ব ক'বতে লাগলেন। তিনি তাঁর ক্রোধ ও তেজ দমন ক'বে বললেন, মহাবাজ, তোমার স্মরণ থাকলেও প্রাকৃত জনেব ন্যায় কেন বলছ যে মনে নেই? তুমি সত্য বল, মিথ্যা ব'লে নিজেকে অপমানিত ক'বে না। আমি তোমার কাছে যাচিকা হয়ে এসেছি, যদি আমার কথা না শোন তবে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হ'বে। আমাকে যদি পরিত্যাগ ক'ব তবে আমি আশ্রমে ফিরে যাব, কিন্তু এই বালক তোমার আশ্রয়, একে ত্যাগ ক'বতে পার না।

দৃক্ষ্মন্ত বললেন, তোমার গর্ভে আমার পুত্র হ'য়েছিল তা আমার মনে নেই। নাবীবা মিথ্যা ক'থাই ব'লে থাকে। তোমার জননী মেনকা অসতী ও নিদম্বা, ব্রাহ্মণলোভী তোমার পিতা বিশ্বামিত্র কামদুক ও নিদম্ব। তুমি নিজেও ভ্রষ্টার ন্যায় কথা বলছ। দৃষ্ট তাপসী, দূব হও। শকুন্তলা বললেন, মেনকা দেবতাদের মধ্যে গণ্যা। রাজা, তুমি ভূমিতে চল, আমি অন্তরীক্ষে চলি, ইন্দ্রকুবেরাদির গৃহে যেতে পারি। যে নিজে দৃর্জন সে সম্বন্ধকে দৃর্জন বলে, এর চেয়ে হাস্যকর কিছু নেই। যদি তুমি মিথ্যারই অনুরক্ত হও তবে আমি চ'লে যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আমার মিলন সম্ভব হ'বে না। দৃক্ষ্মন্ত, তোমার সাহায্য না পেলেও আমার পুত্র হিমালয়-ভূষিত চতুঃসাগরবেষ্টিত এই পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। এই ব'লে শকুন্তলা চলে গেলেন।

তখন দৃক্ষ্মন্ত অন্তরীক্ষ থেকে এই দৈববাণী শুনলেন— শকুন্তলা সত্য বলেছেন, তুমিই তাঁর পুত্রের পিতা, তাকে ভরণপোষণ কর, তার নাম ভরত হ'ক। রাজা হৃষ্ট হয়ে পুরোহিত ও অমাত্যদের বললেন, আপনারা দেবদূতের কথা

শকুন্তলেন, আমি নিজেও ওই বালককে পুত্র বলে জানি, কিন্তু যদি কেবল শকুন্তলার কথায় তাকে নিতাম তবে লোকে দোষ দিত। তাব পব দৃষ্টান্ত তাঁর পুত্র ও ভাৰ্য্যা শকুন্তলাকে আনন্দিদত্তনে গ্রহণ করলেন। তিনি শকুন্তলাকে সান্ধনা দিখে বললেন, দেবী, তোমার সত্যীক প্রতাপাদনেব জন্যই আমি এইবদূপ ব্যবহাব কৰেছিলাম, নতুবা লোকে মনে কবত তোমাব সঙ্গে আমাব অসৎ সম্বন্ধ হযেছিল। এই পুত্রকে বাজ্য দেব তা পূৰ্বেই স্থিৰ কৰেছি। প্রিয়ে, তুমি ক্রোধবশে আমাকে যেসব অপ্ৰিয় কথা বলেছ তা আমি ক্ষমা (১) কবলাম।

### ১৫। মহাভিষ — অষ্টবসু — প্রতীপ — শান্তনু-গঙ্গা

দৃষ্টান্ত-শকুন্তলাব পুত্র ভবত বহু দেশ জয় এবং বহুশত অশ্বমেধ যজ্ঞেব অনুষ্ঠান কৰে সার্বভৌম রাজচক্রবৰ্তী হযেছিলেন। তাঁব বংশেব এক বাজাব নাম হস্তী, তিনি হস্তিনাপুর নগর স্থাপন কৰেন। হস্তীব চাব পুত্রব পৰে কুব্জ বাজা হন, তাঁব নাম অনুসাবে বুবুজাঙ্গল দেশ খ্যাত হয়। তিনি যেখানে তপস্যা কৰেছিলেন সেই স্থানই পৰিগ্রহ কুব্জক্ষেত্র। কুব্জ অধঃতন সপ্তম পুত্রবশেব নাম প্রতীপ, তাঁব পুত্র শান্তনু।

মহাভিষ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক বাজা ছিলেন, তিনি বহু যজ্ঞ কৰে স্বৰ্গে যান। একদিন তিনি দেবগণেব সঙ্গে ব্ৰহ্মাব কাছে গিৰেছিলেন, সেই সময়ে নদীশ্ৰেষ্ঠা গঙ্গাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সহসা বায়ুব প্রভাবে গঙ্গাব সূক্ষ্ম বসন অপসৃত হ'ল। দেবগণ অধোমুখ হযে রইলেন, কিন্তু মহাভিষ গঙ্গাকে অসংকোচে দেখতে লাগলেন। ব্ৰহ্মা তাঁকে শাপ দিলেন, তুমি মৰ্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ কর, পৰে আবার স্বৰ্গে আসতে পাববে। মহাভিষ স্থিৰ কবলেন তিনি মহাতেজস্বী প্রতীপ রাজাব পুত্র হবেন।

গঙ্গা মহাভিষকে ভাবতে ভাবতে মৰ্ত্যে ফিৰে আসিছিলেন, পথিমধ্যে দেখলেন বসু নামক দেবগণ মর্জিত হযে পড়ে আছেন। গঙ্গাব প্রশ্নেব উত্তরে তাঁবা বললেন, বশিষ্ঠ আমাদেব শাপ দিযেছেন—তোমবা নবযোনিতে জন্মগ্রহণ কব। আমরা মানুষ্যেব গৰ্ভে যেতে চাই না, আপনিই আমাদের পুত্রবদূপে প্রসব করুন, প্রতীপেব পুত্র শান্তনু আমাদের পিতা হবেন। জন্মেব পরেই আপনি আমাদের জলে ফেলে দেবেন, যাতে আমরা শীঘ্র নিষ্কৃতি পাই। গঙ্গা বললেন, তাই করব,

(১) দৃষ্টান্ত নিজের কটীতির জন্য ক্ষমা চাইলেন না।

কিন্তু যেন একটি পুত্র জীবিত থাকে, নতুবা শান্তনুর সঙ্গে আমার সংগম ব্যর্থ হবে। বসুগণ বললেন, আমবা প্রত্যেকে নিজ বীর্যের অষ্টমাংশ দেব, তার ফলে একটি পুত্র জীবিত থাকবে। এই পুত্র বলবান হবে কিন্তু তার সন্তান হবে না।

রাজা প্রতীপ গঙ্গাতীরে বসে জপ করছিলেন এমন সময় মনোহর নাবীরূপ ধারণ করে গঙ্গা জল থেকে উঠে প্রতীপের দক্ষিণ উরুতে বসলেন। রাজা বললেন, কল্যাণী, কি চাও? গঙ্গা বললেন, কুবুশ্রেষ্ঠ, আমি তোমাকে চাই। রাজা বললেন, পবনশ্রী আব অসবর্ণা আমার অগম্যা। গঙ্গা বললেন, আমি দেবকন্যা, অগম্যা নই। রাজা বললেন, তুমি আমার বাম উরুতে না বসে দক্ষিণ উরুতে বসেছ, যেখানে পুত্র কন্যা আব পুত্রবধূর স্থান। তুমি আমার পুত্রবধূ হযো। গঙ্গা বললেন, তাই হব, কিন্তু আমার কোনও কার্যে আপনার পুত্র আপত্তি করতে পারবেন না। প্রতীপ সন্মত হলেন।

গঙ্গা অন্তর্হিত হ'লে প্রতীপ ও তাঁর পত্নী পুত্রলাভের জন্য তপস্যা করতে লাগলেন। রাজা মহাভিষ তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর নাম হ'ল শান্তনু। শান্তনু যৌবন লাভ করলে প্রতীপ তাঁকে বললেন, তোমার নিমিত্ত এক রূপবতী কন্যা পূর্বে আমার কাছে এসেছিল। সে যদি পুত্রকামনায তোমার কাছে উপস্থিত হয়, তবে তার ইচ্ছা পূর্ণ ক'বো, কিন্তু তার পবিচয় জানতে চেষ্টা না, তার কার্যেও বাধা দিও না। তার পর প্রতীপ তাঁর পুত্র শান্তনুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বনে প্রস্থান করলেন।

একদিন শান্তনু গঙ্গার তীরে এক দিব্যাভরণভূষিতা পবনা সুন্দরী নারীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন, তুমি দেবী দানবী অংসবা না মানবী? তুমি আমার ভাষা হও। গঙ্গা উত্তর দিলেন, রাজা, আমি তোমার মহিষী হব, কিন্তু আমি শুভ বা অশুভ যাই কবি তুমি যদি বারণ বা ভৎসনা কর তবে তোমাকে নিশ্চয় ত্যাগ করব। শান্তনু তাতেই সন্মত হলেন।

ভাষার স্বভাবচরিত্র রূপগুণ ও সেবায পরিতৃপ্ত হয়ে শান্তনু সুখে কালযাপন করতে লাগলেন। তাঁর আর্টিট দেবকুমার তুল্য পুত্র হয়েছিল। প্রত্যেক পুত্রের জন্মের পরেই গঙ্গা তাকে জলে নিক্ষেপ করে বলতেন, এই তোমার প্রিয়কার্য করলাম। শান্তনু অসন্তুষ্ট হ'লেও কিছু বলতেন না, পাছে গঙ্গা তাঁকে ছেড়ে চলে যান। কিন্তু পুত্র প্রসবের পর গঙ্গা হাসছেন দেখে শান্তনু বললেন, একে মেরো না, পুত্রহানীতী, তুমি কে, কেন এই মহাপাপ করছ? গঙ্গা বললেন, তুমি

পুত্র চাও অতএব এই পুত্রকে বধ কবব না, কিন্তু তোমার কাছে থাকাও আমার শেষ হ'ল। গঙ্গা নিজের পবিচয় দিলেন এবং বসুগণের এই বৃত্তান্ত বললেন।—

একদা পৃথু প্রভৃতি বসুগণ নিজ নিজ পত্নীসহ সূমেরু পর্বতেব পার্শ্ববর্তী বশিষ্ঠেব তপোবনে বিহাব কবতে এসেছিলেন। বশিষ্ঠেব কামধেনু নন্দিনীকে দেখে দ্যু-নামক বসুব পত্নী তাঁর স্বামীকে বললেন, আমার সখী বাজবন্যা জিতবতীকে এই ধেনু উপহার দিতে চাই। পত্নীব অনুবোধে দ্যু-বসু নন্দিনীকে হরণ করলেন। বশিষ্ঠ আশ্রমে এসে দেখলেন নন্দিনী নেই। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, যারা আমার ধেনু নিয়েছে তাবা মানুষ হয়ে জন্মাবে। বসুগণের অনুনয়ে প্রসন্ন হয়ে বশিষ্ঠ বললেন, তোমরা সকলে এক বৎসব পরে শাপমুক্ত হবে, কিন্তু দ্যু-বসু নিজ কর্মেব ফলে দীর্ঘকাল মনুষ্যালোকে বাস কববেন। তিনি ধার্মিক, সর্বশাস্ত্রবিশাবদ, পিতাব প্রিয়কারী এবং স্ত্রীসম্ভোগভ্যাগী হবেন।

তাব পব গঙ্গা বললেন, মহাবাজ, অভিশপ্ত বসুগণের অনুবোধে আমি তাদের প্রসব ক'বে জলে নিক্ষেপ ক'বেছি, কেবল দ্যু-বসু—যিনি এই অষ্টম পুত্র—দীর্ঘজীবী হয়ে বহুকাল মনুষ্যালোকে বাস কববেন এবং পুনর্বার স্বর্গলোকে যাবেন। এই বলে গঙ্গা নবজাত পুত্রকে নিয়ে অন্তর্হিত হলেন।

### ১৬। দেবব্রত-ভীষ্ম—সত্যবতী

শান্তনু দখিত মনে তাঁব রাজধানী হস্তিনাপুরে গেলেন। তিনি সর্বপ্রকার রাজগুণে মণ্ডিত ছিলেন এবং কামবাগবর্জিত হয়ে ধর্মমুসারে রাজ্যশাসন করতেন। ছত্রিশ বৎসর তিনি স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ ক'রে বনবাসী হয়েছিলেন।

একদিন তিনি মৃগের অনুসবণে গঙ্গাতীরে এসে দেখলেন, দেবকুমাব তুলা চারদর্শন দীর্ঘকাল এক বালক শববর্ষণ ক'রে গঙ্গা আচ্ছন্ন করছে। শান্তনুকে মায়াব মোহিত ক'বে সেই বালক অন্তর্হিত হ'ল। তাকে নিজের পুত্র অনুমান ক'রে শান্তনু বললেন, গঙ্গা, আমার পুত্রকে দেখাও। তখন শত্রুবসনা সাংকাকা গঙ্গা পুত্রেব হাত ধরে আবির্ভূত হয়ে বললেন, মহারাজ, এই আমার অষ্টমগর্ভজাত পুত্র, একে আমি পালন ক'বে বড় ক'বেছি। এ বশিষ্ঠের কাছে বেদ অধ্যয়ন ক'বেছে। শত্রু ও বৃহস্পতি যত শাস্ত্র জানেন, জামদগ্ন্য যত অস্ত্র জানেন, সে সমস্তই এ জানে। এই মহাধনুর্ধর রাজধর্মজ্ঞ পুত্রকে তুমি গৃহে নিয়ে যাও।

দেবব্রত নামক এই পুত্রকে শান্তনু রাজভবনে নিয়ে গেলেন এবং তাকে



যৌববাজ্যে অভিষিক্ত কবলেন। রাজ্যের সকলেই এই গুণবান রাজকুমারের অনুরক্ত হলেন। চারু বৎসর পরে শান্তনু একদিন যমুনাতীরবর্তী বনে বেড়াতে বেড়াতে অনির্বচনীয় সুগন্ধ অনুভব কবলেন এবং তার অনুসরণ করে দেবাজ্ঞানাব ন্যায্য রূপবতী একটি কন্যার কাছে উপস্থিত হলেন। বাজার প্রশ্নেব উত্তবে সেই কন্যা বললেন, আমি দাস(১)বাজেব কন্যা, পিতাব আজ্ঞায় নৌকাচালনা করি। শান্তনু দাসবাজেব কাছে গিয়ে সেই কন্যা চাইলেন। দাসবাজ বললেন, আপনি যদি একে ধর্মপত্নী কবেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দেন যে এব গর্ভজাত পুত্রই আপনার পবে বাজা হবে তবে কন্যাদান কবতে পারি।

শান্তনু উক্তপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে পারলেন না, তিনি সেই রূপবতী কন্যাকে ভাবতে ভাবতে বাজধানীতে ফিবে গেলেন। পিতাকে চিন্তান্বিত দেখে দেবরত বললেন, মহারাজ, বাজেব সর্বত্র কুশল, তথাপি আপনি চিন্তাকুল হয়ে আছেন কেন? আপনি আব অস্বাবোহণে বেড়াতে যান না, আপনাব শবীর বিবর্ণ ও ক্লেশ হয়েছে, আপনাব কি বোগ বলুন। শান্তনু বললেন, বৎস, আমার মহান বংশে তুমিই একমাত্র সন্তান, তুমি সর্বদা অস্তচর্চা করে থাক, কিন্তু মানব অনিতা, তোমার বিপদ ঘটলে আমার বংশলোপ হবে। তুমি শতপুত্রবও অধিক সৈজন্য আমি বংশবৃদ্ধিবি নিমিত্ত বৃথা পুনর্বাব বিবাহ করতে ইচ্ছা করি না, তোমাব মঙ্গল হ'ক এই কামনাই করি। কিন্তু বেদজ্ঞগণ বলেন, পুত্র না থাকা আব একটিমাত্র পুত্র দুই সমান। তোমার অবর্তমানে আমার বংশের কি হবে এই চিন্তাই আমার দুঃখের কারণ।

বৃদ্ধিমান দেবরত বৃদ্ধ অমাত্যের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কবলেন, পিতার শোকের কাষণ কি? অমাত্য জানালেন, রাজা দাসকন্যাকে বিবাহ কবতে চান। দেবরত বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়দের সঙ্গি নিয়ে দাসবাজেব কাছে গেলেন এবং পিতাব জন্য কন্যা প্রার্থনা করলেন। দাসরাজ সসম্মানে তাঁকে সংবর্ধনা কবে বললেন, এব্দপ শ্লাঘনীয় বিবাহসম্বন্ধ কে না চায়? যিনি আমার কন্যা সত্যবতীব জন্মদাতা, সেই উপবিচর রাজা বহুবাব আমাকে বলেছেন যে শান্তনুই তার উপযুক্ত পতি। কিন্তু এই বিবাহে একটি দোষ আছে—বৈমাত্র ভ্রাতারূপে তুমি যার প্রতিবন্দ্বী হবে সে কখনও সূত্রে থাকতে পারবে না।

গাঙ্গেয় দেবরত বললেন, আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করছি শুনুন, এরূপ প্রতিজ্ঞা

অন্য কেউ করতে পারে না — আপনার কন্যাব গর্ভে যে পুত্র হবে সেই রাজ্য পাবে। দাসবাজ বললেন, সৌম্য, তুমি বাজা শান্তনুর একমাত্র অবলম্বন, এখন আমার কন্যাবও বক্ষক হ'লে, তুমিই একে দান করতে পার। তথাপি কন্যাকর্তাব অধিকার অনুসাবে আমি আরও কিছু বলছি শোন। হে সত্যবাদী মহাবাহু, তোমাব প্রতিজ্ঞা কদাচ মিথ্যা হবে না, কিন্তু তোমার যে পুত্র হবে তাকেই আমার ভাব। দেবরত বললেন, আমি পূর্বেই সমগ্র বাজা ত্যাগ করছি, এখন প্রতিজ্ঞা করছি আমার পুত্রও হবে না। আজ থেকে আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করব, আমার পুত্র না হলেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে।

দেবরতের প্রতিজ্ঞা শ্রুনে দাসবাজ বোমাশ্মিত হয়ে বললেন, আমি সত্যবতীকে দান করব। তখন আকাশ থেকে অশ্বা দেবগণ ও পিতৃগণ পদ্পবষ্টি কবে বললেন, এ'ব নাম ভীষ্ম হ'ল। সত্যবতীকে ভীষ্ম বললেন, মাতা, বথে উঠুন, আমবা স্বগ'হে যাব। হস্তিনাপুরে এসে ভীষ্ম পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। সকলেই তাঁব দৃষ্কব কার্যেব প্রশংসা ক'বে বললেন, ইনি ভীষ্ম(১)ই বটেন। শান্তনু পুত্রকে বব দিলেন, হে নিষ্পাপ, তুমি যত দিন বাঁচতে ইচ্ছা করবে তত দিন তোমাব মৃত্যু হবে না, তোমাব ইচ্ছানুসাবেই মৃত্যু হবে।

### ১৭। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য — কাশীরাজের তিন কন্যা

সত্যবতী'ব গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র হ'ল, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য। কনিষ্ঠ পুত্র যৌবনলাভ করবাব পূর্বেই শান্তনু গত হলেন, সত্যবতীর মত নিষে ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। চিত্রাঙ্গদ অতিশয় বলশালী ছিলেন এবং মানু'ষ দেবতা অসুর গন্ধর্ব সকলকেই নিকৃষ্ট মনে করতেন। একদিন গন্ধর্ববাজ চিত্রাঙ্গদ তাঁকে বললেন, তোমাব আব আমার নাম একই, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কব নতুবা অন্য নাম নাও। কুবুদ্ধে'তে হিব'মতী নদী'ব তীবে দু'জনেব ঘোর যুদ্ধ হ'ল, তাতে কুরুনন্দন চিত্রাঙ্গদ নিহত হলেন। ভীষ্ম অপ্রাত্যোবন বিচিত্রবীৰ্যকে রাজপদে বসালেন।

বিচিত্রবীৰ্য যৌবনলাভ করলে ভীষ্ম তাঁব বিবাহ দেওয়া স্থি'ব করলেন। কাশীবাজে'ব তিন পরমা সুন্দরী কন্যাব একসঙ্গে স্বয়ংবব হবে শ্রুনে ভীষ্ম বিমাতাব অনুমতি নিষে বথাবোহণে একাকী বারাগসীতে গেলেন। তিনি দেখলেন, নানা দেশ

থেকে বাজারা স্বয়ংববসভায় উপস্থিত হয়েছেন। যখন পরিচয় দেবার জন্য রাজাদেব নামকীর্তন ক'বা হ'ল তখন কন্যাৰা ভীষ্মকে বৃদ্ধ ও একাকী দেখে তাঁৰ কাছ থেকে স'বে গেলেন। সভায় যে সকল হীনমতি বাজা ছিলেন তাঁরা হেসে বললেন, এই পৰম ধৰ্মাশ্রা পলিতকেশ নিলঞ্জ বৃদ্ধ এখানে কেন এসেছে? যে প্রতিজ্ঞাপালন কবে না তাকে লোকে কি বলবে? ভীষ্ম বৃথাই ব্রহ্মচাৰী খ্যাতি পেয়েছেন।

উপহাস শুনে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে তিনটি কন্যাকে নিজের বথে তুলে নিলেন এবং জলদগম্ভীবস্বৰে বললেন, বাজগণ, বহুপ্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু ধৰ্মবাদিগণ বলেন যে স্বয়ংববসভায় বিপক্ষদেব পৰাভূত ক'বে কন্যা হরণ ক'বাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। আমি এই কন্যাদেব নিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের শক্তি থাকে তো যুদ্ধ কর। বাজাৰা ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন ক'রে সভা থেকে উঠলেন এবং অলংকাৰ খুলে ফেলে বর্ম ধারণ ক'বে নিজ নিজ রথে উঠে ভীষ্মকে আক্রমণ কবলেন। সৰ্বশস্ত্রবিশাব্দ ভীষ্মেব সঙ্গে যুদ্ধে বাজাৰা পরাজিত হলেন, কিন্তু মহাবত্ৰ শাল্ববাজ তাঁৰ পশ্চাতে যেতে যেতে বললেন, থাম, থাম। ভীষ্মেব শৰাঘাতে শাল্বেব সাৰথি ও অশ্ব নিহত হ'ল, শাল্ব ও অন্যান্য বাজাৰা যুদ্ধে বিবত হয়ে নিজ নিজ বাজ্যে চ'লে গেলেন। বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তিন কন্যাকে পুত্রবধূ, বনিষ্ঠা ভাগিনী বা দুহিতাব ন্যায় যত্নসহকারে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন।

ভীষ্ম বিবাহেব উদ্যোগ কবছেন জেনে কাশীবাজেব জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা (১) হাস্য ক'রে তাঁকে বললেন, আমি স্বয়ংববে শাল্ববাজকেই বরণ কবতাম, তিনিও আমাকে চান, আমার পিতাবও তাতে সম্মতি আছে। ধৰ্মজ্ঞ, আপনি ধৰ্ম পালন কবুন। ভীষ্ম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মন্ত্ৰণা ক'বে অম্বাকে শাল্ববাজের কাছে পাঠালেন এবং অন্য দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাৰ সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিলেন।

বিচিত্রবীর্য সেই দুই সুন্দরী পত্নীকে পেয়ে কামাসক্ত হয়ে পড়লেন। সাত বৎসর পরে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলেন। সুতং ও চিকিৎসকগণ প্রতিকাবেব বহু চেষ্টা কবলেন, কিন্তু আদিভ্য যেমন অস্তাচলে যান বিচিত্রবীর্যও সেইবপ যমসদনে গেলেন।

### ১৮। দীর্ঘতমা—ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু ও বিদুরের জন্ম—অশ্বিনীমাণ্ডব্য

পদ্মশোকাভী সত্যবতী তাঁর দুই বধূকে সান্থনা দিবে ভীষ্মকে বললেন, রাজা শান্তনু'র পিণ্ড কীর্তি ও বংশ রক্ষার ভার এখন তোমার উপর। তুমি ধর্মের তত্ত্ব ও কুলাচার সবই জান, এখন আমাব আদেশে বংশবক্ষার জন্য দুই ভ্রাতৃবধূ'র গর্ভে সন্তান উৎপাদন কর, অথবা স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হও এবং বিবাহ কর, পিতৃপদ্ব্যগণকে নবকে নিমগ্ন করো না।

ভীষ্ম বললেন, মাতা, আমি গ্রিলোকের সমস্তই ত্যাগ করতে পারি কিন্তু যে সত্যপ্রতিজ্ঞা করেছি তা ভঙ্গ করতে পারি না। শান্তনু'র বংশ যাতে বক্ষা হয় তাব ক্ষুদ্রধর্মসম্মত উপায় বলছি শুনুন। পূর্বকালে জামদগ্ন্য পবশ্চুবাম কর্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হ'লে ক্ষত্রিয়বীণগণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহবাসে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, কাণ বেদে বলা আছে যে, ক্ষেত্রজ পুত্র বিবাহকাব্যবী'র পুত্র হয়। উত্থা ঋষির পত্নী মমতা যখন গর্ভিণী ছিলেন তখন তাঁর দেবব বৃহস্পতি সংগম প্রার্থনা করেন। মমতাব নিষেধ না শুনে বৃহস্পতি বলপ্রয়োগে উদাত হলেন, তখন গর্ভস্থ শিশু তার পা দিয়ে পিতৃব্যের চেষ্টা ব্যর্থ করলে। বৃহস্পতি শিশুকে শাপ দিলেন, তুমি অন্ধ হবে। উত্থাব পুত্র অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর নাম হ'ল দীর্ঘতমা। তিনি ধার্মিক ও বেদজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু গোধর্ম (১) অবলম্বন করায় প্রতিবেশী মর্দনিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ত্যাগ করলেন। দীর্ঘতমাব পুত্রেরা মাতার আদেশে পিতাকে ভেলায় চড়িয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন। ধর্মাত্মা বলি রাজা তাঁকে দেখতে পেয়ে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিয়ে গেলেন এবং মহিষী সূদেষ্ণাকে তাঁর কাছে যেতে বললেন। অন্ধ বৃদ্ধ দীর্ঘতমাব কাছে সূদেষ্ণা নিজে গেলেন না, তাঁর ধাত্রীকন্যাকে পাঠালেন। সেই শূদ্রকন্যার গর্ভে কাম্বীবান প্রভৃতি এগাবজন ঋষি উৎপন্ন হন। তাব পব রাজার নিবন্ধে সূদেষ্ণা স্বয়ং গেলেন, দীর্ঘতমা তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে বললেন, তোমার পাঁচটি তেজস্বী পুত্র হবে— অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পদ্ম সূহ্ম, তাদের দেশও এই সকল নামে খ্যাত হবে। বলি রাজার বংশ এইরূপে মহর্ষি দীর্ঘতমা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল।

তার পব ভীষ্ম বললেন, মাতা, বিচিহ্নবীর্যের পত্নীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য আপনি কোন গুণবান ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়ে নিয়োগ করুন। সত্যবতী হাস্য করে লম্জিতভাবে নিজের পূর্ব ইতিহাস জানালেন এবং পরিশেষে

বললেন, কন্যাবস্থায় আমার যে পুত্র হয়েছিল তাঁর নাম শ্বৈম্পায়ন, তিনি মহাযোগী মহর্ষি, চতুর্বেদ বিভক্ত করে ব্যাস উপাধি পেয়েছেন; তিনি কৃষ্ণবর্ণ সেজন্য তাঁর অন্য নাম কৃষ্ণ। আমার এই পুত্র জন্মগ্রহণ করেই পিতা পরাশরের সঙ্গে চলে যান এবং যাবাব সময় আমাকে বলেছিলেন যে, প্রয়োজন হলে আমি ডাকলেই তিনি আসবেন। ভীষ্ম, তুমি আব আমি অনুরোধ কবলে কৃষ্ণ শ্বৈম্পায়ন তাঁর ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবেন।

ভীষ্ম এই প্রস্তাবের সমর্থন করলে সত্যবতী ব্যাসকে শ্রবণ করলেন। ঋণকাল মধ্যে ব্যাস আবির্ভূত হলেন, সত্যবতী তাঁকে আলিঙ্গন এবং স্তনদুগ্ধে সিক্ত কবে অশ্রু-মোচন কবতে লাগলেন। মাতাকে অভিবাদন কবে ব্যাস বললেন, আপনার অভিলাষ পূরণ কবতে এসেছি, কি করতে হবে আদেশ করুন। সত্যবতী তাঁর প্রার্থনা জানালে ব্যাস বললেন, কেবল ধর্মপালনের উদ্দেশ্যে আমি আপনার অভীষ্ট কার্য করব। আমার নির্দেশ অনুসারে দুই রাজ্ঞী এক বৎসর ব্রতপালন কবে শুদ্ধ হ'ন, তবে তাঁরা আমার কাছে আসতে পারবেন। সত্যবতী বললেন, অবাজক বাজ্যে বৃষ্টি হয় না, দেবতা প্রসন্ন হন না, অতএব যাতে রানীরা সদ্য গর্ভবতী হন তার ব্যবস্থা কব, সন্তান হলে ভীষ্ম তাদের পালন করবেন। ব্যাস বললেন, যদি এখনই পুত্র উৎপাদন করতে হয় তবে বানীবা যেন আমার কুৎসিত রূপ গন্ধ আব বেশ সহ্য করেন।

সত্যবতী অনেক প্ররোধ দিয়ে তাঁর পুত্রবধূ অশ্বিকাকে কোনও প্রকারে সম্মত কবে শয়নগৃহে পাঠালেন। অশ্বিক, উত্তম শয্যায় শুয়ে ভীষ্ম এবং অন্যান্য কুব্জবংশীয় বীরগণকে চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর সেই দীপালোকিত গৃহে ব্যাস প্রবেশ কবলেন। তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, দীপ্ত নয়ন ও পিপ্পল জটা-শ্মশ্রু দেখে অশ্বিকা ভয়ে চক্ষু নিম্নীলিত করে রইলেন। ব্যাস বাইবে এলে সত্যবতী প্রশ্ন করলেন, এ গর্ভে গৃণবান রাজপুত্র হবে তো? ব্যাস উত্তর দিলেন, এই পুত্র শতহস্তিতুল্য বলবান, বিম্বান, বৃদ্ধিমান এবং শতপুত্রের পিতা হবে, কিন্তু মাতার দোষে অন্ধ হবে। সত্যবতী বললেন, অন্ধ ব্যক্তি কুরুকুলের বাজা হবার যোগ্য নয়, তুমি আর একটি পুত্র দাও। সত্যবতীর অনুরোধে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রবধূ অশ্বালিকা শয়নগৃহে এলেন কিন্তু ব্যাসের মূর্তি দেখে তিনি ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেলেন। সত্যবতীকে ব্যাস বললেন, এই পুত্র বিক্রমশালী খ্যাতিমান এবং পঞ্চপুত্রের পিতা হবে, কিন্তু মাতার দোষে পাণ্ডুবর্ণ হবে।

যথাকালে অশ্বিকা একটি অন্ধ পুত্র এবং অশ্বালিকা পাণ্ডুবর্ণ পুত্র প্রসব

করলেন, তাঁদের নাম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। অম্বিকা পুনর্বীর ঋতুমতী হ'লে সভ্যবতী তাঁকে আর একবার ব্যাসের কাছে যেতে বললেন, কিন্তু মহর্ষির বৃষ আর গন্ধ মনে ক'বে অম্বিকা নিজে গেলেন না, অঙ্গরার ন্যায় বৃষবতী এক দাসীকে পাঠালেন। দাসীর অভ্যর্থনা ও পবিচর্যায় তুষ্ট হয়ে ব্যাস বললেন, কল্যাণী ভূমি আর দাসী হয়ে থাকবে না, তোমার গর্ভস্থ পুত্র ধর্মাত্মা ও পবন বৃদ্ধিমান হবে।

এই দাসীর গর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। মাণ্ডব্য নামে এক মৌনরতী উর্ধ্ববাহু তপস্বী ছিলেন। একদিন বনেকজন চোব বাজবক্ষীদের ভয়ে পালিয়ে এসে মাণ্ডব্যের আগ্রমে তাদের অপহৃত ধন লুণ্ঠিয়ে রাখলে। বক্ষীরা আগ্রমে এসে মাণ্ডব্যকে প্রশ্ন করলে, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। অশ্বেষণের ফলে চোরের দল অপহৃত ধন সম্মত ধবা পড়ল, বক্ষীরা তাদের সঙ্গে মাণ্ডব্যকেও রাজার কাছে নিয়ে গেল। বাজার আদেশে সকলকেই শূল চড়ানো হল কিন্তু মাণ্ডব্য তপস্যার প্রভাবে জর্জরিত বইলেন। অবশেষে তাঁর পবিচয় পেয়ে রাজা ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁকে শূল থেকে নামালেন, কিন্তু শূলের ভণ অগ্রভাগ তাঁর দেহে রষে গেল। মাণ্ডব্য সেই অবস্থাতেই নানা দেশে দিবেশ ও তপস্যা ববতে লাগলেন এবং শূলখণ্ডের জন্য অণী(১)মাণ্ডব্য নামে খ্যাত হলেন। একদিন তিনি ধর্মবাজের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কবলেন, কোন কর্মের ফলে আমাকে এই দণ্ড দিয়েছেন? ধর্ম বললেন, আপনি বাল্যকালে একটি পতঙ্গের পৃচ্ছদেশে ভূণ প্রবিষ্ট কবেছিলেন, তাবই এই ফল। অণীমাণ্ডব্য বললেন, আপনি লঘু পাপে আমাকে গুবৃদণ্ড দিচ্ছেন। সর্বপ্রাণিবধেব চেয়ে ব্রাহ্মণবধ গুবৃদব। আমার শাপে আপনি শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ কবলেন। আজ আমি এই বিধান দিচ্ছি— চতুদশ (২) বৎসর বয়সের মধ্যে কেউ কিছুর কবলে তা পাপ বলে গণ্য হবে না। অণীমাণ্ডব্যের অভিশাপের ফলেই ধর্ম দাসীর গর্ভে বিদুববৃপে জন্মেছিলেন।

## ১৯। গান্ধারী, কুন্তী ও মাদ্রী—কর্ণ—দুর্যোধনাদির জন্ম

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুবকে ভীষ্ম পুত্রবৎ পালন কবতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র অসাধাবণ বলবান, পাণ্ডু পবাক্রান্ত ধনুর্ধর, এবং বিদুর অম্বিতীয় ধর্ম-

(১) অণী—শূলাদির অগ্রভাগ।

(২) আর একটি শ্লেকে ম্বাদশ আছে।

পৰাষণ হলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্থ, বিদুব শূদ্রার গৰ্ভজাত, একারণে পান্ডুই রাজপদ পেলেন।

বিদুবের সঙ্গে পৰামর্শ ক'বে ভীষ্ম গান্ধাবরাজ সূর্যবলের কন্যা গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতবাস্ত্রের বিবাহ দিলেন। অন্ধ পতিকে অতিক্রম কববেন না—এই প্রতিজ্ঞা ক'বে পতিব্রতা গান্ধারী বন্দুখণ্ড ভাজ ক'বে চোখেব উপর বাঁধলেন।

বসুদেবের পিতা যদুশ্রেষ্ঠ শূরবের পুত্র (১) নামে একটি কন্যা ছিল। শূর তাঁর পিতৃস্নাতক পুত্র নিঃসন্তান কুন্তিভোজকে সেই কন্যা দান কবেন। পালক পিতার নাম অনুসারে পুত্রের নাম কুন্তী হ'ল। একদা ঋষি দূর্বাসা অতিথি রূপে গৃহে এলে কুন্তী তাঁর পরিচয় কবলেন, তাতে দূর্বাসা তুষ্ট হয়ে একটি মন্ত্র শিখিয়ে বললেন, এই মন্ত্র দ্বারা তুমি যে যে দেবতাকে আহ্বান কববে তাঁদের প্রসাদে তোমার পুত্রলাভ হবে। কৌতূহলবশে কুন্তী সূর্যকে ডাকলেন। সূর্য আবির্ভূত হয়ে বললেন, অসিতনয়না, তুমি কি চাও? দূর্বাসার ববের কথা জানিয়ে কুন্তী নতমস্তকে ক্ষমা চাইলেন। সূর্য বললেন, তোমার আহ্বান ব্যথা হবে না, আমার সঙ্গে মিলনের ফলে তুমি পুত্র লাভ কববে এবং কুমারীই থাকবে। কুন্তীর একটি দেবকুমার তুল্য পুত্র হ'ল। এই পুত্র শ্বাভাবিক কবচ (বর্ম) ও কুণ্ডল ধারণ কবে ভূমিষ্ঠ হইছিলেন, ইনিই পরে কর্ণ নামে খ্যাত হন। কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী তাঁর পুত্রকে একটি পাথ্রে বেখে জলে ভাসিয়ে দিলেন। সূতবংশীয় অধিবথ ও তাঁর পত্নী বাধা সেই বালককে দেখতে পেয়ে ঘবে নিলে গেলেন এবং বসুদেব নাম দিয়ে পুত্রবৎ পালন কবলেন। কর্ণ বড় হয়ে সকল প্রকার অস্ত্রের প্রয়োগ শিখলেন। তিনি প্রতিদিন মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত সূর্যের উপাসনা করতেন। একদিন ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র কর্ণের কাছে এসে তাঁর কবচ (২) প্রার্থনা করলেন। কর্ণ নিজেব দেহ থেকে কবচটি কেটে দিলে ইন্দ্র তাঁকে শক্তি অস্ত্র দান ক'বে বললেন, তুমি যাব উপর এই অস্ত্র ক্ষেপণ কববে সে মববে, কিন্তু একজন নিহত হ'লেই অস্ত্রটি আমার কাছে ফিবে আসবে। কবচ কেটে দেওয়ান জন্য বসুদেবের নাম বর্ণ ও বৈকর্তন হয়।

রাজা কুন্তিভোজ তাঁর পালিতা কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ংববসভা আহ্বান কবলে কুন্তী নরশ্রেষ্ঠ পান্ডুর শালায় বরমালা দিলেন। পান্ডুব আব একটি বিবাহ

—(১) ইনি কৃষ্ণের পিসী। (২) কর্ণের কবচ-কুণ্ডল-দানের কথা বনপর্ব ৬৬-পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে।

দেবার ইচ্ছায় ভীষ্ম মদ্রদেশের রাজা বাহুবীকবংশীয় শল্যের কাছে গিয়ে তাঁর ভাগিনীকে প্রার্থনা করলেন। শল্য বললেন, আমাদের বংশের একটি নিষম নিশ্চয় আপনার জানা আছে। ভালই হ'ক বা মন্দই হ'ক আমি কুলধর্ম লঙ্ঘন ক'বতে পারি না। ভীষ্ম উত্তর দিলেন, কুলধর্ম পালনে কোনও দোষ নেই। এই বলে তিনি স্বর্ণ বস্ত্র গজ অশ্ব প্রভৃতি ধন বিবাহের পণ রূপে শল্যকে দিলেন। শল্য প্রীত হয়ে তাঁর ভাগিনী মাদ্রীকে দান ক'বলেন, ভীষ্ম সেই কন্যাকে হস্তিনাপুরে এনে পাণ্ডুব সঙ্গে বিবাহ দিলেন। দেবক বাজার শূদ্রা পত্নী গর্ভে রাহুণ কতৃক একটি কন্যা উৎপাদিত হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে বিদুরের বিবাহ হ'ল।

কিছুকাল পবে মহারাজ পাণ্ডু সসৈন্যে নিগতি হয়ে নানা দেশ জয় ক'বে রত্ন ধন নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে এলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে সেই সমস্ত ধন ভীষ্ম, দুই মাতা ও বিদুরকে উপহাৰ দিলেন। তা'র প'র তিনি দুই পত্নীর সঙ্গে র'নে গিয়ে মৃগয়া ক'বতে লাগলেন।

ব্যাস ব'ব দি'য়েছিলেন যে গান্ধারীর শত পুত্র হ'বে। যথাকালে গান্ধাবী গর্ভবতী হলেন, কিন্তু দুই বৎসরও তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল না এবং কুন্তীর একটি পুত্র (যুধিষ্ঠির) হয়েছে জেনে তিনি অধীর ও ঈর্ষান্বিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে না জানিয়ে গান্ধাবী নিজের গর্ভপাত করলেন, তাতে লোহের ন্যায় কঠিন একটি মাংসপিণ্ড প্রসূত হ'ল। তিনি সেই পিণ্ড ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যাস এসে বললেন, আমার কথা মিথ্যা হ'বে না। ব্যাসের উপদেশে গান্ধারী শীতল জলে মাংসপিণ্ড ভিজিয়ে রাখলেন, তা থেকে অঙ্গদ্ব্যুৎপন্ন এক শ এক ভ্রূণ পৃথক হ'ল। সেই ভ্রূণগুলিকে তিনি পৃথক পৃথক ঘৃতপূর্ণ কলসে রাখলেন। এক বৎসর পরে একটি কলসে দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর প'বেই কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির জন্মেছিলেন, সেকারণে যুধিষ্ঠিবই জ্যেষ্ঠ। দুর্যোধন ও ভীম একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

দুর্যোধন জন্মেই গর্দভের ন্যায় ককর্শ কণ্ঠে টিংকার করে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে গল্প শ'গাল কাক প্রভৃতিও ডাকতে লাগল এবং গান্ধারী দুর্যোধন দেখা গেল। ধৃতরাষ্ট্র ভয় পেয়ে ভীষ্ম বিদুর প্রভৃতি'কে বললেন, আমাদের বংশের জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র যুধিষ্ঠিব তো রাজ্য পাবেই, কিন্তু তার পরে আমার এই পুত্র রাজ্য হ'বে তো? শ'গালাদি শব্দাদি জন্মের আবার ডেকে উঠল। তখন ভীষ্ম ও বিদুর যদুজন, আপনার পুত্র নিশ্চয় বংশ নাশ ক'রবে, ও'র প্রাণের পক্ষ নিয়ে যদুজনের বশে ধৃতরাষ্ট্র তা করলেন না। এক মাসের মধ্যে



জলবিহাব শেষ ক'বে কোঁবব (১) ও পাণ্ডবগণ ভীমকে দেখতে পেলেন না। ভীম আগেই চ'ক্কল গেছেন মনে ক'বে তাঁরা রথ গজ ও অশ্বে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। ভীমকে না দেখে কুন্তী অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হলেন। বিদুর যদুধিষ্ঠির প্রভৃতি সমস্ত নগবোদ্যানে অন্বেষণ ক'বেও কোথাও তাঁকে পেলেন না। কুন্তী ভয় হ'ল, হয়তো ক্রুর দুর্যোধন ভীমকে হত্যা ক'বেছে। বিদুর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, এমন কথা বলবেন না, মহামর্দিন ব্যাস বলেছেন আপনাব \* পুত্রেরা দীর্ঘায়ু হবে।

অষ্টম দিনে ভীমের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। নাগগণ তাঁকে বললে, বসায়ন জর্ণ ক'বে তুমি অমৃত হস্তী ব'ল পেয়েছ, এখন দিব্য জলে স্নান ক'বে গৃহে যাও। ভীম স্নান ক'রে উত্তম অন্ন ভোজন কবলেন এবং নাগদের আশীর্বাদ নিয়ে দিব্য আভরণে ভূষিত হয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনে যদুধিষ্ঠির বললেন, চূপ ক'বে থাক, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'বো না, এখন থেকে আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। দুর্যোধন বিফলমনোবথ হয়ে মনস্তাপ ভোগ ক'বতে লাগলেন।

বাজকুমারদের শিক্ষার জন্য ধৃতরাষ্ট্র গৌতমগোত্রজ কৃপাচার্যকে নিযুক্ত কবলেন।

## ২২। কৃপ — দ্রোণ — শরম্মা — একলব্য — অর্জুনের পটুতা

মহর্ষি গৌতমের শরম্মান নামে এক শিষ্য ছিলেন, তাঁর ধনুর্বেদে যেমন বদ্বিধি ছিল বেদাধ্যয়নে তেমন ছিল না। তাঁর তপস্যায় ভয় পেয়ে ইন্দ্র জানপদী নামে এক অঙ্গসবা পাঠালেন। তাকে দেখে শরম্মানের হাত থেকে ধনুর্বাণ পড়ে গেল এবং রেতঃপাত হ'ল। সেই বেতঃ একটি শরম্মতশ্বে পড়ে দু'ভাগ হ'ল, তা থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলে। বাজা শান্তনু তাদের দেখতে পেয়ে কৃপা ক'বে গৃহে এনে স'নবৎ পালন কবলেন এবং বালকের নাম কৃপ ও কালিকা নাম কৃপার রাখলেন। শরম্মান তপোবলে তাদের বৃত্তান্ত জানতে পেরে রাজভবনে এলেন এবং কৃপকে শিক্ষা দিয়ে ধনুর্বেদে পারদর্শী কবলেন। যদুধিষ্ঠির দুর্যোধন প্রভৃতি এবং বৃদ্ধিবংশীয় ও নানাদেশের রাজপুত্রগণ এই কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে লাগলেন।

(১) ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুজনেই কুরুবংশজাত সেজন্য কোঁবব। তথাপি সাধারণত দুর্যোধনাদিকেই কোঁবব এবং তাঁদের পক্ষকে কুরু বলা হয়।

ভরম্বাজ স্বাৰ্ষ গণ্ণোক্তবী প্রদেশে বাস কবতেন। একদিন স্নানকালে ঘূতাচী অঙ্গরাকে দেখে তাঁব শঙ্কপাত হয়। সেই শঙ্ক তিনি কলসের মধ্যে নাথেন তা থেকে দ্রোণ জন্মগ্রহণ কবেন। অগ্নিবেশ্য মূনি দ্রোণকে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দেন। পাণ্ডলবাজ পুত্ৰ ভবম্বাজেব সখা ছিলেন, তাঁব পুত্র দ্রুপদ দ্রোণেব সগ্গে খেলা কবতেন। পিতাব আদেশে দ্রোণ কুপীকে বিবাহ কবলেন। তাঁদেব একটি পুত্র হয়, সে ভূমিষ্ঠ হগেই অশ্বেব ন্যায় চিৎকাব কবোছিল সেজন্য তাব নাম অশ্বখামা হ'ল।

ভরম্বাজের মৃত্যুব পব দ্রোণ পিতাব আশ্রমে থেকে তপস্যা ও ধনুর্বেদ চর্চা কবতে লাগলেন। একদিন তিনি শুনলেন যে অস্ত্রস্ত্রগণেব শ্রেষ্ঠ ভৃগুনন্দন পবশুদ্রাম তাঁব সমস্ত ধন ব্রাহ্মণদেব দিতে ইচ্ছা কবেছেন। দ্রোণ মহেন্দ্ৰ পৰ্বতে পরশুদ্রামেব কাছে গিয়ে প্রণাম ক'বে ধন চাইলেন। পবশুদ্রাম বললেন, আমাব কাছে সুবর্ণাদি যা ছিল সবই ব্রাহ্মণদেব দিযোছি, সমগ্র পৃথিবী কশ্যপকে দিযোছি, এখন কেবল আমাব শবীব আব অস্ত্রশস্ত্র অশিষ্ট আছে, কি চাও বল। দ্রোণ বললেন, আপনি সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আমাকে দিন এবং তাদেব প্রয়োগ ও প্রত্যাহবণেব বিধি আমাকে শেখান। পবশুদ্রাম দ্রোণেব প্রার্থনা পূৰণ কবলেন। দ্রোণ কৃতার্থ হয়ে পাণ্ডলবাজ দ্রুপদেব কাছে গেলেন, কিন্তু ঐশ্বৰ্যগৰ্বে দ্রুপদ তাঁব বাল্যসখাব অপমান কবলেন। দ্রোণ ক্রোধে অভিভূত হয়ে হস্তিনাপুৰে গিয়ে কুপাচার্যেব গৃহে গোপনে বাস কবতে লাগলেন।

একদিন বাজকুমাবগণ নগবেব বাইবে এসে বীটা (১) নিয়ে খেলোছিলেন। দৈবক্রমে তাঁদেব বীটা কূপেব মধ্যে প'ড়ে গেল, অনেক চেষ্টা ক'বেও তাঁবা তুলতে পাবলেন না। একজন শ্যামবর্ণ পঙ্ককেশ কৃশকায ব্রাহ্মণ নিকটে ব'সে হোম কবছেন দেখে তাঁবা তাঁকে য়িবে দাঁড়ালেন। এই ব্রাহ্মণ দ্রোণ। তিনি সহাস্যে বললেন, ধিক তোমাদেব ক্ষত্রবল আব অস্ত্রশিক্ষা, ভরতবংশে জন্মে একটা বীটা তুলতে পাবলে না! তোমাদেব বীটা আব আমাব এই অঙ্গদুবীয় আমি ঈষীকা (কাশ তৃণ) দিয়ে তুলে দেব, কিন্তু আমাকে খাওয়াতে হবে। যুধিষ্ঠিৰ বললেন, কুপাচার্য অনুমতি দিলে আপনি প্রতাহ আহাল পাবেন। দ্রোণ সেই শঙ্ক কূপে তাঁব আংটি ফেললেন, তাব পব একটি ঈষীকা ফেলে বীটা বিম্ধ কবলেন, তাব পব আব একটি ঈষীকা দিয়ে প্রথম ঈষীকা বিম্ধ কবলেন। এইবূপে পব পর ঈষীকা ফেলে উপরেব ঈষীকা ধ'রে বীটা টেনে তুললেন। বাজপুত্রবা এই ব্যাপার দেখে উৎফুল্লনয়নে সৰিস্ময়ে

---

(১) পদলিড আকাব কাষ্ঠখন্ড, গুলিডাঙ্গা খেলাব গুলি।

বললেন, বিপ্ৰৰ্ষি, আপনাব আংটিও তুলুন। দ্রোণ তাঁৰ ধনুৰ থেকে একটি শৰ ক্ৰপেৰ মধ্যে ছুড়লেন, তাৰ পৰা অৰোঁ শব দিযে পূৰ্বেৰ ন্যায় অঙ্গদবীৰ্য উদ্ভাৱন কৰলেন। বালকৰা পৰিচয় জিজ্ঞাসা কৰলে দ্রোণ বললেন, তোমাৰা আমাৰ বৃপগদুণ যেন দেখলে তা ভীষ্মকে জানাও।

বিবৰণ শুনৈ ভীষ্ম বুললেন যে এই গ্ৰাহুণই দ্রোণ এবং তিনিই ৰাজ-কুমাৰদেব অস্ত্ৰগদুৰ হৰাৰ যোগ্য। ভীষ্ম তখনই দ্রোণকে সমস্মানে ডেকে আনলেন। দ্রোণ বললেন, পাণ্ডালৰাজপুত্ৰ দ্ৰুপদ আৰু আমি মহৰ্ষি অশ্বিনেশোৰ কাছে অস্ত্ৰশিক্ষা কৰিছিলাম, বাল্যকাল থেকে দ্ৰুপদ আমাৰ সখা ছিলেন। শিক্ষা শেষ হ'লে চ'লে যাবাৰ সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, দ্রোণ, আমি পিতাৰ প্ৰিয়তম পুত্ৰ, আমি পাণ্ডালৰাজ্যে অভিষিক্ত হ'লে আমাৰ ৰাজ্য তোমাৰও হব। তাঁৰ এই কথা আমি মনে বেখেছিলাম। তাৰ পৰা আমি পিতাৰ আদেশে এবং পুত্ৰকামনাৰ বিবাহ কৰি। আমাৰ পত্নী অলপকেশী, কিন্তু তিনি ব্ৰতপৰাষণা এবং সৰ্ব বৰ্মে আমাৰ সহায়। আমাৰ পুত্ৰ অশ্বখামা অশেষ তেজস্বী। একদা বালক অশ্বখামা ধনিপুত্ৰদেব দধি খেতে দেখে আমাৰ কাহে এসে কাঁদতে লাগল, তাতে আমি দৃগুখে দিশাহাৰা হলাম। বহু স্থানে চেষ্টা কৰিও কোথাও ধৰ্মসংগত উপায়ে পৰ্যাবসী গাভী পোৱা না। অশ্বখামাৰ সংগী বালকৰা তাকে পিটুৱাল গোলা খেতে দিলে, দধি খাছি মনে কৰে সে আনন্দে নাচতে লাগল। বালকৰা আমাকে উপহাস কৰে বুলে দৰিদ্ৰ দ্রোণকে ধিক, যে ধন উপাৰ্জন কৰতে পাৰে না, যাৰ পুত্ৰ পিটুৱাল গোলা খেয়ে আনন্দে নৃত্য কৰে। আমাৰ বৃদ্ধিভ্ৰংশ হ'ল, পূৰ্বেৰ বৃদ্ধিৰ অৰণ কৰে পুত্ৰপুত্ৰ সহ দ্ৰুপদ ৰাজ্যৰ কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সখা বলে সম্ভাষণ কৰতে গেলে দ্ৰুপদ বললেন, গ্ৰাহুণ, তোমাৰ বৃদ্ধি অমার্জিত তাই আমাকে সখা বলছ, সমানে সমানেই বৃদ্ধি হয়। গ্ৰাহুণ আৰু অগ্ৰাহুণ, বখী আৰু অবখী, প্ৰলপপ্ৰতাপ ৰাজা আৰু শ্ৰীহীন দৰিদ্ৰ—এদেৰ মধ্যে বৃদ্ধি হয় না। তোমাকে এক বাহিৰ উপযুক্ত ভোজন দিছি নিষে যাও।

দ্রোণ বললেন, এই অপমানৰ পৰা আমি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় প্ৰতিশোধৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰে কুৰুদেশে চ'লে এলাম। ভীষ্ম, এখন বুলন আপনাব কোন প্ৰিয়কাৰ্য কৰব। ভীষ্ম বললেন, আপনাৰ ধনুৰ জ্যামুক্ত কৰুন, ৰাজকুমাৰদেৱ অস্ত্ৰশিক্ষা দিন, এখানে সমস্মানে বাস কৰে সমস্ত ঐশ্বৰ্য ভোগ কৰুন। এই ৰাজ্যৰ আপনিই প্ৰভু কৌৰৱগণ আপনাব আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে। দ্রোণ বললেন, কুমাৰদেব শিক্ষাৰ ভাৰ আমি নিলে কৃপাচাৰ্য দৰ্শিত হবৈ, অতএব আমাকে কিছু ধন দিন, আমি

সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাই। ভীষ্ম উত্তর দিলেন, কৃপাচার্যও থাকবেন, আমরা তাব যথোচিত সম্মান ও ভরণ করব। আপনি আমার পৌত্রদেব আচার্য হবেন।

ভীষ্ম একটি সদ্গুণবিশিষ্ট ধনধান্যপূর্ণ গৃহে দ্রোণের বাসের ব্যবস্থা করলেন এবং পৌত্রদেব শিক্ষার ভাব তাব হাতে দিলেন। বর্ষিক ও অন্ধক বংশীয় এবং নানা দেশের বাদ্যসঙ্গগণ দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, সত্তপত্র কর্ণও তাঁকে গদ্যবুদ্ধিতে বরণ করলেন। সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্জুনই আচার্যের সর্বাপেক্ষা স্নেহপাত্র হলেন।

নিষাদবাজ হিব্রণ্যধনুব পত্র এবং লব্য দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, কিন্তু নীচজাতি বলে দ্রোণ তাঁকে নিলেন না। একলব্য দ্রোণের পায়ে মাথা বেখে প্রণাম করবে বলে চলে গেলেন এবং দ্রোণের একটি মৃন্ময়ী মূর্তিতে আচার্য বসপনা করে নিজের চোখে অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন।

একদিন গদ্যপাণ্ডবগণ মৃগয়ায় গেলেন, তাঁদের এক অনুচর গদ্যদাব উপকরণ এবং কুকুর নিয়ে পিছনে পিছনে গেল। কুকুর খুঁজে পায়নি এবং একলব্যের কাছে উপস্থিত হল এবং তাব কৃষ্ণ বর্ণ, মলিন দেহ, মৃগচর্ম পরিধান ও মাথায় জটা দেখে চিৎকার করতে লাগল। একলব্য একসঙ্গে সাতটি বাণ ছুড়ে তাব মুখে বর্ষা পড়বে দিলেন, কুকুর তাই নিয়ে বাজকুমারদেবের কাছে গেল। তাঁরা বিস্মিত হয়ে একলব্যের কাছে এলেন এবং তাঁর কথা দ্রোণাচার্যকে জানালেন। অর্জুন দ্রোণকে গোপনে বললেন, আপনি প্রীত হয়ে আমাকে বলেছিলেন যে আপনাব কোনও শিষ্য আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে না, কিন্তু একলব্য আমাকে অতিক্রম করলে কেন? দ্রোণ অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে একলব্যের কাছে গেলেন, একলব্য ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে কৃতজ্ঞালিপুটে দাঁড়িয়ে বইলেন। দ্রোণ বললেন, নীচ, তুমি যদি আমার শিষ্যই হও তবে গদ্যদক্ষিণা দাও। একলব্য আনন্দিত হয়ে বললেন, ভগবান, কি দেব আজ্ঞা করুন, গদ্যদেব অদ্যে আমার কিছুই নেই। দ্রোণ বললেন, তোমার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ আমাকে দাও। এই দাব্য বাক্য শুনে একলব্য প্রফুল্লমুখে অকাতর্কিতে অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করে দ্রোণকে দিলেন। তাব পর সেই নিষাদপত্র অন্য অঙ্গুলি দিয়ে শরাকর্ষণ করে দেখলেন, কিন্তু শব পূর্ববৎ শীঘ্রগামী হল না। অর্জুন সন্তুষ্ট হলেন।

দ্রোণের শিক্ষার ফলে ভীষ্ম ও দুর্যোধন গদ্যদক্ষে, অশ্বত্থামা গদ্যত অস্ত্রের প্রয়োগে, নকুল-সহদেব অসিযুদ্ধে, যুধিষ্ঠির বথচালনায়, এবং অর্জুন বর্ষা বল উৎসাহ ও সর্বস্ত্রের প্রয়োগে শ্রেষ্ঠ হলেন। দুর্যোধন ধার্মরাত্ত্রগণ ভীষ্ম ও অর্জুনের শ্রেষ্ঠতা সহিতে পাবতেন না।

একদিন দ্রোণ একটি কৃত্রিম ভাস (১) পক্ষী গাছেব উপর রেখে কুমারদেব বললেন, তোমরা এই পক্ষীকে লক্ষ্য ক'বে স্থিতি হয়ে থাক, যাকে বলব সে শব্দাঘাতে ওর মণ্ডচ্ছেদ ক'বে ভূমিতে ফেলবে। সকলে শব্দসম্বন্ধ কবলে দ্রোণ যুদ্ধার্থীরকে বললেন, তুমি গাছেব উপর ওই পাখি দেখছ? এই গাছ, আমাকে আর তোমাব ভ্রাতাদের দেখছ? যুদ্ধার্থী বললেন যে তিনি সবই দেখতে পাচ্ছেন। দ্রোণ বিবস্ত্র হয়ে বললেন, স'বে যাও, তুমি এই লক্ষ্য বেধ কবতে পাববে না। •দুর্যোধন ভীম প্রভৃতিও বললেন, আমরা সবই দেখছি। দ্রোণ তাদেরও সবিধে দিলেন। তার পর অর্জুনকে প্রশ্ন কবলে তিনি বললেন, আমি কেবল ভাস পক্ষী দেখছি। দ্রোণ বললেন, আলাব বল। অর্জুন বললেন, কেবল ভাসেব মস্তক দেখছি। আনন্দে বোমাণ্ডিত হয়ে দ্রোণ বললেন, এইবাবে শব ত্যাগ কব। তৎক্ষণাৎ অর্জুনের ক্ষুব্ধাশ্র শবে ভাসেব ছিন্ন মণ্ড ভূমিতে প'ড়ে গেল।

একদিন শিষ্যদের সঙ্গে দ্রোণ গংগায় স্নান করতে গেলেন। তিনি জলে নামলে একটা কুম্ভীর (১) তার জংঘা কামড়ে ধবলে। দ্রোণ শিষ্যদের বললেন, তোমরা শীঘ্র আমাকে বক্ষা কব। তাঁব বাক্যেব সঙ্গে সঙ্গেই অর্জুন পাঁচ শরে কুম্ভীরকে খণ্ড খণ্ড কবলেন, অন্য শিষ্যরা মৃত্যেব ন্যায় দাঁড়িয়ে বইলেন। দ্রোণ প্রীত হসে অর্জুনকে ব্রহ্মশিব নামক অস্ত্র দান ক'বে বললেন, এই অস্ত্র মানুষ্যের প্রতি প্রয়োগ ক'বে না, যদি অন্য শত্রু তোমাকে আক্রমণ কবে, তবেই প্রয়োগ কববে।

## ২৩। অন্তঃশিক্ষা প্রদর্শন

একদিন ব্যাস রূপ ভীষ্ম বিদূষ প্রভৃতিব সমক্ষে দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, কুমারদেব অস্ত্রাভ্যাস সম্পূর্ণ হইয়াছে, আপনি অনুমতি দিলে তাঁবা নিজ নিজ শিক্ষা প্রদর্শন কববেন। ধৃতরাষ্ট্র হৃষ্ট হয়ে বললেন, আপনি মহৎ কর্ম সম্পন্ন করেছেন, আমরা ইচ্ছা হচ্ছে চক্ষুস্থান লোকের ন্যায় আমিও কুমার-গণের পবাক্রম দেখি।

ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় এবং দ্রোণেব নির্দেশ অনুসারে বিদূষ দমন্তল স্থানে বিশাল বঙ্গভূমি নির্মাণ কবালেন এবং ঘোষণা ক'বে সাধারণকে জানায় শত্ৰু তিথি-নক্ষত্রযোগে দেবপূজা কবলেন। নির্দিষ্ট দিনে ভীষ্ম ও রূপাচার্যকে অগ্রবর্তী ক'বে

(১) মোবগ অথবা শকুন। (২) ম'লে 'গ্রাহ' আছে, তাব অর্থ কুম্ভীর হাংগব দুইই হয়।

ধৃতবাষ্ট্র সদৃশজিত প্রেক্ষাগাবে এলেন। গান্ধারী কুন্তী প্রভৃতি রাজপুত্রনারীগণ উত্তম পবিচ্ছদে ভূষিত হয়ে মঞ্চে গিয়ে বসলেন। নানা দেশ থেকে আগত দর্শকদের কোলাহলে ও বাদ্যধ্বনিতে সেই সভা মহাসমুদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হ'ল।

অনন্তর শকুনির দ্রোণাচার্য শত্রু বসন ও মালা ধারণ ক'বে পুত্র অশ্বখামার সঙ্গে বঙ্গভূমিতে এলেন এবং মগ্ধজ্ঞ ব্রাহ্মণদেব দিয়ে মগ্গলাচরণ কবলেন। দ্রোণ ও কুপকে ধৃতবাষ্ট্র সদৃশবস্ত্রাদি দক্ষিণা দিলেন। তার পর ধনু ও তুণী ধারণ ক'বে অঙ্গুলিগ্র কটিবস্ত্র প্রভৃতিতে সূর্য্যজিত হয়ে রাজপুত্রগণ বঙ্গভূমিতে প্রবেশ কবলেন, এবং যুদ্ধার্থিত্বকে পূর্বোদয়ী ক'বে জ্যোত্স্নানক্রমে অশ্রুপ্রয়োগ দেখাতে লাগলেন। তাঁরা অশ্রুবাহনে প্রত্যেকে নিজ নিজ নামাঙ্কিত বাণ দিয়ে লক্ষ্যভেদ কবলেন, বথ গজ ও অশ্ব চালনার, বাহুদুস্ত্রের এবং খজ চর্ম (১) প্রয়োগের বিবিধ প্রণালী দেখালেন। তার পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত দুষ্টোদন ও ভীম গদাহস্তে এসে মত্ত হস্তীৰ ন্যায় সগর্জনে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। কুমারগণ বঙ্গভূমিতে কি কবছেন তাই বিবরণ বিদ্যুৎ ধৃতবাষ্ট্রকে এবং কুন্তী গান্ধারীকে জানাতে লাগলেন। দর্শকদের একদল ভীমের এবং আর একদল দুষ্টোদনের পক্ষপাতী হওয়ায় জনমাণ্ডলী যেন বিধাবিভক্ত হয়ে গেল, সভায় কণ্ঠবাজের জয়, ভীমের জয়, এইরূপ কোলাহল উঠল। তখন দ্রোণ তাঁর পুত্র অশ্বখামাকে বললেন, তুমি ওই দুই মহাবীরকে নিবারণ কর, যেন বঙ্গস্থলে ক্রোধের উৎপত্তি না হয়। অশ্বখামা গদাযুদ্ধে উদাত্ত ভীম আর দুষ্টোদনকে নিবস্ত কবলেন।

মেঘমন্দ্রতুলা বাদ্যধ্বনি থামিয়ে দিয়ে দ্রোণ বললেন, যিনি আমার পুত্রের চেয়ে প্রিয়, সর্বস্ববিশ্রাবদ, উপেন্দ্রতুলা, সেই অর্জুনের শিক্ষা আপনাবা দেখুন। দর্শকগণ উৎসুক হয়ে অর্জুনের নানাপ্রকার প্রশংসা করতে লাগল। ধৃতবাষ্ট্র জিজ্ঞাসা কবলেন, ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় হঠাৎ এই মহাশব্দ হচ্ছে কেন? বিদ্যুৎ বললেন, পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অবতীর্ণ হয়েছেন। ধৃতবাষ্ট্র বললেন, কুন্তীর তিন পুত্রের গোবরে আমি ধনা হযোঁছি অনুগ্রহীত হযোঁছি, বক্ষিত হযোঁছি। অর্জুন আগ্নেয় যবুণ বাঘবা প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ দেখালেন। তার পর একটি ঘর্গমান লৌহবাহবের মূখে এককালে পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ কবলেন, রঞ্জুলান্বিত গোগ্রীব ভিতবে একুশটি বাণ প্রবিষ্ট কবলেন, খজা আর গদা হস্তে বিবিধ কোশল দেখালেন।

অৰ্জুনেৰ কৌশলপ্ৰদৰ্শন শেষ হৈছে এসেছে এবং বাদ্যবণ্ড মন্দীভূত হৈছে এমন সময় স্ৱাৰদৰ্শে সহসা বজ্ৰধ্বনিৰ ন্যায় বাহনাস্ফাট (তাল ঠোকাৰ শব্দ) শোনা গেল। স্ৱাৰপালবা পথ ছেড়ে দিলে বৰচকুণ্ডলশোভিত মহাবিক্ৰমশালী কৰ্ণ পাদচাবী পৰ্বতৰ ন্যায় বঙ্গভূমিতে এলেন এবং অধিক সন্মান না দেখিয়ে দ্ৰোণ ও কৃপকে প্ৰণাম কৰলেন। অৰ্জুন যে তাঁৰ ভ্ৰাতা তা না জনে কৰ্ণ বললেন, পাৰ্থ, তুমি যা দেখিছেছ তাৰ সবই আমি দেখাৰ। এই বলে তিনি দ্ৰোণৰ অন্তৰ্ভূতি নিয়ে অৰ্জুন যা যা কৰিছিলেন তাই ক'ৰে দেখালেন। দূৰ্যোধন আনন্দিত হৈছে কৰ্ণকে আলিঙ্গন ক'ৰে বললেন, মহাবাহু, তোমাকে স্ৱাগত জনাচ্ছি, তুমি এই কুব্জবাজ্য ইচ্ছামত ভোগ কৰ। কৰ্ণ বললেন, আমি তোমাৰ সখা চাই, আব অৰ্জুনেৰ সঙ্গে স্নান্ধযুদ্ধ কৰতে চাই। দূৰ্যোধন বললেন, তুমি সখা হৈছে আমাৰ সঙ্গে সমস্ত ভোগ কৰ আব শত্ৰুদেব মাথায় পা বাথ।

অৰ্জুন নিজেকে অপমানিত জ্ঞান ক'ৰে বললেন, কৰ্ণ, যাবা অনাহুত হৈছে আসে আব অনাহুত হৈছে কথা বলে, তাৰা যে নবকে যায় আমি তোমাকে সেখানে পাঠাব। কৰ্ণ বললেন, এই বঙ্গভূমিতে সকলোবই আমবাৰ অধিকাৰ আছে। দুৰ্বলৈব ন্যায় আমাৰ নিন্দা কৰছ কেন, যা বলবাৰ শব্দ দিয়েই বল। আজ গৰুবৰ সন্মুখেই শবাধাতে তোমাৰ শিবশ্ছেদ কৰব। তাৰ পৰ দ্ৰোণৰ অন্তৰ্ভূতি নিয়ে অৰ্জুন তাঁৰ ভ্ৰাতাদেব সঙ্গে কৰ্ণৰ সন্মুখীন হলেন, দূৰ্যোধন ও তাঁৰ ভ্ৰাতাবা কৰ্ণৰ পক্ষে গেলেন। ইন্দ্র ও সূৰ্য নিজ নিজ পুত্ৰকে দেখতে এলেন, অৰ্জুনেৰ উপৰ মেষেৰ ছায়া এবং কৰ্ণৰ উপৰ সূৰ্যেৰ কিৰণ পড়ল। দ্ৰোণ কৃপ ও ভীষ্ম অৰ্জুনেৰ কাছে গেলেন। বঙ্গভূমি দুই পক্ষে বিভক্ত হওগায় স্ত্ৰীদেব মধ্যেও বৈধভাৰ উৎপাদ্য হ'ল।

কৰ্ণকে চিনতে পেরে কুন্তী মর্হিত হলেন, বিদূৰেব আঞ্জায় দাসীবা চন্দন-জল সেচন ক'ৰে তাঁকে প্ৰদম্ব কৰলে। দুই পুত্ৰকে সশস্ত্ৰ দেখে কুন্তী বিহ্বল হৈছে গেলেন। এই সময়ে কৃপাচাৰ্য কৰ্ণকে বললেন এই অৰ্জুন কুব্জবংশজাত, পাণ্ডু ও কুন্তীৰ পুত্ৰ, ইনি তোমাৰ সঙ্গে স্নান্ধযুদ্ধ কৰবেন। মহাবাহু কৰ্ণ তুমি তোমাৰ মাতা পিতাৰ কুল বল কোন বাজবংশেৰ ভূমি ভূষণ? তোমাৰ পৰিচয় পেলে অৰ্জুন যুদ্ধ কৰা বা না কৰা স্থিৰ কৰবেন, বাজপুত্ৰবা তুচ্ছকুলশীল প্ৰতিস্বন্দ্বীৰ সঙ্গে যুদ্ধ কৰবেন না? কৃপেৰ কথায় কৰ্ণ বৰ্ষাজলসিক্ত পশ্মেৰ ন্যায় লজ্জায় মস্তক নত কৰলেন। দূৰ্যোধন বললেন, আচাৰ্য, অৰ্জুন যদি বাজা ভিমা অন্যেৰ সঙ্গে যুদ্ধ কৰতে না চান তবে আমি কৰ্ণকে অঙ্গবাজ্যে অৰ্ভাষিত কৰিছ।

দুর্যোধন তখনই কর্ণকে স্বর্ণময় পীঠে বসালেন, মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ লাজ পুষ্প স্বর্ণ-ঘটেব জল প্রভৃতি উপবরণে তাঁকে অভিষিক্ত কবলেন।

এমন সময় কর্ণের পালকপিতা অধিবথ ঘর্মান্ত ও কম্পিত দেহে যষ্টিহস্তে প্রবেশ কবলেন। তাঁকে দেখে কর্ণ ধনু ত্যাগ ক'বে নতমস্তকে প্রণাম কবলেন, অধিবথ সমস্ত্রমে তাব চরণ আবৃত (১) ক'বে পদকে সন্নেহে আলিঙ্গন এবং তাঁর মস্তক অশ্রুজলে অভিষিক্ত কবলেন। ভীম সহাস্যে বললেন, সূতপুত্র, তুমি অর্জুনের হাতে মববার যোগ্য নও, তুমি কশা হাতে নিয়ে বুলধর্ম পালন বব। কুকুব যজ্ঞেব পদ্বোডাশ খেতে পাবে না, তুমিও অঙ্গবাজ্য ভোগ কবতে পাব না। ক্রোধে কর্ণেব ওষ্ঠ কম্পিত হ'তে লাগল। দুর্যোধন বললেন, ভীম, এমন কথা বলা তৈমার উচিত হয় নি। দ্রোণাচার্য কলস থেকে এবং কৃপাচার্য শবস্তম্ব থেকে জ্ঞপ্তোচ্ছলেন, আন তোমাদের জন্মভ্রাত্তও আমার জানা আছে। কবচকুণ্ডলবাবী সর্বলক্ষণযুক্ত কর্ণ নীচ বংশে জন্মাতে পাবেন না। কেবল অঙ্গবাজ্য নয়, সনন্ত পৃথিবীই ইনি ভোগ কববার যোগ্য। যাবা অন্যদূপ মনে কবে তাবা যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হ'ক।

এই সময়ে সূর্যাস্ত হ'ল। দুর্যোধন কর্ণের হাত ধ'বে বঙ্গভূমি থেকে প্রস্থান কবলেন। পাণ্ডবগণ, দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম প্রভৃতিও নিজ নিজ ভবান চলে গেলেন। কর্ণ অঙ্গবাজ্য পেলেন দেখে কুন্তী আনন্দিত হলেন। যদৃষিষ্ঠ্যেব এই বিশ্বাস হ'ল যে কর্ণেব ভুলা ধনুধ'ব পৃথিবীতে নেই।

## ২৪। দ্রুপদের পরাজয়—দ্রোণের প্রতিশোধ

দ্রোণাচার্য শিষ্যগণকে বললেন তোমাদের শিক্ষা শেষ হয়েছে এখন আমার দক্ষিণা চাই। তোমরা যুদ্ধ ক'বে পাণ্ডালবাজ দ্রুপদকে জীবন্ত ধবে নিয়ে এস, তাই শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা। বাহুকমারগণ সম্মত হলেন এবং দ্রোণকে সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে পাণ্ডাল বাজ্ঞ আক্রমণ কবলেন।

দ্রুপদ বাজ্ঞ ও তাঁব ভ্রাতৃগণ বথাবোহণে এসে কৌরবগণের প্রতি শববর্ষণ কবতে লাগলেন। দুর্যোধন প্রভৃতিব দর্প দেখে অর্জুন দ্রোণকে বললেন, ওবা দ্রুপদকে বন্দী কবতে পাবে না। ওরা আগে নিজেদের বিক্রম দেখাক তাব পব



আমবা যুদ্ধে নামব। এই বলে তিনি নগর থেকে অর্ধ ক্রোশ দূরে দ্রাতাদের সঙ্গে অপেক্ষা কবতে লাগলেন।

দ্রুপদের বাণবর্ষণে দুর্যোধনাদি ব্যতিব্যস্ত হলেন, তাঁদের সৈন্যের উপর নগরবাসী বালক বৃদ্ধ সকলে মিলে মুষল ও ঘণ্টি বর্ষণ কবতে লাগল। কৌববদের আতঁবব শূনে যদুধিষ্ঠিবকে তাঁর দ্রাতাবা বললেন, আপনি যুদ্ধ কববেন না। এই বলে তাঁরা বথাবোহণে অগ্রসব হলেন। ভীম কৃতান্তেব ন্যায় গদাহস্তে ধাবিত হয়ে পাণ্ডালবাজের গজসৈন্য অশ্ব বথ প্রভৃতি ধ্বংস করতে লাগলেন। তার পর অর্জুনের সঙ্গে দ্রুপদ ও তাঁর দ্রাতা সত্যজিৎ‌এব ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। অর্জুনের শবাঘাতে সত্যজিৎ‌এব অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হ'ল, সত্যজিৎ‌ পলায়ন কবলেন। তখন অর্জুন দ্রুপদের ধন ও বথধনজ ছিন্ন এবং অশ্ব ও সারথিকে শববিস্ম কবে খঞ্জ-হস্তে লক্ষ্য দিযে তাঁর রথে উঠলেন। পাণ্ডাল সৈন্য দশ দিকে পালাতে লাগল। দ্রুপদকে ধ'বে অর্জুন ভীমকে বললেন, দ্রুপদ বাজা কুব্‌লীবগণেব আত্মীয়, তাঁর সৈন্য বধ কববেন না, আসুন, আমবা গুব্‌লীদক্ষিণা দেব।

কুমাবগণ দ্রুপদ আব তাঁর অমাত্যকে ধ'বে এনে দ্রোণকে দক্ষিণাস্বরূপ উপহাব দিলেন। দ্রোণ বললেন, দ্রুপদ, আমি তোমাব বাণ্ট দলিত ক'বে রাজপুত্রী অধিকার কবোঁছি, তোমাব জীবনও শত্রু'ব অধীন, এখন পূর্বে'ব বধ্যত্ব স্বরণ ক'বে কি চাও তা বল। তাব পব দ্রোণ সহাস্যে বললেন, বীৰ, প্রাণে'ব ভয় ক'বো না, আমবা ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ। তুমি বালাকালে আমাব সঙ্গে খেলোঁছিলে, সেজন্য তোমার প্রতি আমাব স্নেহ আছে। অবাজা বাজার সখা হ'তে পাবে না, তোমাকে আমি অর্ধ বাজ্য দিচ্ছি, যদি ইচ্ছা কব তবে আমাকে সখা মনে কবতে পাব। দ্রুপদ বললেন, শক্তিমান মহাত্মাব পক্ষে এমন আচরণ আশ্চর্য নয়, আমি প্রীত হয়েছি, আপনাব চিবস্থায়ী প্রণয় কামনা করি। তখন দ্রোণাচার্য তুষ্ট হয়ে দ্রুপদকে মনুষ্টি দিলেন।

গংগাব দক্ষিণে চর্ম্মবতী নদী পর্যন্ত দেশ দ্রুপদের অধিকারে পইল, দ্রোণাচার্য গংগাব উত্তরে অহিচ্ছত্র দেশ পেলেন। মনঃক্ষুর দ্রুপদ পুত্রলাভেব জন্য চেষ্টা কবতে লাগলেন।

## ২৫। ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষা

এক বৎসর পবে ধৃতরাষ্ট্র যদুধিষ্ঠিবকে বৌদবাজ্য প্রতিষ্টিত কললেন। ঈর্ষা স্বের্ষ অনিষ্টবতা সবলতা প্রভৃতি গুণে যদুধিষ্ঠি'ব ত্রা' পিতা পাণ্ডব কণিষ্ঠ ও

অতিক্রম করলেন। বৃকোদব (১) ভীম বলবামের কাছে অসিযুদ্ধ গদাযুদ্ধ ও রথযুদ্ধ শিখতে লাগলেন। অর্জুন নানাবিধ অস্ত্রের প্রয়োগে পটুতা লাভ কবলেন। সহদেব সর্বপ্রকাৰ নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হলেন। দ্রোণের শিক্ষার ফলে নকুলও অতিরথ (যিনি অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাবেন) এবং চিত্রযোধী (বিচিত্র যুদ্ধকারী) নামে খ্যাত হলেন। অর্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বহু দেশ জয় ক'বে নিজেদের বাজ্য বিস্তার কবলেন।

পাণ্ডবদের বিক্রমের খ্যাতি অতিশয় বৃদ্ধি পাচ্ছে শুনে ধৃতবাস্তবের মন দুঃখিত হ'ল। দুঃখিত্যে জন্য তাঁর মিত্রের ব্যাঘাত হ'তে লাগল। তিনি মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বাজনীতিজ্ঞ কণিককে বললেন, শ্বিজোন্তম, পাণ্ডবদের খ্যাতি শুনে আমার অসুখ হচ্ছে, তাদের সঙ্গে মণ্ডি বা বিগ্রহ কি কর্তব্য তা বলুন, আমি আপনার উপদেশ পালন কবব।

বাজনীতি বিয়াকব বিবিধ উপদেশের প্রসঙ্গে কণিক বললেন, মহাবাজ, উপযুক্ত কাল না আসা পযন্ত অমিত্রের কলসের ন্যায় কাঁধে বহিবেন, তাব পব সুযোগ এলেই তাকে পাথরের উপর আঘাত কেলবেন। যাবো দাবণ কর্ম কবতে হবে তিনি বিনীতিহীনে হাসামুখে কথা বলবেন, কিন্তু হৃদয় ক্ষুব্ধ থাকবেন। মৎসাজীবী যেমন বিনীত অপবাপে মৎস্য হত্যা কবো, সেইবদ পবের মর্চ্ছদ ও নিষ্ঠুর কর্ম না ক'রে বিপুল ঐশ্বর্যলাভ হয় না। কুবুবাজ, আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ, নিজেকে রক্ষা কবন, যেন পাণ্ডবরা আপনার অনিষ্ট না কবে, এমন উপায় কবন যাতে শেষে অনুতাপ কবতে না হয়।

## ॥ জতুগৃহপৰ্বাধ্যায় ॥

### ২৬। বারগাৰত — জতুগৃহদ্বাহ

পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য দুৰ্যোধন তাঁর মাতুল সুবলপুত্র শকুনি ও কণের সঙ্গে মন্ত্রণা কবতে লাগলেন। তিনি ধৃতবাস্তবকে বললেন, পিতা, পুত্রবাসিগণ আপনাকে আব ভীষ্মকে অনাদব ক'বে যুদ্ধিষ্ঠিবকেই বাজা কবতে চায়। আপনি অন্ধ ব'লে বাজ্য পান নি, পাণ্ডু পেরোছলেন। কিন্তু পাণ্ডুব পুত্রবাই যদি বংশানুক্রমে রাজ্য পায তবে আমাদের বংশ অবজ্ঞাত হয়ে থাকবে।

(১) যার উদবে বৃক বা জঠবাগ্নি আছে, বহুভোজী।

আপনি কৌশল ক'বে পাণ্ডবদের বারণাবতে নির্বাসিত করুন, তা হ'লে আমাদের আর ভয় থাকবে না।

ধৃতবাস্তু বললেন, পাণ্ডু যেমন প্রজাদের প্রিয় ছিলেন যদ্যধিষ্ঠিতও সেইরূপ হয়েছেন, তাঁর সহায়ও আছে, তাঁকে আমরা কি ক'রে নির্বাসিত করতে পারি? ভীষ্ম দ্রোণ বিদূর কৃপ তা সমর্থন কববেন না। দুর্যোধন বললেন, আমি অর্থ আর সম্মান দিয়ে প্রজাদের বশ করছি, অমাত্যগণ এবং ধনাগারও আমাদের হাতে। ভীষ্মেব কোনও পক্ষপাত নেই, অশ্বখামা আমাদের পক্ষে আছেন, দ্রোণও পুত্রের অনুসরণ কববেন, কৃপও তাঁর ভাগিন্যে একে ভ্যাগ কববেন না। বিদূর আমাদের অর্থে পদুষ্ট হয়েও গোপনে পাণ্ডবদের পক্ষপাতী কিন্তু তিনি একলা আমাদের বাধা দিতে পাববেন না। আপনি আজই পণ্ডপাণ্ডব আর কুন্তীকে বাবণাবতে পাঠান।

ধৃতবাস্তুর উপদেশ অনুসারে কষেবর্জন মন্ত্রী পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে বললেন, বাবণাবত অতি মনোহর নগর, সেখানে পশুপতির উৎসব উপলক্ষ্যে এখন বহু লোকের সমাগম হয়েছে। এইপ্রকার বণনা শনে পাণ্ডবদের সেখানে যাবার ইচ্ছা হ'ল। ধৃতবাস্তু তাঁদের বললেন, বৎসগণ, আমি শুনছি যে বাবণাবত অতি রমণীয় নগর, তোমরা সেখানে উৎসব দেখে এবং রাহুণ ও গায়কদের ধনদান ক'বে কিছুকাল আনন্দে কাটিবে এস। যদ্যধিষ্ঠিত ধৃতবাস্তুর অভিপ্রায় এবং নিজেব অসহায় অবস্থা বৃদ্ধে সম্মত হলেন এবং ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির আশীর্বাদ নিয়ে মাতা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে যাত্রা কবলেন।

দুর্যোধন অতিশয় হৃষ্ট হলেন এবং পুরোচন নামক এক মন্ত্রীর হাত ধ'বে তাঁকে গোপনে বললেন, তুমি ভিন্ন আমার বিশ্বাসী সত্য কেউ নেই, তুমি দ্রুতগামী বথে আজই বাবণাবতে যাও এবং শণ, সর্জবস (ধূম্রা) প্রভৃতি দিয়ে একটি চতুঃশাল (চকমিলান) সুসজ্জিত গৃহ নির্মাণ কবাও। মন্ত্রিকার সঙ্গে প্রচুর ঘৃত তৈল বসা জতু (গালা) মিশিয়ে তাব দেওয়ালে লেপে দেবে এবং চতুর্দিকে কাষ্ঠ তৈল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ এমন ক'বে রাখবে যাতে পাণ্ডবরা বৃদ্ধিতে না পারে। তুমি সমাদর ক'বে পাণ্ডবদের সেখানে বাসের জন্য নিয়ে যাবে এবং উত্তম আসন শয্যা ঘন প্রভৃতি দেবে। কিছুকাল পরে যখন তারা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রামগ্ন থাকবে তখন দ্রাবদশে অগ্নিদান কববে। পুরোচন তখনই দুর্যোধনের আদেশ পালন কবতে বাবণাবতে গেলেন।

বদ্বিধমান বিদূর দুর্যোধনের ভাবভঙ্গী দেখে তাঁর দৃষ্ট অভিসন্ধি বৃদ্ধিতে পেরেছিলেন। বিদূর ও যদ্যধিষ্ঠিত দুজনেই স্লেচ্ছভাষা জানতেন। যদ্যধিষ্ঠিতের যাত্রাকালে বিদূর অন্যের অবোধ্য স্লেচ্ছভাষায় তাঁকে বললেন, শত্রুব অভিসন্ধি যে

জ্ঞানে সে যেন বিপদ থেকে নিস্তাবে উপায় করে। লৌহ ভিন্ন অন্য অস্ত্রেও প্রাণনাশ হয়। অগ্নিতে শব্দক বন দগ্ধ হয় কিন্তু গর্তবাসীর হানি হয় না। মানদ্বয় শজারদ্বয় ন্যায় গর্তপথে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। যে লোক নক্ষত্র দ্বারা দিগ্‌নির্ণয় করতে পারে এবং পথ চিনে রাখতে সে নিজেকে এবং আরও পাঁচজনকে বাঁচাতে পারে। যুদ্ধার্থিতর উত্তর দিলেন, বুদ্ধোহি।

পথে যেতে যেতে কুলতী যুদ্ধার্থিতরকে প্রশ্ন কবলেন, বিদূর তোমাকে অবোধ্য ভাষায় কি বললেন আর তুমিও বুদ্ধোহি বললে, এব অর্থ কি? যুদ্ধার্থিতর বললেন, বিদূরের কথার অর্থ—আমাদের ঘবে আগুন লাগবে, পালাবার জন্য সবল পথই যেন আমবা চিনে রাখি।

পান্ডবগণ বাবণাবতে এলে সেখানকার প্রজাবা জয়ধ্বনি ক'বে সংবর্ধনা কবলে, তাঁরাও ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের অধিবাসীর গৃহে গিয়ে দেখা কবলেন। পুর্বোচন মহাসমাদবে তাঁদের এক বাসভবনে নিয়ে গেলেন এবং আহাব শয্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা করলেন। সেখানে দশ বাহি বাসের পর তিনি পান্ডবদের অন্য এক ভবনে নিয়ে গেলেন, তাব নাম 'শিব', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অশিব। যুদ্ধার্থিতর সেখানে গিয়ে ঘৃত বসা ও লাক্ষাব গন্ধ পেয়ে ভীমকে বললেন, নিপুণ শিল্পীবা এই গৃহ আগ্নেয় পদার্থ দিয়ে প্রস্তুত ক'বেছে, পাপী পুর্বোচন আমাদের দগ্ধ কবতে চায়। ভীম বললেন, যদি মনে কবেন এখানে অগ্নিভয় আছে তবে পুর্বের বাসস্থানেই চলুন। যুদ্ধার্থিতর তাতে সম্মত হলেন না, বললেন, আমবা সন্দেহ কবাছি জানলে পুর্বোচন বলপ্রয়োগ ক'বে আমাদের দগ্ধ কববে। যদি পালিয়ে যাই তবে দুর্যোধনের চবাবা আমাদের হত্যা কববে। আমবা মৃগযাব ছলে এই দেশেব সর্বত্র বিচরণ ক'বে পথ জেনে বাখব এবং এই জতুগৃহেব ভূমিতে গর্ত ক'বে তাব ভিতবে বাস কবব, আমাদের নিঃস্বাসেব শব্দও বেউ শুনতে পারে না।

সেই সমসে একটি লোক এসে নিজনে পান্ডবদের বললে, আমি খনন কার্যে নিপুণ, বিদূর আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের যাত্রার পুর্বের তিনি শ্লেচ্ছভাষায় যুদ্ধার্থিতরকে সতর্ক ক'বেছিলেন তা আমি জানি, এই আমাব বিশ্বস্ততাব প্রমাণ। কৃষ্ণক্ষেব চতুর্দশীব বাহিতে পুর্বোচন এই গৃহের দ্বারে আগুন দেবে। এখন আমাকে কি কবতে হবে বলুন। যুদ্ধার্থিতর বললেন, তুমি বিদূরের তুলাই আমার হিতাথী, অগ্নিদাহ থেকে আমাদের বক্ষা কব। দুর্যোধনের আদেশে পুর্বোচন এই ভবনে অনেক অস্ত্র এনে বেখেছে এখান থেকে পলায়ন কবা দুঃসাধ্য। তুমি গোপনে আমাদের বক্ষাব উপায় কব। খনন পবিখায় ও গৃহমধ্যে গর্ত ক'বে এক বৃহৎ সুরঙ্গ

প্ৰস্তুত কৰলে এবং তার প্ৰবেশের পথে কপাট লাগিয়ে ভূমির সমান ক'রে দিলে, যাতে কেউ বৃদ্ধিতে না পারে। পদ্বোচন গৃহেব দ্বাৰদেশেই বাস কৰতেন সেজন্য স্দুৰ্গেগর মৃদু আবৃত কৰা হ'ল। পাণ্ডবরা দিবসে এক বন থেকে অন্য বনে মৃগয়া কৰতেন এবং রাত্ৰিকালে সশস্ত্ৰ ও সতৰ্ক হযে স্দুৰ্গেগর মধ্যে বাস কৰতেন।

এইৰূপে এক বৎসব অতীত হ'লে পদ্বোচন স্থিৰ কৰলেন যে পাণ্ডবদেব মনে কোনও সন্দেহ নেই। যদুধিষ্ঠিৰ তাঁৰ ভ্ৰাতাদেব বললেন, এখন ড়ামাদের পলযনের সময় এসেছে, আমবা অন্ধকাৰে আগুন দিযে পদ্বোচনকে দগ্ধ কৰব এবং অন্য ছ জনকে এখানে বেখে চ'লে যাব। একদিন কুন্তী ব্ৰাহ্মণভোজন কৰালেন, অনেক স্ত্ৰীলোকও এল, তারা যথেষ্ট পানভোজন ক'বে ব্ৰাণ্ৰিতে চ'লে গেল। এক নিষাদ-স্ত্ৰী তাব পাঁচ পদ্ব্ৰকে নিযে খেতে এসেছিল, সে পদ্ব্ৰদেব সগ্গে প্ৰচুব মদ্যপান কৰে মৃতপ্ৰায় হযে গৃহমধ্যেই নিদ্ৰামগ্ন হ'ল। সকলে স্দুৰ্দ্ভুত হ'লে ভীম পদ্বোচনেব শযনগৃহে, জতুগৃহেব দ্বাৰে এবং চতুৰ্দ্দিকে আগুন লাগিযে দিলেন। পণ্ডপাণ্ডব ও কুন্তী স্দুৰ্গেগে প্ৰবেশ কৰলেন। প্ৰবল বায়ুতে জতুগৃহেব সৰ্বদিক জ্বলে উঠল, অগ্নিব উত্তাপে ও শব্দে নগববাসীবা জেগে উঠে বলতে লাগল, পাণিষ্ঠ পদ্বোচন দ্দুৰ্যোধনেব আদেশে এই গৃহদাহ ক'বে পাণ্ডবদেব বধ কৰেছে। দ্দুৰ্দ্ভুত ধৃতবাস্ত্ৰকে ধিক, যিনি নিৰ্দোষ পাণ্ডবগণকে শত্ৰুৰ ন্যায় হত্যা কৰিয়েছেন। ভাগ্যক্ৰমে পাপাত্মা পদ্বোচনও পদ্ব্ৰে মৰেছে। বাবণাশতবাসীবা জ্বলন্ত জতুগৃহেৰ চতুৰ্দ্দিকে থেকে এইৰূপে বিলাপ ক'বে বাণ্ৰিপান কৰলে।

পণ্ডপাণ্ডব ও কুন্তী অলক্ষিত হযে স্দুৰ্গেগ দিযে বেৰিয়ে এলেন। নিদ্ৰাৰ ব্যাঘাতে এবং ভযে তাঁবা চলতে পাবলেন না। মহাবল ভীমসেন কুন্তীকে কাঁধে এবং নকুল-সহদেবকে কোলে নিয়ে যদুধিষ্ঠিৰ-অৰ্জুনেব হাত ধ'রে বেগে চললেন। বিদ্ববেব একজন বিশ্বস্ত অনুচব গগ্গাব তীবে একটি বায়ুবেগসহ যন্ত্ৰযুক্ত পতাকাশোভিত নৌকা(১) বেখেছিল। পাণ্ডবগণকে গগ্গাব অপব পারে এনে বিদ্ববেব অনুচব জযোচ্চাবণ ক'রে চ'লে গেল।

নৌকা থেকে নেমে পাণ্ডববা নক্ষত্ৰ দেখে পথনিৰ্ণয় ক'বে দক্ষিণ দিকে য়েতে লাগলেন। দ্দুৰ্গম দীৰ্ঘ পথ অতিক্ৰম ক'রে পৰদিন সন্ধ্যাকালে তাঁবা হিংপ্ৰপ্ৰাণিসমাকুল ঘোব অরণ্যে উপস্থিত হলেন। কুন্তী প্ৰভৃতি সকলে তৃষ্ণায় কাতৰ হওয়ায় ভীম

(১) 'সৰ্ববাতসহায় নাবং যন্ত্ৰযুক্তাং পতাকিনীম্'।

পশ্চপদেটে এবং উত্তরীয় ভিজিয়ে জল নিয়ে এলেন। সকলে ক্লান্ত হয়ে ভূমিতে নিদ্রামগ্ন হলেন, কেবল ভীম জেগে থেকে নানাপ্রকার চিন্তা করতে লাগলেন।

রাত্রি প্রভাত হ'লে বাণাবতবাসীরা আগুন নিবিষে দেখলে পদবোচন পড়ে মরেছেন। পান্ডবদের খুঁজতে খুঁজতে তাবা নিষাদী ও তার পাঁচ পদ্রের দম্ব দেহ পেয়ে স্থির করলে যে কুন্তী ও পণ্ডপান্ডব নিহত হয়েছেন। তারা সদ্রুগ দেখতে পেলে না, কাবণ খনক তা মাটি দিয়ে ভবিষ্যেছিল। হস্তিনাপদ্রবে সংবাদ গেলে ধৃতরাষ্ট্র বহু বিলাপ কবলেন এবং কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদিব অন্ত্যেষ্টিব জন্য বারণাবতে লোক পাঠালেন। তাব পব জ্ঞাতিগণের সঙ্গে ভীষ্ম ও সপদ্র ধৃতবাষ্ট্র নিরাভবণ হয়ে একবস্ত্রে গংগায় গিয়ে তর্পণ কবলেন। সকলে বোদন কবতে লাগলেন, কেবল বিদ্রু অধিক শোক প্রকাশ করলেন না।

## ॥ হিড়িম্ববধপর্বাধ্যায় ॥

### ২৭। হিড়িম্ব ও হিড়িম্বা—ঘটোৎকচের জন্ম

কুন্তী ও যুধিষ্ঠির্বাদ যেখানে নিদ্রিত ছিলেন তার অনতিদূরে শালগাছের উপর হিড়িম্ব নামে এক বাক্ষস ছিল। তাব বর্ণ বর্ষাব মেঘেব ন্যায়, চক্ষু পিঙ্গল, বদন দংষ্ট্রাকরাল, কেশ ও শ্মশ্রু বস্ত্রবর্ণ, আকাব ভয়ংকব। পান্ডবদের দেখে এই রাক্ষসের মনুষ্যমাংস খাবার ইচ্ছা হ'ল, সে তাব ভাগিনী হিড়িম্বাকে বললে, বহু কাল পবে আমাব প্রিয় খাদ্য উপস্থিত হয়েছে, তাব গন্ধে আমাব লালা পড়ছে, জিহ্বা বেবিষে আসছে। আজ নবম মাংসে আমাব খাবাল আর্টটি দাঁত বসাব, মানুষ্যের কণ্ঠ ছেদন ক'রে ফেনিল বস্ত্র পান করব। তুমি ওদের বধ ক'রে নিয়ে এস, আজ আমরা দ্রুজনে প্রচুব নবমাংস খেয়ে হাততালি দিয়ে নাচব।

দ্রাতাব কথা শ্রুনে হিড়িম্বা গাছের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে পান্ডবদের কাছে এসে দেখলে সকলেই নিদ্রিত, কেবল একজন জেগে আছেন। ভীমকে দেখে সে ভাবলে, এই মহাবাহু সিংহস্কন্ধ উজ্জ্বলকান্তি পদ্রবই আমার স্বামী হবাব যোগ্য। আমি দ্রাতার কথা শ্রুব না, দ্রাতৃস্নেহের চেয়ে পতিপ্রেমই বড়। কাম-রূপিণী হিড়িম্বা সদ্রুদরী সালংকাবা নারীব রূপ ধাবণ ক'রে যেন লজ্জায় ঈষৎ হেসে ভীমসেনকে বললে, পদ্রবষষ্ঠে, আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন? এই দেবতুলা

পদ্রুযবা এবং এই সুরুমারী রমণী যারা ঘুমিয়ে রয়েছে এঁরা কে? এই বলে আমার ভ্রাতা হিড়িম্ব নামক বান্দ্রস থাকে, সে আপনাদেব মাংস খেতে চায় সেজন্য আমাকে পাঠিয়েছে। আপনাকে দেখে আমি মোহিত হয়েছি, আপনি আমার পতি হ'ন। আমি আকাশচারিণী, আপনার সঙ্গে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করব। ভীম বললেন, রাক্ষসী, নিদ্রিত মাতা ও ভ্রাতাদেব রাক্ষসের কবলে ফেলে কে চলে যেতে পারে? হিড়িম্বা বললে, এঁদের জাগান, আমি সকলকে রক্ষা করব। ভীম বললেন, এঁরা সূখে নিদ্রা যাচ্ছেন, আমি এখন জাগাতে পারব না। রাক্ষস বা খক্ষ গন্ধর্ব সকলকেই আমি পবাস্ত করতে পারি। তুমি যাও বা থাক বা তোমার ভ্রাতাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

ভাগিনী বিনয়িত বলিম্ব হচ্ছে দেখে হিড়িম্ব দ্রুতবেগে পান্ডবদেব কাছে আসতে লাগল। হিড়িম্বা ভীমকে বললে, আপনারা সকলেই আমার নিতম্বে আবাহন করুন, আমি আকাশপথে আপনাদের নিয়ে যাব। ভীম বললেন, তোমার ভয় নেই, মানুষ বলে আমাকে অবজ্ঞা ক'বো না। হিড়িম্ব এসে দেখলে, তাব ভাগিনী সুন্দরী নারী বদন ধ'বে সূক্ষ্ম বসন, অলংকার এবং মাথায় ফুলের মালা পড়েছে। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, তুমি অসত্য, এদের সঙ্গে তোকেও বধ করব। এই বলে সে পান্ডবদের দিকে ধাবিত হ'ল। ভীম বললেন, রাক্ষস, এঁদের জাগিয়ে কি হবে, আমার কাছে এস। তোমার ভাগিনী দোষ কি, ইনি নিজে বশে নেই, শরীরের ভিতরে যে অনঙ্গদেব আছেন তাঁরই প্রেরণায় ইনি আমার প্রতি আসক্ত হয়েছেন। তাব পর ভীম আর হিড়িম্বের ঘোষ বাহুদ্বন্দ্ব আবম্ভ হ'ল। পাছে ভ্রাতাদেব নিদ্রাভঙ্গ হয় সেজন্য ভীম বান্দ্রসকে দূরে টেনে নিয়ে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধের শব্দে সকলেই জেগে উঠলেন।

কুন্তী হিড়িম্বাকে বললেন, বরবর্গিনী, সুরুকন্যা তুমি কে? এই বনেব দেবতা, না অসুর? হিড়িম্বা নিজেব পরিচয় দিয়ে জানালে যে ভীমের প্রতি তাব অনুরাগ হয়েছে। অর্জুন ভীমকে বললেন, আপনি বলিম্ব করবেন না, আমাদের যেতে হবে। উষাকাল আসন্ন, সেই রৌদ্র মৃদুত্ব রাক্ষসরা প্রবল হয়। ওই রাক্ষসটাকে নিয়ে খেলা করবেন না, ওকে শীঘ্র মেরে ফেলুন। তখন ভীম হিড়িম্বকে তুলে ধ'বে ঘোরাতে লাগলেন এবং তার পব ভূমিতে ফেলে নিষ্পেষ্ট ক'বে বধ করলেন।

অর্জুন বললেন, আমার মনে হয় এখান থেকে নগর বেশী দূরে নয়, আমরা শীঘ্র সেখানে যাই চলুন, দুর্যোধন আমাদের সম্মান পাবে না। ভীম বললেন,

রাক্ষসজাতি মোহিনী মাযার বলে শত্রুতা কবে, হিড়িম্বা, তুমিও তোমার ভ্রাতাব পথে যাও। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি স্ত্রীহত্যা ক'বো না, এ আমাদের অনিষ্ট কবতে পাববে না। হিড়িম্বা কুন্তীকে প্রণাম ক'বে কবজোড়ে বললে, আর্ষা, আমি স্বজন ত্যাগ ক'বে আপনার এই বীর পুত্রকে পতিব্রূপে বরণ ক'বেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে আমি বাঁচব না, আমাকে মৃদু ভাষায় ভক্তিমতী ও অনুগতা জেনে দয়া ক'বুন। আপনার পুত্রের সঙ্গে আমাকে মিলিত ক'বে দিন। আমি ঠেকে নিষে ইচ্ছানুসাবে বিচরণ ক'বব, তাব পব আবার এনে দেব, আমাকে বিশ্বাস ক'বুন। আমাকে মনে মনে ভাবলেই আমি উপস্থিত হ'ব।

যুধিষ্ঠির বললেন, হিড়িম্বা, তোমাব কথা অসংগত নয, কিন্তু তোমাকে এই নিয়ম পালন কবতে হবে।—ভীম স্নান আহ্নিক ক'বে তোমাব সঙ্গে মিলিত হবেন এবং সূর্যাস্ত হ'লেই আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। ভীম হিড়িম্বাকে বললেন, বাক্ষসী, শোন, যত দিন তোমাব পুত্র না হয় তত দিনই আমি তোমাব সঙ্গে থাকব। হিড়িম্বা সম্মত হয়ে ভীমকে নিয়ে আকাশপথে চ'লে গেল।

কিছুকাল পবে হিড়িম্বাব একটি ভীষণাকার বলবান পুত্র হ'ল, তাব কর্ণ সূক্ষ্মাগ্র, দন্ত তীক্ষ্ণ, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, কণ্ঠস্বর ভয়ানক। বাক্ষসীবা গর্ভবতী হয়েই সদা প্রসব কবে। হিড়িম্বাব পুত্র জন্মাবাব পরেই যৌবনলাভ ক'বে সর্বপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে দক্ষ হ'ল। তাব মাথা ঘটেব মত এবং চুল খাড়া সেজন্য হিড়িম্বা পুত্রের নাম রাখলে ঘটোৎকচ। কুন্তী ও পাণ্ডবদেব প্রণাম ক'বে সে বললে, আমাকে কি করতে হবে আশ্রয় ক'বুন। কুন্তী বললেন, বৎস, তুমি কুবুর্কুলে জন্মেছ, তুমি সাক্ষাৎ ভীমের তুলা এবং পণ্ডপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তুমি আমাদের সাহায্য ক'বো। ঘটোৎকচ বললে, প্রয়োজন হ'লেই আমি উপস্থিত হ'ব। এই ব'লে সে বিদায় নিয়ে উত্তর দিকে চ'লে গেল।

পাণ্ডববা জটা বন্ধল মৃগচর্ম ধারণ ক'বে তপস্বীব বেশে মৎস্য, ত্রিগর্ত, পাণ্ডাল ও কীচক দেশের ভিতর দিয়ে চললেন। যেতে যেতে পিতামহ ব্যাসের সঙ্গে তাঁদের দেখা হ'ল। ব্যাস বললেন, আমি তোমাদের সমস্ত বৃত্তান্ত জানি, বিষন্ন হয়ে না, তোমাদের মঙ্গল হবে। যত দিন আমার সঙ্গে আবার দেখা না হয় তত দিন তোমাবা নিকটস্থ ওই নগরে ছদ্মবেশে বাস কর। এই কথা ব'লে ব্যাস পাণ্ডবগণকে একচক্ৰা নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রেখে এলেন।



## ॥ বকবধপর্বাধ্যায় ॥

## ২৮। একচক্ৰা—বকরাক্ষস

পাণ্ডবগণ একচক্ৰা নগরে সেই ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করতে লাগলেন। তাঁরা ভিক্ষা ক'রে যা আনতেন, কুন্তী সেই সমস্ত খাদ্য দ্রু ভাগ করতেন, এক ভাগ ভীম একাই খেতেন, অন্য ভাগ অপব চাব ভ্রাতা ও কুন্তী খেতেন। এইরূপে বহুদিন গত হ'ল। একদিন যদুধিষ্ঠিরাদি ভিক্ষা কবতে গেছেন, কেবল ভীম আর কুন্তী গৃহে আছেন, এমন সময় তাঁরা তাঁদের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের গৃহে আত্ননাদ শ্রবণে পেলেন। কুন্তী অন্তঃপদে গিয়ে দেখলেন, ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নী পুত্র ও কন্যাব সঙ্গে বিষণ্ণমুখে বসেছেন। ব্রাহ্মণ বলছিলেন, ধিক মানুষের জীবন যা নল-তুণের ন্যায় অসার, পবোধীন ও সকল দঃখেব মূল। ব্রাহ্মণী, আমি নিরাপদ স্থানে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি দ্রুদুশ্চিবশত তোমার স্বর্গস্থ পিতামাতার এই গৃহ ছেড়ে যেতে চাও নি, তাব ফলে এখন এই আত্মবিনাশ হবে। যিনি আমার নিতাসঙ্গিনী পতিরতা ধর্ম-পত্নী তাঁকে আমি ত্যাগ কবতে পারি না, আমার বালিকা কন্যা বা পুত্রকেও ছাড়তে পারি না। যদি আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই তবে তোমরাও মরবে। হায়, আমাদের গতি কি হবে, সকলের এক সঙ্গে মরাই ভাল।

ব্রাহ্মণী বললেন, তুমি প্রাকৃত জনেব ন্যায় ণবলাপ কবছ কেন? লোকে নিজেব জন্যই পত্নী ও পুত্রকন্যা চায়। তুমি থাক, আমি যাব, তাতে আমার ইহলোকে যশ এবং পরলোকে অক্ষয় পুণ্য হবে। লোকে ভাষ্যার কাছে যা চায় সেই পুত্রকন্যা তুমি পেয়েছ, তোমাব অভাবে আমি তাদের ভবণপোষণ কবতে পাবব না। ভূমিতে মাংস প'ড়ে থাকলে যেমন পাখিরা লোলুপ হয় তেমনই পতিহীনা নাবীকে সকলে কামনা কবে, দ্রুবাশ্রা পুত্রবধা হয়তো আমাকে সংপথ থেকে বিচলিত করবে। এই কন্যার বিবাহ এবং পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা আমি কি ক'রে করব? আমার অভাবে তুমি অন্য পত্নী পাবে, কিন্তু আমার পক্ষে অন্য পতি গ্রহণ ঘোর অধর্ম। অতএব আমাকে যেতে দাও।

এই কথা শ্রবণে ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীকে আলিঙ্গন ক'বে অশ্রুপাত কবতে লাগলেন। তখন তাঁদের কন্যাটি বললে, একদিন আমাকে তো ছাড়তেই হবে, ববং এখনই আমাকে যেতে দাও, তাতে তোমরা সকলে নিস্তার পাবে, আমিও অমৃতলোক লাভ করব। বালক পুত্রটি উৎফুল্লনয়নে কলকণ্ঠে বললে, তোমাবা কে'দো না, আমি এই তৃণ দিয়ে সেই বান্ধসকে বধ করব।

কুন্তী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের দ্বন্দ্বের কারণ কি বলুন, যদি পারি তো দূর করতে চেষ্টা করব। ব্রাহ্মণ বললেন, এই নগরের নিকট বক নামে এক মহাবল রাক্ষস বাস করে, সেই এদেশের প্রভু। আমাদের রাজা তাঁর রাজধানী বেত্রকীয়গৃহে থাকেন, তিনি নির্বোধ ও দুর্বল, প্রজারক্ষার উপায় জানেন না। বক রাক্ষস এই দেশ রক্ষা করে, তার মূল্যস্বরূপ আমাদের প্রতিদিন একজন লোককে পাঠাতে হয়, সে প্রচুর অন্ন ও দুই মহিষ সঙ্গে নিয়ে যায়। বক সেই মানুষ্য মহিষ আর অন্ন ভোজন করে। আজ আমার পালা, আমার এমন ধন নেই যে অন্য কোনও মানুষকে কিনে নিয়ে রাক্ষসের কাছে পাঠাই। অগত্যা আমি স্ত্রী পুত্র কন্যাকে নিয়ে তার কাছে যাব, আমাদের সকলকেই সে খেয়ে ফেলুক।

কুন্তী বললেন, আপনি দ্বন্দ্ব কববেন না, আমাব পাঁচ পুত্রের একজন রাক্ষসের কাছে যাবে। ব্রাহ্মণ বললেন, আপনাবা আমার শরণাগত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ, আমাদের জন্য আপনার পুত্রের প্রাণনাশ হ'তে পাবে না। কুন্তী বললেন, আমার পুত্র বীর্যবান মন্ত্রিসিদ্ধ ও তেজস্বী, সে রাক্ষসের খাদ্য পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিবে আসবে। কিন্তু আপনি কাবও কাছে প্রকাশ করবেন না, কাবণ মন্ত্রশিক্ষার জন্য লোকে আমার পুত্রের উপর উপদ্রব কববে। কুন্তীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ অতিশয় হস্ট হলেন। এমন সময় যদুধিষ্ঠির ভিক্ষা নিয়ে ফিবে এলেন। ভীম রাক্ষসের কাছে যাবেন শুনে যদুধিষ্ঠির মাতাকে বললেন, যাঁর বাহুবলের ঊষসায় আমরা সুখে নিদ্রা যাই, যাঁর ভয়ে দুর্যোধন প্রভৃতি বিনীত থাকে, যিনি জতুগৃহ থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন, সেই ভীমসেনকে আপনি কোন্ বদ্বিধিতে ত্যাগ করছেন? কুন্তী বললেন, যদুধিষ্ঠির, ভীমের বল অযুত হস্তীর সমান, তার তুল্য বলবান কেউ নেই। এই ব্রাহ্মণের গৃহে আমরা সুখে নিরাপদে বাস করছি, এর প্রত্যাশা করা আমাদের কর্তব্য।

বারি প্রভাত হ'লে ভীম নিয়ে বক রাক্ষস যেখানে থাকে সেই বনে গেলেন এবং তার নাম ধ'বে ডাকতে লাগলেন। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মহাবেগে ভীমের কাছে এসে দেখলে, ভীম অন্ন ভোজন করছেন। বক বললে, আমার অন্ন আমার সম্মুখেই কে খাচ্ছে, কোন্ বদ্বিধির যমালয়ে যেতে ইচ্ছা হয়েছে? ভীম মৃদু ফিরিয়ে হাসতে হাসতে খেতে লাগলেন। রাক্ষস দুই হাত দিয়ে ভীমের পিঠে আঘাত কবলে, কিন্তু ভীম গ্রাহ্য করলেন না। রাক্ষস একটা গাছ নিয়ে আক্রমণ করতে এল। ভীম ভোজন শেষ ক'রে আচমন ক'রে বাঁ হাতে রাক্ষসের নিক্ষিপ্ত গাছ ধ'রে ফেললেন। তখন দৃজনে বাহুবল হ'তে লাগল, ভীম বক রাক্ষসকে ভূমিতে

ফেলে নিষ্পিষ্ট ক'রে বধ করলেন। রাক্ষসের চিংকার শুনে তার আত্মীয় পরিজন ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ভীম তাদের বললেন, তোমরা আর কখনও মানুষের হিংসা করবে না, যদি কর তবে তোমাদেরও প্রাণ যাবে। রাক্ষসরা ভীমের আদেশ মেনে নিলে। তার পর ভীম রাক্ষসের মৃতদেহ নগরের দ্বারদেশে ফেলে দিখে অন্যের অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণের গৃহে ফিবে এলেন। নগববাসীরা আশ্চর্য হয়ে ব্রাহ্মণের কাছে সংবাদ নিতে গেল। ব্রাহ্মণ বললেন, একজন মন্ত্রসিদ্ধ মহাত্মা আমাদের বোদনে দম্যর্দ্র হয়ে আমাব পরিবর্তে রাক্ষসের কাছে অন্ন নিয়ে গিয়েছিলেন, নিশ্চয় তিনিই তাকে বধ ক'বে সকলের হিতসাধন কবেছেন।

## ॥ চৈত্ররথপর্বাদ্যায় ॥

### ২৯। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত — গম্ভীররাজ অঙ্গারপর্ব

কিছুকাল পবে পাণ্ডবদের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের গৃহে অন্য এক ব্রাহ্মণ অতিথি রূপে উপস্থিত হলেন। ইনি বিবিধ উপাখ্যান এবং নানাদেশের আশ্চর্য বিবরণের প্রসঙ্গে বললেন, পাণ্ডালরাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর হবে। পাণ্ডবগণ সবিশেষ জানতে চাইলে তিনি এই ইতিহাস বললেন। —

দ্রোণাচার্যের নিকট পবাজয়ের পব দ্রুপদ প্রতিশোধ ও পদুলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হলেন। তিনি গঙ্গা ও যমুনা তীরে বিচরণ করতে কবতে একটি ব্রাহ্মণবসতিতে এলেন। সেখানে যাজ্ঞ ও উপযাজ নামক দুই ব্রহ্মর্ষি বাস কবতেন। পাদসেবায় উপযাজকে তুষ্ট ক'বে দ্রুপদ বললেন, আমি আপনাকে দশ কোটি গো দান কবব, আপনি আমাকে এমন পুত্র পাইয়ে দিন যে দ্রোণকে বধ করবে। উপযাজ সম্মত হলেন না, তথাপি দ্রুপদ তাঁর পরিচর্যা কবতে লাগলেন। এক বৎসর পবে উপযাজ বললেন, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাজ্ঞ শূদ্রিচ অশূদ্রিচ বিচার করেন না, আমি তাঁকে ভূমিতে পতিত ফল তুলে নিতে দেখেছি। ইনি গৃহদুর্গে বাসকালে অন্যের উচ্ছ্রষ্ট ভিক্ষাল ভোজন করতেন। আমাব মনে হয় ইনি ধন চান, আপনার জন্য পদুর্গ্রাণ্ট যজ্ঞ করবেন। যাজ্ঞের প্রতি অশ্রদ্ধা হ'লেও দ্রুপদ তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। যাজ্ঞ সম্মত হলেন এবং উপযাজকে সহায়রূপে নিযুক্ত করলেন।

যজ্ঞ শেষ হ'লে যাজ্ঞ দ্রুপদমহিষীকে ডেকে বললেন, রাজ্ঞী, আসুন, আপনার দুই সন্তান উপস্থিত হয়েছে। মহিষী বললেন, আমাব মদুপ্রক্ষালন আর স্নান

হয় নি, আপনি অপেক্ষা করুন। যাজ্ঞ বললেন, যজ্ঞানিতে আমি আহুতি দিচ্ছি, উপযাজ্য মন্ত্রপাঠ করছেন, এখন তা থেকে অভীষ্টলাভ হবেই, আপনি আসুন বা না আসুন। যাজ্ঞ আহুতি দিলে যজ্ঞানি থেকে এক অগ্নিবর্ণ বর্মমুকুটভূষিত খড়্গধনুর্বাণধারী কুমার সগর্জনে উঠিত হলেন। পাণ্ডালগণ হৃষ্ট হয়ে সাধু সাধু বলতে লাগল, আকাশবাণী হ'ল—এই যাজ্ঞপত্ন্য দ্রোণবধ কবে রাজাব শোক দূর করবেন। তার পব যজ্ঞবেদী থেকে কুমারী পাণ্ডালী উঠলেন, তিনি সুদর্শনা, শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশাক্ষী, কৃষ্ণতরুণকেশী, পীনপয়োধা, তাঁর নীলোৎপলতুলা সৌভ এক ক্রোশ দূরবেগে অনুভূত হয়। আকাশবাণী হ'ল—সর্ব নারীর শ্রেষ্ঠা এই কৃষ্ণা হ'তে ক্ষত্রিয়ক্ষম এবং কুব্জবংশের মহাভব উপস্থিত হবে। দ্রুপদ ও তাঁর মহিষী এই কুমার-কুমারীকে পত্ন্যকন্যা রূপে লাভ কবে অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন। ধৃষ্ট (প্রগল্ভ) ও দ্যুম্ন (দ্যুতি, যশ, বীর্য, ধন)-সমন্বিত এই কাবণে কুমারের নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন হ'ল। শ্যাম বর্ণের জন্য এবং আকাশবাণী অনুসারে কুমারীর নাম কৃষ্ণা হ'ল। দৈব অনিবার্য এই জেনে এবং নিজ কীর্তি বক্ষাব জন্য দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বগৃহে এনে অস্ত্রশিক্ষা দিলেন।

এই বৃত্তান্ত শ্রুনে পাণ্ডবগণ বিষন্ন হলেন। কুন্তী যদুর্ধিষ্ঠিরকে বললেন, আমবা এই ব্রহ্মণের গৃহে বহুকাল বাস করেছি, এদেশে যে রমণীয় বন-উপবন আছে তাও দেখা হয়েছে, এখন শিক্ষাও পূর্বের ন্যায় যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না। যদি তোমরা ভাল মনে কর তবে পাণ্ডাল দেশে চল। পাণ্ডবগণ সম্মত হলেন। এই সময়ে ব্যাস পুনর্বাব তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। নানা বিচিত্র কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন কোনও এক ঋষিব একটি পবিত্র সন্দরী কন্যা ছিল, পূর্বজন্মেব কর্মদোষে তাব পতিলাভ হয় নি। তাব কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব এসে বললেন, অভীষ্ট বর চাও। কন্যা বাব বার বললেন, সর্বগুণান্বিত পতি কামনা করি। মহাদেব বললেন, তুমি পাঁচ বাব পতি চেয়েছ, এজন্য পবজন্মে তোমার পাঁচটি ভবতবংশীয় পতি হবে। সেই দেবপুত্রী কন্যা কৃষ্ণা নামে দ্রুপদের বংশে জন্মেছে, সেই তোমাদের পত্নী হবে। তোমরা পাণ্ডালগবে যাও, দ্রুপদকন্যাকে পেয়ে তোমরা সুখী হবে।

পাণ্ডবরা পাণ্ডালদেশে যাত্রা করলেন। এক অহোরাত্র পরে তাঁরা সোমপ্রসন্ন তীর্থে গঙ্গাতীরে এলেন। অন্ধকারে পথ দেখবার জন্য অর্জুন একটি জ্বলন্ত

কাঠ নিয়ে আগে আগে চললেন। সেই সময়ে গন্ধৰ্বরাজ স্ত্রীদেব নিয়ে গঙ্গায় জলক্ৰীড়া করতে এসেছিলেন। পান্ডবদের কণ্ঠস্বর শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, প্রাতঃসন্ধ্যাব পূর্বকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি যক্ষ-গন্ধৰ্ব-বাক্সসদেব, অবশিষ্ট কাল মানুষ্যেব। বাগ্মিতে কোনও মানুষ্য, এমন কি সসৈন্য নৃপতিও, যদি জলের কাছে আসে তবে ব্রহ্মজ্ঞগণ নিন্দা কবেন। আমি কুবেরেব সখা গন্ধৰ্বরাজ অঙ্গারপৰ্ণ, এই বন আমাব, তোমাবা দুবে যাও। অর্জুন বললেন, সমুদ্রে, হিমালয়ের পাদে, এবং এই গঙ্গায় দিনে বাগ্মিতে বা সন্ধ্যাব কাবও আসতে বাধা নেই। তোমাব কথায কেন আমবা গঙ্গাব পবিত্র জল স্পর্শ কবব না? তখন অঙ্গারপৰ্ণ পান্ডবদের প্রতি অনেকগুলি বাণ ছুড়লেন। অর্জুন তাঁব মশাল আব ঢাল ঘূবিষে সমস্ত বাণ নিবশ্ত ক'রে দ্রোণেব নিকট লক্ষ প্রদীপ্ত আগ্নেয অস্ত্র নিক্ষেপ কবলেন। গন্ধৰ্ব-রাজেব বথ দম্ব হয়ে গেল, তিনি অচেতন হয়ে অধোমুখে প'ড়ে গেলেন, অর্জুন তাঁব মাল্যভূষিত কেশ ধ'রে টানতে লাগলেন। গন্ধৰ্বেব ভার্য্য কুম্ভীনসী যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহাভাগ, আমি আপনাব শবগাগতা, বক্ষা ক'দুন, আমাব স্বামীকে মুক্তি দিন। যুধিষ্ঠিরেব অনুরোধে অর্জুন গন্ধৰ্বকে ছেড়ে দিলেন।

গন্ধৰ্ব বললেন, আমি পবাজিত হয়েছি, নিজেকে আব অঙ্গারপৰ্ণ (১) বলব না। আমাব বিচিত্র বথ দম্ব হয়েছে, আমার এক নাম চিত্রবথ হ'লেও আমি দম্ববথ হয়েছি। যে মহাত্মা আমাকে প্রাণদান ক'বেছেন সেই অর্জুনকে আমার চাক্ষুষী বিদ্যা দান ক'বাছি। বাজকুমাব, তুমি ত্রিলোকেব যা কিছু দেখতে ইচ্ছা কববে এই বিদ্যাবলে তা দেখতে পাবে। আমি তোমাকে আব তোমাব প্রত্যেক ভ্রাতাকে একশত দিব্যবর্ণ বেগবান গন্ধৰ্বদেশীয় অশ্ব দিচ্ছি, এবা প্রভুব ইচ্ছানুসাবে উপস্থিত হয়। অর্জুন বললেন, গন্ধৰ্ব, তুমি প্রাণসংশয়ে যা আমাকে দিচ্ছ তা নিতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। গন্ধৰ্ব বললেন, তুমি জীবন দিযেছ, তাব পবিবর্তে আমি চাক্ষুষী বিদ্যা দিচ্ছি। তোমার আগ্নেয অস্ত্র এবং চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব আমাকে দাও।

অর্জুন গন্ধৰ্বেব প্রার্থনা অনুসারে চাক্ষুষী বিদ্যা ও অশ্ব নিলেন এবং আগ্নেযাস্ত্র দান ক'রে সখ্যে আবদ্ধ হলেন। তিনি প্রশ্ন কবলেন, আমবা বেদজ্ঞ ও শত্রুদমনে সমর্থ, তথাপি বাগ্মিকালে আমাদের ধর্ষণ কবলে কেন? গন্ধৰ্ব বললেন, তোমাদের অগ্নিহোত্র নেই, ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী ক'রেও চল না, সেজন্য আমি তোমাদের ধর্ষণ ক'রেছি। হে তাপত্য, শ্রেয়োলাভেব জন্য পূর্বোহিত নিয়োগ ক'রা

কর্তব্য। পদবোহিত না থাকলে কোনও রাজা কেবল বীরস্ব বা আভিজাত্যের প্রভাবে রাজ্য জয় কবতে পাবেন না। ব্রাহ্মণকে পদরোভাগে রাখলেই চিরকাল রাজ্যপালন করা যায়।

### ৩০। তপতী ও সংবরণ

অর্জুন প্রশ্ন করলেন, তুমি আমাকে তাপত্য বললে কেন? তপতী কে? আমরা তো কৌন্তেয়। গন্ধর্বরাজ এই দ্বিলোকবিশ্রুত উপাখ্যান বললেন।—

যিনি নিজ তেজে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত কবেন সেই সূর্যের এক কন্যার নাম তপতী, ইনি সাবিত্রীর কনিষ্ঠা। রূপে গুণে তিনি অতুলনা ছিলেন। সূর্য-দেব এমন কোনও পাত্র খুঁজে পেলেন না যিনি তপতীর উপযুক্ত। সেই সময়ে কুরুবংশীয় ঋক্ষপুত্র সংবরণ বাজা প্রত্যহ উদয়কালে সূর্যেব আরাধনা করতে লাগলেন। তিনি ধার্মিক, রূপবান ও বিখ্যাত বংশের নৃপতি, সেজন্য সূর্য তাঁকেই কন্যা দিতে ইচ্ছা কবলেন। একদিন সংবরণ পর্বতের নিকটস্থ বনে মৃগয়া করতে গেলে তাঁর অশ্ব ঋক্ষপিতাসায় পীড়িত হয়ে ম'বে গেল। সংবরণ পদব্রজে বিচরণ কবতে করতে এক অতুলনীয় রূপবতী কন্যা দেখতে পেলেন। তিনি মৃগ্য হয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু সেই কন্যা মেঘমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় অন্তর্হিত হলেন। রাজা কামমোহিত হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেলেন, তখন তপতী আবার দেখা দিয়ে বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, উঠুন, মোহগ্রস্ত হবেন না। সংবরণ অস্পষ্ট বাক্যে অনুশয় ক'বে বললেন, সুন্দরী, তুমি আমাকে ভজনা কব নতুবা আমার প্রাণবিয়োগ হবে। তুমি প্রসন্ন হও, আমি তোমার বশংগত ভক্ত। তপতী বললেন, আপনিও আমার প্রাণ হবণ কবেছেন। আমি স্বাধীন নই, আমার পিতা আছেন। আপনি তপস্যায় তাঁকে প্রীত ক'রে আমাকে প্রার্থনা কবুন। এই বলে তপতী চলে গেলেন।

সংবরণ পদনর্বীর মর্দ্বিহিত হয়ে প'ড়ে গেলেন। অমাত্য ও অনুচরগণ অন্বেষণ ক'রে রাজাকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর মাথায় পশ্মসুদূরভিত শীতল জল সেচন করলেন। রাজা সংজ্ঞালাভ ক'বে মন্ত্রী ভিন্ন সকলকেই বিদায় দিলেন এবং সেই পর্বতেই উর্ধ্বমুখে কৃতাজলি হয়ে পদবোহিত বশিষ্ঠ ঋষিকে স্মরণ করতে লাগলেন। দ্বাদশ দিন অতীত হ'লে বশিষ্ঠ সেখানে এলেন। তিনি যোগবলে সমস্ত জেনে কিছুক্ষণ সংবরণেব সঙ্গে আলাপ ক'রে উর্ধ্ব চলে গেলেন। সূর্যের কাছে এসে বশিষ্ঠ প্রণাম ক'বে কৃতাজলিপদটে বললেন, বিভাবসু, আপনার তপতী নামে যে

কন্যা আছে তাঁকে আমি মহারাজ সংবরণের জন্য প্রার্থনা করছি। সুৰ্ষ সম্মত হয়ে তপতীকে দান কবলেন, বিশিষ্ট তাঁকে নিষে সংবরণেব কাছে এলেন। সংবরণ তপতীকে বিবাহ কবলেন এবং মন্ত্রীব উপর রাজ্যচালনাব ভাব দিয়ে সেই পর্বতের বনে উপবনে পত্নীর সঙ্গে বাব বৎসর সুখে বাস কবলেন।

সেই বার বৎসরে তাঁব বাজ্য একবিন্দু বৃষ্টিপাত হ'ল না, স্থাবর জঙ্গম এবং সমস্ত প্রজা ক্ষয় পেতে লাগল, লোকে ক্ষুধাষ কাতর হয়ে পুত্রকলত্র ছেড়ে দিকে দিকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করতে লাগল। বিশিষ্ট মূর্খি সংবরণ ও তপতীকে রাজপুত্রীতে ফিরিয়ে আনলেন, তখন ইন্দ্র আবাব বর্ষণ কবলেন, শস্য উৎপন্ন হ'ল। অর্জুন. সেই তপতীব গর্ভে কুব্ধ নামক পুত্র হয়। তুমি তাঁবই বংশে জন্মেছ সেজন্য তুমি তাপত্য।

### ৩১। বিশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, শক্তি ও কল্মাষপাদ—ঔৰ্ব—ধৌম্য

অর্জুন বিশিষ্টের ইতিহাস জানতে চাইলে গন্ধর্ববাজ বললেন।—বিশিষ্ট ব্রহ্মার মানস পুত্র, অরুণ্ডতীর পতি এবং ইক্ষ্বাকু কুলের পুত্রোহিত। কান্যকুব্জরাজ কৃশিকেশ পুত্র গান্ধি, তাঁব পুত্র বিশ্বামিত্র। একদা বিশ্বামিত্র সৈন্যে মগয়াষ গিয়ে পিপাসিত হয়ে বিশিষ্টের আশ্রমে এলেন। রাজার সৎকাবের নিমিত্ত বিশিষ্ট তাঁর কামধেনু নন্দিনীকে বললেন, আমাব যা প্রয়োজন তা দাও। নন্দিনী ধুমায়মান অন্নরাশি, সুপ, দধি, ঘৃত, মিষ্টান্ন, মদ্য প্রভৃতি ভক্ষ্য ও পেয় এবং বিবিধ রত্ন ও বসন উৎপন্ন করলে, বিশিষ্ট তা দিয়ে বিশ্বামিত্রের সৎকার করলেন। নন্দিনীর মনোহব আকৃতি দেখে বিস্মিত হয়ে বিশ্বামিত্র বিশিষ্টকে বললেন, আপনি দশ কোটি ধেনু বা আমার রাজ্য নিষে আপনার কামধেনু আমাকে দান কবুন। বিশিষ্ট সম্মত হলেন না, তখন বিশ্বামিত্র সবলে নন্দিনীকে হরণ ক'বে কশাঘাতে তাকে নিষে যাবাব চেষ্টা করলেন। নন্দিনী বললে, ভগবান, বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের কশাঘাতে আমি অনাথার ন্যায বিলাপ করছি, আপনি তা উপেক্ষা কবছেন কেন? বিশিষ্ট বললেন, ক্ষত্রিয়ের বল তেজ, ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা। কল্যাণী, আমি তোমাকে ত্যাগ কবি নি, যদি তোমার শক্তি থাকে তবে আমার কাছেই থাক।

তখন সেই পয়স্বিনী কামধেনু ভষংকর রূপ ধারণ ক'বে হুন্বা রবে সৈন্যদের বিভাড়িত করলে। তার বিভিন্ন অঙ্গ থেকে পহুব দ্রাবিড় শক যবন শবর পৌণ্ড্র কিরাত সিংহল বর্বর খশ পুন্ডলিন্দ চীন হুন কেরল স্লেচ্ছ প্রভৃতি সৈন্য উৎপন্ন হয়ে

বিশ্বামিত্রের সৈন্যদলকে বধ না ক'বেও পরাজিত করলে। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বিশিষ্টের প্রতি বিবিধ শব বর্ষণ কবলেন, কিন্তু বিশিষ্ট একটি বংশদণ্ড দিয়ে সমস্ত নিবস্ত করলেন। বিশ্বামিত্র নানাপ্রকার দিব্যাস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করলেন কিন্তু বিশিষ্টের ব্রহ্মশক্তিযুক্ত যষ্টিতে সমস্ত ভস্মীভূত হ'ল। বিশ্বামিত্রের আত্মজালান হ'ল, তিনি বললেন,

ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্ ।

বলাবলং বিনিশ্চিত্য তপ এব পবং বলম্ ॥

—ক্ষত্রিয় বলকে ধিক, ব্রহ্মতেজই বল। বলাবল দেখে আমি নিশ্চিত জেনেছি যে, তপস্যাই পবম বল।

• তাব পব বিশ্বামিত্র বাজ্য ভাগ ক'বে তপস্যা নিবত হলেন।

কল্মাষপাদ নামে এক ইক্ষ্বাকুবংশীয় বাজা ছিলেন। একদিন তিনি মৃগয়ায় শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে এক সংকীর্ণ পথ দিয়ে চলছিলেন। সেই পথে বিশিষ্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তিকে আসতে দেখে বাজা বললেন, আমার পথ থেকে স'রে যাও। শক্তি বললেন, ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই বাজার সনাতন ধর্ম। শক্তি কিছুতেই স'রে গেলেন না দেখে বাজা তাঁকে কশাঘাত করলেন। শক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, তুমি নবমাংসভোজী রাক্ষস হও। কল্মাষপাদকে যজমান রূপে পাবার জন্য বিশিষ্ট আর বিশ্বামিত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। অভিশপ্ত কল্মাষপাদ যখন শক্তিকে প্রসন্ন ক'রবার চেষ্টা ক'রাছিলেন সেই সময়ে বিশ্বামিত্রের আদেশে কিংকর নামে এক বাক্ষস রাজাব শবীবে প্রবিষ্ট হ'ল।

এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ বনমধ্যে রাজাকে দেখে তাঁর কাছে মাংস ও অন্ন চাইলেন। রাজা তাঁকে অপেক্ষা কবতে ব'লে স্বভবনে গেলেন এবং অর্ধরাত্রে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ ক'বে পাচককে মাংস অন্ন নিয়ে যেতে আজ্ঞা দিলেন। পাচক জানালে যে মাংস নেই। বাক্ষসাবিষ্ট রাজা বললেন, তবে নরমাংস নিয়ে যাও। পাচক বধ্যভূমিতে গিয়ে নবমাংস নিলে এবং পাক ক'রে অন্নের সাহিত ব্রাহ্মণকে নিবেদন ক'বলে। দিব্যদৃষ্টিশালী ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, যে নৃপাধম এই অভোজ্য পাঠিয়েছে সে নবমাংসভোজী হবে।

শক্তি এবং অবগ্যাচাবী ব্রাহ্মণ এই দুজনের শাপের ফলে বাক্ষসাবিষ্ট কল্মাষপাদ কতবাজ্ঞানশূন্য বিকৃতেন্দ্রিয় হলেন। একদিন তিনি শক্তিকে দেখে বললেন, তুমি যে শাপ দিয়েছ তাব জন্য প্রথমেই তোমাকে খাব। এই ব'লে তিনি



শক্তিকে বধ ক'রে ভক্ষণ করলেন। বিশ্বামিত্রের প্রবোচনায় কল্মাষপাদ বিশিষ্টের শতপদ্রের সকলকেই খেয়ে ফেললেন। পদ্রশোকাতুর বিশিষ্ট বহু প্রকারে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যু হ'ল না। তিনি নানা দেশ ভ্রমণ ক'রে আশ্রমে ফিরে আসছিলেন এমন সময় পিছন থেকে বেদপাঠেব ধর্নি শব্দেতে পেলেন। বিশিষ্ট বললেন, কে আমাব অনুসরণ করছে? এক নারী উত্তর দিলেন, আমি অদৃশ্যন্তী, শক্তির বিধবা পত্নী। আমাব গর্ভে যে পদ্র আছে তার বাব বৎসর বয়স হয়েছে, সেই বেদপাঠ কবছে। তাঁব নংশের সন্তান জীবিত আছে জেনে বিশিষ্ট আনন্দিত হয়ে পদ্রবধকে নিয়ে আশ্রমেব দিকে চললেন।

পথিমধ্যে কল্মাষপাদ বিশিষ্টকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে খেতে গেলেন। বিশিষ্ট তাঁব ভীতা পদ্রবধকে বললেন, ভয় নেই, ইনি কল্মাষপাদ রাজা। এই বলে তিনি হুংকাব ক'রে কল্মাষপাদকে থামিয়ে তাঁর গাষে মন্ত্রপদ্র জল ছিটিয়ে তাঁকে শাপমুক্ত কবলেন এবং বললেন, বাজা, তুমি ফিবে গিষে রাজ্যাশাসন কর, কিন্তু আব কখনও ব্রাহ্মণের অপমান ক'বো না। কল্মাষপাদ বললেন, আমি আপনার আজ্ঞাধীন হয়ে ম্বিজগণকে পূজা করব। এখন যাতে পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত হ'তে পারি তার উপায় কবুন, আমাকে একটি পদ্র দিন। বিশিষ্ট বললেন, তাই দেব। তার পর তাঁবা লোকবিখ্যাত অযোধ্যাপদ্রবীতে ফিরে এলেন। বিশিষ্টেব সহিত সংগমের ফলে বাজমহিষী গর্ভবতী হলেন, বিশিষ্ট তাঁব আশ্রমে ফিবে গেলেন। ম্বাদশ বৎসরেও সন্তান ভূমিষ্ট হ'ল না দেখে মহিষী পাষণথন্দ দিয়ে তাঁর উদর বিদীর্ণ ক'রে পদ্র প্রসব করলেন। এই পদ্রেব নাম অশ্বক, ইনি পৌদন্য নগব স্থাপন করেছিলেন।

বিশিষ্টের পদ্রবধ অদৃশ্যন্তীও একটি পদ্র প্রসব কবলেন, তাঁর নাম পবাসব। একদিন পবাসব বিশিষ্টকে পিতা বলে সম্বোধন করলে অদৃশ্যন্তী সাশ্রুদ্রয়নে বললেন, বৎস, পিতামহকে পিতা বলে ডেকো না, তোমার পিতাকে বাঙ্কসে খেয়েছে। পবাসব ক্রুদ্ধ হয়ে সর্বলোক বিনাশেব সংকল্প করলেন। তখন পৌত্রকে নিরস্ত করবাব জন্য বিশিষ্ট এই উপাখ্যান বললেন।—

পদ্রাকালে কৃতবীৰ্য নামে এক বাজা ছিলেন, তিনি তাঁব পদ্রোহিত ভৃগুবংশীয়গণকে প্রচুর ধনধান্য দান কবতেন। তাঁব মৃত্যুব পর তাঁব বংশধর ক্ষত্রিয়দেব অর্থাভাব হ'ল, তাঁরা ভার্গবদেব কাছে প্রার্থী হয়ে এলেন। ভার্গবদের কেউ ভৃগুভে ধন লুকিয়ে রাখলেন, কেউ ব্রাহ্মণদেব দান করলেন, কেউ ক্ষত্রিয়গণকে দিলেন। একজন ক্ষত্রিয় ভার্গবদেব গৃহ খনন ক'রে ধন দেখতে পেলেন, তাতে সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে ভার্গবগণকে বধ করলেন। ভার্গবনারীগণ ভয়ে হিমালয়ে আশ্রয়

নিলেন, তাঁদের মধ্যে এক ব্রাহ্মণী তাঁর উরুদেশে গর্ভ গোপন ক'রে রাখলেন। ক্ষত্রিয়বা জানতে পেবে সেই গর্ভ নষ্ট কবতে এলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণী'র উরু ভেদ ক'রে মধ্যাহ্নসূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান পুত্র প্রসূত হ'ল, তার তেজে ক্ষত্রিয়গণ অন্ধ হয়ে গেলেন। তাঁরা অনুগ্রহ ভিক্ষা করলে ব্রাহ্মণী বললেন, তোমরা আমার উরুজাত পুত্র ঔর্বকে প্রসন্ন কর। ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনায় ঔর্ব তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তার পর পিতৃগণের মৃত্যু'র প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি ঘোর তপস্যা করতে লাগলেন। ঔর্বকে সর্বলোকবিনাশে উদ্যত দেখে পিতৃগণ এসে বললেন, বৎস, ক্রোধ সংবরণ কর। আমবা স্বর্গারোহণের জন্য উৎসুক ছিলাম, কিন্তু আত্মহত্যা'য় স্বর্গলাভ হয় না, সেজন্য স্বেচ্ছায় ক্ষত্রিয়দের হাতে মরোঁছি। আমরা ইচ্ছা করলেই ক্ষত্রিয়সংহার করতে পারতাম। তা'ব প'ব পিতৃগণের অনুবোধে ঔর্ব তাঁ'ব ক্রোধা'গ্নি সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করলেন। সেই ক্রোধ ঘোটকী(১)র মস্তকরূপে অগ্নি উদ্গাব ক'বে সমুদ্রজল পান ক'বে।

বশিষ্ঠে'ব কাছে এই উপাখ্যান শুনে পরাশ'ব তাঁ'র ক্রোধ সংবরণ করলেন, কিন্তু তিনি রাক্ষসস'র যজ্ঞ আরম্ভ ক'বলেন, তাতে আবালবৃদ্ধ সকল বাক্ষস দগ্ধ হ'তে লাগল। অগ্নি, পুন্ড্রস'ত্য, পুন্ড্রহ, ক্রতু ও মহাক্রতু বাক্ষসদে'ব প্রাণরক্ষা'ব জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। পুন্ড্রস'ত্য (২) বললেন, বৎস, যারা তোমার পিতার মৃত্যু'র বিষয় কিছুই জানে না সেই নির্দোষ বাক্ষসদে'ব মে'বে তোমার কি আনন্দ হচ্ছে? তুমি আমাব বংশনাশ ক'বো না। শক্তি'র শাপ দি'য়েই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন। এখন তিনি তাঁ'ব ভ্রাতাদের সঙ্গে দে'বলোকে স'দুথে আছেন। পুন্ড্রস'ত্যের কথায় প'বাস'র তাঁ'র যজ্ঞ শেষ করলেন।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, কল্মাষপাদ কি কা'বণে তাঁ'ব মহিষীকে বশিষ্ঠে'র নিকট পুন্ড্রোৎপাদনে'ব জন্য নিযুক্ত করেছিলেন? গন্ধর্বরাজ বললেন, রাজা কল্মাষপাদ যখন রাক্ষসব'দুপে বনে বিচরণ ক'বছিলেন তখন এক ব্রাহ্মণ ও তাঁ'র পত্নীকে দেখতে পান। বাজা সেই ব্রাহ্মণকে খেয়ে ফেলেন, তাতে ব্রাহ্মণী শাপ দেন, স্ত্রীসংগম করলেই তোমাব মৃত্যু হবে। যাঁকে তুমি পুন্ড্রহ'নী করেছ সেই বশিষ্ঠই তোমাব পত্নীতে সন্তান উৎপাদন ক'ববেন। এই কারণেই কল্মাষপাদ তাঁ'র মহিষীকে বশিষ্ঠে'র কাছে পাঠিয়েছিলেন।

অর্জুন বললেন, গন্ধর্ব, তোমার সবই জানা আছে, এখন আমাদের উপর্যুক্ত পুরোহিত কে আছেন তা বল। গন্ধর্বরাজ বললেন, দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য উৎকোচক তীর্থে তপস্যা করছেন, তাঁকেই পৌরোহিত্যে বরণ করতে পার। অর্জুন প্রীতমনে গন্ধর্বরাজকে আগ্নেয় অস্ত্র দান ক'বে বললেন, অশ্বগদূলি এখন তোমার কাছে থাকুক, আমরা প্রয়োজন হ'লেই নেব। তার পব তাঁরা পবম্পরকে সম্মান দেখিয়ে নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান কবলেন। পাণ্ডবগণ ধৌম্যের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ কবলেন এবং তাঁর সঙ্গে পাণ্ডালীব স্বয়ংবরে যাবার ইচ্ছা কবলেন।

## ॥ স্বয়ংবরপর্বাদ্যায় ॥

### ৩২। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর — অর্জুনের লক্ষ্যভেদ

পাণ্ডবগণ তাঁদের মাতাকে নিয়ে ব্রহ্মচাবীর বেশে স্বয়ংবর দেখবার জন্য যাত্রা কবলেন। পাণ্ডালযাত্রী বহু ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁদের পথে আলাপ হ'ল। ব্রাহ্মণবা বললেন, তোমরা দেবতুল্য বৃন্দবান, হযতো দ্রুপদকন্যা কৃষা তোমাদের একজনকে বরণ করবেন। দ্রুপদেব অধিকৃত দক্ষিণ পাণ্ডালে এসে পাণ্ডবরা ভার্গব নামক এক কুম্ভকাবের অতিথি হলেন এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ কবতে লাগলেন।

দ্রুপদেব ইচ্ছা ছিল যে অর্জুনকেই কন্যাদান কববেন।\* অর্জুনকে যাতে পাণ্ডবা যায় সেই উদ্দেশ্যে তিনি এমন এক ধনু নির্মাণ করালেন যা নোষানো দঃসাধ্য। তা ছাড়া তিনি শূন্যে একটি যন্ত্র স্থাপিত ক'রে তার উপরে লক্ষ্য বস্তুটি রাখলেন। দ্রুপদ ঘোষণা কবলেন, যিনি এই ধনুতে গুণ পবাতে পারবেন এবং যন্ত্র অতিক্রম ক'রে শর দ্বারা লক্ষ্য ভেদ কববেন তিনি আমার কন্যাকে পাবেন। এই ঘোষণা শূন্যে কর্ণের সঙ্গে দুর্যোধনাদি এবং বহু দেশ থেকে রাজা ও ব্রাহ্মণরা স্বয়ংবর-সভায় এলেন। দ্রুপদ তাঁদের সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'বে দিলেন। নগরের পূর্বোত্তর দিকে সমতলভূমিতে বিশাল সভা নির্মিত হ'ল, তাব চতুর্দিক বাসভবন, প্রাচীর, পবিখা, দ্বার ও তোরণে শোভিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপে আবৃত সভাস্থান চন্দনজল ও অগুরুদ্রুপে সুরাসিত করা হ'ল। আগন্তুক রাজাবা কৈলাস-শিখরের ন্যায় উচ্চ শূদ্র প্রাসাদে পরম্পরের প্রতি স্পর্ধা ক'রে সন্নিবেশিত কবলেন।

রাজারা অলংকার ও গন্ধদ্রব্যে ভূষিত হয়ে সভাস্থলে নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হলেন। নগবাসী ও গ্রামবাসীরা দ্রৌপদীকে দেখবার জ্ব্যা উৎসুক হয়ে মণ্ডেব উপরে বসল, পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ব'সে পাণ্ডালরাজের ত্রৈবর্ষ দেখতে লাগলেন। অনেকদিন ধ'বে নৃত্য গীত ও ধনরত্নদান চলল। তার পর ষোড়শ দিনে দ্রৌপদী স্নান ক'বে উত্তম বসন ও সর্বাঙ্গকাৰে ভূষিত হয়ে কাণ্ডন মাল্য ধারণ ক'রে সভায় অবতীর্ণ হলেন। দ্রুপদেব কুলপদ্বোহিত যথানিয়মে হোম ক'রে আহুতি দিলেন এবং স্বস্তিবাচন কবিষে সমস্ত বাদ্য থামিয়ে দিলেন। সভা নিঃশব্দ হ'লে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সভায় মধ্যদেশে নিয়ে এলেন এবং মেঘগম্ভীর উচ্চস্ববে বললেন, সমবেত ভূপতিগণ, আমার কথা শুনুন।—এই ধন, এই বাণ, ওই লক্ষ্য। ওই যন্ত্ৰেব ছিদ্র দিয়ে পাঁচটি বাণ চালিয়ে লক্ষ্য বিন্ধ কবতে হবে। উচ্চকুলজাত বৃন্দবান ও বলবান যে ব্যক্তি এই দুব'হ কৰ্ম কবতে পাববেন, আমার ভগিনী কৃষ্ণা তাঁব ভাৰ্ষ্য হবেন—এ কথা আমি সত্য বলছি।

তাৰ পৰ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সভাস্থ রাজগণেব পরিচয় দিলেন, যথা—দুর্যোধন প্রভৃতি ধৃতবাত্সেব পদ্ব্রগণ, কৰ্ণ, শকুনি, অশ্বখামা, ভোজবাজ, বিবটবাজ, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গরাজ, মদ্ররাজ শল্য, বলবাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি, সিংহবাজ জয়দ্রথ, শিশুপাল, জবাসন্ধ এবং আবও বহু রাজা।

কুণ্ডলধারী যুবক বাজাবা পরস্পরেব সঙ্গে প্রতিস্বস্তিতা ক'রে বলতে লাগলেন, দ্রৌপদী আমাবই হবেন। মন্ত গজেন্দ্র এবং ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় পশু পাণ্ডবকে দেখে কৃষ্ণ চিনতে পাবলেন এবং বলবামকে তাঁদেব কথা বললেন। বলবামও তাঁদেব দেখে আনন্দিত হলেন। অন্যান্য বাজা ও রাজপদ্ব্রপৌত্রগণ দ্রৌপদীকে তদগভাচিন্তে নিরীক্ষণ কবাছিলেন, তাঁরা পাণ্ডবদেব দেখতে পেলেন না। ষুধীধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা সকলেই দ্রৌপদীকে দেখে কন্দৰ্পবাণে আহত হলেন। অনন্তর বাজাবা সদৰ্পে লক্ষ্যভেদ কবতে অগ্রসব হলেন, কিন্তু তাঁবা ধনুতে গদ্বণ পবতেও পাবলেন না, ধনুৰ আঘাতে তাঁরা ভূপতিত হলেন, তাঁদের কিরীট হার প্রভৃতি অলংকাৰ ছাড়িয়ে পড়ল।

তখন কৰ্ণ সেই ধনু তুলে নিয়ে তাতে গদ্বণ পরিষে শরসন্ধান করলেন। পাণ্ডবগণ এবং আব সকলে স্থিৰ কবলেন, কৰ্ণ নিশ্চয় সিংহলাভ করবেন। কিন্তু কৰ্ণকে দেখে দ্রৌপদী উচ্চস্ববে বললেন, আমি সূতজাতীয়কে বরণ করব না। কৰ্ণ সূৰ্যের দিকে চেয়ে সক্রোড়ে হাস্য ক'বে স্পন্দমান ধনু পরিত্যাগ করলেন।

তাৰ পর দমঘোষের পদ্ব্র চৌদিবাজ শিশুপাল ধনুতে গদ্বণ পরাতে গেলেন,

কিন্তু না পেবে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়লেন। মহাবীর জরাসন্ধেরও ওই অবস্থা হ'ল, তিনি উঠে নিজ রাজ্যে চলে গেলেন। মদ্ররাজ শল্যও অক্ষম হয়ে ভূপতিত হলেন। তখন ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে অর্জুন উঠে দাঁড়ালেন। কেউ তাঁকে বারণ করলেন, কেউ বললেন, শল্য প্রভৃতি মহাবীর অস্ত্রজ্ঞ ক্ষত্রিয়রা যা পারলেন না একজন দুর্বল ব্রাহ্মণ তা কি ক'বে পাববে। ব্রাহ্মণবা বললেন, আমরা হাস্যাস্পদ হ'তে চাই না, রাজাদের বিবেচনায় পাত্র হ'তেও চাই না। আব একজন বললেন, এঁই শ্রীমান যুবাব গতি সিংহের তুল্য, বিক্রম নাগেন্দ্রের তুল্য, বোধ হচ্ছে এ কৃতকার্য হবে। ব্রাহ্মণের অসাধ্য কিছু নেই, তাঁরা কেবল জল বা বায়ু বা ফল আহাব ক'বেও শক্তিমান।

ধনুর কাছে গিয়ে অর্জুন কিছুক্ষণ পর্বতের ন্যায় অচল হয়ে রইলেন, তার পর ধনু প্রদক্ষিণ ক'রে বরদাতা মহাদেবকে প্রণাম এবং কৃষ্ণকে স্মরণ ক'বে ধনু তুলে নিলেন। তার পর তাতে অনায়াসে গদ্বণ পবিষে পাঁচটি শব সন্ধান ক'বে যন্ত্রেব হিদ্বেব মধ্য দিয়ে লক্ষ্যভেদ কবলেন। লক্ষ্য বিম্ব হখে ভূপতিত হ'ল। অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে তুমুল কোলাহল উঠল, দেবতারা অর্জুনের মস্তকে পদ্মস্ফুটি কবলেন, সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ তাঁদের উত্তবীয় নাড়তে লাগলেন, রাজাবা লম্ভিত হয়ে হায় হায় বলতে লাগলেন, বাদ্যকাবগণ তর্ষধ্বনি কবলে, সূতমাগধগণ স্তুতিপাঠ করতে লাগল। দ্রুপদ অতিশয় আনন্দিত হলেন। সভায় কোলাহল বাড়তে লাগল, নকুল-সহদেবকে সঙ্গে নিয়ে যদুধিষ্ঠিব তাঁদের বাসভবনে চলে গেলেন।

বিকলন্তু লক্ষ্যং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা  
পার্থং শত্রুপ্রতিমং নিবীক্ষ্য।  
স্বভ্যস্তব্দপাপি নবেব নিত্যং  
বিনাপি হাসং হসতীব কন্যা॥  
মদাদতেহপি স্থলতীব ভাবৈ-  
বীচা বিনা ব্যাহবতীব দৃষ্ট্যা।

—লক্ষ্য বিম্ব হয়েছে দেখে এবং ইন্দ্রতুল্য পার্থকে নিবীক্ষণ ক'বে কুমারী কৃষ্ণা হাস্য না ক'বেও যেন হাসতে লাগলেন। বহুবীর দৃষ্ট হ'লেও তাঁব রূপ দর্শকদের কাছে নূতন বোধ হ'ল। বিনা মন্ততায় তিনি যেন ভাবাবেশে স্থলিত হ'তে লাগলেন, বিনা বাক্যে যেন দৃষ্টি স্ৱারাই বলতে লাগলেন।

দ্রৌপদী স্মিতমুখে নিঃশঙ্কচিত্তে সেই সভাস্থিত নৃপতি ও ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে অর্জুনের বক্ষে শত্রু বরমালা লম্বিত কবলেন। তার পর ব্ৰিজগণের প্রশংসাবাক্য শুনতে শুনতে অর্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে সভা থেকে নির্গত হলেন।

### ৩৩। কর্ণ-শল্য ও ভীমার্জুনের যুদ্ধ — কুন্তী-সকাশে দ্রৌপদী

রাজাবা ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের তুণের ন্যায় অগ্রাহ্য করে পাণ্ডাবাজ একটা ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করতে চান, আমরা দুরাস্বা দ্রুপদ আব তার পুত্রকে বধ করব। আমাদের আহ্বান করে এনে উত্তম অন্ন খাইয়ে পবিশেষে অপমান করা হয়েছে। স্বয়ংবব ক্ষত্রিযেব জন্য, তাতে ব্রাহ্মণের অধিকার নেই। যদি এই কন্যা আমাদের কাকেও বরণ না করে তবে তাকে আগুনে ফেলে আমরা চলে যাব। লোভেব বশে যে আমাদের অপ্রিয় কাজ কবেছে সেই ব্রাহ্মণকে আমরা বধ করতে পারি না, দ্রুপদকেই বধ করব।

বাজাবা আক্রমণ কবতে উদ্যত হয়েছেন দেখে দ্রুপদ শান্তিব কামনায় ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হলেন। ভীম একটা গাছ উপড়ে নিয়ে অর্জুনের পাশে দাঁড়ালেন, অর্জুনও ধনুর্বাণ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বইলেন। ব্রাহ্মণবা তাঁদের মৃগচর্ম আব করক্ষ নেড়ে বললেন, ভয় পেয়ো না, আমরা যুদ্ধ কবব। অর্জুন সহাস্যে বললেন, আপনাবা দর্শক হয়ে এক পাশে থাকুন, আমি শত শত শবে এই ক্রুদ্ধ রাজাদেব নিবৃত্ত করব। অনন্তব বাজাবা এবং দুর্যোধনাদি ব্রাহ্মণদের দিকে ধাবিত হলেন, বর্ণ অর্জুনকে এবং শল্য ভীমকে আক্রমণ কবলেন। অর্জুনের আশ্চর্য শবক্ষেপণ দেখে কর্ণ বললেন, বিপ্রশ্রেষ্ঠ, তুমি কি মর্তিমান ধনুর্বেদ, না রাম, না বিষ্ণু? অর্জুন বললেন, আমি একজন ব্রাহ্মণ, গুণবদর কাছে অস্ত্রশিক্ষা কবেছি। এই বলে অর্জুন কর্ণেব ধনু ছেদন কবলেন। কর্ণ অন্য ধনু নিলেন, তাও ছিন্ন হ'ল। নিজের সকল অস্ত্র বিফল হওয়ায় কর্ণ ভাবলেন, ব্রহ্মতেজ অজেয়, তখন তিনি বাইবে চলে গেলেন। শল্য আর ভীম বহুক্ষণ মর্দুষ্টি আর জানু দিয়ে পরস্পরকে আঘাত কবতে লাগলেন, অবশেষে ভীম শল্যকে তুলে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। ব্রাহ্মণবা হেসে উঠলেন। রাজাবা বললেন, এই দুই যোদ্ধা ব্রাহ্মণ বিশেষ প্রশংসার পাত্র, আমাদের যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়াই উচিত। এঁদের পরিচয় পেলে পরে আবাব সানন্দে যুদ্ধ কবব। কৃষ্ণ সকলকে অনুনয় ক'বে বললেন, এ'রা ধর্মানুসাবেই দ্রৌপদীকে লাভ কবেছেন। তখন রাজারা নিবৃত্ত হয়ে চলে গেলেন।

ভীম ও অর্জুন তাঁদের বাসস্থান কুম্ভকারেব কর্মশালায় এসে অনন্দিতমনে কুন্তীকে জানালেন যে, তাঁরা ভিক্ষা এনেছেন। কুটীরের ভিতর থেকেই কুন্তী বললেন, তোমরা সকলে মিলে ভোগ কর। তার পর দ্রৌপদীকে দেখে বললেন, আমি স্নান্যাস কথা বলে ফেলেছি। তিনি দ্রৌপদীর হাত ধরে যুধিষ্ঠিরের কাছে

গিষে বললেন, পুত্র, তোমার দুই ভ্রাতা দ্রুপদ রাজাব এই কন্যাকে আমার কাছে এনেছে, আমি প্রমাদবশে বলেছি—সকলে মিলে ভোগ কর। যাতে এ'র পাপ না হয় তার উপায় বল। যদুধিষ্ঠির একটু চিন্তা ক'বে বললেন, অর্জুন, তুমি যাজ্ঞসেনীকে (১) জয় কবেছ, তুমিই এ'কে যথাবিধি বিবাহ কর। অর্জুন বললেন, মহাবাজ, আমাকে অধর্মভাগী করবেন না, আগে আপনার, তার পর ভীমের, তাব পব আমাব, তার পর নকুল-সহদেবের বিবাহ হবে। দ্রৌপদী সকলকেই দেখুছিলেন, পাণ্ডববাও পবস্পরের দিকে চেয়ে দ্রৌপদীর প্রতি আসক্ত হলেন। যদুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের মনোভাব বুঝলেন, তিনি ব্যাসের কথা শ্রবণ ক'রে এবং ভ্রাতাদের মধ্যে পাছে ভেদ হয় সেই ভয়ে বললেন, ইনি আমাদের সকলেরই ভার্য্যা হবেন।

এমন সময় কৃষ্ণ ও বলরাম সেখানে এলেন এবং যদুধিষ্ঠির ও পিতৃস্বসা কুন্তীর পাদবন্দনা ক'রে বললেন, আমি কৃষ্ণ, আমি বলরাম। কুশলপ্রশ্নের পব যদুধিষ্ঠিব বললেন, আমরা এখানে গোপনে বাস কব'ছি, বাসুদেব, তোমরা জানলে কি ক'রে? কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, মহাবাজ, অগ্নি গদুস্ত থাকলেও প্রকাশ পায়, পাণ্ডব ভিন্ন অন্য কাব এত বিক্রম? ভাগ্যক্রমে আপনাবা জতুগৃহ থেকে মুক্তি পেয়েছেন, ধৃতবাস্ত্রের পাপী পুত্রদেব অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নি। আপনাদের সমৃদ্ধি-লাভ হ'ক, আপনাবা গোপনে থাকবেন। এই ব'লে কৃষ্ণ-বলরাম তাঁদের শিবিরে প্রস্থান করলেন।

ভীমার্জুন যখন দ্রৌপদীকে নিজেদেব আবাসে নিয়ে আসছিলেন তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁদের পিছনে ছিলেন। কুন্ডকারের গৃহের চতুর্দিকে নিজেব অনুচবদের বেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। সন্ধ্যাকালে কুন্তী ভিক্ষান্ন পাক ক'রে দ্রৌপদীকে বললেন, ভদ্রে, তুমি আগে দেবতা ব্রাহ্মণ আর আগন্তুকদের অন্ন দাও, তাব পব যা থাকবে তার অর্ধ ভাগ ভীমকে দাও। অবশিষ্ট অংশ যদুধিষ্ঠিবাদি চার ভ্রাতাব, তোমার আর আমাব জন্য ভাগ কর। দ্রৌপদী হৃষ্টচিত্তে কুন্তীর আজ্ঞা পালন কবলেন। পাণ্ডবদের ভোজনের পর সহদেব ভূমিতে কুশশয্যা পাতলেন, তার উপবে নিজ নিজ মৃগচর্ম বিছিয়ে পশু ভ্রাতা শূদ্রে পড়লেন। কুন্তী তাঁদের মাথার দিকে এবং দ্রৌপদী পায়ের দিকে শূলেন। কুশশয্যায় এইরূপে পায়ের বালিশের মতন শূদ্রেও দ্রৌপদীর মনে দঃখ বা পাণ্ডবদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব হ'ল না।

পাণ্ডবরা শূদ্রে শূদ্রে অস্ত্র রথ হস্তী প্রভৃতি সেনাবিষয়ক আলোচনা করতে লাগলেন। অন্তর্বাল থেকে ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্তই শুনলেন এবং ভগিনীকে দেখলেন। তিনি রাত্রিকালেই দ্রুপদকে সকল বস্তান্ত জানাবার জন্য সত্ব চলে গেলেন।

বিষন্ন দ্রুপদ পদ্রুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণা কোথায় গেল? কোনও হীনজাতি তাকে নিয়ে যায় নি তো? আমার মস্তকে কদমাস্ত্র চবণ কে বাথলে? পদ্পমালা কি শ্মশানে পড়েছে? অর্জুনই কি লক্ষ্যভেদ কবেছেন?

## ॥ বৈবাহিকপৰ্বাধ্যায় ॥

### ৩৪। দ্রুপদ-যুধিষ্ঠিরের বিতর্ক

ধৃষ্টদ্যুম্ন যা দেখেছিলেন আব শূনেছিলেন সমস্তই দ্রুপদকে জানিয়ে বললেন, সেই পণ্ডবীবের কথাবার্তা শূনে মনে হয় তাঁবা নিশ্চয় ক্ষত্রিয়। আগাদেব আশা পূর্ণ হয়েছে, কাবণ, শূনেছি পাণ্ডববা অগ্নিদাহ থেকে মৃত্তি পেয়েছেন। দ্রুপদ অতান্ত আনন্দিত হয়ে তাঁব পদ্বোহিতকে পাণ্ডবদেব কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পদ্বোহিত গিয়ে বললেন, বাজা পাণ্ডু দ্রুপদের প্রিয় সখা ছিলেন। দ্রুপদেব ইচ্ছা তাঁর কন্যা পাণ্ডুব পদ্রবধু হ'ন, অর্জুন তাঁকে ধর্মানুসাবে লাভ কব'ন।

যুধিষ্ঠিরেব আজ্ঞায় ভীম পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পদ্বোহিতকে সংবর্ধনা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, পাণ্ডালবাজ তাঁব কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে জাতি কুল শীল গোত্র কিছুই নির্দেশ কবেন নি। তাঁব পণ অনুসাবে এই বীব লক্ষ্যভেদ কবে কৃষ্ণাকে জয় কবেছেন। অনুতাপেব কোনও কাবণ নেই, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। এমন সময় দ্রুপদেব একজন দূত এসে বললে, বাজা দ্রুপদ তাঁব কন্যাব বিবাহ উপলক্ষ্যে বরপক্ষীয়গণকে ভোজন কবাতে চান। অন্ন প্রস্তুত, কাণ্ডনপশ্মাচিত্রিত উত্তম অশ্বযুক্ত রথও এনেছি. আপনাবা কৃষ্ণাকে নিয়ে শীঘ্র চল'ন।

পদ্বোহিতকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে পাণ্ডবগণ, কুলতী ও দ্রৌপদী পাণ্ডাল-রাজভবনে এলেন। বরপক্ষের জাতি পরীক্ষার জন্য দ্রুপদ বিভিন্ন উপহাব পৃথক পৃথক সাজিয়ে বোঝেছিলেন, যথা—একস্থানে ফল ও মালা, অন্যত্র বর্ম চর্ম অস্ফাদি, অন্যত্র কৃষিব যোগ্য গো রজ্জ্ব বীজ প্রভৃতি, অন্যত্র বিবিধ শিল্পকার্যের অস্ত্র এবং ক্রীড়ার উপকরণ। দ্রৌপদীকে নিয়ে কুলতী অন্তঃপদ্রে গেলেন। সিংহবিক্রম বিশালবাহু মৃগচর্মধারী পাণ্ডবগণ জ্যোতানুক্রমে পাদপীঠযুক্ত শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট



হলেন, ঐশ্বর্য দেখে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। পরিস্কৃত-বেশধারী দাসদাসী ও পাচকগণ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে অন্ন পরিবেশন করলে, পাণ্ডবগণ যথেষ্ট ভোজন ক'বে তৃপ্ত হলেন। তা'র প'র তাঁরা অন্যান্য উপহাস-সামগ্রী অগ্রাহ্য ক'রে যেখানে যুদ্ধোপকরণ ছিল সেখানে গেলেন। তা লক্ষ্য ক'বে দ্রুপদ রাজা, তাঁ'র পুত্র ও মন্ত্রীগণ নিঃসন্দেহ হলেন যে এ'রা কুলতীপুত্র।

যদুধিষ্ঠির নিজেকে প'রিচয় দিয়ে বললেন, মহাবাজ, নিশ্চিন্ত হ'ন, আমরা ক্ষত্রিয় পশ্চিমী যেমন এক হুদ থেকে অন্য হুদে যায় আপনাব কন্যাও তেমন এক বাজগৃহ থেকে অন্য বাজগৃহে গেছেন। দ্রুপদ বললেন, আজ পদ্যাদিন, অর্জুন আজই যথাবিধি আমার কন্যাব পাণিগ্রহণ ক'ব'ন। যদুধিষ্ঠিব বললেন, মহাবাজ, আমাবও বিবাহ ক'বতে হবে। দ্রুপদ বললেন, তবে আমার কন্যাকে তুমিই নাও, অথবা অন্য কাকে উপযুক্ত মনে ক'ব তা বল। তখন যদুধিষ্ঠির বললেন, দ্রৌপদী আমাদের সকলের মহিষী হ'বেন এই কথা আমার মাতা বলেছেন। আমাদের এই নিয়ম আছে, বর পেলে একসঙ্গে ভোগ ক'রব, এই নিয়ম ভঙ্গ করতে পারি না। দ্রুপদ বললেন, কুরুনন্দন, এক পুত্রবধূ'র বহু স্ত্রী হ'তে পারে, কিন্তু এক স্ত্রী'র বহু পতি শোনা যায় না। তুমি ধর্মজ্ঞ ও পবিত্রস্বভাব, এমন বেদবিবদ্বন্দ্ব লোক-বিবদ্বন্দ্ব কার্ণে তোমাব মতি হ'ল কেন? যদুধিষ্ঠিব উত্ত'র দিলেন, ধর্ম অতি সূক্ষ্ম, তা'র গতি আমবা বুঝি না, প্রাচীনদেব পথই আমবা অনুসরণ ক'বি। আমি অসত্য বলি না, আমার মনও অধর্মে বিমুগ্ধ, আমাব মাতা যা বলেছেন তাই আমার অভিপ্রেত।

দ্রুপদ, যদুধিষ্ঠির, কুলতী, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলে মিলে বিবাহ সম্বন্ধে বিতর্ক ক'বতে লাগলেন, এমন সময় ব্যাস সেখানে উপস্থিত হলেন। সকল বৃত্তান্ত তাঁকে জানিয়ে দ্রুপদ বললেন, আমাব মতে এক স্ত্রী'র বহু পতি হওয়া লোকবিবদ্বন্দ্ব বেদবিবদ্বন্দ্ব। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, সদাচারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি ক'রে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভাষায় উপগত হ'বেন? যদুধিষ্ঠিব বললেন, পুত্রাণে শ্রুনেছি গৌতমবংশীয় জটীলা সাতজন ঋষিব পত্নী ছিলেন; মদনিকন্যা বাস্কী'র দশ পতি ছিল, তাঁদের সকলে'রই নাম প্রচেতা। মাতা সকল গুরু'র শ্রেষ্ঠ, তিনি যখন বলেছেন—তোমরা সকলে মিলে ভোগ ক'ব, তখন তাঁ'র আজ্ঞা পালন ক'রাই ধর্ম। কুলতী বললেন, যদুধিষ্ঠিরে'র কথা সত্য, আমি মিথ্যাকে অত্যন্ত ভয় ক'রি, কি ক'রে মিথ্যা থেকে মদুস্তি পাব? ব্যাস বললেন, ভদ্রে, তুমি মিথ্যা থেকে মদুস্তি পাবে। পাণ্ডালরাজ, যদুধিষ্ঠির যা বলেছেন তাই সনাতন ধর্ম, যদিও সকলের পক্ষে নয়। এই বলে ব্যাস দ্রুপদের হাত ধ'রে অন্য এক গৃহে গেলেন।

## ৩৫। ব্যাসের বিধান — দ্রোণদীর বিবাহ

ব্যাস দ্রুপদকে এই উপাখ্যান বললেন।— পুরাকালে দেবতারা নৈমিষারণ্যে এক যজ্ঞ করবেন, যম তার পুত্রবোহিত ছিলেন। যম যজ্ঞে নিযুক্ত থাকায় মনুষ্যাগণ মৃত্যুহীন হয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগল। দেবতারা উদ্‌বিশ্ন হয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলো তিনি আশ্বাস দিলেন, যজ্ঞ শেষ হ'লে যম নিজ কার্যে মন দেবেন, তখন আবার মানুষ্যের মরণ হবে। দেবতারা যজ্ঞস্থানে যাত্রা কবলেন। যেতে যেতে তাঁরা গঙ্গার জলে একটি স্বর্ণপদ্ম দেখতে পেলেন। ইন্দ্র সেই পদ্ম নিতে গিয়ে দেখলেন, একটি অনলপ্রভা বমণী গঙ্গার গভীর জলে নেমে কাঁদছেন, তাঁর অশ্রুবিন্দু স্বর্ণপদ্ম হয়ে জলে পড়ছে। বোদনের কারণ জিজ্ঞাসা কবলে বমণী ইন্দ্রকে বললেন, আমাব পিছনে পিছনে আসুন। কিছুদূর গিয়ে ইন্দ্র দেখলেন, হিমালয়শিখরে সিংধাসনে বসে এক সুদর্শন যুবক এক যুবতীর সঙ্গে পাশা খেলছেন। তাঁরা খেলায় মত্ত হয়ে তাঁকে গ্রাহ্য ক'রছেন না দেখে দেববাজ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই বিশ্ব আমাবই অধীন জেনো, আমিই এম ঈশ্বর। যুবক হাস্য ক'বে ইন্দ্রের দিকে চাইলেন। ইন্দ্র স্থাণুদ্বা ন্যায় নিশ্চল হয়ে গেলেন। পাশা খেলা শেষ হ'লে সেই যুবক ইন্দ্রের সঙ্গিনীকে বললেন, ওকে নিয়ে এস, আমি ওর দর্প দূর ক'বছি। সেই রমণী স্বর্গপাত্র ইন্দ্র অবশ হয়ে ভূপতিত হলেন। তখন যুবকবৃন্দ মহাদেব বললেন, ইন্দ্র, আব কখনও দর্প প্রকাশ ক'রো না। তুমি তো অসীম বলশালী, ওই পর্বতটি উঠিয়ে গহবরে ভিতবে গিয়ে দেখ। ইন্দ্র গহবরে প্রবেশ ক'বে দেখলেন, তাঁর তুল্য তেজস্বী চার জন পুত্র সৈন্যে বসেছেন। ইন্দ্রকে ভয়ে কম্পমান দেখে মহাদেব বললেন, গর্বের ফলে এরা এই গহবরে বসেছে, তুমিও এখানে থাক। তোমরা সকলেই মনুষ্য হয়ে জন্মাবে এবং শত্রু বধ ক'বে আবার ইন্দ্রলোকে ফিরে আসবে।

তখন পূর্ববর্তী চার ইন্দ্র বললেন, ধর্ম বায়ু ইন্দ্র ও অশ্বিন্দ্র আমাদের মানুষ্যের গর্ভে উৎপাদন কববেন। বর্তমান ইন্দ্র বললেন, আমি নিজ বীর্যে একজন পুত্র সৃষ্টি ক'রে তাকেই পশ্চিম ইন্দ্ররূপে পাঠাব। মহাদেব তাতে সম্মত হলেন এবং সেই লোকবাস্তুতা শ্রীরূপী রমণীকে মনুষ্যালোকে তাঁদের ভাষা হবার জন্য আদেশ দিলেন। এই সময়ে নারায়ণ তাঁর একটি কৃষ্ণ এবং একটি শত্রু কেশ উৎপাদন কবলেন। সেই দুই কেশ যদুকুলে গিয়ে দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে প্রবিষ্ট হ'ল। শত্রু কেশ থেকে বলদেব এবং কৃষ্ণ কেশ থেকে কেশব উৎপন্ন হলেন।

এই উপাখ্যান শেষ ক'রে ব্যাস দ্রুপদকে বললেন, মহারাজ, সেই পাঁচ ইন্দ্রই পান্ডবরূপে জন্মেছেন এবং তাঁদের ভাৰ্য্যরূপে নির্দিষ্টা সেই লক্ষ্মীরূপিণী রমণীই দ্রৌপদী হয়েছেন। আমি আপনাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, পান্ডবদেব পূৰ্বমূৰ্তি দেখুন। দ্রুপদ দেখলেন, তাঁবা অনল ও সূর্যতুল্য প্রভাবান দিব্যবদপধাবী, তাঁদেব বক্ষ বিশাল, দেহ দীৰ্ঘ, মস্তকে স্বর্ণকিরীট ও দিব্য মালা, দেবতার সৰ্বলক্ষণ তাঁদেব দেহে বর্তমান। দ্রুপদ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে ব্যাসকে প্রণাম কবলেন। তখন ব্যাস এক ঋষিকন্যার কথা (১) বললেন যাঁকে মহাদেব বর দিযোঁছিলেন — তোমার পণ্ডপতি হবে। ব্যাস আবও বললেন, মানদুষেব পক্ষে এব্দপ বিবাহ বিহিত নয়, কিন্তু এংবা দেবতার অবতার, মহাদেবেব ইচ্ছায দ্রৌপদী পণ্ডপান্ডবেব পত্নী হবেন।

তাব পব যদ্বিষ্ঠিবাদি স্মান ও মাঙ্গলিক কাৰ্য শেষ ক'বে বেশভূষায সজ্জিত হযে পুরোহিত ধোমোর সঙ্গে বিবাহসভায় এলেন। ষথানিয়মে অগ্নিতে আহুতি দেবার পব যদ্বিষ্ঠিব দ্রৌপদীব পাণিগ্রহণ করলেন। পববতী চাব দিনে একে একে অন্য ভ্রাতাদেবও বিবাহ সম্পন্ন হ'ল। প্রত্যেক বার পদনবিবাহেব পূৰ্বে ব্রহ্মর্ষি ব্যাস দ্রৌপদীকে এই অলৌকিক বাক্য বলতেন — তুমি আবার কুমাৰী হও।

পতিবশব্দবতা (২) জ্যেষ্ঠে পতিদেবরতানুজ্ঞে।

মধ্যমেষু চ পাণ্ডাল্যাস্থিতযং দ্বিতযং ত্রিষু॥

—জ্যেষ্ঠ যদ্বিষ্ঠিব পাণ্ডালীব পতি ও ভাশ্রব হলেন, কনিষ্ঠ সহদেব পতি ও দেবব হলেন, এবং মধ্যবতী তিন ভ্রাতা প্রত্যেকে পতি ভাশ্রব ও দেবব হলেন।

পান্ডবদেব সঙ্গে মিলন হওয়ায দ্রুপদ সৰ্ববিধ ভয থেকে মদুস্তিলাভ করলেন। কুন্তী তাঁব পদ্রবধকে আশীর্বাদ কবলেন —

জীবসদ্বীবসদুর্ভদ্রে বহুসৌখ্যসম্বিতা।

সুভগা ভোগসম্পন্না যজ্ঞপত্নী পতিব্রতা॥

পৃথিব্যাং যানি রত্নানি গুণবন্তি গুণান্বিতে।

তান্যাপনুহি স্বং কল্যাণি সুধিনী শবদাং শতম্॥

যথা চ স্বাভিনন্দামি বধদ্য ক্ষৌমসংবতাম্।

তথা ভূয়োভিনন্দিষ্যে জাতপুত্রাং গুণান্বিতাম্॥

—ভদ্রে, তুমি দীৰ্ঘজীবী বীবপুত্রের প্রসবিনী হও, বহু সুখ লাভ কর, সৌভাগ্যবতী ভোগসম্পন্না এবং যজ্ঞে দীক্ষিত পতিব সহধর্মিণী হও। গুণবতী

কল্যাণী, পৃথিবীতে যেসকল গুণসম্পন্ন রত্ন আছে তা তুমি লাভ কর, শত বৎসর সুরু থাক। বহু, আজ যেমন ক্ষৌমবাসপবিহিতা তোমাকে অভিনন্দন করছি, তেমনই জাতপুত্রা ভাগ্যবতী তোমাকে আবার অভিনন্দন করব।

পান্ডবদের বিবাহেব সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ বহু মণিমুক্তা ও স্বর্ণাভরণ, মহার্ঘ বসন, সালংকারা দাসী, অশ্ব গজ প্রভৃতি উপহাব পাঠালেন।

॥ বিদুরাগমনপৰ্বাধ্যায় ॥

৩৬। হস্তিনাপুরে বিতর্ক

পান্ডবগণ দ্রৌপদীকে লাভ কবেছেন এবং দুর্যোধনাদি লজ্জিত ও ভান্দনর্প হয়ে ফিবে এসেছেন জেনে বিদুর প্রীতমনে ধৃতবাস্তুরকে বললেন, মহারাজ, ভাগ্যক্রমে কুব্জকুলেব শ্রীবান্ধ হয়েছে। ধৃতবাস্তুর ভাবলেন, দুর্যোধনই দ্রৌপদীকে পেয়েছেন। তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন, কি সৌভাগ্য! এই বলে তিনি দুর্যোধনকে আজ্ঞা দিলেন, দ্রৌপদীব জন্য বহু অলংকার নির্মাণ করাও এবং তাঁকে নিয়ে এস। বিদুর প্রকৃত ঘটনা জানালে ধৃতবাস্তুর বললেন, যদুধিষ্ঠিরাদি যেমন পান্ডুব প্রিয় ছিলেন তেমন অগ্নিবও প্রিয়। তাঁরা কুশলে আছেন এবং শক্তিশালী মিত্র লাভ করেছেন এজন্য আমি তুষ্ট হয়েছি। বিদুর বললেন, মহাবাজ, এই বান্ধই আপনার চিবকাল থাকুক।

বিদুর চলে গেলে দুর্যোধন ও কর্ণ ধৃতবাস্তুরকে বললেন, শত্রুব উন্নতিকে আপনি স্বপক্ষেব উন্নতি মনে কবেছেন। এখন আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে পান্ডবদের শক্তিক্ষয় হয়, যেন তাবা আমাদের গ্রাস করতে না পারে। ধৃতবাস্তুর বললেন, আমাবও সেই ইচ্ছা, কিন্তু বিদুরেব কাছে তা প্রকাশ করতে চাই না। তোমরা কি কর্তব্য মনে কর তা বল। দুর্যোধন বললেন, আমরা চতুব ও বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণদের দ্বাবা পান্ডবদের মধ্যে ভেদ জন্মাব, দ্রুপদ বাজাকে বিস্তব অর্থ দিয়ে বলব তিনি যেন যদুধিষ্ঠিবকে ত্যাগ কবেন অথবা নিজ বাজাই তাঁকে রাখেন। দ্রৌপদীব অনেক পতি, তাঁকে অন্য পদব্বে আসক্ত করাও সদুসাধ্য। আমরা চতুর লোক দিয়ে ভীমকে হত্যা কবাব, সে মবলে তার শ্রাতাদের তেজ নষ্ট হবে।

কর্ণ বললেন, তুমি যেসব উপায় বললে তাতে কিছু হবে না। পূর্বে তুমি গদ্য উপায়ে পান্ডবদের নিগহীত করবার চেষ্টা করেছিলে কিন্তু কৃতকার্য

হও নি। তাৰা যখন অসহায় বালক ছিল এবং এখানেই বাস কৰত তখনই কিছু কৰতে পাৰ নি। এখন তাৰা শক্তিমান হৈছে, বিদেশে বৈছে, কৌশলপ্ৰয়োগে তাৰে নিৰ্বাচিত কৰা অসম্ভব। তাৰে মধে ভেদ ঘটানোও অসাধ্য, যাৰা এক পত্নীতে আসক্ত তাৰে ভিন্ন কৰা যায় না। দ্ৰুপদেৰ বহু ধন আছে, ধনেৰ লোভ দেখালে তিনি পাণ্ডবেৰে ত্যাগ কৰবেন না। আমাৰ মত এই -- পাণ্ডালবাজ যত দিন দুৰ্বল আছেন, পাণ্ডববা যত দিন প্ৰচুব অশ্ববখাদি এবং মিত্ৰ সংগ্ৰহ কৰতে না পাৰে, যে পৰ্যন্ত কৃষ্ণ যাদববাহিনী নিয়ে পাণ্ডবেৰে সাহায্যার্থে না আসেন, তাৰ মধেই তুমি বলপ্ৰয়োগ কৰ। আমবা বিপুল চতুৰঙ্গ সৈন্য নিয়ে দ্ৰুপদকে পৰাজিত ক'বে সত্ৰ পাণ্ডবেৰে এখানে নিয়ে আসব।

ধৃতবাস্তৱ বললেন, কৰ্ণ, তুমি যে বীৰোচিত উপায় বললে তা তোমাৰই উপযুক্ত, কিন্তু ভীষ্ম দ্ৰোণ আৰ বিদুৰেৰে সগ্গে পৰামৰ্শ কৰা উচিত। এই বলে তিনি ভীষ্মাদিকে ডেকে আনালেন। ভীষ্ম বললেন, পাণ্ডুপুত্ৰদেৰে সগ্গে যুদ্ধ কৰা আমাৰ বদ্বিচকৰ নয়, আমাৰ কাছে ধৃতবাস্তৱ আৰ পাণ্ডু দুইই সমান। দুৰ্যোধন যেমন এই বাজ্যকে পৈতৃক মনে কৰে, পাণ্ডববাও সেইৰূপ মনে কৰে। অতএব অৰ্ধবাজ্য পাণ্ডবেৰে দাও। দুৰ্যোধন, তুমি কুবুৰুলোচিত ধৰ্ম পালন কৰ। ভাগ্যক্ৰমে পাণ্ডবগণ ও কুন্তী জীবিত আছেন। যেদিন শুনোঁছ তঁৰা পুড়ে মৰেছেন সেদিন থেকে আমি মুখ দেখাতে পাৰি না। লোকে পুৰোচনকে তত দোষী মনে কৰে না যত তোমাকে কৰে।

দ্ৰোণ ধৃতবাস্তৱকে বললেন, মহাত্মা ভীষ্মেৰ যে মত\* আমাৰও তাই। আপনি বহু ধনৱন্ত দিহে দ্ৰুপদেৰ কাছে লোক পাঠান, সে গিহে বাৰ বাৰ বলবে যে তাৰ সগ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াৰ আপনি আৰ দুৰ্যোধন অতিশয় প্ৰীত হৈছে। তাৰ পৰ পাণ্ডবেৰে এখানে আনবাৰ জন্য দুঃশাসন ও বিকৰ্ণ (১) সদৃশজিত সৈন্যদল নিয়ে ধান। পাণ্ডববা এখানে এসে প্ৰজাদেৰে সম্মতিক্ৰমে পৈতৃক পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং আপনি নিজেৰ পুত্ৰেৰে তুলাই তঁদেৰে সমাদৰ কৰবেন।

কৰ্ণ বললেন, মহাবাজ, যে ভীষ্ম-দ্ৰোণ আপনাৰ কাছে ধন মান পেহে আসছেন এবং সৰ্ব কৰ্মে আপনাৰ অন্তৰঙ্গ, তঁৰা আপনাৰ হিতকৰ মন্ত্ৰণা দিলেন না এৰ চেহে আশ্চৰ্য আৰ কি আছে। যদি আপনাদেৰে ভাগ্যে বাজ্যভাগ থাকে তবে তাৰ অন্যথা হৰে না, যদি না থাকে তবে চেষ্টা কৰেও বাজ্য বাখতে পাৰবেন

না। আপনি বৃদ্ধিমান, আপনার মন্ত্রণাদাতারা সাধু কি অসাধু তা বন্ধে দেখুন। দ্রোণ বললেন, কর্ণ, তুমি দৃষ্টশ্বভাব সৈজন্য় আমাদের দোষ দিচ্ছ। আমি হিতকর কথাই বলছি। তাব অন্যথা কবলে কুব্দকুল বিনষ্ট হবে।

বিদুব বললেন, মহাবাজ, আপনাব বন্ধুরা হিতবাক্যই বলবেন, কিন্তু আপনি যদি না শোনে তবে বলা বৃথা। ভীষ্ম ও দ্রোণের চেয়ে বিজ্ঞ এবং আপনাব হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই, এরা ধর্মজ্ঞ অপক্ষপাতী। বলপ্রযোগে পাণ্ডবদের জয় করা অসম্ভব। বলবাম আব সাত্যকি (১) যাঁদের সহায়, কৃষ্ণ যাঁদের মন্ত্রণাদাতা, দ্রুপদ যাঁদের শ্বশুর এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদি শ্যালক, তাঁবা যদ্বৈশ্ব কি না জয় কবতে পাবেন? আপনি দুর্যোধন কর্ণ আব শকুনিব মতে চলবেন না, এরা অধার্মিক দুর্যোধন কান্ডজ্ঞানহীন।

ধৃতবাস্তব বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ আব বিদুব হিতবাক্যই বলেছেন। যদুর্ধিষ্ঠিবাদি যেমন পাণ্ডুব পদ্র তেমন আমাবও পদ্র। অতএব বিদুব, তুমি গিয়ে পণ্ডপাণ্ডব কুলতী আব দ্রৌপদীকে পবম সমাদবে এখানে নিয়ে এস।

বিদুব নানাবিধ ধনবস্ত্র উপহাব নিয়ে দ্রুপদেব কাছে গিয়ে বললেন, মহাবাজ, আপনাব সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ায ধৃতবাস্তব অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন; তিনি, ভীষ্ম, এবং অন্যান্য কোঁবব আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনার প্রিয়সখা দ্রোণ আপনাকে গাঢ় আলিঙ্গন জানিয়েছেন। এখন পণ্ডপাণ্ডবকে যাবাব অনুমতি দিন। কুরুকুলেব নাবাীগ পাণ্ডালীকে দেখবাব জন্য উৎসুক হসে আছেন।

## ॥ রাজ্যলাভপর্বাধ্যায় ॥

### ৩৭। খান্ডবপ্রস্থ — সন্দ-উপসন্দ ও তিলোত্তমা ।

বিদুবের কথা শুনে দ্রুপদ বললেন, আপনার প্রস্তাব অতি সংগত, কিন্তু আমাব কিছু বলা উচিত নয়। যদি যদুর্ধিষ্ঠিবাদি ইচ্ছা করেন এবং বলবাম ও কৃষ্ণ তাতে মত দেন তবে পাণ্ডবগণ অবশ্যই যাবেন। কৃষ্ণ বললেন, এঁদের যাওয়াই উচিত মনে কবি, এখন ধর্মজ্ঞ দ্রুপদ যেমন আজ্ঞা করেন। দ্রুপদ বললেন, পদ্রুষোত্তম কৃষ্ণ যা কালোচিত মনে করেন আমিও তাই কর্তব্য মনে করি।

অনন্তব পাণ্ডবগণ দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সন্দর্জিত হস্তিনাপদ্রবে মহা আনন্দে প্রবেশ করলেন। দুর্যোধনের মহিষী এবং অন্যান্য

(১) যদুবংশের বীর বিশেষ।

বধূগণ লক্ষ্মীরূপিণী দ্রৌপদীকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করলেন। গান্ধারী তাঁকে আলিঙ্গন ক'বেই মনে কবলেন, এই পাণ্ডালীর জন্য আমার পুত্রদের মৃত্যু হবে। তাঁব আদেশে বিদূব শৃভনক্ষত্রযোগে কুন্তী ও দ্রৌপদীকে পাণ্ডুব ভবনে নিয়ে গেলেন এবং সর্ব বিষয়ে তাঁদের সাহায্য কবতে লাগলেন। কিছুকাল পরে ভীষ্মেব সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্র যদুর্ধিষ্ঠিরকে বললেন, তোমবা অর্ধ রাজ্য নাও এবং খাণ্ডবপ্রস্থে বাস কর, তা হ'লে আমাদের মধ্যে আব বিবাদ হবে না।

পাণ্ডবগণ সম্মত হলেন। তাঁবা কৃষ্ণকে অগ্রবর্তী ক'বে ঘোব বনপথ দিযে খাণ্ডবপ্রস্থে গেলেন এবং সেখানে বহু সৌধসমাম্বিত পবিখা-প্রাকাব-বেষ্টিত উপবন-সবোববাদি-শোভিত স্বর্গশামতুল্য এক নগব (১) স্থাপন করলেন। পাণ্ডবদের সেখানে সূপ্রতিষ্ঠিত ক'বে বলবাম ও কৃষ্ণ স্বারবতী(২)তে ফিরে গেলেন।

ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীব সঙ্গে যদুর্ধিষ্ঠিব ইন্দ্রপ্রস্থে সূথে বাস কবতে লাগলেন। একদিন দেবর্ষি নাবদ তাঁদের কাছে এলেন। যদুর্ধিষ্ঠির তাঁকে নিজের বমণীয় আসনে বসিযে যথাবিধি অর্ঘ্য নিবেদন কবলেন। তাঁব আদেশে দ্রৌপদী বসনে দেহ আবৃত ক'বে এলেন এবং নাবদকে প্রণাম ক'বে কৃতাজলি হযে দাঁড়িয়ে বইলেন। নাবদ তাঁকে আশীর্বাদ ক'বে বললেন, এখন যেতে পাব। দ্রৌপদী চ'লে গেলে নাবদ পাণ্ডবগণকে নিভূতে বললেন, পাণ্ডালী একাই তোমাদের সকলের ধর্মপত্নী, এমন নিযম কর যাতে তোমাদের মধ্যে ভেদ না হয়। তাব পর ন্নবদ এই উপাখ্যান বললেন।—

পুরাকালে মহাসদুব হিবণ্যকশিপুব বংশজাত দৈত্যরাজ নিকুম্ভের সূন্দ উপসূন্দ নামে দুই পবাক্রান্ত পুত্র জন্মেছিল। তাবা পবস্পবেব প্রতি অত্যন্ত অদুবক্ত ছিল এবং একযোগে সকল কার্য কবত। বযঃপ্রাপ্ত হযে ত্রিলোকবিজয়ের কামনায তাবা বিন্ধ্যপর্বতে গিযে কঠোব তপস্যা আরম্ভ কবলে। দেবতারা ভয় পেয়ে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখিযে তাদের তপোভঙ্গ কববাব চেষ্টা কবলেন, কিন্তু সূন্দ-উপসূন্দ বিচলিত হ'ল না। তাব পব ব্রহ্মা বব দিতে এলে তারা বললে, আমরা যেন মাযাবিৎ অস্টাবিৎ বলবান কামব্দপী এবং অমর হই। ব্রহ্মা বললেন, তোমবা ত্রিলোকবিজয়ের জন্য তপস্যা করছ, সে কারণে অমবত্বেব বর দিতে পারি না। তখন তাবা বললে, তবে এই বর দিন যে ত্রিলোকেব স্থাববজঙ্গম থেকে আমাদের

(১) এই নগরকেই পবে ইন্দ্রপ্রস্থ বলা হযেছে। (২) স্বারবকা।

কোনও ভয় থাকবে না, মৃত্যু যদি হয় তো পবস্পরের হাতেই হবে। ব্রহ্মা তাদের প্রার্থিত বর দিলেন। তাবা দৈত্যপদুবীতে গিষে বন্ধুবর্গেব সগ্গে ভোগবিলাসে মগ্ন হ'ল এবং বহু বৎসর ধ'বে নানাপ্রকাব উৎসব করতে লাগল। তার পর তারা বিপদুল সৈন্যদল নিয়ে দেবলোক জয় কবতে গেল। দেবগণ ব্রহ্মাব বরেব বিষয় জানতেন, সেজন্য স্বর্গ ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মলোকে পালিয়ে গেলেন। সুন্দ-উপসুন্দ ইন্দ্রলোক এবং ষক্ষ, বক্ষ, খেচর, পাতালবাসী নাগ, সমুদ্রতীববাসী শ্লেচ্ছ প্রভৃতি সকলকেই জয় কবলে এবং আশ্রমবাসী তপস্বীদের উপবেও অত্যাচাব কবতে লাগল।

দেবগণ ও মহর্ষিগণেব প্রার্থনায় ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন, তুমি এমন এক প্রমদা সৃষ্টি কব যাকে সকলেই কামনা করে। বিশ্বকর্মা ত্রিলোকের স্থাবরজঙ্গম থেকে সর্বপ্রকাব মনোহব উপাদান আহবণ ক'বে এক অতুলনীয় রূপবতী নাবী সৃষ্টি কবলেন। জগতেব উত্তম বস্তু তিল তিল পরিমাণে মিলিত ক'রে সৃষ্টি এজন্য ব্রহ্মা তাব নাম দিলেন তিলোত্তমা। তিনি আদেশ দিলেন, তুমি সুন্দ-উপসুন্দকে প্রলুপ্ত কব। তিলোত্তমা যাবাব পূর্বে দেবগণকে প্রদক্ষিণ করলে। ঘূবতে ঘূবতে তিলোত্তমা যে দিকে যায়, তাকে দেখবার জন্য সেই দিকেই ব্রহ্মার একটি মুখ নির্গত হ'ল, এইবূপে তিনি চতুর্মুখ হলেন। ইন্দ্রেবও সহস্র নয়ন হ'ল। শিব স্থিথ হয়ে ছিলেন সেজন্য তাব নাম স্থাণু।

সুন্দ-উপসুন্দ বিন্ধ্যপর্বতেব নিকট পদ্পিত শালবনে সুরাপানে মত্ত হয়ে বিহার করছিল এমন সময় মনোহব বস্তবসন প'বে তিলোত্তমা সেখানে গেল। সুন্দ তাব ডান হাত এবং উপসুন্দ বাঁ হাত ধবলে। দ্রুকুটি ক'রে সুন্দ বললে, এ আমাব ভার্ষা, তোমাব গুবুস্থানীয়া। উপসুন্দ বললে, এ আমাব ভার্ষা, তোমাব বধুস্থানীয়া। তার পব তাবা গদা নিয়ে যুদ্ধ কবে দুজনেই নিহত হ'ল। দেবগণ ও মহর্ষিগণেব সগ্গে ব্রহ্মা সেখানে এসে তিলোত্তমাকে বললেন, সুন্দরী, তুমি আদিত্যলোকে বিচরণ কববে, তোমাব তেজের জন্য কেউ তোমাকে ভাল কবে দেখতে পারবে না।

উপাখ্যান শেষ ক'রে নাবদ বললেন, সর্ববিষয়ে মিলিত ও একমত হয়েও তিলোত্তমাব জন্য দুই অসুব পবস্পবকে বধ কবোঁছিল, অতএব তোমরা এমন উপায় কর যাতে দ্রৌপদীব জন্য তোমাদেব বিচ্ছেদ না হয়। তখন পাণ্ডবগণ এই নিয়ম করলেন যে দ্রৌপদী এক একজনের গৃহে এক এক বৎসব বাস কববেন, সেই সময়ে অন্য কোনও ভ্রাতা যদি তাঁদের দেখেন তবে তাঁকে ব্রহ্মচারী হয়ে বার বৎসর বনবাসে যেতে হবে।



## ॥ অর্জুনবনবাসপর্বাধ্যায় ॥

৩৮। অর্জুনের বনবাস — উলূপী, চিত্রাঙ্গদা ও বর্গা — বভ্রুবাহন

একদিন কয়েক জন ব্রাহ্মণ ইন্দ্রপ্রস্থে এসে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, নীচাশয় নৃশংস লোকে আমাদের গোধান হরণ কবছে। যে রাজা শস্যাদির ষষ্ঠ ভাগ কর নেন অথচ প্রজাদের বক্ষা কবেন না তাঁকে লোকে পাপাচাৰী বলে। ব্রাহ্মণের ধন চোরে নিয়ে যাচ্ছে, তাব প্রতিকার কব। অর্জুন ব্রাহ্মণদের আম্বাস দিয়ে অস্ত্র আনতে গেলেন, কিন্তু যে গৃহে অস্ত্র ছিল সেই গৃহেই তখন দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠির বাস কবিছিলেন। অর্জুন সমস্যায প'ড়ে ভাবলেন, যদি ব্রাহ্মণের ধনরক্ষা না কার্‌ তবে রাজা যুধিষ্ঠিরের মহা অধর্ম হবে, আব যদি নিয়মভঙ্গ ক'বে তাঁর ঘরে যাই তবে আমাকে বনবাসে যেতে হবে। যাই হ'ক আমি ধর্ম পালন করব। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের ঘরে গেলেন এবং তাঁর সম্মতিক্রমে ধনদুর্বাণ নিয়ে ব্রাহ্মণদের কাছে এসে বললেন, শীঘ্র চলুন, চোরেরা দূরে যাবাব আগেই তাদের ধরতে হবে।

অর্জুন বথাবোহণে যাত্রা ক'বে চোবদের শাস্তি দিয়ে গোধান উদ্ধার ক'রে ব্রাহ্মণদের দিলেন এবং ফিবে এসে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহাবাজ, আমি নিয়ম লঙ্ঘন কবেছি, আজ্ঞা দিন, প্রার্থিচক্রেব জন্য বনে যাব। যুধিষ্ঠির কাতব হলে বললেন, তুমি আমাব ঘবে এসেছিলে সেজন্য আমি অসন্তুষ্ট হই নি, জ্যেষ্ঠের ঘবে কনিষ্ঠ এলে দোষ হয় না, তাব বিপবীত হ'লেই দোষ হয়।\* অর্জুন বললেন, আপনাব মদুখেই শুনোছি—ধর্মচবণে ছল কববে না। আমি আযুধ স্পর্শ ক'রে বলছি, সত্য থেকে বিচলিত হব না। তার পব যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা নিয়ে অর্জুন বাব বৎসবের জন্য বনে গেলেন, অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভিক্ষু পদ্বাণপাঠক প্রভৃতিও তাঁর অনুগমন কবলেন।

বহু দেশ ভ্রমণ ক'বে অর্জুন গঙ্গাম্বাবে এসে সেখানে বাস কবতে লাগলেন। একদিন তিনি স্নানের জন্য গঙ্গায় নামলে নাগবাজকন্যা উলূপী তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন। অর্জুনের প্রশ্নেব উত্তবে উলূপী বললেন, আমি ঐবাবত-কুলজাত কৌরব্য নামক নাগের কন্যা, আপনি আমাকে ভজনা কবুন। আপনাব ব্রহ্মচর্যের যে নিয়ম আছে তা কেবল দ্রৌপদীর সম্বন্ধে। আমাব অনুবোধ রাখলে আপনাব ধর্ম নষ্ট হবে না, কিন্তু আমার প্রাণরক্ষা হবে। অর্জুন উলূপীর প্রার্থনা

পূরণ কবলেন। উলুপী তাঁকে বব দিলেন, আপনি জলে অজেয় হবেন, সকল জলচর আপনার বশ হবে। (১)

উলুপীর কাছে বিদায় নিয়ে অর্জুন নানা তীর্থে পৰ্যটন করলেন, তাব পর মহেন্দ্র পর্বত দেখে সমুদ্রতীর দিঘে মণিপূবে এলেন। সেখানকার বাজা চিত্রবাহনের সুন্দরী কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুন তাঁর পাণিপ্ৰার্থী হলেন। রাজা অর্জুনের পরিচয় নিয়ে বললেন, আমাদের বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্রের জন্য তপস্যা কবলে মহাদেব তাঁকে বব দিলেন, তোমাব বংশে প্রতি পুত্রদ্বয়ের একটিমাত্র সন্তান হবে। আমাব পূর্বপুত্রদ্বয়ের পুত্রই হয়েছিল, কিন্তু আমাব কন্যা হয়েছে, তাকেই আমি পুত্র গণ্য করি। তাব গর্ভজাত পুত্র আমার বংশধর হবে—এই প্রতিজ্ঞা যদি কর তবে আমাব কন্যাকে বিবাহ কবতে পাব। অর্জুন সেইবদুপ প্রতিজ্ঞা ক'বে চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ কবলেন এবং মণিপূবে তিন বৎসব বাস করলেন। তাব পব পুত্র হ'লে চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গন ক'বে পুনর্বাব ভ্রমণ করতে গেলেন।

অর্জুন দেখলেন, অগস্ত্য সৌভদ্র পৌলম্য কাবন্ধম ও ভারম্বাজ এই পণ্ডতীর্থে তপস্বিগণ বর্জন কবেছেন। কাবণ জিজ্ঞাসা ক'রে তিনি জানলেন যে এইসকল তীর্থে পাঁচটি কুম্ভীব আছে, তারা মানুষকে টেনে নেয়। তপস্বীদের বারণ না শুনে অর্জুন সৌভদ্র তীর্থে স্নান কবতে নামলেন। এক বৃহৎ জলজন্তু তাঁর পা ধরলে। অর্জুন তাকে সবলে উপবে তুলে আনলে সেই প্রাণী সালংকাবা সুন্দরী নাবী হয়ে গেল। সে বললে, আমি অম্বর বর্গী, কুবেরের প্রিষা। আমি চার সখীব সঙ্গে ইন্দ্রলোকে গিয়েছিলাম, ফেরবার সময আমরা দেখলাম এক রূপবান ব্রাহ্মণ নির্জন স্থানে বেদাধ্যয়ন করছেন। আমবা তাঁকে প্রলুপ্ত করতে চেষ্টা কবলে তিনি শাপ দিলেন, তোমরা কুম্ভীব হয়ে শতবর্ষ জলে বাস করবে। আমরা অনুন্নয় কবলে তিনি বললেন, কোনও পুত্রদ্ব্যশ্রেষ্ঠ যদি তোমাদের জল থেকে তোলেন তবে নিজ রূপ ফিবে পাবে। পবে নারদ আমাদের দুঃখের কথা শুনে বললেন, তোমরা দক্ষিণ সাগরের ভীরে পণ্ডতীর্থে যাও, অর্জুন তোমাদের উদ্ধার করবেন। সেই অবধি আমরা এখানে আছি। আমাকে যেমন মন্থ কবেছেন সেইরূপ আমাব সখীদেরও করুন। অর্জুন অন্য চাব অম্বরকে শাপমুস্ত কবলেন।

সেখান থেকে অর্জুন পুনর্বাব মণিপূবে গেলেন এবং রাজা চিত্রবাহনকে

বললেন, আমার পুত্র বহুবাহনকে আপনি নিন। তিনি চিত্রাঙ্গদাকে বললেন, তুমি এখানে থেকে পুত্রকে পালন কর, পবে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে আমার মাতা ভ্রাতা প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দলাভ করবে। যদুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করবেন তখন তোমার পিতার সঙ্গে যেযো। সুন্দরী, আমার বিবাহে দ্বংখ করো না।

তাব পর অর্জুন পশ্চিম সমুদ্রের তীববতী সকল তীর্থ দেখে প্রভাসে এলেন। সেই সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ সেখানে এসে অর্জুনকে বৈবতক পর্বতে নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণের আদেশে সেই স্থান পূর্বেই সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং সেখানে বিবিধ খাদ্য ও নৃত্যগীতাদির আয়োজন ছিল। অর্জুন সেখানে সুখে বিগ্রাম ক'বে স্বর্ণময় বথে কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বাবকাষ যাত্রা করলেন। শত সহস্র দ্বাবকাবাসী স্ত্রী পুরুষ তাঁকে দেখাব জন্য বাজপথে এল। ভোজ, বৃষ্ণ ও অশ্বক (১) বংশীয় কুমারগণ মহা সমাদবে তাঁর সংবর্ধনা কবলেন।

## ॥ সুভদ্রাহরণপর্বাদ্যায় ॥

### ৩৯। রৈবতক — সুভদ্রাহরণ — অভিমন্যু — দ্রৌপদীর পশুপদ্য

কিছুদিন পবে বৈবতক পর্বতে বৃষ্ণ ও অশ্বক বংশীয়দেব মহোৎসব আবশ্ব হ'ল। বহু সহস্র নগবাসী পত্নী ও অনুচরদের সঙ্গে পদব্রজে ও বিবিধ যানে সেখানে এল। হলধর মত্ত হয়ে তাঁর পত্নী বৈবতীর সঙ্গে বিচরণ করতে লাগলেন। প্রদ্যম্ন, শাম্ব, অক্রূব, সারণ, সাত্যকি প্রভৃতিও স্ত্রীদের নিয়ে এলেন। বাসুদেবের সঙ্গে অর্জুন নানাপ্রকার বিচিত্র কৌতুক দেখে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন অর্জুন বাসুদেবকন্যা সালংকারা সুদর্শনা সুভদ্রাকে দেখে মদ্ব্ব হ'লেন। কৃষ্ণ তা লক্ষ্য ক'বে সহাস্য বললেন, বনবাসীর মন কামে আলোড়িত হ'ল কেন? ইনি আমার ভগিনী সুভদ্রা, সাবণের সহোদরা, আমার পিতাব প্রিবকন্যা। যদি চাও তো আমি নিজেই পিতাকে বলব। অর্জুন বললেন, তোমার এই ভগিনী যদি আমার ভার্য্য হন তবে আমি কৃতার্থ হব; কিন্তু একে পাবার উপায় কি? কৃষ্ণ বললেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বয়ংবর বিহিত, কিন্তু স্ত্রীস্বভাব অনিশ্চিত, কাকে বরণ করবে কে জানে। তুমি আমার ভগিনীকে সবলে হরণ কব, ধর্মজ্ঞগণ বলেন

এরূপ বিবাহ বীবগণের পক্ষে প্রশস্ত। তার পর কৃষ্ণ ও অর্জুন দ্রুতগামী দ্রুত পাঠিয়ে যুদ্ধার্থীর সম্মতি আনলেন।

অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে কাশ্যনগর বথে মৃগয়াচ্ছলে যাত্রা করলেন। সুভদ্রা পূজা শেষ করে বৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণ করে স্ৱারূপ ফিরছিলেন, অর্জুন তাঁকে সবলে বথে তুলে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থর দিকে চললেন। কষেকজন সৈনিক এই ব্যাপার দেখে কোলাহল কবতে কবতে সূর্য্যমা নামক মন্ত্রণাসভায় এসে সভাপালকে জানালে, সভাপাল যুদ্ধসংজ্ঞার জন্য মহাভাবী বাজাতে লাগলেন। সেই শব্দ শুনে যাদবগণ পানভোজন ত্যাগ করে সভায় এসে মন্ত্রণা কবলেন এবং অর্জুনের আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব হলেন।

সুদাপানে মন্ত বলবাম সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পবিত্রানে নীল বসন, কণ্ঠে বনমালা। তিনি বললেন, ওহে নিবোধগণ, কৃষ্ণের মত না জেনেই তোমরা গর্জন কবছ কেন? তিনি কি বলেন আগে শোন তাব পব যা হয় কবো। তাব পব তিনি কৃষ্ণকে বললেন, তুমি নিবোধ হয়ে রয়েছ কেন? তোমার জন্যই আমরা অর্জুনকে সম্মান কবোছি, কিন্তু সেই কুল্যাগার তাব যোগ্য নয়। যার সংকুলে জন্ম সে অগ্নগ্রহণ কবে ভোজনপাত্র ভাঙে না। সুভদ্রাকে হরণ কবে সে আমাদের মাথায় পা দিযেছে, এই অন্যায় আমি সহিব না, আমি একাই পৃথিবী থেকে কুরুকুল লুপ্ত কবব। সভাস্থ সকলেই বলবামের কথার অনুমোদন কবলেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন যা কবেছেন তাতে আমাদের বংশের অপমান হয় নি, বরং মানবৃদ্ধি হয়েচ্ছে। আমরা ধনের লোভে কন্যা বিক্রয় কবব এমন কথা তিনি ভাবেন নি, স্বয়ংবরেও তিনি সম্মত নন, এই কারণেই তিনি ক্ষত্রধর্ম অনুসারে কন্যা হরণ করেছেন। অর্জুন ভবত-শান্তনুব বংশে কুলতীর গর্ভে জন্মেছেন, তিনি যুদ্ধে অজেষ, এমন সুপাত্র কে না চায়? আপনাবা শীঘ্র গিয়ে মিষ্টবাক্যে তাঁকে ফিরিয়ে আনুন, এই আমরা মত। তিনি যদি আপনাদের পরাজিত করে স্বভবনে চলে যান তবে আপনাদের যশ নষ্ট হবে, কিন্তু মিষ্ট কথায় ফিরিয়ে আনলে তা হবে না। আমাদের পিতৃস্বসার পুত্র হয়ে তিনি শত্রুতা কববেন না।

যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জুনকে ফিরায়ে আনলেন, তিনি সুভদ্রাকে বিবাহ করে এক বৎসর স্ৱাবকাশ বইলেন, তার পর বনবাসের অবশিষ্ট কাল পদ্রুস্কবতীর্থে যাপন কবলেন। বাব বৎসর পূর্ণ হলে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থ গেলে। দ্রৌপদী তাঁকে বললেন, কোন্তেয়, তুমি সুভদ্রার কাছেই যাও, পুনর্বীর বন্ধন কবলে পূর্বের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। অর্জুন বাব বার ক্ষমা চেয়ে

দ্রোপদীকে সান্ধনা দিলেন এবং সদ্ভদ্রাকে রক্ত কোষেয় বসন পরিয়ে গোপবধূর বেশে কুন্তীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কুন্তী পবন প্রীতির সহিত তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। সদ্ভদ্রা দ্রোপদীকে প্রণাম ক'বে বললেন, আমি আপনাব দাসী। দ্রোপদী তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, তোমার স্বামীর যেন শত্রু না থাকে।

সৈন্যদলে বেষ্টিত হয়ে যদুবীবগণের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম নানাবিধ মহাঘর্ষ যৌতুক নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। অনেক দিন আনন্দে যাপন ক'বে সকলে ফিবে গেলেন, কেবল কৃষ্ণ রইলেন। তিনি যমুনাতীরে অর্জুনের সঙ্গে মৃগয়া ক'রে মৃগ-ববাহ মাঝে লাগলেন।

কিছুকাল পবে সদ্ভদ্রা একটি পুত্র প্রসব কবলেন। নিভীক ও মন্যমান (ক্লোথী বা তেজস্বী) সেজন্য তাঁর নাম অভিমন্যু হ'ল। জন্মকাল থেকেই কৃষ্ণ এই বালকেব সমস্ত শত্ৰুকার্য সম্পন্ন কবলেন। অর্জুন দেখলেন, অভিমন্যু শৌর্ষে বীর্ষে কৃষ্ণেবই তুল্য। দ্রোপদীও যদুর্ধিষ্ঠিব ভীমাদিব ঔরসে পাঁচটি বীব পুত্র লাভ করলেন, তাঁদেব নাম যথাক্রমে প্রতিবিন্দ্য, সতসোম, শতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন।

## ॥ খাণ্ডবদাহপর্বাধ্যায় ॥

### ৪০। অগ্নির অগ্নিমান্দ্য — খাণ্ডবদাহ — ময় দানব

একদিন কৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁদের সূহৃদ্বর্গ ও নাবীগণকে নিয়ে যমুনায় জলবিহাব করতে গেলেন। তাঁরা যমুনায় তীববভী বহুপ্রাণিসমাকুল মনোহর খাণ্ডব বন দেখে বিহাবস্থানে এলেন এবং সেখানে সকলে পান ভোজন নৃত্য গীত ও বিবিধ ক্রীড়ায় রত হলেন। তার পর কৃষ্ণ ও অর্জুন নিকটস্থ এক মনোরম স্থানে গিষে মহাঘর্ষ আসনে ব'সে নানা বিষয় আলোচনা কবতে লাগলেন। এমন সময়ে সেখানে এক ব্রাহ্মণ এলেন, তাঁর দেহ বিশাল, বর্ণ তন্তকাম্বনতুল্য, শ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ, মস্তকে জটা, পরিধানে চীরবাস। তিনি বললেন, আমি বহুভোজী ব্রাহ্মণ; কৃষ্ণার্জুন, তোমরা একবার আমাকে প্রচুর ভোজন করিয়ে তৃপ্ত কর। আমি অগ্নি, অন্ন চাই না, এই খাণ্ডব বন দগ্ধ করতে ইচ্ছা করি। তক্ষক নাগ সপরিবারে এখানে থাকে, তার সখা ইন্দ্র এই বন রক্ষা করেন সেজন্য আমি দগ্ধ করতে পারি না। তোমরা উত্তম অস্হাবিৎ, তোমরা সহায় হ'লে আমি খাণ্ডবদাহ করব, এই ভোজনই আমি চাই।

এই সময়ে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে এই পূর্ব-ইতিবৃত্ত বললেন।—  
 শ্বেতকি নামে এক রাজা নিবন্তর যজ্ঞ করতেন। তাঁর পুরোহিতদের চক্ষু ধুয়ে  
 পীড়িত হওয়ায় তাঁরা আর যজ্ঞ কবতে চাইলেন না। তখন রাজা মহাদেবের তপস্যা  
 কবতে লাগলেন। মহাদেব বর দিতে এলে শ্বেতকি বললেন, আপনি আমার যজ্ঞে  
 পুরোহিত্য কবুন। মহাদেব হাস্য ক'বে বললেন, আমি তা পারি না। পরিশেষে  
 মহাদেবের আজ্ঞায় দুর্বারা শ্বেতকির যজ্ঞ সম্পন্ন কবলেন। সেই যজ্ঞে অগ্নিদেব  
 বাব বৎসর ঘৃতপান কবোঁছিলেন, তাব ফলে তাঁর অবদাচি বোগ হ'ল। তিনি  
 প্রতিকায়েব জন্য ব্রহ্মার কাছে গেলে ব্রহ্মা মহাস্যে বললেন, তুমি খাণ্ডববন দগ্ধ ক'রে  
 সেখানকাব প্রাণীদের মোদ ভক্ষণ কব, তা হ'লেই প্রকৃতিস্থ হবে। অগ্নি খাণ্ডববন  
 দগ্ধ কবতে গেলেন, কিন্তু শতসহস্র হস্তী শৃঙ খাবা এবং বহুশীর্ষ নাগগণ মস্তক  
 খাবা জলসেচন ক'বে অগ্নি নির্বাপিত করলে। সাত বার চেষ্টা ক'বে বিফল হয়ে  
 অগ্নিদেব আবার ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা বললেন, নব ও নাবায়ণ ঋষি  
 অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মেছেন এবং এখন খাণ্ডববনেই আছেন, তাঁরা তোমাব সহায়  
 হ'লে দেবতাবাও বাধা দিতে পারবেন না।

অর্জুন অগ্নিকে বললেন, ভগবান, আমার কাছে দিয়া বাণ অনেক আছে  
 কিন্তু তাব উপযুক্ত শত্রু এখন সংগে নেই, কৃষ্ণও নিবস্ত্র। আপনি এমন উপায় বলুন  
 যাতে ইন্দ্র বধূণ কবলে আমি তাঁকে নিবারণ কবতে পারি। তখন অগ্নিদেব  
 লোকপাল ববদূগকে স্মরণ কবলেন এবং ববদূগ উপস্থিত হ'লে তাঁর কাছ থেকে  
 চন্দ্রপ্রদত্ত গান্ডীব (১) ধনু, দুই অক্ষয় তুণীব, এবং কপিধ্বজ বথ চেয়ে নিয়ে  
 অর্জুনের দিলেন এবং কৃষ্ণকে একটি চক্র ও কৌমোদকী নামক গদা দিলেন।  
 কৃষ্ণাৰ্জুন দুই বথে আবোহণ কবলে অগ্নি খাণ্ডববন দগ্ধ করতে লাগলেন। শত্রু  
 পক্ষী চিংকার ক'বে পালাতে গেল, কিন্তু অর্জুনের বাণে বিশ্ব হয়ে অগ্নিতে পড়ল,  
 কোনও প্রাণী নিস্তার পেলে না। অগ্নিব আকাশস্পর্শী শিখা দেখে দেবতারা  
 উদ্বেগ হ'লেন। ইন্দ্রব আদেশে মেঘ থেকে সহস্রধাবায় জলবর্ষণ হ'তে ল'গল,  
 কিন্তু অগ্নিব তেজে তা আকাশেই শূন্য হয়ে গেল। এই সময়ে নাগরাজ তক্ষক  
 কুবুদ্ধিতে ছিলেন। তক্ষকপত্নী তাঁর পুত্র অশ্বসেনকে গিলে ফেলে বাইরে আসবার

(১) টীকাকাব নীলকণ্ঠ বলেন, গান্ডী বা গান্ডাবেব পৃষ্ঠবংশ (মেরুদণ্ড) দিখে  
 প্রস্তুত সেজনা গান্ডীব নাম।

চেপ্টা করলে অৰ্জুন তাঁর শিবশ্ছেদন করলেন। তখন ইন্দ্র বায়ু বর্ষণ করে অৰ্জুনকে মোহগ্রস্ত কবলেন, সেই সুযোগে অশ্বসেন মৃত্যু হ'ল। অগ্নি কৃষ্ণ ও অৰ্জুন তাকে শাপ দিলেন, তুমি নিবাপ্রাণ হবে। ইন্দ্র তাঁকে বর্ণিত কবেছেন এই কাবণে অৰ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শবজালে আকাশ আচ্ছন্ন কবলেন। ইন্দ্র ও অৰ্জুনের তুমুল যুদ্ধ হ'তে লাগল। অসুৰ গন্ধৰ্ব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি কৃষ্ণার্জুনকে হাবাবাব জন্য উপস্থিত হ'ল, কিন্তু অৰ্জুনের শবাঘাতে এবং কৃষ্ণের চক্রে আহত হয়ে সকলেই বিতাড়িত হ'ল। ইন্দ্র বজ্র নিয়ে এবং অন্যান্য দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ কবলেন, কিন্তু কৃষ্ণার্জুনের অস্ত্রাঘাতে তাঁদের চেপ্টা ব্যর্থ হ'ল। অবশেষে ইন্দ্র মন্দব পর্বতের একটি বিশাল শৃঙ্গ উৎপাটিত করে অৰ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ কবলেন। অৰ্জুনের বাণে পর্বতশৃঙ্গ সহস্রখণ্ড হয়ে খাণ্ডববনে পড়ল, অসংখ্য প্রাণী নিহত হ'ল।

দেবগণের পবাক্ষ দেখে ইন্দ্র আনন্দিত হয়ে কৃষ্ণার্জুনের প্রশংসা কবতে লাগলেন। তখন মহাগম্ভীরবশবে এই অশবীবিণী দৈববাণী হ'ল—বাসব, তোমার সখা তক্ষক দংশন হ'ল, তিনি কুবাক্ষেপ্রে আছেন। অৰ্জুন আব বাসুদেবকে কেউ যুদ্ধে জয় কবতে পারে না, তাঁরা পূর্বে নব-নাগায়ণ নামক দেবতা ছিলেন। দৈববাণী শ্রবণে ইন্দ্রাদি দেবগণ সুবলোকে চলে গেলেন, অগ্নি অবাধে খাণ্ডববন দংশন করে প্রাণিগণের মাংস বৃদ্ধি বসা খেয়ে পবিত্র হ'লেন। এই সময়ে ময় নামক এক অসুৰ তক্ষকের আবাস থেকে বেগে পালাচ্ছে দেখে অগ্নি তাকে খেতে চাইলেন। কৃষ্ণ তাকে মারবাব জন্য চক্র উদ্যত করলেন, কিন্তু ময়ের কাতর প্রার্থনায় এবং অৰ্জুনের অনুরোধে নিবস্ত হ'লেন। অগ্নি পনব দিন ধ'বে খাণ্ডববন দংশন কবলেন। তক্ষকপুত্র অশ্বসেন, নম্রাচিব ভ্রাতা ময় দানব এবং চারটি শাঙ্গক পক্ষী, এই ছটি প্রাণী ছাড়া কেউ জীবিত বইল না।

মন্দপাল নামে এক তপস্বীর সন্তান ছিল না। তিনি মৃত্যুর পর পিতৃলোকে স্থান পেলেন না, দেবগণ তাঁকে বললেন, আপনাব পিতৃ-ঋণ শোধ হয় নি, আপনি পুত্র উৎপাদন করে তবে এখানে আসুন। শীঘ্র বহু সন্তান লাভের জন্য মন্দপাল শাঙ্গক পক্ষী হয়ে জীবিতা নান্নী শাঙ্গিকাব সঙ্গে সংগত হ'লেন। জীবিতাব গর্ভে চারটি ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপন্ন হ'ল। খাণ্ডবদাহের সময় তারা ডিম্বের মধ্যেই ছিল, মন্দপালের প্রার্থনায় অগ্নি তাদের মাবলেন না। মন্দপাল তাঁর চার পুত্রকে নিয়ে জীবিতাব সঙ্গে অন্যত্র চলে গেলেন।

অনন্তর ইন্দ্র দেবগণের সঙ্গে এসে কৃষ্ণার্জুনকে বললেন, তোমাদের আশ্চর্য

কর্ম দেখে আমি প্রীত হয়েছি, বর চাও। অর্জুন ইন্দ্রের সমস্ত অস্ত্র চাইলেন। ইন্দ্র বললেন, মহাদেব যখন তোমার উপর প্রসন্ন হবেন তখন তোমাকে সকল অস্ত্র দেব। কৃষ্ণ বর চাইলেন, অর্জুনের সঙ্গে যেন তাঁর চিবস্থায়ী প্রীতি হয়। ইন্দ্র বর দিয়ে সদলে চলে গেলেন। অগ্নি কৃষ্ণার্জুনকে বললেন, আমি পবিত্র হযেছি, এখন তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। তখন কৃষ্ণ, অর্জুন ও ময় দানব তিনজনে রমণীয় নদীকূলে গিয়ে উপবেশন করলেন।



# সভাপর্ব

## ॥ সভাক্রিয়াপৰ্বাধ্যায় ॥

### ১। ময় দানবের সভানির্মাণ

কৃষ্ণ ও অর্জুন নদীতীরে উপবিষ্ট হ'লে ময় দানব কৃতাঞ্জলিপুটে সর্বিনয়ে অর্জুনকে বললেন, কৌন্তেয়, আপনি কৃষ্ণের ক্রোধ আব অগ্নির দহন থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। আপনার প্রত্যাশকাব কি করব বলুন। অর্জুন উত্তর দিলেন, তোমাব কর্তব্য সবই তুমি কবেছ, তোমাব মঙ্গল হ'ক, তোমাব আর আমাব মধ্যে যেন সর্বদা প্রীতি থাকে; এখন তুমি যেতে পার। ময় বললেন, আমি দানবগণের বিশ্বকর্মা ও মহাশিল্পী, আপনাকে তুষ্ট কববার জন্য আমি কিছু করতে ইচ্ছা করি। অর্জুন বললেন, প্রাণরক্ষার জন্য তুমি কৃতজ্ঞ হয়েছ, এ অবস্থায় তোমাকে দিয়ে আমি কিছু কবাতে চাই না। তোমাব অভিলাষ ব্যর্থ কবতেও চাই না, তুমি কৃষ্ণের জন্য কিছু কর, তাতেই আমাব প্রত্যাশকাব হবে।

ময় দানবের অনুবোধ শ্রুনে কৃষ্ণ একটু ভেবে বললেন, শিল্পিশ্রেষ্ঠ, যদি তুমি আমাদের প্রিয়কার্য কবতে চাও তবে ধর্মবাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন এক সভা নির্মাণ কব যাব অনুকরণ মানুষ্যের অসাধ্য। তার পর কৃষ্ণ ও অর্জুন ময়কে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে গেলেন। কিছুকাল গত হ'লে সনিশেষ চিন্তাব পর ময় সভানির্মাণে উদ্যোগী হলেন এবং পুণ্যাদিনে মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন কবে ব্রাহ্মণগণকে সম্বৃত পায়স ও বহুবিধ ধনরত্ন দিয়ে তুষ্ট কবলেন। তার পর তিনি চতুর্দিকে দশ হাজার হাত পরিমাপ ক'রে সর্ব স্বত্ব উপযুক্ত সভাস্থান নির্বাচন কবলেন।

জনর্দন কৃষ্ণ এতদিন ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস করছিলেন, এখন তিনি পিতার কাছে যেতে ইচ্ছুক হলেন। তিনি পিতৃষ্বসা কুন্তীব চরণে প্রণাম ক'রে ভগিনী সুভদ্রাব কাছে সন্মোহে বিদায় নিলেন এবং দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর হাতে সুভদ্রাকে সমর্পণ করলেন। তার পর তিনি স্বস্তিবাচন কবিয়ে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিলেন এবং শুভমুহুর্তে স্বর্ণভূষিত দ্রুতগামী বথে আরোহণ করলেন। কৃষ্ণের সারথি দানবকে সারিয়ে দিয়ে যুধিষ্ঠির নিজেই বল্গা হাতে নিলেন, অর্জুনও শ্বেত

চামব নিয়ে বথে উঠলেন। ভীম, নকুল, সহদেব ও পদুবাসিগণ রথের পিছনে চললেন। এইরূপে অর্ধ যোজন গিয়ে কৃষ্ণ যদুধিষ্ঠিরের পাদবন্দনা ক'বে তাঁকে ফিবে যেতে বললেন। তিনি ভীমসেনকে অভিবাদন এবং অর্জুনকে গাঢ় আলিঙ্গন বললেন, নকুল-সহদেব কৃষ্ণকে প্রণাম কবলেন, তাব পব কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সকলকেই আলিঙ্গন কবলেন। অনন্তব যদুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণ দ্বাবকাব অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁব বথ অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত পাণ্ডবগণ তাব দিকে চেয়ে বইলেন।

পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিবে এলে ময় দানব অর্জুনকে বললেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি একবাব কৈলাসেব উত্তববতী মৈনাক পর্বতে যাব। পদুবাকালে দানবগণ সেখানে যজ্ঞ কবতে ইচ্ছা কবেছিলেন, তাব জন্য আমি বিন্দুসবোববের নিকট কতকগুলি বিচিত্র ও মনোহব মণিময় দ্রব্য সংগ্রহ কবেছিলাম যা দানববাজ বৃষপর্বাব সভায় দেওয়া হয়। যদি পাওয়া যায় তবে সেগুলি আমি আপনাদেব সভাব জন্য নিয়ে আসব। বিন্দুসবোববের তীবে রাজা বৃষপর্বাব গদা আছে, তা স্বর্ণবিন্দুতে অলংকৃত, ভাবসহ, দৃঢ়, এবং লক্ষ গদাব তুল্য শত্রুঘাতিনী। সেই গদা ভীমেব যোগ্য। সেখানে দেবদত্ত নামক ববদুণেব শত্ৰুও আছে। এই সবই আমি আপনাদেব জন্য আনব।

ঈশান কোণে যাত্রা ক'বে ময় মৈনাক পর্বতে উপস্থিত হলেন। তিনি গদা, শত্ৰু বৃষপর্বাব স্ফটিকময় সভাদ্রব্য, এবং কিংবব নামক বাক্ষসগণ কতৃক বক্ষিত ধনরাশি সংগ্রহ ক'বে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিবে এলেন এবং ভীমকে গদা আব অর্জুনকে দেবদত্ত শত্ৰু দিলেন। তাব পব ময় ত্রিলোকাবখ্যাত দিব্য মণিময় সভা নির্মাণ কবলেন যাব দীপ্তিতে যেন সূর্যেব প্রভাও পবাস্ত হ'ল। এই বিশাল সভা নবোদিত মেঘেব ন্যায় আকাশ ব্যাপ্ত ক'বে রইল। তাব প্রাচীর ও তোবণ রত্নময়, অভ্যন্তব বহুবিধ উত্তম দ্রব্য ও চিত্রে সজ্জিত। কিংবব নামক ঝাট হাজাব আকাশচাবী মহাকায মহাবল রাক্ষস সেই সভা বক্ষা কবত। ময় দানব সেখানে একটি অতুলনীয় সবোবব বচনা কবলেন, তার সোপান স্ফটিকনির্মিত, জল অতি নির্মল, বিবিধ মণিবস্ত্রে সন্মাকীর্ণ এবং স্বর্ণময় পশ্ম মংসা ও কদুর্মে শোভিত। যে রাজাবা দেখতে এলেন তাঁদেব কেউ কেউ সবোবব বলে বদ্বতে না পেবে জলে প'ড়ে গেলেন। সভাস্থানেব সকল দিকেই পদুম্পিত বৃক্ষশোভিত উদ্যান ও হংসকারুণ্ডবাদি-সমন্বিত পদুম্বিণী ছিল। চোন্দ্র মাসে সকল কায সম্পন্ন ক'রে ময় যদুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দিলেন যে সভা প্রস্তুত হযেছে।

যদুধিষ্ঠিব ঘৃত ও মধু মিশ্রিত পাযস, ফলমূল, বরাহ ও হবিণের মাংস, তিলমিশ্রিত অন্ন প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য দিযে দশ হাজাব ব্রাহ্মণ ভোজন কবালেন এবং

তাদেব উত্তম বসন, মাল্য ও বহু সহস্র গাভী দান কবলেন। তাৰ পৰ গাঁত বাদ্য সহকাৰে দেবপূজা ও বিগ্ৰহস্থাপন ক'বে সভায় প্ৰবেশ কৰলেন। সাত দিন ধৰে মল্ল, ঝল্ল (১) সূত বৈঠালিক প্ৰভৃতি যুদ্ধিষ্ঠিৰাদিৰ মনোবঞ্জন কবলে। নানা দেশ থেকে আগত ঋষি ও নৃপতিদেব সঙ্গে পান্ডবগণ সেই সভায় আনন্দে বাস কৰতে লাগলেন।

## ২। যুদ্ধিষ্ঠিৰ-সকাশে নারদ

একদিন দেৱীৰ্ষি নাবদ পানিজাত, বৈবস্বত, সন্মুখ ও সৌম্য এই চাৰ জন ঋষিৰ সঙ্গে পান্ডবদেব সভায় উপস্থিত হলেন।। যুদ্ধিষ্ঠিৰ যথাবিধি আসন অৰ্থাৎ গো মধুপৰ্ক ও বহাদি দিবে সংবৰ্ধনা কবলে নাবদ প্ৰশ্নকালে ধৰ্ম কাম ও অৰ্থ নিষলক এইপ্ৰকাৰ বহু উপদেশ দিলেন।—মহাবাজ, তুমি অৰ্থচিন্তাৰ সঙ্গে সঙ্গে ধৰ্মচিন্তাও কৰ তো? কাল বিভাগ ক'বে সমভালে ধৰ্ম অৰ্থ ও কামেৰ সেৱা কৰ তো? তোমাৰ দুৰ্গসকল যেন ধনধান্য জল অম্ল যন্ত্ৰ যোদ্ধা ও শিল্পীগণে পৰিপূৰ্ণ থাকে। কঠোৰ দণ্ড দিয়ে তুমি যেন প্ৰজাদেব অবজ্ঞাজন হয়ো না। বীৰ, বুদ্ধিমান, পবিত্ৰসভাৰ, সদ্বংশজ ও অনুবৃত্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি কৰবে। সৈন্যগণকে যথাকালে খাদ্য ও বেতন দেবে। শৰণাগত শত্ৰুকে পুত্ৰবৎ ৰক্ষা কৰবে। পৰবাজ্য জয় ক'লে যে ধনবহু পাওয়া যাবে তাৰ ভাগ প্ৰধান প্ৰধান যোদ্ধাদেব যোগ্যতা অনুসারে দেবে। তোমাৰ যা অৰ্থ তাৰ অৰ্থ বা এক-তৃতীয়াংশে বা এক চতুৰ্থাংশে নিজেৰ নাম নিৰ্দ্ধাৰ কৰবে। গণক(২) ও লেখক(৩)গণ প্ৰত্যহ পূৰ্বাহ্নে তোমাকে আয়বাস্তৱ হিসাব দেবে। লোভী, চোৰ, বিশ্বেষী আৰ অল্পবয়স্ক লোককে বাৰ্ষিক ভাৰ দেবে না। তোমাৰ বাজ্যে যেন বড় বড় জলপূৰ্ণ তড়াগ থাকে, কৃষি যেন কেবল বৃষ্টিৰ উপৰ নিৰ্ভৰ না কৰে। কৃষকদেব যেন বীজ আৰ খাদ্যেৰ অভাৱ না হয়, তালা যেন অল্প সুদে ঋণ পায়। তুমি নাৰীদেব সঙ্গে মিষ্টবাক্যে আলাপ কৰবে কিন্তু গোপনীয় বিষয় বলবে না। ধনী আৰ দৰিদ্ৰেৰ মধ্যে বিবাদ হ'লে তোমাৰ অমাত্যৰা যেন ঘৃণ্য নিম্নে মিথ্যা বিচাৰ না কৰে। অন্ধ মূক পঙ্গু অনাথ ও ভিক্ষুদেব পিতাৰ ন্যায় পালন কৰবে। নিদ্রা আলস্য ভয় ক্ৰোধ মদুতা ও দীৰ্ঘমিত্ৰতা এই ছয় দোষ পৰিহাৰ কৰবে।

নাবদেব চৰণে প্ৰণত হয়ে যুদ্ধিষ্ঠিৰ বসলেন, আপনাৰ উপদেশে আত্মাৰ জ্ঞানবৰ্দ্ধি হ'ল, যা বসলেন তাই আৰ্জি কৰব। আপনি যে ৰাজধৰ্ম বিবৃত কবলেন

তা আমি যথাশক্তি পালন ক'বে থাকি। আমি সংপথেই চলতে ইচ্ছা করি, কিন্তু পূর্ববর্তী জিতেন্দ্রিয় নৃপতিগণ যে ভাবে কর্তব্যপালন কবতেন তা আমি পারি না। তাব পব যদুর্ধিস্তব বললেন, ভগবান, আপনি বহু লোকে বিচরণ ক'রে থাকেন, এই সভাব তুল্য বা এব চেয়ে ভাল কোনও সভা দেখেছেন কি? নারদ সহাস্যে বললেন, তোমাব এই সভাব তুল্য অন্য সভা আমি মনুষ্যালোকে দেখি নি, শূন্যও নি। তবে আমি ইন্দ্র যম ববুণ কুবের ও ব্রহ্মাব সভাব কথা বলছি শোন।—

' ইন্দ্রের সভা শত যোজন দীর্ঘ, দেউ শ যোজন আয়ত, পাঁচ যোজন উচ্চ, তা ইচ্ছানুসাবে আকাশে চালিত কবা যায়। সেখানে জরা শোক ক্লান্তি নেই, ইন্দ্রাণী শচী সেখানে শ্রী লক্ষ্মী হুী করীতি ও দ্যুতি দেবীর সঙ্গে বিবাজ কবেন। দেবগণ, সিংধ ও সাধ্যগণ, বহু মহর্ষি, রাজা হবিশ্চন্দ্র, গন্ধর্ব ও অসুবা সকল সেখানে থাকেন। যমের সভা তৈজস উপাদানে নির্মিত, সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, তাব বিস্তার শত যোজন, দৈর্ঘ্য আরও বেশী। স্বর্গীয় ও পার্থিব সর্বাধ ভোগ্য বস্তু সেখানে আছে। যযাতি, নহুষ, পুৰুষ, মান্ধাতা, ধ্রুব, কাতর্বীর্ষার্জুন, ভবত, নিয়ধপতি নল, ভগীবথ, বাম-লক্ষ্মণ, তোমার পিতা পাণ্ডু প্রভৃতি সেখানে থাকেন। ববুণের সভা জলমধ্যে নির্মিত, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে যমসভাব সমান, তার প্রাকাব ও তোরণ শূদ্র। সেই সভা অধিক শীতলও নয় উষ্ণও নয়, সেখানে বাসদিক তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ এবং বিবোচনপুত্র বলি প্রভৃতি দৈত্যদানবগণ থাকেন। চাব সমুদ্র, গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদী, তীর্থ-সবোবব, পর্বতসমূহ এবং জলচরণ মর্তিমান হয়ে সেখানে ববুণের উপাসনা কবে। কুবেরের সভা এক শ যোজন দীর্ঘ, সত্তর যোজন বিস্তৃত, কৈলাসশিখরের ন্যায় উচ্চ ও শূদ্রবর্ণ। যক্ষগণ সেই সভা আকাশে বহন করে। কুবের সেখানে বিচিত্র বসন ও আভরণে ভূষিত হয়ে সহস্র বমণীতে বেষ্টিত হয়ে বাস করেন, দেব ও গন্ধর্বগণ অসুরাদেব সঙ্গে দিবাতে গান কবেন। মিশ্রকেশী মেনকা উর্বশী প্রভৃতি অসুবা, যক্ষ ও বাক্ষসগণ, বিশ্বাবসু হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব, এবং ধার্মিক বিভীষণ সেখানে থাকেন। পুলস্ত্যাব পুত্র কুবের উমাপতি শিবকে নর্তাশরে প্রণাম ক'বে সেই সভায় উপবেশন কবেন।

মহাবাজ, আমি সূর্যের আদেশে সহস্রবৎসরব্যাপী ব্রহ্মরত অনুষ্ঠান করি, তাব পব তাঁব সঙ্গে ব্রহ্মাব সভায় যাই। সেই সভা অবর্ণনীয়, তাব বৃপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়। সেখানে ক্ষুদ্রপাশা বা প্লানি নেই, তার প্রভা ভাস্কবকে অতিক্রম করে। দক্ষ প্রচেতা কশ্যপ বশিষ্ঠ দুর্বাসা সনৎকুমার অসিতদেব প্রভৃতি মহাত্মা, আদিত্য বসু বৃহ প্রভৃতি গণদেবতা, এবং শরীরী ও অশরীরী পিতৃগণ সেখানে

ব্রহ্মাৰ উপাসনা করেন। ভৱতনন্দন যদুধিষ্ঠিৰ, দেবতাদেৱ এইসকল সভা আমি দেখেছি, মনুষ্যালোকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তোমাৰ সভাও এখন দেখলাম।

যদুধিষ্ঠিৰ বললেন, মহামুনি, ইন্দুসভাৰ বৰ্ণনাৰ আগনি একমাত্ৰ ৰাজৰ্ষি হৰিশ্চন্দ্ৰৰ নামই বললেন। তিনি কোন কৰ্মেৰ ফলে সেখানে গেলেন? আপনি যমেৰ সভাৰ আমাৰ পিতা পান্ডুকে দেখেছেন। তিনি কি বললেন তাও জানতে আমাৰ পৰম কৌতুহল হচ্ছে।

নাবদ বললেন, বাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ সকল নবপতিৰ অধীশ্বৰ সম্ৰাট ছিলেন, তিনি ৰাজসূয় যজ্ঞে ব্ৰাহ্মণগণকে বিস্তৰ ধন দান কৰিছিলেন। যে বাজাবা ৰাজসূয় যজ্ঞ কৰেন, যাঁবা পলায়ন না কৰে সংগ্ৰামে নিহত হন, এবং যাঁবা তীব্ৰ তপস্যা কৰিবৰ ত্যাগ কৰেন, তাঁবা ইন্দুসভাৰ নিত্য বিৰাজ কৰেন। হৰিশ্চন্দ্ৰৰ শ্ৰীবৃদ্ধি দেখে তোমাৰ পিতা পান্ডু বিস্মিত হয়েছেন এবং আমাকে অনুৰোধ কৰেছেন যেন মৰ্ত্যলোকে এসে তাঁব এই কথা আমি তোমাকে বলি — পুত্ৰ, তুমি পৃথিৱী জয় কৰতে সমৰ্থ, ভ্ৰাতাৱা তোমাৰ বশবৰ্তী, এখন তুমি শ্ৰেষ্ঠ যজ্ঞ ৰাজসূয়েৰ অনুষ্ঠান কৰ, তা হ'লে আমি হৰিশ্চন্দ্ৰৰ ন্যায় ইন্দুসভাৰ বহুকাল সুখভোগ কৰতে পাবব। অতএব যদুধিষ্ঠিৰ, তুমি তোমাৰ পিতাৰ এই সংকল্প সিদ্ধ কৰ। এই উপদেশ দিযে নাবদ তাঁৰ সঙ্গী ঋষিদেব নিষে স্নাবকাৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰলেন।

## ॥ মন্ত্ৰপৰ্বাধ্যায় ॥

### ৩। কৃষ্ণ-যদুধিষ্ঠিৰাদিৰ মন্ত্ৰণা

নাবদেৰ কথা শুনে যদুধিষ্ঠিৰ ৰাজসূয় যজ্ঞেৰ বিষয় বাব বাব ভাবতে লাগলেন। তিনি ধৰ্মানুসাৰে অপক্ষপাতে সকলেৰ হিতসাধনে প্ৰস্তুত হলেন এবং ক্ৰোধ ও গৰ্ব ত্যাগ কৰে কেবল এই কথাই বলতে লাগলেন — যাৰ মা দেশ আছে তা দাও; ধৰ্মই সাধু, ধৰ্মই সাধু। প্ৰজাবা যদুধিষ্ঠিৰকে পিতাৰ তুল্য জ্ঞান কৰত, তাঁৰ শত্ৰু ছিল না এজন্য তিনি অজাতশত্ৰু নামে খ্যাত হলেন। তিনি ভ্ৰাতাদেৰ উপৰ বিভিন্ন কৰ্মেৰ ভাব দিযে তাঁদেৰ সাহায্যে ৰাজ্য শাসন ও পালন কৰতে লাগলেন। তাঁব ৰাজত্বকালে বাধুৰ্ষী (তেজাবৰ্তি), যজ্ঞকাৰ্য, গোবক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্যেৰ সৰ্বশেষ উন্নতি হ'ল। ৰাজকৰেৰ অনাদায়, কৰেৰ জন্য প্ৰজাপীড়ন, ব্যাধি ও অগ্নিভয় ছিল না, ৰাজকৰ্চাৰীদেৰ মিথ্যাচাৰ শোনা যেত না।

যদুধিষ্ঠিৰ ৰাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধে তাঁৰ মন্ত্ৰী ও ভ্ৰাতাদেৰ মত জিজ্ঞাসা কৰলে

তাঁরা বললেন, আপনি সম্রাট হ'বার যোগ্য, আপনার সুহৃদ্বর্গ মনে কবেন যে এখনই রাজসূয় যজ্ঞ কব'বার প্রকৃষ্ট সময়। পুনোহিত ও মর্নিগণও এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। সর্বলোকশ্রেষ্ঠ জনাৰ্দ্দন কৃষ্ণের মত জানা কৰ্তব্য এই ভেবে যুধিষ্ঠিৰ একজন দূতকে দ্রুতগামী রথে দ্বাবকাষ পাঠালেন, কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিৰেব ইচ্ছা জেনে সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন।

কৃষ্ণ বললেন, মহাবাজ, রাজসূয় যজ্ঞ কব'বার সকল গুণই আপনাব আছে, তথাপি কিছু বর্নাহি শুনান। পৃথিবীতে এখন যেসকল রাজা বা ক্ষত্রিয় আছেন তাঁরা সকলেই পদব্রবা বা ইক্ষ্বাকব বংশধব। যযাতি থেকে উৎপন্ন ভেজবংশীয়গণ চতুর্দিকে রাজত্ব কবছেন, কিন্তু তাঁদের সবলকে অভিভূত কবে জবাসন্ধ এখন শীর্ষস্থান অধিকাব কবছেন। সমস্ত পৃথিবী যা'ব বশে থাকে তিনিই সম্রাটেব পদ লাভ কবেন। প্রতাপশালী শিশুপাল সেই জবাসন্ধেব সেনাপতি। কব্ধ দেশেব রাজা মহাবল বরু, কলভ মেঘবাহন প্রভৃতি রাজা, এবং আপনাব পিতাব সখা মদ্র ও নবক দেশেব অধিপতি বৃন্দ্র যবনবাজ ভগদত্ত, এ'রা সকলেই জবাসন্ধেব অনুগত। কেবল আপনাব মাতুল পদ্ব্যজ্ঞ—যিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশেব রাজা—স্নেহবশে আপনাব পক্ষে আছেন। যে দূর্মতি নিজেকে পদব্রবোত্তম ও বাসুদেব বলে প্রচাব কবে এবং আমাব চিহ্ন ধাবণ কবে, সেই বঙ্গ-পদ্ব্যজ্ঞ-কিবাতের রাজা পৌণ্ড্রকও জবাসন্ধেব পক্ষে গেছে। ভোজবংশীয় মহাবল ভীষ্মকেব সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। (১) আছে, আমবা সর্বদা তাঁ'ব প্রিয় আচরণ কবি, তথাপি তিনি জবাসন্ধেব সঙ্গে যোগ দিযেছেন। বহু দেশেব রাজাবা জবাসন্ধেব ভয়ে নিজ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিযেছেন। দূর্মতি বংস জবাসন্ধেব দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিবাহ কবে শ্বশুরেব সহায়তায় নিজ জ্ঞাতীদের উপব পীড়ন করেছিল, সেজন্য বলবাম ও আমি কংসকে বধ কবি। তাবপব আমবা আত্মীয়দের সঙ্গে মন্ত্রণা কবে এই সিদ্ধান্তে, এলাম যে তিন শ বংসব নিবন্তব যুধ্ধ কবেও আমবা জবাসন্ধেব সেনা সংহাব কবতে পারব না।

হংস ও ডিম্ভক নামে দুই মহাবল রাজা জবাসন্ধেব সহায় ছিলেন। বহু বাব যুধ্ধ কব'বার পব বলবাম হংসকে বধ কবেন, সেই সংবাদ শুনে মনের দুঃখে ডিম্ভকও জলমগ্ন হয়ে প্রাণত্যাগ কবেন। জবাসন্ধ তখন তাঁ'ব সৈন্যদল নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিবে যান, আমবাও আনন্দিত হয়ে মথুরায় বাস কবতে লাগলাম। তা'ব পব কংসেব পত্নী অস্তি তাঁ'ব পিতা জবাসন্ধেব কাছে গিয়ে বাব বার বললেন, আমার

(১) ভীষ্মক বৃক্শিগণী'ব পিতা, কৃষ্ণেব শ্বশুর।

পতিহন্তাকে বধ করুন। তখন আমরা ভয় পেয়ে জ্ঞাতি ও বন্ধুদের সঙ্গে পশ্চিম দিকে পালিসে গেলাম এবং বৈবতক পর্বতের নিকট কুশস্থলীতে দুর্গসংস্কার ক'বে সেখানেই আশ্রয় নিলাম। সেই দুর্গস্থানে দেবতাবাও আসতে পারেন না এবং স্ত্রীলোকও তা বন্ধা করতে পারে। বৈবতক পর্বত তিন যোজন দীর্ঘ, এক যোজন বিস্তৃত। আমাদের গিবিদুর্গে শত শত দ্বার আছে, আঠার জন দুর্ধর্য যোদ্ধা তার প্রত্যেকটি রক্ষা করে। আমাদের কুলে আঠার হাজার ভ্রাতা আছেন। চাবুদেষ্, চবুদেব, তাঁব ভ্রাতা, সাত্যাকি, আমি, বলবাম এবং শাম্ব আমরা এই সপ্ত রথী যুদ্ধে বিষ্ণুর তুল্য। এ ছাড়া কৃতবর্মা, অনাশুচি, কংক বৃদ্ধ অশ্ববভোজ রাজা এবং তাঁব দুই পুত্র প্রভৃতি যোদ্ধারা আছেন। এরা সকলেই এখন বৃষ্টি (১) গণের সঙ্গে বাস করছেন এবং পূর্ব বাসভূমি মথুরার কথা ভাবছেন।

মহাবাজ, জবাসন্ধ জীবিত থাকতে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবেন না। তিনি মহাদেবের বরপ্রভারে হেয়শি জন রাজাকে জয় ক'লে তাঁর রাজধানী গিবিরজে বন্দী ক'রে রেখেছেন, আবও চ্যামদ জনকে পেলেই তিনি সন্ধ্যায় বলি দেন। যদি আপনি যজ্ঞ করতে চান তবে সেই রাজাদের মুক্তি দেবার এবং জবাসন্ধকে বধ করবার চেষ্টা করুন।

ভীম বললেন, কৃষ্ণ অর্জুন আর আমি তিন জনে মিলে জবাসন্ধকে জয় করতে পারি। যুধিষ্ঠির বললেন, ভীমার্জুন আমায় দুই চক্ষু, জনার্দন, তুমি আমায় মন। তোমাদের বিসর্জন দিলে আমি কি ক'রে জীবন ধারণ করব? স্বয়ং যমবাজ ও জবাসন্ধকে জয় করতে পারেন না। অতএব রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প ত্যাগ করাই উচিত মনে করি।

অর্জুন বললেন, মহাবাজ, আমি দুলভ ধনু, শব, উৎসাহ, সহায় ও শক্তির অধিকারী, বলপ্রসোগ করাই আমি উচিত মনে করি। যদি আপনি যজ্ঞের সংকল্প ত্যাগ করেন তবে আপনার গুণহীনতাই প্রকাশ পাবে। যদি শান্তিভ্রমারী নরন হ'তে চান তবে এব পর কাষায় বশ্ত ধারণ করবেন, কিন্তু এখন সাম্রাজ্যলাভ করুন, আমরা সপ্তে যুদ্ধ করব।

### ৪। জরাসন্ধের পূর্ববৃত্তান্ত

কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন ভবতবংশের যোগ্য কথা বলেছেন। যুদ্ধ না ক'রে কেউ অমর হয়েছে এমন আমরা শুনিনি। বৃদ্ধমানের নীতি এই যে, অতিপ্রবল

শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করবে না, জরাসন্ধ সম্বন্ধে আমার তাই মত। আমরা ছদ্মবেশে শত্রুগৃহে প্রবেশ করব এবং তাকে একাকী পেলেই অভীষ্ট সিদ্ধি কবব। আমাদের আত্মীয় নৃপতিদের মুক্তির জন্য আমবা জরাসন্ধকে বধ করতে চাই, তাব ফলে যদি মরি তবে আমাদের স্বর্গলাভ হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণ, এই জবাসন্ধ কে? তাব কিব্দূপ পবাক্রম যে অগ্নিতুল্য তোমাকে স্পর্শ ক'বে পতঙ্গের ন্যায় পড়ে মরে নি? কৃষ্ণ বললেন, মহাবাজ, জরাসন্ধ কে এবং আমবা কেন তার বহু উৎপীড়ন সহ্য কবেছি তা বলছি শুনুন। বৃহদ্রথ নামে মগধদেশে এক রাজা ছিলেন, তিনি তিন অশ্বোহিণী সেনার অধিপতি। কাশীবাজেব দুই যমজ কন্যাকে তিনি বিবাহ কবেন। বৃহদ্রথ তাঁব দুই ভাৰ্ষ্যাকে প্রতিশ্রুতি দিযেছিলেন যে, দুজনকেই সমদৃষ্টিতে দেখবেন। রাজার যৌবন গত হ'ল তথাপি তিনি পুত্রলাভ করলেন না। উদাবচেতা চন্ডকৌশিক মর্দনি রাজাকে একটি মন্ত্রসিদ্ধ আশ্রফল দেন, সেই ফল দুই খণ্ড ক'বে দুই বাজপত্নী খেলেন এবং গর্ভবতী হয়ে দশম মাসে দুজনে দুই শরীরখণ্ড প্রসব কবলেন। তাব প্রত্যেকটিব এক চক্ষু, এক বাহু, এক পদ এবং অর্ধ মূখ উদব নিতম্ব। বাজ্ঞীবা ভয়ে ও দুঃখে তাঁদের সন্তান পবিত্যাগ কবলেন, দুজন ধাত্রী সেই দুই সজীব প্রাণিখণ্ড আবৃত ক'রে বাইবে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলে। সেই সময়ে জবা নামে এক রাক্ষসী সেখানে এল এবং খণ্ড দুটিকে দেখে সন্দুশ্য কববাব ইচ্ছায সংযুক্ত করলে। তৎক্ষণাৎ একটি পুর্ণাঙ্গ বীব কুমার উৎপন্ন হ'ল। রাক্ষসী বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেখতে লাগল, বজ্রতুল্য গুবুভাব শিশুকে সে তুলতে পাবলে না। বালক তাব তাম্রবর্ণ হাতেব মৃঠি মূখে পদেব সজল মেঘেব ন্যায গর্জন ক'বে কাঁদতে লাগল। সেই শব্দ শুনে রাজা, তাঁর দুই পত্নী, এবং অন্তঃপুরের অন্যান্য লোক সেখানে এলেন। জবা রাক্ষসী নারীমূর্তি ধারণ ক'রে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বললে, বৃহদ্রথ, তোমার পুত্রকে নাও, ধাত্রীবা একে ত্যাগ কবেছিল, আমি রক্ষা করেছি। তখন দুই কাশীরাজকন্যা বালককে কোলে নিয়ে স্তনদুগ্ধধাবায় স্নান করালেন।

রাজা বৃহদ্রথ জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পুত্রপ্রদায়িনী কল্যাণী পশ্মকোষবর্ণা, তুমি কে? রাক্ষসী উত্তর দিলে, আমি কামব্দূপিণী জরা বাক্ষসী, তোমার গৃহে আমি সন্নে বাস কবাছি। গৃহদেবী নামে রাক্ষসী প্রত্যেক মানুষের গৃহে বাস করে, দানববিনাশের জন্য ব্রহ্মা তাদের সৃষ্টি করেছেন। যে লোক ভক্তি ক'রে গৃহদেবীকে ঘবের দেওঘালে চিত্রিত ক'বে রাখে তার প্রীতুন্দি হয়। মহারাজ, আমি তোমার গৃহপ্রাচীরে চিত্রিত থেকে গন্ধ পদ্প ভোজ্যাদির দ্বারা পুজিত হিছি, সেজন্য তোমার



প্রত্যাশকাব করতে ইচ্ছা করি। এই বলে রাক্ষসী অন্তর্হিত হ'ল। জরা রাক্ষসী সেই কুমারকে সন্নিহিত অর্থাৎ যোজিত করেছিল সেজন্য তার নাম জরাসন্ধ হ'ল।

যথাকালে জরাসন্ধকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ক'বে বৃহদ্রথ তাঁর দুই পত্নীর সঙ্গে তপোবনে চ'লে গেলেন। চন্দ্রকৌশিকের আশীর্বাদে জরাসন্ধ সকল বাজাব উপব প্রভৃষ্ণ এবং দ্বিপদারার মহাদেবকে সাক্ষাৎ দর্শনের শক্তি লাভ করলেন। কংস হংস ও ডিম্বকের মতু্যব পব আমার সঙ্গে জরাসন্ধেব প্রবল শত্রুতা হ'ল। • তিনি একটা গদা নিবেনস্বই ব'ব ঘূর্বিয়ৈ গিবিব্রজ থেকে মথুরাব অভিভ্রুথে নিক্ষেপ করেন, সেই গদা নিবেনস্বই যোজন দূবে পতিত হয়। মথুরার নিকটবর্তী সেই স্থানের নাম গদাবসান।

## ॥ জরাসন্ধবধপর্বাদ্যায় ॥

### ৫। জরাসন্ধবধ

তার পব কৃষ্ণ বললেন, জরাসন্ধেব প্রধান দুই সহায় হংস আব ডিম্বক মবেছে, কংসকেও আমি নিহত কবেছি, অতএব জরাসন্ধবধেব এই সময়। কিন্তু সুরাসদুবও সম্মুখযুদ্ধে তাঁকে জয় করতে পাবেন না, সেজন্য ময়যুদ্ধেই তাঁকে মাবতে হবে। আমি কৌশলজ্ঞ, ভীম বলবান, আব অর্জুন আমাদের বক্ষক, আমবা তিনজন মিলে মগধবাজকে জয় করতে পাবব। আমরা যদি নির্জনে স্থানে তাঁকে আহ্বান কবি তবে তিনি নিশ্চয় আমাদের একজনেব সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তিনি বাহুবলে দীর্ঘত সেজন্য আমার বা অর্জুনেব সঙ্গে যুদ্ধ কবা অপমানজনক মনে করবেন, ভীমসেনের প্রতিস্বপ্নী হ'তেই তাঁর লোভ হবে। মহাবল ভীম নিশ্চয় তাঁকে বধ করতে পাববেন। যদি আমার উপব আপনাব বিশ্বাস থাকে, তবে ভীমার্জুনেকে আমার সঙ্গে যেতে দিন।

যুধিষ্ঠির বললেন, অচ্যুত, তুমি পাণ্ডবদেব প্রভু, আমবা তোমার আশ্রিত, তুমি যা বলবে তাই কবব। যখন আমরা তোমার আজ্ঞাধীন তখন জরাসন্ধ নিশ্চয় নিহত হবেন, বাজারা মদ্রুস্তি পাবেন, আমার বাজসু্য যন্ত সম্পন্ন হবে। জগন্নাথ, তুমি আমাদের কার্য শীঘ্র নির্বাহের জন্য মনোযোগী হও। কৃষ্ণ বিনা অর্জুন অথবা অর্জুন বিনা কৃষ্ণ থাকতে পাবেন না, কৃষ্ণার্জুনের অজেয় কেউ নেই। আব, তোমাদের সঙ্গে মিলিত হ'লে বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীমান বৃকোদর কি না কবতে পাবেন ?

কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন স্নাতক(১) ব্রাহ্মণের বেশ ধরে মগধযাত্রা করলেন। তাঁরা কুব্জরাজ্যের মধ্য দিয়ে গিয়ে কালকট দেশ অতিক্রম করে গন্ডকী, মহাশোণ, সদানীবা, সরয়, চর্মস্বতী প্রভৃতি নদী পাব হয়ে মিথিলায় এলেন। তার পর পূর্বমুখে গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করে মগধ দেশে প্রবেশ করলেন এবং গির্বিরাজ নগরের প্রান্তস্থ মনোবম চৈত্যক পর্বতে উপস্থিত হলেন। এই স্থানে রাজা বৃহদ্রথ এক বৃষরূপধারী মাংসাশী দৈত্যকে বধ করেন এবং তার চর্ম আর নাড়ী দিয়ে তিনটি ভেবী প্রস্তুত করিয়ে স্থাপন করেন। কৃষ্ণ ও ভীমার্জুন সেই ভেবী ভেঙে ফেলে পর্বতের এক বিশাল প্রাচীন শৃঙ্গ উৎপাটিত করে নগরে প্রবেশ করলেন।

তাঁরা নগরের সমৃদ্ধি দেখতে দেখতে রাজমার্গ দিয়ে চললেন। এক মালাকাবের কাছ থেকে মাল্য আর অঙ্গবাগ কেড়ে নিয়ে তাঁরা নিজেদের বস্ত্র বঞ্জিত করলেন এবং মালাধারণ করে অগ্নিবৃন্দনে চর্চিত হলেন। তার পর জনাকীর্ণ তিনটি কক্ষা (মহল) অতিক্রম করে সগর্বে জবাসন্ধের কাছে এসে বললেন, রাজা, আপনার স্বাস্থ্য ও কুশল হ'ক। জবাসন্ধ তখন একটি ব্রতচরণের জন্য উপবাসী ছিলেন। তিনি আগন্তুকদের বেশ দেখে বিস্মিত হলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্যাদি দিয়ে সম্মান করে বললেন, আপনারা বসুন। তিনজনে উপবিষ্ট হলে জবাসন্ধ বললেন, আপনারা মালাধারণ ও চন্দনাদি অনুলেপন করেছেন, বঞ্জিত বস্ত্র পরেছেন, আপনাদের বেশ ব্রাহ্মণের ন্যায় কিন্তু বাহুবলে ধনুর্গুণের আঘাতচিহ্ন দেখাচ্ছে। সত্য বলুন আপনারা কে। চৈত্যক পর্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করে ছন্দ্রবেশে অম্বাব দিয়ে কেন এসেছেন? আমি যথাবিধি অর্ঘ্যাদি উপহার দিয়েছি, কিন্তু আপনারা তা নিলেন না কেন?

স্নিগ্ধগম্ভীর কণ্ঠে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, রাজা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন জাতিই স্নাতকের ব্রত নিয়ে মালাদি ধারণ করতে পারে। আমরা ক্ষত্রিয় সেজন্য আমাদের বাক্যবল বেশী নেই, যদি চান তো বাহুবল দেখাতে পারি। বৃদ্ধিমান লোকে অম্বাব দিয়ে শত্রু গৃহে এবং স্ৱার দিয়ে মিত্রের গৃহে যায়। আমরা কোনও প্রয়োজনে এখানে এসেছি, আপনি আমাদের শত্রু সেজন্য আপনার প্রদত্ত অর্ঘ্য আমরা নিতে পারি না। জবাসন্ধ বললেন, আপনাদের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করিছি এমন মনে পড়ে না। আমি নিষ্পবাহ, তবে আমাকে শত্রু বলছেন কেন?

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, ক্ষত্রিয়কুলের নেতৃস্থানীয় কোনও এক ব্যক্তি বা আদেশে আমরা তোমাকে শাসন করতে এসেছি। তুমি বহু ক্ষত্রিয়কে অববৃদ্ধ করে বেখেছ,

(১) যিনি ব্রহ্মচর্য সমাপনের পর স্নান করে গৃহস্থাপ্রবেশ প্রবেশ করেছেন।

সংস্খভাব রাজগণকে রুদ্ধের নিকট বলি দেবার সংকল্প করছে। তোমার এই পাপকার্য নিবারণ না করলে আমাদেরও পাপ হবে। আমবা ধর্মচারী, ধর্মবক্ষায় সমর্থ। মনুষ্যবলি আমবা কখনও দেখি নি, তুমি স্বয়ং ক্ষত্রিয় হয়ে কোন বৃদ্ধিতে ক্ষত্রিয়-গণকে মহাদেবের নিকট পশুরূপে বলি দিতে চাও? ক্ষত্রিয়দের বক্ষাব নিমিত্ত আমবা তোমাকে বধ কবতে এসেছি। আমবা ব্রাহ্মণ নই, আমি হৃষীকেশ কৃষ্ণ, এ'বা দুজন পাণ্ডুপুত্র। আমবা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি, হয় বন্দী বাজাদেব মৃত্যু দাও, না হয় যমালয়ে যাও।

জবাসন্ধ বললেন, কৃষ্ণ, যাকে সবলে জয় করা হয় তাকে নিয়ে যা ইচ্ছা করা যেতে পারে—এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। দেবতার জন্য যাদের এর্নোছ ভয় পেয়ে তাদের ছেড়ে দিতে পারি না। তোমাবা কিপ্রকার যুদ্ধ চাও? ব্যূহিত সৈন্য নিয়ে, না তোমাদের একজন বা দুজন বা তিনজনই আমাব সঙ্গে যুদ্ধ কববে? কৃষ্ণ বললেন, আমাদের তিনজনের মধ্যে কার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ কবতে চাও? জবাসন্ধ ভীমসেনকে নির্বাচন কবলেন।

পূর্বোহিত গোবোচনা মালা প্রভৃতি মাংগল্য দ্রব্য এবং বেদনা ও মূর্ছা নিবারণ ঔষধ নিয়ে বাজাব কাছে এলেন। স্বস্ত্যয়নের পব জবাসন্ধ কীরীট খুলে ফেলে দৃঢ়ভাবে কেশবন্দন ক'বে ভীমের সম্মুখীন হলেন। কৃষ্ণ ভীমের জন্য স্বস্ত্যয়ন কবলে ভীমও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলেন। দুই যোদ্ধা বাহু ও চবণ শ্বাবা পরস্পরকে বেষ্ঠন ও আঘাত কবতে লাগলেন এবং ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় স্তম্ভনযনে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁ'বা হস্তী'ন ন্যায় গর্জন ক'বে পরস্পরের কাটি সন্ধ পার্শ্ব ও অধোদেশে প্রহাব কবতে লাগলেন। বহু সহস্র ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি স্ত্রীপুংদ্র যুদ্ধ দেখবার জন্য সেখানে সমবেত হ'ল।

কার্তিক মাসেব প্রথম দিনে আবম্ভ হয়ে সেই যুদ্ধ অনাহাবে অবিশ্রামে দিবাবাত্র চলল। চতুর্দশ দিবসে বাত্রিকালে জবাসন্ধ ক্রান্ত হয়ে কিছুক্ষণ নিবৃত্ত হলেন। তখন কৃষ্ণ ভীমকে বললেন, যুদ্ধে ক্রান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নয়, অধিক পীড়ন কবলে প্রাণহানি হয়। অতএব তুমি মৃদুভাবে বাহুদ্বাবা রাজার সঙ্গে যুদ্ধ কব। কৃষ্ণের কথায় ভীম জবাসন্ধেব দুর্বলতা বুঝলেন এবং তাঁকে বধ কববার জন্য আরও সচেষ্ট হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, এই পাপী তোমাব অনেক স্বজন নিহত কবেছে, এ অনুগ্রহেব যোগ্য নয়। কৃষ্ণ বললেন, ভীম, তোমাব পিতা পবনদেবের কাছে যে দৈববল পোয়েছ সেই বল এখন দেখাও।

তখন ভীম জবাসন্ধকে দুই হাতে তুলে শতবার ঘূর্ণিত ক'বে ভূমিতে ফেলে

নিষ্পষ্ট ক'রে গজর্জন কবতে লাগলেন এবং দুই পা ধ'বে টান দিয়ে তাঁর দেহ ম্বিধা বিভক্ত কবলেন। জবাসন্ধের আত্ননাদ ও ভীমের গজর্জন শব্দে মগধবাসীরা হস্ত হ'ল, স্ত্রীদের গর্ভপাত হ'ল। তাব পর জবাসন্ধেব মৃতদেহ রাজভবনের স্মারে ফেলে দিখে কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন সেই রাত্রিতেই বন্দী বাজাদেব মৃত্যু করলেন।

জবাসন্ধেব দিব্যবথে রাজাদেব তুলে নিয়ে তাঁবা গিরিরাজ থেকে নিষ্কান্ত হলেন। এই বথ ইন্দ্র উপবিচব বসুকে দিয়েছিলেন, উপরিচবের কাছ থেকে বৃহদ্রথ এবং তাব পব জবাসন্ধ পান। কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করলে গবুড় সেই বথেব ধ্বজে বসলেন, কৃষ্ণ স্বয়ং সাবধি হলেন। কাবামৃত্ত কৃতত্ত্ব বাজারা সবিনয়ে বললেন, দেবকীনন্দন, আমবা প্রণাম কবাহি, আজ্ঞা কবুন আমাদেব কি কবতে হবে। যে কর্ম মানদুষেব পক্ষে দৃষ্টকব তাও আমবা কবতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ তাঁদের আশ্বস্ত ক'বে বললেন, যদ্বিধিষ্ঠব রাজসূয় যজ্ঞ ক'বে সম্রাট হ'তে ইচ্ছা কবেন, আপনাবা তাঁকে সাহায্য কববেন। বাজাবা সানন্দে সম্মত হলেন।

এই সময়ে জবাসন্ধের পুত্র সহদেব তাঁর পুর্বোহিত অমাত্য ও স্বজনবর্গেব সগে এসে বাসুদেবকে কৃতাজলিপুটে প্রণাম কবলেন। কৃষ্ণ তাঁকে অভয় দিখে তাঁব প্রদত্ত মহার্ঘ রত্নসমূহ নিলেন এবং তাঁকে মগধেব বাজপদে অভিষিক্ত কবলেন। অনন্তর কৃষ্ণ ও ভীমার্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিবে এসে যদ্বিধিষ্ঠকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। যদ্বিধিষ্ঠব অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং রাজাদেব যথাযোগ্য সম্মান ক'বে তাঁদেব স্বরাজ্যে যেতে আজ্ঞা দিলেন। কৃষ্ণও স্ৱাকাষ ফিবে গেলেন।

## ॥ দিগ্‌বিজয়পর্বাদ্যায় ॥

### ৬। পাণ্ডবগণের দিগ্‌বিজয়

অর্জুন যদ্বিধিষ্ঠকে বললেন, মহাবাজ, ধনু অস্ত্র সহায় ভূমি ষণ সবই আমরা পেযেছি, এখন বাজকোষে ধনবৃষ্টি করা উচিত মনে করি। অতএব আমি সকল রাজার কাছ থেকে কর আদায় করব। যদ্বিধিষ্ঠব সম্মতি দিলে অর্জুন ভীম সহদেব ও নকুল বিভিন্ন দিকে দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা কবলেন। যদ্বিধিষ্ঠব সুহৃদ্‌গণের সগে ইন্দ্রপ্রস্থে রইলেন।

অর্জুন উত্তব দিকে গিয়ে কুলিন্দ, আনর্ত, শাকলম্বীপ প্রভৃতি জয় ক'রে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গেলেন। সেখানকার রাজা ভগদত্ত তাঁর কীরাত চান এবং সাগরতীরবাসী অন্যান্য সৈন্য নিয়ে অর্জুনের সগে ঘোর যুদ্ধ করলেন। 'আট দিন

পাবেও অৰ্জুনকে অক্লান্ত দেখে ভগদত্ত সহাস্যে বললেন, কুব্জবন্দন, তোমাব বল ইন্দ্রপুত্ৰেবই উপযুক্ত। আমি ইন্দ্রব সখা, তথাপি যুদ্ধে তোমাব সঙ্গে পাবাছি না। পুত্ৰ, তুমি কি চাও বল। অৰ্জুন বললেন, ধৰ্মপুত্ৰ বাজা যুদ্ধিষ্ঠিব সন্মুখ হ'তে ইচ্ছা কবেন, আপনি প্রীতিপূৰ্বক তাকে কব দিন। ভগদত্ত সন্মত হ'লে অৰ্জুন কুবেৰবান্ধিত উত্তৰ পৰ্বতব বাজাসমূহ, বাশ্মীৰ, লোহিত দেশ, ত্ৰিগত, সিংহপুৰ, সুহ্ম, চোল দেশ, বাহ্মীক, কম্বোজ, দ্বন্দ প্রভৃতি জয় কবলেন। তাব পব তিনি শ্বেতপৰ্বত অতিক্ৰম ক'বে কিস্পদুবুয়, হাটক ও গন্দৰ্ব দেশ জয় ক'বে হিবিবৰ্ষে এলেন। সেথানকাব মহাবল মহাকায দ্বাবপালবা মিণ্ডবাক্যে বললে, কল্যাণীয় পাথ, নিবৃত্ত হও, এখানে প্রবেশ কবলে কেউ জীৱিত থাকে না। এই উত্তৰকুবু দেশে যুদ্ধ হয় না, মানবদেহধাবী এখানে এলে কিছুই দেখতে পায না। যুদ্ধ ভাণ অন্য কিছু চাও তো বল। অৰ্জুন সহাস্যে বললেন, ধৰ্মবাজ যুদ্ধিষ্ঠিব সন্মুখ হবেন এই আমাব ইচ্ছা। যদি এই দেশ মানবুযেব অগ্ন্য হয় ত'লে আমি যেতে চাই না, তোমবা কিশিগু কব দাও। দ্বাবপালবা অৰ্জুনকে দিব্য অস্ত্র আভবণ মৃগাক্ষ প্রভৃতি কৰ স্ববদূপ দিলে। দিগবিরজয় শেষ ক'বে অৰ্জুন যুদ্ধিষ্ঠিবব কাছে ফিবে এলেন।

ভীমসেন বিশাল সৈন্য নিয়ে পূৰ্বদিকে গিলেছিলেন। তিনি পাণ্ডাল, গন্ডকীয়, নিদেহ, দশাৰ্ণ, পুৰ্ণিন্দনগব প্রভৃতি জয় ক'বে চৌদি দেশে উপস্থিত হলেন। চৌদবাজ শিশুপাল ভীমব কাছে এসে কুশলপ্রশ্ন ক'বে সহাস্যে বললেন, ব্যাপাব কি? ভীম ধৰ্মবাজেব অভীষ্ট জানালে শিশুপাল তখনই কব দিলেন। তেব দিন শিশুপালেব আতিথ্য ভোগ ক'লে ভীম কুমাৰ দেশেব স্বাজা শ্ৰেণীমান ও কৌশলপতি বৃহদ্ৰলকে পবাজিত কবলেন। তাব পব অযোধ্যা, গোপালকুছ, উত্তর-সোমক, মল্ল, মৎস্য, দ্বন্দ, বৎস, সুহ্ম প্রভৃতি দেশ জয় ক'বে গিবিরজপুৰে গেলেন এবং জবাসন্ধপুত্ৰ সহদেবেব নিকট কব নিয়ে তাঁব সঙ্গে কৰ্ণেব রাজ্যে উপস্থিত হলেন। কৰ্ণ বশ্যতা স্বীকাব কবলেন। তাব পব পুন্ড্রদেশেব বাজা মহাবল বাসুদেব এবং কৌশিকী নদীব তীববাসী বাজাকে পবাস্ত ক'বে বংগ, তাম্ৰলিপ্ত, কৰ্ণট, সুহ্ম, এবং ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ ও পূৰ্বসাগবেব তীববতী স্লেচ্ছ দেশ জয় ক'বে বহু ধনবস্তু নিয়ে ইন্দ্রপ্ৰস্থে ফিবে এলেন।

সহদেব দক্ষিণ দিকে শুবসেনা ও মৎস্য দেশেব বাজা কুন্তিভোজ, অনন্ত ও ভোজকট দেশেব বাজা দুৰ্ষ্ষ ভীষ্মক ও পাণ্ড্যবাজ প্রভৃতিকে পরাস্ত ক'বে কিশিঙ্খ্যায় গেলেন এবং বানববাজ মৈন্দ ও শ্বিবিদকে বশীভূত কবলেন। তাব পব তিনি নাহিষ্মতী পূৰ্বীতে গেলেন। সেথানকাব বাজা নীলকে স্নযং অশ্বিন্দেব

সাহায্য করতেন সেজনা সহদেবের প্রচুর সৈন্যক্ষয় এবং প্রাণসংশয় হ'ল। মাহিষ্মতী-বাসীরা ভগবান অগ্নিকে পারদারিক বলত। একদিন ব্রাহ্মণের বেশে অগ্নি নীল রাজ্যাব সুন্দরী কন্যাব সহিত বিহার করছিলেন, রাজা তা জানতে পেবে অগ্নিকে শাসন করলেন। অগ্নিব কোপে রাজভবন জ্বলে উঠল, তখন রাজা অগ্নিকে প্রসন্ন ক'বে কন্যাদান কবলেন। সেই অবধি অগ্নিদেব রাজ্যের সহায় হলেন। অগ্নির বরে মাহিষ্মতীব নাবীরা সৈবিরগণী ছিল, তাদের বাবণ করা যেত না। সহদেব বহু স্তুতি করলে অগ্নি তুষ্ট হলেন, তখন অগ্নিব আদেশে নীল রাজা সহদেবকে কব দিলেন। সহদেব দ্বিপদ, পৌব, সুবাস্ত্র প্রভৃতি দেশ জয় ক'বে ভোজকট নগরে গিয়ে কৃষ্ণের শ্বশুর ভীষ্মক রাজ্যের নিকট কব আদায় কবলেন। তাব পব তিনি কর্ণপ্রাবরক (১) গণ, কালমুখ নামক নববাক্সগণ, একপাদ পদবৃগণ প্রভৃতিকে জয় ক'রে কেবল দূত পাঠিয়ে পাণ্ডা, দ্রুপদ, উদ্র, কেবল, অম্ব, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ থেকে কর আদায় কবলেন। ধর্মাত্মা বিভীষণও বশ্যতা স্বীকার ক'বে বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগ্নিব, কাম্ব, দিব্য আভরণ ও মহার্ঘ বস্ত্র উপহার পাঠালেন। এইরূপে বল ও সামান্যীতিব প্রয়োগে সকল রাজাকে কবদ ক'বে সহদেব ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে ধর্মরাজকে সমস্ত ধন নিবেদন কবলেন।

নকুল পশ্চিম দিকে গিয়ে শৈবীষক, মহোথ, দশার্ণ, দ্রিগর্ত, মালব, পশ্চিম প্রদেশ, শ্বাবপালপদ প্রভৃতি জয় কবলেন। তিনি দূত পাঠালে যাদবগণসহ কৃষ্ণ বশ্যতা স্বীকার কবলেন। তাব পব নকুল মদ্রবাজপদ শাকলে গিয়ে মাতুল শল্যাব নিকট প্রচুর ধনবদ্র আদায় কবলেন এবং সাগবতীববর্তী স্লেচ্ছ পহাব ও বর্ববগণকে জয় ক'বে দশ হাজার উষ্ট্রে ধন বোঝাই ক'রে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

## ॥ রাজসূয়িকপর্বাধ্যায় ॥

### ৭। রাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভ

রাজা যদুধিষ্ঠিব ধনাগাবে ও শস্যাগারে সঞ্চিত বস্ত্রুব পবিমাণ জেনে রাজসূয় যজ্ঞে উদ্যোগী হলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসায় যদুধিষ্ঠিব তাঁকে সংবর্ধনা ক'রে বললেন, কৃষ্ণ, তোমাব প্রসাদেই এই পৃথিবী আমার বশে এসেছে এবং আমি বহু ধনের অধিকারী হয়েছি। এখন আমি তোমাব ও ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করি, তুমি অনন্মতি দাও; অথবা তুমি নিজেই এই যজ্ঞে দীক্ষিত

হও। কৃষ্ণ বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, আপনিই সম্রাট হবাব যোগ্য, অতএব নিজেই এই মহাযজ্ঞেব অনুষ্টান কবন, তাতেই আমবা কৃতকৃত্য হব। যজ্ঞের জন্য আপনি আমাকে যে কার্যে নিযুক্ত কববেন আমি তাই করব।

যুধিষ্ঠির তাঁব ভ্রাতাদের সঙ্গে বাজসদ্য যজ্ঞেব আযোজন কবতে লাগলেন। ব্যাসদেব ঋষিকদের নিয়ে এলেন। সদুসামা উদ্গাতা হলেন, যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্যু, ধৌম্য ও পৈল হোতা, এবং স্বয়ং ব্যাস ব্রহ্মা (১) হলেন। শিল্পিগণ বিশাল গৃহ-সমূহ নির্মাণ কবলেন। সহদেব নিমন্ত্রণেব জন্য সর্বাদিকে দত্ত পাঠালেন। তার পব যথাকালে বিপ্রগণ যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত কবলেন। নানা দেশ থেকে আগত ব্রাহ্মণবা তাঁদের জন্য নির্মিত আবাসে বাজাব অর্থাতি হয়ে রইলেন। তাঁরা বহুপ্রকাব আখ্যায়িকা বলে এবং নট-নর্তকদের নৃত্যগীত উপভোগ ক'রে কালযাপন কবতে লাগলেন। সর্বাদই দীয়তাম্ ভূজ্যতাম্ ধর্মান শোনা যেতে লাগল। যুধিষ্ঠির তাঁদের শতসহস্র ধেনু, শয্যা স্বর্ণ ও দাসী দান কবলেন।

ভীষ্ম ধৃতবাস্তু বিদুর দুর্যোধনাদি দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা, গান্ধাববাজ সুবল, তাঁব পুত্র শকুনি, বীথিশ্রেষ্ঠ কর্ণ, মদুবাজ শল্য, বাহ্যকবাজ, সোমদত্ত, ভূবিপ্রবা, সিন্ধুবাজ জয়দ্রথ, সপত্র দ্রুপদ, শাল্ববাজ, সাগরতীববাসী স্লেচ্ছগণেব সহিত প্রাগ্-জ্যোতিষবাজ ভগদত্ত, বৃহস্পল বাজা, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বঙ্গ কলিঙ্গ মালব অশ্ব দ্রাবিড় সিংহল কাম্মীব প্রভৃতি দেশেব বাজা, কুন্তিভোজ, সপত্র বিবাত রাজা, চেদিবাজ মহাবীব শিশুপাল, বলবাম অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন শাম্ব প্রভৃতি বৃষ্ণবংশীয় বীবগণ, সকলেই বাজসদ্য যজ্ঞ দেখতে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন এবং তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট গৃহে সুখে বাস করতে লাগলেন।

ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনকে অভিবাদন ক'রে যুধিষ্ঠির বললেন, এই যজ্ঞে আপনারা সর্ববিষয়ে আমাকে অনুগ্রহ করুন। তার পব তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসারে এইপ্রকারে কার্যবিভাগ ক'রে দিলেন।—দুর্যোধন খাদ্যদ্রব্যের ভার নেবেন, অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণগণকে সংবর্ধনা কববেন, সঞ্জয় (২) রাজাদের সেবা করবেন, কোনও কার্য করা হবে কি হবে না তা ভীষ্ম ও দ্রোণ স্থির করবেন, কৃপ ধনরত্নের ভার নেবেন এবং দক্ষিণা দেবেন। বাহ্যক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ প্রভুর ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। ধর্মজ্ঞ বিদুর ব্যয়ের ভার নিলেন, দুর্যোধন উপহাব দ্রব্য (৩) গ্রহণ করতে লাগলেন, উত্তম ফললাভের ইচ্ছায় কৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণদের চরণ

(১) ঋষিক বিশেষ। (২) ধৃতরাষ্ট্রের সারথি। (৩) উপহাবেব বিবরণ ১০-পরিচ্ছেদে আছে।

প্রক্ষালনে নিযুক্ত হলেন। যাঁরা যদুধিষ্ঠিরের সভায় এসেছিলেন তাঁদের কেউ সহস্র মদ্রাব কম উপঢৌকন আনেন নি। নিম্নলিখিত বাজাবা স্পর্ধা করে ধনদান কবতে লাগলেন যাতে তাঁদের প্রদত্ত অর্থেই যজ্ঞের ব্যয়নির্বাহ হয়।

## ॥ অর্ঘ্যাভিহরণপর্বাদ্যায় ॥

### ৮। কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান

অভিষেকের দিনে অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও রাজাদের সঙ্গে নাবদাদি মহাবিগণ যজ্ঞশালায় অন্তর্গত হৈ প্রবেশ করলেন। ঋষিগণ কার্যের অবকাশে গম্প কবতে লাগলেন। বিত্তাডাকাধী বিজগণ বলতে লাগলেন, এইবকম হবে, ও বকম নয়। কেউ কেউ শাস্ত্রের যুক্তি দিযে লঘু বিষয়কে গদ্বু এবং গদ্বু বিষয়কে লঘু প্রতিপাদিত কবতে লাগলেন। আকাশে শ্যেনপক্ষীবা যেমন মাংসখণ্ড নিযে ছেঁড়াছিঁড়ি কবে সেইবদ্বু কোনও কোনও বদ্বুমান অপবের উক্তিব নানাপ্রকাব অর্থ কবতে লাগলেন। কয়েকজন সর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ধর্ম ও অর্থ বিষয়ক আলাপে সানন্দে নিবত হলেন।

যদুধিষ্ঠিরেব যজ্ঞে সর্বদেশের ঋষিবাজগণ সমবেত হয়েছেন দেখে নাবদ এইপ্রকাব চিন্তা কবলেন—সাক্ষাৎ নাবাষণ প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য ঋগ্রকুলে জন্মেছেন। তিনি পূর্বে দেবগণকে আদেশ দিযেছিলেন—তোমরা পরস্পরকে বধ কবে পদ্বনবাব স্বর্গলোকে আসবে। ইন্দ্রাদি দেবতা যাঁব বাহদ্বল আশ্রয় কবেন তিনিই পৃথিবীতে অন্ধক-বৃষ্টিদেব বংশ উজ্জদ্বল কবেছেন। অহো, এই মহাবিস্মৃত্ত বলশালী ঋগ্রগণকে নাবাষণ নিজেই সংহাব কবেন।

ভীষ্ম যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, এখন বাজগণকে যথাযোগ্য অর্ঘ্য দেবার ব্যবস্থা কর। গদ্বু, পদ্বোহিত, সম্বন্ধী, স্নাতক, সূহৃৎ ও বাজা এই ছ জন অর্ঘ্যদানের যোগ্য। এঁবা বহুদিন পবে আমাদের কাছে এসেছেন। তুমি এদের প্রত্যেককেই অর্ঘ্য দিতে পাব অথবা যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁকে দিতে পাব। যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি এঁদের মধ্যে একজনের নাম করদ্বন যিনি অর্ঘ্যদানের যোগ্য। ভীষ্ম বললেন, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে যেমন ভাস্কব, সেইবদ্বু সমাগত সকল জনের মধ্যে তেজ বল ও পরাক্রমে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ।—

অসূর্যমিব সূর্যেণ নির্বাতিমিব বায়ুনা।

ভাসিতং হুয়াদিতশ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো হি নঃ॥



—সূর্য যেমন অন্ধকাবয়স স্থান উদ্ভাসিত করেন, বায়ু যেমন নির্বাত স্থান আহ্বাদিত করেন, সেইরূপ কৃষ্ণ আমাদের এই সভা আলোকিত ও আহ্বাদিত কবেছেন।

ভীষ্মেব অনর্ঘ্যতীক্ষ্ণে সহদেব কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্থা যথার্থিগি নিবেদন কবলেন, কৃষ্ণও তা নিলেন। চৌদিবাজ শিশুপাল কৃষ্ণেব এই পূজা সহিতে পাবলেন না, তিনি সভামধ্যে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরকে ভৎসনা ক'বে কৃষ্ণেব নিন্দা করতে লাগলেন।

### ৯। শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা

শিশুপাল বললেন, যুধিষ্ঠির, এখানে মহামহিম বাজাবা উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণ বাজাব যোগ্য পূজা পেতে পাবেন না। তোমরা বালক, সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্ব জান না, ভীষ্মেবও বদ্বন্দ্বলোপ হয়েছে। ভীষ্ম, তোমার ন্যায় ধর্মহীন লোক নিজের প্রিয়কার্য কবতে গিয়ে সাপুত্রকেব অবজ্ঞাজান হস। কৃষ্ণ বাজা নন, তিনি তোমাদের পূজা কেন পাবেন? যদি বয়োবন্ধকে অর্ঘ্য দিতে চাও তবে বসুদেব থাকতে তার পুত্রকে দেবে কেন? যদি কৃষ্ণকে পাণ্ডবদেব হিতৈষী আব অনর্ঘ্যত মনে কব তবে দ্রুপদ অর্ঘ্য পাবেন না কেন? যদি কৃষ্ণকে আচার্য মনে কব তবে দ্রোণকে অর্ঘ্য দিলে না কেন? যদি কৃষ্ণকে পদবোহিত ভেবে থাক তবে বৃন্দ শৈবপাথন থাকতে কৃষ্ণকে পূজা কবলে কেন? মহাবাজ যুধিষ্ঠির, মাতৃ যাব ইচ্ছাধীন সেই পদবৃন্দ শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম এখানে বয়েছেন, সর্বশাস্ত্রবিশারদ বীর অশ্বখামা, ঋজেন্দ্র দুর্যোধন, ভবতকুলের আচার্য কৃপ, তোমার পিতা পাণ্ডুব ন্যায় গুণবান মহাবল ভীষ্মক, মদ্রাধিপ শল্য, এবং জামদগ্ন্যেব প্রিয়শিষ্য বহুদ্রুদ্রজয়ী মহাবথ কর্ণও এখানে আছেন—এ'দেব কাকেও অর্ঘ্য দেওয়া হ'ল না কেন? কৃষ্ণেব অর্চনা করাই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে অপমান কববার জন্য বাজাদেব কেন ডেকে আনলে? আমবা যে কব দিযোঁছি তা যুধিষ্ঠিরেব ভয়ে বা অনর্ঘ্যত নয, লোভেও নয। তিনি ধর্মকার্য কবছেন, সম্রাট হ'তে চান, এই কারণেই দিযোঁছি। কিন্তু এখন ইনি আমাদের গ্রাহ্য কবছেন না। যে দুর্যোধ্য অন্যায় উপায়ে জবাসন্ধকে নিহত কবেছে সেই ধর্মহাত কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দিয়ে যুধিষ্ঠিরেব ধর্মাত্মা-খ্যাতি নষ্ট হ'ল। আর মাধব, হীনবদ্বন্দ্ব পাণ্ডবরা অর্ঘ্য দিলেও তুমি অযোগ্য হয়ে কেন তা নিলে? কুরু যেমন নির্জন স্থানে যত পেয়ে ভোজন ক'রে কৃতার্থ হয়, তুমিও সেইরূপ পূজা পেয়ে গোরব বোধ করছ। কুরুবংশীয়গণ তোমাকে অর্ঘ্য দিয়ে উপহাস কবেছে। নপুংসকেব

যেমন বিবাহ, অন্ধের যেমন রূপদর্শন, রাজা না হয়েও রাজযোগ্য পূজা নেওয়া তোমার পক্ষে সেইরূপ। রাজা যদুধিষ্ঠির কেমন, ভীষ্ম কেমন, আর এই বাসুদেবও কেমন তা আমরা আজ দেখলাম। এই কথা বলে শিশুপাল স্বপক্ষীয় রাজাদের আসন থেকে উঠিয়ে সদলে সভা থেকে চললেন।

যদুধিষ্ঠির তখনই শিশুপালের পিছনে পিছনে গিয়ে মিষ্টবাক্যে বললেন, চৌদ্রাজ, তোমার কথা ন্যায়সংগত হয় নি, শান্তনুপুত্র ভীষ্মকে তুমি অবজ্ঞা কবতে পার না। এখানে তোমার চেয়ে বৃদ্ধ বহু মহাপাল বয়েছেন, তাঁরা যখন কৃষ্ণের পূজা মেনে নিয়েছেন তখন তোমার আপত্তি কবা উচিত নয়। কৃষ্ণকে ভীষ্ম যেমন জানেন তুমি তেমন জান না।

ভীষ্ম বললেন, যিনি সর্বলোকের মধ্যে প্রবীণতম সেই কৃষ্ণের পূজায় যাব সম্মতি নেই সে অনুনয় বা মিষ্টবাক্যের যোগ্য নয়। মহাবাহু কৃষ্ণ কেবল আমাদের অর্চনীয় নন, ইনি গ্রিলোকেবই অর্চনীয়। বহু ক্ষত্রিয়কে কৃষ্ণ যুদ্ধে জয় কবেছেন, নিখিল জগৎ তাতে প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য বৃদ্ধ বাজাবা এখানে থাকলেও আমি কৃষ্ণকেই পূজনীয় মনে করি। জন্মাবধি ইনি যা কবেছেন তা আমি বহুলোকের কাছে বহুবার শুনেছি। এই সভায় উপস্থিত বালক বৃদ্ধ সকলকে পবীক্ষার পব কৃষ্ণের যশ শৌর্য ও জয় জেনেই আমবা তাঁকে অর্থ্য দিযেছি। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যিনি সর্বাধিক বলশালী, বৈশ্যদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক ধনী, এবং শূদ্রদের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ, তাইই বৃদ্ধ রূপে গণ্য হন। দুই কাণে গোবিন্দ সকলের পূজ্য—বেদ-বেদাঙ্গের জ্ঞান এবং অমিত বিক্রম। নরলোকে কেশব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে আছে? দান দক্ষতা বেদজ্ঞান শৌর্য শালীনতা কীর্তি, উত্তম বৃদ্ধি, বিনয় স্ত্রী ধৈর্য বৃদ্ধি তৃপ্তি, সমস্তই কৃষ্ণে নিত্য বিদ্যমান। ইনি ঋত্বিক গুরু সম্বন্ধী স্নাতক নৃপতি সূহৃৎ—সবই, সেজন্য আমবা এঁর পূজ্য কবেছি। কৃষ্ণই সর্বলোকের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ, ইনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান, এই অর্বাচীন শিশুপাল তা বোঝে না তাই অমন কথা বলেছে। সে যদি মনে করে যে কৃষ্ণের পূজ্য অনায়াস, তবে যা ইচ্ছা করুক।

সহদেব বললেন, যিনি কেশীকে নিহত করেছেন, যাঁর পরাক্রম অপ্রমেয়, সেই কেশবকে আমি পূজ্য কবাঁছি। ওহে নৃপগণ, আপনাদের মধ্যে যে তা সহিতে পারবে না তাব মাথায় আমি পা রাখছি। সে আমার কথার উত্তর দিক, তাকে আমি নিশ্চয় বধ করব। রাজাদের মধ্যে যাঁরা বৃদ্ধিমান আছেন তাঁরা মানুন যে কৃষ্ণই

অর্ঘ্যদানের যোগ্য। সহদেব তাঁর পা তুলে দেখালেও সদ্বৃদ্ধি মানী বলশালী রাজাবা কিছু বললেন না। সহদেবের মাথায় পদ্মপব্ধি হ'ল, 'সাধু সাধু' এই দৈববাণী শোনা গেল। ভূতভবিষ্যদ্বক্তা সর্বলোকজ্ঞ নারদ বললেন, কমলপটাক্ষ কৃষ্ণকে যারা অর্চনা করে না তারা জীবন্মৃত, তাদের সঙ্গে কখনও কথা বলা উচিত নয়।

তার পব সহদেব পূজার্থ সকলকে পূজা ক'বে অর্ঘ্যদান কার্য শেষ করলেন। কৃষ্ণেব পূজা হয়ে গেলে শিশুপাল ক্রোধে রক্তলোচন হয়ে রাজাদের বললেন, আমি আপনাদের সেনাপতি, আদেশ দিন, আমি বৃষ্ণি আর পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। শিশুপাল-প্রমুখ সকল বাঙাই ক্রোধে আবজ্ঞবদন হয়ে বলতে লাগলেন, যুদ্ধার্থিত্বের অভিষেক আর বাসুদেবের পূজা যাতে পণ্ড হয় তাই আমাদের কবতে হবে। তাঁরা নিজেদের অপমানিত মনে ক'বে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হলেন। সুহৃদ্গণ বাণ কবলে তাঁরা গর্জন ক'বে উঠলেন, মাংসেব কাছ থেকে সরিয়ে নিলে সিংহ যেমন কবে। কৃষ্ণ বৃদ্ধলেন যে এই বিশাল নৃপতিসংঘ যুদ্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে।

## ॥ শিশুপালবধপর্বাপ্যায় ॥

### ১০। যজ্ঞসভায় বাগ্‌যুদ্ধ

যুদ্ধার্থিত্ব ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, এই বিশাল বাজসমুদ্র ক্রোধে বিচলিত হয়েছে, যাতে যজ্ঞেব বিঘ্ন না হয় এবং আমাদের মঙ্গল হয় তা বলুন। ভীষ্ম বললেন, ভয় পেয়ো না, কুকুবেব দল যেমন প্রসন্ন সিংহেব নিকটে এসে ডাকে, এই বাজাবাও তেমনি কৃষ্ণেব নিকট চিৎকার কবেছে। অল্পবৃদ্ধি শিশুপাল সকল রাজাকেই যমালয়ে পাঠাতে উদ্যত হয়েছে। নবন্যায় কৃষ্ণ যাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন তার এইপ্রকার বৃদ্ধিপ্রংশ ঘটে।

শিশুপাল বললেন, কুলাঙ্গাব ভীষ্ম, তুমি বৃদ্ধ হয়ে বাজাদের বিভীষিকা দেখাচ্ছ, তোমার লজ্জা নেই? বৃদ্ধ নৌকা যেমন অন্য নৌকায় অনুসরণ কবে, এক অশ্ব যেমন অন্য অশ্বেব পিছনে যায়, কৌববগণও সেইবদ তোমার অনুসরণ কবেছে। তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে একজন গোপেব স্তব করতে চাও! বাল্যকালে কৃষ্ণ পদতনাকে বধ করেছিল, যুদ্ধে অক্ষম অশ্বাসদ্র আর ব্যভাসদ্রকে মেবোঁছিল,

একটা অচেতন কাষ্ঠময় শকট পা দিখে ফেলে দিযেছিল—এতে আশ্চর্য কি আছে? সপ্তাহকাল গোবর্ধন ধারণ কৰেছিল যা একটা উইটিবি মাত্র, তাও বিচিত্র নয়। একদিন কৃষ্ণ পৰ্বতের উপর খেলা কবতে কবতে প্রচুব অন্ন খেয়েছিল, তাও আশ্চর্য নয়, যে কংসের অন্ন কৃষ্ণ খেত তাঁকেই সে হত্যা কবেছে এইটাই পবনাস্চর্য। ধার্মিক সাধুবা বলেন, স্ত্রী গো ব্রাহ্মণ অন্নদাতা আর আশ্রয়দাতা উপর অস্ট্রাঘাত কববে না। এই কৃষ্ণ গোহত্যা ও স্ত্রীহত্যা কবেছে, আর তোমার উপদেশে তাকেই পূজা কবা হয়েছে। তুমি বলেছ, কৃষ্ণ বৃন্দাশ্রমীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ জগতের প্রভু, কৃষ্ণও তাই ভাবে। ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম, তুমি নিজেকে প্রাজ্ঞ মনে কব, তবে অন্য পদ্বক্ষে অনবজ্ঞা কাশীবাজকন্যা অম্বাকে হরণ কৰেছিল কেন? তুমি প্রাজ্ঞ তাই তোমাবই সম্মুখে অন্য একজন তোমার ভ্রাতৃজ্ঞানদেব গর্ভে সন্তান উৎপাদন কৰেছিলেন। তোমার কোন ধর্ম আছে? তোমার ব্রহ্মচর্য ও মিথ্যা, মোহবশে বা ক্লীবত্বের জন্য তুমি ব্রহ্মচাৰী হযেছ। নিঃসন্তানের যজ্ঞ দান উপবাস সবই বার্থ। একটি প্রাচীন উপাখ্যান শোন।—এক বৃন্দ হংস সমুদ্রতীরে বাস কবত, সে মৃত্যু ধর্মকথা বলত কিন্তু তাব স্বভাব অন্যবিধ ছিল। সেই সভাবাদী হংস সর্বদা বলত, ধর্মচরণ কব, অধর্ম ক'বো না। জলচর পক্ষীবা সমুদ্র থেকে খাদ্য সংগ্রহ ক'বে তাকে দিত এবং তাব কাছে নিজেদের ডিম বেখে চবতে য়ত। সেই পাপী হংস সন্নিবিধা পেলেই ডিমগুদলি খেয়ে ফেলত। অবশেষে জনতে পেবে পক্ষীবা সেই মিথ্যাচাৰী হংসকে মেবে ফেললে। ভীষ্ম, এই বৃন্দ বাজারা তোমাকেও সেই হংসের ন্যায় বধ কববেন।

তাব পর শিশুপাল বললেন, মহাবল জবাসন্ধ বাজা আমার অতিশয় সম্মানের পাত্র ছিলেন, তিনি কৃষ্ণকে দাস গণ্য কবতেন তাই তার সঙ্গে যুদ্ধ কবেন নি। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ছন্দবেশে অম্বাব দিখে গিবিব্রজপদে প্রবেশ কৰেছিল। ব্রাহ্মণভক্ত জবাসন্ধ কৃষ্ণ আব ভীমার্জুনকে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দিযেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ তা নেয় নি। মর্খ ভীষ্ম, কৃষ্ণ যদি জগৎকর্তাই হয তবে নিজেকে পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ মনে কবে না কেন?

শিশুপালের কথা শুনে ভীম অত্যন্ত বৃন্দ হলেন, তাঁর স্বভাবত আয়ত পশ্মপলাশবর্ণ নয়ন বক্তবর্ণ হ'ল। তিনি ওষ্ঠ দংশন ক'বে সবেগে আসন থেকে উঠলেন, কিন্তু ভীষ্ম তাঁকে ধ'রে নিবস্ত কবলেন। শিশুপাল হেসে বললেন, ভীষ্ম, ওকে ছেড়ে দাও, বাজাবা দেখুন ও আমার তেজে পতঙ্গবৎ দম্ব হবে। ভীষ্ম বললেন, এই শিশুপাল তিন চক্ষু আর চার হাত নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল

এবং জন্মকালে গর্দভেব ন্যায় চিৎকার করিছিল। এর মাতা পিতা প্রভৃতি ভয় পেয়ে একে ত্যাগ করিতে চেষ্টাছিলেন, কিন্তু তখন দৈববাণী হ'ল—বাজা, তোমার পুত্রটিকে পালন কর এবং মৃত্যুকাল এখনও আসে নি, যদিও এর হস্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শিশুপালের জননী নমস্কাব করে বললেন, আপনি দেবতা বা অন্য যাই হ'ন, বলুন কাব হাতে এবং মৃত্যু হবে। পুনর্বার দৈববাণী হ'ল—যিনি কোলে নিলে এবং অতিবিস্তৃত দুই হাত খসে যাবে এবং যাকে দেখে এবং তৃতীয় নয়ন লুপ্ত হবে তিনিই এবং মৃত্যুর কাবণ হবেন। চোদিবাজের অনুবোধে বহু সহস্র রাজা শিশুকে কোলে নিলেন, কিন্তু কোনও পবিবর্তন দেখা গেল না। কিছুকাল পরে বলবাম ও কৃষ্ণ তাঁদের পিতৃস্বস্যা(চোদিবাজ দমযোধের মহিষী)কে দেখতে এলেন। বাজমহিষী কুশলপ্রশ্নাদি করে শিশুটিকে কৃষ্ণের কোলে দিলেন, তৎক্ষণাৎ তাব অতিবিস্তৃত দুই বাহু খসে গেল, তৃতীয় চক্ষু ললাটে নিমজ্জিত হ'ল। মহিষী বললেন, কৃষ্ণ, আমি ভযার্ভ হইছি, তুমি বব দাও যে শিশুপালের অপবাহ ক্ষমা করবে। কৃষ্ণ উত্তব দিলেন, দেবী, ভয় নেই আমি এবং একশত অপবাহ ক্ষমা করব। ভীষ্ম, এই মন্দমতি শিশুপাল গোবিন্দের ববে দর্পিত হয়েই তোমাকে যদুম্ধে আহবান করছে। এই বদুম্ধ এবং নিজেব নয়, জগৎস্বামী কৃষ্ণের প্রেরণাতেই এমন করছে।

শিশুপাল বললেন, ভীষ্ম, যদি স্তব করেই আনন্দ পাও তবে বাহ্মীক-রাজ, মহাবীর বর্গ, অশ্বখামা দ্রোণ জয়দ্রথ কৃপ ভীষ্মক শল্য প্রভৃতিব স্তব কর না কেন? হিমালয়ের পবপাবে কুলিঙ্গ পক্ষিণী থাকে, সে সতত 'এই শব্দ করে—'মা সাহসম্' সাহস করো না, অথচ সে নিজে সিংহের দাঁতের ফাঁক থেকে মাংস খায়, সে জানে না যে সিংহের ইচ্ছাতেই সে বেচে আছে। তুমিও সেইব'প এই ভূপতিদের ইচ্ছা ব'চে আছে।

ভীষ্ম বললেন, চোদিবাজ, যাদের ইচ্ছা আমি ব'চে আছি সেই বাজাদের আমি তৃণতুলাও জ্ঞান করি না। ভীষ্মের কথায় কেউ হাসলেন, কেউ গালি দিলেন, কেউ বললেন, একে পুড়িয়ে মার। ভীষ্ম বললেন, উষ্ণ আব প্রত্যাশ্বিতে বিবাদের শেষ হবে না। আমি তোমাদের মাথায় এই পা বারছি। যে গোবিন্দকে আমবা পূজা করিছি তিনি এখানেই বসেছেন, মববার জন্য যে ব্যস্ত হয়েছে সে চক্ৰগদাধারী কৃষ্ণকে যদুম্ধে আহবান করুক।

## ১১। শিশুপাল বধ — রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্তি

শিশুপাল বললেন, জনার্দন, তোমাকে আহ্বান করছি, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কব, সমস্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে আজ তোমাকেও বধ করব। তুমি বাজা নও, কংসেব দাস, পুজাব অযোগ্য। যে পাণ্ডবরা বাল্যকাল থেকে তোমার অর্চনা করছে তাবাও আমার বধ্য।

কৃষ্ণ মৃদুবাক্যে সমবেত নৃপতিবৃন্দকে বললেন, রাজগণ, যাদববা এই শিশুপালের কোন অপকাব করে নি তথাপি এ আমাদের শত্রুতা কবেছে। আমরা যখন প্রাগজ্যোতিষপুর্বে যাই তখন আমাদের পিতৃস্বসার পুত্র হযেও এই নৃশংস স্মাবকা দন্দ কবেছিল। ভোজবাজ রৈবতকে বিহার করছিলেন, তাঁব সহচরগণকে শিশুপাল হত্যা ও বন্দন ক'রে নিজ বাজ্যে চ'লে যায়। এই পাপাত্মা আমার পিতার অশ্বমেধ যজ্ঞেব অশ্ব হবণ করেছিল। বদ্রুব ভার্যা স্মারকা থেকে সৌবীর দেশে যাচ্ছিলেন, সেই অকামা নাবীকে এ হবণ করেছিল। এই নৃশংস ছন্দ্রবেশে মাতুলকন্যা ভদ্রাকে নিজ মিত্র কবদ্বষ বাজাব জন্য হবণ কবেছিল। আমার পিতৃস্বসার জন্য আমি সব সযোঁছি, কিন্তু শিশুপাল আজ আপনাদের সমক্ষে আমার প্রতি যে আচবণ কবলে তা আপনাবা দেখলেন। এই অন্যায় আমি ক্ষমা কবতে পাবব না। এই মৃদু বৃদ্ধিকৃগ্ণীকে প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু শত্রু যেমন বেদবাক্য শুনতে পায় না এও তেমনি বৃদ্ধিকৃগ্ণীকে পায নি।

বাসুদেযেব কথা শুনে রাজারা শিশুপালের নিন্দা কবতে লাগলেন। শিশুপাল উচ্চ হাস্য ক'বে বললেন, কৃষ্ণ, পূর্বে বৃদ্ধিকৃগ্ণীব সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়েছিল এই কথা এখানে বলতে তোমাব লজ্জা হ'ল না? নিজেব স্ত্রী অন্যপূর্বা ছিল এই কথা তুমি ভিন্ন আব কে সভায় প্রকাশ কবতে পারে? তুমি ক্ষমা কর বা না কব, বৃদ্ধ হও বা প্রসন্ন হও, তুমি আমার কি করতে পার?

তখন ভগবান মধুসূদন চক্র স্মারা শিশুপালের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করলেন, বজ্রাহত পর্বতেব ন্যায় মহাবাহু শিশুপাল ভূপতিত হলেন। রাজারা দেখলেন, আকাশ থেকে সূর্যেব ন্যায় একটি উজ্জ্বল তেজ শিশুপালের দেহ থেকে নির্গত হ'ল এবং কমলপদ্মাক্ষ কৃষ্ণকে প্রণাম ক'রে তাঁর দেহে প্রবেশ করলে। বিনা মেঘে বৃষ্টি ও বজ্রপাত হ'ল, বসুধাবা কে'পে উঠলেন, রাজারা কৃষ্ণকে দেখতে লাগলেন কিন্তু তাঁদের বাক্স্ফূর্তি হ'ল না। কেউ ক্রোধে হস্তপেষণ ও গুষ্ঠদংশন করলেন, কেউ নির্জন স্থানে গিয়ে কৃষ্ণের প্রশংসা করলেন, কেউ মধ্যস্থ

হয়ে রইলেন। মহাবিগণ, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং মহাবল নৃপতিগণ কৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগলেন। যদুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের আজ্ঞা দিলেন যেন স্বয়ং শিশুপালের সংকার করা হয়। তাব পৰ যদুধিষ্ঠির ও সমবেত রাজারা শিশুপাল-পুত্রকে চৌদরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

যদুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল; ভগবান শৌৰি (কৃষ্ণ) শার্গধনু চক্র ও গদা নিয়ে শেষ পর্যন্ত যজ্ঞ বক্ষা করলেন। যদুধিষ্ঠির অবভূথ স্নান (যজ্ঞান্ত স্নান) কবলে সমস্ত ক্ষত্রিয় বাজারা তাঁব কাছে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ, ভাগ্যক্রমে আপনি সাম্রাজ্য পেয়েছেন এবং অজমীট বংশের যশোবৃদ্ধি কবেছেন। এই যজ্ঞে সন্মহৎ ধর্মকার্য কবা হয়েছে, আমবাও সর্বপ্রকাৰে সংকৃত হয়েছি। এখন আজ্ঞা কব্দন আমবা নিজ নিজ রাজ্যে যাব। যদুধিষ্ঠিরের আদেশে তাঁব ভ্রাতাবা, ধৃষ্টদ্যুমন, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীৰ পুত্রগণ প্রধান প্রধান বাজাদের অনুগমন কবলেন। কৃষ্ণ বিদায় চাইলে যদুধিষ্ঠির বললেন, গোবিন্দ, তোমাব প্রসাদেই আমার যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে, সমগ্র ক্ষত্রিয়মণ্ডল আমার বশে এসেছে। কি ব'লে তোমাকে বিদায় দেব? তোমাব অভাবে আমি স্বস্তি পাব না। তাব পৰ স্বেভ্রাতা ও দ্রৌপদীকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট ক'বে কৃষ্ণ মেঘবর্ণ গবদুধদ্বজ বথে দ্বারকায প্রস্থান করলেন।

॥ দ্যুতপৰ্বাধ্যায় ॥ .

১২। দুর্যোধনের দুর্যথ — শকুনির মন্ত্রণা .

ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে শকুনিব সঙ্গ দুর্যোধন পাণ্ডবসভার সমস্ত ঐশ্বর্য ক্রমে ক্রমে দেখলেন। স্ফটিকময় এক স্থানে জল আছে মনে ক'বে তিনি পরিধেয় বস্ত্র টেনে তুললেন, পবে ভ্রম বদ্বতে পেবে লজ্জায বিষন্ন হলেন। আব এক স্থানে পশ্মশোভিত সরোবর ছিল, স্ফটিকনির্মিত মনে ক'বে দুর্যোধন চলতে গিয়ে তাতে পড়ে গেলেন, ভূতারা হেসে তাঁকে অন্য বস্ত্র এনে দিলে। তিনি বস্ত্র পরিবর্তন ক'বে এলে ভীমার্জুন প্রভৃতিও হাসলেন, দুর্যোধন ক্রোধে তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত কবলেন না। অন্য এক স্থানে তিনি দ্বাব আছে মনে ক'রে স্ফটিকময় প্রাচীরের ভিতর দিয়ে যেতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেলেন। আর এক স্থানে কপাট আছে ভেবে ঠেলতে গিয়ে সম্মুখে পড়ে গেলেন, এবং অন্যত্র দ্বার খোলা থাকলেও বস্ত্র আছে ভেবে ফিরে এলেন। এইরূপ নানা প্রকাৰে বিড়ম্বিত হয়ে তিনি অপমানমনে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করলেন।

শকুনি জিজ্ঞাসা কবলেন, দুর্যোধন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছ কেন? দুর্যোধন বললেন, মাতুল, অর্জুনের অস্ত্রপ্রভাবে সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধাশ্রিতবৎ বশে এসেছে এবং তাঁব বাজসদ্য যজ্ঞও সম্পন্ন হয়েছে দেখে আমি ঈর্ষায় দিবাবাত্র দগ্ধ হচ্ছি। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ কবলেন, কিন্তু এমন কোনও পদবৃষ ছিল না যে তাব শোধ নেয়। বৈশ্য যেমন কব দেয় সেইবদ প বাজাবা বিবিধ বস্ত্র এনে যুদ্ধাশ্রিতবকে উপহাস দিয়েছেন। আমি অগ্নিপ্রবেশ কবব, বিষ খাব, জলে ডুবব, জীবনধাবণ কবতে পাবব না। যদি পাণ্ডবদেব সমৃদ্ধ দেখে সহ্য কবি তবে আমি পদবৃষ নই, স্ত্রী নই, ক্লীবও নই। তাবদেব বাজপ্ৰী আমি একাকী আহবণ কবতে পাবব না, আমাব সহায়ও দেখাছি না, তাই মৃত্যুচিন্তা কবাছি। পাণ্ডবদেব বিনাশেৰ জন্য আমি পদবৃষ বহু যত্ন কবাছি, কিন্তু তাবা সবই অতিক্রম কবেছে। পদবৃষকাবেব চেষ্টে দৈবই প্রবল, তাই আমবা ক্রমশ হীন হচ্ছি আব পাণ্ডববা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাতুল, আমাকে মরতে দিন, আমাব দগ্ধেব কথা পিতাকে জানাবেন।

শকুনি বললেন, যুদ্ধাশ্রিতবেব প্রতি ক্ৰোধ কবা তোমাব উচিত নয, পাণ্ডববা নিজেদেব ভাগ্যফলই ভোগ কবছে। তাবা পৈতৃক বাজ্যেব অংশই পেযেছে এবং নিজেব শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়েছ, তাতে তোমাব দগ্ধ হছে কেন? ধনজয় অগ্নিকে তুষ্ট করে গান্ধীব ধন, দুই অক্ষয় তৃণাব আব ভয়ংকর অস্ত্র সকল পেযেছে, সে তাব কামদুক আব বাহুব বলে, বাজাদেব বশে এনেছে, তাতে খেদেব কি আছে? ময দানবকে দিয়ে সে সভা কবিযেছে, কিংকব নামক বান্ধসবা সেই সভা বন্ধা কবে, তাতেই বা তোমাব দগ্ধ হবে কেন? তুমি অসহায় নও, তোমাব ভ্রাতাবা আছেন, মহাধনদুর্ধর দ্রোণ, অশ্বথামা, সূতপুত্র কৰ্ণ, কৃপাচার্য, আমি ও আমাব ভ্রাতাবা, আব রাজা সোমদত্ত—এদেব সঙ্গে মিলে তুমি সমগ্র বসুধাবা জয় কবতে পাব।

দুর্যোধন বললেন, যদি অনুমতি দেন তবে আপনাদেব সাহায্যে আমি পৃথিবী জয় কবব, সকল বাজা আমাব বশে আসবে, পাণ্ডবসভাও আমাব হবে। শকুনি বললেন, পণ্ডপাণ্ডব, বাসুদেব এবং সপুত্র দুপদ—দেবতাবাও এদেব হারাতে পাবেন না। যুদ্ধাশ্রিতবকে যে উপায়ে জয় কবা যায় তা আমি বলছি শোন। সে দ্যুতক্ৰীড়া ভালবাসে কিন্তু খেলতে জানে না, তথাপি তাকে ডাকলে আসবেই। দ্যুতক্ৰীড়ায় আমাব তুল্য নিপুণ ত্রিলোকে নেই। তুমি যুদ্ধাশ্রিতবকে আহবান কব, আমি তাব বাজ্য আব বাজলক্ষ্মী জয় কবে নিশ্চয় তোমাকে দেব। এখন তুমি ধৃতবাস্ত্বেব অনুমতি নাও। দুর্যোধন বললেন, সুবলনন্দন, আপনিই তাঁকে বলুন, আমি পাবব না।



### ১৩। ধৃতরাষ্ট্র-শকুনি-দুর্যোধন-সংবাদ

হস্তিনাপুরে এসে শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, দুর্যোধন দূর্ভাবনায পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছে, কোনও শত্রু তাব এই শোকেব কারণ। আপনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান কবেন না কেন?

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন, পুত্র, তোমাব শোকেব কারণ কি? মহৎ ঐশ্বর্য আব বাজচ্ছত্র তোমাকে আমি দিযেছি, তোমাব ভ্রাতাবা আব বন্ধুবাব তোমার অহিত কবেন না, তুমি উত্তম বসন পবছ, সমাংস অন্ন খাচ্ছ, উৎকৃষ্ট অশ্ব, মহাঘ্র শয্যা, মনোবমা নাবীবৃন্দ, উত্তম বাসগৃহ ও বিহাবস্থানও তোমাব আছে, তবে তুমি দীনেব ন্যায শোক কবছ কেন? দুর্যোধন উত্তব দিলেন, পিতা, আমি কাপদুর্যেব ন্যায ভোজন কবাছি, পবিধান কবাছি, এবং কালেব পবিবর্তন প্রতীক্ষা কবে দারুণ ক্রোধ পোষণ কবাছি। আমাদের শত্রুবাব সমৃদ্ধ হচ্ছে, আমবা হীন হয়ে যাচ্ছ, এই কাবণেই আমি বিবর্ণ ও কৃশ হাছি। অষ্টাশি হাজাব স্নাতক গৃহস্থ এবং তাদেব প্রত্যেকেব ত্রিশটি দাসী যুধিষ্ঠিব পালন কবেন। তাঁব ভবনে প্রত্যহ দশ হাজাব লোক স্বর্ণপাত্র উত্তম অন্ন খাব। বহু বাজা তাঁব কাছে কব নিয়ে এসেছিলেন এবং অনেক অশ্ব হস্তী উষ্ট্র স্ত্রী পটবস্ত্র কমল প্রভৃতি উপহাব দিযেছেন। শত শত ব্রাহ্মণ কব দেবাব জন্য এসেছিলেন কিন্তু নিবারণিত হয়ে স্বাবদেশেই অপেক্ষা করাছিলেন, অবশেষে যুধিষ্ঠিরকে জানিযে সভায় প্রবেশ কথতে পান। বহু বহু-ভূষিত স্বর্ণময কলস এবং উৎকৃষ্ট শয্য দিগে বাসদেব যুধিষ্ঠিবকে অভিষিক্ত কবেছেন, তা দেখে আমাব যেন জ্বর এল। প্রত্যহ এক লক্ষ ব্রাহ্মণেব ভোজন শেষ হ'লে একটি শয্য বাজত, তাব শব্দ শুনে আমাব বোমাণ্ড হ'ত। যুধিষ্ঠিবেব তুলা ঐশ্বর্য ইন্দ্র যম বরুণ বা কুবেরেবও নেই। পাণ্ডুপুত্রদেব সমৃদ্ধ দেখে আমি মনে মনে দগ্ধ হাছি, আমাব শান্তি নেই। মহাবাজ, আমাব এই অক্ষবিং মাতুল দ্যুতক্ৰীড়ায় পাণ্ডবদেব ঐশ্বর্য হরণ কবতে চান, আপনি অনুমতি দিন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরেব উপদেশে আমি চলি, তাঁব মত নিয়ে কতব্য স্থিব কবব। তিনি দূর্বদর্শী, ধর্মসংগত ও উভয় পক্ষেব হিতকর উপদেশই তিনি দেবেন। দুর্যোধন বললেন, মহাবাজ, বিদুর আপনাকে বারণ কবেন, তার ফলে আমি নিশ্চয় মবব, আপনি বিদুরকে নিষে সূখে থাকবেন। পুত্রেব এই আত বাক্য শুনে ধৃতরাষ্ট্র আদেশ দিলেন, শিশুপীষা শীঘ্র একটি মনোবম বিশাল সভা নির্মাণ কবুক, তাব সহস্র স্তম্ভ ও শত স্ৰাব থাকবে। তার পর

শূতবংশী দুর্যোধনকে সান্থনা দিবে বললেন, পুত্র, তুমি পৈতৃক রাজ্য পেয়েছ, দ্রাতাদের জ্যেষ্ঠ বলে রাজ্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, তবে শোক করছ কেন?

পান্ডবসভায় তিনি কিরূপ বিড়ম্বনা আর উপহাস ভোগ করেছিলেন তা জানিয়ে দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, যুধিষ্ঠিরের জন্য বিভিন্ন দেশের রাজারা যে উপহার এনেছিলেন তার বিবরণ শুনুন। কাম্বোজবাজ স্বর্ণখচিত মেঘলোম-নির্মিত, এবং গর্তবাসী প্রাণী ও বিড়ালের লোমনির্মিত আবরণবস্ত্র এবং উত্তম চর্ম দিয়েছেন। ত্রিগর্তরাজ বহুশত অশ্ব, উষ্ট্র ও অশ্বতথ দিয়েছেন। শূদ্রেরা কার্পাসিকদেশবাসিনী শতসহস্র তন্বী শ্যামা দীর্ঘকেশী দাসী দিয়েছে। শ্লেচ্ছবাজ ভগদত্ত বহু অশ্ব, লৌহময় অলংকার, এবং হস্তিদন্তেব মৃণ্ময়ীকৃত অসি দিয়েছেন। ম্বেচ্ছক, ত্রিচ্ছক (১), ললাটচ্ছক (১), উষ্ণীষধাবী, বসুহীন, বোমশ, নরখাদক, একপাদ (১), চীন, শক, উদ্র, বর্বর, বনবাসী, হারহুণ প্রভৃতি লোকেবা নানা দিক থেকে এসেছিল, তাবা বহুক্ষণ স্বাবদেশে অপেক্ষা ক'বে তবে প্রবেশ কবতে পেরেছিল। মেবু ও মন্দর পর্বতের মধ্যে শৈলোদা নদীর তীরে যাবা থাকে, সেই খস পারদ কুলিঙ্গ প্রভৃতি জাতি বাশি রাশি পিপীলিকা (১) স্বর্ণ এনেছিল, পিপীলিকারা যা ভূমি থেকে তোলে। কিবাত দরদ পাবদ বাহুবীক কেরল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্রক এবং আবও বহু দেশের লোক নানাবিধ উপহার দিয়েছে। বাসুদেব কৃষ্ণ অর্জুনেব সম্মানার্থে চোন্দ হাজাব উৎকৃষ্ট হস্তী দিয়েছেন। দ্রৌপদী প্রতাহ অভূক্ত থেকে দেখতেন সভায় আগত কুঞ্জ-বামন পর্যন্ত সকলের ভোজন হয়েছে কিনা। কেবল দুই রাষ্ট্রের লোক যুধিষ্ঠিরকে কব দেখ নি—বৈবাহিক সম্বন্ধের জন্য পাণ্ডালগণ এবং সখিত্ত্বের জন্য অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ। রাজসূয় যজ্ঞ ক'বে যুধিষ্ঠির হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সমৃদ্ধিলাভ করেছেন, তা দেখে আমার আব জীবনধারণের প্রয়োজন কি?

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পুত্র, যুধিষ্ঠির তুমার প্রতি বিম্বেষ করে না, তার যেমন অর্থবল ও মিত্রবল আছে তোমাবও তেমন আছে। তোমার আর পান্ডবদেব একই পিতামহ। দ্রাতাব সম্পত্তি কেন হরণ কবতে ইচ্ছা কর? যদি যজ্ঞ ক'রে ঐশ্বর্য লাভ করতে চাও তবে ঋষিকরা তার আয়োজন করুন। তুমি যজ্ঞে ধনদান কর, কাম্যবস্ত্র ভোগ কর, স্ত্রীদের সঙ্গে বিহার কর, কিন্তু অধর্ম থেকে নিবৃত্ত হও।

(১) মেগাস্থেনিসের ভারতবিবরণে এই সকলের উল্লেখ আছে।

দুর্যোধন বললেন, যার নিজের বদ্বিধি নেই, কেবল বহু শাস্ত্র শুনেনে, সে শাস্ত্রার্থ বোঝে না, দবী (হাতা) যেমন সুপের স্বাদ বোঝে না। আপনি পরের বদ্বিধিতে চ'লে আমাকে ভোলাচ্ছেন কেন? বহুস্পতি বলেছেন, রাজার আচরণ সাধারণের আচরণ থেকে ভিন্ন, রাজা সমস্তে স্বার্থচিন্তা করবেন। মহাবাজ, জয়লাভই ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, ধর্মধর্ম বিচারের প্রয়োজন নেই। অমুক শত্রু, অমুক মিত্র, এরূপ কোনও লেখা প্রমাণ নেই, চিহ্নও নেই; যে লোক সন্তাপের কারণ সেই শত্রু। জাতি অনুসারে কেউ শত্রু হয় না, বৃত্তি সমান হ'লেই শত্রুতা হয়।

শকুনি বললেন, যদ্বিধিষ্টবেব যে সমৃদ্ধি দেখে তুমি সন্তপ্ত হচ্ছ তা আমি দ্যুতক্রীড়ায় হরণ কবব, তাকে আহ্বান কর। আমি সুদক্ষ দ্যুতজ্ঞ, সেনার সমুদখীন না হয়ে পাশা খেলেই অজ্ঞ পাণ্ডবদের জয় কবব তাতে সন্দেহ নেই। পণই আমার ধন, অক্ষই আমার বাণ, ক্ষেপণের দক্ষতাই আমার ধনুর্গুণ, আসনই আমার রথ। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি মহাত্মা বিদুবের মতে চ'লে থাকি, তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে কর্তব্য স্থির করব। পুত্র, প্রবলেব সঙ্গে কলহ করা আমার মত নয়, কলহ অলৌহময় অস্বপ্নবৎ, তাতে বিপ্লব উৎপন্ন হয়। দুর্যোধন বললেন, বিদুব আপনার বদ্বিধিনাশ কববেন তাতে সংশয় নেই, তিনি পাণ্ডবদের হিত যেমন চান তেমন আমাদের চান না। প্রাচীন কালের লোকেবাও দ্যুতক্রীড়া কবেছেন, তাতে বিপদ বা যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। দৈব যেমন আমাদের, তেমন পাণ্ডবদেরও সহায় হ'তে পাবেন। আপনি মাতুল শকুনির বাক্যে সম্মত হয়ে পাণ্ডবদের দ্যুতসভায় আনবার জন্য আজ্ঞা দিন।

ধৃতরাষ্ট্র অবশেষে অনিচ্ছায় সম্মতি দিলেন এবং সংবাদ নিয়ে জানলেন যে দ্যুতসভানির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। তখন তিনি তাঁর মৃত্যু মন্ত্রী বিদুবকে বললেন, তুমি শীঘ্র গিয়ে যদ্বিধিষ্টরকে ডেকে আন, তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে এসে আমাদের সভা দেখুন এবং সুহৃদ্ভাবে দ্যুতক্রীড়া করুন। বিদুব বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশের প্রশংসা করতে পারি না, দ্যুতেব ফলে বংশনাশ হবে, পুত্রদের মধ্যে কলহ হবে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বিদুব, দৈব যদি প্রতিকূল না হয় তবে কলহ আমাদের দুঃখ দিতে পারবে না, বিধাতা সর্বজগৎ দৈবেব বশে বেখেছেন। তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর।

## ১৪। যদ্বিধিষ্ঠিরাদির দ্যুতসভায় আগমন

ধৃতবাস্তুর আজ্ঞাবশে বিদুব ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন। যদ্বিধিষ্ঠিব বললেন, ক্ষত্ৰ (১), মনে হচ্ছে আপনাব মনে সন্ধ্য নেই, আপনি কুশলে এসেছেন তো? বৃদ্ধ রাজার পুত্র ও প্রজাবা বশে আছে তো? কুশল জ্ঞাপনের পব বিদুব বললেন, বাজা যদ্বিধিষ্ঠিব, কুবুবাজ ধৃতবাস্তু তোমাকে এই বলেছেন।—তোমাব ভ্রাতারা এখানে যে সভা নির্মাণ কবেছেন তা তোমাদের সভাবই তুল্য, এসে দেখে যাও। তুমি তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে এখানে এসে সন্ধ্যভাবে দ্যুতক্রীড়া কব, আমোদ কব। তোমরা এলে আমবা সকলেই আনন্দিত হব।

যদ্বিধিষ্ঠিব বললেন, দ্যুত থেকে কলহ উৎপন্ন হয়, বৃদ্ধিমান ব্যক্তিব তা রুচিকব নথ। আপনাব কি মত? বিদুব বললেন, আমি জানি যে দ্যুত অনর্থের মূল, তাব নিবারণেব চেষ্টা আমি করেছিলাম, তথ্যাপি ধৃতবাস্তু আমাকে পাঠিয়েছেন। যদ্বিধিষ্ঠিব, তুমি বিম্বান, যা শ্রেয় তাই কব। যদ্বিধিষ্ঠিব বললেন, শকুনিব সঙ্গে খেলতে আমাব ইচ্ছা নেই, কিন্তু ধৃতবাস্তু যখন ডেকেছেন তখন আমি নিবৃত্ত হতে পারি না।

পবদিন যদ্বিধিষ্ঠিব দ্রৌপদী, ভ্রাতৃগণ ও পরিজনদের নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা কবলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ দুর্যোধন শল্য শকুনি প্রভৃতিব সঙ্গে দেখা ক'বে ধৃতবাস্তুর গৃহে গেলেন। গান্ধাবী তাঁকে আশীর্বাদ কবলেন, ধৃতবাস্তুও পঞ্চপাণ্ডবেব মস্তকাষ্ট্রাণ করলেন। দ্রৌপদী'ব অত্যুজ্জ্বল বেশভূষা দেখে ধৃতবাস্তুর পুত্রবধূবা বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। পাণ্ডবগণ সন্ধ্যে ব্রাহ্মযাপন ক'বে পবদিন প্রাতঃকৃত্যেব পব দ্যুতসভায় প্রবেশ কবলেন।

শকুনি বললেন, বাজা যদ্বিধিষ্ঠিব, সভায় সকলে তোমার জনা অপেক্ষা করছেন, এখন খেলা আবম্ভ হ'ক। যদ্বিধিষ্ঠিব বললেন, দ্যুতক্রীড়া শঠতাময় ও পাপজনক তাতে ক্ষত্রোচিত পবাক্রম নেই, নীতিসংগতও নয়। শঠতায় গোঁবব নেই, শকুনি, আপনি অন্যায়ভাবে আমাদের জয় কববেন না। শকুনি বললেন, যে পূর্বেই জানে পাশা ফেললে কোন সংখ্যা পড়বে, যে শঠতার প্রণালী বোঝে, এবং যে অক্ষ-ক্রীড়ায় নিপুণ সে সমস্তই সইতে পাবে। যদ্বিধিষ্ঠির, নিপুণ দ্যুতকারের হাতে বিপক্ষেব পবাজয় হয়, সে কাবণে আমাদেরই পবাজয়ের আশঙ্কা আছে, তথ্যাপি আমবা খেলব। যদ্বিধিষ্ঠিব বললেন, আমি শঠতাব দ্বারা সন্ধ্য বা ধন লাভ কবতে

চাই না, ধূর্ত দ্যুতকাবেব শঠতা প্রশংসনীয় নয়। শকুনি বললেন, যদুধিষ্ঠির, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও বিশ্বানবাও শঠতার দ্বারা পরস্পরকে জয় কবতে চেষ্টা করেন, এপ্রকার শঠতা নিন্দনীয় নয়। তবে তোমাব যদি আপত্তি বা ভয় থাকে তবে খেলো না। যদুধিষ্ঠির বললেন, আহুনান কবলে আমি নিবৃত্ত হই না, এই আমার ব্রত। এই সভায় কার সঙ্গে আমার খেলা হবে? পণ কে দেবে? দুর্যোধন উত্তর দিলেন, মহারাজ, আমিই পণেব জন্য ধনবস্ত্র দেব, আমাব মাতুল শকুনি আমার হয়ে খেলবেন। যদুধিষ্ঠিব বললেন, একজনেব পবিবর্তে অন্যের খেলা বীর্যবিরুদ্ধ মনে করি। যাই হ'ক, যা ভাল বোঝ তাই কব।

### ১৫। দ্যুতক্রীড়া

এই সময়ে ধৃতবাস্ত্র এবং তাঁব পশ্চাতে অপসন্নমনে ভীষ্ম দ্রোণ কূপ ও বিদূব সভায় এসে আসন গ্রহণ কবলেন। তার পব খেলা আরম্ভ হ'ল। যদুধিষ্ঠির বললেন, রাজা দুর্যোধন, সাগরেব আবর্ত থেকে উৎপন্ন এই মহামূল্য মণি যা আমার স্বর্ণহাবে আছে তাই আমাব পণ। তোমাব পণ কি? দুর্যোধন উত্তর দিলেন, আমার অনেক মণি আব ধন আছে, সে সমস্তই আমাব পণ। তখন শকুনি তাঁব পাশা ফেললেন এবং যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, এই জিতলাম।

যদুধিষ্ঠিব বললেন, শকুনি, আপনি কপট ক্রীড়ায় আমার পণ জিতে নিলেন। যাই হ'ক, সহস্র সুবর্ণে পূর্ণ আমার অনেক মঞ্জুষা আছে, এবাধে তাই আমাব পণ। শকুনি পূনর্বাব পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। তার পর, যদুধিষ্ঠিব বললেন, সহস্র রথের সমমূল্য ব্যাঘ্রচর্মাবৃত কিংকিণীজালমণ্ডিত সর্ব উপকবণ সমেত ওই উত্তম বথ যাতে আমি এখানে এসেছি, এবং তার কুমুদশূদ্র আটটি অশ্ব আমার পণ। এই কথা শুনেই শকুনি পূর্ববৎ শঠতা অবলম্বন ক'রে পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি।

তার পর যদুধিষ্ঠিব পব পব এইসকল পণ রাখলেন।—সালংকারা নৃত্য-গীতাদিনিপুণা এক লক্ষ তরুণী দাসী; কর্মকুশল উষ্ণীষকুণ্ডলধারী নম্রস্বভাব এক লক্ষ যুবক দাস; এক হাজার উত্তম হস্তী; স্বর্ণধ্বজ ও পতাকায় শোভিত এক হাজার রথ যার প্রত্যেক রথী যদুধিকালে এবং অন্য কালেও সহস্র মদ্রা মাসিক বেতন পান; গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ অর্জুনকে যেসকল বিচিত্রবর্ণ অশ্ব দিয়েছিলেন; দশ হাজার রথ ও দশ হাজার শকট; ষাট হাজার বিশালবক্ষা বীর সৈনিক যাবা দ্রুম্য পান করে এবং শালিতণ্ডুলের অন্ন খায়; স্বর্ণমদ্রায় পূর্ণ চার শত ধনভান্ড। এ সমস্তই শকুনি শঠতার দ্বারা জয় করলেন।

দ্যুতক্রীড়ায় এইরূপে যুদ্ধার্থিত্বের সর্বনাশ হচ্ছে দেখে বিদূর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহাবাজ, যুদ্ধার্থী ব্যক্তিব গুণে রুচি হয় না, আমার বাক্যও হয়তো আপনাব অপ্রিয় হবে, তথাপি বলছি শুনুন। এই দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করেই শৃগালের ন্যায় বব করছিল, এ ভরতবংশ ধ্বংস করবে। আপনি জানেন যে অশ্বক যাদব আব ভোজবংশীয়গণ তাঁদেরই আত্মীয় কংসকে ত্যাগ করেছিলেন, এবং তাঁদেরই নিম্নোক্তে কৃষ্ণ কংসকে বধ করেছিলেন। আপনি আদেশ দিন, সব্যসাচী অর্জুন দুর্যোধনকে বধ কববেন, এই পাপী নিহত হ'লে কৌববগণ সুখী হবে। আপনি শৃগালতুল্য দুর্যোধনের বিনিময়ে শাদর্দুলতুল্য পাণ্ডবগণকে ক্রয় কবুন। কুলবক্ষাব প্রয়োজনে যদি একজনকে ত্যাগ কবতে হয় তবে তাই কবা উচিত, গ্রামরক্ষাব জন্য কুল, জনপদবক্ষাব জন্য গ্রাম এবং আত্মবক্ষার জন্য পৃথিবীও ত্যাগ করা উচিত। দ্যুত থেকে কলহ ভেদ ও দাবুগ শত্রুতা হয়, দুর্যোধন তাই সৃষ্টি করছে। মন্ত বৃষ যেমন নিজেব শৃঙ্গ ভগ্ন করে, দুর্যোধন তেমন নিজেব বাজা থেকে মঙ্গল দূব কবছে। মহাবাজ, দুর্যোধনের জয়ে আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু এ থেকেই যুদ্ধ আব লোকক্ষয় হবে। ধনের প্রতি আপনার আকর্ষণ আছে এবং তার জন্য আপনি মন্ত্রণা কবেছেন তা জানি। এখন আপনাব দ্রাতুপুত্র যুদ্ধার্থিত্বের সঙ্গে এই যে কলহ সৃষ্ট হ'ল এতে আমাদের মত নেই। হে প্রতীপ ও শান্তনুর বংশধবগণ, তোমবা আমার হিতবাক্য শোন, ঘোর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছ, নিবোধেব অনুসবণ ক'বে তাতে প্রবেশ ক'রো না। এই অজাতশত্রু যুদ্ধার্থিত্ব, বৃকোদর, সব্যসাচী এবং নকুল-সহদেব যখন ক্রোধ সংববণ করতে পাববেন না তখন তুমুল যুদ্ধসাগবে ম্বাপ বৃপে কোন পদুমকে আশ্রয় করবে? এই পার্বতদেশবাসী শকুনি কপটদ্যুতে পটু তা আমরা জানি, ও যেখান থেকে এসেছে সেখানেই চ'লে যাক, পাণ্ডবদের সঙ্গে 'তোমবা যুদ্ধ ক'রো না।

দুর্যোধন বললেন, ক্ষত্র, আপনি সর্বদাই আমাদের নিন্দা আর মূর্খ ভেবে অবজ্ঞা করেন। আপনি নির্লজ্জ, যা ইচ্ছা তাই বলছেন। নিজেকে কতটা ভাববেন না, আমার কিসে হিত হবে তা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না। আমরা অনেক সর্ষেছি, আমাদের উত্তান্ত করবেন না। একজনই শাসনকর্তা আছেন, ম্বিতীয় নেই; যিনি গর্ভস্থ শিশুকে শাসন কবেন তিনিই আমার শাসক; তাঁব প্রেরণায় আমি জলস্রোতের ন্যায় চালিত হ'ছি। যিনি পর্বত ও ভূমি বিদীর্ণ করেন তাঁর বৃদ্ধিই মানুষের কার্য নিয়ন্ত্রিত কবে। বলপূর্বক অন্যকে শাসন করতে

গেলেই শত্রু সৃষ্টি হয়। যে লোক শত্রুর দলভুক্ত তাকে গৃহে বাস করতে দেওয়া অনর্দচিত। বিদ্যুৎ, আপনি যেখানে ইচ্ছা চ'লে যান।

বিদ্যুৎ বললেন, রাজপুত্র, যাট বৎসরের পাঁচ যেমন কুমারীর কাম্য নয়, আমিও সেইরূপ তোমার অপ্রিয়। এর পরে যদি হিতাহিত সকল বিষয়ে নিজের মনোমত মন্ত্রণা চাও তবে স্ত্রী জড় পণ্ডা ও মূঢ়দের জিজ্ঞাসা ক'রো। প্রিয়ভাষী পাপী লোক অনেক আছে কিন্তু অপ্রিয় হিতবাক্যের বক্তা আর শ্রোতা দুইই দুর্লভ। মহাবাজ ধৃতবাশ্র্ণ, আমি সর্বদাই বিচিত্রবীর্যের বংশধরদের বশ ও ধন কামনা করি। যা হবার তা হবে, আপনাকে নমস্কার করি, ব্রাহ্মণরা আমাকে আশীর্বাদ কবুন।

শকুনি বললেন, যদুধিষ্ঠির, তুমি পাণ্ডবদেব বহু সম্পত্তি হেরেছ, আর যদি কিছু থাকে তো বল। যদুধিষ্ঠির বললেন, সুবলনন্দন, আমার ধন অসংখ্য, তাই নিয়ে আমি খেলব। এই বলে তিনি পণ করলেন—অসংখ্য অশ্ব গো ছাগ মেঘ এবং পর্ণাশা ও সিন্ধু নদীর পূর্বপাবেব সমস্ত সম্পত্তি; নগব, জনপদ, ব্রহ্মস্ব ভিন্ন সমস্ত ধন ও ভূমি, ব্রাহ্মণ ভিন্ন সমস্ত পুরুষ। শকুনি সবই জিতে নিলেন। তখন যদুধিষ্ঠির রাজপুত্রগণের কুণ্ডলারি ভূষণ পণ করলেন এবং তাও হাবলেন। তার পর তিনি বললেন, এই শ্যামবর্ণ লোহিতাক্ষ সিংহস্কন্ধ মহাবাহু যদুবা নকুল আমাব পণ। শকুনি নকুলকে এবং তার পব সহদেবকেও জয় ক'রে বললেন, যদুধিষ্ঠির, তোমার প্রিয় দুই মাদ্রীপুত্রকে আমি জিতেছি, বোধ হয় ভীম আব অর্জুন তোমাব আরও প্রিয়।

যদুধিষ্ঠির বললেন, মূঢ়, তুমি আমাদের মধ্যে ভেদ জন্মান্তে চাচ্ছ। শকুনি বললেন, মন্ত লোক গর্তে পড়ে, প্রমন্ত লোক বহুভাষী হয়। তুমি রাজা এবং বয়সে বড়, তোমাকে নমস্কার করি। লোকে জুয়াখেলার সময় অনেক উৎকট কথা বলে (১)।

যদুধিষ্ঠির বললেন, শকুনি, যিনি যদুক্ষে নৌকার ন্যায় আমাদের পাব কবেন, যিনি শত্রুজয়ী ও বলিষ্ঠ, পণের অযোগ্য সেই রাজপুত্র অর্জুনকে পণ বাখাছি। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। যদুধিষ্ঠির বললেন, বজ্রধাবী ইন্দ্রের ন্যায় যিনি যদুক্ষে আমাদের নেতা, যিনি তির্যক্‌প্রেক্ষী (২) সিংহস্কন্ধ ঋদ্ধম্ভাব, যার তুল্য বলবান কেউ নেই, পণের অযোগ্য সেই ভীমসেনকে পণ বাখাছি। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। অবশেষে যদুধিষ্ঠির নিজেকেই পণ বাখলেন এবং হারলেন।

(১) অর্থাৎ আমার কথায় রাগ ক'রো না। (২) যার চক্ষু বা দৃষ্টি বাঁকা।

শকুনি বললেন, রাজা, কিছ্‌র ধন অবশিষ্ট থাকতে তুমি নিজেকে পণ রেখে হারলে, এতে পাপ হয়। তোমার প্রিয়া পাণ্ডালী এখনও বিজিত হন নি, তাঁকে পণ রেখে নিজেকে মত্ত কর। যদুধিষ্ঠির বললেন, যিনি অতিথবী বা অতি-কৃষ্ণা নন, কৃষ্ণা বা রক্তবর্ণা নন, যিনি কৃষ্ণকুণ্ডিতকেশী, পদ্মপলাশাক্ষী, পদ্মগন্ধা, রূপে লক্ষ্মীসমা, সর্বগুণান্বিতা, প্রিয়ংবদা, সেই দ্রৌপদীকে পণ রাখছি।

ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনে সভা বিস্কন্ধ হ'ল, বৃন্দগণ ধিক ধিক বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি ঘর্মাক্ত হলেন, বিদূর মাথায় হাত দিয়ে মোহগ্রস্তের ন্যায় অধোবদনে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র মনোভাব গোপন কবতে পারলেন না, হৃষ্ট হয়ে বাব বাব জিজ্ঞাসা কবলেন, কি জিতলে, কি জিতলে? কর্ণ দৃঃশাসন প্রভৃতি আনন্দ প্রকাশ কবতে লাগলেন, অন্যান্য সদস্যগণের চক্ষু থেকে অশ্রুপাত হ'ল। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি।

দুর্যোধন বিদূরকে বললেন, পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদীকে নিয়ে আসুন, সেই অপদৃগ্যশীলা অন্য দাসীদের সঙ্গে গৃহমার্জনা কবুক। বিদূর বললেন, তোমার মতন লোকই এমন কথা বলতে পারে। কৃষ্ণা দাসী হ'তে পারেন না, কারণ তাঁকে পণ রাখবাব সময় যদুধিষ্ঠিরের স্বামিত্ব ছিল না। মূর্খ, মহাবিশ্ব ক্রুদ্ধ সর্প তোমার মাথার উপর রয়েছে, তাদেব আরও কুপিত ক'বো না, যমালয়ে যেযো না। ধৃতরাষ্ট্রের পত্ন নরকের ভয়ংকর দ্বারে উপস্থিত হয়েও তা বদ্বছে না, দৃঃশাসন প্রভৃতিও তার অনুসরণ কবছে।

### ১৬। দ্রৌপদীর নিগ্রহ—ভীষ্মের শপথ—ধৃতরাষ্ট্রের বরদান

দুর্যোধন তাঁর এক অনুচরকে বললেন, প্রাতিকামী, তুমি দ্রৌপদীকে এখানে নিয়ে এস, তোমার কোনও ভয় নেই। সূতবংশীয় প্রাতিকামী দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললে, যাজ্ঞসেনী, যদুধিষ্ঠির দ্যুতসভায় ভীমার্জুন-নকুল-সহদেবকে এবং নিজেকে পণ বেখে হেরে গেছেন। আপনাকেও তিনি পণ রেখেছিলেন, দুর্যোধন আপনাকে জয় করেছেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। দ্রৌপদী বললেন, সূতপত্ন, তুমি দ্যুতকার যদুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করে এস—তিনি আগে নিজেকে না আমাকে হেরেছিলেন?

প্রাতিকামী সভায় এসে দ্রৌপদীর প্রশ্ন জানালে যদুধিষ্ঠির প্রাণহীনের ন্যায় ব'সে বইলেন, কিছ্‌রই উত্তর দিলেন না। দুর্যোধন বললেন, পাণ্ডালী নিজেই এখানে এসে প্রশ্ন করুন। প্রাতিকামী আবার গেলে দ্রৌপদী বললেন, তুমি ধর্মাত্মা নীতিমান



সদস্যগণকে জিজ্ঞাসা কর, ধর্ম্মানুসাবে আমার কর্তব্য কি। তাঁরা যা বলবেন আমি তাই করব। প্রাতিকামী সভায় ফিরে এসে দ্রোপদীব প্রশ্ন জানালে সকলে অধোমুখে নীববে রইলেন। এই সময়ে যদুধিষ্ঠির একজন বিশ্বস্ত দূতকে দিয়ে দ্রোপদীকে বলে পাঠালেন, পাণ্ডালী, তুমি এখন রজস্বলা একবস্ত্রা, এই অবস্থাতেই কাঁদতে কাঁদতে সভায় এসে শব্দবের সম্মুখে দাঁড়াও।

দুর্যোধন পদনবার প্রাতিকামীকে বললেন, দ্রোপদীকে নিয়ে এস। প্রাতি-  
কামী ভীত হয়ে বললে, তাকে কি বলব? দুর্যোধন বললেন, এই সূতপত্র ভীমের  
ভয়ে উদ্ভিন্ন হয়েছ। দুর্যোধন, তুমি নিজের দ্রোপদীকে ধরে নিয়ে এস। দুর্যোধন  
দ্রোপদীব কাছে গিয়ে বললেন, পাণ্ডালী, তুমি বিজিত হয়েছ, লজ্জা ত্যাগ ক'বে  
দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা কর, কৌরবগণকে ভজনা কর। দ্রোপদী ব্যাকুল হয়ে বেগে  
ধৃতবাস্ত্রের পত্নীদের কাছে চললেন, কিন্তু দুর্যোধন তর্জন ক'বে তাঁর কেশ ধলেন,  
যে কেশ রাজসূয় যজ্ঞের মন্ত্রপুত জলে সিস্ত হয়েছিল। দুর্যোধনের আকর্ষণে  
নতদেহ হয়ে দ্রোপদী বললেন, মন্দবৃদ্ধি অনার্য, আমি একবস্ত্রা রজস্বলা, আমাকে  
সভায় নিয়ে যেযো না। দুর্যোধন বললেন, তুমি বজস্বলা একবস্ত্রা বা বিবস্ত্রা  
যাই হও, দ্যুতে বিজিত হয়ে দাসী হয়েছ, আমাদের ভজনা কব।

বিক্ষিপ্তকেশে অর্ধস্থলিতবসনে দ্রোপদী সভায় আনীত হলেন। লজ্জায়  
ও ক্রোধে দম্ব হয়ে তিনি ধীবে ধীবে বললেন, দুর্যোধন, ইন্দ্রাদি দেবগণও যদি তোমার  
সহায় হন তথাপি পাণ্ডবগণ তোমাকে ক্ষমা কববেন না। এই কুব্জবীগণের মধ্যে  
আমাকে টেনে আনা হ'ল কিন্তু কেউ তার নিন্দা কবছেন না! ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর আর  
বাজা ধৃতরাষ্ট্রের কি প্রাণ নেই? কুরূবৃদ্ধগণ এই দারুণ অধর্মাচার কি দেখতে  
পাচ্ছেন না? ষিক, ভবতবংশের ধর্ম্ম আর চবিত্র নষ্ট হয়েছে, এই সভায় কৌরবগণ  
কুলধর্ম্মের মর্যাদালঙ্ঘন নীরবে দেখছেন! দ্রোপদী কবদ্বন্দ্ববে এইরূপে বিলাপ ক'রে  
বক্তনযনে পতিদের দিকে তাকাচ্ছেন দেখে দুর্যোধন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সশব্দে হেসে  
বললেন, দাসী! কর্ণও হৃষ্ট হয়ে অটুহাস্য কবলেন, শকুনিও অনমোদন কবলেন।

সভাস্থ আর সকলই অত্যন্ত ব্যাথিত হলেন। ভীষ্ম বললেন, ভাগ্যবতী,  
ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি না।  
যদুধিষ্ঠির সব ত্যাগ করলেও সত্য ত্যাগ করেন না, তিনিই বলেছেন— আমি বিজিত  
হয়েছি। দ্যুতক্রীড়ায় শকুনি অস্বভাবী, তাঁর জন্যই যদুধিষ্ঠিরের, খেলবার ইচ্ছা হয়ে-  
ছিল। শকুনি শঠতা অবলম্বন করেছেন যদুধিষ্ঠির এমন মনে করেন না। দ্রোপদী  
বললেন, যদুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধৃত দৃষ্ট শঠ লোকে তাঁকে এই সভায়

আহবান করেছে। তাঁর খেলতে ইচ্ছা হয়েছিল কেন বলছেন? তিনি শৃঙ্খলভাব, প্রথমে শঠতা বুদ্ধিতে পারেন নি তাই পরাজিত হয়েছেন, পরে বুদ্ধিতে পেয়েছেন। এই সভায় কুরুবংশীয়গণ রয়েছেন, এঁরা কন্যা ও পুত্রবৃন্দের অভিভাবক, সুবিচার করে বলুন আমাকে জয় করা হয়েছে কি না।

দ্রৌপদীব অপমান দেখে ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধিষ্ঠিবকে বললেন, দাতক্যববা তাদের বেশ্যাকেও কখনও পণ রাখে না, তাদের দয়া আছে। শত্রুবা শঠতাব দ্বারা ধন রাজ্য এবং আমাদেরও হরণ কবেছে, তাতেও আমার ক্রোধ হয় নি, কাষণ আপনি এই সমস্তের প্রভু। কিন্তু পাণ্ডবভাৰ্ষ্য দ্রৌপদী এই অপমানের যোগ্য নন, হীন নৃশংস কোববগণ আপনাব দোষেই তাঁকে ক্লেশ দিচ্ছে। আমি আপনাব হস্ত দণ্ড করব—সহদেব, অগ্নি আন।

অর্জুন ভীমকে শান্ত কবলেন। দুর্যোধনের এক ভ্রাতা বিকর্ণ সভাস্থ সকলকে বললেন, পাণ্ডালী যা বললেন আপনাবা তাব উত্তব দিন, যদি সুবিচাব না কবন তব আমাদেব সদ্য নবকগতি হবে। কুব্জগণের মধ্যে বৃদ্ধতম ভীষ্ম ও ধৃতবাস্থ্য, মহামতি বিদূব, আচাৰ্য দ্রোণ ও কৃপ, এঁরা দ্রৌপদীব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না কেন? হে সকল বাজারা এখানে আছেন তাঁরাও বলুন। বিকর্ণ এইবূপে বহুবাব বললেও কেউ উত্তব দিলেন না। তখন হাতে হাতে ঘষে নিঃস্বাস ফেলতে ফেলতে বিকর্ণ বললেন, আপনারা কিছু বলুন বা না বলুন, আমি যা ন্যায্য মনে করি তা বলছি। মৃগয়া মদ্যপান, অশ্লব্রীড়া এবং অধিক স্ত্রীসংসর্গ—এই চারটি বাজাদের ব্যসন। ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি ধর্ম থেকে চ্যুত হয়, তার কৃত কর্মকে লোকে অকৃত বলে মনে কবে। যুদ্ধিষ্ঠির ব্যসনাসক্ত হবে দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন। কিন্তু সকল পাণ্ডবই দ্রৌপদীর স্বামী, আব যুদ্ধিষ্ঠির নিজে বিজিত হবার পর দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন, অতএব দ্রৌপদী বিজিত হন নি।

সভায় মহা কোলাহল উঠল, অনেকে বিকর্ণের প্রশংসা আর শকুনির নিন্দা করতে লাগলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই সভার সদস্যগণ যে কিছু বলছেন না তার কারণ এঁরা দ্রৌপদীকে বিজিত বলেই মনে করেন। বিকর্ণ, তুমি বালক হয়ে স্থবিবেব ন্যায্য কথা বলছ। নিবেোধ, তুমি ধর্ম জান না। যুদ্ধিষ্ঠির সর্বস্ব পণ করেছিলেন, দ্রৌপদী তাব অন্তর্গত; তিনি স্পষ্টবাক্যে দ্রৌপদীকেও পণ রেখেছিলেন, পাণ্ডবগণ তাতে আপত্তি করেন নি। আরও শোন—স্ত্রীদের এক পতিই বেদবিহিত, দ্রৌপদীর অনেক পতি, অতএব এ বেশ্য। শকুনি সমস্ত ধন ও দ্রৌপদী সমেত পণ্ডপাণ্ডবকে জয় করেছেন। দৃঃশাসন, তুমি পাণ্ডবদের আর দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ কর।

পান্ডবগণ নিজ নিজ উত্তরীয় বসন ফেলে দিলেন। দৃঃশাসন দ্রোপদীর বস্ত্র ধবে সবলে টেনে দ্রোণার উপক্রম কবলেন। লজ্জা থেকে রাগ পাবার জন্য দ্রোপদী কৃষ্ণ বিষ্ণু হাবিকে ডাকতে লাগলেন। তখন স্বয়ং ধর্ম বস্ত্রের বদ্বপ ধবে তাঁকে আবৃত কবলেন। দৃঃশাসন আকর্ষণ করলে নানা বর্ণে বর্ণিত এবং শূদ্র শত শত বসন আবির্ভূত হ'তে লাগল। সভায় তুমুল কোলাহল হ'ল, আশ্চর্য ঘটনা দেখে সভাস্থ বাজাবা দ্রোপদীব প্রশংসা আব দৃঃশাসনের নিন্দা কবতে লাগলেন।

ক্লোথে হস্ত নিষ্পিষ্ট ক'বে কম্পিত ওষ্ঠে ভীম উচ্চস্ববে বললেন, ক্ষত্রিয়-গণ, শোন, যদি আমি যদুন্ধক্ষেত্রে এই পাপী দদুবৃদ্ধি ভবতকুলকলঙ্ক দৃঃশাসনের বন্ধ বিদীর্ণ ক'বে বস্ত্রপান না কবি, তবে যেন পিতৃপদ্বয়গণের গতি না পাই। ভীমের এই লোমহর্ষকব শপথ শ্রুনে বাজাবা তাঁব প্রশংসা এবং দৃঃশাসনের নিন্দা করতে লাগলেন। সভায় দ্রোপদীব বস্ত্র বাশীকৃত হ'ল, দৃঃশাসন শ্রান্ত ও লজ্জিত হয়ে ব'সে পড়লেন। বিদুব বললেন, সদস্যগণ, আপনাব বোরদ্যমানা দ্রোপদীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না তাতে ধর্মের হানি হচ্ছে। বিকর্ণ নিজেব বৃদ্ধি অনুসাবে উত্তর দিযেছে, আপনাবাও দিন। সভাস্থ রাজাবা উত্তর দিলেন না। বর্ণ দৃঃশাসনকে বললেন, এই কৃষ্ণ দাসীকে গৃহে নিয়ে যাও।

দ্রোপদী বিলাপ কবতে লাগলেন। ভীম বললেন, কল্যাণী, আমি তোমাকে বলছি, ধর্মের গতি অতি দদুবোধ সেজন্য আমি উত্তর দিতে পারছি না। কৌরব-গণ লোভমোহপরায়ণ হয়েছ, শীঘ্রই এদের বিনাশ হবে। পাণ্ডালী, যদুধিষ্ঠিব বলদন তুমি অজিতা না জিতা। দদুবোধন সহাস্যে বললেন, ভীম অর্জুন প্রভৃতি বলদন যে যদুধিষ্ঠিব তোমার স্বামী নন, তিনি মিথ্যাবাদী, তা হলে তুমি দাসীত্ব থেকে মুক্ত হবে। অথবা ধর্মপুত্র যদুধিষ্ঠির স্বয়ং বলদন তিনি তোমাব স্বামী কি অস্বামী। ভীম তাঁব চন্দনচর্চিত বিশাল বাহু তুলে বললেন, ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠির যদি আমাদের গদুদ না হতেন তবে কখনই ক্ষমা করতাম না। উনি যদি আমাকে নিষ্কৃতি দেন তবে চপেটাঘাতে এই পাপী ধৃতবাস্ত্রপদুগগকে নিষ্পিষ্ট কবতে পারি।

অচেতনের ন্যায় নীরব যদুধিষ্ঠিবকে দদুবোধন বললেন, ভীমার্জুন প্রভৃতি আপনার আজ্ঞাধীন, আপনিই দ্রোপদীর প্রশ্নের উত্তর দিন। এই ব'লে দদুবোধন কর্ণের দিকে চেয়ে একটু হেসে বসন সরিয়ে কদলীকাণ্ডতুল্য তাঁর বাম উবু দ্রোপদীকে দেখালেন। বৃকোদর ভীম বিস্ময়বিতনযনে বললেন, মহাযদুধিষ্ঠে তোমার ওই উবু যদি গদাঘাতে না ভাঙি তবে যেন আমার পিতৃলোকে গতি না হয়।

বিদুব বললেন, ধৃতবাস্ত্রের পদুগগ, এই ভীমসেন থেকে তোমাদের মহা

বিপদ হবে তা জেনে রাখ। তোমরা দ্যুতের নিষম লঙ্ঘন করেছ, সভায় স্ত্রীলোক এনে বিবাদ করছ। ধর্ম নষ্ট হ'লে সভা দূষিত হয়। যদুধিষ্ঠির নিজে বিজিত হ'বাব পূর্বে দ্রোপদীকে পণ রাখতে পাবতেন, কিন্তু প্রভু হারাবার পর তা পারেন না।

ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্রগৃহে একটা শৃগাল চিৎকার ক'রে উঠল, গর্দভ ও পক্ষীরাও ভয়ংকর রবে ডাকতে লাগল। অশুভ শব্দ শুনে বিদুর গান্ধাবী ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপ 'স্বস্তি স্বস্তি' বললেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মূর্খ দুর্যোধন, এই কৌববসভায় তুমি পাণ্ডবগণের ধর্মপত্নী বসে কথ্য বলেছ! তুমি মবেছ। তাব পব তিনি দ্রোপদীকে সান্ধনা দিয়ে বললেন, পাণ্ডালী, তুমি আমাব বধূদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং ধর্মশীলা সতী, আমার কাছে অভীষ্ট বব চাও।

দ্রোপদী বললেন, ভরতবর্ষ, এই বর দিন যেন সর্বধর্মচারী যদুধিষ্ঠিব দাসত্ব থেকে মুক্ত হন, আমার পুত্র প্রতিবিন্দ্যকে কেউ যেন দাসপুত্র ব'লে না ডাকে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, কল্যাণী, যা বললে তাই হবে। তুমি দ্বিতীয় বর চাও, আমাব মন বলছে একটিমাত্র বর তোমার যোগ্য নয়। দ্রোপদী বললেন, মহারাজ, ভীমসেন ধনঞ্জয় আব নকুল-সহদেব দাসত্ব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হ'ন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পুত্রী, তাই হবে। দ্রুতি বরও তোমাব পক্ষে যথেষ্ট নয়, তৃতীয় বর চাও। দ্রোপদী বললেন, মহাবাজ, লোভে ধর্মনাশ হয়। আমি আর বব চাই না। এই বিধান আছে যে বৈশ্য এক বর, ক্ষত্রিয়গণী দুই বব, রাজা তিন বর এবং ব্রাহ্মণ শত বব নিতে পারেন। আমাব স্বামীরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে পুণ্যকর্মের বলেই শ্রেয়োলাভ করবেন।

কর্ণ বললেন, দ্রোপদী যা করলেন কোনও নাবী তা পূর্বে করেছেন এমন শুন নি, দুর্যোধনসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণকে ইনি নৌকাব ন্যায্য পার করেছেন। এই কথা শুনে ভীম দুর্যোধন হযে বললেন, মহর্ষি দেবলের মতে পুত্রবধূদের তেজ তিনটি—অপত্য, কর্ম ও বিদ্যা। পত্নী ব অপমানে আমাদের সন্তান দূষিত হ'ল। অর্জুন বললেন, হীন লোকে কি বলে না বলে তা নিয়ে সম্ভজনরা জল্পনা কবেন না, তাঁরা নিজ ক্ষমতায় নির্ভব কবেন। ভীম যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, বিতর্কে প্রয়োজন কি, মহারাজ, আমি আজই সমস্ত শত্রুকে বিনাশ করব, তার পর আপনি পৃথিবী শাসন করবেন।

যদুধিষ্ঠির ভীমকে নিবৃত্ত ক'রে বসিয়ে দিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে কৃতজ্ঞালি হয়ে বললেন, মহাবাজ, আমরা সর্বদাই আপনার অধীন, আদেশ করুন এখন কি করব। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, অজাতশত্রু, তোমার মঙ্গল হ'ক। সমস্ত ধন সমেত তোমরা নির্বিঘ্নে ফিরে যাও, নিজ রাজ্য শাসন কর। আমি বৃদ্ধ, তোমাদের

হিতকর আদেশই দিচ্ছি। তুমি ধর্মের সুক্ষ্ম গতি জান, তুমি বিনীত, বৃন্দদের সেবক। যারা উত্তম পদব্রষ তাঁরা কারও শত্রুতা করেন না, পরের দোষ না দেখে গুণই দেখেন। এই সভায় তুমি সাধুজনোচিত আচরণ করেছ। বৎস, দুর্যোধনের নিষ্ঠুরতা মনে রেখো না। আমি তোমাব শূভাকাঙ্ক্ষী বৃন্দ অন্ধ পিতা, আমাকে আব তোমার মাতা গান্ধাবীকে দেখো। তোমাদের দেখবার জন্য এবং এই দুই পক্ষের বলাবল জানবাব জন্য আমি দ্যুতসভায় মত দিয়েছিলাম। তোমাব ন্যায় শাসনকর্তা এবং বিদুরবেব ন্যায় মন্ত্রী থাকতে কুব্ধবংশীয়গণের কোনও ভয় নেই। এখন তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে যাও, ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার সম্প্রীতি এবং ধর্ম মতি থাকুক।

## ॥ অনদ্ভ্যুতপর্বাদ্যায় ॥

### ১৭। পদনর্বীর দ্যুতক্রীড়া

পান্ডবগণ চলে গেলে দৃঃশাসন বললেন, আমবা অতি কষ্টে যা হস্তগত কবেছিলাম বৃন্দ তা নষ্ট কবলেন। তাব পব কর্ণ আব শকুনিব সঙ্গে মন্ত্রণা করে দুর্যোধন তাঁব পিতাব কাছে গিয়ে বললেন, মহাবাজ, বৃহস্পতি বলেছেন, যে শত্রুরা যুদ্ধে বা যুদ্ধ না কবেই অনিষ্ট কবে তাদের সকল উপায়ে বিনষ্ট কববে। দংশনে উদ্যত সর্পকে কষ্টে ও পৃষ্ঠে ধাবণ কবে কে পবিত্যাগ কবে? পিতা, ক্রুদ্ধ পান্ডবরা আমাদের নিঃশেষ কববে, আমরা তাদের নিগৃহীত কবেছি, তাবা ক্ষমা করবে না। আমবা আবার তাদের সঙ্গে খেলতে চাই। এবাবে দ্যুতক্রীড়ায় এই পণ হবে— পবাজিত পক্ষ মৃগচর্ম ধারণ কবে বাব বৎসব মহাবণ্যে বাস এবং তার পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করবে। আমরা দ্যুতজয়ী হয়ে বাব বৎসবে রাজ্যে দ্যুতপ্রতিষ্ঠিত হব। মিত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করব, তের বৎসব পবে পান্ডববা ফিবে এলে আমরা তাদের পবাজিত করব। ধৃতরাষ্ট্র সম্মত হয়ে বললেন, পান্ডবদেব শীঘ্র ফিরিয়ে আন।

জ্ঞানবতী গান্ধাবী তাঁব পতিকে বললেন, দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করলে বিদুর সেই কুলাঙ্গারকে পরলোকে পাঠাতে বলেছিলেন। মহাবাজ, তুমি নিজের দোষে দৃঃখসাগরে মগ্ন হয়ো না, নির্বোধ অশিষ্ট পুত্রদের কথা শুনো না। পান্ডবরা শান্ত হয়েছ, আবার কেন তাদের ক্রুদ্ধ করছ? তুমি স্নেহবশে দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পার নি, এখন তার ফলে বংশনাশ হবে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমাদের বংশ নষ্টই হবে, আমি তা নিবারণ করতে পারছি না। আমার পুত্রেরা যা ইচ্ছা হয় করুক।

দুর্যোধনের দ্যুত প্রাতিকামী ষ্ঠার্থিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে জানালে, ধৃতরাষ্ট্র

আবাব তাঁকে দ্যুতক্রীড়ায আহ্বান করেছেন। যুদ্ধার্থিতর বললেন, বিধাতার নিয়োগ অনুরোধেই জীবের শৃঙ্খলাঘট ঘটে। বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র যখন ডেকেছেন তখন বিপদ হবে জেনেও আমাকে যেতে হবে। রাম জানতেন যে স্বর্ণময় জন্তু অসম্ভব, তথাপি তিনি স্বর্ণমৃগ দেখে লুপ্ত হয়েছিলেন। বিপদ আসন্ন হ'লে লোকের বুদ্ধিব বিপর্যয় হয়।

যুদ্ধার্থিতর দ্যুতসভায় উপস্থিত হ'লে শকুনি বললেন, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তোমাদের ধন ফিরায়ে দিয়ে মহৎ কার্য কবেছেন। এখন যে পণ বেখে আমরা খেলব তা শোন।—আমরা যদি হারি তবে মৃগচর্ম পবিধান ক'বে দ্বাদশ বর্ষ মহাবণ্যে বাস কবব, তাব পব এক বৎসব স্বজনবর্গের অজ্ঞাত হয়ে থাকব। যদি অজ্ঞাতবাসকালে কেউ আমাদের সন্ধান পায তবে আবাব দ্বাদশ বর্ষ বনবাস কবব। যদি তোমরা হেবে যাও তবে তোমরাও এই নিয়মে বনবাস ও অজ্ঞাতবাস কববে, এবং ত্রয়োদশ বৎসবের শেষে স্ববাজ্য পাবে। এখন খেলবে এস।

সভাস্থ সকলে উদ্বেগন হয়ে হাত তুলে বললেন, আশ্বাষদের ধিক, তাঁরা পাণ্ডবদের সাবধান ক'বে দিচ্ছেন না, পাণ্ডবরাও তাঁদের বিপদ বুঝছেন না। যুদ্ধার্থিতর বললেন, আমি স্বধর্মনিষ্ঠ, দ্যুতক্রীড়ায আহ্বাত হ'লে নিবৃত্ত হই না। শকুনি, আমি আপনাব সপ্তে খেলব। শকুনি তাঁব পাশা ফেলে বললেন, জিতোছি।

পবাজিত পাণ্ডবগণ মৃগচর্মের উত্তরীয় ধাবণ ক'বে বনবাসের জন্য প্রস্তুত হলেন। দুর্যোধন বললেন, এখন দুর্যোধন রাজচক্রবর্তী হলেন, পাণ্ডবগণ সদীর্ঘকালের জন্য নবকে পতিত হ'ল। ক্রীব পাণ্ডবদের কন্যাদান ক'রে দুপদ ভাল কবেন নি। দ্রোপদী, এই পতিত স্বামীদের সেবা ক'রে তোমার আর লাভ কি? ভীম বললেন, নিষ্ঠুর, তুমি এখন বাক্যবাণে আমাদের মর্মভেদ করছ, এই কথা যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাব মর্মস্থান ছিন্ন ক'রে মনে কবিবে দেব। নিলম্ব দুর্যোধন 'গরু, গবু' ব'লে ভীমের চাবিদিকে নাচতে লাগলেন।

পাণ্ডবগণ সভা থেকে নিগত হলেন। দুর্যোধন দুর্যোধন হর্ষে অধীর হয়ে ভীমের সিংহগতিব অনুকরণ করতে লাগলেন। ভীম পিছন ফিবে বললেন, মূঢ় দুর্যোধন, দুর্যোধনের বিদীর্ণ বক্ষেব শোণিত পান করলেই আমার কতব্য শেষ হবে না, তোমাকে সদলে নিহত ক'বে প্রতিশোধ নেব। আমি গদাঘাতে তোমাকে মারব, পদাঘাতে তোমাব মস্তক ভুলুপ্তিত করব। অর্জুন কর্ণকে আর সহদেব ধৃত শকুনিকে মারবেন, আব এই বাক্যবীর দুর্যোধন দুর্যোধনের রক্ত আমি সিংহের ন্যায় পান করব।

অর্জুন বললেন, কেবল বাক্য দ্বারা সংকল্প ব্যস্ত করা যায় না, চতুর্দশ বৎসবে যা হবে তা সকলেই দেখতে পাবেন। ভীমসেন, আপনাব প্রিয়কামনায় আমি প্রতিজ্ঞা করছি—এই ঈর্ষাকাবী কটনুভাষী অহংকৃত কণ্ঠকে আমি যদুন্ধ্য শবাঘাতে বধ করব। যদি এই সত্য পালন করতে না পারি তবে হিমালয় বিচলিত হবে, দিবাকর নিম্প্রভ হবে, চন্দ্রের শৈত্য নষ্ট হবে। সহদেব বললেন, গান্ধাব-কুলাঙ্গার শকুনি, তোমার সম্বন্ধে ভীম যা বলেছেন তা আমি কবব। নকুল বললেন, দুর্যোধনকে তুষ্ট কববাব জন্য যাবা এই সভায় দ্রৌপদীকে কটনু কথা শুনিয়েছে সেই দুর্যোধনের আমি যমালয়ে পাঠাব, ধর্মবাজ আব দ্রৌপদীর নির্দশ অনুসাবে আমি পৃথিবী থেকে ধাতবাস্ত্রগণকে লুপ্ত কবব।

### ১৮। পাণ্ডবগণের বনযাত্রা

বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, ধৃতবাস্ত্র, তাঁর পুত্রগণ, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সৌমদত্ত, বাহুবীকবাজ, বিদুর, যদুংগ, সঞ্জয় প্রভৃতিকে সম্বোধন কবে যদুধিষ্ঠির বললেন, আমি বনগমনের অনুরূতি চাচ্ছি, ফিবে এসে আবাব আপনাদের দর্শনলাভ কবব। সভাসদগণ লজ্জায় কিছু বলতে পাবলেন না, কেবল মনে মনে যদুধিষ্ঠিরের কল্যাণ কামনা কবলেন। বিদুর বললেন, আর্ষা কুন্তী বৃদ্ধা এবং সুখভোগে অভ্যস্তা, তিনি সসম্মানে আমার গৃহেই বাস কববেন। পাণ্ডবগণ, তোমাদের সর্ব-বিষয়ে মঙ্গল হ'ক। যদুধিষ্ঠিবাদি বললেন, নিম্পাপ পিতৃব্য, আপনি আমাদের পিতার সমান, যা আজ্ঞা করবেন তাই পালন কবব।

বিদুর বললেন, যদুধিষ্ঠিব, অধর্ম দ্বাবা বিজিত হ'লে পবাজয়ের দৃংখ হয় না। তুমি ধর্মজ্ঞ, অর্জুন যদুন্ধ্যজ্ঞ, ভীম শত্রুহন্তা, নকুল অর্থসংগ্রহী, সহদেব নিয়মপালক, ধৌম্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ, দ্রৌপদী ধর্মচারিণী। তোমরা পবস্পরের প্রিয়, প্রিয়ভাষী, তোমাদের মধ্যে কেউ ভেদ জন্মাতে পাববে না। আপংকালে এবং সর্ব কাশে তোমরা বিবেচনা কবে চলৌ। তোমাদের মঙ্গল হ'ক, নির্বিঘ্নে ফিবে এস, আবাব তোমাদের দেখব।

কুন্তী ও অন্যান্য নারীদের কাছে গিয়ে দ্রৌপদী বিদায় চাইলেন। অন্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি উঠল। কুন্তী শোকাবুল হয়ে বললেন, বৎসে, তুমি সর্ব-গুণাবিতা, আমার কেনও উপদেশ দেওয়া আবাবশ্যক। কৌববগণ ভাগ্যবান তাই তারা তোমার কোপে দংশ হয় নি। তুমি নির্বিঘ্নে যাত্রা কর, আমি সর্বদাই তোমার

শুভ্ৰচিন্তা কবব। আমার পুত্র সহদেবকে দেখো, যেন সে এই বিপদে অবসন্ন না হয়।

দ্রৌপদী আলুলায়িত কেশে রক্তাক্ত একবস্ত্রে সবোদনে যাত্রা করলেন। নিবান্ধরণ পুত্রগণকে আলিঙ্গন করে কুন্তী বললেন, তোমরা ধার্মিক সচ্চরিত্র উদারপ্রকৃতি ভগবদ্ভক্ত ও যজ্ঞপবায়ণ, তোমাদের ভাগ্যে এই বিপর্যয় কেন হ'ল? তোমাদের পিতা ধন্য, এই বিপদ তাঁকে দেখতে হ'ল না, স্বর্গগতা মাদ্রীও ভাগ্যবতী। আমি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারব না, সঙ্গে যাব। হা কৃষ্ণ স্ৱাকাবাসী, কোথায় আছ, আমাদের দৃঃখ থেকে হ্রাণ কবছ না কেন?

পান্ডবগণ কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে যাত্রা কবলেন। দুর্যোধনাদিব পত্নীরা দ্রৌপদীর অপমানের বিবরণ শুনে কৌববগণের নিন্দা ক'বে উচ্চকণ্ঠে বোদন করতে লাগলেন। পুত্রদেব অন্যায়ের কথা ভেবে ধৃতবাশ্ট্র উদবেগ ও অশান্তি ভোগ করছিলেন। তিনি বিদুবকে ডাকিয়ে বললেন, পান্ডবগণ কি ভাবে যাচ্ছেন তা আমি জানতে চাই, তুমি বর্ণনা কব।

বিদুর বললেন, ধর্মবাজ যদুধিষ্ঠির বস্ত্রে মূখ আবৃত ক'বে চলেছেন। মহারাজ, আপনার পুত্রেরা কপট উপায়ে রাজ্য হরণ করলেও যদুধিষ্ঠিরের ধর্মবুদ্ধি বিচলিত হয় নি। তিনি দয়ালু, তাই ক্রুদ্ধ হয়েও চক্ষু উন্মীলন করছেন না, পাছে আপনার পুত্রগণ দগ্ধ হয়। শত্রুদেব উপর বাহুবল প্রয়োগ করবেন তা জানাবাব জন্য ভীম তাঁর বাহুস্বয় প্রসাবিত ক'বে চলেছেন। বাণবর্ষণের পূর্ৱাভাষরূপে অর্জুন বালুকা বর্ষণ করতে কবতে যাচ্ছেন। সহদেব মূখ ঢেকে এবং নকুল সর্বাঙ্গে ধূলি মেখে বিহবলচিত্তে চলেছেন। দ্রৌপদী তাঁর কেশজালে মূখ আচ্ছাদিত ক'বে সবোদনে অনগমন কবছেন। পুর্বোহিত ধৌম্য হাতে কুশ নিয়ে যমদেৱতার সাম মন্ত্র গান ক'বে পুর্বোভাগে চলেছেন। পুর্ববাসিগণ বিলাপ করছে—হায়, আমাদের রক্ষকগণ চলে যাচ্ছেন! মহাবাজ, পান্ডবগণ যাত্রাকালে বিনা মেঘে বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প অকালে সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি দল্লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

দেৱর্ষি নাবদ সভামধ্যে বললেন, দুর্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জুনের বলে এখন থেকে চতুর্দশ বর্ষে কৌববগণ বিনষ্ট হবে। এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। বিপৎসাগরে দ্রোণাচার্যই মূবীপস্বরূপ এই মনে ক'বে দুর্যোধন কর্ণ ও শকুনি তাঁকেই রাজ্য নিবেদন করলেন। দ্রোণ বললেন, তোমরা আমার শরণাগত তাই তোমাদের ত্যাগ করতে পারব না। পান্ডবরা ফিরে এসে তোমাদের উপর প্রতিশোধ নেবে। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সঙ্গে আমার যুদ্ধ করতে হবে এর চেয়ে অধিক দৃঃখ



আব কি হ'তে পাবে। যে ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার মৃত্যুর কাবণ ব'লে প্রসিদ্ধি আছে, সে পাণ্ডবপক্ষেই থাকবে। দুর্যোধন, তোমার সুখ হেমন্তকালে তালচ্ছাষাব ন্যায ক্ষণস্থায়ী, অতএব যজ্ঞ দান আর ভোগ ক'বে নাও, এখন থেকে চতুর্দশ বৎসরে তোমাদের মহাবিনাশ হবে।

# বনপর্ব

## ॥ আরণ্যকপর্বাদ্যায় ॥

### ১। ঋষিষ্ঠির ও অনঙ্গামী বিপ্রগণ—সদৃশদত্ত তাম্রস্থালী

পাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনাপুর থেকে নিষ্কান্ত হয়ে উত্তরমুখে যাত্রা কবলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চোন্দ্র জন ভৃত্য স্ত্রীদের নিয়ে বথে চড়ে তাঁদের পশ্চাতে গেল। পদবাসীবা কৃতাজলি হয়ে পাণ্ডবগণকে বললে, আমাদের ত্যাগ কবে আপনাবা কোথায় যাচ্ছেন? নিষ্ঠুর শত্রুবা অধর্ম করে আপনাদের জয় কবেছে এই সংবাদ শুনে উদ্ভিগ্ন হয়ে আমরা এসেছি। আমরা আপনাদের ভক্ত অনুবক্ত ও হিতকামী, কুবাজাব অধিষ্ঠিত রাজ্যে আমরা বাস কবব না। ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের সাধক এবং লোকাচাবসম্মত ও বেদোক্ত সকল গুণ আপনাদের আছে, আমরা আপনাদের সঙ্গেই থাকব।

ঋষিষ্ঠির বললেন, আমরা ধনা, ব্রাহ্মণপ্রমুখ প্রজারা আমাদের স্নেহ কবেন, তাই যে গুণ আমাদের নেই তাও আছে বলছেন। আমরা আপনাদের কাছে এই অনুবোধ করছি, স্নেহ ও অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে অন্যথা করবেন না।—পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতবাস্ত্র, বিদুর, আমাদের জননী, এবং বহু সদৃশ হস্তিনাপুরে বসেছেন, তাঁরা শোকে বিহবল হয়ে আছেন, আপনাবা তাঁদের সযত্নে পালন কবুন, তাতেই আমাদের মঙ্গল হবে। আপনারা বহুদূরে এসে পড়েছেন, এখন ফিবে যান। আমাদের স্বজনবর্গের ভার আপনাদের উপর রইল, তাঁদের প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখবেন, তাতেই আমরা তুষ্ট হব।

ধর্মরাজ ঋষিষ্ঠিবের কথায় প্রজাবর্গ 'হা রাজা' বলে আতর্নাদ করে উঠল এবং অনিচ্ছায় বিদায় নিয়ে শোকাতুরচিত্তে ফিবে গেল। তারা চলে গেলে পাণ্ডবগণ বথাবোধে যাত্রা করলেন এবং দিনশেষে গঙ্গাতীরে প্রমাণ নামক মহাবট-বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হলেন। সেই রাতিতে তাঁরা কেবল জলপান কবে রইলেন। শিষ্য ও পরিজন সহ কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের অনুগমন করেছিলেন, তাঁরা সেই রমণীয় ও ভয়সংকুল সন্ধ্যাকালে হোমাগ্নি জেতলে বেদধর্মান ও বিবিধ আলাপ করতে লাগলেন এবং মধুর বাক্যে ঋষিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে সমস্ত রাতি যাপন করলেন।

পরদিন প্রভাতকালে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের বললেন, আমরা হুতসর্বস্ব হয়ে দূঃখিতমনে বনে যাচ্ছি, সেখানে ফলমূল আর মাংস খেয়ে থাকব। হিংস্রপ্রাণী-সমাকুল বনে বহু কষ্ট, আপনারা এখন ফিরে যান। ব্রাহ্মণবা বললেন, রাজা, আপনাব যে গতি আমাদেরও সেই গতি হবে। আমাদের ভরণপোষণের জন্য ভাববেন না, নিজেবাই আহাব সংগ্রহ ক'বে নেব। আমরা ধ্যান ও জপ করে আপনাব মঙ্গল-বিধান কবব, মনোহব কথাষ চিন্তাবিনোদন কবব। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনারা আহাব সংগ্রহ ক'বে ভোজন কববেন তা আমি কি ক'বে দেখব? আপনারা ক্লেশভোগের যোগ্য নন। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের ষিক, আমাদের প্রতি স্নেহবশেই আপনারা ক্লেশভোগ কবতে চাচ্ছেন।

যোগ ও সাংখ্য শাস্ত্রে বিশাবদ শৌনক নামক এক ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিবকে বললেন, রাজা, সহস্র শোকস্থান (১) আছে, শত ভয়স্থান (১) আছে, মূর্খরাই প্রতিদিন তাতে অভিভূত হয়, পণ্ডিতজন হন না। শাস্ত্রসম্মত অমঙ্গলনাশিনী বৃদ্ধি আপনাব আছে, অর্থকষ্ট, দুর্গমস্থানে বাস বা স্বজনবিচ্ছেদেব জন্য শারীরিক বা মানসিক দুঃখে অবসন্ন হওয়া আপনার উচিত নয়। মহাত্মা জনক বলেছেন, বোগ, শ্রম, অপ্রিয় বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রিয় বিষয়ের বিরহ, এই চাব কারণে শাবীরিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। শাবীরিক দুঃখের প্রতিবিধান কবা এবং মানসিক দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা না কবাই দুঃখনিবৃত্তিব উপায়। অগ্নি যেমন জ্বলে নির্বাপিত হয় সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ দ্ববীকৃত হয়, মন প্রশান্ত হ'লে শাবীরিক কণ্টেরও উপশম হয়। স্নেহ (২)ই মানসিক দুঃখেব মূল, দুঃখ ভয় দ্বোকা হ'য় আয়াস সবই স্নেহ থেকে উৎপন্ন। জ্ঞানী যোগী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি স্নেহে লিপ্ত হন না। আপনি কোনও বিষয় স্পৃহা কববেন না, যদি ধর্ম চান তবে স্পৃহা ত্যাগ করুন।

যুধিষ্ঠিব বললেন, ব্রাহ্মণদের ভরণেব জন্যই আমি অর্থ কামনা করি, আমার নিজেব লোভ নেই। অনুগত জনকে পালন না ক'বে আমার ন্যায় গৃহাশ্রমবাসী কি ক'বে থাকতে পারে? তৃণাসন ভূমি জল ও মধুব বাকা, এই চারটিব অভাব সজ্ঞনের গৃহে কখনও হয় না। আর্ত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষিতকে জল এবং ক্ষুধিতকে আহার দিতে হবে। গৃহস্থের পক্ষে এইরূপ আচরণই পরম ধর্ম।

শৌনক বললেন, মহারাজ, এই বেদবচন আছে—কর্ম কর, ত্যাগও কর;

(১) শোক ও ভয়ের কারণ।

(২) অনুরাগ, আসক্তি।

অতএব কোনও ধর্মকর্ম কামনাপূর্বক করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণদের ভরণের জন্য আপনি তপ ও যোগ দ্বারা সিদ্ধিলাভের চেষ্টা কব্দন, সিদ্ধি ব্যক্তি যা ইচ্ছা করেন তপস্যাব প্রভাবে তাই করতে পাবেন।

যদুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের কাছে গিয়ে পদরোহিত ধোমাকে বললেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, কিন্তু আমি দৃঃখী, তাঁদের পালন করতে অক্ষম, পবিত্র্যাগ করতেও পারছি না। কি কর্তব্য বলুন। ক্ষণকাল চিন্তা ক'বে ধোম্য বললেন, সূর্যই সর্বভূতের পিতা, প্রাণীদেব প্রাণধারণের নিমিত্ত তিনিই অম্লস্বরূপ। তুমি তাঁর শরণাগত হও। ধোম্য সূর্যের অষ্টোত্তর-শত নাম শিখিয়ে দিলে যদুধিষ্ঠির পদ্প ও নৈবেদ্য দিয়ে সূর্যের পূজা কবলেন এবং কঠোর তপস্যা ও স্তবপাঠে রত হলেন। সূর্যদেব প্রসন্ন হয়ে দীপ্যমান মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে বললেন, বাজা, তোমার যা অভীষ্ট আছে সবই তুমি পাবে, বনবাসের দ্বাদশ বৎসর আমি তোমাকে অন্ন দেব। এই ভাস্কর্য স্থালী নাও, পাণ্ডালী পাকশালায় গিয়ে এই পাত্রে ফল মূল আমিষ শাকাদি রন্ধন ক'বে যতক্ষণ অনাহারে থাকবেন ততক্ষণ চতুর্বিধ অন্ন অক্ষয় হয়ে থাকবে। চতুর্দশ বৎসর পরে তুমি আবার রাজ্যাভ্যাস করবে। এই বলে সূর্য অন্তর্হিত হলেন।

বরলাভ ক'বে যদুধিষ্ঠির ধোমাকে প্রণাম এবং ভ্রাতাদের আলিঙ্গন কবলেন, এবং তখনই দ্রৌপদীর সঙ্গে পাকশালায় গিয়ে রন্ধন কবলেন। চর্বা চূষ্য লেহ্য পেষ এই চতুর্বিধ খাদ্য প্রস্তুত হ'ল, অল্প হ'লেও তা প্রয়োজনমত বাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণভোজন শেষ হ'লে যদুধিষ্ঠিরের ভ্রাতারা খেলেন, তাব পর বিঘস নামক অবশিষ্ট অন্ন যদুধিষ্ঠির এবং সর্বশেষে দ্রৌপদী খেলেন। তখন অন্ন নিঃশেষ হয়ে গেল। সূর্যের বরপ্রভাবে এইরূপে যদুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে অভিলষিত বস্তু দান কবতে লাগলেন। কিছু কাল পরে পাণ্ডবগণ ধোম্য ও অন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কাম্যকবনে যাত্রা করলেন।

## ২। ধৃতরাষ্ট্রের অস্থির মতি

পাণ্ডবদের বনযাত্রার পর প্রজ্ঞাচক্ষু (১) ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন, তোমার বুদ্ধি নির্মল, ধর্মের স্কন্ধ তত্ত্ব তুমি জান, কুরুবংশীয়গণকে তুমি সমদৃষ্টিতে দেখ; যাতে কুরুপাণ্ডবের হিত হয় এমন উপায় বল। বিদুর বললেন, মহারাজ, অর্থ কাম

(১) যাব চক্ষুর ক্রিয়া বুদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হয়।

ও মোক্ষ এই দ্বিবিগের মূল ধর্ম; রাজ্যবও মূল ধর্ম। সেই ধর্মকে বণ্ডিত ক'বে শকুনি প্রভৃতি পাপ্যদ্বারা যদ্বিধিষ্টবকে পরাজিত কবেছে। আপনি পূর্বে যেমন পাণ্ডবদের সমস্ত সম্পত্তি ফিবিয়া দিযেছিলেন, এখন আবার সেইবদূপ দিন। পাণ্ডবদের তোষণ এবং শকুনির অবমাননা—এই আপনার সর্বপ্রধান কার্য, এই যদি কবেন তবেই আপনার পুত্রদের কিছু-রাজ্য বক্ষা পাবে। দুর্যোধন যদি সন্তুষ্ট হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে একযোগে রাজ্য ভোগ কবে তবে আপনার দ্বন্দ্ব থাকবে না। যদি তা না হয় তবে দুর্যোধনকে নিগৃহীত ক'রে যদ্বিধিষ্টবকে রাজ্যের আধিপত্য দিন, দুর্যোধন শকুনি আর কর্ণ পাণ্ডবগণের অনুগত হ'ক, দুর্যোধন সভামধ্যে ভীমসেন আব দ্রোপদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবদুক। এ ছাড়া আবার কি পরামর্শ আমি দিতে পারি?

ধৃতবাস্ত্ব বললেন, তুমি পূর্বে দ্যুতসভায় যা বলেছিলেন এখন আবার তাই বলছ। তোমার কথা পাণ্ডবদের হিতকর, আমাদের অহিতকর। পাণ্ডবদের জন্য নিজের পুত্রকে কি ক'বে ত্যাগ করব? পাণ্ডববাবু আমার পুত্র বটে, কিন্তু দুর্যোধন আমার দেহ থেকে উৎপন্ন। বিদুর, আমি তোমার বহু সন্মান ক'বে থাকি, কিন্তু তুমি যা বলছ সবই কুটিলতাময়। তুমি চ'লে যাও বা থাক, যা ইচ্ছা কব। অসতী স্ত্রী সঙ্গে মিশ্র ব্যবহার কবলেও সে স্বামিত্যাগ কবে। ধৃতবাস্ত্ব এই বলে সহসা অন্তঃপুরে চ'লে গেলেন। বিদুর হতাশ হয়ে পাণ্ডবদের উদ্দেশে যাত্রা কবলেন।

পাণ্ডবগণ পশ্চিম দিকে যাত্রা ক'বে সরস্বতী নদীর তীরে সমতল ময়ূপ্রদেশে নিকটবর্তী কাম্যকবনে এলেন। পশুপক্ষিসমাকুল সেই বনে তাঁরা মৃদুনিগণে সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। বিদুর বথারোহণে আসছেন দেখে যদ্বিধিষ্টর ভীমকে বললেন, ইনি কি আবার আমাদের দ্যুতক্রীড়ায় ডাকতে এসেছেন? শকুনি কি আমাদের অস্ত্রশস্ত্রও জয় ক'বে নিতে চায়?

যদ্বিধিষ্টরাদি আসন থেকে উঠে বিদুরের সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রামের পর বিদুর বললেন, ধৃতবাস্ত্ব আমার কাছে হিতকর মন্তব্য চেরেছিলেন, কিন্তু আমার কথা তাঁর বদ্বিচকর হয় নি, তিনি রুদ্ধ হয়ে আমাকে বললেন, যেখানে ইচ্ছা চ'লে যাও, রাজ্যশাসনের জন্য তোমার সাহায্য আব আমি চাই না। যদ্বিধিষ্টব, ধৃতবাস্ত্ব আমাকে ত্যাগ করেছেন, এখন আমি তোমাকে সদূপদেশ দিতে এসেছি। পূর্বে তোমাকে যা বলেছিলাম এখনও তাই বলছি।—শত্রু কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েও যে সহিষ্ণু হয়ে কালপ্রতীক্ষা কবে সে একাকীই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করে। সহায়দের সঙ্গে যে

সমভাবে বিষয় ভোগ করে, সহায়বা তার দঃখেরও অংশভাগী হয়। সহায়সংগ্রহের এই উপাষ, তাতেই বাজ্যলাভ হয়। পাণ্ডুপুত্র, অন্নাদি সমস্তই সমভাবে সহায়দের সঙ্গে ভোগ কববে, অনর্থক কথা বলবে না, আত্মশ্লাঘা কববে না, এইরূপ আচরণেই রাজারা সমৃদ্ধি লাভ করেন।

বিদুব চলে গেলে ধৃতবাস্ত্রের অন্ততাপ হ'ল। তিনি সঞ্জয়কে বললেন, বিদুব আমার ভ্রাতা। সুহৃৎ এবং সাক্ষাৎ ধর্ম, তাঁর বিচ্ছেদে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, তুমি শীঘ্র তাঁকে নিয়ে এস। যাও সঞ্জয়, তিনি বোঁচে আছেন কিনা দেখ। আমি পাপী তাই ক্রোধবশে তাঁকে দূর ক'বে দিয়েছি, তিনি না এলে আমি প্রাণত্যাগ কবব। সঞ্জয় অবিলম্বে কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। কুশলজিজ্ঞাসাব পব সঞ্জয় বললেন, ক্ষমতা, বাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে স্মরণ কবেছেন, পাণ্ডবদের অনুমতি নিয়ে সত্বর হস্তিনাপুরে চলুন, রাজাব প্রাণবক্ষা কবুন।

বিদুব ফিরে গেলেন। ধৃতবাস্ত্র তাঁকে ক্রোড়ে নিয়ে মস্তক আঘাণ ক'রে বললেন, ধর্মপুত্র, আমার ভাগ্যক্রমে তুমি ফিবে এসেছ, তোমাব জন্য আমি দিব্যরাত্র তর্নিত্রাষ আছি, অসুস্থ বোধ করছি। যা বলেছি তাব জন্য ক্ষমা কব। বিদুব বললেন, মহাবাজ, আপনি আমার পবম গুব্দ, আপনাকে দেখবাব জন্য আমি ব্যগ্র হয়ে সত্বর চলে এসেছি। আপনার আব পাণ্ডুব পুত্রেরা আমার কাছে সমান, পাণ্ডবরা এখন দুর্দশাগ্রস্ত তাই আমার মন তাদের দিকে গেছে।

### ৩। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে ব্যাস ও মৈত্রেয়

বিদুব আবার এসেছেন এবং ধৃতবাস্ত্র তাঁকে সাক্ষাৎ দিয়েছেন শুনে দুর্যোধন দুর্জিন্তাগ্রস্ত হয়ে কর্ণ শকুনি ও দঃশাসনকে বললেন, পাণ্ডবদের যদি ফিরে আসতে দেখি তবে আমি বিষ খেয়ে, উদ্বন্ধনে, অস্ত্রাঘাতে বা অগ্নিপ্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দেব। শকুনি বললেন, তুমি মূর্খের ন্যায় ভাবছ কেন? পাণ্ডবরা প্রতিজ্ঞা ক'বে গেছে, তাবা সত্যনিষ্ঠ, তোমার পিতাব অনুরোধে ফিরে আসবে না। কর্ণ বললেন, যদি ফিবে আসে তবে আবার দ্যুতক্রীড়ায় তাদের জয় করবেন। দুর্যোধন তুষ্ট হলেন না, মূখ ফিবিয়া নিলেন। তখন কর্ণ বললেন, আমরা দুর্যোধনের প্রিয়কামনায় কেবল কিংকরের ন্যায় কৃতাজলি হয়ে থাকব, অথচ স্বাধীনতাব অভাবে প্রকৃত প্রিয়কার্য করতে পারব না, এ ঠিক নয়। আমরা সশস্ত্র

হয়ে রথারোহণে গিয়ে পাণ্ডবদের ক্ষম কবব। সকলেই কর্ণের এই প্রস্তাবের প্রশংসা করলেন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পৃথক পৃথক রথে চড়ে যাত্রার উপক্রম করলেন।

কৃষ্ণশ্বেপায়ন দিব্যদৃষ্টিতে সমস্ত জানতে পেরে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে বললেন, পাণ্ডবগণ কপটদ্যুতে পরাজিত হয়ে বনে গেছে—এই ঘটনা আমার প্রীতিকর নয়। তারা তের বৎসব পরে ফিরে এসে কৌববদের উপব বিষ মোচন কববে। তোমার পাপাত্মা মৃত পুত্রকে বারণ কর, সে পাণ্ডবদেব মাঝে গিয়ে নিজেই প্রাণ হারাবে। রাজা, পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনের এই বিশেষ যদি তুমি উপেক্ষা কব তবে ঘোর বিপদ উৎপন্ন হবে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ভগবান, দ্যুতক্ৰীড়ায় আমার এবং ভীষ্ম দ্রোণ বিদূর গান্ধারীর মত ছিল না, দৈবেব আকর্ষণেই আমি তা হ'তে দিযেছিলাম। নির্বোধ দুর্যোধনের স্বভাব জেনেও পুত্রস্নেহবশে তাকে ত্যাগ কবতে পারি না।

ব্যাসদেব বললেন, তোমার কথা সত্য, পুত্রের চেয়ে প্রিয় কিছ্ নেই। আমি একাটি আখ্যান বলছি শোন।—পূর্বাকালে একদা গোমাতা সূবভীকে কাদিতে দেখে ইন্দু তাঁব শোকের কারণ জিজ্ঞাসা কবেছিলেন। সূবভী বললেন, দেখুন আমার ওই দুর্বল ক্ষুদ্র পুত্র লাগলের ভাবে পীড়িত হয়ে আছে, কৃষক তাকে কশাঘাত কবছে। দুই বৃষের মধ্যে একটি বলবান, সে অধিক ভাব বইছে, অন্যটি দুর্বল ও কুশ, তার দেহের সর্বত্র শিবা দেখা যাচ্ছে, বাব বাব কশাহত হয়েও সে ভাব বইতে পারছে না। তাব জন্যই আমি শোকাত' হয়েছি। ইন্দু বললেন, তোমার তো সহস্র সহস্র পুত্র নিপীড়িত হয়, একটির জন্য এত কৃপা কেন? সূবভী বললেন, সহস্র পুত্রকে আমি সমদৃষ্টিতে দেখি, কিন্তু যে দীন ও সৎ তাবই উপব আমার অধিক কৃপা। তখন ইন্দু প্রবল জলবর্ষণ ক'বে কৃষককে বাধা দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, সূরভীর ন্যায় তুমিও সকল পুত্রকে সমভাবে দেখো, কিন্তু দুর্বলকে অধিক কৃপা ক'রো। পুত্র, তুমি পাণ্ডু ও বিদূর সকলেই আমার কাছে সমান। তোমার একশত এক পুত্র: পাণ্ডুর কেবল পাঁচ পুত্র, তাবা হীনদশাগ্রস্ত ও দুঃখাত'। কি উপায়ে তারা জীবিত থাকবে এবং সমৃদ্ধ লাভ কববে এই চিন্তায় আমি সন্তত আছি। যদি কৌববগণের জীবনবক্ষা করতে চাও তবে দুর্যোধন যাতে পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তভাবে থাকে সেই চেষ্টা কর।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ মর্নি, আপনি যা বললেন তা সত্য। যদি আমবা আপনার অনুগ্রহেব যোগ্য হই তবে আপনি নিজেই দুরাত্মা দুর্যোধনকে উপদেশ দিন। ব্যাস বললেন, ভগবান মৈত্রেয় ঋষি পাণ্ডবদেব সঙ্গে দেখা ক'রে

এখানে আসছেন, তিনিই দুর্যোধনকে উপদেশ দেবেন। এই ব'লে ব্যাস চ'লে গেলেন।

মর্দিনশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় এলে ধৃতবাস্ত্র অৰ্ঘ্যাদি দিয়ে তাঁব পূজা করলেন। মৈত্রেয় বললেন, মহারাজ, আমি তীর্থ-পর্যটন কবতে কবতে কাম্যকবনে গিযেছিলাম, সেখানে ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠিরেব সঙ্গে আমার দেখা হযেছে। আমি শুনলাম আপনাব পুত্রদেব বিভ্রাণ্ডিব ফলে দ্যুতরূপে মহাভয় উপস্থিত হযেছে। আপনি আর ভীষ্ম জীবিত থাকতে আপনার পুত্রদের (১) মধ্যে বিরোধ হওয়া উচিত নয়। দ্যুতসভায় দসদুবৃত্তির ন্যায় যা ঘটেছে তাতে আপনি তপস্বীদের সমক্ষে আর মদুখ দেখাতে পারেন না। তার পর মৈত্রেয় মিষ্টবাক্যে দুর্যোধনকে বললেন, মহাবাহু, আমি তোমাব হিতেব জন্য বলছি শোন, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ ক'রো না। তাঁরা সকলেই বিক্রমশালী সত্যব্রত ও তেজস্বী এবং হিড়িম্ব বক প্রভৃতি রাক্ষসগণের হন্তা। ব্যাস্ত্র যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বধ কবে সেইরূপ বলিশ্রেষ্ঠ ভীম কিমীর রাক্ষসকে বধ করেছেন। আবও দেখ, দিগ্বিজয়ের পূর্বে ভীম মহাধনুর্ধর জবাসম্বকেও যুদ্ধে নিহত করেছেন। বাসুদেব যাঁদের আত্মীয়, ধৃষ্টদ্যুম্নাদি যাঁদের শ্যালক, তাঁদের সঙ্গে কে যুদ্ধ কবতে পাবে? রাজা দুর্যোধন, তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্ত আচরণ কর, আমার কথা শোন, ক্রোধেব বশবতী হযো না।

দুর্যোধন তাঁব ঊবুতে চপেটাঘাত কবলেন এবং ঈষৎ হাস্য ক'বে অধোবদনে অঙ্গদুষ্ঠ দিযে ভূমিতে বেথা কাটতে লাগলেন। দুর্যোধনেব এই অবজ্ঞা দেখে মৈত্রেয় ক্রোধে বস্ত্রলোচন হলেন এবং জলস্পর্শ ক'বে অভিশাপ দিলেন, তুমি আমার কথা অগ্রাহ্য করছ, এই অহংকারেব ফল শীঘ্রই পাবে, মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ভীম তোমার ঊবু ভগ্ন কববেন। ধৃতবাস্ত্র প্রসন্ন কববার চেষ্টা করলে মৈত্রেয় বললেন, রাজা, দুর্যোধন যদি শান্তভাবে চলে তবে আমার শাপ ফলবে না, নতুবা ফলবে। ধৃতবাস্ত্র জিজ্ঞাসা কবলেন, কিমীরকে ভীম কি ক'রে বধ করেছেন? মৈত্রেয় উত্তর দিলেন, আমি আব কিছু বলব না, আপনার পুত্র আমার কথা শুনতে চায় না। আমি চ'লে গেলে বিদুবের কাছে শুনবেন।



## ॥ কিম্বীরবধপর্বাধ্যায় ॥

### ৪। কিম্বীরবধের বৃত্তান্ত

মৈত্রেয় চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র বিদুবকে বললেন, তুমি কিম্বীরবধের বৃত্তান্ত বল। বিদুব বললেন, যুধিষ্ঠিরের নিকট যে ব্রাহ্মণবা এসেছিলেন, তাঁদের কাছে যা শুনছি তাই বলছি।—পান্ডবরা এখান থেকে যাত্রা করে তিন অহোবাত্র পরে কাম্যকবনে পৌঁছেছিলেন। ঘোর নিশীথে নরখাদক রাক্ষসবা সেখানে বিচরণ কবে। তাদের ভয়ে তপস্বী গোপ ও বনচারিগণ সেই বনের নিকট যান না। পান্ডবরা সেই বনে প্রবেশ করলে এক ভীষণ রাক্ষস বাহু প্রসারিত করে তাঁদের পথ বোধ করে দাঁড়াল। তার চক্ষু দীপ্ত তাম্রবর্ণ, দশন প্রকাট, কেশ উদ্ভগত, হস্তে জ্বলন্ত কাষ্ঠ। তাব গর্জনে বনের পক্ষী হরিণ ব্যাঘ্র মহিষ সিংহ প্রভৃতি সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল। দ্রৌপদী ভয়ে চোখ বজ্রলেন, পণ্ডপান্ডব তাঁকে ধরে বহিলেন। পুরোহিত ধোম্য যথাবিধি রক্ষোঘ্ন মন্ত্র পাঠ করে রাক্ষসী-মায়ী বিনষ্ট করলেন। যুধিষ্ঠির রাক্ষসকে প্রশ্ন কবলেন, তুমি কে, কি চাও? রাক্ষস বললে, আমি কিম্বী, বক রাক্ষসের ভ্রাতা, তোমাদের যুদ্ধে পরাজিত করে ভক্ষণ কবব। যুধিষ্ঠির নিজেদের পরিচয় দিলে কিম্বী বললে ভাগ্যক্রমে আমার ভ্রাতৃহন্তা ভীমের দেখা পেয়েছি, সে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মন্ত্রবলে আমার ভ্রাতাকে মেবেছে, আমার প্রিয় সখা হিড়িম্বকে বধ করে তাব ভগিনীকে হরণ কবেছে। আজ ভীমের বস্ত্রে আমার ভ্রাতাব তর্পণ করব, হিড়িম্ববধেরও প্রতিশোধ নেব, ভীমকে ভক্ষণ করে জীর্ণ করে ফেলব।

ভীম একটি বৃক্ষ উৎপাটিত ও পত্রশূন্য করে হাতে নিলেন, অর্জুনও তাঁব গান্ডীব ধনুতে জ্যাবোপণ করলেন। ভীম বৃক্ষ দিখে রাক্ষসের মস্তকে প্রহাৰ কবলেন, রাক্ষসও দীপ্ত অশনিব ন্যায় জ্বলিত কাষ্ঠ ভীমের দিকে ছুড়ে মাৰলে। ভীম বামপদের আঘাতে সেই কাষ্ঠ রাক্ষসের দিকেই নিক্ষেপ কবলেন। তার পর ভীম ও কিম্বী বলবান ব্যূহের ন্যায় পরস্পরকে আক্রমণ কবলেন। ভীমের নিপীড়নে জর্জর হয়ে কিম্বীর ভূতলে পড়ল, ভীম তাকে নিষ্পেষ্ট করে বধ করলেন।

কিম্বীরবধের পর যুধিষ্ঠির সেই স্থান নিষ্কণ্টক করে দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের সঙ্গে সেখানে বাস করলেন। আমি তাঁদের কাছে যাবার সময় মহাবনের পথে সেই রাক্ষসের মৃতদেহ দেখেছি।

## ॥ অর্জুনাভিগমনপর্বাদ্যায় ॥

### ৫। কৃষ্ণের আগমন—দ্রোণদীর ক্ষোভ

পাণ্ডবগণের বনবাসের সংবাদ পেয়ে ভোজ্য বৃষ্টি ও অম্বক বংশীয়গণ তাদের দেখতে এলেন। পাণ্ডালবাজেব পুত্রগণ, চৌদরাজ ধৃষ্টকেতু এবং কেকয়-বাজপুত্রগণও এলেন। সেই ক্ষত্রিয়বীগণ বাসুদেব কৃষ্ণকে পদবোবতী ক'রে যুধিষ্ঠিরের চতুর্দিকে উপবেশন করলেন।

বিষমমনে যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন ক'বে কৃষ্ণ বললেন, যুদ্ধভূমি দুরাখ্যা দুর্ঘোষণ কণ শকুনি আর দুষ্টশাসনের শোণিত পান করবে। তাদের নিহত এবং দলের সকলকে পবাজিত ক'বে আমবা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বাজ্যে অভিষিক্ত কবব। অনিন্দ্যকাব্যী শঠকে বধ কবাই সনাতন ধর্ম।

পাণ্ডবগণের পবাজ্যে জনার্দন কৃষ্ণ অত্যন্ত রুদ্ধ হযেছিলেন, তিনি যেন সর্বলোক দম্ব কবতে উদ্যত হলেন। অর্জুন তাঁকে শান্ত ক'রে তাঁর পূর্বজন্মেব কর্মকলাপ কীর্তন কবলেন।—কৃষ্ণ, তুমি পুরাকালে গন্ধমাদন পর্বতে যত্রসাযংগ্হ (১) মর্নি হযে দশ সহস্র বৎসর বিচরণ ক'রেছিলেন। আমি ব্যাসদেবের কাছে শুনোছি, তুমি বহু বৎসর পদ্রুপ তীর্থে, বিশাল বদরিকায, সবম্বতীনদীতীরে ও প্রভাস তীর্থে কৃচ্ছ্রসাধন ক'বেছিলেন। তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্বভূতাব আদি ও অন্ত, তপস্যাব নিধান, সনাতন যজ্ঞস্বরূপ। তুমি সমস্ত দৈত্যদানব বধ ক'রে শচীপতিকে সর্বেশ্বর ক'রেছিলেন। তুমিই নাবায়ণ হরি ব্রহ্মা সূর্য চন্দ্র কাল আকাশ পৃথিবী। তুমি শিশু বানবরূপে তিন পদক্ষেপে স্বর্গ আকাশ ও মর্ত্য আক্রমণ ক'বেছিলেন। তুমি নিসন্দ নবকাসব শিশুপাল জরাসন্ধ শৈব্য শতধন্বা প্রভৃতিকে জয় কবেছ, রুক্মীকে পবাস্ত ক'বে ভীষ্মকদাহিতা বদিকুলীকে হরণ কবেছ; ইন্দ্রদ্যুম্ন (২) রাজা, যবন কসেবদুমান ও শাল্বকে বধ ক'রেছ। জনার্দন, তুমি দ্বাবকা নগবী আত্মসাৎ ক'বে সমুদ্রে নিমগ্ন কববে। তোমাতে ক্রোধ বিম্বেষ অসত্য নৃশংসতা কুটিলতা নেই। ব্রহ্মা তোমাব নাভিপদ্ম থেকে উৎপন্ন, তুমি মধুকৈটভেব হন্তা, শূলপাণি শম্ভু তোমাব ললাটে থেকে জন্মেছেন।

কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুমি আমারই, আমি তোমারই, যা আমার তাই তোমার,

---

(১) যেখানে সন্ধ্যা হয সেই স্থানই যাঁব গ্হ। (২) ইনি বনপর্ব ৪২-পরিচ্ছেদে উক্ত রাজা নন।

যে তোমাকে শ্বেষ করে সে আমাকেও করে, যে তোমাব অনুগত সে আমাবও অনুগত।  
তুমি নর আর আমি নারায়ণ স্ব্যি ছিলাম, আমরা এখন নরলোকে এসেছি।

শরণার্থিনী দ্রৌপদী পদুন্দরীকাক্ষকে বললেন, হৃষীকেশ, ব্যাস বলেছেন  
তুমি দেবগণেবও দেব। তুমি সর্বভূতের ঈশ্বর, সেজন্য প্রণয়বশে আমি তোমাকে দঃখ  
জ্ঞানাইচ্ছি। আমি পান্ডবগণের ভার্যা, তোমার সখী, ধৃষ্টদ্যুম্নেব ভগিনী; দঃশাসন  
কেন আমাকে কুরুসভায় টেনে নিষে গিয়েছিল? আমাব একমাত্র বস্ত্র শোণিতসিক্ত,  
আমি লজ্জায় কাঁপিছি, আমাকে দেখে পাপাত্মা ধাতরাস্ত্রগণ হেসে উঠল। পান্ডুর  
পশুপদ্র, পাণ্ডালগণ ও বৃষ্ণগণ জীবিত থাকতে তারা আমাকে দাসীব্দে ভোগ  
কবতে চেয়েছিল। ধিক পান্ডবগণ, ধিক ভীমসেনেব বল, ধিক অর্জুনেব গান্ডীব!  
তাদেব ধর্মপত্নীকে যখন নীচজন পীড়ন করছিল তখন তাঁরা নীববে দেখছিলেন।  
স্বামী দুর্বল হ'লেও স্ত্রীকে বক্ষা করে, এই সনাতন ধর্ম। পান্ডববা শবণাপন্নকে  
ত্যাগ করেন না, কিন্তু আমাকে রক্ষা করেন নি। কৃষ্ণ, আমি বহু ক্রেশ পেয়ে আৰ্যা  
কুন্তীকে ছেড়ে পদুবোহিত ধৌম্যেব আশ্রয়ে বাস করছি। আমি যে নির্যাতন ভোগ  
কবেছি তা এই সিংহবিক্রান্ত বীবগণ কেন উপেক্ষা করছেন? দেবতার বিধানে মহৎ  
কুলে আমার জন্ম, আমি পান্ডবদেব প্রিয়া ভার্যা, মহাত্মা পান্ডুব পদ্রবধ, তথাপি  
পশুপান্ডবেব সমক্ষেই দঃশাসন আমাব কেশাকর্ষণ কবেছিল।

মদুভাষিণী কৃষ্ণা পশ্মকোষতুল্য হস্তে মদু অশ্বত কবে সবাদনে বললেন,

নৈব মে পতযঃ সন্তি ন পদ্রা ন চ বান্ধবাঃ।

ন ভ্রাতবো ন চ পিতা নৈব স্বং মধুসূদন॥

যে মাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈবদুপেক্ষধ্বং বিশোকবৎ।

ন চ মে শাম্যতে দঃখং কর্ণে যৎ প্রাহসৎ তদা॥

চতুর্ভিঃ কাবণৈঃ কৃষ্ণ ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যশঃ।

সম্বন্ধাদ্ গোববাং সখ্যাং প্রভুঞ্চে ন কেশব॥

—মধুসূদন, আমাব পাতি নেই, পদ্র নেই, বান্ধব ভ্রাতা পিতা নেই, তুমিও  
নেই। ক্ষুদ্রেরা আমাকে নির্যাতন কবেছে, তোমরা শোকশূন্যেব ন্যায় তা উপেক্ষা  
করেছ। তখন কর্ণ যে আমাকে উপহাস কবেছিল সেই দঃখও আমার দূর হচ্ছে না।  
কেশব, আমার সঙ্গে তোমাব সম্পর্ক (১) আছে, তোমার যশোগোবব আছে, তুমি সখা  
ও প্রভু (২), এই চার কাবণে নিত্য আমাকে রক্ষা করা তোমাব উচিত।

(১) কৃষ্ণ দ্রৌপদী মামাতো দেওর। (২) নিগ্রহ-অনুগ্রহ-সমর্থ।

কৃষ্ণ বললেন, ভাবিনী, তুমি যাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ তারা অর্জুনের শরে আচ্ছন্ন হয়ে রক্তাক্তদেহে ভূমিতে শোবে, তা দেখে তাদের ভাষ্যারা রোদন করবে। পাণ্ডবদের জন্য যা সম্ভবপর তা আমি করব, তুমি শোক করো না। কৃষ্ণা, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি রাজগণের রাজ্ঞী হবে। যদি আকাশ পতিত হয়, হিমালয় শীর্ণ হয়, পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হয়, সমুদ্র শুষ্ক হয়, তথাপি আমার বাক্য ব্যর্থ হবে না।

দ্রোণদী অর্জুনের দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, দেবী, রোদন করো না, মধুসূদন যা বললেন তাব অন্যথা হবে না। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, আমি দ্রোণকে বধ করব; শিখণ্ডী ভীষ্মকে, ভীমসেন দুর্যোধনকে এবং ধনঞ্জয় কর্ণকে বধ করবেন। ভগিনী, বলবাম আব কৃষ্ণকে সহায় রূপে পেলে আমরা ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধেও অজেয় হব।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহাবাজ, আমি যদি ম্বারকায় থাকতাম তবে আপনাদের এই কষ্ট হ'ত না। আমাকে না ডাকলেও আমি কুব্জসভায় যেতাম এবং ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে বুদ্ধি দিয়ে দ্যুতক্রীড়া নিবারণ করতাম। ধৃতরাষ্ট্র যদি মিষ্ট কথা না শুনতেন তবে তাঁকে সবলে নিগৃহীত করতাম, সদৃহদবেশী শত্রু দ্যুতকারগণকে বধ করতাম। আমি ম্বাবকায় ফিবে এসে সাতারিকর কাছে আপনার বিপদের কথা শুনে উদ্ভিন্ন হয়ে আপনাকে দেখতে এসেছি। হা, আপনারা সকলেই বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন।

### ৬। শাল্ববধের বৃত্তান্ত — বৈতবন

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণ, তুমি ম্বাবকা ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে? তোমার কি প্রয়োজন ছিল?

কৃষ্ণ বললেন, আমি শাল্ব রাজার সৌভনগর বিনষ্ট করতে গিয়েছিলাম। আপনার রাজসূয় যজ্ঞে আমি শিশুপালকে বধ করেছি শুনে শাল্ব ক্রুদ্ধ হয়ে ম্বাবকাপুত্রী আক্রমণ করেন। তিনি তাঁর সৌভবিমানে বৃহৎ রচনা করে আকাশে অবস্থান করলেন। এই বৃহৎ বিমানই তাঁর নগর। যাদববীষণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে ম্বারকাপুত্রী সর্বপ্রকায়ে সুরক্ষিত করলেন। উগ্রসেন (১) উম্বব (২) প্রভৃতি ঘোষণা করলেন, কেউ সুরাপান করতে পারে না। আনর্ত (৩) দেশবাসী নট নর্তক

(১) ইনি কংসের পিতা এবং ম্বারকার অভিজাততন্ত্রের অধিনায়ক বা প্রেসিডেন্ট।

(২) কৃষ্ণের এক বন্ধু। (৩) ম্বারকার নিকটস্থ দেশ।

ও গায়কগণকে অন্যত্র পাঠানো হ'ল। সমস্ত সেতু ভেঙে দেওয়া হ'ল এবং নৌকার যাতায়াত নিষিদ্ধ হ'ল। সৈন্যদের বেতন খাদ্য ও পরিচ্ছদ দিয়ে সন্তুষ্ট করা হ'ল। শাল্বেব চতুর্বাণী সেনা সর্বাদিক বেষ্ঠন ক'রে স্ৱারকা অবরুদ্ধ করলে। তখন চারদুদেষ্ প্রদ্যম্ন শাম্ব (১) প্রভৃতি বীৰগণ বথারোগে শাল্বেব সম্মুখীন হলেন। জাম্ববতীপুত্র শাম্ব শাল্বেব সেনাপতি ক্ষেমবৃদ্ধি সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ক্ষেমবৃদ্ধি আহত হয়ে পালিয়ে গেলে বেগবান নামে এক দৈত্য শাম্বকে আক্রমণ করলে, কিন্তু সে শাল্বেব গদাঘাতে নিহত হ'ল। বিবিন্দ্য নামক এক মহাবল দানবকে চারদুদেষ্ বধ কবলেন।

প্রদ্যম্ন শাল্বেব সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি শরাঘাতে মর্দিত হয়ে পড়ে গেলে সাবধি দারুকপুত্র তাঁকে দ্রুতগামী বথে যুদ্ধভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। সংজ্ঞালাভ ক'বে প্রদ্যম্ন বললেন, তুমি রথ ফিবিষে নাও, যুদ্ধ থেকে পালানো বৃষ্ণকুলেব বীরিত নয়। আমাকে পশ্চাৎপদ দেখলে কৃষ্ণ বলবাম সাত্যকি প্রভৃতি কি বলবেন? কৃষ্ণ আমাকে স্ৱারকাবন্ধার ভার দিয়ে যুদ্ধার্থীরেব বাজসূয় যজ্ঞে গেছেন, তিনি আমার অপবাদ ক্ষমা করবেন না। বৃকিমুণীপুত্র প্রদ্যম্ন আবার বণস্থলে গেলেন এবং শাল্বকে শবাঘাতে ভূপাতিত ক'বে এক ভয়ংকর শব ধনুতে সন্ধান কবলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণেব আদেশে নাবদ ও পবনদেব দ্রুতবেগে এসে প্রদ্যম্নকে বললেন, বীৰ, শাল্ববাজ তোমাব বধ্য নন, বৈধাতা সংকল্প কবেছেন যে কৃষ্ণেব হাতে এ'ব মৃত্যু হবে। প্রদ্যম্ন নিবৃত্ত হলেন, শাল্বও স্ৱারকা ত্যাগ ক'রে সৌভবিমানে আকাশে উঠলেন।

মহাবাজ যুদ্ধার্থিব, আপনাব রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হ'লে আমি স্ৱাবকায় ফিবে এসে দেখলাম যে শাল্বেব আক্রমণে নগবী বিধ্বস্ত হয়েছে। উগ্রসেন বসুদেব প্রভৃতি'কে আশ্বস্ত ক'বে চতুরঙ্গ বল নিয়ে আমি মার্তিকাবত দেশে গেলাম এবং সেখান থেকে শাল্বেব অনুসরণ করলাম। শাল্ব সমুদ্রেব উপরে আকাশে অবস্থান করছিলেন। আমার শাণ্ডর্ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত শব তাঁর সৌভবিমান স্পর্শ করতে পারল না। তখন আমি মন্ত্রাহৃত অসংখ্য শর নিক্ষেপ কবলাম, তাব আঘাতে সৌভমধ্যস্থ যোম্মারা কোলাহল ক'রে মহাধ্বজে নিপতিত হ'ল। সৌভপতি শাল্ব মায়ামুদ্রা আরম্ভ করলেন, আমি প্রজ্ঞাস্ত স্ৱাবা তাঁব মায়া অপসারিত করলাম।

এই সময়ে উগ্রসেনেব এক ভৃত্য এসে আমাকে তাব প্রভুব এই বার্তা

জানালে।—কেশব, শাল্ব স্বারকায় গিয়ে তোমার পিতা বসুদেবকে বধ কবেছে, আব যুদ্ধের প্রযোজন নেই, তুমি ফিবে এস। এই সংবাদ শুনে আমি বিহ্বল হয়ে যুদ্ধ কবতে লাগলাম। সহসা দেখলাম, আমার পিতা হস্তপদ প্রসারিত ক'বে সৌভবিমান থেকে নিপতিত হচ্ছেন। কিছুক্ষণ সংজ্ঞাহীন হয়ে থাকবার পর প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখলাম, সৌভবিমান নেই, শাল্ব নেই, আমার পিতাও নেই। তখন বদ্বলাম সমস্তই মায়া। দানবগণ অদৃশ্য বিমান থেকে শিলাবর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে আমি ক্ষুরধার নির্মল কালান্তকষ্মতুল্য সুদর্শন চক্রকে অভিমুখিত ক'বে বললাম, তুমি সৌভবিমান এবং তাব অধিবাসী রিপুগণকে বিনষ্ট কব। তখন যুগান্তকালীন দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় সুদর্শন চক্র আকাশে উঠল, এবং ক্রকচ (করাত) যেমন কাষ্ঠ বিদারিত করে সেইবূপ সৌভবিমানকে বিদারিত কবলে। সুদর্শন চক্র আমার হাতে ফিবে এলে তাকে আবার আদেশ দিলাম, শাল্বেব অভিমুখে যাও। সুদর্শনের আঘাতে শাল্ব স্ফীত হ'লেন, তাঁর অনুচর দানবগণ হা হা বব ক'বে পালিয়ে গেল।

শাল্ববধেব বিবরণ শেষ ক'বে কৃষ্ণ বললেন, মহাবাজ, আমি দ্যুতসভায় কেন যেতে পারি নি তাব কারণ বললাম। আমি গেলে দ্যুতক্রীড়া হ'ত না। তাব পব কৃষ্ণ পশুপাণ্ডব ও দ্রোপদীর কাছে বিদায় নিয়ে সুভদ্রা ও অভিমন্যুব সঙ্গে বথারোহণে স্নানকায় যাত্রা কবলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোপদীর পুত্রদের নিয়ে পাণ্ডালরাজ্যে এবং ধৃষ্টকেতু নিজের ভগিনী (১)ব সঙ্গে চৌদবাজ্যে গেলেন, কৈকেয়গণ (২) ও শ্ববাজ্যে প্রস্থান কবলেন।

ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন দান ক'বে এবং কুব্জাঙ্গলবাসী প্রজাবর্গেব নিকট বিদায় নিয়ে পশুপাণ্ডব দ্রোপদী ও ধৌম্য বথারোহণে অন্য বনে এলেন। যুদ্ধার্থিতর তাঁর ভ্রাতাদেব বললেন, আমাদের বার বৎসব বনবাস কবতে হ'বে, তোমবা এই মহারণ্যে এমন একটি স্থান দেখ যেখানে বহু মৃগ পক্ষী পুষ্প ফল পাওয়া যায় এবং যেখানে সাধুলোকে বাস করেন। অর্জুন বললেন, বৈতবন বর্মণীয় স্থান, ওখানে সরোবব আছে, পুষ্পফল পাওয়া যায়, দ্বিজগণও বাস করেন। আমবা ওখানেই বাব বৎসব কাটাব।

পাণ্ডবগণ বৈতবনে সবস্বতী নদীৰ নিকটে আগ্রম নির্মাণ ক'বে বাস করতে লাগলেন। একদিন মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁদের আগ্রমে এলেন। তিনি

---

(১) টীকাকাব নীলকণ্ঠ বলেন, ইনি কবেণ্দ্রমতী, নকুলেব পত্নী। (২) সহদেবের শ্যালক।

পাণ্ডবগণের পূজা গ্রহণ করে তাঁদের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। যদুধিষ্ঠির দর্শিত হয়ে বললেন, আমাদের দূর্ভাগ্যের জন্য এই তপস্বীরা সকলেই অপ্রফুল্ল হয়ে আছেন, কিন্তু আপনি হৃষ্ট হয়ে হাসলেন কেন? মার্কণ্ডেয় বললেন, বৎস, আমি আনন্দের জন্য হাসি নি, তোমার বিপদ দেখে আমার সত্যরত দাশরথি রামকে মনে পড়েছে, আমি তাঁকে ঋষ্যমুক পর্বতে দেখেছিলাম। তিনি ইন্দ্রতুলা মহাপ্রভাব এবং সমরে অজেয় হয়েও ধর্মের জন্য রাজভোগ ত্যাগ করে বনে গিয়েছিলেন। নিজেকে শক্তিমান ভেবে অধর্ম করা কারও উচিত নয়। যদুধিষ্ঠির, তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে বনবাসের কষ্ট সয়ে তুমি আবার রাজশ্রী লাভ কববে।

মার্কণ্ডেয় চলে গেলে দাল্ভগোত্রীয় বক মূনি এলেন। তিনি যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, কুন্তীপুত্র, অগ্নি ও বায়ু মিলিত হয়ে যেমন বন দগ্ধ কবে, সেইবদে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মিলিত হয়ে শত্রুবিনাশ করতে পারেন। ব্রাহ্মণের উপদেশ না পেলে ক্ষত্রিয় চালকহীন হস্তী বন্য সংগ্রামে দুর্বল হয়। যদুধিষ্ঠির, অলম্ব বিষয়ের লাভের জন্য, লম্ব বিষয়ের বৃদ্ধির জন্য, এবং যোগ্যপাত্র দানের জন্য তুমি যশস্বী বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের সংসর্গ কর।

## ৭। দ্রৌপদী-যদুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ

একদিন সায়াহ্নকালে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী কথোপকথন করছিলেন। দ্রৌপদী যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, তুমি যখন মৃগচর্ম পবে বনবাসের জন্য যাত্রা করেছিলে তখন দ্রুপাঙ্গা দুর্যোধন দুর্যশাসন কর্ণ আব শকুনি ছাড়া সকলেই অশ্রুপাত করেছিলেন। পূর্বে তুমি শত্রু কৌষেয় বস্ত্র পবতে, এখন তোমাকে চীরধাবী দেখছি। কুণ্ডলধারী যুবক পাচকগণ সযত্নে মিশ্রিত প্রস্তুত করে তোমাদেব খাওয়াত, এখন তোমরা বনজাত খাদ্যে জীবনধারণ কবছ। বনবাসী ভীমসেনের দৃষ্টি দেখে কি তোমার ক্রোধবৃদ্ধি হয় না? বৃকোদর একাই সমস্ত কৌরবদেব বধ কবতে পারেন, কেবল তোমার জন্যই কষ্ট সহিছেন। পুরুষবায় অর্জুন আর নকুল-সহদেবের দর্দশা দেখেও কি তুমি শত্রুদেব ক্ষমা করবে? দ্রুপদেব কন্যা, মহাত্মা পাণ্ডুব পুরুষধ্বংস, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, পতিব্রতা বীরপত্নী আমাকে বনবাসিনী দেখেও কি তুমি সযে থাকবে? লোকে বলে, ক্রোধশূন্য ক্ষত্রিয় নেই, কিন্তু তোমাতে তাব ব্যতিক্রম দেখছি। যে ক্ষত্রিয় যথাকালে তেজ দেখায় না তাকে সকলেই অবজ্ঞা কবে। প্রাচীন ইতিহাসে আছে, একদিন বলি তাঁর পিতামহ মহাপ্রজ্ঞ অসুরপতি প্রহ্লাদকে প্রশ্ন করেছিলেন,

ক্ষমা ভাল না তেজ ভাল? প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন, বৎস, সর্বদা তেজ ভাল নয়, সর্বদা ক্ষমাও ভাল নয়। যে সর্বদা ক্ষমা করে তার বহু ক্ষতি হয়, ভৃত্য শত্রু ও নিরপেক্ষ লোকেও তাকে অবজ্ঞা কবে এবং কটুবাক্য বলে। আবার যারা কখনও ক্ষমা করে না তাদেরও বহু দোষ। যে লোক ক্রোধবশে স্থানে অস্থানে দণ্ডবিধান কবে তার অর্থহানি সন্তাপ মোহ ও শত্রুলাভ হয়। অতএব যথাকালে মৃদু হবে এবং যথাকালে কঠোর হবে। যে পূর্বে তোমার উপকাষ কবেছে সে গদ্বদ অপরাধ করলেও তাকে ক্ষমা করবে। যে না বদ্বে অপবাধ কবে সেও ক্ষমাব যোগ্য, কাষণ সকলেই পণ্ডিত নয়। কিন্তু যাবা সজ্ঞানে অপবাধ কবে বলে যে না বদ্বে করেছি, সেই কুটিল লোকদেব অল্প অপবাধেও দণ্ড দেবে। সকলেবই প্রথম অপরাধ ক্ষমাব যোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয় অপবাধ অল্প হলেও দণ্ডনীয়। মহাবাজ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা লোভী ও সর্বদা অপরাধী, তাবা কোনও কালে ক্ষমাব যোগ্য নয়, তাদের প্রতি তেজ প্রকাশ করাই তোমাব কৰ্তব্য।

যশিষ্ঠিব বললেন, দ্রৌপদী, তুমি মহাপ্রজ্ঞাবতী, জেনে বাখ যে ক্রোধ থেকে শত্রুশত্রুদ দুইই হয়। ক্রোধ সবে থাকলে মঙ্গল হয়। ক্রুদ্ধ লোকে পাপ করে, গদ্বদহত্যাও কবে। তাদের অকার্য কিছু নেই, তাবা অবধ্যকে বধ করে, বধ্যকে পূজা কবে। এই সমস্ত বিবেচনা কবে আমার ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অপরের ক্রোধ দেখলেও যে ক্রুদ্ধ হয় না সে নিজেকে এবং অপরকেও মহাভয় থেকে গ্রাণ করে। ক্রোধ উৎপন্ন হলে যিনি প্রজ্ঞার দ্বারা রোষ করতে পারেন, পণ্ডিতরা তাঁকেই তেজস্বী মনে কবেন। মৃদুর্থাই সর্বদা ক্রোধকে তেজ মনে কবে, মানুষের বিনাশের জনাই রজোগদ্বগজাত ক্রোধেব উৎপত্তি। ভীষ্ম কৃষ্ণ দ্রোণ বিদুর কৃপ সঞ্জয় ও পিতামহ ব্যাস সর্বদাই শমগদ্বণেব কথা বলেন। এরা ধৃতবাষ্ট্রকে শান্তির উপদেশ দিলে তিনি অবশ্যই আমাকে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন, যদি লোভের বশে না দেন, তবে বিনষ্ট হবেন।

দ্রৌপদী বললেন, ধাতা আর বিধাতাকে নমস্কার, যাঁরা তোমার মোহ সৃষ্টি করেছেন, তাব ফলে পিতৃপিতামহের বৃন্তি ত্যাগ কবে তোমার মতি অন্য দিকে গেছে। জগতে কেউ ধর্ম অনিষ্টদ্ববতা ক্ষমা সবলতা ও দয়ার দ্বারা লক্ষ্মীলাভ করতে পারে না। তুমি বহুপ্রকার মহাযজ্ঞ কবেছ তথাপি বিপরীত বৃদ্ধির বশে দ্যুতক্ৰীড়ায় রাজ্য ধন ভ্রাতৃগণ আর আমাকেও হারিয়েছ। তুমি সরল মৃদুস্বভাব বদান্য লজ্জাশীল সত্যবাদী, তথাপি দ্যুতব্যসনে তোমার মতি হ'ল কেন? বিধাতাই পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে প্রাণগণের সৃষ্টিদ্বংখ বিধান করেন। কাষ্ঠময় পুণ্ডলিকা যেমন অঙ্গাচালনা



করে সেইরূপ সকল মনুষ্য বিধাতার নির্দেশেই ক্রিয়া কবে। যেমন সূত্রে গ্রথিত মণি, নাসাবন্ধ বৃষ, স্রোতে পতিত বৃক্ষ, সেইবদৃপ মানুষ্যও স্বাধীনতাহীন, তাকে বিধাতার বিধানেরই চলতে হয়। সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে ঈশ্বরই পাপপুণ্য কবাচ্ছেন তা কেউ লক্ষ্য কবে না। মানুষ্য যেমন অচেতন নিশ্চেষ্ট কাষ্ঠ-পাষণ-লৌহ স্ফারাই তদ্রূপ পদার্থ ছিন্ন করে, ঈশ্বর সেইবদৃপ জীব স্ফারাই জীবহিংসা কবেন।—

সংপ্রযোজ্য বিরোজ্যায়ং কামকাবকরঃ প্রভুঃ।  
 ক্রীড়তে ভগবান্ ভূতৈর্বালাঃ ক্রীড়নকৈরিব॥  
 ন মাতৃপিতৃবদ্ রাজন্ ধাতা ভূতেষু বর্ততে।  
 রোষাদিব প্রবৃত্তোহয়ং যথার্থমিতরো জনঃ॥...  
 তবেমামাপদং দৃষ্ট্বা সম্মুখিণ্য সূযোধনে।  
 ধাতারং গর্হয়ে পার্থ বিষমং যোহনৃপশ্যতি॥ .  
 কর্ম চেৎ কৃতমশ্বেতি কর্তাবং নান্যমুচ্ছতি।  
 কর্মণা তেন পাপেন লিপ্যতে নৃনমীশ্বরঃ॥  
 অথ কর্মকৃতং পাপং ন চেৎ কর্তাবমুচ্ছতি।  
 কারণং বলমেবেহ জনান্ শোচামি দুর্বলান্॥

— বালক যেমন খেলনা নিয়ে খেলে সেইবদৃপ প্রভু ভগবান ইচ্ছানুসারে কখনও সংযুক্ত কখনও বিযুক্ত কবে প্রাণিগণকে নিয়ে খেলা কবেন। মহাবাজ, বিধাতা প্রাণিগণকে মাতা-পিতার দৃষ্টিতে দেখেন না, তিনি বৃষ্ট ইতব জনেব ন্যায় ব্যবহার করেন। তোমার বিপদ আর দুর্ঘর্ষনের সম্মুখি দেখে আমি বিধাতারই নিন্দা করছি, যিনি এই বিষম ব্যবস্থা কবেছেন। যদি কৃত কর্মের ফল কর্তাবই ভোগ্য হয়, অন্যের ভোগ্য না হয়, তবে প্রবৃত্তিদাতা ঈশ্বর নিশ্চয় কর্মজনিত পাপে লিপ্ত হন। আব, কৃত কর্মের পাপ যদি কার্যিতা ঈশ্বরকে স্পর্শ না কবে, তবে তার কাবণ— তিলি বলবান। দুর্বল লোকেব জন্যই আমার শোক হচ্ছে।

যদুর্ধিষ্ঠির বললেন, যজ্ঞসেনী, তোমার কথা সুন্দর, আশ্চর্য ও মনোহর, কিন্তু নাস্তিকেব যোগ্য। আমি ধর্মের ফল অব্বেষণ করি না, দাতব্য বলেই দান করি, যজ্ঞ করা উচিত বলেই যজ্ঞ করি। ফলেব আকাঙ্ক্ষা না করেই আমি যথার্থকি গৃহাশ্রমবাসীর কর্তব্য পালন করি। যে লোক ধর্মকে দোহন করে ফল পেতে চায়, এবং নাস্তিক বদ্বিশ্বতে যে লোক ফললাভ হবে কি হবে না এই আশঙ্কা কবে, সে ধর্মের ফল পায় না। দ্রোপদী, তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে তর্ক করছ। ধর্মের প্রতি সন্দেহ

ক'রো না, তাতে তিৰ্ঘংগাত লাভ হয়। কল্যাণী, তুমি মদু বৃদ্ধির বশে বিধাতার নিন্দা ক'রো না, সৰ্বজ্ঞ সৰ্বদৰ্শী ঋষিগণ যার কথা বলেছেন, শিষ্টজন যার আচরণ করছেন, সেই ধৰ্মেব সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ো না।

দ্রোপদী বললেন, আমি ধৰ্মের বা ঈশ্বরের নিন্দা করি না, দঃখাত্ হয়েই অধিক কথা বলে ফেলিছি। আবও কিছু বলছি, তুমি প্রসন্ন হয়ে শোন। মহারাজ, তুমি অবসাদগ্রস্ত না হয়ে কর্ম কব। যে লোক কেবল দৈবেব উপব নির্ভর করে, এবং যে হঠবাদী (১) তাবা উভয়েই মন্দবৃদ্ধি। দেবাবাধনায যা লাভ হয় তাই দৈব, নিজ কর্মেব দ্বারা যে প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয় তাই পৌবুষ। ফলসিদ্ধিব তিনটি কাবণ, দৈব, প্রাক্তনকর্ম ও পদুষকাব। আমাদের যে মহাবিপদ উপস্থিত হয়েছে, তুমি পদুষকাব অবলম্বন কবে কর্মে প্রবৃত্ত হ'লে তা নিশ্চয় দব হবে।

#### ৮। ভীম-যুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ — ব্যাসের উপদেশ

ভীম অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ধর্ম অর্থ ও কাম ত্যাগ কবে কেন আমবা তপোবনে বাস করব? উচ্ছষ্টভোজী শৃগাল যেমন সিংহেব কাছ থেকে মাংস হবণ কবে সেইবদ পদুষোধন আমাদের রাজ্য হবণ করেছে। রাজা, আপনি প্রতিজ্ঞা পালন কবছেন, অল্প একটু ধর্মের জন্য রাজ্য বিসর্জন দিযে দঃখ ভোগ কবছেন। আমবা আপনাব শাসন মেনে নিয়ে বন্ধুদেব দঃখিত এবং শত্রুদের আনন্দিত করছি। ধাতরাষ্ট্রগণকে বধ করি নি এই অন্যায় কার্ণের জন্য আমরা দঃখ পাচ্ছি। সর্বদা ধর্ম ধর্ম কবে আপনি কি ক্রীবের দশা পান নি? যাতে নিজের ও মিত্রবর্গেব দঃখ উৎপন্ন হয় তা ধর্ম নয়, বাসন ও কুপথ। যেমন মেঘের কাবণ সমৃদ্ধ, আবাব সমৃদ্ধেব কারণ মেঘ, সেইবদ ধর্মেব কাবণ অর্থ, অর্থের কারণ ধর্ম।—

দ্রব্যার্থস্পর্শসংযোগে যা প্রীতিবদুপজায়তে।

স কামাশ্চিন্তাসংকল্পঃ শরীরং নাস্য দৃশ্যাতে ॥

ইন্দ্রিয়াণাশ্চ পশুনাং মনসো হৃদয়স্য চ।

বিষয়ে বর্তমানানাং যা প্রীতিবদুপজায়তে ॥

স কাম ইতি মে বৃদ্ধিঃ কৰ্মণাং ফলমুত্তমম্।

এবমেব পৃথগ্ দৃষ্ট্বা ধর্মার্থৌ কামমেব চ ॥

(১) যে মনে কবে সমস্তই অকস্মাৎ ঘটে।

ন ধর্মপর এব স্যাম্ চার্থপরমো নরঃ।

ন কামপরমো বা স্যাৎ সর্বান্ সেবেত সর্বদা॥

—দ্রব্য ও অর্থের উপভোগে যে প্রীতি জন্মায় তাবই নাম কাম, তা কেবল চিত্তের সংকল্প, তাব শবীর দেখা যায় না। পশু ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয় বিষয়ভোগে রত হ'লে যে প্রীতি জন্মায় তারই নাম কাম, আমার মতে তাই হচ্ছে কর্মের শ্রেষ্ঠ ফল। অতএব মানুষ্য ধর্ম অর্থ ও কাম পৃথগ্ভাবে দেখবে, কেবল ধর্মপরাষণ বা কেবল অর্থপরাষণ বা কেবল কামপরাষণ হবে না, সর্বদা সমভাবে তিনটিব অনদৃশীলন করবে।

তাঁ পব ভীম বললেন, শাস্ত্রকাববা বলেছেন, পূর্বাহ্নে ধর্মের, মধ্যাহ্নে অর্থের এবং সায়াহ্নে কামের চর্চা করবে। আবও বলেছেন, প্রথম বয়সে কামের, মধ্য বয়সে অর্থের, এবং শেষ বয়সে ধর্মের আচরণ করবে। যাবা মনুষ্টি চান তাঁদের পক্ষেই ধর্ম-অর্থ-কাম বর্জন করা বিধেয়, গৃহবাসীব পক্ষে এই ত্রিবর্গের সেবাই শ্রেষ। মহাবাজ, আপনি হয় সম্রাট্যস নিন না হয় “ধর্ম-অর্থ-কামের চর্চা করুন, এই দুইএব মধ্যবর্তী অবস্থা আতুবেব জীবনের ন্যায় দুঃখময়। জগতের মূল ধর্ম, ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছ্ নাই, কিন্তু বহু অর্থ থাকলেই ধর্মকাৰ্য কবা যায়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বল আর উৎসাহই ধর্ম, ভিক্ষা বা বৈশ্য-শূদ্রের বৃত্তি বিহিত নয়। আপনি ক্ষত্রিয়োচিত দৃঢ়হৃদয়ে শৈথিল্য ত্যাগ ক'বে বিক্রম প্রকাশ কবুন, ধুবন্ধবেব ন্যায় ভাব বহন করুন। কেবল ধর্মাত্মা হ'লে কোনও বাজাই বাজ্য ধন ও লক্ষ্মী লাভ কবতে পারেন না। বলবানবা কপটতার দ্বারা শত্রু জয় কবেন, আপনিও তাই করুন। কৃষক যেমন অল্পপরিমাণ বীজের পরিবর্তে বহু শস্য পায়, বুদ্ধিমান সেইরূপ অল্প ধর্ম বিসর্জন দিলে বহু ধর্ম লাভ কবেন। আমবা যদি কৃষ্ণ প্রভৃতি মিত্রগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করি তবে অবশ্যই রাজ্য উদ্ধার কবতে পাবব।

যদুধিষ্ঠির বললেন, তুমি আমাকে বাক্যবাণে বিব্ধ করছ তার জন্য তোমার দোষ দিতে পারি না, আমার অন্যায় কর্মের ফলেই তোমাদের বিপদ হয়েছে। আমি দুর্যোধনের রাজ্য জয় কবাবা ইচ্ছায় দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, কিন্তু আমার সবলতাব সুযোগে ধৃত শকুনি শততার দ্বারা আমাকে পবাস্ত কবেছিল। দুর্যোধন আমাদের দাস করেছিল, দ্রোণদীই তা থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন। শ্বিতীয়বার দ্যুতক্রীড়ায় যে পণ নির্ধারিত হয়েছিল তা আমি মেনে নিয়েছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞা এখন লঙ্ঘন করতে পারি না। তুমি দ্যুতসভায় আমার বাহু দখ করতে চেয়েছিলে,

অর্জুন তোমাকে নিরস্ত কবেন। সেই সময়ে তুমি তোমার লৌহগদা পরিষ্কার করছিলে, কিন্তু তখনই কেন তা প্রয়োগ কবলে না? আমাব প্রতিজ্ঞার সময়ে কেন আমাকে বাধা দিলে না? উপযুক্ত কালে কিছ্‌দ না ক'রে এখন আমাকে ভৎসনা ক'বে লাভ কি? লোকে বীজবোপণ ক'বে যেমন ফলের প্রতীক্ষা কবে, তুমিও সেইব'দপ ভবিষ্যৎ সুখোদয়ের প্রতীক্ষায় থাক।

ভীম বললেন, মহাবাজ, যদি তের বৎসব প্রতীক্ষা করতে হয় তবে তার মধ্যেই আমাদের আয়ু শেষ হবে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতমূর্খের ন্যায় আপনাব বদ্বিশ্ব শাস্ত্রের অনুসরণ ক'বে নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি ব্রাহ্মণের ন্যায় দয়ালু হয়ে পড়েছেন, ক্ষত্রিয়কুলে কেন আপনি জন্মেছেন? আমবা তেব মাস বনে বাস করেছি, ভেবে দেখুন তেব বৎসব কত বহুৎ। মনীষীবা বলেন, সোমলতাব প্রতিনিধি যেমন পদতিকা (পদ্বী শাক), সেইব'দপ বৎসবের প্রতিনিধি মাস। আপনি তেব মাসকেই তেব বৎসব গণা করুন। যদি এইব'দপ গণনা অন্যায় মনে কবেন তবে একটা সাধুস্বভাব ষণ্ডকে প্রচুর আহাব দিয়ে তৃপ্ত করুন, তাতেই পাপমুক্ত হবেন।

যদুধিষ্ঠির বললেন, উত্তমরূপে মন্ত্রণা আর বিচাব ক'রে যদি বিক্রম প্রয়োগ কবা হয় তবেই সিংহলাভ হয়, দৈবও তাতে অনুকূল হন। কেবল বলদর্পে চঞ্চল হয়ে কর্ম আবশ্ব কবা উচিত নয়। দুর্যোধন ও তার ভ্রাতারা দুর্ধর্ষ এবং অস্ত্র-প্রয়োগে সুশিক্ষিত। আমবা দিগ্বিজয়কালে যেসকল বাজাকে উৎপীড়িত করেছি তাঁবা সকলেই কোববপক্ষে আছেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ পক্ষপাতহীন, কিন্তু অন্নদাতা ধৃতরাষ্ট্রের ঋণ শোধ কববাব জন্য তাঁবা প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হবেন। কোপনস্বভাব সর্বাস্ত্রবিশাবদ অজ্ঞেয় অভেদ্যকবচধারী কর্ণও আমাদের উপব বিবেষ-যুক্ত। এই সকল পদুবুধশ্রেষ্ঠকে জয় না ক'বে তুমি দুর্যোধনকে বধ কবতে পারবে না।

যদুধিষ্ঠিরের কথা শুনে ভীমসেন বিষন্ন হয়ে চুপ ক'রে রইলেন। এমন সময় মহাযোগী ব্যাস সেখানে উপস্থিত হলেন এবং যদুধিষ্ঠিবকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে বললেন, ভরতসন্তম, তোমাকে আমি প্রতিস্মৃতি নামে বিদ্যা দিচ্ছি, তাব প্রভাবে অর্জুন কাষীসিদ্ধি কববে। অস্ত্রলাভ কববাব জন্য সে ইন্দ্র বদ্র বরুণ কুবের ও যমের নিকট যাক। তোমবাও এই বন ত্যাগ ক'রে অন্য বনে যাও, এক স্থানে দীর্ঘকাল থাকা তপস্বীদের উদ্বেগজনক, তাতে উদ্ভিদ-মৃগাদিরও ক্ষয় হয়। এই ব'লে ব্যাস অন্তর্হিত হলেন। যদুধিষ্ঠির প্রতিস্মৃতি মন্ত্র লাভ ক'বে অমাতা ও অনুচরদের সঙ্গে কাম্যকবনে গিয়ে বাস কবতে লাগলেন।

## ৯। অর্জুনের দিব্যাস্ত্রসংগ্রহে গমন

কিছুকাল পরে যদুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কণ ও অশ্বত্থামা—এঁরা সমগ্র ধনুর্বেদে বিশারদ, দুর্যোধন এঁদের সম্মানিত ও সন্তুষ্ট করেছে। সমস্ত পৃথিবীই এখন তাব বশে এসেছে। তুমি আমাদের প্রিয়, তোমার উপরেই আমরা নির্ভর কবি। বৎস, আমি ব্যাসদেবের নিকট একটি মন্ত্র লাভ কবেছি, তুমি তা শিখে নিয়ে উত্তর দিকে গিয়ে কঠোর তপস্যা কর। সমস্ত দিব্যাস্ত্র ইন্দ্রের কাছে আছে, তুমি তাঁর শরণাপন্ন হয়ে সেই সকল অস্ত্র লাভ কর।

স্বস্ত্যয়নের পর অর্জুন সশস্ত্র হয়ে যাত্রার উদ্যোগ করলেন। দ্রৌপদী তাঁকে বললেন, পার্থ, আমাদের সদৃশ দঃখ জীবন মরণ রাজ্য ঐশ্বর্য সবই তোমার উপর নির্ভর কবেছে। তোমার মঙ্গল হ'ক, বলবানদের সঙ্গে তুমি বিবোধ ক'বো না। জয়লাভের জন্য যাত্রা কব, ধাতা ও বিধাতা তোমাকে কুশলে নীরোগে রাখুন।

অর্জুন হিমালয় ও গন্ধমাদন পাব হয়ে ইন্দ্রকীল পর্বতে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি আকাশবাণী শুনলেন—তিষ্ঠ। অর্জুন দেখলেন, পিঙ্গলবর্ণ কৃশকাষ জটাধারী এক তপস্বী বৃক্ষমূলে বসে আছেন। তিনি বললেন, বৎস, তুমি কে? অস্ত্রধারী হয়ে কেন এখানে এসেছ? এই শান্ত তপোবনে অস্ত্রের প্রয়োজন নেই, তুমি ধনু ত্যাগ কর, তপস্যাব প্রভাবে তুমি পবনগতি পেয়েছ। অর্জুনকে অবিচলিত দেখে তপস্বী সহাস্যে বললেন, আমি ইন্দ্র, তোমার মঙ্গল হ'ক, তুমি অভীষ্ট স্বর্গ প্রার্থনা কব। অর্জুন কৃতাজলি হয়ে বললেন, ভগবান, আমাকে সর্ববিধ অস্ত্র দান করুন, আব কিছুই আমি চাই না। যদি আমার ভ্রাতাদের বনে ফেলে রাখি এবং শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে না পারি তবে আমার অকীর্তি সর্বত্র চিরস্থায়ী হবে। তখন ইন্দ্র বললেন, বৎস, তুমি যখন ভূতনাথ ত্রিলোচন শূলধর শিবের দর্শন পাবে তখন সমস্ত দিব্য অস্ত্র তোমাকে দেব। এই বলে ইন্দ্র অদৃশ্য হলেন।

## ॥ কৈরাতপর্বাদ্যায় ॥

### ১০। কিরাতবেশী মহাদেব—অর্জুনের দিব্যাস্ত্রলাভ

অর্জুন এক ঘোর বনে উপস্থিত হয়ে আকাশে শঙ্খ ও পটহের ধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি সেখানে কঠোর তপস্যায় নিরত হ'লে মহর্ষিগণ মহাদেবকে জানালেন। মহাদেব কান্দনতরুর ন্যায় উজ্জ্বল কিরাতের বেশ ধারণ ক'রে পিনাকহস্তে দর্শন

দিলেন। অনুবৃপ বেশে দেবী উমা, তাঁর সহচরীবৃন্দ এবং ভূতগণও অনুগমন করলেন। ক্ষণমধ্যে সমস্ত বন নিঃশব্দ হ'ল, প্রস্রবণের নিনাদ ও পক্ষিববও থেমে গেল। সেই সময়ে মৃক নামে এক দানব ববাহেব বৃপে অর্জুনের দিকে ধাবিত হ'ল। অর্জুন শবাস্থাত কবতে গেলে কিবাতবেশী মহাদেব বললেন, এই নীলমেঘবর্ণ ববাহকে মারবার ইচ্ছা আমিই আগে কবেছি। অর্জুন বারণ শুনলেন না, তিনি ও কিবাত এককালেই শবমোচন কবলেন, দুই শব একসঙ্গে বরাহের দেহে বিম্ব হ'ল। মৃক দানব ভীষণ বৃপ ধাবণ করে ম'বে গেল। অর্জুন কিবাতকে সহাস্য বললেন, কে তুমি কনককান্তি? এই বনে স্ত্রীদেব নিয়ে বিচরণ করছ কেন? আমার বরাহকে কেন তুমি শবাবধ কবলে? পর্বতবাসী, তুমি মৃগযাব নিষম লঙ্ঘন কবেছ সেজন্য তোমাকে বধ কবব। কিবাত হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, বীব, আমবা এই বনেই থাকি, তুমি ভয় পেযো না। এই জনহীন দেশে কেন এসেছ? অর্জুন বললেন, মন্দবৃন্দ্রি, তুমি বলদপে নিজেব দোষ মানছ না, আমাব হাতে তোমার নিস্তাব নেই।

অর্জুন শরবর্ষণ কবতে লাগলেন, পিনাকপাণি কিবাতরূপী শংকর অক্ষত-শরীরে পর্বতের ন্যায় অচল হয়ে দাঁড়িয়ে বইলেন। অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে অর্জুন বললেন, সাধু সাধু। তাঁব অক্ষয় তুণীবেব সমস্ত বাণ নিঃশেষ হ'ল, তিনি ধনুর্গুণ দিয়ে কিবাতকে আকর্ষণ ক'বে মৃণ্টাস্থাত কবতে লাগলেন, কিবাত ধনু কেড়ে নিলেন। অর্জুন তাঁব মস্তকে খড়্গাস্থাত কবলেন, খড়্গ লাফিয়ে উঠল। অর্জুন বৃক্ষ আব শিলা দিয়ে যুদ্ধ কবতে গেলেন, তাও বৃথা হ'ল। তখন দুজনে ঘোর মূর্খাস্ত্র হ'তে লাগল। কিবাতেব বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে অর্জুনের শ্বাসরোধ হ'ল, তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে প'ড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পবে চৈতন্য পেযে তিনি মহাদেবেব মৃন্ময় মূর্তি গ'ড়ে পূজা কবতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর নিবোধিত মালা কিবাতেব মস্তকে লগ্ন হ'ছে। তখন তিনি কিবাতবৃপী মহাদেবেব চরণে পতিত হয়ে স্তব করতে লাগলেন।

মহাদেব প্রীত হয়ে অর্জুনকে আলিঙ্গন ক'বে বললেন, পার্থ, তুমি পূর্বজন্মে বদবিকাশ্রমে নাবাষণেব সহচর নব হয়ে অযুত বৎসব তপস্যা করেছিলে, তোমবা নিজ তেজে জগৎ বক্ষা করছ। তুমি অভীষ্ট বব চাও। অর্জুন বললেন, বৃষধ্বজ, ব্রহ্মশির নামে আপনাব যে পাশুপত অস্ত্র আছে তাই আমাকে দিন, কৌববদের সঙ্গে যুদ্ধকালে আমি তা প্রযোণ কবব। মহাদেব মূর্তিমান কৃতান্তের তুল্য সেই অস্ত্র অর্জুনকে দান ক'বে তাঁব প্রযোণ ও প্রত্যাহারের বিধি শিখিয়ে দিলেন। তাব পর অর্জুনের অগ্ন স্পর্শ ক'বে সকল বাধা দূর করে বললেন, এখন তুমি স্বর্গে যাও। এই ব'লে তিনি উমার সঙ্গে প্রস্থান করলেন।

তখন বরুণ কুবের যম এবং ইন্দ্রাণীব সঙ্গে ইন্দ্র অর্জুনের নিকট আবির্ভূত হলেন। যম তাঁর লুণ্ড, বরুণ তাঁর পাশ, এবং কুবের অন্তর্ধান নামক অশ্ব দান করলেন। ইন্দ্র বললেন, কৌন্তেয়, তোমাকে মহৎ কার্যের জন্য দেবলোকে যেতে হবে, সেখানেই তোমাকে দিব্যাস্ত্রসমূহ দান করব। তাব পব দেবতাবা চ'লে গেলেন।

## ॥ ইন্দ্রলোকাভিগমনপৰ্বাধ্যায় ॥

### ১১। ইন্দ্রলোকে অর্জুন — উর্বশীর অভিসার

আকাশ আলোকিত ও মেঘ বিদীর্ণ ক'রে গম্ভীরনাদে মাতলিচালিত ইন্দ্রের রথ অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। সেই বথের মধ্যে অসি শক্তি গদা প্রাস বিদ্রুৎ বজ্র, চক্রযুগ্ম মেষধ্বনিব ন্যায শব্দকাবী বায়ুবিষ্ফোবক গোলক-ক্ষেপণাস্ত্র (১), মহাকায জ্বলিতমুখ সর্প, এবং বাশীকৃত বহু শিলা ছিল। বায়ুগতি দশ সহস্র অশ্ব সেই মাযাময দিব্য রথ বহন কবে। মাতলি বললেন, ইন্দ্রপুত্র, রথে ওঠ, দেববাজ ও অন্য দেবগণ তোমাকে দেখবার জন্য প্রতীক্ষা কবছেন। অর্জুন বললেন, সাধু মাতলি, তুমি আগে বথে ওঠ, অশ্বসকল স্থিতি হ'ক, তার পর আমি উঠব। অর্জুন গঙ্গায় স্নান ক'বে পবিত্র হয়ে মন্তজপ ও পিচ্ছততর্পণ কবলেন, তার পর শৈলবাজ হিমালয়ের স্তব ক'বে বথে উঠলেন। সেই আশ্চর্য বথ আকাশে উঠে মানদুষেব অদৃশ্য লোকে এল, যেখানে চন্দ্র সূর্য বা অগ্নিব আলোক নেই। পৃথিবী থেকে যে দর্শিতমান তাবকাসমূহ দেখা যায় সেসকল অতিবহু হ'লেও দ্বন্দ্বের জন্য দীপেব ন্যায ক্ষুদ্র বোধ হয়। অর্জুন সেইসকল তাবকাকে স্বস্থানে স্বতেজে দীপ্তমান দেখলেন। মাতলি বললেন, পার্থ, ভূতল থেকে যাঁদেব তারকারূপে দেখেছ সেই পুণ্যবানবা এখানে স্বস্থানে অবস্থান করছেন।

অর্জুন অমরাবতীতে এলে দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ হৃষ্ট হয়ে তাঁর সংবর্ধনা কবলেন। তিনি নতমস্তকে প্রণাম কবলে ইন্দ্র তাঁকে কোলে নিয়ে নিজের সিংহাসনে বসালেন। তুম্ববুদ্র প্রভৃতি গন্ধর্বগণ গাইতে লাগলেন, ঘৃতাচী মেনকা বম্ভা উর্বশী প্রভৃতি হাবভাবময়ী মনোহবিগণী অশ্বসবাবা নাচতে লাগলেন। তার পর দেবগণ পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় দিষে অর্জুনকে ইন্দ্রের ভবনে নিয়ে গেলেন।

(১) 'চত্ব্যস্ত্রাস্ত্রালাগুডাঃ বায়ুক্ষেপাটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাঃ।' নীলকণ্ঠ কামান অর্থ কবেছেন। স্পষ্টত প্রক্ষিপ্ত।

ইন্দ্রের নিকট নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা ক'বে অর্জুন অমবাবতীতে পাচ বৎসব  
সুখে বাস কবলেন। তিনি ইন্দ্রের আদেশে গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছে নৃত্য-গীত-  
বাদ্যও শিখলেন। একদিন চিত্রসেন উর্বশী'র কাছে গিয়ে বললেন, কল্যাণী,  
দেববাজেব আদেশে তোমাকে জানাচ্ছি যে অর্জুন তোমার প্রতি আসক্ত হয়েছেন,  
তিনি আজ তোমার চরণে আশ্রয় নেবেন। উর্বশী নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান ক'বে  
স্মিতমুখে বললেন, আমিও তাঁর প্রতি অনুরক্ত। সখা, তুমি যাও, আমি অর্জুনের  
সঙ্গে মিলিত হব।

উর্বশী স্নান ক'বে মনোহর অলংকার ও গন্ধমালা ধারণ কবলেন এবং  
সন্ধ্যাকালে চন্দ্রোদয় হ'লে অর্জুনের ভবনে যাত্রা কবলেন।—

মৃদুকৃষ্ণভদীর্ষেণ কুসুমোৎকবধাবিণা।  
কেশহস্তেন ললনা জগামাথ বিবাজতী॥  
দ্রুক্ষেপালাপমাধুর্ষিঃ কান্ত্যা সৌম্যত্মাপি চ।  
শশিনাং বস্ত্রচন্দ্রেণ সাতদ্যন্তীণ গচ্ছতী॥  
দিব্যাঙ্গরাগৌ স্দুমুখৌ দিব্যচন্দনবুযিতৌ।  
গচ্ছন্ত্যা হানবুচিবৌ স্তনৌ তস্য্য ববল্গতুঃ॥  
সীধুপানেন্ চাঙ্গেন তুষ্ট্যাথ মদনেন চ।  
বিনাসনৈশ্চ বিবিধৈঃ প্রেক্ষণীয়তবাভবৎ॥

— তাঁর কোমল কৃষ্ণভদীর্ষ কেশপাশ কুসুমস্তবকে ভূষিত, দ্রুভংগী স্বরূপ  
মধুর আলাপ, বমণীয় কান্তি এবং মৃদুচন্দ্র দ্বাবা যেন গগনের চন্দ্রকে আহ্বান ক'বে  
চলেছেন। দিব্য অঙ্গবাণ, চন্দন ও হাবে বিভূষিত তাঁর স্দুমুখ স্তনবৃগল পাদক্ষেপে  
লক্ষিত হ'তে লাগল। অঙ্গপ মদ্যপান, কামাবেশ এবং বিলাসবিভ্রমের জন্য তিনি  
অতিশয় দর্শনীয় হ'লেন।

দ্বাবপালের মূখে উর্বশী'র আগমনসংবাদ পেয়ে অর্জুন শঙ্কিতমনে এগিয়ে  
এলেন এবং লজ্জায় চক্ষু আবৃত ক'রে সসম্মানে বললেন, দেবী, নতমস্তকে অভিবাদন  
ক'রছি, বলুন কি কবতে হবে, আমি আপনাব আজ্ঞাবহ ভূত্য। অর্জুনের কথা  
শ্রুনে উর্বশী'র যেন চৈতন্যলোপ হ'ল। তিনি বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, চিত্রসেন আমাকে  
যা বলেছেন শোন। তোমার আগমনের জন্য ইন্দ্র যে আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান  
করেছিলেন তাতে দেবতা মহর্ষি রাজর্ষি প্রভৃতির সমক্ষে গন্ধর্বগণ বীণা বাজিয়েছিলেন,  
শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাবা নৃত্য ক'রেছিলেন। পার্থ, সেই সময়ে তুমি নাকি অনিবেশন



শুদ্ধ আমাকেই দেখেছিলে। সভাভঙ্গেব পৰ তোমাব পিতা ইন্দ্র চিত্রসেনকে দিয়ে আমাকে আদেশ জানালেন, আমি যেন তোমাব সঙ্গে মিলিত হই। এই কারণেই আমি তোমাব সেবা কবতে এসেছি। তুমি আমাব চিরাভিলষিত তোমাব গদুগবলীতে আকৃষ্ট হয়ে আমি অনঙ্গেব বশবর্তিনী হয়েছি।

লঙ্কায় কান ঢেকে অর্জুন বললেন, ভাগ্যবতী, আপনাব কথা আমার শ্রবণযোগ্য নয, কুন্তী ও শচীব ন্যায় আপনি আমাব গদুদুপত্নীতুল্য। আপনি পদুবংশেব জননী (১), গদুবদু অপেক্ষাও গদুবদুতরা, সেজনাই উৎফুল্লনয়নে আপনাকে দেখেছিলাম। উর্বশী বললেন, দেববাজপদ্র, আমাবে গদুবস্থানীয়া মনে কবা অনুচিত, অসুবারা নিযমাধীন নয। পদুবংশেব পদ্র বা পোত্র যেকেউ স্বর্গে এলে আমাদেব সঙ্গে সহবাস কবেন। তুমি আমাব বাজ্ঞা পূর্ণ কব। অর্জুন বললেন, বববর্ণিনী, আমি আপনাব চরণে মস্তক রাখছি, আপনি আমাব মাতৃবৎ পূজনীয়া, আমি আপনাব পদ্রবৎ বদ্বর্ণীয়। উর্বশী ক্রোধে অভিভূত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে হ্রুটি ক'বে বললেন, পার্থ, আমি তোমাব পিতাব অনুজ্ঞায় শ্রবণ তোমাব গৃহে কামাতী হয়ে এসেছি তথাপি তুমি আমাকে আদব কবলে না, তুমি সম্মানহীন নপুংসক নর্তক হয়ে স্ত্রীদেব মধ্যে বিচরণ কববে। এই বলে উর্বশী স্বগৃহে চলে গেলেন।

উর্বশী শাপ দিয়েছেন শুনে ইন্দ্র স্মিতমুখে অর্জুনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বৎস, তোমাব জন্য কুন্তী আজ স্দুপদ্রবতী হলেন, তুমি ধৈর্যে স্বায়গগর্গেও পরাজিত কবেছ। উর্বশীব অভিশাপ তোমাব কাণ্ডে লাগবে, অক্ষতবাসীনে তুমি এক বৎসব নপুংসক নর্তক হয়ে থাকবে, তাব পব আলাব পদুবদ্বহু পাবে।

অর্জুন নিশ্চিন্ত হয়ে চিত্রসেন গন্ধর্বেব সংসর্গে স্দুখে স্বর্গবাস কবতে লাগলেন। পাণ্ডুপদ্র অর্জুনেব এই পবিত্র চবিতকথা যে নিত্য শোনে তাব পাপজনক কামক্রিয়ায প্রবৃত্তি হয় না, সে মন্ততা দম্ব ও বাগ পবিহাব করে স্বর্গলোকে স্দুখভোগ কবে।

(১) পদুববাব ঔরসে উর্বশীব গর্ভে আয়ু জন্মগ্রহণ কবেন, তাঁব প্রপৌত্র পদুব।

## ॥ নলোপাখ্যানপর্বাদ্যায় ॥

### ১২। ভীমের অধৈর্য — মহর্ষি বৃহদশ্ব

একদিন পাণ্ডবরা দ্রৌপদীর সঙ্গে দৃঃখিতমনে কাম্যকবনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভীম যদুর্ধিষ্ঠিবকে বললেন, মহারাজ, আমাদের পৌরুষ আছে, বলবানদেব সাহায্য নিয়ে আমরা আরও বলশালী হ'তে পাবি, কিন্তু আপনার দ্যুতদোষেব জন্য সকলে কণ্ট পাচ্ছি। রাজ্যশাসনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, বনবাস নয়। আমরা অর্জুনকে ফিবিষে এনে এবং জনার্দন কৃষ্ণের সহায়তায় বার বৎসবেব পদুর্বেই ধাতবাস্ত্রদের বধ করব। শত্রুবা দ্যুত হ'লে আপনি বন থেকে ফিরে যাবেন, তা হ'লে আপনার দোষ হবে না। তার পর আমরা অনেক যজ্ঞ ক'বে পাপমুক্ত হয়ে উত্তম স্বর্গে যাব। রাজা, এইব্দুপই হ'তে পাবে যদি আপনি নিবুদ্বিধিতা দীর্ঘসূত্রতা আর ধর্মপরায়ণতা ত্যাগ করেন। শঠতাব ম্বারা শঠকে বধ করা পাপ নয়। ধর্মজ্ঞ লোকের বিচাবে দ্যুতসহ দ্যুতখব কালে এক অহোবাচই এক বৎসবেব সমান গণ্য হয়, এইব্দুপ বেদবচনও শোনা যায়। অতএব আমাদের তেব দিনেই তেব বৎসব পদুর্গ হয়েছে, দ্যুতর্ষোধনাদিকে বধ কববাব সময় এসেছে। দ্যুতর্ষোধনের চর সর্বত্র আছে, অজ্ঞাতবাসকালেও সে আমাদের সন্ধান পেয়ে আবার বনবাসে পাঠাবে। যদি অজ্ঞাতবাস থেকে উত্তীর্ণ হই তবে সে আবার আপনাকে দ্যুতক্ৰীড়ায় ডাকবে। আপনাব নিপদুগতা নেই, খেলতে খেলতে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন, সেজন্য আবার আপনি হারবেন।

যদুর্ধিষ্ঠিব ভীমকে সান্ত্বনা দিযে বললেন, মহাবাহু, তেব বৎসর উত্তীর্ণ হ'লে তুমি আব অর্জুন নিশ্চয় দ্যুতর্ষোধনকে বধ কববে। তুমি বলছ, সময় এসেছে, কিন্তু আমি মিথ্যা বলতে পারব না। শঠতা না ক'বেও তুমি শত্রুবধ বরবে।

এমন সময় মহর্ষি বৃহদশ্ব সেখানে এলেন। যদুর্ধিষ্ঠির যথাশাস্ত্র মধুপক দিয়ে তাঁকে পূজা কবলেন। বৃহদশ্ব বিশ্রামের পব উপবিষ্ট হ'লে যদুর্ধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, ভগবান, ধুত দ্যুতকাবগণ আমাব রাজ্য ও ধন শঠতাব ম্বারা হরণ কবেছে। আমি সবলস্বভাব, অক্ষনিপদুগ নই। তাবা আমাব প্রিয়তমা ভার্ষ্যাকে দ্যুতসভাষ নিয়ে গিযেছিল, তাব পব স্মিতীয়বাব দ্যুতে জয়লাভ ক'রে আমাদের বনে পাঠিযেছে। দ্যুতসভায় তারা যে দাবদুগ কটুবাচ্য বলেছে এবং আমাব দ্যুতখাত সন্দুদুগণ যা বলেছিলেন তা আমাব হৃদযে নিহিত আছে, সমস্ত রাত্রি আমি সেইসকল কথা চিন্তা কবি। অর্জুনেব বিরহেও আমি যেন প্রাণহীন হয়ে আছি। আমার চেয়ে মন্দভাগ্য ও দ্যুতখাত কোনও বাজাকে আপনি জানেন কি?

মহিষ বৃহদশ্ব বললেন, যদি শুনতে চাও তবে এক রাজার কথা বলব যিনি তোমার চেয়েও দঃখী ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের অনুবোধে বৃহদশ্ব নল রাজ্যে এই উপাখ্যান বললেন।—

### ১৩। নিষধরাজ নল — দময়ন্তীর স্বয়ংবর

নিষধ দেশে নল নামে এক বলশালী সদৃগুণান্বিত বৃপবান অশ্বতত্ত্বজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি বীরসেনের পুত্র, ব্রাহ্মণপালক, বেদজ্ঞ, দ্যুতপ্রিয়, সত্যবাদী, এবং বৃহৎ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি। তাঁর সমকালে বিদর্ভ দেশে ভীম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ও তাঁর মহিষী ব্রহ্মিষী দমনকে সেবার তুচ্ছ ক'বে একটি কন্যা ও তিনটি পুত্র লাভ করেন। কন্যার নাম দময়ন্তী, তিন পুত্রের নাম দম, দান্ত ও দমন। দময়ন্তীর ন্যায় সুন্দরী মনুষ্যালোকে কেউ ছিল না। দেবতারাও তাঁকে দেখে আনন্দিত হতেন।

লোকে নল ও দময়ন্তীর নিকট পবস্পর্ষের বৃপগুণের প্রশংসা করত, তাব ফলে দেখা না হ'লেও তাঁরা পবস্পর্ষের প্রতি অনুবৃত্ত হলেন। একদিন নল নিজের উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কনকবর্ণ হংস দেখতে পেলেন। তিনি একটিকে ধবলে সে বললে, রাজা, আমাকে মারবেন না, আমি আশ্রয় প্রার্থ্য কবব, দময়ন্তীর কাছে গিয়ে আপনার সম্বন্ধে এমন ক'বে বলব যে তিনি অন্য পুরুষ কামনা কববেন না। নলের কাছে মৃত্তি পেয়ে সেই হংস তাব সুহৃৎদের সঙ্গে বিদর্ভ দেশে দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হ'ল। রাজকন্যা ও তাঁর সখীরা সেই সকল আশ্চর্য হংস দেখে হৃষ্ট হয়ে তাদের ধববার চেষ্টা কবলেন। দময়ন্তী যাকে ধবতে গেলেন সেই হংস মানুষ্যের ভাষা বললে, নিষধরাজ নল মর্তিমান কন্দর্পের ন্যায় বৃপবান, তাঁর সমান আর কেউ নেই। আপনি যেমন নারীবহু, নলও সেইবৃপ পুরুষশ্রেষ্ঠ, উত্তমাব সঙ্গে উত্তমের মিলন অতিশয় শুভকর হবে। দময়ন্তী উত্তর দিলেন, তুমি নলের কাছে গিয়ে তাঁকেও এই কথা ব'লো। তখন হংস নিষধরাজ্যে গিয়ে নলকে সকল কথা জানালে।

দময়ন্তী চিন্তাগ্রস্ত বিবর্ণ ও ক্লেশ হ'তে লাগলেন। সখীদের মূখে কন্যার অসুস্থতার সংবাদ শুনে বিদর্ভরাজ ভীম ভাবলেন, কন্যা যৌবনালাভ কবেছে, এখন তাব স্বয়ংবর হওয়া উচিত। রাজা স্বয়ংবরের আয়োজন কবলেন তাঁর নিমন্ত্রণে বহু রাজা বিদর্ভ দেশে সমবেত হলেন।

এই সময়ে নাবদ ও পর্বত দেবর্ষিস্বয় দেববাজ ইন্দ্রের নিকটে গেলেন। কুশলাজিহ্বাসাব পর ইন্দ্র বললেন, যে ধর্মজ রাজারা সমবে পবাঙ্কমুখ না হয়ে জীবন ত্যাগ করেন তাঁরা অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করেন। সেই ক্ষত্রিয় বীরগণ কোণায়? সেই প্রিয় অতিথিগণকে আর এখানে আসতে দেখি না কেন? নাবদ বললেন, দেববাজ, তাব কারণ শুনুন। — বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তী তাঁর সৌন্দর্যে পৃথিবীর সমস্ত নারীকে অতিক্রম কবেছেন, শীঘ্রই তাঁর স্বয়ংবর হবে। সেই নারীবল্লকে পাবার আশায় সকল রাজা আর রাজপুত্র স্বয়ংবর সভাস যাচ্ছেন। এমন সময় অগ্নি প্রদীপ্ত লোকপালগণ ইন্দ্রের কাছে এলেন এবং নাবদের কথা শুনে হস্ট হয়ে সকলে বললেন, আমবাও যাব।

ইন্দ্র অগ্নি ববুণ ও যম তাঁদের বাহন ও অনুচর সহ বিদর্ভ দেশে যাত্রা কবলেন। পথে তাঁরা সাক্ষাৎ মন্মথতুল্য নলকে দেখে বিস্মিত হলেন, তাঁদের দময়ন্তীলাভেব আশা দুব হ'ল। দেবগণ তাঁদের বিমান আকাশে বেখে ভূতলে নেমে নলকে বললেন নিমধবাজ, তুমি সভাপ্রত, দূত হয়ে আমাদের সাহায্য কব। নল কৃতজ্ঞালি হয়ে বললেন, কবব। আপনাবা কে? আমাকে কার দৌত্য কবতে হবে? ইন্দ্র বললেন, আমবা অমব, দময়ন্তীর জন্য এসেছি। তুমি গিয়ে তাঁকে বল যে দেবতাবা তাঁকে চান, তিনি ইন্দ্র অগ্নি ববুণ ও যম এই চাবজনের একজনকে বরণ কবুন। নল বললেন, আমিও তাঁকে চাই, নিজেই যখন প্রার্থী তখন পবেব জন্য কি ক'বে বলব? দেবগণ, আমাকে ক্ষমা কবুন। দেবতাবা বললেন, তুমি ববব ব'লে প্রতিশ্রুতি দিযেছ, এখন তাব অন্যথা কবতে পার না, অতএব শীঘ্র যাও। নল বললেন, সুবক্ষিত অন্তঃপদেব আমি কি ক'বে প্রবেশ করব? ইন্দ্র বললেন, তুমি প্রবেশ কবতে পারবে।

সখীগণে পবিবর্ষিষ্টত দময়ন্তীর কাছে নল উপস্থিত হলেন। দময়ন্তী স্মিতমুখে বললেন, সর্বাঙ্গসুন্দব, তুমি কে? আমাব হৃদয হবণ কবতে কেন এখানে এসেছ? নল বললেন কল্যাণী, আমি নল, ইন্দ্র অগ্নি ববুণ ও যম এই চাব দেবতার দূত হয়ে তোমাব কাছে এসেছি তাঁদের একজনকে পতিবপে বরণ কব। দময়ন্তী বললেন, বাজা, আমি এবং আমাব যা কিছু আছে সবই তোমাব, তুমিই আমাব প্রতি প্রণযশীল হও। হংসদেব কাছে সংবাদ পেযে তোমাকে পাবার জনাই আমি স্বয়ংবরে রাজাদেব আনিযেছি। তুমি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান কব তবে বিষ অগ্নি জল বা রজ্জ্বব স্বাবা আত্মহত্যা কবব। নল বললেন দেবতাবা থাকতে মানুষকে চাও কেন? আমি তাঁদের চবণধূলিব তুলাও নই, তাঁদের প্রতিই তোমার মন দেওয়া উচিত।

দময়ন্তী অশ্রুপ্লাবিতনয়নে কৃতাজলি হয়ে বললেন, দেবগণকে প্রণাম করি, মহাবাজ, আমি তোমাকেই পতিত্বে বরণ করব। নল বললেন, কল্যাণী, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দেবগণের দ্যুত রূপে এসেছি, এখন স্বার্থসাধন কি করে করব? দময়ন্তী বললেন, আমি নির্দোষ উপায় বলছি শোন। ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সঙ্গে ভূমিও স্বয়ংবর সভায় এসে, আমি তাঁদের সম্মুখেই তোমাকে বরণ করব।

নল ফিবে এসে দেবগণকে বললেন, আমি আপনাদের পার্তা দময়ন্তীকে জানিয়েছি কিন্তু তিনি আমাকেই বরণ করতে চান। তিনি আপনাদের সঁকলকে এবং আমাকেও স্বয়ংবরসভায় আসতে বলেছেন।

বিদর্ভবাজ ভীম শূভদিনে শূভক্ষণে স্বয়ংবরসভা আহ্বান করলেন। নানা দেশের বাজারা সঙ্গম মালা ও মণিকুণ্ডলে ভূষিত হয়ে আসনে উপবিষ্ট হলেন। দময়ন্তী সভায় এলে তাঁর দেহেই বাজাদের দৃষ্টি লগ্ন হয়ে বইল, অন্যত্র গেল না। অনন্তর বাজাদের নামকীর্তন আরম্ভ হ'ল। দময়ন্তী তখন দেখলেন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের আকৃতি এবংই প্রকাব, প্রত্যেককেই নল বলে মনে হয়। দময়ন্তী ভাবতে লাগলেন, এঁদের মধ্যে কে দেবতা আর কে নল তা কোন্ উপায়ে বোধ্য? বৃক্ষদেব কাছে দেবতার যেসব লক্ষণ শুনোছি তা এই পাঁচজনের মধ্যে কারও দেখাছি না। তখন দময়ন্তী কৃতাজলি হয়ে দেবগণের উদ্দেশে নমস্কার করে বললেন, আমি হংসগণের বাক্য শ্রুনে নিষধবাজকে পতিত্বে বরণ করোঁ। আমায় সেই সভা যেন রক্ষা পায়। দেবগণ নলকে দেখিয়ে দিন, তাঁরা নিজরূপ ধারণ করুন যাতে আমি নলকে চিনতে পারি।

দময়ন্তীর কবচ প্রার্থনা শ্রুনে এবং নলের প্রতি তাঁর পরম অনুরাগ জেনে ইন্দ্রাদি চাবজন লোকপাল তাঁদের দেবচিহ্ন ধারণ করলেন।

সাপশ্যদ্ বিবদ্বান্ সর্বানস্বেদান্ স্বস্থলোচনান্ ।  
হৃষিতস্রগ্বজোহীনান্ স্থিতানস্পশতঃ ক্ষীণতম্ ॥  
ছায়াস্বতীষো ম্লানস্রগ্বজঃ স্বেদসম্মিশ্রিতঃ ।  
ভূমিস্তো নৈষধশৈব নিমেষেণ চ সূচিতঃ ॥

— দময়ন্তী দেখলেন, দেবগণের গাত্র স্বেদশূন্য, চক্ষু অপলক। তাঁদের মালা অম্লান, অঙ্গ ধূলিশূন্য, ভূমি স্পর্শনা করেই তাঁরা বসে আছেন। কেবল একজনের ছায়া আছে, তাঁর মালা ম্লান দেহ স্বেদযুক্ত, চক্ষুতে পলক পড়ছে, এই দেখে দময়ন্তী বললেন তিনিই নিষধবাজ নল।

তখন লজ্জমানা দময়ন্তী বসনপ্রান্ত ধাবণ করে নলেব স্কন্ধদেশে পরম শোভন মালা অর্পণ কবলেন। রাজারা হা হা করে উঠলেন, দেবতা ও মহর্ষিগণ সাধু সাধু বললেন। নল হৃষ্টমনে দময়ন্তীকে বললেন, কল্যাণী, তুমি দেবগণেব সন্নিধিতে মানদুষকেই বরণ কবলে, আমাকে তোমাব ভর্তা ও আজ্ঞানুবর্তী বলে জেনো। সদুহাসিনী, যত দিন দেহে প্রাণ থাকবে তত দিন আমি তোমাবই অনুবক্ত থাকব।

দেবতাবা হৃষ্ট হয়ে নলকে বব দিলেন। ইন্দ্র বললেন, যজ্ঞকালে তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ দেখবে এবং দেহান্তে উত্তম গতি লাভ কববে। অগ্নি বললেন, তুমি যেখানে ইচ্ছা কববে সেখানেই আমার আবির্ভাব হবে এবং অন্তিমে তুমি প্রভাময় দিব্যালোকে যাবে। যম বললেন, তুমি যে খাদ্য পাক কববে তাই সুস্বাদু হবে তুমি চিরকাল ধর্মপথে থাকবে। ববুণ বললেন, তুমি যেখানে জল চাইবে সেখানেই পাবে। দেবতাবা সকলে মিলে নলকে উত্তম গন্ধমালা এবং যুগল সন্তান লাভেব বব দিলেন।

বিবাহেব পব কিছুকাল বিদর্ভ দেশে থেকে নল তাঁব পত্নীব সঙ্গে স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। তিনি অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞ কবলেন। যথাকালে দময়ন্তী একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব কবলেন, তাদের নাম ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা।

### ১৪। কলির আক্রমণ — নল-পদুম্বকের দ্যুতক্রীড়া

স্বয়ংববু থেকে ফেববাব পথে দেবতাদেব সঙ্গে দ্বাপব আব কলিব দেখা হ'ল। কলি বললেন, দময়ন্তীব উপব আমার মন পড়েছে, তাকে স্বয়ংববে পাবাব জন্য যাচ্ছি। ইন্দ্র হেসে বললেন, স্বয়ংবব হয়ে গেছে, আমাদের সমক্ষেই দময়ন্তী নল বাজাকে বরণ কবেছেন। কলি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, দেবগণকে ত্যাগ কবে সে মানদুষকে বরণ কবেছে, এজন্য তাব কঠোব দণ্ড হওয়া উচিত। ইন্দ্র বললেন, কলি, নলেব ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন রাজাকে যে অভিশাপ দেয সে নিজেই অভিশপ্ত হয়ে ঘোব নবকে পড়ে। দেবতাবা চলে গেলে কলি দ্বাপবকে বললেন, আমি ক্রোধ সংবরণ করতে পারছি না, নলেব দেহে অধিষ্ঠান করে তাকে রাজ্যচ্যুত কবব। তুমি আমাকে সাহায্য কববার জন্য অক্ষের (পাশার) মধ্যে প্রবেশ কর।

কলি নিষধবাজ্যে এসে নলেব ছিদ্র অনুসন্ধান করতে লাগলেন। বার বংসর পবে একদিন কলি দেখলেন, নল মূত্রত্যাগেব পব পা না ধুয়ে শুদ্ধ আচমন করে সন্ধ্যা কবছেন। সেই অবসরে কলি নলের দেহে প্রবেশ করলেন।

তাব পর তিনি নলের দ্রাভা পদ্বকরের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি নলের সঙ্গে অক্ষত্রীড়া কর, আমাব সাহায্যে নিষধরাজ্য জয় কবতে পারবে। পদ্বকব সম্মত হয়ে নলের কাছে চললেন, কলি বৃষেব রূপ ধারণ ক'বে পিছনে পিছনে গেলেন।

নল পদ্বকবেব আহবান প্রত্যাখ্যান করতে পাবলেন না, দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হলেন এবং ক্রমে ক্রমে সুবর্ণ যানবাহন বসন প্রভৃতি বহুপ্রকার ধন হারলেন। রাজাকে অক্ষত্রীড়ায় মত্ত দেখে মন্ত্রী, পদ্ববাসিগণ ও দময়ন্তী তাঁকে নিবৃত্ত কববার চেষ্টা কবলেন, কিন্তু কলিৰ আবেশে নল কোনও কথাই বললেন না। দময়ন্তী পদ্বনব্বার নিজে গিয়ে এবং তাঁব ধাত্রী বহুসেনাকে পাঠিয়ে রাজাকে প্রবুদ্ধ কববার চেষ্টা কবলেন, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। তখন দময়ন্তী সাবথি বার্ষেযকে ডেকে আনিযে বললেন, রাজা বিপদে পড়েছেন, তুমি তাঁকে সাহায্য কব। তিনি পদ্বকরের কাছে যত হেবে যাচ্ছেন ততই তাঁব খেলাব আগ্রহ বাড়ছে। রাজা মোহগ্রস্ত হয়েছেন তাই সুহৃৎজনেব আব আমাব কথা শুনছেন না। আমাব মন ব্যাকুল হয়েছে, হয়তো তাঁব বাজনাশ হবে। তুমি রথে দ্রুতগামী অশ্ব যোজনা কল, আমাব পদ্বকন্যাকে কুণ্ডিন নগবে তাদেব মাতামহের কাছে নিয়ে যাও। সেখানে আমাব দুই সন্তান, বথ ও অশ্ব বেখে তুমি সেখানেই থেকো অথবা যেখানে ইচ্ছা হয় যেযো। সারথি বার্ষেয মন্ত্রীদেব অনুমতি নিয়ে বিদর্ভ রাজধানীতে গেল এবং বালক-বালিকা, রথ ও অশ্ব সেখানে বেখে ভীম রাজাব কাছে বিদায় নিলে। তাব পব শোকাত' হয়ে নানা স্থানে ভ্রমণ কবতে কবতে অযোধ্যা গেল এবং সেখানে রাজা ঋতুপর্ণেব সাবথিব কর্মে নিযুক্ত হ'ল।

### ১৫। নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ — দময়ন্তীর পর্যটন

নলেব রাজ্য ও সমস্ত ধন অক্ষত্রীড়ায় জিতে নিয়ে পদ্বকব হেসে বললেন, আপনাব সর্বস্ব আমি জয় কবেছি, কেবল দময়ন্তী অবশিষ্ট আছেন, যদি ভাল মনে কবেন তবে এখন তাঁকেই পণ রাখুন। পদ্ব্যশ্লোক নলেব মন দুঃখে বিদীর্ণ হ'ল, তিনি কিছু না বলে তাঁর সকল অলংকার খুলে ফেললেন এবং বিপদে ঐশ্বর্য ত্যাগ করে একবস্ত্রে অনাবৃতদেহে রাজ্য থেকে নিষ্কান্ত হলেন। দময়ন্তীও একবস্ত্রে তাঁব সঙ্গে গেলেন।

পদ্বকরেব শাসনে কোনও লোক নল-দময়ন্তীব সমাদব কবলে না। তাঁরা কেবল জলপান ক'রে নগবেব উপকণ্ঠে টিবাট বাস করলেন। ক্ষুধার্ত নল ঘুরতে

ঘুবতে কতকগুলি পাখি দেখতে পেলেন, তাদের পালক স্বর্ণবর্ণ। নল ভাবলেন, এই পাখিগুলিই আজ আমাদের ভক্ষ্য হবে আর তাদের পক্ষই ধন হবে। তিনি তাঁর পরিধানের বস্ত্র খুলে ফেলে পাখিদের উপর চাপা দিলেন। পাখিরা বস্ত্র নিয়ে আকাশে উঠে বললে, দ্দবৃদ্ধি নল, যা নিয়ে দ্দতন্ত্রীড়া করেছিলে আমরাই সেই পাশা। তুমি সবস্রে গেলে আমাদের প্রীতি হবে না। বিবস্ত্র নল দময়ন্তীকে বললেন, অনিন্দিতা, যাদের প্রকোপে আমি ঐশ্বর্যহীন হয়েছি, যাদের জন্য আমরা প্রাণযাত্রার উপযুক্ত খাদ্য আর নিষধবাসী সাহায্য পাচ্ছি না তাবাই পক্ষী হয়ে আমার বস্ত্র হরণ করেছে। আমি দ্বংথে জ্ঞানহীন হয়েছি। আমি তোমার স্বামী, তোমার ভালবাসা যা বলছি শোন।--এখান থেকে কতকগুলি পথ অবন্তী ও ঋক্ষবান পর্বত পার হয়ে দক্ষিণাপথে গেছে। ওই বিন্ধ্য পর্বত, ওই পয়োকী নদী, ওখানে প্রচুর ফলমূল সমন্বিত ঋষিদের আশ্রম আছে। এই বিদর্ভ দেশের পথ, এই কোশল দেশের, ওই দক্ষিণাপথে। নল কাতন হয়ে এই সব কথা বার বার দময়ন্তীকে বললেন।

দময়ন্তী বললেন, তোমার অভিপ্রায় অনুমান করে আমার হৃদয় বাঁপছে, সর্বাঙ্গ অবসন্ন হচ্ছে। তোমাকে ত্যাগ করে আমি কি করে অন্যথা? ভিষকবা বলেন, সকল দ্বংথে ভাষার সমান ঔষধ নেই। নল বললেন, তুমি কেন আশঙ্কা করছ, আমি নিজেকে ত্যাগ করতে পারি কিন্তু তোমাকে পারি না। দময়ন্তী বললেন, মহাবাজ, তবে বিদর্ভের পথ দেখাচ্ছ কেন? যদি আমার আত্মীয়দের কাছেই আমাকে পাঠাতে চাও তবে তুমিও চল না কেন? আমার পিতা বিদর্ভবাজ তোমাকে সমস্মানে আশ্রয় দেবেন, তুমি আমাদের গৃহে স্নেহে থাকতে পাবে। নল বললেন, পূর্বে সেখানে সমৃদ্ধ অবস্থায় গিয়েছিলাম, এখন নিঃস্ব হয়ে কি করে যাব?

নল দময়ন্তী একই বস্ত্র পরিধান করে বিচরণ করতে করতে একাট পিগকদের বিশ্রামস্থানে এলেন এবং ভূতলে শয়ন করলেন। দময়ন্তী তখনই নিদ্রিত হলেন। নল ভাবলেন, দময়ন্তী আমার জন্যই দ্বংথভোগ করছেন, আমি না থাকলে ইনি হয়তো পিতৃগৃহে যাবেন। কলি দৃষ্ট প্রভাবে নল দময়ন্তীকে ত্যাগ কবাই স্থির করলেন এবং যে বস্ত্র তাঁরা দু'জনেই পাবে ছিলেন তা স্নিগ্ধ কবাব জন্য বাগ্ন হলেন। নল দেখলেন, আশ্রয়স্থানের এক প্রান্তে একাট কোষমুক্ত খড়্গ রয়েছে। সেই খড়্গ দিয়ে বস্ত্রের অর্ধভাগ কেটে নিয়ে নিদ্রিতা দময়ন্তীকে পবিত্রত্যাগ করে নল দ্রুতবেগে নিষ্কান্ত হলেন, কিন্তু আবাব ফিরে এসে পত্নীকে দেখে বিলাপ করতে লাগলেন। এইরূপে নল আন্দোলিতহৃদয়ে বার বার ফিরে এসে অবশেষে প্রস্থান করলেন।



নিদ্রা থেকে উঠে নলকে না দেখে দময়ন্তী শোকার্ত ও ভয়ানক হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি পতিব্রত অশ্রুধারা শ্রবণে প্রবেশ করলেন। সহসা কুম্ভীরের ন্যায় মহাশয় এক ক্ষুধার্ত অজগর তাকে ধরলে। দময়ন্তীর আত্মনাদ শ্রবণে এক ব্যাধ তখনই সেখানে এল এবং তীক্ষ্ণ অস্ত্র অজগরের মূখ্য চিহ্নে দময়ন্তীকে উদ্ভাবন করলে। অজগরকে বধ করে ব্যাধ দময়ন্তীকে প্রক্ষালনের জন্য ভাল এনে দিলে এবং আহাবও দিলে। দময়ন্তী আহাব করলে ব্যাধ বললে, মৃগশাবকাশী, তুমি কে, কেন এখানে এসেছ? দময়ন্তী সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। অর্ধবসনধারিণী দময়ন্তীর বর্ণ দেখে ব্যাধ ক্রমশঃ হয়ে তাকে ধবতে গেল। দময়ন্তী বললেন, যদি আমি নিষধবাজ্ঞা ভিন্ন অন্য পুরুষকে মনে মনেও চিন্তা না করে থাকি তবে এই ক্ষুধার্ত মৃগশাবকাশী গত্যাসন্ন হয়ে পড়ে যাক। ব্যাধ তখনই প্রাণহীন হয়ে ভূপতিত হ'ল।

দময়ন্তী ঝিল্লীনাদিত বহুবৃক্ষসমাকীর্ণ ঘোর অবশ্যে প্রবেশ করলেন, সিংহ-ব্যাঘ্র মহিষ-ভল্লুকাদি প্রাণী এবং শ্লেচ্ছ-তস্কর প্রভৃতি জাতি সেখানে বাস করে। তিনি উন্মত্তার ন্যায় শব্দ পশু ও অচেতন পর্বতকে নলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিন অহোরাত্র উত্তর দিকে চলে তিনি এক বর্ণাশ্রিত তপস্বীকে উপস্থিত হলেন। তপস্বী বললেন, সর্বাঙ্গসুন্দরী, তুমি কে? শোক করো না, আশ্রিত হও। তুমি কি এই অরণ্যের বা পর্বতের বা নদীর দেবী? দময়ন্তী তার ইতিহাস জানিয়ে বললেন, ভগবান, যদি কসেদ দিক্‌শব মধ্যে নল বাজাব দেখা না পাই তবে আমি দেহত্যাগ করব। তপস্বী বললেন, কল্যাণী, তোমার মঙ্গল হবে, আমবা দেখাছি তুমি শীঘ্রই নিষধবাজ্ঞের দর্শন পাবে। তিনি সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সর্ববৃত্তসম্মিত হয়ে নিজ রাজ্য শাসন করবেন, শত্রুদের ভয় উৎপাদন ও সুহৃদগণের শোক নাশ করবেন। এই বলে তপস্বীগণ অন্তর্হিত হলেন। দময়ন্তী বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখলাম? তাপসগণ কোথায় গেলেন? তাঁদের আশ্রম, পুণ্যসলিলা নদী, ফলপুষ্পাশ্রিত বৃক্ষ প্রভৃতি কোথায় গেল?

নলের অশ্রুধারা আবার যেতে যেতে দময়ন্তী এক নদীতীরে এসে দেখলেন, এক বৃহৎ বর্ণকেব দল অনেক হস্তী অশ্ব বগ্ন নিয়ে নদী পার হ'চ্ছে। দময়ন্তী সেই যাত্রিদলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর উন্মত্তের ন্যায় অর্ধবসনাবৃত কৃষ্ণ মলিন মূর্তি দেখে কতকগুলি লোক ভয়ে পালিয়ে গেল, কেউ অন্য লোককে ডাকতে গেল, কেউ হাসতে লাগল। একজন বললে, কল্যাণী, তুমি কি মানবী, দেবতা, যক্ষী, না বাক্ষসী? আমবা তোমার শবণ নিলাম, আমাদের বক্ষা কর, যাতে এই বর্ণকেব দল নিবাপদে যেতে পারে তা কর। দময়ন্তী তাঁর পরিচয় দিলেন এবং নলের সংবাদ

জিজ্ঞাসা করলেন। তখন শর্দূচি নামক সার্থবাহ (বণিকসংঘের নায়ক) বললেন, যশস্বিনী, নলকে আমবা দেখি নি, এই বনে আপনি ভিন্ন কোনও মানদুষণ দেখি নি। আমবা বাণিজ্যের জন্য চৌদিরাজ সুবাহুর বাজ্যে যাচ্ছি।

নলের দেখা পাবেন এই আশাষ দময়ন্তী সেই বণিকসংঘের সঙ্গে চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে সকলে এক বৃহৎ জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হলেন। পর্বিশ্রান্ত বণিকের দল সেখানে বাণিজ্যপনের আয়োজন করলে। সকলে নিদ্রিত হ'লে অর্ধবৃত্তে এক দল মদমত্ত বন্য হস্তী বণিকসংঘের পালিত হস্তীদেব মাঝবাব জন্য সবেগে এল। সহসা আক্কেল হ'লে বণিকবা ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে পালাতে লাগল, বন্য হস্তী দলত্যাগে ও পদের পেষণে অনেকে নিহত হ'ল, বহু উল্ল ও অশ্বও বিনষ্ট হ'ল। হতাবশিষ্ট বণিকবা বলতে লাগল, আমবা বাণিজ্যদেবতা মণিভদ্রের এবং যক্ষাধিপ কুবেরের পূজা ববি নি তাবই এই ফল। কয়েকজন বললে, সেই উল্লভদর্শনা বিকৃতবপা নাবই মাগাবলে এই বিপদ ঘটিয়েছে। নিশ্চয় সে বাক্ষসী যক্ষী বা পিশাচী, তাকে দেখলে আমবা হত্যা করব।

এই কথা শুনতে পেয়ে দময়ন্তী বেগে বনমধ্যে পলায়ন করলেন। তিনি বিলাপ ক'বে বললেন, এই নির্জন অরণ্যে যে জনসংঘে আশ্রয় পেয়েছিলাম তাও হস্তিযুদ্ধ এসে বিধ্বস্ত ক'বে, এও আমাব মন্দভাগ্যেব ফল। আমি স্মরণবে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে প্রত্যাখ্যান ক'বেছিলাম, তাঁদেবই কোপে আমাব এই দুর্দশা হ'য়েছে। হতাবশিষ্ট লোকদেব মধ্যে কয়েকজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, দময়ন্তী তাঁদের সঙ্গে যেতে লাগলেন। বহুকাল পরটনের পর দময়ন্তী একদিন সাযাহকালে চৌদিরাজ সুবাহুর নগরে উপস্থিত হলেন। তাঁকে উল্লভাব ন্যায় দেখে গ্রাম্য বালকগণ কৌতুহলবশে তাঁর অনুসরণ ক'বতে লাগল। দময়ন্তী রাজপ্রাসাদের নিকটে এলে রাজমাতা তাঁকে দেখতে পেয়ে এক পাঠীকে বললেন, ওই দুর্দখিনী শরণার্থিনী নাবীকে লোকে কণ্ট দিচ্ছে, তুমি ওকে নিয়ে এস।

দময়ন্তী এলে রাজমাতা বললেন, এই দুর্দশাতেও তোমাকে বৃদ্ধবতী দেখছি, মেঘের মধ্যে বিদ্রুতের ন্যায় তুমি কে? দময়ন্তী বললেন, আমি পতিব্রতা সদ্বংশীয়া নৈবিন্দ্রী (১)। আমাব ভর্তার গুণের সংখ্যা করা যায় না, কিন্তু দুর্দৈববশে দ্যুতক্রীডায় পরাজিত হ'য়ে তিনি বনে এসেছিলেন, সেখানে আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় ত্যাগ ক'বে চ'লে গেছেন। বিবহৃত্যে দিব্যরাত্র দম্ব হ'য়ে আমি তাঁর

(১) যে নারী পরগৃহে স্বাধীনভাবে থেকে শিল্পাদির দ্বারা জীবিকানির্বাহ ক'বে।

অন্বেষণ করছি। রাজমাতা বললেন, কল্যাণী, তোমাব উপর আমার স্নেহ হয়েছে, আমার কাছেই তুমি থাক। আমার লোকেবা তোমাব পতির অন্বেষণ করবে, হয়তো তিনি ঘুবতে ঘুবতে নিজেই এখানে এসে পড়বেন।

দময়ন্তী বললেন, বীরজননী, আমি আপনাব কাছে থাকব, কিন্তু কারও উচ্ছ্রষ্ট খাব না বা পা ধুইয়ে দেব না। পতিব অন্বেষণেব জন্য আমি ব্রাহ্মণদেব সঙ্গে দেখা কবব, কিন্তু অন্য পদ্রুশেব সঙ্গে কথা বলব না। যদি কোনও পদ্রুশ আমাকে প্রার্থনা কবে তবে আপনি তাকে বধদণ্ড দেবেন। রাজমাতা সানন্দে সম্মত হলেন, এবং নিজ দহিতা সুনন্দাকে ডেকে বললেন, এই দেববর্ষিণী সৈবিন্দ্রী তোমাব সমবয়স্কা, ইনি তোমাব সখী হবেন। সুনন্দা হৃষ্টচিত্তে দময়ন্তীকে নিজগৃহে নিয়ে গেলেন।

### ১৬। কর্কোটক নাগ — নলের রূপান্তর

দময়ন্তীকে ভ্যাগ কবে নল গহন বনে গিয়ে দেখলেন, দাবানল জ্বলছে এবং কেউ তাঁকে উচ্চৈঃস্ববে ডাকছে, পদ্যশ্লেোক নল, শীঘ্র আসুন। নল অগ্নিব নিকটে এলে এক কুণ্ডলীকৃত নাগরাজ কৃতাজ্জলি হয়ে বললেন, রাজা, আমি কর্কোটক নাগ, মহর্ষি নাবদকে প্রভাবিত কবেছিলাম সেজন্য তিনি শাপ দিয়েছেন — এই স্থানে স্থাববের ন্যায় পড়ে থাক, নল যখন তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যাবেন তখন শাপমুক্ত হবে। আপনি আমাকে রক্ষা কবুন, আমি সখা হয়ে আপনাকে সৎপরামর্শ দেব। এই বলে নাগেন্দ্র কর্কোটক অঙ্গদুষ্ট-প্রমাণ হলেন, নল তাঁকে নিয়ে দাবানলশূন্য স্থানে চললেন।

যেতে যেতে কর্কোটক বললেন, নিষধবাজ, আপনি পদক্ষেপ গণনা করে চলুন, আমি আপনাব মহোপকাব কবব। নল দশম পদক্ষেপ কববামাত্র কর্কোটক তাঁকে দংশন কবলেন, তৎক্ষণাৎ নলেব বৃপ বিকৃত হয়ে গেল। কর্কোটক নিজ মূর্তি ধাবণ কবে বললেন, মহাবাজ, লোকে আপনাকে যাতে চিনতে না পারে সেজন্য আপনার প্রকৃত বৃপ অন্তর্হিত করে দিলাম। যে কলি কর্তৃক আবিষ্ট হয়ে আপনি প্রভাবিত ও মহাদুঃখে পতিত হয়েছেন সে এখন আমার বিধে আক্রান্ত হয়ে আপনার দেহে কণ্ঠে বাস কববে। আপনি অযোধ্যায় ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ঋতুপর্ণের কাছে গিয়ে বলুন যে আপনি বাহদক নামক সার্থি। তিনি আপনার নিকট অশ্বহৃদয়

শিখে নিয়ে আপনাকে অক্ষহৃদয় (১) দান করবেন। ঋতুপর্ণ আপনার সখা হবেন, আপনিও দ্যুতক্রীড়ায় পারদর্শী হয়ে শ্রেয়োলাভ করবেন এবং পত্নী পুত্রকন্যা ও রাজ্য ফিরে পাবেন। যখন পূর্বব্দপ ধারণের ইচ্ছা হবে তখন আমাকে স্মরণ ক'বে এই বসন পরিধান করবেন। এই ব'লে ককোটক নলকে দিব্য বস্ত্রযুগল দান ক'রে অন্তর্হিত হলেন।

দশ দিন পরে নল ঋতুপর্ণ রাজার কাছে এসে বললেন, আমার নাম বাহদুক, অশ্বচালনায আমার তুল্য নিপুণ লোক পৃথিবীতে নেই। সংকটকালে এবং কোনও কার্যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন হ'লে আমি মন্ত্রণা দিতে পাবব, বশ্নবিদ্যাও আমি বিশেষরূপে জানি। সর্বপ্রকার শিল্প ও দ্রব্য কার্য সম্পাদনেও আমি যত্নশীল হব। ঋতুপর্ণ বললেন, বাহদুক, তুমি আমার কাছে থাক, তোমার ভাল হবে। দশ সহস্র মুদ্রা বেতনে তুমি আমার অশ্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'লে, বাক্ষ্য (২) ও জীবল (৩) তোমার সেবা কববে।

ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে নল সসম্মানে বাস কবতে লাগলেন। দময়ন্তীকে স্মরণ ক'বে তিনি প্রত্যহ সাযংকালে এই শ্লোক বলতেন—

ক নৃ সা ক্ষুর্গিপপাসার্তা। প্রান্তা শেতে তপস্বিনী।

স্মরন্তী তস্য মন্দস্য কং বা সাহদ্যোপতিষ্ঠতি॥

—সেই ক্ষুর্গিপপাসার্তা প্রান্তা দৃষ্টিনী আজ কোথায় শূন্যে আছে? এই হতভাগ্যকে স্মরণ ক'বে সে আজ কাব আশ্রয়ে বাস করছে?

একদিন জীবল বললে, বাহদুক, কোন নাবীব জন্য তুমি নিত্য এব্দপ বিলাপ কর? নল বললেন, কোনও এক মন্দবদ্বিধি পুরুষ ঘটনাক্রমে তার অত্যন্ত আদরণীয়া পত্নীর সহিত বিচ্ছেদের ফলে শোকে দগ্ধ হয়ে ভ্রমণ কবছে। নিশাকালে তাব প্রিয়াকে স্মরণ ক'বে সে এই শ্লোক গান কবে। সেই পতিপবিতাক্তা বাল্য ক্ষুর্গিপপাসায় কাতব হয়ে একাকী শ্বাপদসংকুল দারুণ বনে বিচরণ করছে, হায়, তাব জীবনধাবণ দৃষ্কর।

### ১৭। পিত্রালয়ে দময়ন্তী — নল-ঋতুপর্ণের বিদর্ভযাত্রা

বিদর্ভরাজ ভীম তাঁর কন্যা ও জামাতার অশেষণের জন্য বহু ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করলেন। তাঁবা প্রচুর পদবক্ষাবেব প্রতিভ্রুতি পেয়ে নানা দেশে নল-দময়ন্তীকে

(১) 'হৃদয়'এর অর্থ গুপ্তবিদ্যা, অর্থাৎ অশ্বচালনায বা অক্ষক্রীড়ায় অসাধারণ ঈশদৃশ্য। (২) ১৪-পরিচ্ছেদে উক্ত নল-সারথি। (৩) ঋতুপর্ণের পূর্বসারথি।

খুজতে লাগলেন। সূদেব নামে এক ব্ৰাহ্মণ চৌদিশে এসে রাজভবনে বজ্জকালে দময়ন্তীকে দেখতে পেলেন। সূদেব নিজের পরিচয় দিয়ে দময়ন্তীকে তাঁর পিতা মাতা ও পুত্ৰকন্যার কুশল জানালেন। ভাতার প্ৰিয় সখা সূদেবকে দেখে দময়ন্তী কাঁদতে লাগলেন। সূদনন্দার কাছে সংবাদ পেয়ে বাজমাতা তখনই সেখানে এলেন এবং সূদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্ৰাহ্মণ, ইনি কাব ভাৰ্ষা, কাব কন্যা? আত্মীয়দের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন কেন? আপনিই বা একে জানলেন কি করে? সূদেব নল-দময়ন্তীর ইতিহাস বিবৃত করে বললেন, দেবী, এ'র অন্বেষণে আমরা সৰ্বত্র ভ্ৰমণ করেছি, এখন আপনার আশ্রয়ে একে পেলাম। এ'র অতুলনীয় রূপ এবং দুই হৃদয় মধ্যে যে পশ্চাকৃতি জটুল রয়েছে তা দেখেই ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় একে আমি চিনেছি।

সূদনন্দা দময়ন্তীর ললাটের মল মর্দাচ্ছে দেখে, তখন সেই জটুল মেঘমুগ্ধ চন্দ্ৰের ন্যায় সুস্পষ্ট হ'ল। তা দেখে রাজমাতা ও সূদনন্দা দময়ন্তীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। বাজমাতা অশ্রুপূৰ্ণ নয়নে বললেন, তুমি আমার ভাগিনীর কন্যা, ওই জটুল দেখে চিনেছি। দশাৰ্ণরাজ সূদামা তোমাব মাতার ও আমার পিতা, তোমার জন্মকালে দশাৰ্ণদেশে পিতৃগৃহে আমি তোমাকে দেখেছিলাম। দময়ন্তী, তোমাব পক্ষে আমার গৃহ তোমাব পিতৃগৃহেরই সমান। দময়ন্তী আনন্দিত হয়ে মাতৃস্বাসকে প্রণাম করে বললেন, আমি অপরিচিত থেকেও আপনার কাছে সুখে বাস করছি, এখন আরও সুখে থাকতে পারব। কিন্তু মাতা, পুত্ৰকন্যাব বিচ্ছেদে আমি শোকার্ত হয়ে আছি, অতএব আজ্ঞা দিন আমি বিদৰ্ভ দেশে যাব।

বাজমাতা তাঁর পুত্ৰের অনুমতি নিয়ে বিশাল সৈন্যদল সহ দময়ন্তীকে মনুষ্যবাহিত যানে বিদৰ্ভরাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা ভীম আনন্দিত হয়ে সহস্ৰ গো, গ্ৰাম ও ধন দান করে সূদেবকে তুষ্ট করলেন। দময়ন্তী তাঁর জননীকে বললেন, যদি আমার জীবন রক্ষা করতে চান তবে আমার পিতাকে আনবার চেষ্টা করুন। রাজার আজ্ঞায় ব্ৰাহ্মণগণ চতুর্দিকে যাত্রা করলেন। দময়ন্তী তাঁদের বলে দিলেন, আপনারা সকল রাষ্ট্রে জনসংসদে এই কথা বার বার বলবেন — ‘দ্যুতকার, বন্দ্যার্থ ছিন্ন করে নির্দ্বিতা প্ৰিয়াকে অরণ্যে ফেলে কোথায় গেছে? সে এখনও অৰ্ধবস্ত্ৰে আবৃত হয়ে তোমার জন্য রোদন করছে। রাজা, দয়া কর, প্রতিবাক্য বল।’ আপনারা এইরূপ বললে কোনও লোক যদি উত্তর দেন তবে ফিরে এসে আমাকে জানাবেন, কিন্তু কেউ যেন আপনাদের চিনতে না পারে।

দীৰ্ঘকাল পরে পৰ্ণাদ নামে এক ব্ৰাহ্মণ ফিরে এসে বললেন, আমি ঋতুপৰ্ণ

রাজার সভায় গিয়ে আপনার বাক্য বলেছি, কিন্তু তিনি বা কোনও সভাসদ উত্তর দিলেন না। তার পর আমি বাহদুক নামক এক রাজভৃত্যের কাছে গেলাম। সে রাজার সারাথি, কুরূপ, খর্ব্বাহন, দ্রুত রথচালনায় নিপুণ, সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করতেও জানে। সে বহুবার নিঃশ্বাস ফেলে ও রোদন করে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলে, তার পর বললে, সতী কুলস্রী বিপদে পড়লেও নিজের ক্ষমতায় নিজেকে রক্ষা করেন। পক্ষী যার বসন হরণ করেছিল, সেই মোহগ্রস্ত বিপদাপন্ন ক্ষুধার্ত পতি পরিত্যাগ করে চলে গেলেও সতী নারী ক্রুদ্ধ হন না। এই বার্তা শুনে দময়ন্তী তাঁর জননীকে বললেন, আপনি পিতাকে কিছুর জানাবেন না। এখন সুদেব শীঘ্র ঋতুপর্ণের রাজধানী অযোধ্যায় যান এবং নলকে আনবার চেষ্টা করুন।

দময়ন্তী পর্ণাদিকে পারিতোষিক দিয়ে বললেন, বিপ্র, নল এখানে এলে আমি আবার আপনাকে ধনদান করব। পর্ণাদ কৃতার্থ হয়ে চলে গেলে দময়ন্তী সুদেবকে বললেন, আপনি সত্বর অযোধ্যায় গিয়ে রাজা ঋতুপর্ণকে বলুন—ভীম রাজাব কন্যা দময়ন্তীর পুনর্বীর স্বয়ংবব হবে, কল্য সুৰ্য্যোদয়কালে তিনি দ্বিতীয় পতি বরণ করবেন, কারণ নল জীবিত আছেন কিনা জানা যাচ্ছে না। বহু রাজা ও রাজপুত্র স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন, আপনিও যান।

সুদেবের বার্তা শুনে ঋতুপর্ণ নলকে বললেন, বাহদুক, আমি একদিনের মধ্যে বিদর্ভরাজ্যে দময়ন্তীর স্বয়ংববে যেতে ইচ্ছা করি। নল দঃখার্ত হয়ে ভাবলেন, আমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই কি তিনি এই উপায় স্থির করেছেন? আমি হীনমতি অপরাধী, তাঁকে প্রতারিত করেছি, হয়তো সৈজনাই তিনি এই নৃশংস কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। না, তিনি কখনও এমন করবেন না, বিশেষত তাঁর যখন সন্তান রয়েছে। ঋতুপর্ণকে নল বললেন যে তিনি একদিনেই বিদর্ভনগরে পৌঁছবেন। তার পর তিনি অশ্বশালায় গিয়ে কয়েকটি সিংহদেহজাত কৃশকাষ অশ্ব বেছে নিলেন। তা দেখে রাজা কিঞ্চৎ রুষ্ট হয়ে বললেন, বাহদুক, এইসকল ক্ষণিকজীবী অশ্ব নিছক কেন, আমাকে কি প্রতারিত করতে চাও? নল উত্তর দিলেন, মহারাজ, এই অশ্ব-গুদালির ললাট মস্তক পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে দশটি রোমবর্ত আছে, দ্রুতগমনে এরাই প্রের্ষ্ট। তবে আপনি যদি অন্য অশ্ব উপযুক্ত মনে করেন, তাই নেব। ঋতুপর্ণ বললেন, বাহদুক, তুমি অশ্বতত্ত্বজ্ঞ, যে অশ্ব ভাল মনে কর তাই নাও। তখন নল নিজের নির্বাচিত চারটি অশ্ব ঋথে যুক্ত করলেন।

ঋতুপৰ্ণ ৰথে উঠলে নল সারথি বাৰ্ষেৰকে তুলে নিলেন এবং মহাবেগে  
 ৰথ চালালেন। বাৰ্ষেৰ ভাবলে, এই বাহুক কি ইন্দ্রের সারথি মাতলি না স্বৰ্গ নল  
 ৰাজা? বৰ্ষে নলের তুলা হ'লেও এ আকৃতিতে বিবৃপ ও খৰ্ব। বাহুকের  
 ৰথচালনা দেখে ঋতুপৰ্ণ বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। সহসা তাঁর উত্তৰীয় উড়ে  
 যাওয়ায় তিনি বললেন, ৰথ থামাও, বাৰ্ষেৰ আমাব উত্তৰীয় নিয়ে আসুক। নল  
 বললেন, আমবা এক যোজন ছাড়িয়ে এসেছি, এখন উত্তৰীয় পাওয়া অসম্ভব।  
 ঋতুপৰ্ণ বিশেষ প্রীত হলেন না। তিনি এক বিভীতক (বহেড়া) বৃক্ষ দেখিয়ে  
 বললেন, বাহুক, সকলে সব বিষয় জানে না, তুমি আমার গণনার শক্তি দেখ। — এই  
 বৃক্ষ থেকে ভূমিতে পতিত পত্ৰেৰ সংখ্যা এক শ এক, ফলেৰ সংখ্যাও তাই। এব  
 শাখায় পাঁচ কোটি পত্ৰ আব দু হাজাৰ প'চানস্বই ফল আছে, তুমি গণনা ক'বে দেখ।  
 ৰথ থামিয়ে নল বললেন, মহাবাজ, আপনি গৰ্ব করছেন, আমি এই বৃক্ষ কেটে ফেলে  
 পত্ৰ ও ফল গণনা কবব। ৰাজা বললেন, এখন বিলম্ব কববাব সময় নয়। নল  
 বললেন, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আর যদি যাবাব জন্য বাস্তু হয়ে থাকেন  
 তবে সম্মুখেৰ পথ ভাল আছে, বাৰ্ষেৰ আপনাকে নিয়ে যাক। ঋতুপৰ্ণ অনুনয়  
 ক'বে বললেন, বাহুক, তোমাব তুলা সারথি পৃথিবীতে নেই, আমি তোমাব শবণাপন্ন,  
 গমনে বিঘ্ন ক'বো না। যদি আজ সূৰ্যাস্তের পূর্বে বিদৰ্ভদেশে যেতে পাব তবে  
 তুমি যা চাইবে তাই দেব। নল বললেন, আমি পত্ৰ আর ফল গণনা ক'রে বিদৰ্ভে  
 যাব। ৰাজা অনিচ্ছায় বললেন, আমি শাখাব এক অংশেৰ পত্ৰ ও ফলেৰ সংখ্যা  
 বলছি, তাই গণনা ক'বে সন্তুষ্ট হও। নল শাখা কেটে গণনা ক'রে বিস্মিত হয়ে  
 বললেন, মহাবাজ, আপনার শক্তি অতি অদ্ভুত, আমাকে এই বিদ্যা শিখিয়ে দিন, তাব  
 পৰিবৰ্তে আপনি আমার বিদ্যা অশ্বহৃদয় নিন।

ঋতুপৰ্ণ অশ্বহৃদয় শিখে নলকে অক্ষহৃদয় দান কবলেন। তৎক্ষণাৎ কলি  
 কৰ্কটক-বিষ বমন করতে করতে নলেৰ দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং অন্যাব  
 অদৃশ্য হয়ে কৃতাজলিপদুটে ক্রুদ্ধ নলকে বললেন, নৃপতি, আমাকে অভিশাপ দিও না,  
 আমি তোমাকে পরমা কীর্তি দান করব। যে লোক তোমার নাম কীর্তন করবে তাব  
 কলিভয় থাকবে না। এই বলে তিনি বিভীতক বৃক্ষে প্রবেশ কবলেন। কলিব  
 প্রভাব থেকে মুক্ত নলের সন্তাপ দূর হ'ল, কিন্তু তখনও তিনি বিবৃপ হয়ে বইলেন।

## ১৮। নল-দময়ন্তীর পুনর্মিলন

ঋতুপর্ণ সায়ংকালে বিদর্ভরাজপুত্র কুন্ডিন নগরে প্রবেশ করলেন। নল-চালিত রথের স্বেচ্ছগর্জনের ন্যায় ধ্বনি শ্রুনে দময়ন্তী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয় মহীপতি নল এখানে আসছেন। আজ যদি তাঁর চন্দ্রবদন না দেখতে পাই, যদি তাঁর বাহুবল্যের মধ্যে প্রবেশ কবতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয় মরব। দময়ন্তী জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাসাদের উপবে উঠে ঋতুপর্ণ বাঞ্ছ্য ও বাহুককে দেখতে পেলেন।

ঋতুপর্ণ স্বয়ংবরের কোনও আয়োজন দেখতে পেলেন না। বিদর্ভরাজ ভীম কিছুই জানতেন না, তিনি ঋতুপর্ণকে সম্মানে সংবর্ধনা করে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ঋতুপর্ণ দেখলেন, কোনও রাজা বা রাজপুত্র স্বয়ংবরের জন্য আসেন নি; অগত্যা তিনি বিদর্ভরাজকে বললেন, আপনাকে অভিবাদন করতে এসেছি। রাজা ভীমও বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, শত যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করে কেবল অভিবাদনের জন্য এর আসবার কারণ কি?

রাজভৃত্যগণ ঋতুপর্ণকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট গৃহে নিয়ে গেল, বাঞ্ছ্যও তাঁর সঙ্গে গেল। বাহুকরূপী নল রথশালায় রথ নিয়ে গিয়ে অশ্বদেবের যথাবিধি পরিচর্যা করে রথেতেই বসলেন। দময়ন্তী নলকে না দেখে শোকার্তা হলেন, তিনি কেশিনী নামে এক দৃতীকে বললেন, তুমি জেনে এস ওই হুম্ববাহু বিরূপ রথচালকটি কে।

দময়ন্তীর উপদেশ অনুসারে কেশিনী নলের কাছে গিয়ে কুশলপ্রশ্ন করে বললে, দময়ন্তী জানতে চান আপনারা অযোধ্যা থেকে কেন এখানে এসেছেন। আপনি কে, আপনাদের সঙ্গে যে তৃতীয় লোকটি এসেছে সেই বা কে? নল উত্তর দিলেন, দময়ন্তীর দ্বিতীয়বার স্বয়ংবর হবে শ্রুনে রাজা ঋতুপর্ণ এখানে এসেছেন। আমি অশ্ববিদ্যায় বিশারদ সেজন্য রাজা আমাকে সারথি করেছেন, আমি তাঁর আহাবও প্রস্তুত করি। তৃতীয় লোকটির নাম বাঞ্ছ্য, পূর্বে সে নলের সারথি ছিল, নল রাজ্যত্যাগ করার পর থেকে সে রাজা ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে আছে। কেশিনী বললে, বাহুক, নল কোথায় আছেন বাঞ্ছ্য কি তা জানে? নল বললেন, সে বা অন্য কেউ নলের সংবাদ জানে না, তাঁর রূপ নষ্ট হয়েছে, তিনি আত্মগোপন করে বিচরণ করছেন। কেশিনী বললে, যে ব্রাহ্মণ অযোধ্যায় গিয়েছিলেন তাঁর কথার উত্তরে আপনি যা বলেছিলেন দময়ন্তী পুনর্বীর তা আপনার নিকট শ্রুনে চান। নল অশ্রুপূর্ণনয়নে বাষ্পগদগদস্বরে পূর্ববৎ বললেন, সতী কুলস্রী বিপদে পড়লেও



নিজের ক্ষমতায় নিজেকে রক্ষা করেন। পক্ষী যার বস্ত্র হরণ করেছিল সেই মোহগ্রস্ত বিপদাপন্ন ক্ষুধার্ত পুত্র পরিভ্যাগ করে চলে গেলেও সতী নারী ব্রহ্ম হন না।

কেশিনীর কাছে সমস্ত শব্দে দময়ন্তী অনুরূপ করলেন, বাহুকই নল। তিনি কেশিনীকে বললেন, তুমি আবার বাহুকের কাছে গিয়ে তাঁর আচরণ ও কার্যের কৌশল লক্ষ্য কর। তিনি চাইলেও তাঁকে জল দিও না। কেশিনী পুনর্বীর গেল এবং ফিরে এসে বললে, এমন শব্দমাচার মানুষ আমি কখনও দেখি নি। ইনি অনুরূপ স্নারে প্রবেশকালে নত হন না, স্নারই তাঁর জন্য উচ্চ হয়ে যায়। ঋতুপর্ণের ভোজনের জন্য আমাদের বাজা বিবিধ পশুমাংস পাঠিয়েছেন, মাংস খোবার জন্য কলসও সেখানে আছে। বাহুকের দৃষ্টিপাতে কলস জলপূর্ণ হয়ে গেল। মাংস ধুয়ে উননে চাঁড়িয়ে বাহুক এক মৃদু তৃণ সূর্যকিরণে ধরলেন, তখনই তৃণ প্রজ্জ্বলিত হ'ল। তিনি অগ্নি স্পর্শ কবলে দগ্ধ হন না, পুত্রে মর্দন করলে তা বিকৃত হয় না, আরও সুগন্ধ ও বিকশিত হয়। দময়ন্তী বললেন, কেশিনী, তুমি আবাব যাও, তাঁকে না জানিয়ে তাঁর বাঁধা মাংস কিছু নিয়ে এস। কেশিনী মাংস আনলে দময়ন্তী তা চেখে বুঝলেন যে নলই তা রেখেছেন। তখন তিনি তাঁর পুত্রকন্যাকে কেশিনীর সঙ্গে বাহুকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নল ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাব পব কেশিনীকে বললেন, এই বালক-বালিকা আমার পুত্র-কন্যার সদৃশ সেজা আমি কাঁদছি। ভদ্রে, আমরা অন্য দেশের অতিথি, তুমি শ্রাব বার এলে লোকে দোষ দেবে, অতএব তুমি যাও।

দময়ন্তী তাঁর মাতাকে বললেন, আমি বহু পবীক্ষায় বুঝেছি যে বাহুকই নল, কেবল তাঁর রূপের জন্য আমার সংশয় আছে। এখন আমি নিজেই তাঁকে দেখতে চাই, আপনি পিতাকে জানিয়ে বা না জানিয়ে আমাকে অনুমতি দিন। পিতামাতার সম্মতিক্রমে দময়ন্তী নলকে তাঁর গৃহে আনালেন। কাষায়বসনা জটধারিণী মলিনাঙ্গী দময়ন্তী সরোদনে বললেন, বাহুক, নিদ্রিত পত্নীকে বনে পরিভ্যাগ করে চলে গেছেন এমন কোনও ধর্মজ্ঞ পুরুষকে জান কি? পদ্যশ্লোক নল ভিন্ন আর কে সন্তানবতী পতিব্রতা ভার্যাকে বিনা দোষে ত্যাগ করতে পারে? নল বললেন, কল্যাণী, যার জন্য আমার রাজ্য নষ্ট হয়েছে সেই কলির প্রভাবেই আমি তোমাকে ত্যাগ করেছিলাম। তোমার অভিশাপে দগ্ধ হয়ে কলি আমার দেহে বাস করছিল, এখন আমি তাকে জয় করেছি, সেই পাপ দূর হয়েছে। কিন্তু তুমি দ্বিতীয় পতি বরণে প্রবৃত্ত হয়েছে কেন? দময়ন্তী কৃতজ্ঞালি হয়ে কম্পিতদেহে বললেন, নিষধরাজ, আমার দোষ দিতে পার না, দেবগণকে বর্জন করে আমি তোমাকেই বরণ করেছিলাম। তোমার অন্তর্দৃষ্টি

আমি সর্বত্র লোক পাঠিয়েছিলাম। ব্রাহ্মণ পণ্যাদের মূখে তোমার বাক্য শুনেই তোমাকে আনাবার জন্য আমি স্বয়ংবর রূপ উপায় অবলম্বন করেছি। যদি আমি পাপ ক'বে থাকি তবে বায়ু সূর্য চন্দ্র আমার প্রাণ হরণ করুন।

অন্তবীক্ষ থেকে বায়ু বললেন, নল, এ'র কোনও পাপ নেই, আমরা তিন বৎসর এ'র সাক্ষী ও রক্ষী হয়ে আছি। তুমি ভিন্ন কেউ একদিনে শত যোজন পথ আঁতক্ত করতে পারে না, তোমাকে আনাবার জন্যই ইনি অসাধারণ উপায় স্থিৎব করেছিলেন। তখন পদ্মপব্ধি হ'ল, দেবদুন্দুভি বাজতে লাগল। নাগবাজ কর্কোটকের বস্ত্র পবিধান করে নল তাঁর পূর্বরূপ ফিরে পেলেন, দময়ন্তী তাঁকে আলিঙ্গন করে বোদন কবতে লাগলেন। অর্ধসঞ্জাতশযা ভূমি জল পেয়ে যেমন হয়, সেইরূপ দময়ন্তী ভর্তাকে পেয়ে পরিভূত হলেন।

### ১৯। নলের রাজ্যোৎসাহ

পরিদিন প্রভাতকালে নল রাজা স্দুসজ্জিত হয়ে দময়ন্তীর সঙ্গে শব্দুভ ভীম রাজার কাছে গিয়ে অভিবাদন করলেন, ভীমও পরম আনন্দে নলকে পুত্রের ন্যায় গ্রহণ করলেন। রাজধানী ধ্বজ পতাকা ও পদ্মপে অলংকৃত করা হ'ল, নগরবাসীরা হর্ষধ্বনি করতে লাগল। ঋতুপর্ণ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে নলকে বললেন, নিষধরাজ, ভাগ্যক্রমে আপনি পত্নীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন। আমার গৃহে আপনার অজ্ঞাত-বাসকালে যদি আমি কোনও অপরাধ করে থাকি তো ক্ষমা করুন। নল বললেন, মহারাজ, আপনি কিছুমাত্র অপরাধ করেন নি, আপনি পূর্বে আমার সখা ও আত্মীয় ছিলেন, এখন আরও প্রীতিভাজন হলেন। তার পুর ঋতুপর্ণ নলের নিকট অশ্বহৃদয় শিক্ষা করে এবং তাঁকে অক্ষহৃদয় দান করে স্ববাজ্যে প্রস্থান করলেন।

এক মাস পরে নল সসৈন্যে নিজ রাজ্যে প্রবেশ করে পদ্মস্করকে বললেন, আমি বহু ধন উপার্জন করেছি, পুত্রবার দ্যুতকীড়া করব। আমার সমস্ত ধন ও দময়ন্তীকে পণ রাখছি, তুমি রাজ্য পণ রাখ। যদি দ্যুতকীড়ায় অসম্মত হও তবে আমার সঙ্গে স্বেবথ যুদ্ধ কর। পদ্মস্কর সহাস্যে বললেন, ভাগ্যক্রমে আপনি আবার এসেছেন, আমি আপনার ধন জয় করে নেব, সুন্দরী দময়ন্তী আমার সেবা করবেন। নলের ইচ্ছা হ'ল তিনি খড়্গাঘাতে পদ্মস্করের শিরশ্ছেদ করেন কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করে বললেন, এখন বাক্যব্যয়ে লাভ কি, আগে জয়ী হও তার পর বলো।

এক পণেই নল পদ্মস্করের সর্বস্ব জয় করলেন। তিনি বললেন, মূর্খ, তুমি

বৈদভীকে পেলেন না, নিজেই সপরিবারে তাঁর দাস হ'লে। আমার পূর্বের পরাজয় কলির প্রভাবে হয়েছিল, তোমার তাতে কৰ্তৃষ্ণ ছিল না। পরের দোষ তোমাতে আরোপ করব না, তুমি আমার দ্রাভা, আমার রাজ্যের এক অংশ তোমাকে দিলাম। তোমার প্রতি আমার স্নেহ কখনও নষ্ট হবে না, তুমি শত বৎসর জীবিত থাক। এই বলে নল দ্রাভাকে আলিঙ্গন করলেন। পদ্যশ্লোক নলকে অভিবাদন ক'রে কৃতাজ্জলি হয়ে পদুম্বর বললেন, মহারাজ, আপনার কীর্তি অক্ষয় হ'ক, আপনি আমাকে প্রাণ ও রাজ্য দান করলেম, আপনি অমৃত বৎসর জীবিত থাকুন। এক মাস পরে পদুম্বর হুঁস্টিচিন্তে নিজ রাজধানীতে চলে গেলেন। অমাত্যগণ নগরবাসী ও জনপদবাসী সকলে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে কৃতাজ্জলিপদুটে নলকে বললেন, মহারাজ, আমবা পরম সুখ লাভ করেছি; দেবগণ যেমন দেবরাজের পূজা করেন সেইবদ আপনাদের পূজা করবার জন্য আমরা আবাব আপনাকে পেয়েছি।

নলোপাখ্যান শেষ ক'বে বৃহদশ্ব বললেন, যদুধিষ্ঠির, নল রাজা দ্যুতক্রীড়ার ফলে ভার্যাব সপো এইবদ পদুম্বরভোগ করেছিলেন, পবে আবার সমৃদ্ধিশ্লাভও করেছিলেন। কর্কোটক নাগ, নল-দময়ন্তী আর রাজর্ষি ঋতুপর্ণেব ইতিহাস শুনলে কলির ভয় দূর হয়। তুমি আশ্বস্ত হও, বিষাদগ্রস্ত হযো না। তোমার ভয় আছে, আবার কেউ দ্যুতক্রীড়ায় তোমাকে আহ্বান করবে; এই ভয় আমি দূর করছি। আমি সমগ্র অক্ষহৃদয় জানি, তুমি তা শিক্ষা কব। এই বলে বৃহদশ্ব যদুধিষ্ঠিরকে অক্ষহৃদয় দান ক'রে তীর্থভ্রমণে চলে গেলেন।

## ॥ তীর্থযাত্রাপর্বাদ্যায় ॥

### ২০। যদুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা

অর্জুনের বিরহে বিষন্ন হয়ে পাণ্ডবগণ কাম্যকবন ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যাবার ইচ্ছা করলেন। একদিন দেবর্ষি নাবদ এসে যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ, তোমার কি প্রয়োজন বল। যদুধিষ্ঠির প্রণাম ক'রে বললেন, আপনি প্রসন্ন থাকায় আমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে মনে করি। তীর্থপষট্টনে পৃথিবী প্রদর্শন করলে কি ফললাভ হয় তাই আপনি বলুন।

বহু শত তীর্থের (১) কথা সবিস্তারে বিবৃত করে নারদ বললেন, যে লোক যথার্থীতি তীর্থপরিত্রমণ করে সে শত অশ্বমেধ যজ্ঞেরও অধিক ফল পায়। এখানকার ঋষিগণ তোমার প্রতীক্ষা করছেন, লোমশ মূর্খিও আসছেন, তুমি এঁদের সঙ্গে তীর্থপর্যটন কর। নারদ চলে গেলে পুরোহিত ধোম্যও বহু তীর্থের বর্ণনা করলেন। তার পর লোমশ মূর্খি এসে যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, বৎস, আমি একটি অতিশয় প্রিয় সংবাদ বলব, তোমরা শোন। আমি ইন্দ্রলোক থেকে আসছি, অর্জুন মহাদেবের নিকট ব্রহ্মাশিব নামক অস্ত্র লাভ করেছেন, যম কুবের ববুণ ইন্দ্রও তাঁকে বিবিধ দিব্যাস্ত্র দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাবসদুর পুত্র চিত্রসেনের নিকট নৃত্য গীত বাদ্য ও সামগান যথার্থীতি শিখেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে এই কথা বলতে বলেছেন। — অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হয়েছে, তিনি একটি মহৎ দেবকার্য সম্পাদন করে শীঘ্র তোমাদের কাছে ফিরে যাবেন। আমি জানি যে সূর্যপুত্র কর্ণ সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহোৎসাহী, মহাবল, মহাধনুর্ধর; কিন্তু তিনি এখন অর্জুনের ষোড়শাংশের একাংশের তুল্যও নন। কর্ণের যে সহজাত কবচকে তোমরা ভয় কব তাও আমি হরণ করব। তোমার যে তীর্থযাত্রার অভিলাষ হয়েছে তার সম্বন্ধে এই ব্রহ্মাশিব লোমশই তোমাকে উপদেশ দেবেন।

এই বার্তা জানিয়ে লোমশ বললেন, ইন্দ্র আব অর্জুনের অনুবোধে আমি তোমার সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করব এবং সকল ভয় থেকে তোমাকে রক্ষা কবব। যদুধিষ্ঠির, তুমি লঘু (২) হও, লঘু হলে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারবে।

উপস্থিত সকল লোককে যদুধিষ্ঠির বললেন, যে ব্রাহ্মণ ও যতিগণ ভিক্ষাভোজী, যাঁরা ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রম আর শীতের কষ্ট সহিতে পারেন না, তাঁরা নিবৃত্ত হ'ন। যাঁরা মিস্ট্রভোজী, বিবিধ পক্কান্ন লেহ্য পেয় মাংস প্রভৃতি খেতে চান, যাঁরা পাচকের পিছনে পিছনে থাকেন, তাঁরাও আমার সঙ্গে যাবেন না। যাঁদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি তাঁরাও নিবৃত্ত হ'ন। যেসকল পুরবাসী বাজ-ভক্তির বশে আমার সঙ্গে এসেছেন, তাঁরা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যান, তিনিই সকলকে উপযুক্ত বৃত্তি দেবেন। যদি তিনি না দেন তবে আমার প্রীতির নিমিত্ত

(১) এই প্রসঙ্গে দ্বাবতীর পবে পিণ্ডারক তীর্থের বর্ণনায় আছে — এখনও এই তীর্থে পদ্মচিহ্নিত ও গ্রিশ্লাম্বিত বহু মূদ্রা (seal) পাওয়া যায়। বোধ হয় এইসকল মূদ্রা মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত মূদ্রার অনুরূপ।

(২) অর্থাৎ বেশী লোকজন জিনিসপত্র সঙ্গে নিও না।

পাণ্ডালরাজ দেবেন। তখন বহু পদ্রবাসী দৃষ্টিভঙ্গিতে হস্তিনাপুরে চলে গেলেন, ধৃতরাষ্ট্রও তাঁদের তুল্য করলেন। \*

কাম্যকবনবাসী ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমাদেরও তীর্থভ্রমণে নিয়ে চলুন, আপনাদের সঙ্গে না হ'লে আমরা যেতে পারব না। লোমশ ও ধৌম্যের মত নিয়ে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তার পর ব্যাস পর্বত ও নাবদ ঋষি এসে স্বস্তায়ন করলেন। তাঁদের প্রণাম করে পাণ্ডবগণ ও দ্রোণদী অগ্নিহাষণ-পূর্ণিমা বশে পদ্ম্য-নক্ষত্রযোগে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিষ্কান্ত হলেন। পাণ্ডবগণ চীর অজিন ও জটা ধারণ করে এবং অভেদ্য কবচ ও অস্ত্র সজ্জিত হয়ে পূর্বদিকে যাত্রা করলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যগণ, চতুর্দশাধিক রথ, পাচকগণ ও পরিচাবকগণ তাঁদের সঙ্গে গেল।

## ২১। ইল্বল-বাতাপি — অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা — ভৃগুতীর্থ

পাণ্ডবগণ নৈমিষারণ্য প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করে অগস্ত্যের আশ্রম মণিমতী পুরীতে এলেন। লোমশ বললেন, পুরাকালে এখানে ইল্বল নামে এক দৈত্য বাস করত, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বাতাপি। একদিন ইল্বল এক তপস্বী ব্রাহ্মণকে বললে, আমাকে একটি ইন্দ্রতুল্য পদ্র দিন। \* ব্রাহ্মণ তার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন না। ইল্বল অতিশয় ক্রুদ্ধ হ'ল এবং মায়াবলে বাতাপিকে ছাগ বা মেঘে রূপান্তরিত করে তার মাংস রেখে ব্রাহ্মণভোজন করতে লাগল।\* ভোজনের পর ইল্বল তার ভ্রাতাকে উচ্চস্বরে ডাকত, তখন ব্রাহ্মণের পার্শ্ব ভেদ করে বাতাপি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসত। দুরাশ্রা ইল্বল এইরূপে বহু ব্রাহ্মণ হত্যা করলে।

এই সময়ে অগস্ত্য মূর্খি একদিন দেখলেন, একটি গর্তের মধ্যে তাঁর পিতৃপদ্রবগণ অধোমুখে ঝুলছেন। অগস্ত্যের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, বংশলোপের সম্ভাবনায় আমরা এই অবস্থায় আছি; যদি তুমি সৎপদ্রের জন্ম দিতে পার তবে আমরা নরক থেকে মুক্ত হব, তুমিও সদর্গতি লাভ করবে। অগস্ত্য বললেন, পিতৃগণ, নিশ্চিন্ত হ'ন, আমি আপনাদের অভিলাষ পূর্ণ করব।

অগস্ত্য নিজের যোগ্য স্ত্রী খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি সর্ব প্রাণীর শ্রেষ্ঠ অপের সমবায়ে এক অতুল্য স্ত্রী কল্পনা করলেন। সেই সময়ে বিদর্ভ দেশের রাজা সন্তানের জন্য তপস্যা করছিলেন, তাঁর মহিষীর গর্ভ থেকে অগস্ত্যের সেই সঙ্কল্পিত ভার্য্যী জন্মিলে। সৌদামিনীর ন্যায় সুন্দরী সেই কন্যার নাম

রাখা হ'ল লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রা বিবাহযোগ্য হ'লে অগস্ত্য বিদর্ভরাজকে বললেন, আপনার কন্যা আমাকে দিন। অগস্ত্যকে কন্যাদান করতে রাজার ইচ্ছা হ'ল না, শাপের ভয়ে প্রত্যাখ্যান করতেও তিনি পারলেন না। মহিষীও নিজের মত বললেন না। তখন লোপামুদ্রা বললেন, আমার জন্য দুঃখ করবেন না, অগস্ত্যের হাতে আমাকে দিন। রাজা যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করলেন।

বিবাহের পর অগস্ত্য তাঁর পত্নীকে বললেন, তোমার মহার্ঘ বসন ও আভরণ ত্যাগ কর। লোপামুদ্রা চীর বস্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করে পতির ন্যায় রতচরিত্রী হলেন। অনেক দিন গঙ্গাস্বারে কঠোর তপস্যার পর একদিন অগস্ত্য পত্নীর নিকট সহবাস প্রার্থনা করলেন। লোপামুদ্রা কৃতাজলি হয়ে লম্বিতভাবে বললেন, পিতাব প্রাসাদে আমার যেমন শয্যা ছিল সেইরূপ শয্যায় আমাদের মিলন হ'ক। আপনি মাল্য ও ভূষণ ধারণ করুন, আমিও দিব্য আভরণে ভূষিত হই। আমি চীর আব কাষায় বস্ত্র প'বে আপনাব কাছে যাব না, এই পরিচ্ছদ অপবিত্র করা উচিত নয়। অগস্ত্য বললেন, কল্যাণী, তোমার পিতার যে ধন আছে তা আমার নেই। আমাব তপস্যার যাতে ক্ষয় না হয় এমন উপায়ে আমি ধন আহরণ কবতে যাচ্ছি।

শ্রুতবর্ষা রাজার কাছে এসে অগস্ত্য বললেন, আমি ধনাথী, অন্যের ক্ষতি না করে আমাকে যথার্থকি খন দিন। রাজা বললেন, আমার যত আয় তত ব্যয়। এই রাজ্যব কাছে ধন নিলে অপরের কষ্ট হবে এই বৃক্কে অগস্ত্য শ্রুতবর্ষাকে সঙ্গে নিয়ে একে একে ব্রহ্মস্ব ও হ্রসদস্য রাজ্যব কাছে গেলেন। তাঁরা জানালেন যে তাঁদেরও আয়-ব্যয় সমান, উদ্ভব্ত কিছু থাকে না। তার পর রাজারা পবামর্শ করে বললেন, ইন্ডল দানব সর্বাপেক্ষা ধনী, চলুন আমরা তার কাছে যাই।

অগস্ত্য ও তাঁর সঙ্গী তিন রাজাকে ইন্ডল সসম্মানে গ্রহণ কবলে। রাজারা ব্যাকুল হয়ে দেখলেন, বাতাপি মেঘ হয়ে গেল, ইন্ডল তাকে কেটে অতিথি-সেবার জন্য রন্ধন করলে। অগস্ত্য বললেন, আপনারা বিষন্ন হবেন না, আমিই এই অসুদ্রকে খাব। তিনি প্রধান আসনে উপবিষ্ট হ'লে ইন্ডল তাঁকে সহাস্যে মাংস পরিবেশন করলে। অগস্ত্য সমস্ত মাংস খেয়ে ফেললে ইন্ডল তার দ্রাত্যকে ডাকতে লাগল। তখন মহামেঘের ন্যায় গর্জন করে মহাত্মা অগস্ত্যের অধোদেশ থেকে বায়ু নির্গত হ'ল। ইন্ডল বার বাব বললে, বাতাপি, নিষ্কান্ত হও। অগস্ত্য হেসে বললেন, কি করে নিষ্কান্ত হবে, আমি তাকে জীর্ণ করে ফেলোছি।

ইন্ডল বিষাদগ্রস্ত হয়ে কৃতাজলিপদে বললে, আপনারা কি চান বলুন।

অগস্ত্য বললেন, আমরা জানি যে তুমি মহাধন। অন্যের ক্রীতি না ক'রে আমাদের যথার্থি ধন দাও। ইন্ডল বললে, আমি যা যা দান কবতে চাই তা যদি বলতে পারেন তবেই দেব। অগস্ত্য বললেন, তুমি এই রাজাদেব প্রত্যেককে দশ হাজার গরু আর দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং আমাকে তার ম্বিগদ্ব দিতে চাও, তা ছাড়া একটি হিরণ্য রথ ও দুই অশ্বও আমাকে দিতে ইচ্ছা করেছ। ইন্ডল দ্বঃখিতমনে এই সকল ধন এবং তারও অধিক দান করলে। তখন সমস্ত ধন নিয়ে অগস্ত্য তাঁর আশ্রমে এলেন, রাজারাও বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন।

লোপামুদ্রাকে তাঁর অভীষ্ট শয্যা ও বসনভূষণাদি দিয়ে অগস্ত্য বললেন, তুমি কি চাও — সহস্র পুত্র, শত পুত্র, দশ পুত্র, না সহস্র পুত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এক পুত্র? লোপামুদ্রা এক পুত্র চাইলেন। তিনি গর্ভবতী হয়ে সাত মাস পরে দৃঢ়সদ্র নামে পুত্র প্রসব করলেন। এই পুত্র মহাকাবি মহাতপা এবং বেদাদি শাস্ত্র অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। এ'ব অন্য নাম ইধুবাহ।

উপাখ্যান শেষ করে লোমশ বললেন, যদ্বিষ্ঠিব, অগস্ত্য এইরূপে প্রহ্লাদ-বংশজাত বাতাপিকে বিনষ্ট করেছিলেন। এই তাঁর আশ্রম। এই পুণ্যসলিলা ভাগীরথী, পতাকাব ন্যাস বায়ুতে আন্দোলিত এবং পর্বতশ্রেণী প্রতীত হয়ে শিলাতলে নাগিনীর ন্যায় নিপতিত হচ্ছেন। তোমরা এই নদীতে ইচ্ছানুসারে অবগাহন কব।

তার পর পাণ্ডবগণ ভৃগুতীর্থে এলে লোমশ বললেন, পুত্রাকালে রামরূপে বিষ্ণু ভার্গব পরশুরামের তেজোহরণ কবেছিলেন। পরশুরাম ভীত ও লম্জিত হয়ে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে বাস কবতে লাগলেন। এক বৎসর পবে পিতৃগণ তাঁকে নিস্তেজ গর্ভহীন ও দ্বঃখিত দেখে বললেন, পুত্র, বিষ্ণুর নিকটে তোমার দর্পপ্রকাশ উচিত হয় নি। তুমি দীপ্তোদ তীর্থে যাও, সেখানে সত্যযুগে তোমার প্রপিতামহ ভৃগু তপস্যা কবেছিলেন। সেই তীর্থে পবিত্র বধূসর নদীতে স্নান করলে তোমার পূর্বের তেজ ফিরে পাবে। পিতৃগণের উপদেশ অনুসারে পরশুরাম এই ভৃগুতীর্থে স্নান ক'রে তাঁর পূর্বতেজ লাভ কবেছিলেন।

## ২২। দ্বীচ — বৃহবধ — সমুদ্রশোধন

যদ্বিষ্ঠিরের অনুরোধে লোমশ অগস্ত্যের কীর্তিকথা আরও বললেন। — সত্যযুগে কালের নামে এক দল দূর্দান্ত দানব ছিল, তাবা ব্রহ্মাসুরের সহায়তায়

দেবগণকে আক্রমণ করে। ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণ নারায়ণকে অগ্রবর্তী ক'রে দধীচি মূনির কাছে গেলেন এবং চরণ বন্দনা ক'রে তাঁর অস্থি প্রার্থনা করলেন। দধীচি প্রীতমনে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করলেন, দেবগণ তাঁর অস্থি নিয়ে বিশ্বকর্মা'কে দিলেন। সেই অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা ভীমরূপ বজ্র নির্মাণ করলেন। ইন্দ্র সেই বজ্র ধারণ ক'রে দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে বৃহকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু দেবতারা কালেয় দানবদের বেগ সহিতে পাবলেন না, রণে ভণ্ড দিয়ে পলায়ন করলেন। তখন মোহাবিষ্ট ইন্দ্রের বলবৃদ্ধির জন্য নারায়ণ ও মহর্ষিগণ নিজ নিজ তেজ দিলেন। দেবরাজ বলাম্বিত হয়েছেন জেনে বৃহ ভয়ংকব সিংহনাদ ক'রে উঠল, সেই শব্দে সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র অবশভাবে বজ্র নিক্ষেপ করলেন। মহাসূর বৃহ নিহত হয়ে মন্দর পর্বতের ন্যাষ ভূপতিত হ'ল। তার পর দেবতারা স্ববিত হয়ে দৈত্যদের বধ করতে লাগলেন, তারা পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নিলে।

কালেয় দানবগণ রাত্রিকালে সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে তপস্বী ব্রাহ্মণদেব বধ কবতে লাগল। বিশ্বরূপ উপদেশে ইন্দ্রাদি দেবগণ অগস্ত্যের কাছে গিয়ে বললেন, আপনি মহাসমুদ্র পান ক'বে ফেলুন, তা হ'লে আমরা কালেয়গণকে বধ কবতে পারব। অগস্ত্য সন্মত হয়ে দেবতাদের সঙ্গে ফেনময় তরুণ্যবিত জলজন্তুসমাকুল সমুদ্রের তীরে এলেন এবং জলরাশি পান করলেন। দেবতারা দানবদের বধ কবলেন, হতাবশিষ্ট কয়েকজন কালেয় বসুধা বিদীর্ণ ক'রে পাতালে আশ্রয় নিলে। অনন্তর দেবগণ অগস্ত্যকে বললেন, আপনি যে জল পান করেছেন তা উদ্গাব ক'রে সমুদ্র আবার পূর্ণ করুন। অগস্ত্য বললেন, সে জল জীর্ণ হয়ে গেছে, তোমরা অন্য ব্যবস্থা কর। তখন ব্রহ্মা দেবগণকে আশ্বাস দিলেন যে বহুকাল পরে মহারাজ ভগীরথ সমুদ্রকে আবার জলপূর্ণ করবেন।

একদা বিন্ধ্যপর্বত সূর্যকে বললে, উদয় ও অস্তের সময় তুমি যেমন মেরুপর্বত প্রদক্ষিণ কব সেইরূপ আমাকেও প্রদক্ষিণ কব। সূর্য বললেন, আমি স্বেচ্ছায় মেরু প্রদক্ষিণ করি না, এই জগতের যিনি নির্মাতা তাঁরই বিধানে করি। বিন্ধ্য ক্রুদ্ধ হয়ে সহসা বাড়তে লাগল, যাতে চন্দ্রসূর্যের পথরোধ হয়। দেবতারা অগস্ত্যের শরণ নিলেন। অগস্ত্য তাঁর পত্নীর সঙ্গে বিন্ধ্যের কাছে গিয়ে বললেন, আমি কোনও কার্যের জন্য দক্ষিণ দিকে যাব, তুমি আমাকে পথ দাও। আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর, তাব পর ইচ্ছামত বর্ধিত হয়ো। অগস্ত্য দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন, কিন্তু আর ফিরলেন না, সেজন্য বিন্ধ্যপর্বতেরও আর বৃদ্ধি হ'ল না।



## ২৩। সগর রাজা — ভগীরথের গঙ্গানয়ন

যুধিষ্ঠিরের অনুবোধে লোমশ এই আখ্যান বললেন। — ইক্ষ্বাকুবংশে সগর নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি পত্নীদেব সঙ্গে কৈলাস পর্বতে গিয়ে পুত্রকামনায় কঠোর তপস্যা করেন। মহাদেবের বরে তাঁর এক পত্নীর গর্ভে ষাট হাজার পুত্র এবং আর এক পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র হ'ল। বহুকাল পরে সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। যজ্ঞের অশ্ব সগরের ষাট হাজার পুত্র কর্তৃক রক্ষিত হয়ে বিচরণ করত করত জলশূন্য সমুদ্রের তীরে এসে অন্তর্হিত হয়ে গেল। এই সংবাদ শুনে সগর তাঁর পুত্রদের আদেশ দিলেন, তোমরা সকলে সকল দিকে অপহৃত অশ্বের অনুেষণ কর। সগরপুত্রগণ যজ্ঞাশ্ব কোথাও না পেয়ে সমুদ্র খনন করতে লাগলেন, অসুবিধা নাগ রাক্ষস এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রাণী নিহত হ'ল। অবশেষে তাঁরা সমুদ্রের উত্তরপূর্ব দেশ বিদীর্ণ করে পাতালে গিয়ে সেই অশ্ব এবং তার নিকটে তেজোরশির ন্যায় দীপ্যমান মহাত্মা কর্ণিলকে দেখতে পেলেন। সগরপুত্রগণ চোর মনে করে কর্ণিলের প্রতি সন্তোষে ধাবিত হলেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির তেজে তখনই ভস্ম হয়ে গেলেন।

সগর রাজার দ্বিতীয়া পত্নী শৈব্যার গর্ভে জাত পুত্রের নাম অশমঞ্জা। ইনি দুর্বল বালকদের ধবে ধরে নদীতে ফেলে দিতেন সেজন্য সগর তাঁকে নির্বাসিত করেন। অশমঞ্জার পুত্রের নাম অংশুমান। নাবদেব নিকট ষাট হাজার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে সগর শোকে সন্তপ্ত হয়ে পোহিত অংশুমানকে বললেন, তুমি যজ্ঞাশ্ব খুঁজে নিয়ে এসে আমাদের নরক থেকে উদ্ধার কর। অংশুমান পাতালে গিয়ে কর্ণিলকে প্রণাম করে যজ্ঞাশ্ব ও পিতৃবাগণের তর্পণের জন্য জল চাইলেন। কর্ণিল প্রসন্ন হয়ে বললেন, তুমি অশ্ব নিয়ে গিয়ে সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত কর। তোমার পিতৃবাগণের উদ্ধারের জন্য তোমার পোহিত মহাদেবকে তুষ্ট করে স্বর্গ থেকে গঙ্গা আনবেন।

অংশুমান ফিরে এলে সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, তিনি সমুদ্রকে নিজের পুত্ররূপে (১) কল্পনা করলেন। সগর স্বর্গাবোহণ করলে অংশুমান রাজা হলেন। তাঁর পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগীরথ রাজ্যলাভ করে মন্ত্রীদের উপর

---

(১) ষাট হাজার সন্তানের ভস্মের আধার এজন্য সমুদ্র সগরের পুত্ররূপে কল্পিত এবং 'সাগর' নামে খ্যাত।

রাজকাৰ্যের ভার দিয়ে হিমালয়ে গিয়ে গঙ্গার আরাধনা করতে লাগলেন। সহস্র দিব্য বৎসর অতীত হ'লে গঙ্গা মূর্তিমতী হয়ে দেখা দিলেন। ভগীবথ তাঁকে বললেন, আমার পূৰ্বপদ্রুয ষাট হাজার সগরপুত্র কপিলের শাপে ভস্মীভূত হয়েছেন, আপনি তাঁদের দেহাবশেষ জলসিক্ত করুন তবে তাঁরা স্বর্গে যেতে পাববেন। গঙ্গা বললেন, মহারাজ, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব, এখন তুমি মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে এই বর চাও, যেন পতনকালে আমাকে তিনি মস্তকে ধারণ করেন। ভগীবথ কৈলাস পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট কবলেন, মহাদেব গঙ্গাকে ধারণ কবতে সম্মত হলেন।

ভগীরথ প্রণত হয়ে সংযতচিত্তে গঙ্গাকে স্মরণ কবলেন। হিমালয়কন্যা পদ্যাতোয়া গঙ্গা মৎস্যাদি জলজন্তু সহিত গগনমেখলাব ন্যায় মহাদেবের ললাটে পতিত হলেন এবং ত্রিধা বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হ'তে লাগলেন। ভগীবথ তাঁকে পথ দেখিয়ে সগরসন্তানগণের ভস্মরাশির নিকট নিয়ে গেলেন। গঙ্গাব পবিত্র জলে সিক্ত হয়ে সগরসন্তানগণ উদ্ধার লাভ করলেন, সমুদ্র পুনর্বাব জলপূর্ণ হ'ল, ভগীবথ গঙ্গাকে নিজ দহিতারূপে কল্পনা করলেন।

### ২৪। ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান

পান্ডবগণ নন্দা ও অপরনন্দা নদী এবং ঋষভকূট পর্বত অতিক্রম ক'রে কোর্শিকী নদীর তীরে এলেন। লোমশ বললেন, ওই বিশ্বামিত্রের আশ্রম দেখা যাচ্ছে। কশ্যপগোত্রজ মহাত্মা বিভান্ডকেব আশ্রমও এইখানে ছিল। তাঁর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্র অনাবৃষ্টির কালেও জলবর্ষণ করেছিলেন। তাঁর আখ্যান বলছি শোন।—

একদিন বিভান্ডক মূর্দিন দীর্ঘকাল তপস্যায় শ্রান্ত হয়ে কোনও মহাহুদে স্নান করছিলেন এমন সময় উর্বশী অঙ্গসবাকে দেখে তিনি কামাবিষ্ট হলেন। এক তৃষিতা হরিণী জলের সঙ্গে বিভান্ডকের শত্রু পান ক'রে গর্ভিণী হ'ল এবং যথাকালে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রসব করলে। এই মূর্নিকুমারের মস্তকে একটি শৃঙ্গ ছিল, তিনি সর্বদা ব্রহ্মচর্যে নিরত থাকতেন এবং পিতা বিভান্ডক ভিন্ন অন্য মানু্ষও দেখেন নি। এই সময়ে অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি দশরথের সখা। আমরা শুনছি, লোমপাদ ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের প্রতি অসদাচরণ করেছিলেন সেজন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁকে ত্যাগ করেন এবং ইন্দ্রও জলবর্ষণে বিরত হন, তার ফলে

প্রজাৰা কষ্টে পড়ে। একজন মন্দির রাজাকে বললেন, আপনি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ব্রাহ্মণদের কোপ শান্ত করুন এবং মন্দিরকুমার ঋষ্যাশৃঙ্গকে আনান, তিনি আপনার রাজ্যে এলে তখনই বৃষ্টিপাত হবে।

লোমপাদ প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ব্রাহ্মণদের প্রসন্ন করলেন এবং ঋষ্যাশৃঙ্গকে আনাবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ কর্মকুশল মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি প্রধান প্রধান বৈশ্যাদের ডেকে আনিয়া বললেন, তোমরা ঋষ্যাশৃঙ্গকে প্রলোভিত ক'রে আমার রাজ্যে নিয়ে এস। বৈশ্যারা ভীত হয়ে জানালে যে তা অসাধ্য। তখন এক বৃদ্ধ-বৈশ্য বললে, মহারাজ, আমি সেই তপোধনকে নিয়ে আসব, আমার যা যা আবশ্যক তা আমাকে দিন। রাজার নিকট সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু ও ধনরত্নাদি পেয়ে সেই বৃদ্ধবৈশ্য একটি নৌকায় কৃষ্ণিম বৃক্ষ গুল্ম লতা ও পুষ্পফল দিয়ে সাজিয়ে বর্মণীয় আশ্রম নির্মাণ করলে এবং কয়েকজন রূপযোবনবতী রমণীকে সঙ্গে নিয়ে বিভান্ডকের আশ্রমেব অদূরে এসে নৌকা বাঁধলে।

বিভান্ডক তাঁর আশ্রমে নেই জেনে নিয়ে সেই বৃদ্ধা তাব বৃদ্ধমতী কন্যাকে উপদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। বৈশ্যাকন্যা ঋষ্যাশৃঙ্গের কাছে গিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা ক'বে বললে, আপনারা এই আশ্রমে সদ্ধে আছেন তো? ফলমূলের অভাব নেই তো? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। ঋষ্যাশৃঙ্গ বললেন, আপনাকে জ্যোতিঃপুঞ্জের ন্যায় দেখছি, আপনি আমার বন্দনীয়, পাদ্য ফল মূল দিয়ে আমি আপনার যথাবিধি সৎকার করব। এই কৃষ্ণাজিনাবৃত সদ্ধাসনে সদ্ধে উপবেশন করুন। আপনার আশ্রম কোথায়? আপনি দেবতার ন্যায় কোন ব্রত আচরণ ক'রছেন?

বৈশ্যাকন্যা বললে, এই ত্রিযোজনব্যাপী পর্বতের অপর দিকে আমার রমণীয় আশ্রম আছে। আমার স্বধর্ম এই যে আমি অভিবাদন বা পাদ্য জল গ্রহণ করতে পারি না। আপনি আমাকে অভিবাদন করবেন না, আমিই করব, আমার ব্রত অনুসারে আপনাকে আলিঙ্গন করব। ঋষ্যাশৃঙ্গ বললেন, আমি আপনাকে পক্ষ ভগ্নাতক আমলক করদ্রব্য ইন্দ্রদ ধ্বন ও প্রিয়লক ফল দিচ্ছি, আপনি ইচ্ছানুসারে ভোজন করুন। বৈশ্যাকন্যা উপহৃত ফলগুণ্ডল বর্জন ক'রে ঋষ্যাশৃঙ্গকে মহামূল্য সন্দের সন্স্বাদ খাদ্যদ্রব্য, সদ্গন্ধ মালা, বিচিত্র উজ্জ্বল বসন এবং উত্তম পানীয় দিলে, তার পর নানা-প্রকাব খেলা ও হাস্যগরিহাসে রত হ'ল। সে লতার ন্যায় বক্র হয়ে কন্দুক নিয়ে খেলতে লাগল এবং ঋষ্যাশৃঙ্গের গায়ে গা দিয়ে বার বার আলিঙ্গন করলে। মন্দির-কুমারকে এইরূপে প্রলোভিত ক'রে এবং তাঁকে বিকারগ্রস্ত দেখে সে অগ্নিহোত্র-হোম করবার ছলে ধীরে ধীরে চলে গেল।

ঋষ্যশৃঙ্গ মদনাবিষ্ট হয়ে অচেতনের ন্যায় শূন্যমনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেতে লাগলেন। ঋণকাল পরে বিভাণ্ডক মর্দনি আগ্রমে ফিরে এলেন। তাঁর চক্ষু পিণ্ডলবর্ণ, নখের অগ্রভাগ থেকে সমস্ত গাত্র রোমাবৃত। পদকে বিহবল দেখে তিনি বললেন, বৎস, তোমাকে পূর্বের ন্যায় দেখছি না, তুমি চিন্তামগ্ন অচেতন ও কাতর হয়ে আছ কেন? কে এখানে এসেছিল? ঋষ্যশৃঙ্গ উত্তর দিলেন, একজন জটধারী ব্রহ্মচারী এসেছিলেন, তিনি আকারে অধিক দীর্ঘ নন, খর্বও নন, তাঁর বর্ণ সূবর্ণের ন্যায়, চক্ষু পশ্মপলাশতুল্য আয়ত, তিনি দেবপুত্রের ন্যায় সুন্দর। তাঁর জটা সুদীর্ঘ, নির্মল কৃষ্ণবর্ণ, সুগন্ধ এবং স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত। আকাশে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁর কণ্ঠে কি এক বস্তু দুলছে, তার নীচে দুটি বোমহীন অতি মনোহর মাংসপিণ্ড আছে। তাঁর কটি পিপীলিকার মধ্যভাগের ন্যায় ক্ষীণ, পবিত্র চীরবসনের ভিতরে সূবর্ণমৈখলা দেখা যাচ্ছিল। আমার এই জপমালার ন্যায় তাঁব চরণে ও হস্তে শব্দকারী আশ্চর্য মালা আছে। তাঁর পরিধেয় অতি অশুভ, আমার চীরবসনের মতন নয়। তাঁর মূখ সুন্দর, কণ্ঠস্বব কোকিলের তুল্য, তাঁর বাক্য শুনলে আনন্দ হয়। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে একটি গোলাকার ফলকে বার বার আঘাত করছিলেন, সেই ফলটি ভূমি থেকে লাফিয়ে উঠছিল। সেই দেবপুত্রের উপর আমার অত্যন্ত অনুরাগ হয়েছে, তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে আমার জটা ধরে মুখে মুখ ঠেকিয়ে একপ্রকার শব্দ কবলেন, তাতে আমাব হর্ষ হ'ল। তিনি স্বেদ ফল আমাকে খেতে দিয়েছিলেন তার স্বক আবে বীজ নেই, আমাদের আগ্রহের ফল তেমন নয়। তাঁর প্রদত্ত সুস্বাদু জল পান করে আমার অত্যন্ত আনন্দ হ'ল, বোধ হ'ল যেন পৃথিবী ঘূরছে। এইসকল বিচিত্র সুগন্ধ মালা তিনি ফেলে গেছেন, তাঁব বিবহে আমি অসুখী হইছি, আমার গাত্র যেন দগ্ধ হচ্ছে। পিতা, আমি তাঁর কাছে যেতে চাই, তাঁর ব্রহ্মচর্য কি প্রকার? আমি তাঁর সঙ্গেই তপস্যা করব।

বিভাণ্ডক বললেন, ওরা রাক্ষস, অশুভ রূপ ধারণ করে তপস্যার বিষয় জন্মায়, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও তপস্বীদের উচিত নয়। পদ্র, অসং লোকেই সুরাপান করে, মর্দনিদের তা পান করা অনুচিত, আর এই সকল মাল্যও আমাদের আবাবহার্য।

ওরা রাক্ষস, এই বলে পদ্রকে নিবারণ করে বিভাণ্ডক বেশ্যাকে খৃজতে গেলেন, কিন্তু তিন দিনেও না পেয়ে আগ্রমে ফিরে এলেন। তার পর যখন তিনি ফল আহরণ করতে গেলেন তখন বেশ্যাকন্যা আবার আগ্রমে এল। ঋষ্যশৃঙ্গ হৃষ্ট ও বস্ত হয়ে তাকে বললেন, আমার পিতা ফিরে আসবার আগেই আমরা আপনার আগ্রমে

যাই চলুন। বেশ্যা তাঁকে নৌকায় নিয়ে গেল এবং বিবিধ উপায়ে তাঁকে প্রলোভিত করে অঙ্গদেশের অভিমুখে যাত্রা করলে। নৌকা যেখানে উপস্থিত হ'ল তার তীরদেশে লোমপাদ এক বিচিত্র আশ্রম নির্মাণ করলেন। রাজা ঋষ্যাশৃঙ্গেকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়ামাত্র দেবরাজ প্রচুর বৃষ্টিপাত করলেন। অঙ্গরাজের কামনা পূর্ণ হ'ল, তিনি তাঁর কন্যা শান্তাকে ঋষ্যাশৃঙ্গের হস্তে সম্প্রদান করলেন।

বিভান্ডক আশ্রমে ফিরে এসে পুত্রকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। লোমপাদের আজ্ঞায় এই কার্য হয়েছে এইরূপ অনুমান করে তিনি অঙ্গরাজধানী চম্পার অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রান্ত ও ক্ষুধিত হয়ে তিনি এক গোপপল্লীতে এলে গোপগণ তাঁকে যথোচিত সংকার করলে, বিভান্ডক রাজার ন্যায় সুখে রাত্রিবাস কবলেন। তিনি তুষ্ট হয়ে প্রশ্ন কবলেন, গোপগণ, তোমরা কার প্রজা? লোমপাদের শিক্ষা অনুসারে তারা কৃতজ্ঞালি হয়ে উত্তর দিলে, মহর্ষি, এইসব পশু ও কৃষিক্ষেত্র আপনাব পুত্রের অধিকারভুক্ত। এইরূপে সম্মান পেয়ে এবং মিষ্ট বাক্য শুনে বিভান্ডকের ক্রোধ দূর হ'ল, তিনি রাজধানীতে এসে লোমপাদ কর্তৃক পুজিত হয়ে এবং পুত্র-পুত্রবধূকে দেখে তুষ্ট হলেন। বিভান্ডকের আজ্ঞায় ঋষ্যাশৃঙ্গ কিছুকাল অঙ্গরাজ্যে রইলেন এবং পুত্রজন্মের পর আবার পিতার আশ্রমে ফিরে গেলেন।

## ২৫। পরশুরামের ইতিহাস — কার্তবীৰ্য্যার্জুন

পাণ্ডবগণ কৌশিকী নদী তটদেশ থেকে যাত্রা করে গঙ্গাসাগরসংগম, কলিঙ্গদেশস্থ বৈতরণী নদী প্রভৃতি তীর্থ দেখে মহেন্দ্র পর্বতে এলেন। যদুধিষ্ঠির পরশুরামের অনুচর অকৃতব্রণকে বললেন, ভগবান পবশুবাম কখন তপস্বীদের দর্শন দেন? আমি তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করি। অকৃতব্রণ বললেন, আপনার আগমন তিনি জানেন, শীঘ্রই তাঁর দেখা পাবেন। চতুর্দশী ও অষ্টমী তিথিতে তিনি দেখা দেন, এই রাত্রি অতীত হ'লেই চতুর্দশী পড়বে। তাব পর যদুধিষ্ঠিরের অনুরোধে অকৃতব্রণ পবশুরামের এই ইতিহাস বললেন।—

হৈহয়রাজ কার্তবীৰ্যের সহস্র বাহু ছিল, মহর্ষি দত্তাদ্রেষ্যের বরে তিনি স্বর্ণময় বিমান এবং পৃথিবীবী সকল প্রাণীর উপর আধিপত্য লাভ করেছিলেন। তাঁর উপদ্রবে পীড়িত হয়ে দেবগণ ও ঋষিগণ বিষ্ণুকে বললেন, আপনি কার্তবীৰ্যকে বধ করে প্রাণীদের রক্ষা করুন। বিষ্ণু সম্মত হয়ে তাঁর স্বকীয় আশ্রম বদরিকায় গেলেন। এই সময়ে খ্যাতনামা মহাবল গাধি কান্যকুঞ্জে রাজত্ব করতেন, তাঁর অসংসার ন্যায়

রূপবতী একটি কন্যা ছিল। ভৃগুপুত্র ঋচীক সেই কন্যাকে চাইলে গাধি বললেন, কৌলিক রীতি রক্ষা করা আমার কর্তব্য, আপনি যদি শত্ৰু স্বরূপ আমাকে এক সহস্র দ্রুতগামী অশ্ব দেন যাদের কর্ণের এক দিক শ্যামবর্ণ এবং দেহে পাণ্ডুবর্ণ, তবে কন্যা দান করতে পারি। ঋচীক বরদুগের নিকট ওইরূপ সহস্র অশ্ব চেয়ে নিয়ে গাধিকে দিলেন এবং তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ কবলেন।

একদিন সপত্নীক মহর্ষি ভৃগু তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখতে এলেন। ভৃগু হৃষ্ট হয়ে বধূকে বললেন, সৌভাগ্যবতী, তুমি বর চাও। সত্যবতী নিজেব এবং তাঁর মাতাব জন্য পুত্র চাইলেন। ভৃগু বললেন, ঋতুস্নানের পর তোমার মাতা অশ্বথ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করবেন, তুমি উডুম্বর বৃক্ষকে কববে, এবং দুজনে এই দুই চরু ভক্ষণ কববে। সত্যবতী ও তাঁর মাতা (গাধির মহিষী) বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চরু ভক্ষণে বিপর্যয় করলেন। ভৃগু তা দিব্যজ্ঞানে জানতে পেরে সত্যবতীকে বললেন, তোমরা বিপরীত কার্য করেছ, তোমাব মাতাই তোমাকে বণ্ডনা করেছেন। তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ হ'লেও ব্যক্তিতে ক্ষত্রিয় হবে, তোমাব মাতাব পুত্র ক্ষত্রিয় হ'লেও আচারে ব্রাহ্মণ হবে। সত্যবতী বার বার অনুন্নয় করলেন, আমার পুত্র যেন ক্ষত্রিয়াচাৰী না হয়, বরং আমার পৌত্র সেইরূপ হ'ক। ভৃগু বললেন, তাই হবে। জমদগ্নি নামে খ্যাত এই পুত্র কালক্রমে সমগ্র ধনুর্বেদ ও অস্ত্রপ্রয়োগবিধি আয়ত্ত কবলেন। তাঁর সঙ্গে রাজা প্রসেনজিতের, কন্যা বেণুদাকার বিবাহ হ'ল। বেণুদাকার পাঁচ পুত্র, তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ বাম (বিষ্ণুর অবতার পবশ্দুরাম) গুণে শ্রেষ্ঠ।

একদিন বেণুদা স্নান করতে গিয়ে দেখলেন, মার্তিকাবত দেশের রাজা চিত্ররথ তাঁর পত্নীদের সঙ্গে জলক্ৰীড়া কবছেন। চিত্তবিকারের জন্য বিহবল ও হস্ত হয়ে বেণুদা আত্মদেহে আশ্রমে ফিরে এলেন। পত্নীকে অধীর ও ব্রাহ্মীশ্রী-বিজ্ঞিত দেখে জমদগ্নি ধিক্কার দিয়ে ভৎসনা করলেন এবং তাঁকে হত্যা করবার জন্য পুত্রদের একে একে আজ্ঞা দিলেন। মাতৃস্নেহে অভিভূত হয়ে চার পুত্র নীববে রইলেন। জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের অভিশাপ দিলেন, তাঁরা পশুপক্ষীর ন্যায় ক্ষুধবৃদ্ধি হয়ে গেলেন। তার পর পরশুরাম আশ্রমে এলে জমদগ্নি তাঁকে বললেন, পুত্র, দৃশ্যচরিত্রা মাতাকে বধ কর, ব্যথিত হয়ো না। পরশুরাম কুঠার দিয়ে তাঁর মাতার শিরশ্ছেদ করলেন। জমদগ্নি প্রসন্ন হয়ে বললেন, বৎস, আমার আজ্ঞায় তুমি দৃশ্যকর্ম কবেছ, তোমাব বাঞ্ছিত বর চাও। পরশুরাম এই বর চাইলেন—মাতা জীবিত হয়ে উঠুন, তাঁর হত্যার স্মৃতি যেন না থাকে, আমার যেন পাপ-স্পর্শ না হয় আমার ভ্রাতারা যেন তাঁদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান, আমি

যেন যুদ্ধে অপ্রতিবন্দ্বী হই, এবং দীর্ঘায়ু লাভ করি। জন্মদাশিন এই সকল বর দিলেন।

একদিন জন্মদাশিনের পুত্রগণ অন্যত্র গেলে রাজা কার্তবীৰ্য আশ্রমে এসে সবলে হোমধেনুর বৎস হরণ করলেন এবং আশ্রমেব বৃক্ষসকল ভস্ম করলেন। পবশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে পিতার নিকট সমস্ত শব্দে কার্তবীৰ্যের প্রতি ধাবিত হলেন এবং তীক্ষ্ণ ভল্লের আঘাতে তাঁর সহস্র বাহু ছেদন করে তাঁকে বধ করলেন। তখন কার্তবীৰ্যের পুত্রগণ আশ্রমে এসে জন্মদাশিনকে আক্রমণ করলেন। তিনি তপোনিষ্ঠ ছিলেন সেজন্য মহাবলশালী হয়েও যুদ্ধ করলেন না, অন্যথের ন্যায় ‘রাম রাম’ বলে পুত্রকে ডাকতে লাগলেন। কার্তবীৰ্যের পুত্রগণ তাঁকে বধ করে চলে গেলেন।

পবশুরাম আশ্রমে ফিবে এসে পিতাকে নিহত দেখে বহু বিলাপ করলেন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন ক’বে একাকীই কার্তবীৰ্যের পুত্র ও অনুচরগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট করলেন। তিনি একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষরিষ করে সমস্তপৃথক প্রদেশে পাঁচটি রুদ্ধবময হৃদ সৃষ্টি ক’বে পিতৃগণের তর্পণ করলেন। অবশেষে পিতামহ ঋচীকেব অনুবোধে তিনি ক্ষত্রিয়হত্যা থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং এক মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করে মহাত্মা কশ্যপকে একটি প্রকাণ্ড স্বর্ণময় বেদী দান করলেন। কশ্যপেব অনুমতিক্রমে ব্রাহ্মণগণ সেই বেদী খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে নিলেন, সেজন্য তাঁদের নাম খণ্ডবায়ন হ’ল। তাব পর ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম সমগ্র পৃথিবী কশ্যপকে দান কবলেন। তদবধি তিনি এই মহেন্দ্র পর্বতে বাস করছেন।

চতুর্দশী তিথিতে মহাত্মা পরশুরাম পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণদের দর্শন দিলেন। তাঁর অনুরোধে যুধিষ্ঠির এক রাতি মহেন্দ্র পর্বতে বাস করে পরদিন দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন।

## ২৬। প্রভাস — চ্যবন ও স্ককন্যা — অশ্বিনীকুমারদ্বয়

পাণ্ডবগণ গোদাবরী নদী, দ্রবিড় দেশ, অগস্ত্য তীর্থ, সূপারক তীর্থ প্রভৃতি দর্শন করে সুবিখ্যাত প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হলেন। তাঁদের আগমনের সংবাদ পেয়ে বলরাম ও কৃষ্ণ সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। পাণ্ডবগণ ভূমিতে শয়ন করেন, তাঁদের গাত্র মলিন, এবং স্ককুমারী দ্রৌপদীও কষ্টভোগ করছেন দেখে সকলে অতিশয় দুঃখিত হলেন। বলরাম কৃষ্ণ প্রদান্য শাস্ব সাত্যক প্রভৃতি

বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ যদুধিষ্ঠির কর্তৃক যথাবিধি সম্মানিত হয়ে তাঁকে বেষ্ঠন করে উপবেশন করলেন।

গোদুশ্চ কুন্দপদ্প ইন্দ্র মৃগাল ও রজতের ন্যায় শূভ্রবর্ণ বলরাম বললেন, ধর্মচরণ করলেই মৃগাল হয় না, অধর্ম করলেই অমৃগাল হয় না। মহাত্মা যদুধিষ্ঠির জটা ও চীর ধারণ করে বনবাসী হয়ে ক্রেশ পাচ্ছেন, আর দুর্যোধন পৃথিবী শাসন করছেন, এই দেখে অঙ্গপদুশ্চ লোকে মনে করবে ধর্মের চেয়ে অধর্মের আচরণই ভাল। ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক, পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়ে তাঁরা কি সুখ পাচ্ছেন? ধর্মপুত্র যদুধিষ্ঠিরের নির্বাসন আর দুর্যোধনের বৃশ্চ দেখে পৃথিবী বিদীর্ণ হচ্ছেন না কেন?

সাত্যক বললেন, এখন বিলাপের সময় নয়, যদুধিষ্ঠির কিছু না বললেও আমাদের যা কর্তব্য তা কবব। আমরা গ্রিলোক জয় কবতে পাবি, বৃষ্ণি ভোজ অশ্বক প্রভৃতি যদুবংশের বীরগণ আজই সসৈন্যে যাত্রা ক'বে দুর্যোধনকে যমালয়ে পাঠান। ধর্মাত্মা যদুধিষ্ঠিব তাঁব প্রতিজ্ঞা পালন কব্বন, তাঁব বনবাসের কাল সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অভিমানদু বাজা শাসন করবে।

কৃষ্ণ বললেন, সাত্যক, আমবা তোমাব মতে চলতাম, কিন্তু যা নিজ ভুজবলে বিজিত হয় নি এমন রাজ্য যদুধিষ্ঠিব চান না। ইনি, এ'ব ভ্রাতাবা, এবং দুপদকন্যা, কেউ স্বধর্ম ত্যাগ কববেন না।

যদুধিষ্ঠিব বললেন, সতাই রক্ষণীয়, বাজ্য নয়। একমাত্র কৃষ্ণই আমাকে যথার্থভাবে জানেন, আমিও তাঁকে জানি। সাত্যক, পদুবৃষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যখন মনে করবেন যে বলপ্রকাশের সময় এসেছে তখন তোমবা দুর্যোধনকে জয় কবো।

যাদবগণ বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। যদুধিষ্ঠিবাদি পুনর্বাব যাত্রা ক'রে পদুগ্যতোয়া পয়োক্ষী নদী অতিক্রম ক'রে নর্মদার নিকটস্থ বৈদর্শ পর্বতে উপস্থিত হলেন। লোমশ এই আখ্যান বললেন। — মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চাবন এই স্থানে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন, তাঁর দেহ বস্মীক পিপীলিকা ও লতায় আবৃত হয়ে যায়। একদিন বাজা শর্যতি এখানে বিহার করতে এলেন, তাঁর চার হাজার স্ত্রী এবং সুকন্যা নামে এক রূপবতী কন্যা ছিল। সুকন্যাকে সেই মনোরম স্থানে বিচরণ করতে দেখে চাবন আনন্দিত হয়ে ক্ষীণকণ্ঠে তাঁকে ডাকলেন। সুকন্যা



শুনতে পেলেন না, তিনি বল্মীকিস্তূপের ভিতরে চাবনের দ্দই চক্ষু দেখতে পেয়ে বললেন, ঐকি! তল্ল পব কোতুহল ও মোহের বশে কাঁটা দিষে বিম্ধ করলেন। চাবন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শৰ্ষাতিৰ সৈন্যদের মলম্বে রুদ্ধ করলেন। সৈন্যদের কষ্ট দেখে রাজা সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্ধ ক্রোধী চাবন ঋষি এখানে তপস্যা কবেন, কেউ তাঁর অপকাব করে নি তো? সুকন্যা বললেন, বল্মীকিস্তূপের ভিতরে খদ্যোতের ন্যাষ দীপ্যমান কি বযেছে দেখে আমি কষ্টক দিষে বিম্ধ ক্বেরিছি। শৰ্ষাতি তখনই চাবনের কাছে গিয়ে কৃতাজলি হয়ে বললেন, আমাব বালিকা কন্যা অজ্ঞানবশে আপনাকে পীড়া দিয়েছে, ক্ষমা করুন। চাবন বললেন, রাজা, তোমার কন্যা দৰ্প ও অবজ্ঞার বশে আমাকে বিম্ধ করেছে, তাকে যদি দান কর তবে ক্ষমা করব। শৰ্ষাতি বিচার না ক'রেই তাঁর কন্যাকে সমৰ্পণ করলেন।

সুকন্যা সমস্তে চাবনের সেবা করতে লাগলেন। ঐকদিন অশ্বিনীকুমারম্বয় সুকন্যাকে স্নানের পর নন্দাবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে বললেন, ভাবিনী, তোমার ন্যায় সুন্দরী দেবতাদের মধ্যেও নেই। তোমার পিতা তোমাকে বৃন্দেব হস্তে দিয়েছেন কেন? তুমি শ্রেষ্ঠ বেষভূষা ধারণেব যোগ্য, জবাজজ্বরিত অক্ষম চাবনকে ত্যাগ ক'বে আমাদেব একজনকে বরণ কব। সুকন্যা বললেন, আমি আমার স্বামীর প্রতি অনবস্ত। অশ্বিনীকুমারম্বয় বললেন, আমবা দেবচিকিৎসক, তোমার পতিকে যদ্বা ও বৃপবান ক'রে দেব, তার পর তিনি এবং আমবা ঐই তিন জনেব মধ্যে একজনকে তুমি পতিস্তুে বরণ ক'রো। সুকন্যা চাবনকে জানালে তিনি ঐই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন অশ্বিনীকুমারম্বয় চাবনকে নিষে জলে প্রবেশ ক্বলেন এবং মৃহদূর্তকাল পবে তিন জনেই দিব্য বৃপ ও সমান বেষ ধারণ ক'বে জল থেকে উঠলেন। সকলে তুল্যরূপধারী হ'লেও সুকন্যা চাবনকে চিনতে পেবে তাঁকেই বরণ করলেন। চাবন হৃষ্ট হয়ে অশ্বিন্যকে বললেন, আপনারা আমাকে বৃপবান যদ্বা কবেছেন, আমি ঐই ভাৰ্ষাকেও পেযোছি। আমি দেবরাজের সমক্ষেই আপনাদের সোমপায়ী করব।

চাবনের অনুবোধে রাজা শৰ্ষাতি এক যজ্ঞ করলেন। চাবন যখন অশ্বিন্যকে দেবার জন্য সোমরসের পাত্র নিলেন তখন ইন্দ্র তাঁকে বারণ করে বললেন, ঐরা দেবতাদের চিকিৎসক ও কর্মচারী মাত্র, মর্ত্যলোকেও বিচরণ করেন, ঐবা সোমপানের অধিকারী নন। চাবন নিরস্ত হলেন না, ঈষৎ হাস্য ক'রে অশ্বিন্যবষের জন্য সোমপাত্র তুলে নিলেন। ইন্দ্র তখন বজ্রপ্রহারে উদাত হলেন। চাবন ইন্দ্রেব বাহু স্তম্ভিত ক'রে মন্ত্রপাঠ ক'রে অগ্নিতে আহুতি দিলেন, অগ্নি থেকে মদ

নামক এক মহাবীৰ্য মহাকায় ঘোরদর্শন কৃত্য (১) উদ্ভূত হয়ে মদুখ্যাদান ক'রে ইন্দ্রকে গ্রাস করতে গেল। ভয়ে ওষ্ঠ লেহন করতে করতে ইন্দ্র চ্যবনকে বললেন, রত্নাবীৰ্য, প্রসন্ন হ'ন, আজ থেকে দুই অশ্বিনীকুমারও সোমপানের অধিকারী হবেন। চ্যবন প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রের স্তম্ভিত বাহুদ্বয় মদুস্ত করলেন এবং মদকে বিভক্ত ক'রে সুদ্রাপান, স্ত্রী, দ্রুত ও মৃগয়ায় স্থাপিত করলেন। শর্যাতির যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, চ্যবন তাঁর ভার্যার সঙ্গে বনে চ'লে গেলেন।

## ২৭। মাংশাতা, সোমক ও জম্বুতুর ইতিহাস

পান্ডবগণ নানা তীর্থ দর্শন ক'রে যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন, যেখানে মাংশাতা ও সোমক রাজা যজ্ঞ করেছিলেন। লোমশ এই ইতিহাস বললেন। —

ইক্ষ্বাকুবংশে যদুনাম্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মন্ত্রীদের উপর রাজ্যভার দিয়ে বনে গিয়ে সন্তানকামনায় যোগসাধনা করতে লাগলেন। একদিন তিনি ক্রান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে চ্যবন মুনিব আশ্রমে প্রবেশ ক'বে দেখলেন যজ্ঞবেদীর উপর এক কলস জল রয়েছে। যদুনাম্ব জল চাইলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বব কেউ শুনতে পেলেন না। তখন তিনি জলপান ক'রে অর্বাণ্ট জল কলস থেকে ফেলে দিলেন। চ্যবন ও অন্যান্য মুনীরা নিদ্রা থেকে উঠে দেখলেন, কলস জলশূন্য। যদুনাম্বের স্বীকারোক্তি শ্রুনে চ্যবন বললেন, 'রাজা, আপনি অনুচিত কার্য করেছেন, আপনাব পুত্রোৎপত্তির জন্যই এই তপঃসিদ্ধ জল বেখে-ছিলাম। জলপান করার ফলে আপনিই পুত্র প্রসব করবেন কিন্তু গর্ভধারণের ক্লেশ পাবেন না। শতবর্ষ পূর্ণ হ'লে যদুনাম্বের বাম পার্শ্ব ভেদ ক'রে এক সূর্যতুলা তেজস্বী পুত্র নির্গত হ'ল। দেবতারা শিশুকে দেখতে এলেন। তাঁরা বললেন, এই শিশু কি পান করবে? 'মাং ধাস্যতি'—আমাকে পান কববে—এই ব'লে ইন্দ্র তাব মূখে নিজের তর্জনী পুত্রে দিলেন, সে চুষতে লাগল। এজন্য তার নাম হ'ল মাংশাতা। মাংশাতা বড় হয়ে ধনুর্বেদে পারদর্শী এবং বিবিধ দিব্যাস্ত্র ও অভেদ্য কবচের অধিকারী হলেন। স্বয়ং ইন্দ্র তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। মাংশাতা গ্রিভুবন জয় এবং বহু যজ্ঞ ক'রে ইন্দ্রের অধাসন লাভ করেছিলেন।

(১) অভিচার ক্রিয়াব জন্য আবির্ভূত দেবতা।

সোমক রাজার এক শ ভাৰ্ষা ছিল। বৃন্দ বয়সে জন্তু নামে তাঁর একটি মাত্র পুত্র হ'ল, সোমকের শতপত্নী সৰ্বদা তাকে বেচন ক'রে থাকতেন। একদিন সেই বালক পিপীলিকার দংশনে কেঁদে উঠল, তার মাতারাও কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাজা সোমক সেই আতর্নাদ শুনে অন্তঃপুত্রে এসে পুত্রকে শান্ত করলেন। তাব পর তিনি তাঁর পুত্রোহিত ও মন্ত্ৰিবৰ্গকে বললেন, এক পুত্রের চেয়ে পুত্র না থাকাই ভাল, এক পুত্রে কেবলই উদ্বেগ হয়। আমি পুত্রার্থী হয়ে শত ভাৰ্ষাব পাণিগ্রহণ কৰেছি, কিন্তু শুধু একটি পুত্র হয়েছে, এর চেয়ে দঃখ আর কি আছে। আমাব ও পত্নীদের যৌবন অতীত হয়েছে, আমাদের প্রাণ এখন একটিমাত্র বালককে আশ্রয় ক'বে আছে। এমন উপায় কি কিছু নেই যাতে আমার শত পুত্র হ'তে পারে?

পুত্রোহিত বললেন, আমি এক যন্তু কবব, তাতে যদি আপনি আপনাব পুত্র জন্তুকে আহুতি দেন তবে শীঘ্র শত পুত্র লাভ কববেন। জন্তুও আবার তার মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ কববে, তাব বাম পার্শ্বে একটি কনকবর্ণ চিহ্ন থাকবে। রাজা সম্মত হ'লে পুত্রোহিত যন্তু আরম্ভ করলেন, রাজপত্নীবা জন্তুর হাত ধ'বে ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। যাজক (পুত্রোহিত) তখন বালককে সবলে টেনে নিয়ে কেটে ফেললেন এবং তাব বসা দিয়ে যথাবিধি হোম কবলেন। তাব গন্ধ আশ্রাণ ক'রে রাজপত্নীবা শোকাত হয়ে সহসা ভূমিতে প'ড়ে গেলেন এবং সকলেই গর্ভবতী হলেন। যথাকালে সোমক শত পুত্র লাভ কবলেন। জন্তু কনকবর্ণ চিহ্ন ধারণ ক'বে তার ভূতপূর্ব মাতাব গর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ হ'ল।

তাব পর সেই যাজক ও সোমক দুজনেই পবলোকে গেলেন। যাজককে নরকভোগ কবতে দেখে সোমক তাঁকে কাষণ জিজ্ঞাসা করলেন। যাজক বললেন, আমি আপনাব জন্য যে যন্তু কৰেছিলাম তাবই এই ফল। তখন সোমক ধর্মরাজ যমকে বললেন, যাজককে মৃত্তি দিন, এ'ব পবিবর্তে আমিই নবকভোগ কবব। যম বললেন, বাজা, একজনের পাপের ফল অন্যে ভোগ করতে পাবে না। সোমক বললেন, এই ব্ৰহ্মবাদী যাজককে ছেড়ে আমি পুণ্যফল ভোগ কবতে চাই না, এ'ব সঙ্গেই আমি স্বর্গে বা নরকে বাস করব। আমরা একই কর্ম কৰেছি, আমাদের পাপপুণ্যের ফল সমান হ'ক। তখন যমের সম্মতিক্রমে যাজকের সঙ্গে সোমকও নরকভোগ করলেন এবং পাপক্ষয় হ'লে দুজনেই মৃত্ত হয়ে শূভলোক লাভ করলেন।

## ২৪। উশীনর, কপোত ও শ্যেন

যদ্যধিষ্ঠরাদি প্রসপর্ণ ও শ্লক্ষাবতরণ তীর্থ, সরস্বতী নদী, কুরুক্ষেত্র, সিন্ধু নদ, কাশ্মীরমন্ডল, পরশুবামকৃত মানস সরোবরের স্কার ক্রৌঞ্চরম্ভ, ভৃগুতুঙ্গ, বিতস্তা নদী প্রভৃতি দেখে যমুনাৰ পাশ্বৰ্বতী জলা ও উপজলা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন।

লোমশ বললেন, রাজা উশীনর এখানে যন্তু কৰেছিলেন। তাঁকে পবীক্ষা করবাব জন্য ইন্দ্র শ্যেনরূপে এবং অগ্নি কপোতৰূপে রাজার কাছে আসেন। শ্যেনের ভয়ে কপোত রাজার শবণাপন্ন হয়ে তাঁর উবদদেশে লুকিয়ে বইল। শ্যেন বললে, আমি ক্ষুধার্ত, এই কপোত আমাব বিহিত খাদ্য, ধৰ্মেৰ লোভে ওকে বক্ষা করবেন না, তাতে আপনি ধৰ্মচ্যুত হবেন। উশীনর বললেন, এই কপোত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমাব কাছে এসেছে, শবণাগতকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। শ্যেন বললে, যদি আমাকে আহাৰ থেকে বঞ্চিত করেন তবে আমাব প্রাণবিষোগ হবে, আমি মরলে আমাব স্ত্রীপুত্রাদিও মরবে। আপনি একটা কপোতকে রক্ষা কবতে গিয়ে বহু প্রাণ নষ্ট কববেন। যে ধৰ্ম অপর ধৰ্মেৰ বিবোধী তা কুধৰ্ম। বাজা, গবুদ্ব ও লঘুদ্ব বিচাৰ করে ধৰ্মাধৰ্ম নিৰূপণ কবা উচিত। উশীনর বললেন, বিহগশ্ৰেষ্ঠ, তোমার বাক্য কল্যাণকর, কিন্তু শবণাগতকে পবিত্যাগ কবতে বলছ কেন? ভোজন করাই তোমাব উদ্দেশ্য, তোমাকে আমি গো বৃষ বরাহ মৃগ মহিষ বা অন্য যে মাংস চাও তাই দেব। শ্যেন বললে, মহারাজ, বিধাতা এই কপোতকে আমার ভক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট কবেছেন, আব কিছুই আমি খাব না। উশীনর বললেন, শিবিবংশেৰ (১) এই সমৃদ্ধ রাজ্য অথবা যা চাও তাই তোমাকে দেব। শ্যেন বললে, কপোতের উপবে যদি আপনার এতই স্নেহ তবে তার সমপৰিমাণ মাংস নিজের দেহ থেকে কেটে আমাকে দিন। উশীনর বললেন, শ্যেন, তোমার এই প্রার্থনাকে আমি অনুগ্রহ মনে কবি। এই ব'লে তিনি তুলাযন্তের এক দিকে কপোতকে বেখে অপর দিকে নিজের মাংস কেটে বাখলেন, কিন্তু বাব বাব মাংস কেটে দিলেও কপোতের সমান হ'ল না। অবশেষে উশীনর নিজেই তুলায় উঠলেন।

তখন শ্যেন বললে, ধৰ্মজ্ঞ, আমি ইন্দ্র, এই কপোত অগ্নি; তোমাব ধৰ্মজ্ঞান পরীক্ষার জন্য এখানে এসেছিলাম। জগতে তোমার এই কীর্তি চিবস্থায়ী হবে। এই ব'লে তাঁরা চ'লে গেলেন। ধৰ্মাস্থা উশীনর নিজের যশে পৃথিবী ও আকাশ আবৃত করে যথাকালে স্বর্গারোহণ করলেন।

(১) উশীনর শিবিবংশীয়। ৪১-পরিচ্ছেদে উশীনরের পুত্রের নামও শিবি।

## ২৯। উদ্দালক, শ্বেতকেতু, কহোড়, অষ্টাবক্র ও বন্দী

লোমশ যদ্বিধিষ্টবকে বললেন, এই দেখ উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতুর আশ্রম। যেরূপে অষ্টাবক্র ও তাঁর মাতুল শ্বেতকেতু শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা জনক রাজার যজ্ঞে গিয়ে বরদ্বাপুত্র বন্দীকে বিতর্কে পরাস্ত করবেছিলেন। উদ্দালক ঋষি তাঁর শিষ্য কহোড়ের সঙ্গে নিজেব কন্যা সৃজাতাব বিবাহ দেন। সৃজাতা গর্ভবতী হ'লে গর্ভস্থ শিশু বেদপাঠবত কহোড়কে বললে, পিতা, আপনার প্রসাদে আমি গর্ভে থেকেই সর্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, আপনার পাঠ ঠিক হচ্ছে না। মহর্ষি কহোড় ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভস্থ শিশুকে শাপ দিলেন—তোর দেহ অষ্ট স্থানে বক্র হবে। কহোড়ের এই পুত্র অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হন, তিনি তাঁব মাতুল শ্বেতকেতুব সমবয়স্ক ছিলেন।

গর্ভের দশম মাসে সৃজাতা তাঁব পতিকে বললেন, আমি নিঃস্ব, আমাকে অর্থসাহায্য কবে এমন কেউ নেই, কি ক'বে সন্তানপালন কবব? কহোড় ধনের জন্য জনক রাজাব কাছে গেলেন, সেখানে তর্ককুশল বন্দী তাঁকে বিচাবে পরাস্ত ক'রে জলে ডুবিয়ে দিলেন। এই সংবাদ পেয়ে উদ্দালক তাঁব কন্যা সৃজাতাকে বললেন, গর্ভস্থ শিশু যেন জানতে না পাবে। জন্মগ্রহণ ক'বে অষ্টাবক্র তাঁব পিতার বিষয় কিছুই জানলেন না, তিনি উদ্দালককে পিতা এবং শ্বেতকেতুকে ভ্রাতা মনে করতে লাগলেন। বার বৎসর বয়সে একদিন অষ্টাবক্র তাঁব মাতামহেব কোলে ব'সে আছেন এমন সময় শ্বেতকেতু তাঁব হাত ধ'বে টেনে বললেন, এ তোমার পিতাব কোল নয়। অষ্টাবক্র দঃখিত হয়ে তাঁর মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কোথায়? তখন সৃজাতা পূর্বঘটনা বললেন।

অষ্টাবক্র তাঁর মাতুল শ্বেতকেতুকে বললেন চল, আমবা জনক রাজাব যজ্ঞে যাই, সেখানে ব্রাহ্মণদেব বিতর্ক শুনব, উত্তম অন্নও ভোজন কবব। মাতুল ও ভাগিনেয় যজ্ঞসভার নিকটে এলে দ্বারপাল বাধা দিয়ে বললে, আমরা বন্দীর আজ্ঞাধীন, এই সভায় বালকরা আসতে পারে না, কেবল বিম্বান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবাই পাবেন। অষ্টাবক্র বললেন, আমরা ব্রতচাবী, বেদজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানশাস্ত্র পাবদর্শী, অতএব আমবা বৃদ্ধই। দ্বারপাল পবীক্ষা কববার জন্য কতকগুণি প্রশ্ন করলে। অষ্টাবক্র তার যথাযথ উত্তর দিয়ে জনক রাজাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, মহাবাজ, শুনোছি বন্দীর সঙ্গে বিতর্কে যারা হবে যান আপনার আজ্ঞায় তাঁদেব জলে ডোবানো হয়। কোথায় সেই বন্দী? আমি তাঁকে পরাস্ত করব। জনক বললেন, বৎস, তুমি না জেনেই বন্দীকে জয় করতে চাচ্ছ, জ্ঞানগর্বিত অনেক পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে বিচার

করতে এসে পরাস্ত হয়েছেন। অষ্টাবক্র বললেন, বন্দী আমার তুল্য প্রতিপক্ষ পান নি তাই বিচারসভায় সিংহের ন্যায় আত্মফালন করেন। আমার সঙ্গে বিভক্ তিন পবাস্ত হয়ে ভগ্নচক্র শকটেব ন্যায পথে পড়ে থাকবেন।

তখন বাজা জনক অষ্টাবক্রকে বিবিধ দ্রব্য প্রশ্ন করলেন এবং তার সদৃশ্য পেয়ে বললেন, দেবতুল্য বালক, বাক্পটুতায় তোমার সমান কেউ নেই, তুমি বালক নও, স্থবির। তোমাকে আমি দ্বাব ছেড়ে দিচ্ছি। অষ্টাবক্র সভায় প্রবেশ ক'রে বন্দীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। অনেক প্রশ্ন উত্তর ও প্রত্যুত্তরের পর বন্দী অধোমুখে নীরব হলেন। সভায় মহা কোলাহল উঠল, ব্রাহ্মণগণ কৃতাজ্ঞা হ'য়ে সমস্মানে অষ্টাবক্রের কাছে এলেন। অষ্টাবক্র বললেন, এই বন্দী ব্রাহ্মণদের জয় ক'রে জলে ডুবিয়েছিলেন, এখন একেই আপনাবা ডুবিয়ে দিন। বন্দী বললেন, আমি ববুগেব পুত্র, জনক বাজার এই যজ্ঞের সমকালে বরদুগও এক যজ্ঞ আরম্ভ কবেছেন, আমি ব্রাহ্মণদেব জলমার্জিত ক'রে সেই যজ্ঞ দেখতে পাঠিয়েছি, তাঁরা এখন ফিবে আসছেন। আমি অষ্টাবক্রকে সম্মান ক'রছি, তাঁর জন্যই আমি (জলমার্জিত হ'য়ে) পিতার সঙ্গে মিলিত হ'ব। অষ্টাবক্রও তাঁব পিতা কহোড়কে এখনই দেখতে পাবেন।

অনন্তব কহোড় ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বরদুগের নিকট পূজা লাভ ক'রে জনকের সভায় ফিরে এলেন। কহোড় বললেন, মহাবাজ, এই জন্যই লোকে পুত্র-কামনা করে, আমি যা কবতে পারি নি আমার পুত্র তা করেছে। তার পর বন্দী সমুদ্রে প্রবেশ কবলেন, পিতা ও মাতুলেব সঙ্গে অষ্টাবক্রও উদ্দালকের আশ্রমে ফিরে এলেন। কহোড় তাঁব পুত্রকে বললেন, তুমি শীঘ্র এই নদীতে প্রবেশ কর। পিতার আশ্রয় পালন ক'রে অষ্টাবক্র নদী থেকে অবক্র সমান-অঙ্গ হ'য়ে উত্থিত হলেন। সেই কারণে এই নদী সমগ্গা নামে খ্যাত।

### ৩০। ভরম্বাজ, যবক্রীত, রৈভ্য, অর্বাবস্ ও পরাবস্

লোমশ বললেন, যদ্বিধিষ্ঠির, এই সেই সমগ্গা বা মধুবিলা নদী, বৃহবধের পর ইন্দ্র যাতে স্নান ক'বে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হ'য়েছিলেন। এই ঋষিগণেব প্রিয় কনখল পর্বত, এই মহানদী গগ্গা, ওই রৈভ্যপ্রম যেখানে ভরম্বাজপুত্র যবক্রীত বিনষ্ট হ'য়েছিলেন। সেই ইতিহাস শোন। —

ভরম্বাজ তাঁর সখা রৈভ্যের নিকটেই বাস করতেন। রৈভ্য এবং তাঁর দুই

পুত্র অর্বাচসু ও পরাবসু বিম্বান্ ছিলেন, ভরম্বাজ শূদ্র তপস্বী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ভরম্বাজকে সম্মান করেন না কিন্তু বৈভা ও তাঁর দুই পুত্রকে করেন দেখে ভবম্বাজপুত্র যবক্রীত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। ইন্দ্র উদ্‌বিশ্বন হয়ে তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তপস্যা করছ? যবক্রীত বললেন, দেবরাজ, গুরুমুখ থেকে বহুকালে বেদবিদ্যা লাভ করতে হয়, অধ্যয়ন না করেই যাতে বেদবিদ্যা হওয়া যায় সেই কামনায় আমি তপস্যা করছি। ইন্দ্র বললেন, তুমি কুপথে যাচ্ছ, আত্মহত্যা ক'বো না। ফিবে গিষে গুরুর নিকট বেদবিদ্যা শেখ। যবক্রীত তথাপি তপস্যা কবতে লাগলেন। ইন্দ্র আবার এসে তাঁকে নিরস্ত হ'তে বললেন কিন্তু যবক্রীত শুনলেন না। তখন ইন্দ্র অতিজরাগ্রস্ত দুর্বল যক্ষ্মাক্রান্ত ব্রাহ্মণের রূপে গঙ্গাতীরে এসে নিরন্তর বালুকামৃষ্টি ফেলতে লাগলেন। যবক্রীত তাঁকে সহাস্যে প্রশ্ন কবলেন, ব্রাহ্মণ, নিরর্থক একি করছেন? ইন্দ্র বললেন, বৎস, আমি গঙ্গায় সেতু বাঁধছি, লোকে যাতে অনায়াসে যাতায়াত কবতে পারে। যবক্রীত বললেন, তপোধন, এই অসাধ্য কার্যের চেষ্টা করবেন না। ইন্দ্র বললেন, তুমি যেমন বেদজ্ঞ হবাব আশ্রয় তপস্যা কবছ আমিও সেইরূপ বৃথা চেষ্টা করছি। যবক্রীত বললেন, দেববাজ, যদি আমার তপস্যা নিবর্থক মনে কবেন তবে বর দিন যেন আমি বিম্বান্ হই। ইন্দ্র বর দিলেন—তোমরা পিতা-পুত্রে বেদজ্ঞান লাভ কববে।

যবক্রীত পিতাব কাছে এসে বরলাভের বিষয় জানালেন। ভরম্বাজ বললেন, বৎস, অভীষ্ট বর পেয়ে তোমার দর্প হবে, মন ক্ষুদ্র হবে, তার ফলে তুমি বিনষ্ট হবে। মহর্ষি রৈভ্য কোপনস্বভাব, তিনি যেন তোমাব অনিষ্ট না করেন। যবক্রীত বললেন, আপনি ভয় পাবেন না, রৈভ্য আপনাব তুল্যই আমার মান্য। পিতাকে এইরূপে সান্ত্বনা দিয়ে যবক্রীত মহানন্দে অন্যান্য ঋষিদের অনিষ্ট করতে লাগলেন।

একদিন বৈশাখ মাসে যবক্রীত রৈভ্যের আশ্রমে গিষে কিস্তরীর ন্যায় রূপবতী পরাবসুর পত্নীকে দেখতে পেলেন। যবক্রীত নিলজ্জ হয়ে তাঁকে বললেন, আমাকে ভজনা কর। পরাবসুপত্নী ভয় পেয়ে 'তাই হবে' বলে পালিষে গেলেন। বৈভা আশ্রমে এসে দেখলেন তাঁর কনিষ্ঠা পুত্রবধু কাঁদছেন। যবক্রীতের আচরণ শুনে বৈভা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দৃষ্টি জটা ছিঁড়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন, তা থেকে পরাবসুপত্নীর তুল্য রূপবতী এক নারী এবং এক ভয়ংকর রাক্ষস উৎপন্ন হ'ল। রৈভ্য তাদের আশ্রা দিলেন, যবক্রীতকে বধ কর। তখন সেই নারী যবক্রীতের কাছে গিষে তাঁকে মৃশ ক'রে কমণ্ডলু হরণ করলে। যবক্রীতের মৃশ তখন উচ্ছিন্ন ছিল। রাক্ষস শূল উদ্যত ক'রে তাঁর দিকে ধাবিত হ'ল। যবক্রীত তাঁর পিতার

অগ্নিহোত্রগৃহে আশ্রয় নিতে গেলেন, কিন্তু সেই গৃহের রক্ষী এক অন্ধ শূদ্র তাঁকে সবলে দ্বারদেশে ধ'বে রাখলে। তখন রাক্ষস শূলের আঘাতে যবক্রীতকে বধ করলে।

পদ্মের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভরম্বাজ বিলাপ করতে লাগলেন — পদ্ম, তুমি ব্রাহ্মণদের জন্য তপস্যা ক'বেছিলে যাতে তাঁরা অধ্যয়ন না ক'রেই বেদজ্ঞ হ'তে পাবেন। ব্রাহ্মণের হিতার্থী ও নিরপবাধ হয়েও কেন তুমি বিনষ্ট হ'লে? আমার নিবেদন সত্ত্বেও কেন রৈভ্যের আশ্রমে গিয়েছিলে? আমি বৃন্দ, তুমি আমার একমাত্র পদ্ম, তথাপি দুর্মতি বৈভ্য আমাকে পদ্মহীন কবলেন। রৈভ্যও শীঘ্র তাঁব কনিষ্ঠ পদ্ম কর্তৃক নিহত হবেন। এইব্দুপ অভিশাপ দিয়ে ভরম্বাজ পদ্মের অগ্নিসংস্কার ক'রে নিজেও অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

এই সময়ে রাজা বৃহদ্দ্যুম্ন এক যজ্ঞ ক'বেছিলেন। সাহায্যের জন্য বৈভ্যের দুই পদ্ম সেখানে গিয়েছিলেন, আশ্রমে কেবল বৈভ্য ও তাঁব পদ্মবধু ছিলেন। একদিন পবাবসু আশ্রমে আসছিলেন, তিনি শেষরাত্রে বনমধ্যে কুস্কাজিনধাবী পিতাকে দেখে মৃগ মনে ক'বে আত্মরক্ষার্থ তাঁকে বধ করলেন। পিতাব অন্ত্যেষ্টিক্রিয় ক'রে পবাবসু যজ্ঞস্থানে ফিরে গিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্বাবসুকে বললেন, আমি মৃগ মনে ক'বে পিতাকে বধ ক'বেছি। আপনি আশ্রমে ফিরে গিয়ে আমার হয়ে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত ক'বুন, আমি একাকী এই যজ্ঞ সম্পন্ন ক'বতে পারব। অর্বাবসু সম্মত হয়ে আশ্রমে গেলেন এবং প্রায়শ্চিত্তের পব যজ্ঞস্থানে ফিবে এলেন। তখন পবাবসু হৃষ্ট হয়ে রাজা বৃহদ্দ্যুম্নকে বললেন, এই ব্রহ্মহত্যাকাবী যেন আপনার যজ্ঞ না দেখে ফেলে, তা হ'লে আপনার অনিষ্ট হবে। রাজা অর্বাবসুকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ভূতাদেব আজ্ঞা দিলেন। অর্বাবসু বার বাব বললেন, আমার এই ভ্রাতাই ব্রহ্মহত্যা ক'বেছে, আমি তাকে সেই পাপ থেকে মুক্ত ক'বেছি। তাঁর কথায় কেউ বিশ্বাস করলে না দেখে অর্বাবসু বনে গিয়ে সূর্যের আরাধনায় নিবত হলেন। মূর্তিমান সূর্য ও অন্যান্য দেবগণ প্রীত হয়ে অর্বাবসুকে সংবর্ধনা এবং পরাবসুকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অর্বাবসুর প্রার্থনায় দেবগণ বর দিলেন, তাব ফলে বৈভ্য ভরম্বাজ ও যবক্রীত পুনর্জীবিত হলেন, পরাবসুর পাপ দূর হ'ল, বৈভ্য বিস্মৃত হলেন যে পরাবসু তাঁকে হত্যা ক'রেছিলেন, এবং সূর্যমন্দের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

জীবিত হয়ে যবক্রীত দেবগণকে বললেন, আমি বেদাধ্যায়ী তপস্বী ছিলাম তথাপি রৈভ্য আমাকে কি ক'রে বধ ক'বতে পারলেন? দেবতারা বললেন, তুমি গব্দের সাহায্য না নিষে (কেবল তপস্যাব প্রভাবে) বেদপাঠ ক'রেছিলেন, আর রৈভ্য



অতি কষ্টে গদ্বদেবের তুষ্ট করে দীর্ঘকালে বেদজ্ঞান লাভ করেছিলেন, সেজন্য তাঁর জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

### ৩১। নরকাসুদ্র—বরাহরূপী বিষ্ণু—বদরিকাশ্রম

উশীরবীজ ও মৈনাক পর্বত, শ্বেতগিরি এবং কালশৈল অতিক্রম করে যদুধিষ্ঠিরাদি সন্তধারা গঙ্গার নিকট উপস্থিত হলেন। লোমশ বললেন, এখন আমবা মণিভদ্র ও যক্ষবাজ কুবেরের স্থান কৈলাসে যাব। সেই দুর্গম প্রদেশ গন্ধর্ব কিম্বর যক্ষ ও রাক্ষসগণ কর্তৃক বান্ধিত, তোমরা সতর্ক হয়ে চল। যদুধিষ্ঠির বললেন, ভীম, তুমি দ্রৌপদী ও অন্য সকলের সঙ্গে এই গঙ্গাম্বাবে অপেক্ষা কর, কেবল আমি নকুল ও মহাতপা লোমশ এই তিনজন লঘু আহার করে ও সংযত হয়ে এই দুর্গম পথে যাত্রা করব। ভীম বললেন, অর্জুনকে দেখবার জন্য দ্রৌপদী এবং আমরা সকলেই উৎসুক হয়ে আছি। এই বান্ধসংকুল দুর্গম স্থানে আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। পাণ্ডালী বা নকুল-সহদেব যেখানে চলতে পারবেন না সেখানে আমি তাঁদের বহন করে নিয়ে যাব। দ্রৌপদী সহাস্যে বললেন, আমি চলতে পারব, আমার জন্য ভেবো না।

যদুধিষ্ঠিবাদি সকলে পদলিন্দরাজ সুবাহুবিশাল রাজ্যে উপস্থিত হলেন এবং সসম্মানে গৃহীত হয়ে সেখানে সুখে রাশিষাপন করলেন। পবুদিন সূর্যোদয় হলে পাচক ও ভৃত্যদের পদলিন্দবাজের নিকটে বেখে তাঁরা পদরজে হিমালয় পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে এক স্থানে এসে লোমশ বললেন, দূরে ওই যে কৈলাসশিখরতুল্য সুবিশাল সুদৃশ্য স্তূপ দেখছ তা নরকাসুদ্রের অস্থি। নবকাসুদ্র তপস্যার প্রভাবে ও বাহুবলে দুর্ধর্ষ হয়ে দেবগণের উপর উৎপীড়ন করত। ইন্দ্রের প্রার্থনায় বিষ্ণু হস্তম্বারা স্পর্শ করে সেই অসুরের প্রাণহরণ করেন।

তাব পব লোমশ বরাহরূপী বিষ্ণুর এই আখ্যান বললেন। — সত্যযুগে এক ভয়ংকর কালে আদিদেব বিষ্ণু যমের কার্য করতেন। তখন কেউ মরত না, কেবল জন্মগ্রহণ করত। পশু পক্ষী মানুষ প্রভৃতির সংখ্যা এত হ'ল যে তাদের গুরুভারে বসুন্তমতী শত যোজন নিম্নে চলে গেলেন। তিনি সর্বাপ্তে ব্যথিত হয়ে বিষ্ণু শরণাপন্ন হলেন। তখন বিষ্ণু রক্তনয়ন একদন্ত ভীষণাকার বরাহের রূপে পৃথিবীকে দন্তে ধারণ করে শত যোজন উর্ধ্ব তুললেন। চরাচর সংক্ষোভিত হ'ল,

দেবতা ঋষি প্রভৃতি সকলেই কম্পিত হয়ে ব্রহ্মার নিকটে গেলেন, ব্রহ্মা আশ্বাস দিয়ে তাঁদের ভয় দূর করলেন।

পাণ্ডবগণ গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হ'লে প্রবল 'ঋতুর্ভিষ্ট' হ'তে লাগল, সকলে ভীত হয়ে বৃক্ষ বক্ষ্মীকস্তূপ প্রভৃতির নিকট আশ্রয় নিলেন। দুর্যোধন গেলেন গেলে তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। এক ক্রোশ গিয়ে দ্রৌপদী শ্রান্ত ও অবশ হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেলেন। যদুধিষ্ঠির তাঁকে কোলে নিয়ে বিলাপ কবতে লাগলেন — আমি পাপী, আমার কর্মের ফলেই ইনি শোকে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ভূপতিত হয়েছেন। ধোঁয়া প্রভৃতি ঋষিগণ শান্তিব জন্য মন্ত্র জপ করলেন, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে মৃগচর্মের উপর শাইয়ে নানাপ্রকারে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। যদুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, তুমি যাবত দূর্গম গিবিপথে দ্রৌপদী কি ক'রে যাবেন? ভীম স্মরণ কবা মাত্র মহাবাহু ঘটোৎকচ সেখানে এসে কবজোড়ে বললেন, আজ্ঞা কবুন কি কবতে হবে। ভীম বললেন, বৎস, তোমার মাতা পবিত্রান্ত হয়েছেন, একে বহন ক'বে নিয়ে চল। তুমি একে স্কন্ধে নিয়ে আমাদের নিকটবর্তী হ'য়ে আকাশমার্গে চল, যেন এ'ব কষ্ট না হয়।

ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে বহন ক'বে নিয়ে চললেন, তাঁর অনুচর বাস্কসবা পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণদেব নিয়ে চলল, কেবল মহর্ষি লোমশ নিজের প্রভাবে সিন্ধুমার্গে স্বিতীয় ভাস্কবেব ন্যায় অগ্রসব হলেন। অনন্তর তাঁরা নবনাবাঘণেব রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেখানকার মহর্ষিগণ যদুধিষ্ঠিবাদিকে সাদরে গ্রহণ ক'বে যথাবিধি অতিথিসৎকাৰু কবলেন।

তস্মিন্ বিহবমাশাচ্চ পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণা।  
 মনোজ্ঞে কাননবরে সর্বতু'কুসুমোজ্জ্বলে ॥  
 পাদপৈঃ পদ্পবিকটৈঃ ফলভাবাবনামিভিঃ।  
 শোভিতে সর্বতো রম্যো পদংস্কেকিলকুলাষুদৈঃ ॥  
 দিব্যপদ্পসমাকীর্ণাং মনঃপ্রীতিবিবৰ্ধনীম্।  
 বীক্ষমাণা মহাত্মানো বিশালাং বদরীমন্দ্র ॥  
 তস্মিন্ দেবর্ষিচরিতে দেশে পরমদুর্গমে।  
 ভাগীবথুপদ্যজলে তপস্যাশ্রিত্তরে পিতৃন ॥

—সেই মনোজ্ঞ কানন সর্ব ঋতুর কুসুমে উজ্জ্বল, সেখানকার বৃক্ষসমূহ বিকশিত পদ্পে ভূষিত, ফলভারে অবনত, এবং পদংস্কেকিল-সমাকুল। দ্রৌপদীর

সহিত পাণ্ডবগণ বিচরণ করতে করতে দিব্যপদ্পসমাকীর্ণা মনের আনন্দবর্ধনী বিশালা বদরীতে এলেন। দেবঋষি-সেবিত পরমদুর্গম সেই দেশে ভাগীরথীর পদ্যজলে তাঁরা পিতৃগণের তর্পণ করলেন।

### ৩২। সহস্রদল পক্ষ — ভীম-হনুমান-সংবাদ

অর্জুনের প্রতীক্ষায় পাণ্ডবগণ ছ বারি শূন্যভাবে বদরিকাশ্রমে বাস করলেন। একদিন উত্তরপূর্ব দিক থেকে বায়ুদ্বাবা বাহিত একটি সহস্রদল পক্ষ দেখে দ্রৌপদী ভীমকে বললেন, দেখ, এই দিব্য পক্ষটি কি সুন্দর ও সুগন্ধ! আমি ধর্মবাজকে এটি দেব। ভীম, আমি যদি তোমার প্রিয়া হই তবে এইপ্রকার বহু পক্ষ সংগ্রহ করে নিয়ে এস, আমি কাম্যক বনে নিয়ে যাব। এই বলে দ্রৌপদী পক্ষটি নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে কাছে গেলেন, ভীমও ধনুর্বাণহস্তে পক্ষবনের সম্মুখে যাত্রা করলেন।

ভীম মনোহর গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন এবং আনন্দিতমনে লতাসমূহ সঞ্চালিত ক'বে যেন খেলা কবতে কবতে চললেন। ভয়শূন্য হরিণের দল ঘাস মূখে ক'বে তাঁর দিকে সকৌতুকে চেয়ে বইল। যক্ষ ও গন্ধর্ব বমণীয়া পতিব পার্শ্ব ব'সে পবন বৃপবান দীর্ঘকায় কাণ্ডবগণ ভীমকে অদৃশ্যভাবে নানা ভঙ্গী সহকারে দেখতে লাগল। বনচর ববাহ মহিষ সিংহ ব্যাঘ্র শৃগাল প্রভৃতিকে সন্দেহ করে চলতে চলতে ভীম গন্ধমাদনের সানুদেশে এক রমণীয় সুবিশাল কদলীবন দেখতে পেলেন। তিনি গর্জন ক'বে কদলীতব্দ উৎপাটিত করতে লাগলেন, সহস্র সহস্র জলচর পক্ষী ভয় পেয়ে আত্মপক্ষে আকাশে উড়তে লাগল। তাদের অনুসরণ করে তিনি পক্ষ ও উৎপল সমন্বিত একটি বমণীয় বিশাল সবোববে উপস্থিত হলেন এবং উদ্দাম মহাগজের ন্যায় বহুক্ষণ জলক্লীড়া ক'বে তীরে উঠে তাল ঠুকে শঙ্খধ্বনি করলেন। সেই শব্দ শুনে পর্বতগুহায় স্তম্ভ সিংহসকল গর্জন করে উঠল এবং সিংহনাদে হস্ত হয়ে হস্তীদলও উচ্চ রব করতে লাগল।

হনুমান সেখানে ছিলেন। ভ্রাতা ভীমসেন স্বর্গের পথে এসে পড়েছেন দেখে তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য হনুমান কদলীতরুর মধাবতী পথ রুদ্ধ করলেন। সেই সংকীর্ণ পথ দিয়ে কেবল একজন চলতে পারে। হনুমান সেখানে শূন্যে পড়ে হাই তুলে তাঁর বিশাল লাঙ্গুল আক্ষেপিত কবতে লাগলেন, তাব শব্দ পর্বতের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হ'ল। সেই শব্দ শুনে ভীমের বোমাণ্ড হ'ল, তিনি নিকটে এসে

দেখলেন, কদলীবনের মধ্যে এক বিশাল শিলার উপরে হনুমান শূন্যে আছেন, তিনি বিদ্রুৎসম্পাতের ন্যায় দর্শনীরক্ষা পিঙ্গলবর্ণ ও চঞ্চল। তাঁর গ্রীবা স্থূল ও খর্ব, কাটদেশ ক্ষীণ, ওষ্ঠস্বয় হ্রস্ব, জিহ্বা ও মূখ তাম্রবর্ণ, শ্রু চঞ্চল, দন্ত শূক্ৰ ও তীক্ষ্ণ, তিনি স্বর্গের পথ রোধ করে হিমাচলের ন্যায় বিরাজ করছেন। ভীম নিভয়ে হনুমানের কাছে গিয়ে ঘোর সিংহনাদ করলেন। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত করে হনুমান ভীমের দিকে অবজ্ঞাভাবে চাইলেন এবং একটু হেসে বললেন, আমি রুগ্ম, সুখে নিদ্রামগ্ন ছিলাম, কেন আমাকে জাগালো? আমি তিৰ্গ্ণ্যোনি, ধর্ম জানি না, কিন্তু তুমি তো জান যে সকল প্রাণীকেই দয়া করা উচিত। তুমি কে, কোথায় যাবে? এই পথ দেবলোকে যাবার, মানুষ্যের অগম্য।

ভীম নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তুমি কে? হনুমান বললেন, আমি বানর, তোমাকে পথ ছেড়ে দেব না। ভাল চাও তো নিবৃত্ত হও, নতুবা তোমাব মৃত্যু হবে। ভীম বললেন, মৃত্যুই হ'ক বা যাই হ'ক, তুমি ওঠ, পথ ছেড়ে দাও, তাহলে আমিও তোমাব হানি করব না। হনুমান বললেন, আমি রুগ্ম, ওঠবার শক্তি নেই, যদি নিতান্তই যেতে চাও তো আমাকে ডিঙিয়ে যাও। ভীম বললেন, নিগূন পরমাত্মা দেহ ব্যাপ্ত করে আছেন, তাঁকে অবজ্ঞা করে আমি তোমাকে ডিঙিয়ে যেতে পারি না, নতুবা হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন কবেছিলেন সেইরূপ আমিও তোমাকে লঙ্ঘন করতাম। হনুমান বললেন, কে সেই হনুমান? ভীম বললেন, তিনি আমার ভ্রাতা, মহাগুণবান বুদ্ধিমান ও বলবান, রামাযগোক্ত অতি বিখ্যাত বানবশ্রেষ্ঠ। আমি তাঁবই তুল্য বলশালী, তোমাকে নিগূহীত করবার শক্তি আমার আছে। তুমি পথ দাও, নয়তো যমালয়ে যাবে। হনুমান বললেন, বার্থক্যের জন্য আমার ওঠবার শক্তি নেই। তুমি দয়া কর, আমার লাগুলাটি সবিধে গমন কর।

বানরটাকে যমালয়ে পাঠাবেন স্থির করে ভীম তার পদুচ্ছ ধরলেন, কিন্তু নড়াতে পাবলেন না। তিনি দ্রু হাত দিয়ে ধবে তোলবার চেষ্টা কবলেন, তাঁব চক্ষু বিস্ফারিত হ'ল, ঘর্মপ্লাব হ'তে লাগল, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। তখন তিনি অধোবদনে প্রণাম করে কৃতাজলি হয়ে বললেন, কর্পিশ্রেষ্ঠ, প্রসন্ন হ'ন, আমার কটুবাক্য ক্ষমা করুন। আমি শরণাপন্ন হয়ে শিষ্যের ন্যায় প্রশ্ন করছি — আপনি কে?

হনুমান তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, রাজ্যলাভের পর রাম আমাকে এই বর দিয়েছিলেন যে, তাঁব কথা যত দিন জগতে প্রচলিত থাকবে তত দিন আমি জীবিত থাকব। সীতার বরে সর্বপ্রকাব দিব্য ভোগ্যবস্তু আমি ইচ্ছা করলেই উপস্থিত হয়। কুরূদন্দন, এই দেবপথ মানুষ্যেব অগম্য সেজন্যই আমি বোধ করেছিলাম।

তুমি যে পশ্চিমের সম্মুখে এসেছ তার সরোবর নিকটেই আছে। ভীম হৃষ্ট হয়ে বললেন, আমার চেয়ে ধন্যতর কেউ নেই, কারণ আপনার দর্শন পেয়েছি। বীর, সমুদ্রলঙ্ঘনের সময় আপনার যে রূপ ছিল তাই দেখিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন। হনুমান ভীমের প্রার্থনা পূরণ করলেন, তাঁর সেই আশ্চর্য ভীষণ বিন্যাসপর্বততুল্য দেহ দেখে ভীম রোমাঞ্চিত হয়ে বললেন, প্রভু, আপনার বিপুল শরীর দেখলাম, এখন সংকুচিত করুন। আপনি পার্শ্ব থাকতে রাম স্বয়ং কেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন? আপনি তো নিজের বাহুবলেই রাবণকে সদলবলে ধ্বংস করতে পারতেন। হনুমান বললেন, তোমার কথা যথার্থ, রাবণ আমার সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু আমি তাঁকে বধ করলে রামের কীর্তি নষ্ট হ'ত। ভীম, এই পশ্চিমবনে যাবার পথ, এখান দিয়ে গেলে তুমি কুবেরের উদ্যান দেখতে পাবে, কিন্তু তুমি বলপ্রয়োগ ক'বে পদ্পচয়ন ক'রো না।

হনুমান তাঁর দেহ সংকুচিত করে ভীমকে আলিঙ্গন করলেন। ভীমের সকল শ্রম দূর হ'ল, তাঁর বোধ হ'ল তিনি অত্যন্ত বলশালী হয়েছেন। হনুমান বললেন, কুলতীপুত্র, যদি চাও তবে আমি ক্ষুদ্র ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের সংহার করব, শিলার আঘাতে হস্তিনাপুত্র বিমর্দিত করব। ভীম বললেন, মহাবাহু, আপনার প্রসাদেই আমবা শত্রুজয় করব। হনুমান বললেন, তুমি যখন যুদ্ধে সিংহনাদ কববে তখন আমিও তার সঙ্গে আমার কণ্ঠস্বর যোগ কবব; আমি অর্জুনের ধ্বজের উপরে বসে প্রাণান্তকর দারুণ নিনাদ করব; তাতে তোমবা অনায়াসে শত্রুবধ করতে পারবে। এই বলে হনুমান অন্তর্হিত হলেন।

### ৩৩। ভীমের পশ্চিমসংগ্রহ

ভীম গন্ধমাদনের উপর দিয়ে হনুমানের প্রদর্শিত পথে যাত্রা করলেন। দিনশেষে তিনি বনমধ্যে হংস কারণ্ডব ও চক্রবাকে সমাকীর্ণ একটি বৃহৎ নদী দেখতে পেলেন, তার জল অতি নিম্নল এবং পরম সুন্দর স্বর্ণময় দিব্য পশ্বে আচ্ছন্ন। এই নদী কৈলাশশিখর ও কুবেরভবনের নিকটবর্তী, ক্রোধবশ নামক বান্ধসগণ তা রক্ষা করে। মৃগচর্মধারী স্বর্ণাঙ্গদভূষিত ভীম নিঃশঙ্কচিত্তে খড়্গ-হস্তে পশ্ম নিতে আসছেন দেখে বান্ধসগণ তাঁকে প্রশ্ন করলে, মনুবেশধারী অশচ সশস্ত কে তুমি? ভীম তাঁর পরিচয় দিয়ে জানালেন যে তিনি দ্রৌপদীর জন্য পশ্ম নিতে এসেছেন। বান্ধসরা বললে, এখানে কুবের ক্রীড়া করেন, মানুষ এখানে আসতে

পারে না। যক্ষরাজের অনর্দমতা না নিয়ে যে আসে সে বিনষ্ট হয়। তুমি ধর্মরাজের, ভ্রাতা হয়ে সবলে পশ্ম হরণ করতে এসেছ কেন? ভীম বললেন, যক্ষপতি কুবেরকে তো এখানে দেখাছি না, আর তাঁর দেখা পেলেও আমি অনর্দমতা চাইতে পারি না, কারণ ক্ষত্রিয়রা প্রার্থনা করেন না, এই সনাতন ধর্ম। তা ছাড়া এই নদীর উৎপত্তি পর্বতনিবাস থেকে, কুবেরভবনে নয়, সকলেরই এতে সমান অধিকার।

নিষেধ অগ্রাহ্য করে ভীম জলে নামছেন দেখে রাক্ষসবা তাঁকে মারবার জন্য ধাবিত হ'ল। শতাধিক রাক্ষস ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হ'ল, আব সকলে কৈলাস পর্বতে পালিয়ে গেল। ভীম তখন নদীতে নেমে অমৃততুল্য জল পান করলেন এবং পশ্মতরু উৎপাটিত করে অনেক পশ্ম সংগ্রহ কবলেন। পরাজিত রাক্ষসদের কাছে সমস্ত শূনে কুবের হেসে বললেন, আমি সব জানি, কৃষ্ণার জন্য ভীম ইচ্ছামত পশ্ম নিন।

সেই সময়ে বদরিকাশ্রমে বালুকাময় খবস্পর্শ বায়ু বইতে লাগল, উল্কাপাত হ'ল, এবং অন্যান্য দুর্লক্ষণ দেখা গেল। বিপদের আশঙ্কায় যদুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, ভীম কোথায়? দ্রৌপদী জানালেন যে ভীম তাঁর অনুরোধে পশ্ম আনতে গেছেন। যদুধিষ্ঠির বললেন, আমরাও শীঘ্র সেখানে যাব। তখন ঘটোৎকচ তাঁর অনুচরদের সাহায্যে যদুধিষ্ঠিরাদি, দ্রৌপদী, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদেব বহন করে ভীমের নিকট উপস্থিত হলেন। যদুধিষ্ঠির দেখলেন, অনেক যক্ষ নিহত হয়ে পড়ে আছে, ক্রুদ্ধ ভীম স্তম্ভনয়নে ওষ্ঠ দংশন করে গদা তুলে নদীতীরে দাঁড়িয়ে আছেন। যদুধিষ্ঠির বললেন, ভীম, একি করেছে? এতে দেবতার অসন্তুষ্টি হবেন, আর এমন করে না। সেই সময়ে উদ্যানরাক্ষসগণ এসে সকলকে প্রণাম করল। যদুধিষ্ঠির সেই রাক্ষসদের সান্ত্বনা দিলে তারা কুবেরের কাছে ফিরে গেল।

পাণ্ডবগণ অর্জুনের প্রতীক্ষায় গন্ধমাদনের সেই সানুদেশে কিছুকাল স্নেহে যাপন করলেন। তার পর একদিন যদুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, মহাত্মা লোমশ আমাদের বহু তীর্থ দেখিয়েছেন, বিশালা বদরী এবং এই দিব্য নদীও আমরা দেখেছি, এখন কোন্ উপায়ে আমরা কুবেরভবনে যাব তা ভেবে দেখ। এই সময়ে আকাশবাণী হ'ল—এখান থেকে কেউ সেখানে যেতে পারে না। আপনি বদরিকাশ্রমে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে বৃষপর্বার আশ্রয় হয়ে, আর্ষ্টষেণের আশ্রয় যান, তা হ'লে কুবেরভবন দেখতে পাবেন। আকাশবাণী শূনে সকলে বদরিকাশ্রম ফিরে গেলেন।

## ॥ জটাসূরবধপৰ্বাধ্যায় ॥

### ৩৪। জটাসূরবধ

জটাসূর নামে এক রাক্ষস ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পাণ্ডবদের সঙ্গে বাস করত। সৰ্বশাস্ত্রজ্ঞ উত্তম ব্রাহ্মণ বলে সে নিজের পরিচয় দিত, যদ্বিধিষ্ঠির অসামান্য মনে সেই পাপীকে পালন বরতেন। একদিন ভীম মৃগয়ায় গেছেন, ঘটোৎকচ ও তাঁব অনূচর রাক্ষসরাও আশ্রমে নেই, এবং লোমশ প্রভৃতি মহর্ষিরা ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন, এই সুযোগে জটাসূর বিকট রূপ ধারণ করে যদ্বিধিষ্ঠির নকুল সহদেব দ্রোণদী এবং পাণ্ডবদের সমস্ত অস্ত্র হরণ করে নিয়ে চলল। সহদেব বিশেষ চেষ্টা ক'বে তার বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন এবং খড়্গ কোষমুক্ত ক'বে উচ্চকণ্ঠে ভীমকে ডাকতে লাগলেন। যদ্বিধিষ্ঠির জটাসূরকে বললেন, দ্রুত যুদ্ধ, তুমি আমাদের আশ্রমে সসম্মানে বাস ক'রে এবং আমাদের অন্ন খেয়ে কেন আমাদের হরণ করছ? দ্রোণদীকে স্পর্শ করার ফলে তুমি কলসাস্থিত বিষ আলোড়ন ক'রে পান করেছ।

যদ্বিধিষ্ঠির নিজেকে গদব্দভার করলেন, তাতে রাক্ষসের গতি মন্দীভূত হ'ল। সহদেব বললেন, মহারাজ, আমি এর সঙ্গে যুদ্ধ করব, সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি একে বধ করতে না পারি তবে আমি নিজেকে ক্ষত্রিয় বলব না। সহদেব যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন এমন সময়ে গদাস্থিত ভীম সেখানে এলেন। ভীম রাক্ষসকে বললেন, পাপী, তুমি যখন আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নিরীক্ষণ করতে তখনই তোমাকে আমি চিনেছিলাম, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণবেশী অতিথি হয়ে আমাদের প্রিয়কার্য করতে এজন্য বিনা অপরাধে তোমাকে বধ ক'বি নি। তুমি এখন কালসূত্রে বন্ধ মৎস্যের ন্যায় দ্রোণদীবৃন্দ বড়িশ গ্রাস করেছে। বক আর হিড়িম্ব রাক্ষস যেখানে গেছে তুমিও সেখানে যাবে। জটাসূর যদ্বিধিষ্ঠিরাদিকে ছেড়ে দিয়ে ভীমকে বললে, তুমি যেসব রাক্ষস বধ করেছে আজ তোমার রক্তে তাদের তর্পণ করব।

ভীম ও জটাসূরের দারুণ বাহুযুদ্ধ হ'তে লাগল। নকুল-সহদেব সাহায্য কবতে এলে ভীম তাঁদের নিরস্ত ক'রে সহাস্য বললেন, আমি একে মারতে পারব, তোমরা দাঁড়িয়ে দেখ। ভীমের যদ্বিষ্ঠির আঘাতে রাক্ষস ক্রমশ শ্রান্ত হয়ে পড়ল, তখন ভীম তার সর্বাঙ্গ নিষ্পেষ্ট ক'রে চূর্ণ ক'রে দিলেন, বহুতৃপ্ত ফলের ন্যায় তার মস্তক ছিন্ন হয়ে ভূপতিত হ'ল।

## ॥ যক্ষযুদ্ধপৰ্বাধ্যায় ॥

### ৩৫। ভীমের সহিত যক্ষরাক্ষসাদির যুদ্ধ

বদরিকাপ্রসঙ্গে বাস কালে একদিন যুদ্ধার্থিতর বললেন, আমাদের বনবাসকালের চার বৎসর নিরাপদে অতীত হয়েছে। অস্থায়ীক্ষার জন্য সদুরলোকে যাবার সময় অর্জুন বলেছিলেন যে পঞ্চম বৎসর প্রায় পূর্ণ হ'লে তিনি কৈলাস পর্বতে আমাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবেন। অতএব আমরা কৈলাসে গিয়েই তাঁর প্রতীক্ষা করব।

যুদ্ধার্থিতরাদি, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ এবং ঘটোটকচ ও তাঁর অনুচরগণ সতর দিনে হিমালয়েব পৃষ্ঠদেশে উপস্থিত হলেন। তার পর তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতের নিকটে রাজর্ষি বৃষপর্বর পবিত্র আশ্রমে এলেন। সেখানে সাত রাত্রি সন্ধ্যা বাস করার পব অতিরিক্ত পরিচ্ছদ আভরণ ও যজ্ঞপাত্র বৃষপর্বর কাছে রেখে তাঁরা উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। পান্ডবদের সহচর ব্রাহ্মণগণ বৃষপর্বর আশ্রমেই রইলেন। যুদ্ধার্থিতরবাদি, দ্রোণদী, লোমশ ও ধৌম্য চতুর্থ দিনে কৈলাস পর্বতের নিকটস্থ হলেন। তার পর তাঁরা মালাবান পর্বত অতিক্রম ক'বে রমণীয় গন্ধমাদন পর্বতে রাজর্ষি আশ্রিত্র্ষণের আশ্রমে এলেন। উগ্রতপা কৃশকায় সর্বধর্মজ্ঞ আশ্রিত্র্ষণ তাঁদের সাদরে গ্রহণ ক'রে বললেন, বৎস যুদ্ধার্থিতর, তোমরা এখানেই অর্জুনের জন্য অপেক্ষা কর। পান্ডবগণ সদৃশ্যাদ্ ফল, বাণহত মৃগের পবিত্র মাংস, পবিত্র মধু, এবং মৃনিগণের অন্যান্য খাদ্য খেয়ে এবং লোমশের মৃখে বিবিধ কথা শ্রুনে বনবাসের পঞ্চম বর্ষ যাপন করলেন।

ঘটোটকচ তাঁর অনুচরদের সঙ্গে চ'লে গেলেন। একদিন দ্রোণদী ভীমকে বললেন, তোমার ভ্রাতা অর্জুন খান্ডবদাহকালে গন্ধর্ব নাগ রাক্ষস এবং ইন্দ্রকেও নিবারণ করেছিলেন। তিনি দারুণ মায়াবীদের বধ করেছেন, গান্ডীব খনুও লাভ করেছেন। তোমারও ইন্দ্রের ন্যায় তেজ ও অজেয় বাহুবল আছে। তুমি এখানকার রাক্ষসদের বিতাড়িত ক'রে দাও, আমরা সকলে এই রমণীয় পর্বতের উপবিভাগ দেখব।

মহাবৃষ যেমন প্রহার সহিতে পারে না, ভীম সেইরূপ দ্রোণদীর তিরস্কারতুল্য বাক্য সহিতে পারলেন না, সশস্ত্র হয়ে পর্বতশৃঙ্গে উঠলেন। সেখান থেকে তিনি কুবেরভবন দেখতে পেলেন। তার প্রাসাদসমূহ কাঞ্চন ও স্ফটিকে নির্মিত, সর্বাঙ্গ সুবর্ণপ্রাচীরে বেষ্টিত এবং নানাপ্রকার উদ্যানে শোভিত। ক্রীড়াক্ষণ বিষয়মানে নিশ্চল হয়ে কুবেরপদুরী দেখে ভীম শঙ্খধ্বনি ও জ্যানিঘোষ



ক'রে করতালি দিলেন। শব্দ শ্রুনে যক্ষ রাক্ষস ও গন্ধর্বগণ বেগে আক্রমণ করতে এল। ভীমের অস্ত্রাঘাতে অনেকে বিনষ্ট হ'ল, অবশিষ্ট সকলে পালিয়ে গেল। তখন কুবেরসখা মণিমান নামক মহাবল রাক্ষস শক্তি শ্রু ও গদা নিয়ে যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু ভীম তাঁকেও গদাঘাতে বধ করলেন।

যুদ্ধের শব্দ শ্রুনে যুদ্ধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে আর্টিষ্ট্রেষণের কাছে রেখে নকুল-সহদেবের সঙ্গে সশস্ত্র হয়ে পর্বতের উপরে উঠলেন। মহাবাহু ভীম বহু রাক্ষস সংহার ক'রে ধনু আর গদা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে যুদ্ধিষ্ঠির তাঁকে আলিঙ্গন ক'বে বললেন, ভীম, তুমি হঠকারিতার বশে অকারণে রাক্ষস বধ করেছ, তাতে দেবতারা ক্রুদ্ধ হবেন। এমন কার্য আর ক'রো না।

ভীম দ্বিতীয়বার রাক্ষসদের বধ করেছেন শ্রুনে কুবের ক্রুদ্ধ হয়ে পদ্পক বিমানে গন্ধমাদন পর্বতে এলেন। পান্ডবগণ বোমার্গিত হয়ে যক্ষ-বাক্ষস-পরিবেষ্টিত প্রিয়দর্শন কুবেরকে দেখতে লাগলেন। কুবেরও খড়্গধনুর্ধারী মহাবল পান্ডবগণকে দেখে এবং তাঁরা দেবতাদের প্রিয়কার্য করবেন জেনে প্রীত হলেন। যুদ্ধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব কুবেরকে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের অপরাধী মনে ক'রে কৃতাজলি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীম খড়্গ ও ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে কুবেরকে দেখতে লাগলেন।

কুবের যুদ্ধিষ্ঠিরকে বললেন, তুমি প্রাণিগণের হিতে রত তা সকলেই জানে; তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে তুমি নির্ভয়ে এই পর্বতের উপরে বাস কর। ভীমের হঠকারিতার জন্য ক্রুদ্ধ বা লজ্জিত হয়ো না, এই যক্ষ-রাক্ষসদের বিনাশ হবে তা দেবতারা পূর্বেই জানতেন। তার পব কুবের ভীমকে বললেন, বৎস, তুমি দ্রৌপদীর জন্য আমাকে ও দেবগণকে অগ্রাহ্য ক'রে এই যে সাহসের কাজ করেছ তাতে আমি প্রীত হযোঁছি, তুমি আমাকে শাপমুক্ত করেছ। কুশবতী নগরীতে যখন দেবগণের মন্ত্রণাসভা হয় তখন আকাশপথে সেখানে যাবার সময় আমি মহর্ষি অগস্ত্যকে দেখেছিলাম, তিনি যমুনাতীরে উগ্র তপস্যা করছিলেন। আমাব সখা বাক্ষসপতি মণিমান মর্ধ্বতা মোহ ও দর্পের বশে অগস্ত্যের মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। ক্রোধে চতুর্দিক যেন দগ্ধ ক'রে অগস্ত্য আমাকে বললেন, তোমার এই দুরাশ্রা সখা সসৈন্যে মানুষ্যের হাতে মরবে; তুমিও সৈন্যবিনাশের দগ্ধ ভোগ করবে, সেই সৈন্যহন্তা মনুষ্যকে দেখে পাপমুক্ত হবে।

তার পর কুবের যুদ্ধিষ্ঠিরকে বললেন, এই ভীমসেন ধর্মজ্ঞানহীন, গর্বিত, স্রালবদ্বিশি, অসাহস্ক ও ভয়শূন্য; একে তুমি শাসনে রেখো। রাজর্ষি আর্টিষ্ট্রেষণের

আশ্রমে ফিরে গিয়ে তুমি সেখানে কৃষ্ণপক্ষ যাপন করো, আমার নিযুক্ত গন্ধর্ব্ব ষষ্ঠ ক্রমর ও পর্বতবাসিগণ তোমাদের রক্ষা করবে এবং খাদ্যাপানীয় এনে দেবে। কুবেরকে প্রণাম করে ভীম তাঁর শক্তি গদা খড়্গ ধনু প্রভৃতি অস্ত্র সমর্পণ করলেন। শরণাগত ভীমকে কুবের বললেন, বৎস, তুমি শত্রুগণের গৌরব নাশ কব, সুহৃদগণের আনন্দ বর্ধন কর। এই গন্ধমাদন পর্বতে সকলে নির্ভয়ে বাস কর। অর্জুন শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এই বলে কুবের অন্তহিত হলেন।

### ॥ নিবাতকবচযুদ্ধপর্বাদ্যায় ॥

#### ৩৬। অর্জুনের প্রত্যাবর্তন — নিবাতকবচ ও হিরণ্যপদুরের বৃত্তান্ত

একমাস পবে একদিন পাণ্ডবগণ দেখলেন, আকাশ আলোকিত ক'বে ইন্দ্রের বিমান আসছে, মাতলি তা চালাচ্ছেন, ভিতবে কিবীটমালাধারী অর্জুন নব-আভরণে ভূষিত হয়ে বসে আছেন। বিমান থেকে নেমে অর্জুন পদবোহিত ধৌম্য, যদুধিষ্ঠির ও ভীমের চরণবন্দনা করলেন। পাণ্ডবগণ কর্তৃক সংকৃত হয়ে মাতলি বিমান নিয়ে ইন্দ্রলোকে ফিরে গেলেন।

প্রিয়া দ্রৌপদীকে ইন্দ্রদত্ত বিবিধ মহামূল্য অলংকার উপহার দিয়ে অর্জুনের তাঁবু প্রাভাত ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে এসে বসলেন এবং সদ্বলোকে বাস ও অস্ত্রশিক্ষার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বললেন। পরদিন প্রভাতকালে উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্র পাণ্ডবদের নিকট উপস্থিত হয়ে যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, তুমি পৃথিবী শাসন করবে, এখন তোমরা কাম্যকবনে ফিরে যাও। অর্জুন সর্বাধিক অস্ত্র লাভ করেছেন, আমার প্রিয়কার্যও করেছেন। এখন ত্রিভুবনের লোকেও কে জয় করতে পারবে না। ইন্দ্র চলে গেলে যদুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন তাঁর যাত্রা ও সদ্বলোকবাসের ঘটনাবলী সবিস্তারে জানিয়ে নিবাতকবচবধের এই বৃত্তান্ত বললেন। —

আমার অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হ'লে দেবরাজ বললেন, তোমার এখন গদরদক্ষিণা দেবার সময় এসেছে। ৬ মাস শত্রু নিবাতকবচ নামক তিন কোটি দানব সমুদ্রমধ্যস্থ দূর্গে বাস করে, তারা রূপে ও বিক্রমে সমান। তুমি তাদের বধ কর, তা হ'লেই তোমার গদরদক্ষিণা দেওয়া হবে।

কিরীট-কবচে ভূষিত হয়ে গান্ধীবধন নিয়ে আমি ইন্দ্রের রথে যাত্রা করলাম। অবিলম্বে মাতলি আমাকে সমুদ্রস্থ দানবনগরে নিয়ে এলেন। সহস্র

সহস্র নিবাতকবচ নামক দানব লৌহময় মহাশূলে গদা মৃশল খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে বিকৃত বাদ্যধ্বনি ক'রে আমাকে আক্রমণ করলে। তুমুল যুদ্ধে অনেক দানব আমাব অস্ত্রাঘাতে নিহত হ'ল। তার পর তারা মায়াবলে শিলা জল অগ্নি ও বায়ু বর্ষণ করতে লাগল, চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'ল। তখন আমি নিজের অস্ত্রমায়ায় দানবগণের মায়া নষ্ট করলাম। তারা অদৃশ্য হয়ে আকাশ থেকে শিলা বর্ষণ করতে লাগল, আমরা যেখানে ছিলাম সেই স্থান গুহার ন্যায় হয়ে গেল। তখন মাতালীর উপদেশে আমি দেবরাজের প্রিয় ভীষণ বজ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করলাম। পর্বতের ন্যায় বিশালকায় নিবাতকবচগণের মৃতদেহে যুদ্ধস্থান ব্যাপ্ত হ'ল, দানবরমণীগণ উচ্চস্ববে কাঁদতে কাঁদতে তাদের গৃহমধ্যে আশ্রয় নিলে। আমি মাতালিকে জিজ্ঞাসা করলাম, দানবদেব এই নগর ইন্দ্রালয়ের চেয়েও উৎকৃষ্ট, দেবতারা এখানে বাস করেন না কেন? মাতালি বললেন, এই নগর পূর্বে দেবরাজেবই ছিল, নিবাতকবচগণ ব্রহ্মার বরপ্রভাবে এই স্থান অধিকার ক'রে দেবতাদের তাড়িয়ে দেয়। ইন্দ্রের অনুযোগে ব্রহ্মা বলোছিলেন, বাসব, এই নিষ্যতি আছে যে তুমি অন্য দেহে এদেব সংহার করবে। এই কাবণেই ইন্দ্র তোমাকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন।

নিবাতকবচগণকে বিনষ্ট ক'বে যখন আমি দেবলোকে ফিরাছিলাম তখন আব একটি দীপ্তিময় আশ্চর্য নগর আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল। মাতালি বললেন, পদুমামা নামে এক দৈতনারী এবং কালকা নামে এক মহাসুরী বহু সহস্র বৎসর তপস্যা ক'রে ব্রহ্মার নিকট এই বর পায় যে তাদের পৌলোম ও কালকেয় নামক পুত্রগণ দেব রাক্ষস ও নাগের অবধ্য হবে এবং তারা এই প্রীভাময় রমণীয় আকাশচাবী নগরে বাস করবে। এই সেই ব্রহ্মার নির্মিত হিবণ্যপদুর নামক দিব্য নগর। পার্থ, তুমি এই ইন্দ্রশত্রু অসুরগণকে বিনষ্ট কর।

মাতালি আমাকে হিরণ্যপদুরে নিয়ে গেলেন। দানবগণ—আক্রমণ করলে আমি তাদের মোহগ্রস্ত ক'রে শরাঘাতে বধ করতে লাগলাম। তাদের নগর কখনও ভূতলে নামল, কখনও আকাশে উঠল, কখনও জলমধ্যে নিমগ্ন হ'ল। তার পব দানবগণ ষাট হাজার রথে চড়ে আমার দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রতিহত ক'রে যুদ্ধ করতে লাগল। আমি ভীত হয়ে দেবদেব রত্নকে প্রণাম ক'রে রৌদ্র নামে খ্যাত সর্বশত্রু-নাশক দিব্য পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হ'লাম। তখন এক আশ্চর্য পদুরে আবির্ভূত হ'ল, তার তিন মস্তক, নয় চক্ষু, ছয় হস্ত। তার কেশ সূর্য ও অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, লৌহহান মহানাগগণ তা বেঁটন ক'রে আছে। মহাদেবকে নমস্কার ক'রে আমি সেই ঘোর রৌদ্র অস্ত্র গাণ্ডীবে যোজনা ক'রে নিক্ষেপ করলাম।

তৎক্ষণাৎ সহস্র সহস্র মৃগ সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক মহিষ সর্প হস্তী প্রভৃতি এবং দেব ঋষি গন্ধর্ব পিশাচ যক্ষ ও নানাবৃন্দ অস্ত্রধারী রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণীতে সর্বস্থান ব্যাপ্ত হ'ল। গ্রিমস্তক, চতুর্দন্ত, চতুর্ভুজ ও নানারূপধারী প্রাণীগণ নিরন্তর দানবগণকে বধ করতে লাগল, আমিও শরবর্ষণ ক'রে মৃহুতমধ্যে সমস্ত দানব সংহার করলাম।

আমি দেবলোকে ফিরে গেলে মাতলির মুখে সমস্ত শ্রুত দেবরাজ আমাব বহু প্রশংসা ক'রে বললেন, পুত্র, তুমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'লে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ শকুনি ও তাঁদের সহায়ক রাজারা সকলে মিলে তোমার ষোল ভাগের এক ভাগেরও সমান হবেন না। তাব পর তিনি আমাকে এই দেহরক্ষক অভেদ্য দিব্যকবচ, হিরণ্ময়ী মালা, দেবদত্ত নামক মহারব শঙ্খ, দিব্য কিবীট এবং এই সকল দিব্য বস্ত্র ও আভরণ দান করলেন। আমি পাঁচ বৎসর সুরলোকে বাস ক'রে ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে এখন এই গন্ধমাদন পর্বতে আপনাদেব সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি।

অর্জুনের নিকট সকল বস্তুশ্রুত শ্রুত যদ্বিধিষ্টব অতিশয় আনন্দিত হলেন। পরদিন তাঁর অনুরোধে অর্জুন দিব্যাস্ত্রসমূহের প্রয়োগ দেখাবার উপক্রম করলে নদী ও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ, পর্বত বিদীর্ণ এবং বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হ'ল; সূর্য উঠলেন না, অগ্নি জ্বললেন না, ব্রাহ্মণগণ বেদ স্মরণ কবতে পারলেন না। তখন নাবদ এসে বললেন, অর্জুন, দিব্যাস্ত্র বৃথা প্রয়োগ ক'রো না, তাতে মহাদোষ হয়। যদ্বিধিষ্টব, অর্জুন যখন শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন তুমি এইসব অস্ত্রের প্রয়োগ দেখবে।

## ॥ আজগরপর্বাধ্যায় ॥

### ৩৭। আজগর, ভীম ও যদ্বিধিষ্টব

গন্ধমাদন পর্বতে কুবেরের উদ্যানে পঞ্চপান্ডব চার বৎসর সূত্রে বাস করলেন। তার পূর্বে তাঁরা ছ বৎসর বনবাসে কাটিয়েছিলেন। একদিন ভীম অর্জুন নকুল সহদেব যদ্বিধিষ্টবকে বললেন, আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও প্রীতির জন্যই আমরা দুর্যোধনকে মারতে যাই নি, মান পরিহার ক'রে সুখভোগে বঞ্চিত হয়ে বনে বিচরণ করছি। আমাদের বনবাসের একাদশ বৎসর চলছে, পরে এক বৎসর দূরদেশে অজ্ঞাতবাস করলে দুর্যোধন জানতে পারবে না। এখন এখানে নিশ্চেষ্ট হ'বে না থেকে ভবিষ্যতে শত্রুজয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত।

যদুধিষ্ঠির গন্ধমাদন পৰ্বত ছেড়ে যেতে সম্মত হলেন। ঘটোৎকচ অনুরবর্গের সঙ্গে এসে তাঁদের সকলকে বহন করে নিয়ে চললেন। লোমশ দেবলোকে ফিরে গেলেন। পাণ্ডবগণ বৃষপর্বর আশ্রমে এক রাত্রি এবং বদরিকায় এক মাস বাস করে কিরাতরাজ সুবাহুর দেশে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে ইন্দ্রসেন ও অন্যান্য ভৃত্য, পাচক, সারথি ও রথ প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে এবং ঘটোৎকচকে বিদায় দিয়ে তাঁরা যমুনার উপত্যকায় নিকট বিশাখদ্বীপ নামক বনে এলেন। এই মনোহর বনে তাঁরা এক বৎসব মৃগয়া করে কাটালেন।

একদিন ভীমসেন মৃগ বরাহ মহিষ বধ করে বনে বিচরণ করছিলেন এমন সময় এক পর্বতকন্দরবাসী হরিদবর্ণ চিত্রিতদেহ মহাকায় সর্প তাঁকে বেষ্টন করে ধরলে। অজগবের স্পর্শে ভীমের সংজ্ঞালোপ হ'ল, মহাবলশালী হয়েও তিনি নিজেকে মৃত্ত কবতে পারলেন না। ভীম বললেন, ভুজগশ্রেষ্ঠ, তুমি কে? আমি ধর্মরাজের ভ্রাতা ভীমসেন, অমৃত হস্তীর সমান বলবান, আমাকে কি করে বশে আনলে? ভীমের দুই বাহু মৃত্ত এবং তাঁর দেহ বেষ্টিত ক'বে অজগর বললে, তোমার পূর্বপুরুষ রাজর্ষি নহুষের নাম শুনে থাকবে, আমি সেই নহুষ (১), অগস্ত্যের শাপে সর্প হয়েছি। আমি বহুকাল ক্ষুধার্ত হয়ে আছি, আজ ভাগ্যক্রমে তোমাকে ভক্ষ্যরূপে পেয়েছি। ভীম বললেন, নিজের প্রাণের জন্য আমি ভাবছি না, আমার মৃত্যু হ'লে আমার ভ্রাতারা শোকে বিহ্বল ও নিরুদ্যম হবেন। রাজ্যের লোভে আমি ধর্মপরায়ণ অগ্রজকে কটুকথা বলে পীড়া দিয়েছি। আমার মৃত্যুতে হয়তো সর্বাশ্রবিং ধীমান অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হবেন না, কিন্তু মাতা কুন্তী ও নকুল-সহদেব অত্যন্ত শোক পাবেন।

সহসা নানাপ্রকার দর্শন দেখে যদুধিষ্ঠির ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভীম কোথায়। দ্রৌপদী বললেন, তিনি বহুক্ষণ পূর্বে মৃগয়া করতে গেছেন। যদুধিষ্ঠির ধোঁম্যাকে সঙ্গে নিয়ে ভীমের অন্বেষণে চললেন। মৃগয়ার চিহ্ন অনুসরণ ক'বে তিনি এক পর্বতকন্দরে এসে দেখলেন, এক মহাকায় সর্প ভীমকে বেষ্টন ক'বে রয়েছে, তাঁর নড়বার শক্তি নেই। ভীমের কাছে সব কথা শুনে যদুধিষ্ঠিব বললেন, অমিতবিক্রম সর্প, আমার ভ্রাতাকে ছেড়ে দিন, আপনাকে অন্য ভক্ষ্য দেব। সর্প বললে, এই রাজপুত্রকে আমি মৃত্যুর কাছে পেয়েছি, এই আমার ভক্ষ্য। তুমি

চ'লে যাও, নয়তো কাল তোমাকেও খাব। কিন্তু তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তবে তোমার ভ্রাতাকে ছেড়ে দেব। যদুধিষ্ঠির বললেন, আপনি ইচ্ছামত প্রশ্ন করুন, আমি তার উত্তর দেব।

সর্প বললে, তোমার বাক্য শুনে মনে হচ্ছে তুমি অতি বদুশ্চিন্তমান। বল — ব্রাহ্মণ কে? জ্ঞাতব্য কি? যদুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, সত্য দান ক্ষমা সচ্চারিত্র অহিংসা তপস্যা ও দয়া যাঁর আছে তিনিই ব্রাহ্মণ। সুখদুঃখহীন পরব্রহ্ম, যাঁকে লাভ কবলে শোক থাকে না, তিনিই জ্ঞাতব্য। সর্প বললে, শূদ্রদের মধ্যেও তো ওইসব গুণ থাকতে পারে; আব, এমন কাকেও দেখা যায় না যিনি সুখদুঃখের অতীত। যদুধিষ্ঠির বললেন, যে শূদ্রে ওইসব লক্ষণ থাকে তিনি শূদ্র নন, ব্রাহ্মণ; যে ব্রাহ্মণে থাকে না তিনি ব্রাহ্মণ নন, তাঁকে শূদ্র বলাই উচিত। আর, আপনি যাই মনে কবুন, সুখদুঃখাতীত ব্রহ্ম আছেন এই আমার মত। সর্প বললে, যদি গুণানুসারেই ব্রাহ্মণ হয় তবে যে পৰ্বন্ত কেউ গুণযুক্ত না হয় সে পৰ্বন্ত সে জাতিতে ব্রাহ্মণ নয়। যদুধিষ্ঠির বললেন, মহাসর্প, আমি মনে কবি সকল বর্ণেই সংকরত্ব আছে, সেজন্য মানদুষ্ণের জাতিনির্ণয় দুঃসাধ্য।

যদুধিষ্ঠিরের উত্তর শুন্যে সর্প প্রীত হয়ে ভীমকে মৃদুস্তি দিলে। তার পর তার সঙ্গে নানাবিধ দার্শনিক আলোচনা করে যদুধিষ্ঠির বললেন, আপনি শ্রেষ্ঠ বদুশ্চিন্তমান, সর্বজ্ঞ, স্বর্গবাসীও ছিলেন, তবে আপনার এ দশা হ'ল কেন? সর্পরূপী নহুষ বললেন, আমি দেবলোকে অভিমানে মগ্ন হয়ে বিমানে বিচরণ করতাম, ব্রহ্মর্ষি দেবতা গন্ধর্ব প্রভৃতি সফলেই আমাকে কর দিতেন। এক সহস্র ব্রহ্মর্ষি আমার শিবিকা বহন করতেন। একদিন অগস্ত্য যখন আমার বাহন ছিলেন তখন আমি পা দিয়ে তাঁর মস্তক স্পর্শ করি। তাঁর অভিশাপে আমি সর্প হয়ে অধোমুখে পতিত হলাম। আমার প্রার্থনায় তিনি বললেন, ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠির তোমাকে শাপমুক্ত করবেন। এই কথা বলে নহুষ অজগরের রূপ ত্যাগ করে দিব্যদেহে স্বর্গারোহণ করলেন। যদুধিষ্ঠির ভীম ও ধৌম্য তাঁদের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

## ॥ মার্কেডেয়সমাস্যা(১)পৰ্বাধ্যায় ॥

### ৩৮। কৃষ্ণ ও মার্কেডেয়র আগমন — অরিস্টনেমা ও অগ্নির কথা

বিশাখযদুপ বনে বর্ষা ও শরৎ ঋতু কাটিয়ে পাণ্ডবগণ আবার কাম্যকবনে এসে বাস কবতে লাগলেন। একদিন সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ তাঁদের দেখতে এলেন। অর্জুনকে সুভদ্রা ও অভিমন্যুবু কুশলসংবাদ দিবে কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বললেন, যাজ্ঞসেনী, ভাগ্যক্রমে অর্জুন ফিরে এসেছেন, তোমার স্বজনবর্গ এখন পূর্ণ হ'ল। তোমার বালক পুত্রগণ ধনবর্ষেই অনুরক্ত ও সুশীল হয়েছে। তোমার পিতা ও ভ্রাতা নিমন্ত্রণ কবলেও তারা মাতুলালয়ের ঐশ্বর্য ভোগ করতে চায় না, তারা দ্বারকাতেই সুখে আছে। আর্ষা কুলতী আব তুমি যেমন পার সেইবদুপ সুভদ্রাও সর্বদা তাদের সদাচাব শিক্ষা দিচ্ছেন। রুক্মিণীতনয় প্রদাম্ন ও কুমার অভিমন্যু তাদের রথ ও অশ্বচালনা এবং বিবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ শেখাচ্ছেন। তাব পর কৃষ্ণ যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, যাদবসেনা আপনার আদেশেব অপেক্ষা করছে, আপনি আপী দুর্যোধনকে সবাধেব বিনষ্ট করুন। অথবা আপনি দ্যুতসভায যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাই পালন করুন, যাদবসেনাই আপনার শত্রু সংহার করবে, আপনি যথাকালে হস্তিনাপুর অধিকার করবেন।

যদুধিষ্ঠির কৃতাজ্ঞালি হয়ে বললেন, কেশব, তুমিই আমাদের গতি, উপযুক্ত কালে তুমি আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে তাতে সংশয় নেই। আমরা প্রায় প্ৰদাশ বৎসর বনবাসে কাটিয়েছি, অজ্ঞাতবাস শেষ ক'বেই তোমার শরণ নেব।

এমন সময়ে মহাতপা মার্কেডেয় মর্দন সেখানে এলেন। তাঁর বয়স বহু সহস্র বৎসর কিন্তু তিনি দেখতে পঁচিশ বৎসরের যুবাব ন্যায়। তিনি পূজা গ্রহণ ক'রে উপবিষ্ট হ'লে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, আমরা সকলে আপনার কাছে পূণ্যকথা শুনতে ইচ্ছা করি। এই সময়ে দেবর্ষি নারদও পাণ্ডবদের দেখতে এলেন, তিনিও মার্কেডেয়কে অনুরোধ করলেন।

মার্কেডেয় ধর্ম অধর্ম কর্মফল ইহলোক পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যান করলেন। পাণ্ডবগণ বললেন, আমরা ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য শুনতে ইচ্ছা করি,

আপনি বলুন। মার্কণ্ডেয় এই আখ্যান বললেন। — হৈহয় বংশের এক রাজকুমার মৃগয়া করতে গিয়ে কৃষ্ণমৃগচর্মধারী এক ব্রাহ্মণকে দেখে তাঁকে মৃগ মনে করে বধ করেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে তাঁর পাপকর্মের কথা জানান। তখন হৈহয়রাজগণ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত মর্দনকে দেখলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে করতে মহর্ষি অরিশটনেমার আশ্রমে এলেন। মহর্ষি তাঁদের পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দিতে গেলে তাঁরা বললেন, আমরা ব্রহ্মহত্যা করেছি, সংকৃত হবার যোগ্য নই। তার পর সকলে পুনর্বীর ঘটনাস্থলে গেলেন কিন্তু মৃতদেহ দেখতে পেলেন না। তখন অরিশটনেমা বললেন, দেখুন তো, আমার এই পুত্রই সেই নিহত ব্রাহ্মণ কিনা। রাজারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই মৃত মর্দনকুমার কি করে জীবিত হলেন? অরিশটনেমা বললেন, আমরা স্বধর্মের অনুষ্ঠান করি, ব্রাহ্মণদের যাতে মঙ্গল হয় তাই বলি, যাতে দোষ হয় এমন কথা বলি না। অতিথি ও পরিচাবকদের ভোজনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই আমরা খাই। আমরা শান্ত, সংযতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, তীর্থপর্যটক ও দানপরায়ণ, পুণ্যদেশে তেজস্বী ঋষিগণের সংসর্গে বাস করি। যেসকল কারণে আমাদের মৃত্যুভয় নেই তার অল্পমাত্র আপনাদেব বললাম। আপনারা এখন ফিরে যান, পাপের ভয় করবেন না। রাজারা হৃষ্ট হয়ে অরিশটনেমাকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

তার পর মার্কণ্ডেয় এই উপাখ্যান বললেন। — মহর্ষি অগ্নি বনগমনের ইচ্ছা করলে তাঁর ভাৰ্য্য বললেন, রাজর্ষি বৈণ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন, তুমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করে প্রচুর ধন নিয়ে এস, এবং সেই ধন পুত্র ও ভৃত্যদের ভাগ করে দিয়ে যেখানে ইচ্ছা হয় যেয়ো। অগ্নি সম্মত হয়ে বৈণ্য রাজার কাছে গিয়ে তাঁর এই স্তুতি করলেন — রাজা, আপনি ধনা, প্রজাগণের নিয়ন্তা ও পৃথিবীর প্রথম নরপতি; মর্দনিরা বলেন, আপনি ভিন্ন আর কেউ ধর্মজ্ঞ নেই। এই স্তুতি শ্রুনে গোতম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, অগ্নি, এমন কথা আর ব'লো না, ইন্দ্রই রাজাদের মধ্যে প্রথম। তুমি মৃদু অপরিণতবুদ্ধি রাজাকে তুষ্ট করার জন্য স্তুতি করছ। অগ্নি ও গোতম কলহ করছেন দেখে সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ দূরজনকে ধর্মজ্ঞ সনৎকুমারের কাছে নিয়ে গেলেন। সনৎকুমার বললেন, রাজাকে ধর্ম ও প্রজাপতি বলা হয়, তিনিই ইন্দ্র ধাতা প্রজাপতি বিরাট প্রভৃতি নামে স্তুত হন, সকলেই তাঁর অর্চনা করে। অগ্নি রাজাকে যে প্রথম বা প্রধান বলেছেন তা শাস্ত্রসম্মত। বিচারে অগ্নিকে জয়ী দেখে বৈণ্য রাজা প্রীত হয়ে তাঁকে বহু ধন দান করলেন।



### ৩৯। বৈবস্বত মনু ও মৎস্য — বালকরূপী নারায়ণ

যদ্বিধিষ্ঠিরের অনুরোধে মার্কণ্ডেয় বৈবস্বত মনুর এই বৃত্তান্ত বললেন। —  
 বিবস্বানের (সূর্যের) পুত্র মনু বাজ্যলাভের পর বদরিকাশ্রমে গিয়ে দশ হাজার  
 বৎসব কঠোর তপস্যা করেছিলেন। একদিন একটি ক্ষুদ্র মৎস্য চীরিণী নদীর তীরে  
 এসে মনুকে বললে, বলবান মৎস্যদের আক্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। মনু  
 সেই মৎস্যটিকে একটি জলাব মধ্যে রাখলেন। ক্রমশ সে বড় হ'ল, তখন মনু তাকে  
 একটি বিশাল পদ্মকিরণীতে রাখলেন। কালক্রমে মৎস্য এত বড় হ'ল যে সেখানেও  
 তাব স্থান হ'ল না, তখন মনু তাকে গঙ্গায় ছেড়ে দিলেন। কিছুকাল পবে মৎস্য  
 বললে, প্রভু, আমি অতি বৃহৎ হয়েছি, গঙ্গায় নড়তে পারছি না, আমাকে সমুদ্রে  
 ছেড়ে দিন। মনু যখন তাকে সমুদ্রে ফেললেন তখন সে সহাস্যে বললে, ভগবান,  
 আপনি আমাকে সর্বত্র রক্ষা করেছেন, এখন আপনার যা কর্তব্য তা শুনুন। —  
 প্রলয়কাল আসন্ন, স্থাবর জঙ্গম সমস্তই জলমগ্ন হবে। আপনি রজ্জ্বযুক্ত একটি  
 দৃঢ় নৌকা প্রস্তুত করিয়ে সন্ততিষদের সঙ্গে তাতে উঠবেন, এবং পূর্বে ব্রাহ্মণগণ  
 যেসকল বীজের কথা বলেছেন তাও তাতে রাখবেন। আপনি সেই নৌকায় থেকে  
 আমার প্রতীক্ষা করবেন, আমি শৃংগ ধারণ করে আপনাব কাছে আসব। মৎস্যের  
 উপদেশ অনুসারে মনু মহাসমুদ্রে নৌকায় উঠলেন। তিনি স্রবণ করলে মৎস্য  
 উপস্থিত হ'ল। মনু তার শৃংগে রজ্জ্ব বাঁধলেন, মৎস্য গর্জমান উর্মিময় লবণাসুদ্র  
 উপব দিগে মহাবেগে নৌকা টেনে নিয়ে চলল। তখন পৃথিবী অকাশ ও সর্বাঙ্গিক  
 সমস্তই জলময়, কেবল সাতজন ঋষি, মনু আর মৎস্যকে দেখা যাচ্ছিল। বহু বর্ষ  
 পবে হিমালয়ের নিকটে এসে মনু মৎস্যের উপদেশ অনুসারে পর্বতের মহাশৃংগে  
 নৌকা বাঁধলেন। সেই শৃংগ এখনও 'নৌবন্ধন' নামে খ্যাত। তাব পর মৎস্য  
 ঋষিগণকে বললে, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমার উপবে কেউ নেই, আমি মৎস্যরূপে  
 তোমাদের ভয়মুক্ত করেছি। এই মনু দেবাসুর মানুষ প্রভৃতি সকল প্রজা ও স্থাবর  
 জঙ্গম সৃষ্টি করবেন। এই বলে মৎস্য অস্তহিত হ'ল। তাব পর মনু কঠোর  
 তপস্যায় সিংহলাভ করে সকল প্রজা সৃষ্টি করতে লাগলেন।

যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, আপনি পুরাকালের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার  
 সম্বন্ধে কিছু শুনতে ইচ্ছা করি। মার্কণ্ডেয় বললেন, সত্যদুগের পরিমাণ চার

হাজার বৎসর (১), তার সন্ধ্যা (২) চার শ, এবং সন্ধ্যাংশ(৩)ও চার শ বৎসর। ত্রেতাযুগ তিন হাজার বৎসর, তার সন্ধ্যা তিন শ বৎসর, সন্ধ্যাংশও তাই। স্বাপরযুগ দুই হাজার বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুইই দু শ বৎসর। কলিযুগ এক হাজার বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক-এক শ বৎসর। চার যুগে বার হাজার বৎসর; এক হাজার যুগে (এক হাজার চতুর্যুগে) ব্রহ্মার এক দিন। তার পর ব্রহ্মার রাত্রি প্রলয়কাল। একদা প্রলয়কালে আমি নিরাশ্রয় হই যে সমুদ্রজলে ভাসছিলাম এমন সময়ে দেখলাম, এক বিশাল বটবৃক্ষের শাখার তলে দিব্য-আন্তরগণযুক্ত পর্ষৎকে একটি চন্দ্রবদন পদ্মলোচন বালক শূন্যে আছে, তাব বর্ণ অতসী (৪) পদ্মের ন্যায়, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন (৫)। সেই বালক বললেন, বৎস মার্কণ্ডেয়, তুমি পরিশ্রান্ত হয়েছ, আমার শরীরের ভিতরে বাস কর। এই বলে তিনি মন্থব্যাদান করলেন। আমি তাঁর উদরে প্রবেশ করে দেখলাম, নগর রাষ্ট্র পর্বত নদী সাগর আকাশ চন্দ্রসূর্য দেবগণ অসুরগণ প্রভৃতি সমেত সমগ্র জগৎ সেখানে রয়েছে। এক শত বৎসরের অধিক কাল তাঁর দেহের মধ্যে বিচরণ করে কোথাও অন্ত পেলাম না, তখন আমি সেই ববেণ্য দেবের শবণ নিলাম এবং সহসা তাঁর বিবৃত মন্থ থেকে বায়ুববেণে নির্গত হলাম। বাইরে এসে দেখলাম, সেই পীতবাস দ্যুতিমান বালক বটবৃক্ষের শাখায় বসে আছেন। তিনি সহাস্যে বললেন, মার্কণ্ডেয়, তুমি আমার শরীরে সন্নিবেশ করেছ তো? আমি নবদৃষ্টি লাভ করে মোহমুক্ত হয়ে তাঁর সুন্দর কোমল আরক্ত চবণম্বয় মস্তকে ধারণ করলাম। তার পর কৃতাজলি হয়ে বললাম, দেব, তোমাকে আব তোমার মাঝাকে জানতে ইচ্ছা করি। সেই দেব বললেন, পুরাকালে আমি জলের নাম 'নারা' দিয়েছিলাম, প্রলয়কালে সেই জলই আমার অয়ন বা আশ্রয় সেজন্য আমি নারায়ণ। আমি তোমার উপর পরিতুষ্ট হয়ে ব্রহ্মার রূপ ধারণ করে অনেক বার তোমাকে বর দিয়েছি। লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার শরীরের অর্ধাংশ। যত কাল তিনি জাগরিত না হন তত কাল আমি শিশুরূপে এইখানে থাকি। প্রলয়ান্তে ব্রহ্মা জাগরিত হলে আমি তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে আকাশ পৃথিবী স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সৃষ্টি করব। তত কাল তুমি সন্নিবেশ এখানে বাস কর। এই বলে তিনি অন্তহিত হলেন।

এই ইতিহাস শেষ করে মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, সেই

- 
- (১) অনেকে বৎসরের অর্থ করেন দৈব বৎসর, অর্থাৎ মানুষ্যেব ৩৬০ বৎসর।  
 (২) যে কালে যুগলক্ষণ ক্ষীণ হয়। (৩) যে কালে পরবর্তী যুগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।  
 (৪) অতসী বা তিসির ফুল নীলবর্ণ। (৫) বিষ্ণুর বক্ষের রোমাবর্ত।

প্রলয়কালে আমি যে পশ্মলোচন আশ্চর্য দেবকে দেখেছিলাম তিনিই তোমার এই আশ্বায়ী জনার্দন। এর বরে আমার স্মৃতি নষ্ট হয় না, আমি দীর্ঘায়ু ইচ্ছামত্ব্যু হইয়াছি। এই অচিন্ত্যস্বভাব মহাবাহু কৃষ্ণ যেন ক্রীড়ায় নিরত আছেন। তোমরা এব শরণ নাও। মার্কেডয় এইরূপ বললে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী জনার্দন কৃষ্ণকে নমস্কার করলেন।

### ৪৫। পরীক্ষিৎ ও মণ্ডুকরাজকন্যা — শল, দল ও বামদেব \*

যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে মার্কেডয় ব্রাহ্মণমহাত্ম্য-বিষয়ক আরও উপাখ্যান বললেন।— অযোধ্যায় পরীক্ষিৎ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন। একদিন তিনি অশ্বারোহণে মৃগয়ায় গিয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে নির্বিড় বনে এক সরোবর দেখতে পেলেন। রাজা স্নান করে অশ্বকে মৃগাল খেতে দিয়ে সরোবরের তীরে বসলেন। তিনি দেখলেন, এক পরমসুন্দরী কন্যা ফুল তুলতে তুলতে গান করছে। রাজা বললেন, ভদ্রে, তুমি কে? আমি তোমার পাণিপ্রার্থী। কন্যা বললে, আমি কন্যা; যদি প্রতিজ্ঞা কর যে আমাকে কখনও জল দেখাবে না তবেই বিবাহ হ'তে পাবে। রাজা সম্মত হলেন এবং কন্যাকে বিবাহ করে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। তিনি পত্নীর সঙ্গে নির্জন স্থানে বাস করতে লাগলেন।

পরিচারিকাদের কাছে কন্যার স্ত্যন্ত শব্দে রাজমন্ত্রী বহুবৃক্ষশোভিত এক উদ্যান রচনা করলেন। সেই উদ্যানের এক পার্শ্বে একটি পদ্মকিরণী ছিল, তার জল মুক্তাজল দিয়ে এবং পাড় চূনের লেপে ঢাকা। মন্ত্রী রাজাকে বললেন, এই মনোরম উদ্যানে জল নেই, আপনি এখানে বিহার করুন। রাজা তাঁর মহিষীর সঙ্গে সেখানে বাস করতে লাগলেন। একদিন তাঁরা বেড়াতে বেড়াতে শ্রান্ত হয়ে সেই পদ্মকিরণীর তীরে এলেন। রাজা রানীকে বললেন, তুমি জলে নাম। রানী জলে নিমগ্ন হলেন, আর উঠলেন না। রাজা তখন সেই পদ্মকিরণী জলশূন্য করালেন এবং তার মধ্যে একটা ব্যাং দেখে আজ্ঞা দিলেন, সমস্ত মণ্ডুক বধ কর। মণ্ডুকরাজ তপস্বীর বেশে রাজার কাছে এসে বললেন, মহারাজ, বিনা দোষে ভেদ বধ করবেন না। রাজা বললেন, এই দুরাত্মারা আমার পিয়াকে খেয়ে ফেলেছে। মণ্ডুকরাজ নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম আয়ু, আপনার ভাৰ্য্যা আমার কন্যা সুশোভনা। তার এই দৃষ্ট স্বভাব—সে অনেক রাজাকে প্রতারণা করেছে। রাজার প্রার্থনায় আয়ু তাঁর কন্যাকে এনে দিলেন এবং তাকে অভিষাপ দিলেন, তোমার অপরাধের ফলে তোমার সন্তান ব্রাহ্মণের অনিষ্টকারী হবে।

সদুশোভনার গর্ভে পরীক্ষিতের তিন পুত্র হ'ল — শল, দল, বল। যথাকালে শলকে রাজ্যে অভিষিক্ত ক'বে পরীক্ষিত বনে চ'লে গেলেন। একদিন শল রথে চড়ে মৃগয়ায় গিয়ে একটি দ্রুতগামী হরিণকে ধবতে পারলেন না। সারথি বললে, এই রথে যদি বামী নামক দুই অশ্ব জোতা হয় তবেই মৃগকে ধরতে পারবেন। মহর্ষি বামদেবের সেই অশ্ব আছে জেনে রাজা তাঁর আশ্রমে গিয়ে অশ্ব প্রার্থনা করলেন। বামদেব বললেন, নিয়ে যাও, কিন্তু কৃতকার্য হ'লেই শীঘ্র ফিবিষে দিও। বাজা সেই দুই অশ্ব রথে যোজনা ক'রে হবিণ ধবলেন, কিন্তু বাজধানীতে গিয়ে অশ্ব ফেরত পাঠালেন না। বামদেব তাঁর শিষ্য আত্রেয়কে বাজার কাছে পাঠালে রাজা বললেন, এই দুই অশ্ব বাজাবই যোগ্য, ব্রাহ্মণের অশ্বে কি প্রয়োজন? তাব পব বামদেব স্বয়ং এসে অশ্ব চাইলেন। রাজা বললেন, মহর্ষি, সদুশিক্ষিত বৃষী ব্রাহ্মণেব উপযুক্ত বাহন: আব, বেদও তো আপনাদের বহন কবে। শল রাজা যখন কিছুতেই দুই অশ্ব ফেরত দিলেন না তখন বামদেবের আদেশে চাবজন যোববৃপ রাক্ষস আবির্ভূত হয়ে শূলহস্তে রাজাকে মারতে গেল। রাজা উচ্চস্ববে বললেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ, আমার ভ্রাতা দল এবং সভাম্ভ বৈশ্যগণ যদি আমার অনুবর্তী হন তবে এই রাক্ষসদের নিবারণ করুন: বামদেব ধর্মশীল নন, তাঁর বামী আমি দেব না। এইরূপ বলতে বলতে শল রাক্ষসদেব হাতে নিহত হলেন।

ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ দলকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। বামদেব তাঁর কাছে অশ্ব চাইলে দল রুদ্ধ হয়ে তাঁর সারথিকে বললেন, আমার যে বির্ষাল্পত বিচিত্র বাণ আছে তারই একটা নিয়ে এস, বামদেবকে মারব, তার মাংস কুকুরবা খাবে। বামদেব বললেন, রাজা, সেনাজিৎ নামে তোমার যে দশবৎসরবয়স্ক পুত্র আছে তাকেই তোমার বাণ বধ করুক। দলের বাণ অন্তঃপদে গিয়ে রাজপুত্রকে বধ করলে। রাজা আর একটা বাণ আনতে বললেন, কিন্তু তাঁর হাত বামদেবের শাপে অবশ হয়ে গেল। রাজা বললেন, সকলে দেখুন, বামদেব আমাদের স্তম্ভিত করেছেন, আমি তাঁকে শরাঘাতে মারতে পারছি না, অতএব তিনি দীর্ঘায়ু হয়ে জীবিত থাকুন। বামদেব বললেন, রাজা, তোমার মহিষীকে বাণ দিয়ে স্পর্শ কর, তা হ'লে পাপমুক্ত হবে। রাজা দল তা করলে মহিষী বললেন, এই নৃশংস রাজাকে আমি প্রতিদিন সদৃশদেশ দিই, ব্রাহ্মণগণকেও সত্য ও প্রিয় বাক্য বলি, তার ফলে আমি পুণ্যলোক লাভ করব। মহিষীর উপব তুষ্ট হয়ে বামদেব বর দিলেন, তার ফলে দল পাপমুক্ত হয়ে শূদ্রাভ্যর্থাদ লাভ করলেন এবং অশ্ব ফিঁরিয়ে দিলেন।

### ৪১। দীর্ঘায়ু বক ঋষি — শিবি ও সূহোত্র — ষষ্ঠাতর দান

তাব পর মার্কণ্ডেয় ইন্দ্রসখা দীর্ঘায়ু বক ঋষির এই উপাখ্যান বললেন।— দেবাসুন্দরস্বধেব পর ইন্দ্র গ্রিলোকের অধিপতি হয়ে নানাস্থানে বিচরণ করতে করতে পূর্বসমুদ্রের নিকটে বক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। বক পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি নিবেদন করলে ইন্দ্র বললেন, আপনার লক্ষ বৎসব বয়স হয়েছে; চিরজীবীদের কি দ্রুত তা আমাকে বলুন। বক বললেন, অপ্রিয় লোকের সঙ্গে বাস, প্রিয় লোকের বিরহ, অসার্থ লোকের সঙ্গে মিলন, পুত্র-দাবাদিব বিনাশ, পরাধীনতা' কষ্ট, ধনহীনতার জন্য অবমাননা, অকুলীনেব কুলমর্যাদা, কুলীনেব কুলক্ষয়— চিবজীবীদের এইসব দেখতে হয়, এর চেয়ে অধিক দ্রুত আর কি আছে? ইন্দ্র আবাব প্রশ্ন করলেন, চিবজীবীদের সূত্র কি তা বলুন। বক উত্তর দিলেন, কুমিগ্রকে আশ্রয় না ক'বে দিবসেব অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে শাক ভক্ষণ—এর চেয়ে সূত্রতর কি আছে? অতিভোজী না হয়ে নিজ গৃহে নিজ শক্তিতে আহৃত ফল বা শাক ভোজনই শ্রেয়, পবগৃহে অপমানিত হয়ে সূত্রবাদ খাদ্য ভোজনও শ্রেয় নয়। অতিথি ভৃত্য ও পিতৃগণকে অন্নদান ক'বে যে অর্বাশিষ্ট অন্ন খায় তার চেয়ে সূত্রী কে আছে? মহর্ষি বকেব সঙ্গে নানাপ্রকার সদালাপ ক'রে দেববাজ সূত্রলোকে চলে গেলেন।

পান্ডবগণ ক্ষত্রিয়মহাত্ম্য শুনতে চাইলে মার্কণ্ডেয় বললেন।— একদা কুববংশীয় সূহোত্র রাজা পথিমধ্যে উশীনবপুত্র রথারূঢ় শিবি বাজাকে দেখতে পেলেন। তাঁবা বয়স অনুসারে পরস্পরকে সম্মান দেখালেন, কিন্তু গুণে দুজনেই সমান এই ভেবে কেউ কাকেও পথ ছেড়ে দিলেন না। সেই সময়ে নারদ সেখানে এসে বললেন, তোমরা পবস্পবের পথরোধ ক'বে রয়েছ কেন? রাজারা উত্তর দিলেন, ভগবান, যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁকেই পথ ছেড়ে দেবাব বিধি আছে। আমরা তুল্যগুণশালী সখা, সেজন্য কে শ্রেষ্ঠ তা স্থির করতে পারছি না। নারদ বললেন, ক্রুর লোক মৃদুস্বভাব লোকের প্রতিও ক্রুবতা করে, সাধুজন অসাধুর প্রতিও সাধুতা করেন, তবে সাধুব সহিত সাধু সদাচরণ কববেন না কেন? শিবি রাজা সূহোত্রের চেয়ে সাধুস্বভাব।—

জয়েৎ কদর্ষং দানেন সত্যেনানুভবাদিনম্।

ক্ষময়া ক্রুরকর্মণমসাধুং সাধুনা জয়েৎ॥

—দান ক'রে কৃপণকে, সত্য ব'লে মিথ্যাবাদীকে, ক্ষমা ক'রে ক্রুরকর্মাকে, এবং সাধুতাক ম্বারা অসাধুকে জয় করবে।

নারদ তার পর বললেন, তোমরা দুজনেই উদার; যিনি অধিকতর উদার তিনিই স'রে গিয়ে পথ দিন, উদারতার তাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হবে। তখন স্দুহোত্র শিবিকে প্রদক্ষিণ ক'রে পথ ছেড়ে দিলেন এবং তাঁর বহু সংকর্মে'র প্রশংসা ক'রে চ'লে গেলেন। এইরূপে রাজা স্দুহোত্র তাঁর মাহাত্ম্য দেখিযেছিলেন।

তার পর মার্কণ্ডেয় এই উপাখ্যান বললেন।—একদিন রাজা যযাতির কাছে এক ব্রাহ্মণ এসে বললেন, মহারাজ, গুরুদেব জন্য আমি আপনাব কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। দেখা যায় লোকে যাচকের উপর অসন্তুষ্ট হয়; আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আমার প্রার্থিত বস্তু আপনি তুষ্ট হয়ে দেবেন কিনা? রাজা বললেন, আমি দান ক'বে তা প্রচাব করি না, যা দান করা অসম্ভব তার জন্য প্রতিশ্রুতি দিই না। যা দানের যোগ্য তা দিয়ে আমি অতিশয় স্দুখী হই, দান ক'বে কখনও অনদূতাপ করি না। এই ব'লে রাজা যযাতি ব্রাহ্মণকে তাঁর প্রার্থিত সহস্র ধেনু দান করলেন।

## ৪২। অষ্টক, প্রতর্দন, বসুদমনা ও শিবি — ইন্দ্রদ্যুম্ন

মার্কণ্ডেয় ক্ষত্রিয়মাহাত্ম্য-বিষয়ক আরও উপাখ্যান বললেন।—বিশ্বামিত্রের পুত্র অষ্টক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত ক'রে তাঁর ভ্রাতা (১) প্রতর্দন, বসুদমনা ও শিবির সঙ্গে রথারোহণে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে দেবর্ষি নারদেব সঙ্গে দেখা হ'ল। অষ্টক অভিবাদন ক'রে নারদকে রথে তুলে নিলেন। যেতে যেতে এক ভ্রাতা নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা চারজনেই স্বর্গে যাব, কিন্তু নবলোকে কে আগে ফিরে আসবেন? নারদ বললেন, অষ্টক। যখন আমি তাঁর গৃহে বাস করছিলাম তখন একদিন তাঁর সঙ্গে রথে যেতে যেতে নানা বর্ণের বহু সহস্র গরু দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞাসা করলে অষ্টক বললেন, আমিই এই সব গরু দান করেছি। এই আশ্চর্য্যলব্ধ জন্যই অষ্টকের আগে পতন হবে।

আর এক ভ্রাতা প্রশ্ন করলেন, অষ্টকের পর কে অবতরণ করবেন? নারদ বললেন, প্রতর্দন। একদিন তাঁর সঙ্গে আমি বথে যাচ্ছিলাম এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ এসে একটি অশ্ব চাইলেন। প্রতর্দন বললেন, আমি ফিরে এসে দেব। ব্রাহ্মণ বললেন, এখনই দিন। প্রতর্দন রথেব দক্ষিণ পার্শ্বের একটি অশ্ব খুঁলে দান করলেন। তাব পর আর এক ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় তাঁকে বাম পার্শ্বের একটি অশ্ব দিলেন। তার পর আরও দুইজন ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় অবশিষ্ট দুই অশ্ব দিয়ে স্বয়ং

(১) বৈপিত্র ভ্রাতা। উদ্‌যোগপর্ব ১৫-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রথ টানতে টানতে বললেন, এখন আর ব্রাহ্মণদের চাইবার কিছু নেই। প্রতর্দন দান ক'রে অস্য়াগ্ৰস্ত হয়েছিলেন সেজন্যই তাঁর পতন হবে।

তার পর একজন প্রশ্ন করলেন, দ্বজনের পর কে স্বর্গচ্যুত হবেন? নারদ বললেন, বসুমনা। একদিন আমি তাঁর গৃহে গিয়ে আশীর্বাদ করি — তোমার পুত্ৰপক রথ লাভ হ'ক। বসুমনা পুত্ৰপক রথ পেলে আমি তার প্রশংসা করলাম। তিনি বললেন, ভগবান, এ রথ আপনারই। তার পর দ্বিতীয়বার আমি তাঁর কাছে গিয়ে রথের প্রশংসা করলাম, তিনি আবার বললেন, রথ আপনারই। আমার রথের প্রয়োজন ছিল, তৃতীয় বার তাঁর কাছে গেলাম কিন্তু রথ না দিয়ে তিনি বললেন, আপনাব আশীর্বাদ সত্য হয়েছে। এই কপট বাক্যের জন্যই বসুমনার পতন হবে।

তার পর একজন প্রশ্ন করলেন, বসুমনার পর কে অবতরণ করবেন? নারদ বললেন, শিবি স্বর্গে থাকবেন, আমারই পতন হবে। আমি শিবির সমান নই। একদিন এক ব্রাহ্মণ শিবির কাছে এসে বলছিলেন, আমি অন্নপ্রার্থী, তোমার পুত্র বৃহদ্রথকে বধ কর, তার মাংস আর অন্ন পাক ক'রে আমার প্রতীক্ষা থাক। শিবি তাঁর পুত্রের পক্ষ মাংস একটি পাত্রে রেখে তা মাথায় নিয়ে ব্রাহ্মণের খোঁজ করতে লাগলেন। একজন তাঁকে বললে, ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার গৃহ কোষাগার অন্নধাগার অন্নপুত্র অশ্বশালা হস্তিশালা দগ্ধ কবছেন। শিবি অবিকৃতমুখে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, ভগবান, আপনার অন্ন প্রস্তুত হয়েছে, ভোজন করুন। ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে অধোমুখ হয়ে রইলেন। শিবি আবার অনুরোধ করলে ব্রাহ্মণ বললেন, তুমিই খাও। শিবি অব্যাকুলচিত্তে ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পালন করতে উদ্যত হলেন। ব্রাহ্মণ তখন তাঁর হাত ধরে বললেন, তুমি জিতক্রোধ, ব্রাহ্মণের জন্য তুমি সবই ত্যাগ কবতে পার। শিবি দেখলেন, দেবকুমারতুল্য পুণ্যগন্ধান্বিত অলংকারধারী তাঁর পুত্র সম্মুখে রয়েছে। ব্রাহ্মণ অন্তর্হত হলেন। তিনি স্বয়ং বিধাতা, রাজর্ষি শিবিকে পরীক্ষা করবার জন্য এসেছিলেন। অমাত্যগণ শিবিকে প্রশ্ন কবলেন, কোন ফল লাভের জন্য আপনি এই কর্ম করলেন? শিবি উত্তর দিলেন, যশোলাভ বা ধনভোগের উদ্দেশ্যে করি নি, সজ্ঞনের যা প্রশস্ত আচরণ তাই আমি করছি।

পান্ডবগণ মার্কণ্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, আপনার চেয়ে প্রাচীন কেউ আছেন কি? মার্কণ্ডেয় বললেন, পুণ্যক্ষয় হ'লে বার্জর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে চেনেন কি? আমি বললাম, আমি নিজ

কার্যে ব্যস্ত থাকি সেজন্য সকলকে মনে রাখতে পারি না। হিমালয়ে প্রাবারকর্ণ নামে এক পেচক বাস করে, সে আমার চেয়ে প্রাচীন, হয়তো আপনাকে চেনে। ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্ব হস্বে আমাকে পেচকের কাছে বহন করে নিয়ে গেলেন। পেচক তাঁকে বললে, তোমাকে চিনি না; ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক আছে, সে আমার চেয়ে প্রাচীন, তাকে প্রশ্ন কর। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আমাকে আর পেচককে নাড়ীজঙ্ঘের কাছে নিয়ে গেলেন। সে বললে, আমি এই রাজাকে চিনি না; এই সরোবরে আমার চেয়ে প্রাচীন অকুপার নামে এক কচ্ছপ আছে, তাকে প্রশ্ন কর। বকের আহ্বানে কচ্ছপ সরোবর থেকে উঠে এল। আমাদের প্রশ্ন শ্রুনে সে মনোহরকাল চিন্তা করে অশ্রুপূর্ণনয়নে কম্পিতদেহে কৃতাজলি হয়ে বললে, একে জানব না কেন? ইনি এখানে সহস্র যজ্ঞ করে যজ্ঞার্থে প্রার্থিত করেছিলেন, ইনি দক্ষিণাম্বরূপ যে সকল ধেনু দান করেছিলেন তাদেরই বিচরণে ফলে এই সবোব উৎপন্ন হয়েছে।

তখন স্বর্গ থেকে দেববথ এল এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন এই দৈববাণী শ্রুতলেন—  
তোমার জন্য স্বর্গ প্রস্তুত, তুমি কীর্তিমান, তোমার যোগ্য স্থানে এস।

দিবং স্পৃশতি ভূমিষ্ঠ শব্দঃ পৃণ্যস্য কর্মণঃ।

যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পদব্দ উচ্যতে॥

অকীর্তিঃ কীর্ত্যতে লোকে যস্য ভূতস্য কস্যাচিৎ।

স পতত্যমাল্লোকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্যতে॥

—পৃণ্যকর্মের শব্দ (প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও পৃথিবী স্পর্শ করে, যত কাল সেই শব্দ থাকে তত কালই লোকে পদ্রুমরূপে গণ্য হয় (১)। যত কাল কোনও লোকের অকীর্তি প্রচারিত হয় তত কাল সে নরকে পতিত থাকে।

তাব পর ইন্দ্রদ্যুম্ন (২) আমাদের সকলকে নিজ নিজ স্থানে রেখে দেবরথে স্বর্গে প্রস্থান করলেন।

### ৪৩। ধৃন্ধুমার

যদুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা কবলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কুবল্যশ্ব কি কারণে ধৃন্ধুমার নাম পান? মার্কণ্ডেয় বললেন, উত্ক (৩) নামে খ্যাত এক মহর্ষি

(১) এই শ্লোক ৫৭-পরিচ্ছেদেও আছে। (২) ইনিই পদ্রুমীধামেব জগন্নাথ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা এই খ্যাত আছে। (৩) এ'ব কথা আগ্রমবাসিকপর্ব ৫-৬-পরিচ্ছেদে আছে।



ছিলেন, তিনি মরুভূমির নিকটবর্তী রমণীয় প্রদেশে বাস করতেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি বললেন, জগতের প্রভু হবিকে দেখলাম, এই আমার পৰ্যাপ্ত বর। বিষ্ণু তথাপি অনুরোধ করলে উত্থক বললেন, আমার যেন ধর্মে সত্যে ও ইন্দ্রিয়সংযমে মতি এবং আপনার সান্নিধ্য লাভ হয়। বিষ্ণু বললেন, এ সমস্তই তোমার হবে, তা ভিন্ন তুমি যোগসিদ্ধ হয়ে মহৎ কার্য কববে। তোমার যোগবল অবলম্বন ক'বে রাজা কুবলাশ্ব ধৃশ্ধ নামক মহাসূরকে বধ করবেন।

ইক্ষ্বাকুর পর যথাক্রমে শশাদ ককুৎস্থ অনেশ পৃথু বিশ্বগম্ব অদ্বি যুবনাশ্ব শ্রাব শ্রাবস্তক (যিনি শ্রাবস্তী নগরী নির্মাণ করেছিলেন) ও বৃহদশ্ব অযোধ্যাব বাজা হন। বৃহদশ্ব বনে যেতে চাইলে মহর্ষি উত্থক তাঁকে বাবণ ক'বে বললেন, আপনি রাজ্যবক্ষা ও প্রজাপালন কব্বন, তার তুল্য ধর্মকার্য অরণ্যে হ'তে পাবে না। আমার আগ্রমের নিকটে মব্দ্রপ্রদেশে উজ্জ্বালক নামে এক বালুকাপূর্ণ সমুদ্র আছে, সেখানে মধু-কৈটভের পুত্র ধৃশ্ধ নামে এক মহাবল দানব ভূমি বভিতে বাস কবে। আপনি তাকে বধ ক'রে অক্ষয় কীর্তি লাভ করব্বন, তার পর বনে যাবেন। বালুকায় মধ্যে নিদ্রিত এই দানব যখন বৎসরান্তে নিঃশ্বাস ফেলে তখন সস্তাহকাল ভূকম্প হয়, সূর্যের মার্গ পর্যন্ত ধূলি ওড়ে, স্ফূলিঙ্গ অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হয়। রাজর্ষি বৃহদশ্ব কৃতাজ্ঞা হযে বললেন, ভগবান, আমার পুত্র কুবলাশ্ব তাব ববী পুত্রদেব সঙ্গ্যে আপনার প্রযকার্য কববে, আমাকে বনে যেতে দিন। উত্থক তথাস্তু ব'লে তপোবনে চ'লে গেলেন।

প্রলয়সমুদ্রে বিষ্ণু যখন অনন্ত নাগের দেহেব উপব যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন তখন তাঁর নান্দ হ'তে নির্গত পশ্মে ব্রহ্মা উৎপন্ন হযোছিলেন। মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট কবলে। তখন ব্রহ্মা পশ্মনাগ কাম্পিত ক'বে বিষ্ণুকে জাগরিত করলেন। বিষ্ণু দুই দানবকে স্বাগত জানালেন। তারা হাস্য ক'বে বললে, তুমি আমাদের নিকট বব চাও। বিষ্ণু বললেন, লোকহিতের জন্য আমি এই বর চাচ্ছি—তোমরা আমার বধ্য হও। মধু-কৈটভ বললে, আমরা কখনও মিথ্যা বলি না, রূপ শৌর্ষ ধর্ম তপস্যা দান সদাচার প্রভৃতিতে আমাদের তুল্য কেউ নেই। তুমি অনাবৃত স্থানে আমাদের বধ কর এবং এই বর দাও যেন আমরা তোমার পুত্র হই। বিষ্ণু বললেন, তাই হবে। পৃথিবী ও স্বর্গে কোথাও অনাবৃত স্থান না দেখে বিষ্ণু তাঁর অনাবৃত উরুর উপরে মধু ও কৈটভের মস্তক সূদর্শন চক্রে কেটে ফেললেন।

মধু-কৈটভের পুত্র ধৃশ্মদু তপস্যা ক'রে ব্রহ্মার ববে দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব নাগ ও রাক্ষসের অবধ্য হইয়াছিল। সে বালদুকার মধ্যে লুকিয়ে থেকে উত্কেসক আশ্রমে উপদ্রব করত। উত্কেসকের অনুরোধে বিষ্ণু কুবলাশ্ব রাজার দেহে প্রবেশ করলেন। কুবলাশ্ব তাঁর একুশ হাজাব পুত্র ও সৈন্য নিয়ে ধৃশ্মদুবধের জন্য যাত্রা করলেন। সপ্তাহকাল বালদুকারসমুদ্রের সর্বাঙ্গিক খনন করার পব নির্দ্রুত ধৃশ্মদুকে দেখা গেল। সে গাত্রোত্থান ক'রে তার মৃদুখনির্গত অগ্নিতে কুবলাশ্বের পুত্রদের দগ্ধ ক'রে ফেললে। কুবলাশ্ব যোগশক্তির প্রভাবে ধৃশ্মদুর মৃদুখনি নির্বাণিত করলেন এবং ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ ক'রে তাকে দগ্ধ ক'রে বধ করলেন। সেই অবধি তিনি ধৃশ্মদুমাৰ নামে খ্যাত হলেন।

### ৪৪। কৌশিক, পতিব্রতা ও ধর্মব্যাধ

যদুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, আপনি নারীব শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য এবং সুক্ষ্ম ধর্ম সম্বন্ধে বলুন। মার্কণ্ডেয় বললেন, আমি পতিব্রতার ধর্ম বলাছি শোন।—কৌশিক নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদিন তিনি বৃক্ষমূলে বসে বেদপাঠ করছিলেন এমন সময়ে এক বলাকা (স্ত্রী-বক) তাঁর মাথাব উপরে মলত্যাগ করলে। কৌশিক ক্রুদ্ধ হয়ে তার দিকে চাইলেন, বলাকা তখনই ম'বে পড়ে গেল। তাকে ভূপতিত দেখে ব্রাহ্মণ অনদুতপ্ত হয়ে ভাবলেন, আমি ক্রোধেব বশে অকার্য ক'রে ফেলেছি।

তার পর কৌশিক ভিক্ষার জন্য গ্রামে গিয়ে একটি পূর্বপরিচিত গৃহে প্রবেশ ক'বে বললেন, ভিক্ষা দাও। তাঁকে অপেক্ষা কবতে ব'লে গৃহিণী ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কার করতে গেলেন। এমন সময়ে গৃহস্বামী ক্ষুধার্ত হয়ে গৃহে এলেন, সাধবী গৃহিণী তখন ব্রাহ্মণকে ছেড়ে পা আর মৃদু ধোবার জল, আসন ও খাদ্য-পানীয় দিয়ে স্বামীর সেবা কবতে লাগলেন। তার পর তিনি ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে স্মরণ ক'রে লজ্জিত হয়ে তাঁকে ভিক্ষা দিতে গেলেন। কৌশিক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এ ব অর্থ কি? তুমি আমাকে অপেক্ষা করতে ব'লে আটকে রাখলে কেন? সাধবী গৃহিণী বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার স্বামী পরমদেবতা, তিনি শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হয়ে এসেছেন সেজন্য তাঁর সেবা আগে করেছি। কৌশিক বললেন, তুমি স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ক'বে ব্রাহ্মণকে অপমান কবলে! ইন্দ্রও ব্রাহ্মণের নিকট প্রণত থাকেন। তুমি কি জান না যে, ব্রাহ্মণ পৃথিবী দগ্ধ করতে পারেন?

গৃহিণী বললেন, ক্রোধ ত্যাগ করুন, আমি বলাকা নই, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আপনি আমার কি করবেন? আমি আপনাকে অবজ্ঞা করি নি, ব্রাহ্মণদের তেজ

ও মহাত্ম্য আমার জানা আছে, তাঁদের ক্রোধ যেমন বিপুল, অনুগ্রহও সেইরূপ। আপনি আমার ঋণটি ক্ষমা করুন। পতিসেবাই আমি শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করি, তার ফল আমি কি পেয়েছি দেখুন—আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলাকাকে দণ্ড করেছেন তা আমি জানতে পেরেছি। স্বিজ্ঞোক্তম, ক্রোধ মানুষ্যের শরীবস্থ শত্রু, যিনি ক্রোধ ও মোহ ত্যাগ কবেছেন দেবতাবা তাঁকেই ব্রাহ্মণ মনে করেন। আপনি ধর্মজ্ঞ, কিন্তু ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব জানেন না। মিথিলায় এক ব্যাধ আছেন, তিনি পিতা-মাতার সেবক, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। আপনি সেই ধর্মব্যাধের কাছে যান, তিনি আপনাকে ধর্মশিক্ষা দেবেন। আমার বাচালতা ক্ষমা কবুন, স্ত্রী সকলেরই অবস্থা।

কৌশিক বললেন, শোভনা, আমি প্রীত হয়েছি, আমার ক্রোধ দূর হয়েছে, তোমার ভৎসনায় আমার মগ্গল হবে। তার পূর্বে কৌশিক জনক বাজার পুত্রী মিথিলায় গেলেন এবং ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করে ধর্মব্যাধের নিকট উপস্থিত হলেন। ধর্মব্যাধ তখন তাঁর বিপণিতে বসে মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করছেন, বহু ক্রেতা সেখানে এসেছে। কৌশিককে দেখে ধর্মব্যাধ সসম্ভ্রমে অভিবাদন কবে বললেন, এক পতিব্রতা নারী আপনাকে এখানে আসতে বলেছেন তা আমি জানি। এই স্থান আপনার যোগ্য নয়, আমার গৃহে চলুন। ধর্মব্যাধের গৃহে গিয়ে কৌশিক বললেন, বৎস, ভূমি যে ঘোব কর্ম কর তা তোমার ষোগ্য নয়। ধর্মব্যাধ বললেন, আমি আমার কুলোচিত কর্মই করি। আমি বিধাতার বিহিত ধর্ম পালন করি, বৃন্দ পিতা-মাতার সেবা করি, সত্য বলি, অসূয়া করি না, যথার্থ্য দান করি, দেবতা অর্তিথ ও ভূতাদেব ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্ন খাই। আমি নিজে প্রাণিবধ করি না, অন্যে যে ববাহ-মহিষ মারে আমি তাই বেঁচি। আমি মাংস খাই না, কেবল ঋতুকালে ভাষ্যব সহবাস করি, দিনে উপবাসী থেকে বাত্রে ভোজন করি। আমার বৃত্তি অতি দাবণ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দৈবকে অতিক্রম কবা দুরূহ, আমি পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করছি। মাংসে দেবতা পিতৃগণ অর্তিথ ও পবিজনের সেবা হয়, সেজন্য নিহত পশুরও ধর্ম হয়। প্রতীতিতে আছে, অন্নের ন্যায় ওষধি লতা পশু পক্ষীও মানুষ্যের খাদ্য। বাজা বলিতদেবের পাকশালায় প্রত্যহ দু হাজাৰ গবু পাক হত। যথাবিধানে মাংস খেলে পাপ হয় না। ধান্যাদি শস্যবীজও জীব, প্রাণী পবস্পরকে ভক্ষণ কবেই জীবিত থাকে, মানুষ চলবার সময় ভূমিস্থিত বহু প্রাণী বধ কবে। জগতে অহিংসক কেউ নেই।

তার পর ধর্ম, দর্শন ও মোক্ষ সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়ে ধর্মব্যাধ বললেন, যে ধর্ম দ্বারা আমি সিদ্ধিলাভ করেছি তা আপনি প্রত্যক্ষ কবুন। এই বলে তিনি

কৌশিককে এক মনোরম সৌধে নিয়ে গেলেন, সেখানে ধর্মব্যাধের মাতা-পিতা আহারের পর শব্দ বসন ধারণ ক'রে সন্তুষ্ট চিত্তে উত্তম আসনে ব'সে আছেন। ধর্মব্যাধ মাতা-পিতার চরণে মস্তক রাখলে তাঁরা বললেন, পুত্র, ওঠ ওঠ, ধর্ম তোমাকে রক্ষা করুন। ধর্মব্যাধ কৌশিককে বললেন, এ'রাই আমার পরমদেবতা, ইন্দ্রাদি তেত্রিশ দেবতাব সমান। আপনি নিজের মাতা-পিতাকে অবজ্ঞা ক'রে তাঁদের অনুমতি না নিয়ে বেদাধ্যয়নের জন্য গৃহ থেকে নিষ্কান্ত হয়েছিলেন। আপনার শোকে তাঁরা অন্ধ হয়ে গেছেন, আপনি শীঘ্র গিয়ে তাঁদের প্রসন্ন করুন।

কৌশিক বললেন, আমি নবকে পতিত হিচ্ছলাম, তুমি আমাকে উদ্ধার কবলে। তোমার উপদেশ অনুসারে আমি মাতা-পিতার সেবা কবব। তোমাকে আমি শব্দ মনে কবি না, কোন কর্মের ফলে তোমার এই দশা হয়েছে? ধর্মব্যাধ বললেন, পূর্বজন্মে আমি বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ও এক রাজার সখা ছিলাম। তাঁর সঙ্গে মগযায় গিয়ে আমি মৃগ মনে ক'বে এক ঋষিকে বাণবিন্দু কবি। তাঁর অভিশাপে আমি ব্যাধ হয়ে জন্মেছি। আমার প্রার্থনায় তিনি বললেন, তুমি শব্দযোনিতে জন্মগ্রহণ করেও ধর্মজ্ঞ জাতিস্মব ও মাতা-পিতার সেবাপ্রাণ হ'বে, শাপক্ষয় হ'লে আবার ব্রাহ্মণ হ'বে। তাব পব আমি সেই ঋষি'ব দেহ থেকে শর তুলে ফেলে তাঁকে তাঁর আগ্রমে নিয়ে গেলাম। তিনি মরেন নি।

ধর্মব্যাধকে প্রদাক্ষণ ক'বে কৌশিক তাঁর আগ্রমে ফিবে গেলেন এবং মাতা-পিতার সেবায় নিরত হলেন।

### ৪৫। দেবসেনা ও কার্তিকের

মার্কণ্ডেয় বললেন, আমি এখন অগ্নিপুত্র কার্তিকের কথ'া বলছি তোম'া শোন। — দেবগণের সহিত যুদ্ধে দানবগণ সবদাই জয়ী হয় দেখে দেববাজ ইন্দ্র একজন সেনাপতি'ব অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একদিন তিনি মানস পর্বতে স্ত্রীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে কাছে গিয়ে দেখলেন, কেশী দানব একটি কন্যার হাত ধ'রে আছে। ইন্দ্রকে দানব বললে, এই কন্যাকে আমি বিবাহ করব, তুমি বাধা দিও না, চ'লে যাও। তখন কেশীর সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ হ'ল, কেশী পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গেল। কন্যা ইন্দ্রকে বললেন, আমি প্রজাপতির কন্যা দেবসেনা, আমার ভগিনী দৈত্যসেনাকে কেশী হরণ করেছে। আপনার নির্দেশে আমি অজেয় পতি লাভ করতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্র বললেন, তুমি আমার মাতৃস্বসার কন্যা। এই ব'লে ইন্দ্র

দেবসেনাকে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে গেলেন। ব্রহ্মা বললেন, এক মহাবিক্রমশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করে এই কন্যার পতি হবেন, তিনি তোমার সেনাপতিও হবেন।

ইন্দ্র দেবসেনাকে বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষির যজ্ঞস্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে অগ্নিদেব হোমকুণ্ড থেকে উঠে দেখলেন, অপূর্বসুন্দরী ঋষিপত্নীগণ কেউ আসনে বসে আছেন, কেউ শূন্যে আছেন। তাঁদের দেখে অগ্নি কামাবিষ্ট হলেন, কিন্তু তাঁদের পাওয়া অসম্ভব জেনে দেহত্যাগের সংকল্প করে বনে চলে গেলেন।

দক্ষকন্যা স্বাহা অগ্নিকে কামনা করতেন। তিনি মহর্ষি অগ্নিবার ভাষা শিবাব বৃপ ধবে অগ্নিব কাছে এসে সংগম লাভ করলেন এবং অগ্নিব শত্রু নিয়ে গবুড়-পক্ষিণী হয়ে কৈলাস পর্বতের এক কাণ্ডনকুণ্ডে তা নিক্ষেপ করলেন। তার পব তিনি সপ্তর্ষিগণের অন্যান্য ঋষিব পত্নীবৃপে পূর্ববৎ অগ্নির সঙ্গে মিলিত হলেন, কেবল বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর তপস্যাব প্রভাবে তাব বৃপ ধারণ করতে পাবলেন না। এই প্রকারে স্বাহা ছ বার কাণ্ডনকুণ্ডে অগ্নিব শত্রু নিক্ষেপ করলেন। সেই স্কন্দ অর্থাৎ স্থলিত শত্রু থেকে স্কন্দ (১) উৎপন্ন হলেন; তাঁর ছয় মস্তক, এক গ্রীবা, এক উদব। ত্রিপদবাসুরকে বধ ক'বে মহাদেব তাঁর ধনু বেখে দিয়েছিলেন, বালক স্কন্দ সেই ধনু নিয়ে গর্জন করতে লাগলেন। বহু লোক ভীত হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হ'ল, ব্রাহ্মণরা তাঁদের 'পারিষদ' বলে থাকেন।

সপ্তর্ষিদের ছ জন নিজ পত্নীদের ত্যাগ করলেন, তাঁরা ভাবলেন তাঁদের পত্নীরাই স্কন্দের জননী। স্বাহা তাঁদের বার বাব বললেন, আপনাদের ধাবণা ঠিক নয়, এটি আমারই পুত্র। মহামুনি বিশ্বামিত্র কামার্ত অগ্নির পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন সেজন্য তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতেন। তিনি স্কন্দের জাতকর্মাদি ত্রয়োদশ মঙ্গলকার্য সম্পন্ন করে সপ্তর্ষিদের বললেন, আপনাদের পত্নীদের অপরাধ নেই; কিন্তু ঋষিরা তা বিশ্বাস করলেন না।

স্কন্দের বৃত্তান্ত শুনে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, এর বল অসহ্য হবে, শীঘ্র একে বধ করুন; কিন্তু ইন্দ্র সাহস করলেন না। তখন দেবতারা স্কন্দকে মারবার জন্য লোকমাতা(২)দের পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা গিয়ে বালককে বললেন, তুমি আমাদের পুত্র হও। স্কন্দ তাঁদের স্তন্য পান করলেন। সেই সময়ে অগ্নিও এলেন এবং মাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্কন্দকে রক্ষা করতে লাগলেন।

(১) স্কন্দ, কার্তিকের বা কার্তিকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন উপাখ্যান প্রচলিত আছে। (২) মাতৃকা, এ'রা শিবের অনুচরী।

স্কন্দকে জয় করা দৃঃসাধ্য জেনেও বজ্রধর ইন্দ্র সদলবলে তাঁর কাছে গিয়ে সিংহনাদ করলেন। অগ্নিপুত্র কার্তিক সাগরের ন্যায় গর্জন করে মৃদুনির্গত অগ্নিশিখায় দেবসৈন্য দগ্ধ করতে লাগলেন। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলেন, কার্তিকের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হ'ল, তা থেকে বিশাখ (১) নামে এক যদুবা উৎপন্ন হলেন, তাঁর দেহ কাঞ্চনবর্ণ, কর্ণে দিব্য কুণ্ডল, হস্তে শক্তি অস্ত্র। তখন দেবরাজ ভয় পেয়ে কার্তিকের শরণাগত হলেন এবং তাঁকে দেবসেনাপতি করলেন। পার্বতীর সঙ্গে মহাদেব এসে কার্তিকেব গলায় দিব্য সুবর্ণমালা পরিয়ে দিলেন। ম্বিজগণ রুদ্রকে অগ্নি বলে থাকেন, সেজন্য কার্তিক মহাদেবেরও পুত্র, মহাদেব অগ্নিব শরীরে প্রবেশ করে এই পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

দেবগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হবে কার্তিক রক্ত বস্ত্র পরে রথারোহণ করলেন, তাঁর ধুজে অগ্নিদণ্ড কুঙ্কটচিহ্নিত লোহিত পতাকা কালাগ্নির ন্যায় সমুদ্রস্থিত হ'ল। ইন্দ্র দেবসেনাকে কার্তিকের হস্তে সম্প্রদান কবলেন। সেই সময়ে ছয় ঋষিপত্নী এসে কার্তিককে বললেন, পুত্র, আমরা তোমার জননী এই মনে করে আমাদের স্বামীরা অকারণে আমাদের ত্যাগ কবেছেন এবং পুণ্যস্থান থেকে পরিচ্যুত করেছেন, তুমি আমাদের রক্ষা কর। কার্তিক বললেন, আপনারা আমার মাতা, আমি আপনাদের পুত্র, আপনারা যা চান তাই হবে।

স্কন্দের পালিকা মাতৃগণকে এবং স্কন্দ থেকে উৎপন্ন কতকগুলি কুমার-কুমারীকে স্কন্দগ্রহ (২) বলা হয়, তাঁরা ষোড়শ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের নানাপ্রকার অমঙ্গল ঘটান। এইসকল গ্রহের শান্তি এবং কার্তিকের পূজা করলে মঙ্গল আয়ু ও বীৰ্য লাভ হয়।

স্বাহা কার্তিকের কাছে এসে বললেন, আমি দক্ষকন্যা স্বাহা, তুমি আমার আপন পুত্র। অগ্নি জানেন না যে আমি বাল্যকাল থেকে তাঁর অনুসরণিণী। আমি তাঁর সঙ্গেই বাস কবতে ইচ্ছা করি। কার্তিক বললেন, দেবী, ম্বিজগণ হোমাগ্নিতে হব্য-কব্য অর্পণ করবার সময় 'স্বাহা' বলবেন, তার ফলেই অগ্নির সঙ্গে আপনার সর্বদা বাস হবে।

তার পব হরপার্বতী সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান বথে চড়ে দেবাসুন্দের বিবাদস্থল ভদ্রবটে যাত্রা করলেন। দেবসেনায় পরিবৃত হয়ে কার্তিকও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। সহসা নানাপ্রহরণধারী ঘোষাকৃতি অসুন্দরসৈন্য মহাদেব ও দেবগণকে

আক্রমণ করলে। মহিষ নামক এক মহাবল দানব এক বিপুল পর্বত নিক্ষেপ করলে, তার আঘাতে দশ সহস্র দেবসৈন্য নিহত হ'ল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ভয়ে পলায়ন কবলেন। মহিষ দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে রুদ্রের বধ ধরলে। তখন কার্তিক বথাবোধে এসে প্রজ্জ্বলিত শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ ক'বে মহিষের মূণ্ডচ্ছেদ করলেন। প্রায় সমস্ত দানব তাঁবি শরাঘাতে বিনষ্ট হ'ল; যাবা অবশিষ্ট রইল, কার্তিকের পারিষদগণ তাদের খেয়ে ফেললে। যুদ্ধস্থান দানবশূন্য হ'লে ইন্দ্র কার্তিককে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, মহাবাহু, এই মহিষদানব ব্রহ্মাব নিকট বব পেয়ে দেবগণকে ভৃগুতুল্য জ্ঞান করত, তুমি এই দেবশত্রু ও তাব তুল্য শত শত দানবকে সংহার কবেছ। তুমি উমাপতি শিবের ন্যায় প্রভাবশালী, ত্রিভুবনে তোমার কীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে।

## ॥ দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদপর্বাদধ্যায় ॥

### ৪৬। দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ

পান্ডবগণ যখন মার্কণ্ডেয়র কথা শুনছিলেন তখন রাজা সপ্তর্ষিতেব কন্যা এবং কৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী সত্যভামা নিজ'নে দ্রৌপদীকে বললেন, কল্যাণী, তোমার স্বামীর লোকপালতুল্য মহাবীর জনপ্রিয় যুবক, এ'দের সঙ্গে তুমি কিরূপ আচরণ কব? এ'বা তোমার বশে চলেন, কখনও রাগ করেন না, সকল কাজই তোমার ম'দুখ চেয়ে কবেন, এব কাবণ কি? ব্রতচর্যা জপতপ মন্ত্রোষধি শিকড় বা অন্য যে উপায় তুমি জান তা বল, যাতে কৃষ্ণকেও আমি সর্বদা বশে রাখতে পারি।

পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, সত্যভামা, অসং স্ত্রীবা যা করে তাই তুমি জানতে চাচ্ছ, তা আমি কি ক'রে বলব? কৃষ্ণের প্রিয়া হয়ে এমন প্রশ্ন কবাই তোমার অনুচিত। স্ত্রী কোনও মন্ত্র বা ঔষধ প্রয়োগ করতে চাষ জানলেই স্বামী উন্মিগ্ন হন, গৃহে সর্প এলে লোকে যেমন হয়। মন্ত্রাদিতে স্বামীকে কখনও বশ করা যায় না। শত্রুর পরোচনায় স্ত্রীলোকে ঔষধ ভেবে স্বামীকে বিষ দেয়, তার ফলে উদরি শ্বিহ জরা প্ৰবৃষহানি জড়তা অন্ধতা বধিরতা প্রভৃতি ঘটে। আমি যা করি তা শোন। সর্বদা অহংকার ও কামক্রোধ ত্যাগ ক'রে আমি সপত্নীদের সঙ্গে পান্ডবগণের পরিচর্যা করি। ধনবান, রূপবান, অলংকারধারী, যুবা, দেবতা, মানুষ বা গন্ধর্ব — অন্য কোনও পুরুষ আমি কামনা করি না। স্বামীর স্নান ভোজন শয়ন

না করলে আমিও করি না, তাঁরা অন্য স্থান থেকে গৃহে এলে আমি আসন ও জল দিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা করি। আমি রন্ধন-ভোজনের পাত্র, খাদ্য ও গৃহ পরিস্কৃত রাখি, তিরস্কার করি না, মন্দ স্ত্রীদের সঙ্গে মিশি না, গৃহের বাইরে বেশী যাই না, অতিহাস্য বা অতিক্রোধ করি না। ভর্তা যা আহার বা পান করেন না আমিও তা করি না, তাঁদের উপদেশে চলি। আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহার, ভিক্ষাদান, শ্রাম্ধ, পর্বকালে বন্ধন, মানী জনের সম্মান প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার শ্বশ্রুঠাকুবানী যা বলে দিয়েছেন এবং আমার যা জানা আছে তাই আমি করি। রাজ্য যুদ্ধিষ্ঠির যখন পৃথিবী পালন কবতেন তখন অন্তঃপদ্যেব সকলে এবং গোপালক মেষপালক পৰ্যন্ত সকল ভৃত্য কি কবে না কবে তার সংবাদ আমি রাখতাম। রাজ্যের সমস্ত আশ্রয়্যেব বিষয় কেবল আমিই জানতাম। পাণ্ডবরা আমার উপর পোষ্যবর্গের ভার দিয়ে ধর্মকার্যে নিরত থাকতেন। আমি সকল সুখভোগ ত্যাগ ক'বে দিবাবাত্র আমার কর্তব্যের ভাব বহন কবতাম, কোনও দৃষ্ট লোকে তাতে বাধা দিতে পাবত না। আমি চিবকাল সকলের আগে জাগি, সকলের শেষে শনুই। সত্যভামা, পতিকে বশ কববার এইসব উপায়ই আমি জানি, অসং স্ত্রীদের পথে আমি চলি না।

সত্যভামা বললেন, পাণ্ডালী, আমাকে ক্ষমা কব, তুমি আমার সখী, সেজন্য পরিহাস করছিলাম। দ্রৌপদী বললেন, সখী, যে উপায়ে তুমি অন্য নারীদের প্রভাব থেকে ভর্তার মন আকর্ষণ করতে পারবে তা আমি বলছি শোন। তুমি সর্বদা সৌহার্দ্য প্রেম ও প্রসাধন স্বাভাবিক কৃষ্ণের আরাধনা কব। তাঁকে উত্তম খাদ্য মালা গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি দাঁও। অনুকূল ব্যবহার কর, যাতে তিনি বোঝেন যে তিনি তোমার প্রিয়। তিনি যেন জানতে পাবেন যে তুমি সর্বপ্রযত্নে তাঁর সেবা করছ। বাসুদেব তোমাকে যা বলবেন তা গোপনীয় না হ'লেও প্রকাশ কববে না। যাবা তোমার স্বামীর প্রিয় ও অনুবক্ত তাঁদের বিবিধ উপায়ে ভোজন কবাবে, যারা বিবেচ্যেব পাত্র ও অহিতকারী তাদের বর্জন করবে। পুরুষের কাছে মন্ততা ও অসাবধানতা দেখাবে না, মৌন অবলম্বন করবে, নির্জন স্থানে কুমার প্রদ্যুম্ন বা শাম্বেবও সেবা করবে না। সদ্বংশজাত নিম্পাপ সতী স্ত্রীদের সঙ্গেই সখিত্ব করবে, যারা ক্রোধপ্রবণ মন্ত অতিভোজী চোর দৃষ্ট আর চপল তাদের সঙ্গে মিশবে না। তুমি মহার্ঘ মালা আভরণ ও অঙ্গবাগ ধারণ ক'রে পবিত্র গন্ধে বাসিত হয়ে ভর্তার সেবা কববে।

এই সময়ে মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ও কৃষ্ণ চ'লে যাবার জন্য সত্যভামাকে ডাকলেন। সত্যভামা দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, কৃষ্ণা, তুমি উৎকণ্ঠা দূর কর, তোমার দেবতুল্য পতিগণ জয়ী হয়ে আবার রাজ্য পাবেন। তোমার দুঃখের



দশায় যারা অপ্রিয় আচরণ করেছিল তারা সকলেই যমালয়ে গেছে এই তুমি ধরে নাও। প্রতিবিন্দ্য প্রভৃতি তোমাব পণ্ড পদে স্বাবকাশ অভিমন্ত্র্য তুল্যই সুখে বাস কবছে, সুভদ্রা তোমার ন্যায় তাদের যত্ন করছেন। প্রদ্যুম্নের মাতা বদিকুলগীও তাদের স্নেহ করেন। আমাব শব্দেব (বসুদেব) তাদেব খাওয়া পরাব উপব দৃষ্টি রাখেন, বলবাম প্রভৃতি সকলেই তাদেব ভালবাসেন। এই কথা ব'লে দ্রৌপদীকে প্রদক্ষিণ ক'বে সত্যভামা বথে উঠলেন। যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণও মৃদু হাস্যে দ্রৌপদীকে সান্ধনা দিষে এবং পান্ডবগণেব নিকট বিদায় নিয়ে পল্লীসহ প্রস্থান কবলেন।

## ॥ ঘোষযাত্রাপর্বাদ্যায় ॥

### ৪৭। দুর্যোধনের ঘোষযাত্রা ও গন্ধর্বহস্তে নিগ্রহ

মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি চ'লে গেলে পান্ডবগণ শ্বেতবনে সরোবরেব নিকট গৃহ নির্মাণ ক'রে বাস কবতে লাগলেন। সেই সময়ে হস্তিনাপুরে একদিন শকুনি ও কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, তুমি এখন শ্রীসম্পন্ন হয়ে রাজ্যভোগ করছ, আর পান্ডববা শ্রীহীন রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে বাস কবছে। এখন একবার তাদের দেখে এস। পর্বতবাসী যেমন ভূতলবাসীকে দেখে, সমৃদ্ধিশালী লোকে সেইরূপ দূর্দশাপন্ন শত্রুকে দেখে, এর চেয়ে সুখজনক আব কিছই নেই। তোমাব পল্লীরাও বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে মৃগচর্মধারণী দীনা দ্রৌপদীকে দেখে আসুন।

দুর্যোধন বললেন, তোমাব আমাব মনের মতন কথা বলেছ, কিন্তু বৃন্দ রাজা আমাদের যেতে দেবেন না। শকুনির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কর্ণ বললেন, শ্বেতবনের কাছে আমাদের গোপরা থাকে, তারা তোমাব প্রতীক্ষা কবছে। ঘোষযাত্রা (১) সর্বদাই কর্তব্য, ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে অনুমতি দেবেন। এই কথার পর তিনজনে সহাস্যে হাতে হাত মেলালেন।

কর্ণ ও শকুনি ধৃতরাষ্ট্রেব কাছে গিয়ে বললেন, কুরুবাজ, আপনাব গোপ-পল্লীব গবুদেব গণনা আর বাছুরদেব চিহ্নিত কববার সময় এসেছে, মৃগয়ারও এই সময়, অতএব আপনি দুর্যোধনকে যাবার অনুমতি দিন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মৃগয়া আর গরু দেখে আসা দুইই ভাল, কিন্তু শুনোছ গোপপল্লীর নিকটেই নরব্যাস্ত্র পান্ডবরা বাস করেন, সেজন্য তোমাদেব সেখানে যাওয়া উচিত নয়। ধর্মরাজ

(১) ঘোষ—গোপপল্লী বা বাথান যেখানে অনেক গরু রাখা হয়।

যদুধিষ্ঠির তোমাদের দেখলে ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু ভীম অসহিষ্ণু, আর যাজ্ঞসেনী তো মূর্তিমতী তেজ। তোমরা দর্প ও মোহের বশে অপরাধ করবে, তার ফলে তপস্বী পাণ্ডবরা তোমাদের দণ্ড করে ফেলবেন। অর্জুনও ইন্দ্রলোকে অস্ত্রশিক্ষা করে ফিরে এসেছেন। অতএব দুর্যোধন, তুমি নিজে যেয়ো না, পরিদর্শনের জন্য বিশ্বস্ত লোক পাঠাও।

শকুনি বললেন, যদুধিষ্ঠির ধর্মজ্ঞ, তিনি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হবেন না, অন্য পাণ্ডবরাও তাঁর অনুরাগত। আমরা মৃগয়া আর গরু গোনবার জন্যই যেতে চাইছি, পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা কববার জন্য নয়। তাঁরা যেখানে আছেন সেখানে আমরা যাব না। ধৃতরাষ্ট্র অনিচ্ছায় অনুমতি দিলেন। তখন দুর্যোধন কর্ণ শকুনি ও দুর্যোদন প্রভৃতি সৈন্যবলে যাত্রা কবলেন, তাঁদের সঙ্গে অশ্ব-গজ-রথ সমেত বিশাল সৈন্য, বহু স্ত্রীলোক, বিপাণি ও শকট সহ বণিকের দল, বেশ্যা, স্তুতিপাঠক, মৃগযাজ্ঞীবী প্রভৃতিও গেল। গোপালনস্থানে উপস্থিত হয়ে দুর্যোধন বহু সহস্র গাভী ও বৎস পরিদর্শন গণনা ও চিহ্নিত কবলেন এবং গোপালকদের মধ্যে আনন্দে বাস করতে লাগলেন। নৃত্যগীতবাদ্যে নিপুণ গোপ ও গোপকন্যারা দুর্যোধনের মনোরঞ্জন কবতে লাগল। তিনি সেই রমণীয় দেশে মৃগয়া দুর্যোধন ও বিবিধ ভোগবিলাসে বত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন।

সৈন্যবলে নিকটে এসে দুর্যোধন তাঁর ভৃত্যদের আদেশ দিলেন, তোমরা শীঘ্র বহু ক্রীড়াগৃহ নির্মাণ কব। সেই সময়ে কুবেরভবন থেকে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ক্রীড়া করবার জন্য সৈন্যবলের সর্বোত্তম নিকট সদলবলে অবস্থান করছিলেন। দুর্যোধনের লোকবা সৈন্যবলে কাছে এলেই গন্ধর্বরাজ তাদের বাধা দিলে। এই সংবাদ পেয়ে দুর্যোধন তাঁর এক দুর্যোধন সৈন্যদলকে বললেন, গন্ধর্বদের তাড়িয়ে দাও। তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলে দুর্যোধন বহু সহস্র যোদ্ধা পাঠালেন। গন্ধর্বগণ মৃদুবাক্যে বাধণ করলেও কুবেরসৈন্য সবলে সৈন্যবলে প্রবেশ করলে।

গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর যোদ্ধাদের বললেন, তোমরা এই অনার্যদের শাসন কর। সশস্ত্র গন্ধর্বসৈন্যের আক্রমণে কুবেরসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণও যুদ্ধে বিমুগ্ধ হলেন। কিন্তু মহাবীর কর্ণ নিরস্ত হলেন না, তিনি শত শত গন্ধর্ব বধ করে চিত্রসেনের বাহিনী বিধ্বস্ত করে দিলেন। তখন দুর্যোধনাদি কর্ণের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। নিজের সৈন্যদল নিপীড়িত হচ্ছে দেখে চিত্রসেন মারা অবলম্বন করলেন। গন্ধর্বসৈন্যরা কর্ণের রথ ধ্বংস করে ফেললে, কর্ণ লক্ষ দিয়ে নেমে দুর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণের রথে উঠে

চ'লে গেলেন। কণের পরাজয় এবং কুরুসেনার পলায়ন দেখেও দুর্যোধন যুদ্ধে বিরত হলেন না। তাঁর রথও নষ্ট হ'ল, তিনি ভূপতিত হয়ে চিগ্রসেনের হাতে বন্দী হলেন। তখন গন্ধর্বরা দুর্যোধন প্রভৃতি এবং তাঁদের সকলের পত্নীদের ধ'বে নিয়ে দ্রুতবেগে চ'লে গেল।

গন্ধর্বগণ দুর্যোধনকে হরণ ক'রে নিয়ে গেলে পরাজিত কুরুসৈন্য বেশ্যা ও বণিক প্রভৃতি পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হ'ল। দুর্যোধনের বৃদ্ধ মন্ত্রীরা দীনভাবে যুদ্ধিষ্ঠিরের সাহায্য ভিক্ষা করলেন। ভীম বললেন, আমরা গজবাজী নিষে যুদ্ধ ক'রে অনেক চেষ্টায যা করতাম গন্ধর্ববা তা সম্পন্ন করেছে। দুর্যোধন যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা সিদ্ধ না হয়ে অন্য প্রকার ঘটেছে। আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে রযেছি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে এমন লোকও আছেন যিনি আমাদের প্রিয়সাধনের ভার স্বয়ং নিয়েছেন। ভীমেব এই ককর্শ কথা শুনেন যুদ্ধিষ্ঠির বললেন, এখন নিষ্ঠুরতার সময় নয়, কৌরবগণ ভয়াত ও বিপদগ্রস্ত হয়ে আমাদের শরণ নিয়েছে। জ্ঞাতিদেব মধ্যে ভেদ হয়, কলহ হয়, কিন্তু তার জন্য কুলধর্ম নষ্ট হ'তে পারে না। দুর্যোধন আব কুরুনারীদের হরণের ফলে আমাদের কুল নষ্ট হ'তে বসেছে, দুর্যোধন চিগ্রসেন আমাদের অবজ্ঞা ক'বে এই দুর্যোধন ক'বেছেন। বীরগণ, তোমরা বিলম্ব ক'বো না, ওঠ, চাব ভ্রাতায মিলে দুর্যোধনকে উদ্ধার কব। ভীম, বিপন্ন দুর্যোধন জীবনরক্ষার জন্য তোমাদেরই বাহুবল প্রার্থনা করেছে এর চেয়ে গৌরবেব বিষয় আর কি হ'তে পারে? আমি এখন সাদাস্যক যজ্ঞে নিযুক্ত আছি, নযতো বিনা বিচাবে নিজেই তাব কাছে দৌড়ে যেতাম। তোমরা মিষ্ট কথায় দুর্যোধনাদির মৃদুস্তি চাইবে, যদি তদ্রূপ ফল না হয় তবে বলপ্রয়োগে গন্ধর্বরাজকে পবাস্ত কববে।

ভীম অর্জুন নকুল সহদেব বর্ম ধারণ ক'বে সশস্ত্র হয়ে রথারোহণে যাত্রা করলেন, তাঁদের দেখে কৌরবসৈন্যগণ আনন্দধ্বনি কবতে লাগল। গন্ধর্বসেনার নিকটে গিয়ে অর্জুন বললেন, আমাদের ভ্রাতা দুর্যোধনকে ছেড়ে দাও। গন্ধর্বরা ঈষৎ হাস্য ক'বে বললে, বৎস, আমরা দেবরাজ ভিন্ন আর কাবও আদেশ শুনিনা। অর্জুন আবাব বললেন, যদি ভাল কথায় না ছাড় তবে বলপ্রয়োগ করব। তার পর গন্ধর্ব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। অর্জুনের শরবর্ষণে গন্ধর্বসেনা বিনষ্ট হচ্ছে দেখে চিগ্রসেন গদাহস্তে যুদ্ধ করতে এলেন, অর্জুন তাঁর গদা শরাঘাতে কেটে ফেললেন। চিগ্রসেন মাযাবলে অস্ত্রহীত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন বৃদ্ধ হয়ে শব্দবেধী বাণ দিয়ে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন। তখন চিগ্রসেন দর্শন দিয়ে বললেন, আমি তোমার সখা।

চিহ্নসেনকে দূর্বল দেখে অর্জুন তাঁর বাণ সংহরণ ক'বে সহাস্যে বললেন, বীর, তুমি দুর্যোধনাদি আর তাঁর ভাৰ্যাদের হরণ করেছ কেন? চিহ্নসেন বললেন, ধনঞ্জয়, দুর্যাত্মা দুর্যোধন আর কর্ণ তোমাদের উপহাস করবার জন্য এখানে এসেছে জানতে পেয়ে দেববাজ ইন্দ্র আমাকে বললেন, যাও, দুর্যোধন আব তাব মন্ত্ৰণাদাতাদের বেঁধে নিয়ে এস। তাঁর আদেশ অনুসারে আমি এদেব সুবলোকে নিয়ে যাব। তার পব চিহ্নসেন যদুধিষ্ঠিরেব কাছে গেলেন এবং তাঁর অনুবোধে দুর্যোধন প্রভৃতিকে মুক্তি দিলেন। যদুধিষ্ঠিব গন্ধৰ্বদেব প্রশংসা ক'বে বললেন, তোমরা বল্লবান, তথাপি ভাগ্যক্রমে এদেব বধ কব নি। বৎস চিহ্নসেন, তোমবা আমাব মহা উপকাব করেছে, আমার কুলের মর্যাদাহানি কব নি।

চিহ্নসেন বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। ইন্দ্র দিব্য অমৃত বর্ষণ ক'বে নিহত গন্ধৰ্বগণকে পুনর্জীবিত কবলেন। কৌববগণ তাঁদেব স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে পান্ডবদেব গৃগকীর্তন কবতে লাগলেন। যদুধিষ্ঠিব দুর্যোধনকে বললেন, বৎস, আব কখনও এমন দুর্যাসাহসেব কাজ ক'বো না। এখন তোমরা নিরাপদে স্বচ্ছন্দে গ'হে যাও, মনে কোনও দুর্যে রেখো না। ধর্মপুত্র যদুধিষ্ঠিবকে অভিবাদন ক'বে দুর্যোধন লজ্জায় ও দুর্যে বিদীর্ণ হয়ে বিকলেন্দ্রিয় আতুবেব ন্যায় হস্তিনাপুর্বে যাত্রা করলেন।

### ৪৮। দুর্যোধনের প্রায়োপবেশন

শোকে অভিভূত হয়ে নিজের পবাভবের বিষয় ভাবতে ভাবতে দুর্যোধন তাঁর চতুরঙ্গ বলের পশ্চাতে যেতে লাগলেন। পথে এক স্থানে যখন তিনি বিশ্রাম করছিলেন তখন কর্ণ তাঁব কাছে এসে বললেন, বাজা, ভাগ্যক্রমে তুমি কামবদুপী গন্ধৰ্বদেব জয় করেছে, ভাগ্যক্রমে আবার তোমার সঙ্গে আমার মিলন হ'ল। আমি শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলাম, গন্ধৰ্বরা আমার পশ্চাৎধাবন করেছিল, সেজন্যই আমি বৃন্দস্থল থেকে চ'লে গিয়েছিলাম। এই অমানুষিক যুদ্ধে তুমি ও তোমার ভ্রাতারা জয়ী হয়ে অক্ষতদেহে ফিরে এসেছ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

অধোমুখে গদগদস্বরে দুর্যোধন বললেন, কর্ণ, তুমি প্রকৃত ঘটনা জান না। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর গন্ধৰ্বরা আমাদের পরাস্ত করে এবং স্ত্রী পুত্র অমাত্য প্রভৃতি সহ বন্দন করে আকাশপথে হরণ করে নিয়ে যায়। পান্ডবগণ সংবাদ পেয়ে আমাদের উদ্ধার করতে আসেন। তার পব চিহ্নসেন আর অর্জুন আমাকে যদুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে যান, যদুধিষ্ঠিরের অনুবোধে আমরা মুক্তি পেয়েছি। চিহ্নসেন যখন বললেন যে

আমরা সপত্নীক পাণ্ডবদের দৃঢ়দৃশ্য দেখতে এসেছিলাম তখন লঙ্কায় আমার ভূগর্ভে প্রবেশ করতে ইচ্ছা হ'ল। এর চেয়ে যুদ্ধে মরাই আমার পক্ষে ভাল হ'ত। আমি হস্তিনাপুরে যাব না, এইখানেই প্রায়োপবেশনে-প্রাণত্যাগ করব, তোমরা ফিরে যাও। দুর্যোধান, কর্ণ আর শকুনির সহায়তায় তুমিই রাজ্যশাসন করো।

দুর্যোধান কাতব হসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব পদতলে প'ড়ে বললেন, এ কখনই হ'তে পারে না। কর্ণ বললেন, রাজা, তোমার চিন্তাদৌর্বল্য আজ দেখলাম। সেনানায়কগণ অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধে শত্রুহস্তে বন্দী হন, আবার নিজ সৈন্য কর্তৃক মৃত্যুও হন। তোমাবই রাজ্যবাসী পাণ্ডববা তোমাকে মৃত্যু করেছে, তাতে দ্বন্দ্ব কিসেব? পাণ্ডবরা তোমাব দাস, সেকারণেই তোমার সহায় হয়েছে।

শকুনি বললেন, আমি তোমাকে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করছি, কিন্তু তুমি নির্বাসিতার জন্য সেসমস্ত ত্যাগ ক'বে মরতে চাচ্ছ। পাণ্ডবরা তোমার উপকার কবেছে তাতে তোমার আনন্দিত হওয়াই উচিত। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সৌভ্রাত্য কর, তাদের পৈতৃক রাজ্য ফিবিয়ে দাও (১), তাতে তোমার যশ ধর্ম ও সূত্র লাভ হবে।

দুর্যোধান কিছুতেই প্রবোধ মানলেন না, প্রায়োপবেশনের সংকল্পও ছাড়লেন না। তখন তাঁর স্নহদৃগণ বললেন, রাজা, তোমাব যে গতি আমাদেরও তাই, আমরা তোমাকে ছেড়ে যাব না। তাব পব দুর্যোধান আচমন ক'বে শূচি হলেন এবং কুশচাঁব ধাবণ ক'বে মৌনীর হসে স্বর্গলাভের কামনায় কুশম্বায শয়ন করলেন।

দেবগণ কর্তৃক পবাজিত হসে দানবগণ পাতালে বাস করছিল। দুর্যোধানের প্রায়োপবেশনের ফলে তাদের স্বপক্ষেব ক্ষতি হবে জেনে তারা এক যজ্ঞ করলে। যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে এক অশুভ কৃত্য মন্থব্যাদান ক'রে উখিত হসে বললে, কি করতে হবে? দানববা বললে, দুর্যোধান প্রায়োপবেশন করেছেন, তাঁকে এখানে নিয়ে এস। নিমেষমধ্যে কৃত্য দুর্যোধানকে পাতালে নিয়ে এল। দানবরা তাঁকে বললে, ভরত-কুলপালক রাজা দুর্যোধান, আত্মহত্যা অধোগতি ও যশোহানি হয়, প্রায়োপবেশনের সংকল্প ত্যাগ কর। আমরা মহাদেবের তপস্যা ক'রে তোমাকে পেয়েছি, তিনি তোমার পূর্বকায (নাভির উর্ধ্ব দেহ) বজ্রের ন্যায দৃঢ় ও অস্ত্রের অভেদ্য করেছেন, আর পার্বতী তোমাব অধঃকায় পুণ্ড্রের ন্যায কোমল ও নারীদের মনোহর কবেছেন। মহেশ্বর-মহেশ্বরী তোমার দেহ নির্মাণ করেছেন সেজন্য তুমি দিব্যপদ্রুয, মানদ্রুয নও।

(১) বোধ হয় দুর্যোধানকে উত্তেজিত কবাব জন্য শকুনি বিদ্রূপ কবেছেন।

তোমাকে সাহায্য করবার জন্য দানব ও অসুদ্রগণ ভূতলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতির দেহে প্রবেশ করবেন, তার ফলে ভীষ্মাদি দয়া ত্যাগ ক'বে তোমার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, পুত্র ভ্রাতা বন্ধু শিষ্য কাকেও নিষ্কৃতি দেবেন না। নিহত নবকাসুরের আত্মা কর্ণের দেহে অধিষ্ঠান ক'রে কৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। আমবা সংশপ্তক নামে বহু সহস্র দৈত্য ও রাক্ষস নিযুক্ত করেছি, তারা অর্জুনকে বধ করবে। তুমি শত্রুহীন হয়ে পৃথিবী ভোগ কববে, অতএব শোক ত্যাগ ক'রে স্বগৃহে যাও। তুমি আমাদের আব পাণ্ডবগণ দেবতাদের অবলম্বন।

দানবগণ দুর্যোধনকে প্রিয়বাক্যে আশ্বাস দিয়ে আলিঙ্গন করলে। কৃত্য তাঁকে পূর্বস্থানে রেখে এল। এইবৃপ স্বপ্নদর্শনের পর দুর্যোধনের দৃঢ়বিশ্বাস হ'ল যে পাণ্ডবগণ যুদ্ধে পরাজিত হবেন। তিনি স্বপ্নেব বৃত্তান্ত প্রকাশ কবলেন না। রাত্রিশেষে কর্ণ কৃতাজলি হয়ে সহাস্যে তাঁকে বললেন, বাজা, ওঠ, মরলে শত্রু-জয় করা যায় না, জীবিত থাকলেই শত্রু হয। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করব। তার পর দুর্যোধন সদলে হস্তিনাপুর্বে ফিরে গেলেন।

### ৪৯। দুর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞ

দুর্যোধন ফিরে এলে ভীষ্ম তাঁকে বললেন, বৎস, আমাব অমত সত্ত্বেও তুমি শৈবতবনে গিয়েছিলে। গন্ধর্বরা তোমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, অবশেষে পাণ্ডবরা তোমাকে মুক্ত করলেন। সুতপুত্র কর্ণ ভয পেয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন। মহাত্মা পাণ্ডবদের আর দুর্যোধন কর্ণের বিক্রম তুমি দেখেছ, এখন বংশের মঙ্গলার্থে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর। দুর্যোধন হেসে শকুনির সঙ্গে উঠে গেলেন। ভীষ্ম লজ্জিত হয়ে নিজের ভবনে প্রস্থান করলেন।

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, পাণ্ডবদেব ন্যায় আমিও রাজসূয় যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করি। কর্ণ প্রভৃতি সোৎসাহে এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন, কিন্তু পুরোহিত দুর্যোধনকে বললেন, তোমাব পিতা আর যুধিষ্ঠির জীবিত থাকতে তোমাদের বংশে আর কেউ এই যজ্ঞ করতে পারেন না। তবে আর একটি মহাযজ্ঞ আছে যা রাজসূয়ের সমান, তুমি তাই কর। তোমার অধীন কবদ রাজারা সুবর্ণ দেবেন, সেই সুবর্ণে লাঙ্গল নির্মাণ ক'রে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করতে হবে, তার পর যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ হবে। এই যজ্ঞের নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ, এর অনুষ্ঠান করলে তোমার অভিলাষ সফল হবে।

মহাসমারোহে প্রভূত অর্থব্যয়ে যজ্ঞের আয়োজন হ'ল। দূতরা দ্রুতগামী রথে রাজা ও ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করতে গেল। দৃঃশাসন একজন দূতকে বললেন,

শীঘ্র বৈশ্বতবনে গিয়ে পাপী পাণ্ডবগণ আর সেখানকার ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করে এস। দূতের বাতী শ্রুনে যদীধিষ্ঠির বললেন, রাজা দুর্যোধন ভাগ্যবান তাই এই মহাযজ্ঞ করছেন, এতে তাঁর পূর্বপুরুষদের কীর্তি বৃদ্ধি পাবে। আমরাও তাঁর কাছে যাব বটে, কিন্তু এখন নয়, ঠরোদশ বর্ষ পূর্ণ হ'লে। ভীম বললেন, তের বৎসর পরে যখন যদুযজ্ঞে অশ্রুশস্তে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে আর সেই অগ্নিতে দুর্যোধনকে ফেলা হবে তখন যদীধিষ্ঠির যাবেন; যখন ধার্মারাম্পত্রী সেই যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ হবে আর পাণ্ডবগণ তাতে ক্রোধরূপ হবি অর্পণ করবেন তখন আমি যাব; দূত, এই কথা দুর্যোধনকে জানিও।

যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে কয়েকজন বায়ুরোগগ্রস্ত লোক দুর্যোধনকে বললে, আপনার এই যজ্ঞ যদীধিষ্ঠিরের যজ্ঞের তুল্য হয় নি। কেউ বললে, ষোল কলাব এক কলাও হয় নি। সুহৃদগণ বললেন, এই যজ্ঞ সকল যজ্ঞকে অতিক্রম করেছে। কর্ণ বললেন, রাজা, পাণ্ডবরা যদুযজ্ঞ বিনষ্ট হ'লে তুমি রাজসূয যজ্ঞ কববে। আমি যা বলাচ্ছি শোন—যত দিন অর্জুন নিহত না হবে তত দিন আমি পা ধোব না, মাংস খাব না, সুবাপান করব না, কেউ কিছ্ চাইলে 'না' বলব না।

## ॥ মৃগস্বপ্নোদ্ভব ও ব্রীহিদ্ৰৌণিক-পর্বাধ্যায় ॥

### ৫০। যদীধিষ্ঠিরের স্বপ্ন — মৃদুগলের সিংহলাভ ।

একদা রাত্রিকালে যদীধিষ্ঠির স্বপ্ন দেখলেন, মৃগগণ কম্পিতদেহে বাস্পাকুলকণ্ঠে কৃতাজলি হয়ে তাঁকে বলছে, মহারাজ, আমরা বৈশ্বতবনের হতাবশিষ্ট মৃগ। আপনার অশ্রুপটু বীর ভ্রাতারা আমাদের অল্পই অবশিষ্ট রেখেছেন। আপনি দয়া করুন, যাতে আমরা বৃদ্ধি পেতে পারি। যদীধিষ্ঠিব দুর্যোধন বললেন, যা বললে তাই হবে। প্রভাতকালে তিনি স্বপ্নবস্তান্ত জানিয়ে ভ্রাতাদের বললেন, এখনও এক বৎসর আট মাস আমাদের মৃগমাংসভোজী হয়ে বনবাস করতে হবে। আমরা বৈশ্বতবন ত্যাগ করে আবার কাম্যকবনে যাব, সেখানে অনেক মৃগ আছে।

পাণ্ডবগণ কাম্যকবনে এলেন, সেখানে তাঁদের কষ্টকর বনবাসের একাদশ বর্ষ অতীত হ'ল। একদিন মহাযোগী ব্যাসদেব তাঁদের কাছে এলেন এবং উপদেশপ্রসঙ্গে এই উপাখ্যান বললেন। — কুরুক্ষেত্রে মৃদুগল নামে এক

ধর্মাত্মা মর্দনি ছিলেন, তিনি কপোতের ন্যায় শিলোহু(১)-বৃন্তি অবলম্বন করে জীবিকানির্বাহ ও স্বতাদিপালন করতেন। তিনি স্ত্রীপদ্মের সহিত পনের দিনে এক দিন মাত্র খেতেন, প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমায় যাগ করতেন এবং অতিথিদের এক দ্রোণ(২) স্ত্রীহির (তন্দুলের) অন্ন দিতেন। যে অন্ন অবশিষ্ট থাকত তা অতিথি দেখলেই বৃন্দিত পেত। একদিন দূর্বাসা ঋষি মৃদুতমস্তকে দিগম্বর হয়ে কটুবাণ্য বলতে বলতে উন্মত্তেব ন্যায় উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে অন্ন দাও। মৃদুগল অন্ন দিলে দূর্বাসা সমস্ত ভোজন কবলেন এবং গায়ে উচ্ছ্রষ্ট মেখে চলে গেলেন। এইরূপ পর পব ছ বার পর্বদিনে এসে দূর্বাসা সমস্ত অন্ন খেয়ে গেলেন, মৃদুগল নির্বিকারমনে অনাহারে রইলেন। দূর্বাসা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমার মহৎ দানের সংবাদ স্বর্গে ঘোষিত হয়েছে, তুমি সশরীরে সেখানে যাবে।

এই সময়ে এক দেবদূত বিচিত্র বিমান নিয়ে এসে মৃদুগলকে বললে, মর্দনি, আপনি পরমা সিংধি লাভ করেছেন, এখন এই বিমানে উঠে স্বর্গে চলুন। মৃদুগল বললেন, স্বর্গবাসের গুণ আর দোষ কি আগে বল। দেবদূত বললে, যারা ধর্মাত্মা জিতেন্দ্রিয় দানশীল, যারা সম্মুখ সমরে নিহত, তাঁরাই স্বর্গবাসের অধিকারী। সেখানে ঈর্ষা শোক ক্লান্তি মোহ মাৎসর্য নেই। দেবগণ সাধ্যগণ মহর্ষিগণ প্রভৃতি সেখানে নিজ নিজ ধামে বাস করেন। তা ভিন্ন তেগ্রিশ জন ঋভু আছেন, তাঁদের স্থান আরও উচ্চে, দেবতারাও তাঁদের পূজা কবেন। আপনি দান ও তপস্যার প্রভাবে ঋভুগণের সম্পদ লাভ কবেছেন। স্বর্গের গুণ আপনাকে বললাম, এখন দোষ শুনুন। স্বর্গে কৃতকর্মের ফলভোগ হয় কিন্তু নতুন কর্ম করা যায় না। সেখানে অপরের অধিকতর সম্পদ দেখে অসন্তোষ হয়, কর্মক্ষয় হলে আবার ধরাতলে পতন হয়।

মৃদুগল বললেন, বৎস দেবদূত, নমস্কার, তুমি ফিবে যাও, স্বর্গসুখ আমি চাই না। যে অবস্থায় মানুষ শোকদুঃখ পায় না, পতিতও হয় না, আমি সেই কৈবল্যের অন্বেষণ কবব। দেবদূত চলে গেলে মৃদুগল শূদ্র জ্ঞানযোগ অবলম্বন করে ধ্যানপরায়ণ হলেন এবং নির্বাণমূর্তিরূপ সিংধি লাভ করলেন।

এই উপাখ্যান বলে এবং যদুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিয়ে ব্যাসদেব নিজের আশ্রমে প্রস্থান করলেন।

(১) শস্য কাটার পর ক্ষেত্রে যে শস্য পড়ে থাকে তাই সংগ্রহ করা।

(২) শস্যাদির মাপ বিশেষ।



## ॥ দ্রোপদীহরণ ও জয়দ্রথবিমোক্ষণ-পর্বাদ্যায় ॥

### ৫১। দূর্বাসার পারণ

পাণ্ডবগণ যখন কাম্যাকবনে বাস করছিলেন তখন একদিন তপস্বী দূর্বাসা দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দূর্যোধনের কাছে এলেন এবং তাঁর বিনীত অনুরোধে কয়েক দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করলেন। দূর্বাসা কোনও দিন বলতেন, আমি ক্ষুধিত হযোঁছি, শীঘ্র অন্ন দাও; এই বলেই স্নান করতে গিয়ে অতি বিলম্বে ফিরতেন। কোনও দিন বলতেন, আজ ক্ষুধা নেই, খাব না; তার পব সহসা এসে বলতেন, এখনই খাওয়াও। কোনও দিন মধ্যরাতে উঠে অন্নপাক কবতে বলতেন কিন্তু খেতেন না, ভর্ষনা করতেন। পরিশেষে দূর্যোধনের অবিশ্রাম পরিচর্যা তুষ্ট হয়ে দূর্বাসা বললেন, তোমার অভীষ্ট বব চাও। দূর্যোধন পূর্বেই কর্ণ দংশাসন প্রভৃতির সঙ্গে মন্ত্রণা করে রেখেছিলেন। তিনি দূর্বাসাকে বললেন, ভগবান, আপনি শিষ্যে আমাদের জ্যেষ্ঠ ধর্মাত্মা যদ্বিষ্টিরের আতিথ্য গ্রহণ কবুন। যদি আমার উপর আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে যখন সকলের আহারের পর নিজে আহাব করে দ্রোপদী বিশ্রাম করবেন সেই সময়ে আপনি যাবেন। দূর্বাসা সন্মত হলেন।

অনন্তর একদিন পণ্ডপাণ্ডব ও দ্রোপদীর ভোজনের পর অদ্যুত শিষ্য নিয়ে দূর্বাসা কাম্যাকবনে উপস্থিত হলেন। যদ্বিষ্টির যথাবিধি পূজা করে তাঁকে বললেন, ভগবান, আপনি আহ্নিক করে শীঘ্র আসুন। শিষ্য দূর্বাসা স্নান করতে গেলেন। অম্মের আয়োজন কি হবে এই ভেবে দ্রোপদী আকুল হলেন এবং নিরুপায় হয়ে মনে মনে কৃষ্ণের স্তব কবে বললেন, হে দংশনাশন, তুমি এই অগতিদের গতি হও, দ্যুতসভায় দংশাসনের হাত থেকে যেমন আমাকে উদ্ধার করেছিলে সেইরূপ আজ এই সঙ্কট থেকে আমাকে হ্রাণ কর।

দেবদেব জগৎপতি কৃষ্ণ তখনই পার্শ্বস্থিতা বৃকিমণীকে ছেড়ে দ্রোপদীর কাছে উপস্থিত হলেন। দূর্বাসার আগমনের কথা শুনে তিনি বললেন, কৃষ্ণা, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত শীঘ্র আমাকে খাওয়াও তার পর অন্য কাজ করো। দ্রোপদী লজ্জিত হয়ে বললেন, যে পর্যন্ত আমি না খাই সে পর্যন্তই সূর্যদন্ত স্থালীতে অন্ন থাকে। আমি খেয়েছি, সেজন্য এখন আর অন্ন নেই। ভগবান কমললোচন বললেন, কৃষ্ণা, এখন পরিহাসের সময় নয়, আমি ক্ষুধাতুৰ, তোমার

স্থালী এনে আমাকে দেখাও। দ্রৌপদী স্থালী আনলে কৃষ্ণ দেখলেন তার কানায় একটু শাকাস্ত লেগে আছে, তিনি তাই খেয়ে বললেন, বিশ্ণুভোজী দেব তৃপ্তিলাভ করুন, তুষ্ট হ'ন। তার পর তিনি সহদেবকে(১) বললেন, ভোজনের জন্য মৃনিদের শীঘ্র ডেকে আন।

দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্য মৃনিগণ তখন স্নানের জন্য নদীতে নেমে অঘমূৰ্ণণ(২) মন্ত্ৰ জপ করছিলেন। সহসা তাঁদের কণ্ঠ থেকে অন্নরসের সহিত উদগাব উঠতে লাগল, তাঁরা তৃপ্ত হয়ে জল থেকে উঠে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন। মৃনিরা দুর্বাসাকে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, আমবা যেন আকণ্ঠ ভোজন করে তৃপ্ত হয়েছি, এখন আবার কি ক'বে ভোজন করব? দুর্বাসা বললেন, আমবা বৃথা অন্ন পাক করতে ব'লে রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের নিকটে মহা অপরাধ করেছি, পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাতে আমাদের দণ্ড না করেন। তাঁরা হরিচরণে আশ্রিত সৈজন্ম তাঁদের ভয় করি। শিষ্যগণ, তোমরা শীঘ্র পালাও।

সহদেব নদীতীরে এসে দেখলেন কেউ নেই। তিনি এই সংবাদ দিলে পাণ্ডবগণ ভাবলেন, হয়তো মধ্যরাত্রে দুর্বাসা সহসা ফিরে এসে আমাদের ছলনা করবেন। তাঁদের চিন্তিত দেখে কৃষ্ণ বললেন, কোপনস্বভাব দুর্বাসার আগমনে বিপদ হবে এই আশঙ্কায় দ্রৌপদী আমাকে স্মরণ করেছিলেন তাই আমি এসেছি। কোনও ভয় নেই, আপনাদের তেজে ভীত হয়ে দুর্বাসা পালিয়েছেন। পণ্ডপাণ্ডব ও দ্রৌপদী বললেন, প্রভু গোবিন্দ, মহার্গবে মঞ্জমান লোকে যেমন ভেলা পেলে রক্ষা পায়, আমরা সেইরূপ তোমার কৃপায় দূস্তর বিপদ থেকে উদ্ধার পেরেছি। তার পর কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

## ৫২। দ্রৌপদীহরণ

একদিন পণ্ডপাণ্ডব মহর্ষি ধৌম্যের অনুরূপিত নিয়ে দ্রৌপদীকে আশ্রমে রেখে বিভিন্ন দিকে মগ্নতা করতে গেলেন। সেই সময়ে সিংধুরাজ জয়দ্রথ কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। তিনি বিবাহকামনায় শাস্ত্রব্রাজ্যে যাচ্ছিলেন, অনেক রাজা তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। দ্রৌপদীকে দেখে মূগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর সঙ্গী রাজা কোটিকাস্যকে বললেন, এই অনবদ্যাঙ্গী কে? এ'কে পেলে আমার আর

(১) পাঠান্তরে ভীমসেনকে।

(২) পাপনাশন। ঋগ্বেদীয় স্তোত্রবিশেষ।

বিবাহের প্রয়োজন নেই। সৌম্য, তুমি জেনে এস ইনি কে, এর রক্ষক কে। এই ববারোহা সুন্দরী কি আমাকে ভজনা করবেন?

শৃগাল যেমন ব্যাম্ববধুর কাছে যায় সেইবদূপ কোটিকাস্য দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললেন, সুন্দরী, কদম্বতরঙ্গ একটি শাখা নুইয়ে দীপ্তিমতী অগ্নিশিখার ন্যায় কে তুমি একাকিনী দাঁড়িয়ে আছ? তুমি কাব কন্যা, কাব পত্নী? এখানে কি করছ? আমি সুবথ রাজাব পুত্র কোটিকাস্য। বার জন বথাবোহী রাজপুত্র এবং বহু রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতি যার অনুগমন কবছেন তিনি সৌবীবরাজ জয়দ্রথ। আরও অনেক রাজা ও রাজপুত্র ঠর সঙ্গে আছেন। দ্রৌপদী বললেন, এখানে আর কেউ নেই, অগত্যা আমিই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আমি দ্রুপদরাজকন্যা কৃষ্ণা, ইন্দ্রপ্রস্থবাসী পণ্ডপান্ডব আমার স্বামী, তাঁরা এখন মৃগয়া করতে গেছেন। আপনারা যানবাহন থেকে নেমে আসুন, অতিথিপ্রিয় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আপনাদের দেখে প্রীত হবেন।

কোটিকাস্যের কথা শুনে জয়দ্রথ বললেন, আমি সত্য বলছি, এই নারীকে দেখে মনে হচ্ছে অন্য নারীরা বানবী। এই বলে তিনি ছ জন সহচরের সঙ্গে আগ্রমে প্রবেশ করে দ্রৌপদীকে কুশলপ্রশ্ন করলেন। দ্রৌপদী পাদ্য ও আসন দিয়ে বললেন, নৃপকুমার, আপনাদের প্রাতরাশের জন্য আমি পণ্ডাশটি মৃগ দিচ্ছি, যুধিষ্ঠির এলে আরও বহুপ্রকার মৃগ শরভ শশ ঋক্ষ শম্বর গবয় বরাহ মহিষ প্রভৃতি দেবেন। জয়দ্রথ বললেন, তুমি আমাকে প্রাতরাশ দিতে ইচ্ছা করছ তা ভাল। এখন আমার রথে ওঠ, রাজ্যচ্যুত গ্রীহীন দীন পান্ডবদের জন্য তোমার অপেক্ষা কবার প্রয়োজন নেই। তুমি আমাব ভার্য্য হও, সিন্ধুসৌবীররাজ্য ভোগ কর।

ক্রোধে আরক্তমুখে দ্রুপুটি করে দ্রৌপদী বললেন, মূঢ়, যশস্বী মহারথ পান্ডবদের নিন্দা করতে তোমার লজ্জা হয় না? কুঞ্জরতুল্য লোকেই এমন কথা বলে। তুমি নিদ্রিত সিংহ আর ভীক্ষুবিষ সর্পকে পদাঘাত করতে ইচ্ছা কবেছ। জয়দ্রথ বললেন, কৃষ্ণা, পান্ডবরা কেমন তা আমি জানি, তুমি আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না, এখন সত্ত্বর এই হস্তীতে বা এই রথে ওঠ; অথবা দীনবাক্যে আমার অনুগ্রহ ভিক্ষা কর। দ্রৌপদী বললেন, আমি অবলা নই, সৌবীররাজের কাছে দীনবাক্য বলব না। গ্রীষ্মকালে শৃঙ্খ তৃণরাশির মধ্যে অগ্নির ন্যায় অজর্জুন তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করবেন, অশ্বক ও বৃষ্ণি বংশীয় বীরগণের সঙ্গে জনার্দন আমার অনুসরণ করবেন। তুমি যখন অজর্জুনের বাণবর্ষণ, ভীমের গদাঘাত এবং নকুল-সহদেবের ক্রোধ দেখবে তখন নিজ বৃদ্ধির নিন্দা করবে।

জয়দ্রথ ধরতে এলে দ্রৌপদী তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং পুরোহিত ধোমাকে ডাকতে লাগলেন। জয়দ্রথ ভূমি থেকে উঠে দ্রৌপদীকে সবলে রথে তুললেন। ধোম্য এসে বললেন, জয়দ্রথ, তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন কর, মহাবল পাণ্ডবদের পরাজিত না করে তুমি এঁকে নিষে যেতে পার না। এই নীচ কর্মেব ফল তোমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করতে হবে। এই বলে ধোম্য পদাতি সৈন্যের সঙ্গে মিশে দ্রৌপদীর পশ্চাতে চললেন।

### ৫৩। জয়দ্রথের নিগ্রহ ও মৃত্যু

পাণ্ডবগণ মৃগয়া শেষ ক'বে বিভিন্ন দিক থেকে এসে একত্র মিলিত হলেন। বনমধ্যে পশুপক্ষীর রব শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, আমার মন ব্যাকুল হচ্ছে, আর মৃগবধেব প্রযোজন নেই। এই বলে তিনি দ্রাতাদের সঙ্গে বথারোহণে দ্রুতবেগে আশ্রমের দিকে চললেন। দ্রৌপদীর প্রিয়া ধাত্রীকন্যা ভূমিতে পড়ে কাঁদছে দেখে যুধিষ্ঠিরের সারথি ইন্দ্রসেন বথ থেকে লাফিয়ে নেমে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি মলিন-মুখে কাঁদছ কেন? দেবী দ্রৌপদীর কোনও বিপদ হয় নি তো? বালিকা তাব সন্দেহ মূখ্য মূছে বললে, জয়দ্রথ তাঁকে সবলে হরণ করে নিয়ে গেছেন, তোমরা শীঘ্র তাঁর অনুসরণ কর। পদ্মমালা যেমন শ্মশানে পড়ে, বিপ্রগণ অসতর্ক থাকলে কুকুব যেমন যজ্ঞের সোমবস চাটে, সেইবদ ভয়বিহবলা দ্রৌপদীকে হয়তো কোনও অযোগ্য পুরুষ লুভাগ করবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি সরে যাও, এমন কুৎসিত কথা ব'লো না। এই বলে তিনি দ্রাতাদের সঙ্গে দ্রুতবেগে দ্রৌপদীর অনুসরণে যাত্রা করলেন। কিছুদূর গিয়ে তাঁরা দেখলেন, সৈন্যদের অশ্বখড়ের ধূলি উড়ছে, ধোম্য উচ্চস্বরে ভীমকে ডাকছেন। পাণ্ডবগণ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এবং জয়দ্রথের রথে দ্রৌপদীকে দেখে ক্রোধে প্রজ্বলিত হলেন। পাণ্ডবদের ধ্বজাগ্র দেখেই দুরাখ্যা জয়দ্রথের ভয় হ'ল, তিনি তাঁর সহায় রাজাদের বললেন, আপনারা আক্রমণ করুন। তখন দুই পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, পাণ্ডবগণের প্রত্যেকেই শত্রুপক্ষের বহু যোদ্ধাকে বধ করলেন। কোটিকাস্য ভীমের গদাঘাতে নিহত হলেন। স্বপক্ষের বীরগণকে বিনাশিত দেখে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে প্রাণরক্ষার জন্য বনমধ্যে পলায়ন করলেন। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। ভীম বললেন, দ্রৌপদী নকুল-সহদেব আর ধোম্যকে নিয়ে আপনি আশ্রমে ফিবে যান।

মুঢ় সিন্ধুৰাজ যদি ইন্দ্ৰের সঙ্গো পাতালেও গিয়ে থাকে তথাপি ঠেস জীবিত অবস্থায় আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে না।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহু, জয়দ্রথ(১) দ্বাবা হ'লেও দঃশলা ও গান্ধারীকে স্মরণ করে তাকে বধ করা উচিত নয়। দ্রোপদী কুপিত হয়ে বললেন, যদি আমার প্রিয়কাৰ্য্য কৰ্তব্য মনে কর তবে সেই পদুৰ্ব্বাধম পাপী কুলাঙ্গারকে বধ করতেই হবে। যে শত্ৰু ভাৰ্য্য বা রাজ্য হরণ করে তাকে কখনও মুক্তি দেওয়া উচিত নয়। তখন ভীম আর অৰ্জুন জয়দ্রথের সন্ধানে গেলেন। যুধিষ্ঠির আগ্রমে প্রবেশ ক'বে দেখলেন, সমস্ত বিশৃঙ্খল হয়ে আছে এবং মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি বিপ্রগণ সেখানে সমবেত হয়েছেন।

জয়দ্রথ এক ক্রোশ মাত্র দূরে আছেন শুনে ভীমার্জুন বেগে রথ চালালেন। অৰ্জুনের শরাঘাতে জয়দ্রথের অশ্বসকল বিনষ্ট হ'ল, তিনি পালাবাব চেষ্টা কবলেন। অৰ্জুন তাঁকে বললেন, রাজপুত্র, তুমি এই বিক্রম নিয়ে নারীহরণ কবতে গিয়েছিলে! নিবৃত্ত হও, অনূচরদের শত্ৰুর হাতে ফেলে পালাচ্ছ কেন? জয়দ্রথ থামলেন না, ভীম 'দাঁড়াও দাঁড়াও' বলে তাঁর পিছনে ছুটলেন। দয়ালু অৰ্জুন বললেন, ওকে বধ কববেন না।

বেগে গিয়ে ভীম জয়দ্রথের কেশ ধরলেন এবং তাঁকে ভূমিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট করলেন। তার পর মস্তকে পদাঘাত ক'রে তাঁর দৃষ্টিজানু নিজেৰ জানু দিয়ে চেপে প্রহার করতে লাগলেন। জয়দ্রথ মূৰ্ছিত হলেন। তাঁকে বধ করতে যুধিষ্ঠির বারণ করেছেন এই কথা অৰ্জুন মনে কবিষে দিলে ভীম বললেন, এই পাপী কৃষ্ণাকে কষ্ট দিয়েছে, এ বাঁচবার যোগ্য নয়। কিন্তু আমি কি করব, যুধিষ্ঠির হচ্ছেন দয়ালু, আর তুমি মূৰ্খতার জন্য সৰ্বদাই আমাকে বাধা দাও। এই বলে ভীম তাঁর অৰ্ধচন্দ্র বাণে জয়দ্রথের মাথা মাঝে মাঝে মূড়িয়ে পাঁচচুলো ক'রে দিল। তার পর তিনি জয়দ্রথকে বললেন, মুঢ়, যদি বাঁচতে চাও তবে সৰ্বগ এই কথা বলবে যে তুমি আমাদের দাস। এই প্রতিজ্ঞা করলে তোমাকে প্রাণদান করব। জয়দ্রথ বললেন, তাই হবে। তখন ভীম ধূলিধূসরিত অচেতনপ্রায় জয়দ্রথকে বেঁধে রথে উঠিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে এলেন। যুধিষ্ঠির একটু হেসে বললেন, একে ছেড়ে দাও। ভীম বললেন, আপনি দ্রোপদীকে বলুন। এই পাপাত্মা এখন পাণ্ডবদের দাস। যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে দ্রোপদী ভীমকে বললেন,

(১) ইনি ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দঃশলার স্বামী।

তুমি এর মাথায় পাঁচ জটা করেছ, এ রাজার দাস হয়েছে, এখন একে মদুস্তি দাও। বিহবল জয়দ্রথ মদুস্তি পেয়ে যদুধিষ্ঠির ও উপস্থিত মদুনিগুণকে বন্দনা করলেন। যদুধিষ্ঠির বললেন, পদ্রুদ্রাধম, তুমি দাসত্ব থেকে মদুস্ত হ'লে, আর এমন দদুস্কার্য' করো না।

লজ্জিত দদুঃখার্ত জয়দ্রথ গগ্গাম্বাবে গিয়ে উমাপতি বিরদুপাস্কের শরণাপন্ন হয়ে কঠোর তপস্যা করলেন। মহাদেব বর দিতে এলে জয়দ্রথ বললেন, আমি যেন পশুপান্ডবকে যদুশ্বে জয় করতে পারি। মহাদেব বললেন, তা হবে না; অর্জুন ভিন্ন অপব পান্ডবগণকে সৈন্যসমেত কেবল এক দিনের জন্য তুমি জয় কবতে পারবে। এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

## ॥ রামোপাখ্যানপর্বাদ্যায় ॥

### ৫৪। রামের উপাখ্যান

যদুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, ভগবান, আমার চেয়ে মন্দভাগ্য কোনও রাজার কথা আপনি জানেন কি? মার্কণ্ডেয় বললেন, রাম যে দদুঃখ ভোগ করেছিলেন, তার তুলনা নেই। যদুধিষ্ঠিরের অনুরোধে মার্কণ্ডেয় এই ইতিহাস বললেন—(১)।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের চাব মহাবল পুত্র ছিলেন—রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন। রামের মাতা কৌশল্যা, ভরতের মাতা কৈকেয়ী এবং লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের মাতা সুমিহ্রা। বিদেহরাজ জনকের কন্যা সীতার সঙ্গে রামের বিবাহ হয়। এখন রাবণের জন্মকথা শোন। পদুলস্ত্য নামে ব্রহ্মার এক মানসপুত্র ছিলেন, তাঁর পুত্র বৈশ্রবণ। এই বৈশ্রবণই শিবের সখা ধনপতি কুবের। ব্রহ্মার প্রসাদে তিনি রাক্ষসপুত্রী লঙ্কাব অধিপতি হন এবং পদুপক বিমান লাভ করেন। বৈশ্রবণ তাঁর পিতাকে ত্যাগ করে ব্রহ্মার সেবা করেছিলেন এজন্য পদুলস্ত্য ক্রুদ্ধ হয়ে দেহান্তর গ্রহণ করেন, তখন তাঁর নাম হয় বিশ্রবা। বিভিন্ন রাক্ষসীর গর্ভে বিশ্রবার কতকগুলি সন্তান হয়—পদুশ্বেপাংকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, রাকার গর্ভে খর ও শদুর্পণখা এবং মালিনীর

(১) এই রামোপাখ্যান বাস্মীকি-রামায়ণেব সঙ্গে সর্বত্র মেলে না, সীতাব বনবাস প্রভৃতি উদ্ভবকান্ডবর্ণিত ঘটনাবলী এতে নেই।

গর্ভে বিভীষণ। কুবেরের উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে রাবণ কঠোর তপস্যা করেন, তাতে ব্রহ্মা ভুট্ট হষে তাঁকে বর দেন যে, মান্দুষ ভিন্ন কোনও প্রাণীর হস্তে তাঁর পরাভব হবে না। রাবণ কুবেরকে পরাস্ত করে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং স্বয়ং লঙ্কায় অধীশ্বর হলেন। কুবের গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন, ধর্মাত্মা বিভীষণও তাঁর অনুসরণ করলেন।

রাবণের উৎপীড়নে কাতর হয়ে ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ অগ্নিকে, অগ্নবর্তী কবে ব্রহ্মাব শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা আশ্বাস দিলেন যে রাবণের নিগ্রহেব জন্য বিষ্ণু ধবায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রহ্মার উপদেশে ইন্দ্রাদি দেবগণ বানরী আর ভল্লুকীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করলেন। দন্দভী নামে এক গন্ধর্বী মন্থবা নামে কুব্জারূপে জন্মগ্রহণ করলে।

বৃন্দ দশবথ যখন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার সংকল্প করলেন তখন দাসী মন্থবার প্রবোচনায় কৈকেয়ী রাজার কাছে এই বর আদায় করলেন যে রাম চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে যাবেন এবং ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রাম বনে গেলেন, সীতা ও লক্ষ্মণও তাঁর অনুগমন করলেন। পুত্রশোকে দশরথের প্রাণাব্যোগ হ'ল। ভরত তাঁর মাতাকে ভৎসনা করে রাজ্য প্রত্যাখ্যান করলেন এবং রামকে ফিরিয়ে আনবার ইচ্ছায় বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণগণ ও আত্মীয়স্বজন সহ চিত্রকূটে গেলেন, কিন্তু রাম সম্মত হলেন না। ভরত নন্দিগ্রামে গিয়ে রামের পাদুকা সম্মুখে বেখে রজ্যচালনা করতে লাগলেন।

রাম চিত্রকূট থেকে দণ্ডকারণ্যে গেলেন। সেখানে শূর্পণখার নাসাচ্ছেদের জন্য জনস্থানবাসী খরের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা হ'ল। খর ও তাব সহায় দুষণকে রাম বধ করলেন। শূর্পণখা তার ছিন্ন নাসিকা আর ওষ্ঠ নিয়ে রাবণের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের সংকল্প করলেন। তিনি তাঁর পুত্র অমাত্য মারীচকে বললেন, তুমি রত্নশৃঙ্গ বিচিহ্নরোমা মৃগ হয়ে সীতাকে প্রলুপ্ত কর। রাম তোমাকে ধরতে গেলে আমি সীতাকে হরণ করব। মারীচ অনিচ্ছায় রাবণের আদেশ পালন করলে। রাম মৃগরূপী মারীচের অনুসরণ করলেন, মারীচ শবাহত হয়ে রামের ভুল্য কণ্ঠস্বরে 'হা সীতা, হা লক্ষ্মণ' বলে চিৎকার করে উঠল। সীতা ভয় পেয়ে লক্ষ্মণকে যেতে বললেন। লক্ষ্মণ তাঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সীতাব কটু বাক্য শ্রুনে অগত্যা রামের সম্মানে গেলেন। এই সূযোগে রাবণ সীতাকে হরণ করে আকাশপথে নিয়ে চললেন।

গুপ্তরাজ জটায়ু দশরথের সখা ছিলেন। তিনি সীতাকে বাবণের ক্রোড়ে

দেখে তাঁকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু রাবণের হস্তে নিহত হলেন। সীতা তাঁর অলংকার খুঁলে ফেলতে লাগলেন। একটি পর্বতের উপরে পাঁচটি বানর ব'সে আছে দেখে তিনি তাঁর পীতবর্ণ উত্তরীয় খুঁলে ফেলে দিলেন। রাবণ লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে সীতাকে অশোকবনে বন্দিনী ক'রে রাখলেন।

রাম আগ্রমে ফেরাবাব পথে লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন। তিনি উদ্‌বিগ্ন হয়ে আগ্রমে এসে দেখলেন সীতা নেই। বাম-লক্ষ্মণ ব্যাকুল হয়ে সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে মরণাপন্ন জটায়ুকে দেখতে পেলেন। সীতাকে নিয়ে রাবণ দক্ষিণ দিকে গেছেন এই সংবাদ ইঙ্গিতে জানিয়ে জটায়ু প্রাণত্যাগ করলেন।

যেতে যেতে রাম-লক্ষ্মণ এক কবন্ধবৃক্ষী রাক্ষস কর্তৃক আক্রান্ত হলেন এবং তার দৃষ্ট বাহু কেটে ফেললেন। মৃত কবন্ধের দেহ থেকে এক গন্ধর্ব্ব নির্গত হয়ে বললে, আমার নাম বিশ্বাবসু, ব্রাহ্মণশাপে বান্ধস হয়েছিলাম। তোমরা ঋষ্যমুক পর্বতে সূগ্রীবের কাছে যাও, সীতার উদ্ধারে তিনি তোমাদের সাহায্য কববেন। রাম-লক্ষ্মণ ঋষ্যমুক চলে গেলেন, পথে সূগ্রীবের সচিব হনুমানের সঙ্গে তাঁদের আলাপ হ'ল। তাঁরা সূগ্রীবের কাছে এসে সীতার উত্তরীয় দেখলেন। রামের সঙ্গে সূগ্রীবের সখ্য হ'ল। রাম জানলেন যে সূগ্রীবকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী কিষ্কিন্ধ্যা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং ভ্রাতৃবধুকেও আত্মসাৎ করেছেন। রামের উপদেশে সূগ্রীব বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। দৃষ্ট ভ্রাতায় যোব যুদ্ধ হ'তে লাগল, সেই সময়ে রাম বালীকে শরাঘাত করলেন। রামকে ভৎসনা ক'রে বালী প্রাণত্যাগ করলেন, সূগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য এবং চন্দ্রমুখী বিধবা তারাকে পেলেন।

অশোকবনে সীতাকে রাক্ষসীরা দিবারাত্র পাহারা দিত এবং সর্বদা তর্জন করত। একদিন গ্রিহজটা নামে এক রাক্ষসী তাঁকে বললে, সীতা, ভয় ত্যাগ কর। অবিষ্মা নামে এক বৃশ্চ রাক্ষসগ্রেষ্ঠ তোমাকে জানাতে বলেছেন যে রাম-লক্ষ্মণ কুশলে আছেন এবং শীঘ্রই সূগ্রীবের সঙ্গে এসে তোমাকে মুক্ত করবেন। আমিও এক ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি যে রাক্ষসসেনা ধ্বংস হবে।

সীতার উদ্ধারের জন্য সূগ্রীব কোনও চেষ্টা করছেন না দেখে রাম লক্ষ্মণকে তাঁর কাছে পাঠালেন। সূগ্রীব বললেন, আমি অকৃতজ্ঞ নই, সীতার অবশেষে সর্বদিকে বানরদের পাঠিয়েছি, আর পাঁচদিনের মধ্যে তারা ফিরে আসবে। তার পর একদিন হনুমান এসে জানালেন যে তিনি সমুদ্র লঙ্ঘন ক'রে সীতার সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছেন। অনন্তর রাম বিশাল বানর-ভগ্নদুক সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। সমুদ্র রামকে স্রব্ধবোণে দর্শন দিয়ে বললেন, তোমার সৈন্যদলে বিশ্বকর্মান পুত্র



নল আছেন, তাঁকে সেতু নির্মাণ করতে বল। রামের আজ্ঞায় সমুদ্রের উপর সেতু নির্মিত হ'ল, তা এখনও নলসেতু নামে খ্যাত। এই সময়ে বিভীষণ ও তাঁর চারজন সচিব এসে রামের সঙ্গে মিলিত হলেন। রাম সসৈন্যে এক মাস সেতুপথে সমুদ্র পাব হলেন এবং লঙ্কায় সৈন্যসমাবেশ করলেন।

অঙ্গদ রাবণের কাছে গিয়ে রামের এই বার্তা জানালেন।—সীতাকে হরণ ক'বে তুমি আমার কাছে অপরাধী হয়েছ, কিন্তু তোমার অপরাধে নিরপরাধ লোকেও বিনষ্ট হবে। তুমি যেসকল ঋষি ও রাজর্ষি হত্যা করেছ, দেবগণকে অপমান করেছ, নাবীহরণ কবেছ, তাব প্রতিফল এখন পাবে। তুমি জানকীকে মৃত্যু কব, নতুবা পৃথিবী রাক্ষসশূন্য করব। রাবণের আদেশে চাব জন রাক্ষস অঙ্গদকে ধবতে গেল, তিনি তাদের বধ ক'বে রামের কাছে ফিবে এলেন।

রামের আজ্ঞায় বানররা লঙ্কায় প্রাচীর ও গৃহাদি ভেঙে ফেললে। “দুই পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, প্রহস্ত ধুম্রাক্ষ প্রভৃতি সেনাপতি এবং বহু রাক্ষস নিহত হ'ল। লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে বধ করলেন। ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অদৃশ্য হয়ে রাম-লক্ষ্মণকে শরাঘাতে নির্জিত করলেন। সূগ্রীব মহোষধি বিশল্যা দ্বারা তাঁদের সুস্থ করলেন। বিভীষণ জানালেন যে কুবেরের কাছ থেকে এক যক্ষ মন্ত্রাসিন্ধ জল নিয়ে এসেছে, এই জলে চোখ ধুলে অদৃশ্য প্রাণীদের দেখা যায়। রাম লক্ষ্মণ সূগ্রীব হনুমান প্রভৃতি সেই জল চোখে দিলেন, তখন সমস্তই তাঁদের দৃষ্টিগোচর হ'ল। ইন্দ্রজিৎ আবার যুদ্ধ কবতে এলেন। বিভীষণ ইঙ্গিত কবলেন যে ইন্দ্রজিৎ এখনও আহিক করেন নি, এই অবস্থাতেই তাঁকে বধ করা উচিত। কিছুক্ষণ ঘোব যুদ্ধের পব লক্ষ্মণ শরাঘাতে ইন্দ্রজিতের দুই বাহু ও মস্তক ছেদন করলেন।

পুত্রশোকে বিদ্রান্ত হয়ে রাবণ সীতাকে বধ কবতে গেলেন। অবিন্ধ্য তাঁকে বললেন, স্ত্রীহত্যা অকর্তব্য, আপনি এ'ব স্বামীকেই বধ কবুন। রাবণ যুদ্ধভূমিতে এসে মায়ী সৃষ্টি করলেন, তাঁর দেহ থেকে শতসহস্র অস্ত্রধারী রাক্ষস নির্গত হ'তে লাগল। তিনি রাম-লক্ষ্মণের রূপ গ্রহণ ক'বে ধাবিত হলেন। এই সময়ে ইন্দ্র-সারথি মাতলি এক দিব্য রথ এনে রামকে বললেন, আপনি এই রথে চড়ে যুদ্ধ করুন। রাম রথারোহণ ক'রে রাবণকে আক্রমণ করলেন। রাবণ এক ভীষণ শূল নিক্ষেপ করলেন, রাম তা শরাঘাতে ছেদন কবলেন। তার পর তিনি তাঁর তুণ থেকে এক উত্তম শর তুলে নিয়ে ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে প্রভাবান্বিত করলেন এবং জ্যাকর্ষণ ক'বে মোচন করলেন। সেই শরের আঘাতে রাবণের দেহ অশ্ব রথ ও সারথি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, রাবণের ভস্ম পর্যন্ত রইল না।

রাবণবধের পর রাম বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য দান করলেন। অনন্তর বৃন্দ মন্ত্রী অবিন্দ্য বিভীষণের সঙ্গে সীতাকে নিয়ে রামের কাছে এসে বললেন, সূচরিত্রা দেবী জানকীকে গ্রহণ করুন। বাস্পাকুলনয়না শোকাকর্তা সীতাকে রাম বললেন, বৈদেহী, আমার যা কর্তব্য তা করেছি। আমি তোমার পতি থাকতে তুমি রাক্ষস-গৃহে বার্ষিক্যদশা পাবে তা হ'তে পারে না, এই কারণেই আমি রাবণকে বধ করেছি। আমার ন্যায় ধর্মজ্ঞ লোক পরহস্তগতা নারীকে ক্ষণকালের জন্যও নিতে পারে না। তুমি সূচরিত্রা বা অসূচরিত্রা যাই হও, কুরুবভূক্ত হবির ন্যায় তোমাকে আমি ভোগের জন্য নিতে পারি না।

এই দারুণ বাক্য শ্রুনে সীতা ছিন্ন কদলীতরুর ন্যায় ভূপতিত হলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা ইন্দ্র অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ, এবং দিব্যমূর্তি রাজা দশরথ হংসবদন্ত বিমানে এসে দর্শন দিলেন। সীতা রামকে বললেন, রাজপুত্র, তোমার উপর আমার ক্রোধ নেই, স্ত্রীপদ্রুঘের গতি আমার জানা আছে। যদি আমি পাপ করে থাকি তবে আমার অন্তঃচর প্রাণবায়ু আমাকে ত্যাগ কবুন। যদি আমি স্বপ্নেও অন্য পদ্রুঘকে চিন্তা না করে থাকি তবে বিধাতার নির্দেশে তুমিই আমার পতি থাক। তখন দেবতারা রামকে বললেন, অতি সূক্ষ্ম পাপও মৈথিলীর নেই, তুমি একে গ্রহণ কর। দশরথ বললেন, বৎস, তোমার মঙ্গল হ'ক, চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হয়েছে, তুমি অযোধ্যায় গিয়ে রাজ্যশাসন কর।

মৃত বানরগণ দেবগণের বরে পুনর্জীবিত হ'ল। সীতা হনুমানকে বর দিলেন, পুত্র, রামের কীর্তি ষত দিন থাকবে তুমিও তত দিন বাঁচবে, দিব্য ভোগ্যবস্তু সর্বদাই তোমার নিকট উপস্থিত হবে। তার পর রাম সীতার সঙ্গে পদ্মপক বিমানে কীষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এলেন এবং অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে সূগ্রীবাদির সঙ্গে অযোধ্যায় যাত্রা করলেন। নন্দিগ্রামে এলে ভরত তাঁকে রাজ্যের ভার প্রত্যর্পণ করলেন। শূভনক্ষত্রযোগে বিশষ্ঠ ও বামদেব রামকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। সূগ্রীব বিভীষণ প্রভৃতি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। রাম গোমতীতীরে মহাসমারোহে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন।

উপাখ্যান শেষ করে মার্কণ্ডেয় বললেন, বনবাসকালে রাম এইপ্রকার দারুণ বিপদ ভোগ করেছিলেন। যদিচিষ্ঠর, তুমি শোক ক'রো না, তোমার বীর ভ্রাতাদের সাহায্যে তুমিও শত্রুজয় করবে।

## ॥ পতিব্রতামাহাত্ম্যপৰ্বাধ্যায় ॥

### ৫৫। সাবিত্রী-সত্যবান

যদুধিষ্ঠির বললেন, আমার নিজের জন্য বা দ্রাঘাদেব জন্য বা রাজ্যনাশের জন্য আমার তত দুঃখ হয় না যত দ্রৌপদীর জন্য হয়। দ্রুপাচার্য্য দ্রুতসভায় আমাদের যে ক্লেশ দিয়েছিল দ্রৌপদীই তা থেকে আমাদের উদ্ধার করেছিলেন। আবার তাঁকে জয়দ্রথ হরণ করলে। এই দ্রুপদকন্যার তুল্য পতিব্রতা মহাভাগ্য কোনও নারীর কথা আপনি জানেন কি? মার্কণ্ডেয় বললেন, মহারাজ, তুমি রাজকন্যা সাবিত্রীর ইতিহাস শোন, তিনি কুলসত্রীর সমস্ত সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।—

মদ্র দেশে অশ্বপতি নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তিনি সন্তানকামনায় সাবিত্রী (১) দেবীর উদ্দেশে লক্ষ হোম কবেন। আঠার বৎসব পূর্ণ হ'লে সাবিত্রী তুষ্ট হয়ে হোমকুণ্ড থেকে উঠে রাজাকে বব দিতে চাইলেন। অশ্বপতি বললেন, আমার বহু পুত্র হ'ক। সাবিত্রী বললেন, তোমার অভিলাষ আমি পূর্বেই ব্রহ্মাকে জানিয়েছিলাম, তাঁব প্রসাদে তোমার একটি তেজস্বিনী কন্যা হবে। আমি তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মাব আদেশে এই কথা বলছি, তুমি আর প্রত্যাশ্তি করো না।

যথাকালে রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী এক বাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করলেন। দেবী সাবিত্রী দান করেছেন এজন্য কন্যাব নাম সাবিত্রী রাখা হ'ল। মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় এই কন্যা ক্রমে যৌবনবতী হলেন, কিন্তু তাঁব তেজের জন্য কেউ তাঁব পাণি প্রার্থনা করলেন না। একদিন অশ্বপতি তাঁকে বললেন, পুত্রী, তোমাকে সম্প্রদান করবার সময় এসেছে, কিন্তু কেউ তোমাকে চাচ্ছে না। তুমি নিজেই তোমাব উপযুক্ত গুণবান পতির অন্বেষণ কর। এই ব'লে রাজা কন্যার শ্রমণের ব্যবস্থা করে দিলেন। সাবিত্রী লজ্জিতভাবে পিতাকে প্রণাম করে বৃন্দ সচিবদের সঙ্গে রথারোহণে যাত্রা কবলেন। তিনি রাজর্ষিগণেব তপোবন দর্শন এবং তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণকে খনদান করতে লাগলেন।

একদিন মদ্রবাজ অশ্বপতি সভায় ব'সে নারদের সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় সাবিত্রী ফিরে এসে প্রণাম করলেন। নারদ বললেন, রাজা, তোমাব কন্যা কোথায় গিয়েছিল? এ যুবতী হয়েছে, পতির হস্তে সম্প্রদান করছ না কেন?

রাজা বললেন, দেবর্ষি, সেই উদ্দেশ্যেই একে পাঠিয়েছিলাম, এ কাকে বরণ করেছে তা শুনুন। পিতার আদেশে সাবিদ্রী বললেন, শাল্ব দেশে দ্যুমৎসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং তাঁর পুত্রও তখন বালক, এই সুযোগ পেয়ে শত্রু তাঁর রাজ্য হরণ করে। তিনি ভাষা ও পুত্রের সঙ্গে মহারণ্যে আসেন এবং এখন সেখানেই তপশ্চর্যা করছেন। তাঁর পুত্র সত্যবান বড় হয়েছেন, আমি তাঁকেই মনে মনে বরণ করেছি।

নারদ বললেন, হা, কি দুর্ভাগ্য, সাবিদ্রী না জেনে সত্যবানকে বরণ কবেছে! তার পিতা-মাতা সত্য বলেন, সেজন্য ব্রাহ্মণরা তার সত্যবান নাম বেখেছেন। বাল্যকালে সে অশ্বপ্ৰিয় ছিল, মৃত্তিকার অশ্ব গড়ত, অশ্বের চিত্র আঁকত, সেজন্য তার আর এক নাম চিত্রাশ্ব। সে বিন্দিদেবের ন্যায় দাতা, শিবির ন্যায় ব্রাহ্মণসেবী ও সত্যবাদী, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। তাব একটিমাত্র দোষ আছে—এক বৎসর পবে তার মৃত্যু হবে।

রাজা বললেন, সাবিদ্রী, তুমি আবার যাও, অন্য কাকেও বরণ কব। সাবিদ্রী বললেন,

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।

সকৃদাহ দদানীতি গ্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥

দীর্ঘায়ুদ্রথবাল্পায়ুঃ সগুণো নিগুণোহপি বা।

সকৃদবৃত্তো ময়া ভর্তা ন ম্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥

মনসা নিশ্চয়ং কৃৎস্না ততো বাচ্যভিধীয়তে।

ক্রিয়তে কর্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥

—পৈতৃক ধনের অংশ একবারই প্রাপ্য হয়, কন্যাদান একবারই হয়, একবারই 'দিলাম' বলা হয়; এই তিন কার্যই এক-একবার মাত্র হয়। দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু, গুণবান বা গুণহীন, পতি আমি একবারই বরণ করোঁছি, ম্বিতীয় কাকেও বরণ কব না। লোকে আগে মনে মনে কর্তব্য স্থির করে, তাব পর বাক্যে প্রকাশ করে, তার পর কার্য কবে; অতএব আমার মনই প্রমাণ (১)।

নারদ বললেন, মহারাজ, তোমার কন্যা তার কর্তব্য স্থির ক'রে ফেলেছে, তাকে বরণ কবা যাবে না। অতএব সত্যবানকেই কন্যাদান কর। নারদ আশীর্বাদ

---

(১) আমি মনে মনে পতি বরণ করোঁছি, বিবাহের তাই প্রমাণস্বরূপ।

ক'রে চ'লে গেলেন। রাজা অশ্বপতি বিবাহের উপকরণ সংগ্রহ করলেন এবং শ্রুতদিনে সাবিট্রী ও পুরোহিতাদিকে নিয়ে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

অশ্বপতি বললেন, রাজর্ষি, আমার এই সুন্দরী কন্যাকে আপনি পুত্রবধূরূপে নিন। দ্যুমৎসেন বললেন, আমরা রাজ্যচ্যুত হয়ে বনবাসে আছি, আপনার কন্যা কি ক'রে কষ্ট সহিবেন? অশ্বপতি বললেন, সূখ বা দুঃখ চিবস্থায়ী নয়, আমার কন্যা আব আমি তা জানি। আমি আশা ক'বে আপনার কাছে এসেছি, আমাকে প্রত্যক্ষ্যন করবেন না। দ্যুমৎসেন সম্মত হলেন, আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে সাবিট্রী-সত্যবানের বিবাহ ষথার্থি সম্পন্ন হ'ল। উপযুক্ত বসনভূষণ সহ কন্যাকে দান ক'রে অশ্বপতি আনন্দিতমনে প্রস্থান কবলেন। তাব পর সাবিট্রী তাঁর সমস্ত আভরণ খুলে ফেলে বস্কল ও গৈরিক বস্ত্র ধারণ করলেন এবং সেবাব দ্বারা শ্বশুর শাস্রুড়ী ও স্বামীকে পবিতুষ্ট কবলেন। কিন্তু নাবদেব বাক্য সর্বদাই তাঁব মনে ছিল।

এব্রূপে অনেক দিন গত হ'ল। সাবিট্রী দিন গণনা ক'রে দেখলেন, আর চার দিন পবে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হবে। তিনি দ্বিবার উপবাসের সংকল্প করলেন। দ্যুমৎসেন দ্রুতগতি হয়ে তাঁকে বললেন, রাজকন্যা, তুমি অতি কঠোব ব্রত আরম্ভ কবেছ, তিন বারি উপবাস অতি দুঃসাধ্য। সাবিট্রী উত্তব দিলেন, পিতা, আপনি ভাববেন না, আমি ব্রত উদ্যাপন করতে পারব। সত্যবানের মৃত্যুর দিনে সাবিট্রী পূর্বাহ্নের সমস্ত কার্য সম্পন্ন করলেন এবং গুরুজনদেব প্রণাম ক'বে কৃতাজ্ঞা হলো রইলেন। তপোবনবাসী সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ কবলেন, অবিধবা হও। সাবিট্রী ধ্যানস্থ হয়ে মনে মনে বললেন, তাই যেন হয়। শ্বশুর-শাস্রুড়ী তাঁকে বললেন, তোমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে, এখন আহার কর। সাবিট্রী বললেন, সূর্যাস্তের পর আহার করব এই সংকল্প কবেছি।

সত্যবান কাঁধে কুঠার নিয়ে বনে যাচ্ছেন দেখে সাবিট্রী বললেন, আমিও যাব, তোমার সঙ্গ ছাড়ব না। সত্যবান বললেন, তুমি পূর্বে কখনও বনে যাও নি, পথও কষ্টকব, তার উপর উপবাস ক'রে দুর্বল হয়ে আছ, কি ক'রে পদরঞ্জে যাবে? সাবিট্রী বললেন, উপবাসে আমার কষ্ট হয় নি, যাবার জন্য আমার উৎসাহ হয়েছে, তুমি বারণ ক'রো না। সত্যবান বললেন, তবে আমার পিতা-মাতাব অননুমতি নাও, তা হ'লে আমার দোষ হবে না। সাবিট্রীর অনুরোধ শ্রুনে দ্যুমৎসেন বললেন, সাবিট্রী আমাদের পুত্রবধূ হবার পর কিছু চেয়েছেন ব'লে মনে পড়ে না, অতএব এ'র অভিলাষ পূর্ণ হ'ক। পুত্রী, তুমি সত্যবানের সঙ্গে সাবধ্যানে যেকো। অননুমতি পেয়ে

সাবিত্রী যেন সহাস্যবদনে কিন্তু সন্তপ্তহৃদয়ে স্বামীর সঙ্গে গেলেন। যেতে যেতে সত্যবান পুণ্যসালিলা নদী, পদ্মীপত পর্বত প্রভৃতি দেখাতে লাগলেন। সাবিত্রী নিবন্তর স্বামীর দিকে চেষ্টে রইলেন এবং নারদেব বাক্য স্মরণ ক'রে তাঁকে মৃত জ্ঞান করলেন।

সত্যবান ফল পেড়ে তাঁব খালি ভবতি করলেন, তার পর কাঠ কাটতে লাগলেন। পবিশ্রমে তাঁর ঘাম হ'তে লাগল, মাথাষ বেদনা হ'ল। তিনি বললেন, সাবিত্রী, আমি অত্যন্ত অসুস্থ বোধ কব'ছি, আমার মাথা যেন শূন্য দিগ্বে বিধছে, দাঁড়াতে পার'ছি না। সাবিত্রী স্বামীর মাথা কোলে রেখে ভূতলে বসে পড়লেন।

মৃদুহৃদাদেব চাপশ্যং পদ্বদুষং বস্ত্রবাসসম্।

বন্ধমৌলিং বপুঃস্নাতমাদিত্যসমতেজসম্॥

শ্যামাবদাতং বস্ত্রাঙ্কং পাশহস্তং ভয়াবহম্।

স্থিতং সত্যবতঃ পার্শ্বে নিরীক্ষন্তং তমেব চ॥

—মৃদুহৃদকাল পরে সাবিত্রী দেখলেন, এক বস্ত্রবসনধারী বিশালবপুঃ সূর্যসমতেজস্বী ভয়ংকর পদ্বদুষ পার্শ্বে এসে সত্যবানকে নিবীক্ষণ করছেন, তাঁব কেশ চূড়াবন্ধ, কান্টি উজ্জ্বলশ্যাম, চক্ষুঃ বস্ত্রবর্ণ, হস্তে পাশ।

তাঁকে দেখে সাবিত্রী ধীবে ধীবে তাঁব স্বামীর মাথা কোল থেকে নামালেন এবং দাঁড়িয়ে উঠে কস্মিন্তহৃদয়ে কৃতাজ্জলি হয়ে বললেন, আপনার মৃতি দেখে বুঝেছি আপনি দেবতা। আপনি কে, কি ইচ্ছা করেন?

যম বললেন, সাবিত্রী, তুমি পতিব্রতা তপশ্চারিণী, এজন্য তোমাব সঙ্গে কথা বল'ছি। আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ুঃ শেষ হয়েছে, আমি এ'কে পাশবন্ধ ক'বে নিয়ে যাব। সত্যবান ধার্মিক, গুণসাগর, সেজন্য আমি অনুচর না পাঠিয়ে নিজেই এসেছি। এই ব'লে যম সত্যবানের দেহ থেকে অঙ্গদুষ্টপরিমাণ পদ্বদুষ (১) পাশবন্ধ ক'রে টেনে নিলেন, প্রাণশূন্য দেহ শ্বাসহীন নিঃপ্রাণ নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে বইল; যম দীক্ষণ দিকে চললেন। সাবিত্রীকে পশ্চাতে আসতে দেখে যম বললেন, সাবিত্রী, তুমি ভর্তার ঋণ শোধ করেছ, এখন ফিরে গিয়ে এ'ব পাবলৌকিক ক্রিয়া কর।

সাবিত্রী বললেন, আমার স্বামী যেখানে যান অথবা তাঁকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয় আমারও সেখানে যাওয়া কর্তব্য, এই সনাতন ধর্ম। আমার তপস্যা ও

পতিপ্রেমের বলে এবং আপনার প্রসাদে আমার গতি প্রতিহত হবে না। পণ্ডিতরা বলেন, একসঙ্গে সাত পা গেলেই মিথ্রতা হয়; সেই মিথ্রতায় নির্ভর করে আপনাকে কিছুর বলিছি শুনুন। পতিহীনা নারীর পক্ষে বনে বাস করে ধর্মাচরণ করা অসম্ভব। যে ধর্মপথ সাধুজনের সম্মত সকলে তাবই অনুসরণ করে, অন্য পথে যায় না। সাধুজন গার্হস্থ্য ধর্মকেই প্রধান বলেন।

যম বললেন, সাবিট্রী, তুমি আর এসো না, নিবৃত্ত হও। তোমার শৃঙ্খল ভাষা আর যদুস্তিসম্মত বাক্য শুন্যে আমি তুষ্ট হয়েছি, তুমি বব চাও। সত্যবানের জীবন ভিন্ন যা চাও তাই দেব। সাবিট্রী বললেন, আমার শব্দর অশ্রু ও রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে বাস কবছেন, আপনার প্রসাদে তিনি চক্ষু লাভ কবে অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হ'ন। যম বললেন, তাই হবে। তোমাকে পথপ্রদে ক্রান্ত দেখছি, তুমি ফিরে যাও।

সাবিট্রী বললেন, স্বামীর নিকটে থাকলে আমার ক্লান্তি হবে কেন? তাঁর যে গতি আমারও সেই গতি। তা ছাড়া আপনার ন্যায় সজ্জনের সঙ্গে একবার মিলনও বাঞ্ছনীয়, তা নিষ্ফল হয় না, সেজন্য সাধুসঙ্গেই থাকা উচিত। যম বললেন, তুমি যে হিতবাক্য বললে তা মনোহর বৃন্দিশ্রুত। সত্যবানের জীবন ভিন্ন স্বতীয় একটি বব চাও। সাবিট্রী বললেন, আমার শব্দর তাঁর রাজ্য পুনর্ব্বার লাভ করুন, তিনি যেন স্বধর্ম পালন করতে পাবেন।

যম বললেন, বাজকন্যা, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। এখন নিবৃত্ত হও, আর পরিশ্রম করো না। সাবিট্রী বললেন, দেব, আপনি জগীতের লোককে নিযমানদুসারে সংযত রাখেন এবং আশুঃশেষে তাদেরই কর্মানুসারে নিয়ে যান, আপনার নিজের ইচ্ছা নয়, এজন্যই আপনার নাম যম। আমার আর একটি কাম্য শুনুন। কর্ম মন ও বাক্য দ্বারা কোনও প্রাণীর অনিষ্ট না কবা, অনুগ্রহ ও দান কবা—এই সনাতন ধর্ম। জগতের লোক সাধারণত অলপায়ু ও দুর্বল, সেজন্য সাধুজন শরণাগত অমিত্রকেও দয়া কবেন। যম বললেন, পিপাসিতের পক্ষে যেমন জল, সেইবদপ তোমার বাক্য। কল্যাণী, সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি বব চাও।

সাবিট্রী বললেন, আমার পিতা পুত্রহীন, বংশরক্ষার্থ তাঁর যেন শতপুত্র হয়, এই তৃতীয় বব আমি চাচ্ছি। যম বললেন, তাই হবে। তুমি বহুদূরে এসে পড়েছ, এখন ফিরে যাও। সাবিট্রী বললেন, আমার পক্ষে এ দূর নয়, কারণ স্বামীর নিকটে আছি। আমার মন আরও দূরে ধাবিত হচ্ছে। আপনি বিবস্বানের (সূর্যের) পুত্র,

সেজন্য আপনি বৈবস্বত; আপনি সমবৃদ্ধিতে ধর্মানুসারে প্রজ্ঞাশাসন করেন সেজন্য আপনি ধর্মরাজ। আপনি সজ্জন, সজ্জনের উপরে যেমন বিশ্বাস হয় তেমন নিজের উপরেও হয় না।

যম বললেন, তুমি যা বলছ তেমন বাক্য আমি কোথাও শুনিনি। তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি বব চাও। সাবিত্রী বললেন, আমার গর্ভে সত্যবানের ঔবসে যেন বলবীর্ষশালী শতপুত্র হয়, এই চতুর্থ বব চাচ্ছি। যম বললেন, বলবীর্ষশালী শতপুত্র তোমাকে আনন্দিত করবে। বাজকন্যা, দুব পথে এসেছে, ফিবে যাও।

সাবিত্রী বললেন, সাধুজন সর্বদাই ধর্মপথে থাকেন, তাঁরা দান ক'বে অনুতপ্ত হন না। তাঁদের অনুগ্রহ ব্যর্থ হ'ব না, তাঁদের কাছে কারও প্রার্থনা বা সম্মান নষ্ট হ'ব না, তাঁরা সকলেই রক্ষক। যম বললেন, তোমাব ধর্মসম্মত হৃদয়গ্রাহী বাক্য শুনে তোমাব প্রতি আমার ভক্তি হয়েছে। পতিব্রতা, তুমি আর একটি বব চাও।

সাবিত্রী বললেন, হে মানদ, যে বর আমাকে দিয়েছেন তা আমার পুণ্য না থাকলে আপনি দিতেন না। সেই পুণ্যবলে এই বব চাচ্ছি—সত্যবান জীবনলাভ করুন, পতি বিনা আমি হৃৎতুল্য হয়ে আছি। পতিহীন হয়ে আমি স্বেচ্ছা চাই না, স্বর্গ চাই না, প্রিয়বস্তু চাই না, বাঁচতেও চাই না। আপনি শতপুত্রের বর দিয়েছেন, অথচ আমার পতিকে হরণ ক'বে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যবান বেঁচে উঠুন এই বব চাচ্ছি, তাতে আপনার বাক্য সত্য হবে। ধর্মরাজ যম বললেন, তাই হবে। সত্যবানকে পাশবদ্বন্দ্ব ক'রে যম হৃৎসীচন্তে বললেন, তোমার পতিকে মর্দন দিলাম, ইনি নীরোগ বলবান ও সফলকাম হবেন, চাব শত বৎসব তোমাব সঙ্গে জীবিত থাকবেন, যন্ত ও ধর্মকার্য ক'বে খ্যাতিলাভ করবেন।

যম চলে গেলে সাবিত্রী তাঁর স্বামীর মৃতদেহের নিকট ফিবে এলেন। তিনি সত্যবানের মাথা কোলে তুলে নিয়ে বললেন, রাজপুত্র, তুমি বিশ্রাম ক'বেছ, তোমাব নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে, যদি পাব তো ওঠ। দেখ, বারি গাঢ় হয়েছে। সত্যবান সংজ্ঞালাভ ক'রে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, তাব পর বললেন, আমি শিবঃপীড়ায় কাতব হয়ে তোমার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তুমি আমাকে আলিঙ্গন ক'বে খ'রে ছিলে। আমি নিদ্রানস্থায় ঘোব অন্ধকার এবং এক মহাতেজা পুরুষকে দেখেছি। একি স্বপ্ন না সত্য? সাবিত্রী বললেন, কাল তোমাকে বলব। এখন রাতি গভীর হয়েছে, ওঠ.



পিতা-মাতার কাছে চল। সত্যবান বললেন, এই ভয়ানক বনে নির্বিড় অন্ধকাবে পথ দেখতে পাবে না। সাবিহ্রী বললেন, এই বনে একটি গাছ জ্বলছে, তা থেকে আগুন এনে আমাদের চারিদিকে জ্বালব, কাঠ আমাদের কাছেই আছে। তোমাকে রন্ধনের ন্যায় দেখাচ্ছে, যদি যেতে না পার তবে আমরা এখানেই রাতিযাপন করব। সত্যবান বললেন, আমি সুস্থ হয়েছি, ফিরে যেতে ইচ্ছা করি। দিনমানেও যদি আমি আশ্রমেই বাইরে যাই তবে পিতা-মাতা উদ্‌বিশ্ন হয়ে আমার অন্বেষণ করেন, বিলম্বের জন্য ভৎসনা করেন। আজ তাঁদের কি অবস্থা হয়েছে তাই আমি ভাবছি।

সত্যবান শোকাতর্ক হয়ে কাঁদতে লাগলেন। সাবিহ্রী তাঁর চোখ মুঁছিয়ে দিয়ে বললেন, যদি আমি তপস্যা দান ও হোম করে থাকি তবে এই বাণি আমার শ্বশুর শাশুড়ী আর স্বামীর পক্ষে শূভ হ'ক। সাবিহ্রী তাঁর কেশপাশ সংযত করে দুই বাহু দিয়ে স্বামীকে তুললেন। সত্যবান তাঁর ফলের থলির দিকে তাকাচ্ছেন দেখে সাবিহ্রী বললেন, কাল নিষে যেযো, তোমার কুঠার আমি নিচ্ছি। ফলের থলি গাছেব ডালে ঝুলিয়ে বেখে কুঠার নিষে সাবিহ্রী সত্যবানের কাছে এলেন এবং তাঁর বাঁ হাত নিজের কাঁধে রেখে নিজের ডান হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে চললেন। সত্যবান বললেন, এই পলাশবনের উত্তর দিকের পথ দিয়ে দ্রুত চল, আমি এখন সুস্থ হয়েছি, পিতা-মাতাকে শীঘ্র দেখতে চাই।

এই সময়ে দ্যুমৎসেন চক্ষু লাভ করলেন। সত্যবান না আসায় তিনি উদ্‌বিশ্ন হয়ে তাঁর ভার্য্য শৈব্যাব সঙ্গে চারিদিকে উন্মত্তেব ন্যায় খুঁজতে লাগলেন। আশ্রমবাসী ঋষিবা তাঁদের ফিরিয়ে এনে নানাপ্রকারে আশ্বাস দিলেন। এমন সময় সাবিহ্রী সত্যবানকে নিষে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তখন ব্রাহ্মণবা আগুন জ্বাললেন এবং শৈব্য সত্যবান ও সাবিহ্রী সঙ্গে সকলে রাজা দ্যুমৎসেনের নিকটে বসলেন। সত্যবান জানালেন যে তিনি শিরঃপীড়ায় কাতব হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সেজন্য ফিবতে বিলম্ব হয়েছে। গোতম নামে এক ঋষি বললেন, তোমার পিতা অকস্মাৎ চক্ষু লাভ করেছেন, তুমি এব কারণ জান না। সাবিহ্রী, তুমি বলতে পারবে, তুমি সবই জান, তোমাকে ভগবতী সাবিহ্রী দেবীর ন্যায় শক্তিমতী মনে করি। যদি গোপনীয় না হয় তো বল।

সাবিহ্রী বললেন, নারদের কাছে শুনেছিলাম যে আমার পতির মৃত্যু হবে। আজ সেই দিন, সেজন্য আমি পতির সঙ্গ ছাড়ি নি। তাব পর সাবিহ্রী যমের আগমন, সত্যবানকে গ্রহণ, এবং স্তবে প্রসন্ন হয়ে পাঁচটি বরদান প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। ঋষিরা বললেন, সাধবী, তুমি সদৃশীলা পদ্যবতী সদ্বংশীয়া; তমোময়

হুদে নিমজ্জমান বিপদগ্রস্ত রাজবংশকে তুমি উদ্ধার করেছ। তার পর তাঁরা সাবিত্রী বহু প্রশংসা ও সন্মাননা ক'বে হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ গৃহে চ'লে গেলেন।

পৰ্বদিন প্রভাতকালে শাম্বদেশের প্রজাবা এসে দ্যুমৎসেনকে জানালে যে তাঁব মন্ত্রী তাঁব শত্রুকে বিনষ্ট কবেছেন এবং বাজাকে নিষে যাবাব জন্য চতুবংগ সৈন্য উপস্থিত হয়েছে। দ্যুমৎসেন তাঁর মহিষী, পুত্র ও পুত্রবধূব সঙ্গে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন এবং সত্যবানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। যথাকালে সাবিত্রী শত পুত্র হ'ল এবং অশ্বপতিব ঔবসে মালবী ব গর্ভে সাবিত্রী ব এক শত ভ্রাতাও হ'ল।

এই সাবিত্রী ব উপাখ্যান যে ভক্তিসহকাৰে শোনে সে সুখী ও সৰ্ববিষয়ে সিদ্ধকাম হয়, কখনও দুঃখ পায না।

## ॥ কুণ্ডলাহরণপৰ্বাধ্যায় ॥

### ৫৬। কৰ্ণেৰ কবচ-কুণ্ডল দান

লোমশ মূর্খ যদৃশিষ্টবকে জানিযোঁছিলেন (১) যে ইন্দ্র কৰ্ণেৰ সহজাত কুণ্ডল ও কবচ হবণ ক'বে তাঁব শক্তিক্ষয় করবেন। পাণ্ডবদেব বনবাসেব দ্বাদশ বৎসব প্রায় অতিক্রান্ত হ'লে ইন্দ্র তাঁব প্রতিজ্ঞাপালনে উদ্যোগী হলেন। ইন্দ্রেব অভিপ্রায় বুঝে সূৰ্য নিদ্রিত কৰ্ণেৰ নিকট গেলেন এবং স্বপ্নযোগে ব্রাহ্মণেব মূর্তিতে দর্শন দিযে বললেন, বৎস, পাণ্ডবদেব হিতেব জন্য ইন্দ্র তোমাৰ কুণ্ডল ও কবচ হবণ করতে চান। তিনি জানেন যে সাধুলোকে তোমাৰ কাছে কিছ্ চাইলে তুমি দান কব। তিনি ব্রাহ্মণেব বেশে কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা কবতে তোমাৰ কাছে যাবেন। তুমি দিও না, তাতে তোমাৰ আয়ুক্ষয় হবে।

কৰ্ণ প্রশ্ন কবলেন, ভগবান, আপনি কে? সূৰ্য বললেন, আমি সহস্রাংশু সূৰ্য, তোমাৰ প্রতি স্নেহেব জন্য দেখা দিযোঁছি। কৰ্ণ বললেন, বিভাবসু, সকলেই আমাৰ এই ব্রত জানে যে প্রার্থী ব্রাহ্মণকে আমি প্রাণও দিতে পাৰি। ইন্দ্র যদি পাণ্ডবদেব হিতেব জন্য ব্রাহ্মণবেশে কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা কবেন তবে আমি অবশ্যই দান কবব, তাতে আমাৰ কীর্তি এবং ইন্দ্রেব অকীর্তি হবে।

কৰ্ণকে নিবৃত্ত কববার জন্য সূৰ্য বহু চেষ্টা কবলেন, কিন্তু কৰ্ণ সন্মত হলেন না। তিনি বললেন, আপনি উদ্বেগ্ন হবেন না, অৰ্জুন যদি

কাৰ্তবীৰ্য্যাজুনের তুল্যও হয় তথাপি তাকে আমি যুদ্ধে জয় কবব। আপনি তো জানেন যে আমি পরশুৰাম ও দ্রোণের নিকট অস্ত্ৰবল লাভ করেছি। সূৰ্য বললেন, তবে তুমি ইন্দ্রকে এই কথা ব'লো — সহস্ৰাঙ্ক, আপনি আমাকে শত্ৰুনাশক অব্যৰ্থ শক্তি অস্ত্ৰ দিন তবে কবচ-কুণ্ডল দেব। কৰ্ণ সন্মত হলেন।

প্ৰত্যহ মধ্যাহ্নকালে কৰ্ণ স্নানের পৰ জল থেকে উঠে সূৰ্যে'ব স্তব কবতেন, সেই সময়ে ধনপ্ৰাৰ্থী ব্ৰাহ্মণবা তাঁর কাছে আসতেন, তখন তাঁর কিছুই অদেষ থাকত না। একদিন ইন্দু ব্ৰাহ্মণেব বেশে তাঁর কাছে এসে বললেন, কৰ্ণ, তুমি যদি সত্যব্ৰত হও তবে তোমাৰ সহজাত কবচ ও কুণ্ডল ছেদন ক'বে আমাকে দাও। কৰ্ণ বললেন, ভূমি স্ত্ৰী গো বাসস্থান বিশাল বাজ্য প্ৰভৃতি যা চান দেব, কিন্তু আমাব সহজাত কবচ-কুণ্ডল দিতে পাৰি না, তাতেই আমি জগতে অবধ্য হয়েছি। ইন্দু আব কিছুই নেনেন না শুনেন কৰ্ণ সহাস্যে বললেন, দেববাজ, আপনাকে আমি পূৰ্বেই চিনেছি। আমাব কাছ থেকে বৃথা বব নেওয়া আপনাব অযোগ্য। আপনি দেবগণেব ও অন্য প্ৰাণিগণেব ঈশ্বব, আপনাবও উচিত আমাকে বব দেওয়া। ইন্দু বললেন, সূৰ্যই পূৰ্বে জানতে পেবে তোমাকে সতৰ্ক ক'রে দিযেছেন। বৎস কৰ্ণ, আমাব বজ্জ ভিন্ন যা ইচ্ছা কব তা নাও। কৰ্ণ বললেন, আমাব কবচ-কুণ্ডলেব পৰিবৰ্তে আমাকে অব্যৰ্থ শক্তি-অস্ত্ৰ দিন যাতে শত্ৰুসংঘ ধংস কবা যায়।

ইন্দু একটু চিন্তা ক'বে বললেন, আমাব শক্তি তোমাকে দেব, ভূমি তা নিক্ষেপ কবলে একজন মাত্ৰ শত্ৰুকে বধ ক'বে সেই অস্ত্ৰ আমাব কাছে ফিবে আসবে। কৰ্ণ বললেন, আমি মহাযুদ্ধে একজন শত্ৰুকেই বধ কবতে চাই, যাকে আমি ভয় কবি। ইন্দু বললেন, তুমি এক শত্ৰুকে মাৰতে চাও, কিন্তু লোকে যাকে হাবি নাবাষণ অচিন্ত্য প্ৰভৃতি বলে সেই কৃষ্ণই তাকে বক্ষা কবেন। কৰ্ণ বললেন, যাই হ'ক আপনি আমাকে অমোঘ শক্তি দিন যাতে একজন প্ৰতাপশালী শত্ৰুকে বধ কবা যায়। আমি কবচ-কুণ্ডল ছেদন ক'বে দেব, কিন্তু আমাব গাত্ৰ যেন বিৰূপ না হয়। ইন্দু বললেন, তোমাৰ দেহেব কোনও বিকৃতি হবে না। কিন্তু অন্য অস্ত্ৰ থাকতে অথবা তোমাৰ প্ৰাণসংশয় না হ'লে যদি অসাবধানে এই অস্ত্ৰ নিক্ষেপ কব তবে তোমাৰ উপরেই পড়বে। কৰ্ণ বললেন, আমি সত্য বলছি, পবম প্ৰাণসংশয় হ'লেই আমি এই অস্ত্ৰ মোচন কবব।

ইন্দ্রেব কাছ থেকে শক্তি-অস্ত্ৰ নিয়ে কৰ্ণ নিজেব কবচ-কুণ্ডল কেটে দিলেন, তা দেখে দেব দানব মানব সিংহনাদ ক'বে উঠল। কৰ্ণেব মূখেব কোনও বিকাৰ দেখা গেল না। কৰ্ণ থেকে কুণ্ডল কেটে দিয়েছিলেন সেজন্যই তাঁর নাম কৰ্ণ। আদ্র্

কবচ-কুণ্ডল নিয়ে ইন্দ্র সহাস্যে চ'লে গেলেন। তিনি মনে করলেন, তাঁব বণ্ডনাব ফলে কর্ণ যশস্বী হয়েছেন, পাণ্ডবরাও উপকৃত হয়েছেন।

## ॥ আরণ্যেপর্বাধ্যায় ॥

### ৫৭। যক্ষ-যদৃধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর

একদিন এক ব্রাহ্মণ যদৃধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন, আমার অরণি আর মন্থ (১) আছে টাঙানো ছিল, এক হবিণ এসে তার শিঙে আটকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আপনাবা তা উদ্ধার ক'বে দিন যাতে আমাদের অগ্নিহোতারের হানি না হয়। যদৃধিষ্ঠির তখনই তাঁব ভ্রাতাদের সঙ্গে হবিণের অন্বেষণে যাত্রা কবলেন। তাঁরা হরিণকে দেখতে পেয়ে নানাপ্রকার বাণ নিক্ষেপ করলেন কিন্তু বিন্দু করতে পারলেন না। তার পর সেই হবিণকে আব দেখা গেল না। পাণ্ডবগণ শ্রান্ত হয়ে দৃষ্টিখত-মনে বনমধ্যে এক বটগাছের শীতল ছায়ায় বসলেন।

নকুল বললেন, আমাদের বংশে কখনও ধর্মলোপ হয় নি, আলস্যের ফলে কোনও কার্য অসিদ্ধ হয় নি, আমরা কোনও প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিই নি; কিন্তু আজ আমাদের শক্তির সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হ'ল কেন? যদৃধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, বিপদ কতপ্রকার হয় তাব সীমা নেই, কারণও জানা যায় না; ধর্মই পাপপুণ্যের ফল ভাগ ক'বে দেন। ভীম বললেন, দৃষ্টিশাসন দ্রোপদীর অপমান করেছিল তথাপি তাকে আমি বধ করি নি, সেই পাপে আমাদের এই দশা হয়েছে। অর্জুন বললেন, সূতশূদ্র কর্ণের তীক্ষ্ণ কটুবাক্য সহ্য করেছিলাম, তারই এই ফল। সহদেব বললেন, শকুনি যখন দ্যুতে জয়ী হয় তখন আমি তাকে হত্যা করি নি সেজন্য এমন হয়েছে।

পাণ্ডবগণ তৃষার্ত হযেছিলেন। যদৃধিষ্ঠিরের আদেশে নকুল বটগাছে উঠে চারিদিকে দেখে জানালেন, জলের ধারে জন্মায় এমন অনেক গাছ দেখা যাচ্ছে, সারসের রবও শোনা যাচ্ছে, অতএব নিকটেই জল পাওয়া যাবে। যদৃধিষ্ঠির বললেন, তুমি শীঘ্র গিয়ে ত'লে জল নিয়ে এস।

নকুল জলের কাছে উপস্থিত হয়ে পান করতে গেলেন, এমন সময়ে শুনলেন অন্তরীক্ষ থেকে কে বলছে—বৎস, এই জল আমার অধিকারে আছে, আগে আমার

---

(১) এক খণ্ড কাঠের উপর আর একটি দণ্ডাকার কাঠ মন্থন ক'রে আগুন জ্বালা হ'ত। নীচের কাঠ অরণি, উপরের কাঠ মন্থ।

প্রশ্নের উত্তর দাও তার পর পান ক'রো। পিপাসার্ত নকুল সেই কথা অগ্রাহ্য ক'রে জলপান করলেন এবং তখনই ভূপতিত হলেন।

নকুলেব বিলম্ব দেখে যদ্যধিষ্ঠিব সহদেবকে পাঠালেন। সহদেবও আকাশ-বাণী শুনলেন এবং জলপান ক'রে ভূপতিত হলেন। তার পর যদ্যধিষ্ঠিব একে একে অর্জুন ও ভীমকে পাঠালেন, তাঁরাও পূর্ববৎ জলপান ক'রে ভূপতিত হলেন। দ্রাতাবা কেউ ফিরে এলেন না দেখে যদ্যধিষ্ঠির উদ্‌বিগ্ন হয়ে সেই জনহীন মহাবনে প্রবেশ করলেন এবং এক স্বর্ণময়-পদ্মশোভিত সরোবর দেখতে পেলেন। সেই সরোবরের তীরে ধনুর্বাণ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে এবং তাঁর দ্রাতারা প্রাণহীন নিশ্চেষ্ট হয়ে প'ড়ে আছেন দেখে যদ্যধিষ্ঠিব শোকাকুল হয়ে বিলাপ কবতে লাগলেন। দ্রাতাদের গায়ে অস্রাঘাতের চিহ্ন নেই এবং ভূমিতে অন্য কাবও পদচিহ্ন নেই দেখে যদ্যধিষ্ঠির ভাবলেন কোনও মহাপ্রাণী এঁদের বধ করেছে, অথবা দুর্যোধন বা শকুনি এই গদ্যুতহত্যা করিয়েছে।

যদ্যধিষ্ঠিব সরোবরে নেমে জলপান কবতে গেলেন এমন সময় উপর থেকে শুনলেন—আমি মৎস্যশৈবালভোজী বক. আমিই তোমার দ্রাতাদের পবলোকে পাঠিয়েছি। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিবে যদি জলপান কর তবে তুমিও সেখানে যাবে। যদ্যধিষ্ঠির বললেন, আপনি কেন দেবতা? মহাপর্বততুল্য আমার চার দ্রাতাকে আপনি নিপাতিত কবেছেন, আপনার অভিপ্রায় কি তা বন্ধুতে পারছি না, আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে, কোতুহলও হচ্ছে। ভগবান, আপনি কে? যদ্যধিষ্ঠির এই উত্তর শুনলেন—আমি যক্ষ।

তখন তালবৃক্ষের ন্যায় মহাকায় বিকটাকার, সূর্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এক যক্ষ বৃক্ষে ভর দিগ্ধে দাঁড়িয়ে মেঘগম্ভীরস্বরে বললেন, বাজা, আমি বহুবার বারণ করেছিলাম তথাপি তোমার দ্রাতারা জলপান করতে গিয়েছিল, তাই তাদের মেরেছি। যদ্যধিষ্ঠিব, তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তার পর জলপান ক'রো। যদ্যধিষ্ঠিব বললেন, যক্ষ, তোমার অধিকৃত বস্তু আমি নিতে চাই না। তুমি প্রশ্ন কর, আমি নিজের বদ্যধি অননুসারে উত্তর দেব।

তার পর যক্ষ একে একে অনেকগুণি প্রশ্ন করলেন, যদ্যধিষ্ঠিরও তাব উত্তর দিলেন। যথা—

যক্ষ। কে সূর্যকে উর্ধ্ব রেখেছে? কে সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে? কে তাঁকে অস্তে পাঠায়? কোথায় তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন?

যদ্বিধিষ্ঠির। ব্রহ্ম সূর্যকে উদ্বোধন রেখেছেন, দেবগণ তাঁর চতুর্দিকে বিচরণ কবেন, ধর্ম তাঁকে অস্তে পাঠায়, সত্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন।

য। ব্রাহ্মণের দেবত্ব কি কাবণে হয়? কোন ধর্মের জন্য তাঁরা সাধু? তাঁদের মানুস্যভাব কেন হয়? অসাধুভাব কেন হয়?

যদ্ব। বেদাধ্যয়নের ফলে তাঁদের দেবত্ব, তপস্যার ফলে সাধুতা, তাঁরা মবেন এজন্য তাঁরা মানুস্য, পবনিন্দার ফলে তাঁরা অসাধু হন।

‘য। ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কি? সাধুধর্ম কি? মানুস্যভাব কি? অসাধুভাব কি?

যদ্ব। অশ্বিনিপুণতাই ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব, যজ্ঞই সাধুধর্ম, ভয় মানুস্যভাব, শরণাগতকে পবিত্র্যগই অসাধুভাব।

য। পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতব কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর কে? তৃণ অপেক্ষা বহুতব কে?

যদ্ব। মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতব, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতব, মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতব, চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতব।

য। সূর্য হইবে কে চক্ষু মূর্ছিত কবে না? জন্মগ্রহণ কবেও কে স্পন্দিত হয় না? কাব হৃদয় নেই? বেগ দ্বাবা কে বৃদ্ধি পায়?

যদ্ব। মৎস্য নিদ্রাবশেও চক্ষু মূর্ছিত কবে না, অশ্ব প্রসূত হইবেও স্পন্দিত হয় না, পাষণ্ডের হৃদয় নেই, নদী বেগ দ্বাবা বৃদ্ধি পায়।

য। প্রবাসী, গৃহবাসী, আত্ম ও মমুর্ষু—এদের মিত্র কারা?

যদ্ব। প্রবাসীর মিত্র সঙ্গী, গৃহবাসীর মিত্র ভাষা, আত্মবের মিত্র চিকিৎসক, মমুর্ষুর মিত্র দান।

য। কি ত্যাগ কবলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়? কি ত্যাগ কবলে শোক হয় না? কি ত্যাগ কবলে গানুস্য ধনী হয়? কি ত্যাগ কবলে সুখী হয়?

যদ্ব। অতিমান ত্যাগ কবলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়, ক্লেশ ত্যাগ কবলে শোক হয় না, কামনা ত্যাগ কবলে লোকে ধনী হয়, লোভ ত্যাগ কবলে সুখী হয়।

তাব পব যক্ষ বললেন, বার্তা কি? আশ্চর্য কি? পন্থা কি? সুখী কে? আমাব এই চাব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জলপান কর।

যদ্বিধিষ্ঠিব উত্তর দিলেন,

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে

সূর্য্যগ্নিনা রাতিদিনেবনেন।

মাসতুর্দবীপবিঘট্টনেন  
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা॥

—এই মহামোহরূপ কটাহে কাল প্রাণসমূহকে পাক কবছে, সূর্য্য তাব অগ্নি, রাষ্ট্রদিন তার ইন্দ্রন, মাস-ঋতু তার আলোড়নের দবী (হাতা); এই বার্তা।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।  
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পবম্॥

—প্রাণগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাচ্ছে, তথাপি অবশিষ্ট সকলে চিবজীবী হ'তে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্য্য কি আছে?

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতযো বিভিন্না  
নাসৌ মদ্বনির্ব্যস্য মতং ন ভিন্নম্।  
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গৃহায়াং  
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

—বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মদ্বনি নেই যাঁব মত ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ত্ব গৃহায় নিহিত, অতএব মহাজন (১) যাতে গেছেন তাই পন্থা।

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নৃবঃ।  
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বাবিচব মোদতে॥

—হে জলচর বক, যে লোক ঋণী ও প্রবাসী না হয়ে দিবসের অষ্টম ভাগে (সন্ধ্যাকালে) শাক রন্ধন কবে সেই সূর্য্য।

যক্ষ বললেন, তুমি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছ, এখন বল, পদ্বদ্ব কৈ? সর্বধনেশ্বর কৈ?  
যদ্বিধিষ্ঠির উত্তর দিলেন,

দিবং স্পৃশতি ভূমিণ্ড শব্দঃ পদ্ব্যন কর্মণা।  
যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পদ্বদ্ব উচ্যতে॥  
তুল্যো প্রিয়াপ্রিয়ে ঋস্য সূর্য্যদ্ব্যথে তথৈব চ।  
অতীতানাগতে চোভে স বৈ সর্বধনেশ্বরঃ॥

—পদ্ব্যকর্মের শব্দ (প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও পৃথিবী স্পর্শ করে, যত কাল সেই শব্দ

থাকে তত কালই লোকে পদ্রুপে গণ্য হয়। প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ, অতীত ও ভবিষ্যৎ যিনি তুল্য জ্ঞান করেন তিনিই সর্বধনেশ্বর।

যক্ষ বললেন, রাজা, তুমি এক ভ্রাতাব নাম বল যাঁকে বাঁচাতে চাও। যদুধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহু, নকুল জীবনলাভ করুন। যক্ষ বললেন, ভীমসেন তোমার প্রিয় এবং অর্জুন তোমার অবলম্বন; এঁদের ছেড়ে দিয়ে বৈমাত্র ভ্রাতা নকুলের জীবন চাচ্ছ কেন? যদুধিষ্ঠিব বললেন, যদি আমি ধর্ম নষ্ট করি তবে ধর্মই আমাকে বিনষ্ট করবেন। যক্ষ, কুন্তী ও মাদ্রী দুজনেই আমার পিতাব ভাষা, এঁদের দুজনেরই পুত্র থাকুক এই আমার ইচ্ছা, আমি দুই মাতাকেই তুল্য জ্ঞান করি। যক্ষ বললেন, ভবতশ্রেষ্ঠ, তুমি অর্থ ও কাম অপেক্ষা অনশংসতাই শ্রেষ্ঠ মনে কর, অতএব তোমার সকল ভ্রাতাই জীবনলাভ কবুন।

ভীমাদি সকলেই গাত্রোত্থান কবলেন, তাঁদের ক্ষুৎপিপাসা দূর হ'ল। যদুধিষ্ঠিব যক্ষকে বললেন, আপনি অপরািজিত হয়ে এই সরোবরের তীরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি কোন্ দেবতা? আমার এই মহাবীর ভ্রাতাদের নিপাতিত করতে পারেন এমন যোদ্ধা আমি দেখি না। এঁরা সুখে অক্ষতদেহে জাগরিত হয়েছেন। বোধ হয় আপনি আমাদের সুহৃৎ বা পিতা।

যক্ষ বললেন, বৎস, আমি তোমার জনক ধর্ম। তুমি বর চাও। যদুধিষ্ঠিব বললেন, যার অবগি ও মন্থ হরিণ নিয়ে গেছে সেই ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র যেন লুপ্ত না হয়। ধর্ম বললেন, তোমাকে পরীক্ষা কববার জন্য আমিই মৃগরূপে অরণি ও মন্থ হরণ করেছিলাম, এখন তা ফিবিষে দিচ্ছি। তুমি অন্য বর চাও। যদুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের ম্বাদশ বৎসর বনে অতিবাহিত হয়েছে, এখন গ্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত। আমরা যেখানেই থাকি, কোনও লোক যেন আমাদের চিনতে না পারে। ধর্ম বললেন, তাই হবে, তোমরা নিজ রূপে বিচরণ কবলেও কেউ চিনতে পারবে না। তোমরা গ্রয়োদশ বৎসব বিরাট রাজার নগরে অজ্ঞাত হয়ে থেকো, তোমরা যেমন ইচ্ছা সেইপ্রকার বৃপ ধারণ করতে পারবে।

তার পব পাণ্ডবগণ আশ্রমে ফিরে গিয়ে ব্রাহ্মণকে অরণি ও মন্থ দিলেন।

### ৫৮। গ্রয়োদশ বৎসরের আরম্ভ

পাণ্ডবগণ তাঁদের সহবাসী তপস্বীগণকে কৃতাজ্ঞি হলো বললেন, আপনারা জ্ঞানেন যে ধতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কপট উপায়ে আমাদের রাজ্য হরণ করেছে, বহু দুঃখও দিয়েছে। আমরা ম্বাদশ বৎসব বনবাসে কষ্টে যাপন করেছি, এখন শেষ গ্রয়োদশ



বৎসব উপস্থিত হয়েছে। আপনারা অনুমতি দিন, আমরা এখন অজ্ঞাতবাস কবব। দ্বাবাআ দর্ষোধন কণ্ণ আব শকুনি যদি আমাদের সন্ধান পায তবে বিষম অনিষ্ট কববে।

যদুধিষ্ঠিব বললেন, এমন দিন কি হবে যখন আমরা ব্রাহ্মণদেব সঙ্গে আবার নিজ দেশে নিজ রাজ্যে বাস করতে পারব? অশ্রুবৃদ্ধকণ্ঠে এই কথা বলে তিনি মর্ছিত হলেন। ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সান্ধ্যাবাক্যে যদুধিষ্ঠিবকে প্রবোধিত কবলেন। ভৌমি বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশেব প্রতীক্ষায় আমরা ঐযাবৎ কোনও দঃসাহসেব কর্ম কবি নি। আপনি যে কর্মে আমাদের নিযুক্ত কববেন আমরা তা কখনও পরিত্যাগ কবব না। আপনি আদেশ দিলেই আমরা অবিলম্বে শত্ৰুজয় কবব।

আশ্রমস্থ ব্রাহ্মণগণ এবং বেদবিৎ যতি ও মুনীগণ যথাবিধি আশীর্বাদ কবে পুনর্বাব দর্শনেব অভিলাষ জানিয়ে চলে গেলেন। তাব পব পশুপাণ্ডব ধনুর্বাণহস্তে দ্রৌপদী ও পদুবোহিত ধৌম্যেব সঙ্গে যাত্রা কবলেন এবং এক ক্রোশ দববতী এক স্থানে এসে অজ্ঞাতবাসের মন্তণার জন্য উপবিষ্ট হলেন।

# বিরাটপর্ব

॥ পাণ্ডবপ্রবেশপর্বাদ্যায় ॥

## ১। অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা

যদুধিষ্ঠির বললেন, আমবা রাজ্যত্যাগ ক'বে দ্বাদশ বৎসব প্রবাসে আছি, এখন ত্রয়োদশ বৎসব উপস্থিত হয়েছে। এই শেষ বৎসব কণ্টে কাটাতে হবে। অর্জুন, তুমি এমন দেশেব নাম বল যেখানে আমরা অজ্ঞাতভাবে বাস কবতে পাবব। অর্জুন বললেন, যক্ষরূপী ধর্ম যে বব দিযেছেন তাব প্রভাবেই আমবা অজ্ঞাতভাবে বিচরণ করতে পাবব, তথাপি কযেকটি দেশেব নাম বলছি।—কুব্জদেশেব চার্বিদিকে অনেক রমণীয় দেশ আছে, যেমন পাণ্ডাল চৌদি মৎস্য শুবসেন পটুজব দশার্ণ মল্ল শাল্ব যদুগন্ধব কুলিতবাষ্ট্র স্দুবাস্ট্র অবন্তী। এদেব মধ্যে কোন্টি আপনার ভাল মনে হয়? যদুধিষ্ঠির বললেন, মৎস্যদেশেব বাজা বিরাট বলবান ধর্মশীল বদান্য ও বৃদ্ধ, তিনি আমাদের বক্ষা কবতে পারবেন, আমবা এক বৎসব বিরাটনগবে তাঁব কর্মচাৰী হয়ে থাকব।

অর্জুন বললেন, মহাবাজ, আপনি মৃদুস্বভাব লজ্জাশীল ধার্মিক, সামান্য লোকেব ন্যায পবগ্হে কি কর্ম কববেন? যদুধিষ্ঠিব বললেন, বিবাট রাজা দ্যুতপ্রিথ, আমি কঙ্ক নাম নিয়ে ব্রাহ্মণবৃপে তাঁর সভাসদ হব, বৈদূর্ষ স্বর্ণ বা হস্তিদন্ত নির্মিত পাশক, জ্যোতীবস (১) নির্মিত ফলক এবং কৃষ্ণ ও লোহিত গদুটিকা নিয়ে অক্ষত্রীড়া ক'রে বাজা ও তাঁব অমাত্যবর্গেব মনোবঞ্জন কবব। তিনি জিজ্ঞাসা করলে বলব যে পূর্বে আমি যদুধিষ্ঠিবেব প্রাণসম সখা ছিলাম। বৃকোদব, বিরাটনগরে তুমি কোন্ কর্ম কববে?

ভীম বললেন, আমি বল্লব নাম নিয়ে রাজার পাকশালার অধ্যক্ষ হব, পাককার্ঘ্যে নিপুণতা দেখিয়ে তাঁব স্দুশিক্ষিত পাচকদের হারিয়ে দেব। তা ছাড়া আমি রাশি রাশি কাঠ বয়ে আনব, প্রযোজন হ'লে বলবান হস্তী বা বৃষকে দমন কবব। যদি কেউ আমাব সঙ্গে মল্লযুদ্ধ কবতে চায় তবে তাকে প্রহার ক'রে ভূপাতিত

(১) মণিবিশেষ, bloodstone।

কবব, কিন্তু বধ করব না। কেউ ঐজ্ঞাসা করলে বলব, আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের হস্তী ও বৃষ দমন কবতাম এবং তাঁর সুপকার ও মল্ল ছিলাম।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন বললেন, আমি বৃহন্নলা নাম নিয়ে নপুংসক সেজে যাব, বাহুতে যে জ্যাঘর্ষণেব চিহ্ন আছে তা বলয় দিখে ঢাকব, কানে উজ্জ্বল কুণ্ডল এবং হাতে শাঁখা পবব, চুলে বেণী বাঁধব, এবং বাজ্জবনেব স্ত্রীদের নৃত্য-গীত-বাদ্য শেখাব। ঐজ্ঞাসা কবলে বলব, আমি দ্রৌপদীব পবিচাবিকা ছিলাম।

নকুল বললেন, আমি অশ্বেব বক্ষা ও চিকিৎসায নিপুণ, গ্রন্থিক নাম নিয়ে আমি বিবাট বাজ্জাব অশ্ববক্ষক হব। নিজেব পরিচয় এই দেব যে পূর্বে আমি যুধিষ্ঠিরেব অশ্ববক্ষক ছিলাম।

সহদেব বললেন, আমি তন্তিপাল নাম নিয়ে বিবাট বাজ্জাব গোসমূহের তত্ত্বাবধায়ক হব। আমি গবদর চিকিৎসা দোহনপন্থাতি ও পবীক্ষা জানি, সুলক্ষণ বৃষও চিনতে পাৰি।

যুধিষ্ঠিব বললেন, আমাদের এই ভাৰ্ষা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া, মাতার ন্যায পালনীয়া, জ্যেষ্ঠা ভগিনীব ন্যায মাননীয়া। ইনি সেখানে কোন্ কৰ্ম কববেন? দ্রৌপদী স্নকুমাবী, অভিমানিনী, জন্মাবধি মাল্য গন্ধ ও বিবিধ বেশভূষায অভ্যস্ত। দ্রৌপদী বললেন, যে নারী স্বাবধীনভাবে পরগৃহে দাসীব কৰ্ম কবে তাকে সৈবিন্দ্রী বলা হয়। কেশসংস্কাবে নিপুণ সৈবিন্দ্রীব বৃপে আমি যাব, বলব যে পূর্বে আমি দ্রৌপদীর পবিচাবিকা ছিলাম। বাজ্জমহিষী সূদেক্ষা আমাকে আশ্রয় দেবেন, তুমি ভেবো না। যুধিষ্ঠিব বললেন, কল্যাণী, তোমাব সংকল্প ভাল। মহৎ কুলে তোমাব জন্ম, তুমি সাধবী, পাপকৰ্ম জান না। এমন ভাবে চলো যাতে পাপাত্মা শত্রুবা সূখী না হয়, তোমাকে কেউ যেন জানতে না পারে।

## ২। ধৌম্যের উপদেশ — অজ্ঞাতবাসের উপকল্প

পণ্ডপান্ডব ও দ্রৌপদী নিজ নিজ কৰ্ম স্থিব করার পর যুধিষ্ঠিব বললেন, পুরোহিত ধৌমা দ্রুপদ রাজ্যব ভবনে যান এবং সেখানে অগ্নিহোত্র বক্ষা কবদন, তাঁব সঙ্গে সারথি, পাচক আর দ্রৌপদীর পরিচারিকারাও যাক। বথগদূলি নিয়ে ইন্দ্রসেন প্রভৃতি স্বাকায় চলো যাক। কেউ প্রশ্ন কবলে সকলেই বলবে, পান্ডববা কোথায় গেছেন তা আমরা জানি না।

ধোম্য বললেন, পাণ্ডবগণ, তোমরা ব্রাহ্মণ স্নহৃদ্বর্গ যান অস্ত্রাদি এবং অগ্নিরক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করলে। যদুর্ধিষ্ঠির ও অর্জুন সর্বদা দ্রৌপদীকে রক্ষা করবেন। এখন তোমাদের এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে; তোমরা লোকব্যবহার জান, তথাপি রাজ্যভবনে কিরূপ আচরণ করতে হয় তা আমি বলছি।— আমি বাজাব প্রিয় এই মনে ক’রে রাজার যান পর্য্যন্ত আসন হস্তী বা রথে আরোহণ করা অনুচিত। রাজা জিজ্ঞাসা না করলে তাঁকে উপদেশ দেবে না। রাজার পত্নী, যাঁরা অন্তঃপদে থাকে, এবং যারা রাজার অপ্রিয় তাদের সঙ্গে মিত্রতা করবে না। অতি সামান্য কার্যও রাজার জ্ঞাতসাবে করবে। মতামত প্রকাশ করবার সময় রাজার যা হিতকর ও প্রিয় তাই বলবে, এবং প্রিয় অপেক্ষা হিতই বলবে। বাকসংযম ক’রে রাজাব দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বে বসবে, পশ্চাদ্ভাগে অস্ত্রধারী রক্ষীদের স্থান। রাজাব সম্মুখে বসা সর্বদাই নিষিদ্ধ। রাজা মিথ্যা কথা বললে তা প্রকাশ কববে না। আমি বীর বা বদ্বিশ্ময়ান এই ব’লে গর্ব করবে না, প্রিয়কার্য করলেই রাজাব প্রিয় হওয়া যায়। রাজার সকাশে ওষ্ঠ হস্ত বা জানু সঙ্গুলন করবে না, উচ্চবাক্য বলবে না, বাঘ ও নিষ্ঠীবন নিঃশব্দে ত্যাগ কববে। কৌতুকজনক কোনও আলোচনা হ’লে উন্মত্তের ন্যায় হাসবে না, মৃদুভাবে হাসবে। যিনি লাভে হর্ষ এবং অপমানে দুঃখ না দেখিয়ে অপ্রমত্ত থাকেন, রাজা কোনও লঘু বা গুরু কার্যেই ভার দিলে যিনি বিচলিত হন না, তিনিই রাজ্যভবনে বাস করতে পারেন। রাণা যে যান বস্ত্র ও অলংকারাদি দান করেন তা নিত্য ব্যবহার করলে রাজার প্রিয় হওয়া যায়। বৎস যদুর্ধিষ্ঠির, তোমরা এইভাবে এক বৎসব যাপন ক’রো।

যদুর্ধিষ্ঠির বললেন, আপনি যে সদুপদেশ দিলেন তা মাতা কুন্তী ও মহামতি বিদুর ভিন্ন আর কেউ দিতে পারেন না। তার পর ধোম্য পাণ্ডবগণের সম্মুখিকামনায় মন্ত্রপাঠ ক’রে অগ্নিতে আহুতি দিলেন। হোমোগ্নি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ক’রে পণ্ডপাণ্ডব ও দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসে যাত্রা কবলেন।

তাঁরা যমুনার দক্ষিণ তীর দিয়ে পদব্রজে চললেন। দুর্গম পর্বত ও বন অতিক্রম ক’রে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাণ্ডালের দক্ষিণ, এবং যকুলোম ও শুবসেন দেশেব মধ্য দিয়ে পাণ্ডবগণ মৎস্য দেশে উপস্থিত হলেন। তাঁদের বর্ণ মলিন, মৃৎ শ্মশ্রুর্ময়, হস্তে ধনু, কটিদেশে খড়্গ; কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আমরা ব্যাধ। বিবাত-রাজধানীর অদূরে এসে দ্রৌপদী অত্যন্ত প্রান্ত হয়ে পড়লেন, যদুর্ধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন তাঁকে স্কন্ধে বহন ক’রে চলতে লাগলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হবে যদুর্ধিষ্ঠিব বললেন, আমরা যদি সশস্ত্র হয়ে নগরে প্রবেশ করি তবে লোকে উদ্‌বিগ্ন

হবে; অর্জুনের গান্ধীব ধনু অনেকই জানে, তা দেখে আমাদের চিনে ফেলবে। অর্জুন বললেন, শ্মশানের কাছে পর্বতশৃঙ্গে ওই যে বৃহৎ শমীবৃক্ষ রয়েছে তাতে আমাদের অস্ত্র রাখলে কেউ নিতে সাহস করবে না। তখন পাণ্ডবগণ তাঁদের ধনু থেকে জ্যা বিষদ্রুত করলেন এবং দীর্ঘ উজ্জ্বল খড়্গ, তর্পীব ও ক্ষুরধার বৃহৎ বাণ সকল ধনুর সঙ্গে বাঁধলেন। নকুল শমীবৃক্ষে উঠে একটি দৃঢ় শাখায় অস্ত্রগুলি এমনভাবে বস্জ্জবদ্ধ করলেন যাতে বৃষ্টি না লাগে। তার পর তিনি একটি মৃতদেহ সেই বৃক্ষে বেঁধে দিলেন, যাতে পদাতিগন্ধ পেয়ে লোকে কাছে না আসে। গোপাল মেঘপাল প্রভৃতিব প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, ইনি আমাদের মাতা, বয়স আশি বা এক শ, মৃতদেহ গাছে বেঁধে রাখাই আমাদের কুলধর্ম।

যদুধিষ্ঠিব নিজেদেব এই পাঁচটি গদ্যস্ত নাম রাখলেন—জয় জয়ন্ত বিজয় জয়সেন জয়দ্বল। তাব পব সকলে সেই বিশাল নগবে প্রবেশ কবলেন।

### ৩। বিরাতভবনে যদুধিষ্ঠিরাদির আগমন

বিরাত রাজার সভায় প্রথমে ব্রাহ্মণবেশী যদুধিষ্ঠিব উপস্থিত হলেন। তাঁব বদ্রপ মেঘাবৃত সূর্য ও ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায়, তিনি বৈদূর্ঘ্যচিত স্বর্ণময় পাশক বস্ত্রাঙ্গে বেঁধে বাহুমূলে ধারণ ক'রে আছেন। তাঁকে দেখে বিবাত তাঁর সভাসদগণকে বললেন, ইনি কে? এঁকে ব্রাহ্মণ মনে হয় না, বোধ হয় ইনি কোনও বাজা; স্বেগে গজ বাজী রথ না থাকলেও এঁকে ইন্দ্রের ন্যায় দেখাচ্ছে। যদুধিষ্ঠির নিকটে এসে বললেন, মহারাজ, আমি বৈয়ান্দ্রপদ্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, আমার সর্বস্ব বিনষ্ট হয়েছে, জীবিকার জন্য আপনার কাছে এসেছি। পূর্বে আমি যদুধিষ্ঠিরের সখা ছিলাম। আমার নাম কঙ্ক, আমি দ্যুতক্রীড়ায় নিপুণ।

বিরাত বললেন, যা চাও তাই তোমাকে দেব, তুমি রাজা হবার যোগ্য, এই মৎস্যদেশ শাসন কর। দ্যুতকারগণ আমার প্রিয়, আমি তোমার বশবর্তী হয়ে থাকব। যদুধিষ্ঠির বললেন, মৎস্যরাজ, এই বর দিন যেন দ্যুতক্রীড়ায় নীচ লোকের সঙ্গে আমার বিবাদ না হয়, এবং আমি যাকে পরাজিত করব সে তার ধন আটকে রাখতে পারবে না। বিরাত বললেন, কেউ যদি তোমার অপ্রিয় আচরণ করে তবে আমি তাকে নিশ্চয় বধ করব, যদি সে ব্রাহ্মণ হয় তবে নির্বাসিত করব। সমাগত প্রজাবৃন্দ শোন—যেমন আমি তেমনই কঙ্ক এই রাজ্যের প্রভু। কঙ্ক, তুমি আমার সখা এবং আমার সমান, তুমি প্রচুর পানভোজন ও বস্ত্র পাবে, আমার ভবনের সকল স্বার তোমার জন্য উদ্ঘাটিত

থাকবে, ভিতরে বাইরে সর্বত্র তুমি পরিদর্শন করতে পারবে। কেউ যদি অর্থাভাবের জন্য তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তবে আমাকে জানিও, যা প্রয়োজন তাই আমি দান করব।

তার পর সিংহবিক্রম ভীম এলেন, তাঁর পরিধানে কৃষ্ণ বস্ত্র, হাতে খণ্ডিত হাতা ও কোষমুক্ত কৃষ্ণবর্ণ আসি। বিবাত সভাস্থ লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, সিংহেব ন্যায় উন্নতদৃশ্য অতি রূপবান কে এই যদুবা? ভীম কাছে এসে বিনীতবাক্যে বললেন, মহাবাজ, আমি পাচক, আমার নাম বল্লব, আমি উত্তম ব্যঞ্জন বাঁধতে পারি, পূর্বে বাজা যদুধিষ্ঠির আমার প্রস্তুত সুপ প্রভৃতি ভোজন করতেন। আমার তুল্য বলবানও কেউ নেই, আমি বাহুবল্লে পট্ট, হস্তী ও সিংহেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে আমি আপনাকে তুষ্ট করব। বিবাত বললেন, তোমাকে আমি পাকশালাব কর্মে নিযুক্ত করলাম, সেখানে যেসব পাচক আছে তুমি তাদের অধ্যক্ষ হবে। কিন্তু এই কর্ম তোমার উপযুক্ত নয়, তুমি আসমুদ্র পৃথিবীর বাজা হবার যোগ্য।

অসিতনয়না দ্রৌপদী তাঁর কুণ্ডিত কেশপাশ মস্তকেব দক্ষিণ পার্শ্বে তুলে কৃষ্ণবর্ণ পবিধেয় বস্ত্র দিয়ে আবৃত করে বিচরণ করছিলেন। বিবাত বাজাব মহিষী কেকয়বাজকন্যা সুদেষ্ণা প্রাসাদের উপর থেকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ডেকে আনালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রে, তুমি কে, কি চাও? দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, বাজ্ঞী, আমি সৈবিন্দ্রী, যিনি আমাকে পোষণ করবেন আমি তাঁর কর্ম করব। সুদেষ্ণা বললেন,

নৈবংবদপা ভবন্ত্যেব যথা বদাসি ভাবিনী।  
 প্রেষয়ন্তী চ বৈ দাসীর্দাসাংশ্চ বিবিধান্ বহুন্ ॥  
 নোচ্চগদূলফা সংহতোবদাস্ত্রিগম্ভীবা ষড়্ভুজত।  
 রক্তা পশ্চদ্ বস্ত্রেদ্ হংসগদগদভাষিণী ॥  
 সুকেশী স্দন্তনী শ্যামা পীনশ্রোগিপয়োধবা।  
 তেন তেনৈব সম্পন্না কাশ্মীরীবা তুবঙ্গমী ॥  
 কা ঙ্গ রুহি যথা ভদ্রে নাসি দাসী কথঞ্চন।  
 যক্ষী বা যদি বা দেবী গন্ধবী যদি বাসসরাঃ ॥

—ভাবিনী, তুমি যা বলছ তোমার মতন নারী তা হ'তে পাবেন না, তুমি নিজেই বহু দাসদাসীকে আদেশ দেবার যোগ্য। তোমার গদূলফ (গোড়ালি) উচ্চ নয়, উবদম্বয স্পর্শ করে আছে, তোমার নাভি কণ্ঠস্বর ও স্বভাব গভীর, স্তনম্বয

নিতম্বস্বয় নাসিকা ও মন উন্নত, দুই পদতল দুই কবতল ও ওষ্ঠ বক্তবর্ণ, তুমি হংসগদগদভাষিণী স্নুদ্রেশী স্নুস্তনী শ্যামা পীননিতম্বা পীনপয়োধরা, কাশ্মীরী তুরঙ্গমীব ন্যায় স্নুদর্শনা। তুমি কদাচ দাসী হ'তে পাব না। তুমি কে তা বল, যক্ষী দেবী গন্ধবী না অঙ্গরা?

দ্রৌপদী বললেন, সত্য বলছি আমি সৈরিন্ধরী। কেশসংস্কাব, চন্দনাদি পেষণ, বিচিত্র মালাবচনা প্রভৃতি কর্ম জানি। আমি পূর্বে কৃষ্ণের প্রিয়া ভাষা সত্যভামা এবং পাণ্ডবমহিষী কৃষ্ণার পবিচর্যা করতাম। তাঁদের কাছে আমি উত্তম খাদ্য ও প্রযোজনীয় বসন পেতাম। দেবী সত্যভামা আমার নাম গালিনী বেখেছিলেন। স্নুদেষ্ণা বললেন, রাজা যদি তোমার প্রতি লুপ্ত না হন তবে আমি তোমাকে মাথায় ক'রে রাখব। এই বাজ্রভবনে যেসকল নারী আছে তারা একদৃষ্টিতে তোমাকে দেখছে, পদবৃষা মোহিত হবে না কেন? এখানকার বৃক্ষগুলিও যেন তোমাকে নমস্কার কবছে। স্নুদ্রেরী, তোমার অলৌকিক বৃপ দেখলে বিবাত বাজা আমাকে ত্যাগ ক'রে সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসক্ত হবেন। ককটকী (স্ট্রী-কাঁকড়া) যেমন নিজের মরণের নিমিত্তই গর্ভধাবণ কবে, তোমাকে আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে সেইরূপ। দ্রৌপদী বললেন, বিরাট রাজা বা অন্য কেউ আমাকে পাবেন না, কারণ পাঁচজন মহাবলশালী গন্ধর্ব যদ্যু আমার স্বামী, তাঁরা সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন। আমি এখন ব্রতপালনের জন্যই কষ্ট স্বীকার করছি। যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট মেন না এবং আমাকে দিয়ে পা ধোয়ান না তাঁর উপর আমার গন্ধর্ব পতির তুষ্টি হন। যে পদবৃষ সামান্য স্ত্রী ন্যায় আমাকে কামনা করে সে সেই রাগিতেই পরলোকে যায়। স্নুদেষ্ণা বললেন, অনন্দদায়িনী, তুমি যেমন চাও সেই ভাবেই তোমাকে রাখব, কারও চরণ বা উচ্ছিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করতে হবে না।

তার পর সহদেব গোপবেশ ধারণ ক'রে বিবাতের সভায় এলেন। রাজা বললেন, বৎস, তুমি কে, কোথা থেকে আসছ, কি চাও? সহদেব গোপভাষায় গম্ভীবস্বরে উত্তর দিলেন, আমি অরিন্দোমি নামক বৈশ্য, পূর্বে পাণ্ডবদের গোপবীক্ষক ছিলাম। তাঁরা এখন কোথায় গেছেন জানি না, আমি আপনাব কাছে থাকতে চাই। যদুধিষ্ঠিরের বহু লক্ষ গাভী ও বহু সহস্র বৃষ ছিল, আমি তাদের পরীক্ষা করতাম। লোকে আমাকে তন্তিপাল বলত। আমি দশযোজনব্যাপী গরুর দলও গণনা কবতে এবং তাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলতে পারি, যে উপায়ে গোবংশের বৃদ্ধি হয় এবং রোগ না হয় তাও জানি। আমি স্নুদ্রের বৃষ চিনতে পারি যাদের মূত্র আশ্রয় করলে

বন্যাও প্রসব করে। বিরাট বললেন, আমার বিভিন্ন জাতীয় এক এক লক্ষ পশু আছে। সেই সমস্ত পশুর ভার তোমার হাতে দিলাম, তাদের পালকগণও তোমার অধীন থাকবে।

তার পর সভাস্থ সকলে দেখলেন, একজন রূপবান বিশালকাষ পদ্রুপ আসছেন, তাঁর কর্ণে দীর্ঘ কুণ্ডল, হস্তে শঙ্খ ও স্দবর্ণ নির্মিত বলয়, কেশরাশি উন্মুক্ত। নপদংসকবেশী অর্জুনকে বিরাট বললেন, তুমি হস্তিযুদ্ধপতির ন্যায় বলবান স্দদর্শন যুবা, অথচ বাহুতে বলয় এবং কর্ণে কুণ্ডল পরে বেশী উন্মুক্ত করে এসেছ। যদি রথে চড়ে যোদ্ধার বেশে কবচ ও ধনুর্বাণ ধারণ করে আসতে তবেই তোমাকে মানাত। তোমার মত লোক ক্রীব হতে পারে না এই আমাব বিশ্বাস। আমি বৃন্দ হয়েছি, রাজ্যভাব থেকে মুক্তি চাই, তুমিই এই মৎস্যদেশ শাসন কব।

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আমি নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণ, আপনাব কন্যা উত্তবার শিক্ষার ভার আমাকে দিন। আমার এই ক্রীবরূপ কেন হয়েছে সেই দৃংখময় বৃন্তান্ত আপনাকে পবে বলব। আমার নাম বৃহন্নলা, আমি পিতৃমাতৃহীন, আমাকে আপনার পুত্র বা কন্যা জ্ঞান কববেন। রাজা বললেন, বৃহন্নলা, তোমার অভীষ্ট কর্মের ভার তোমাকে দিলাম, তুমি আমার কন্যা এবং অন্যান্য কুমারীদের নৃত্যাদি শেখাও। অনন্তর বিরাট রাজা অর্জুনের ক্রীবস্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন। অর্জুন রাজকন্যা উত্তরা ও তাঁর সহচরীদের নৃত্য-গীত-বাদ্য শিখিয়ে এবং প্রিয়কার্য করে তাঁদের প্রীতিভাজন হলেন।

তার পর আকাশচ্যুত সূর্যের ন্যায় নকুলকে আসতে দেখে মৎস্যরাজ বিরাট বললেন, এই দেবতুল্য পদব্দ্যটি কে? এ সাগ্রহে আমার অশ্বসকল দেখছে, নিশ্চয় এই লোক অশ্বতত্ত্বজ্ঞ। রাজার কাছে এসে নকুল বললেন, মহারাজের জয় হ'ক, সভাস্থ সকলের শুভ হ'ক। আমি যুধিষ্ঠিরের অশ্বদলের তত্ত্বাবধান করতাম, আমার নাম গ্রন্থিক। অশ্বের স্বভাব, শিক্ষাপ্রণালী, চিকিৎসা এবং দৃষ্ট অশ্বের সংশোধন আমার জানা আছে। বিরাট বললেন, আমার যত অশ্ব আছে সেসকলের তত্ত্বাবধানের ভার তোমাকে দিলাম, সারথি প্রভৃতিও তোমার অধীন হবে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন যুধিষ্ঠিরের দর্শন পেয়েছি। ভূত্যের সাহায্য বিনা তিনি এখন কি করে বনে বাস করছেন?

সাগর পর্যন্ত পৃথিবীর যারা অধিপতি ছিলেন সেই পাণ্ডবগণ এইরূপে কষ্ট স্বীকার করে মৎস্যরাজ্যে অজ্ঞাতবাস করতে লাগলেন।



## ॥ সময়পালনপর্বাধ্যায় ॥

### ৩। মল্লগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ

যুধিষ্ঠির বিরাট রাজা, তাঁর পুত্র এবং সভাসদবর্গ সকলেরই প্রিয় হলেন। তিনি অক্ষহৃদয়(১) জানতেন, সেজন্য দ্যুতক্রীড়ায় সকলকেই সুদ্রবন্দ্য পক্ষীর ন্যায় ইচ্ছানুসারে চালিত কবতেন। যুধিষ্ঠির যে ধন জয় করতেন তা বিরাটের অজ্ঞাতসারে ভ্রাতাদের দিতেন। ভীম যে মাংস প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য রাজ্যবর্গ নিকট লাভ করতেন তা যুধিষ্ঠিরাদিকে বিক্রয়(২) করতেন। অন্তঃপুরে অর্জুন যে সব জীর্ণ বস্ত্র পেতেন তা বিক্রয়স্থলে অন্য ভ্রাতাদের দিতেন। নকুল-সহদেব ধন ও দধিদুগ্ধাদি দিতেন। অন্যের অজ্ঞাতসারে দ্রৌপদীও তাঁর পতিদেব দেখতেন।

এইরূপে চাব মাস গত হ'লে মৎস্যরাজধানীতে ব্রহ্মার উদ্দেশে মহাসমারোহে এক জনপ্রিয় উৎসবেব আয়োজন হ'ল। এই মহোৎসবে নানা দিক থেকে অসুদূরতুল্য বলবান বহুবীজযমী মল্লগণ বিরাট রাজ্যের রণস্থলে উপস্থিত হ'ল। তাদের মধ্যে জীমূত নামে এক মহামল্ল ছিল, সে অন্যান্য মল্লদের যুদ্ধে আহ্বান কবলে, কিন্তু কেউ তার কাছে গেল না। তখন বিরাট ভীমকে যুদ্ধ কবতে আদেশ দিলেন। রাজাকে অভিভাদন ক'বে ভীম অনিচ্ছায় রণে প্রবেশ কবলেন এবং কটিদেশ বন্ধন ক'রে জীমূতকে আহ্বান কবলেন। মদমত্ত মহাকায হস্তীর ন্যায় দুজনের ঘোর বাহুযুদ্ধ হ'তে লাগল, তাঁরা হস্ত মৃষ্টি কবতল নথ জানু পদ ও মস্তক দিয়ে পরস্পরকে সগর্জনে আঘাত কবতে লাগলেন। অবশেষে ভীম জীমূতকে তুলে ধ'বে শতবার ঘূরিয়ে ভূমিতে ফেললেন এবং পেষণ ক'বে বধ করলেন। কুবেরতুল্য ধনী বিরাট হৃষ্ট হয়ে তখনই ভীমকে প্রচুর অর্থ পদবস্কার দিলেন। তার পব ভীম আবও অনেক মল্লকে বিনষ্ট করলেন এবং অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বিরাটেব আজ্ঞায় সিংহ ব্যাঘ্র ও হস্তীব সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

অর্জুন নৃত্যগীত ক'রে রাজা ও অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের মনোবঞ্জন করতে লাগলেন। নকুল অশ্বদের শিক্ষিত ক'রে রাজাকে তুষ্ট করলেন। সহদেবও বৃষদের বিনীত ক'বে রাজার নিকট অনেক পদবস্কার পেলেন। দ্রৌপদী সুখী হলেন না, মহাবল পাণ্ডবদের কষ্টসাধ্য কর্ম দেখে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন।

(১) মহর্ষি বৃহদশ্বেব নিকট লব্ধ। বনপর্ব ১৬-পরিচ্ছেদের পাদটীকা এবং ১৯-পরিচ্ছেদের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য।

(২) যাতে লোকে তাঁদের ভ্রাতৃসম্পর্ক সন্দেহ না করে।

## ॥ কীচকবধপর্বাধ্যায় ॥

### ৫। কীচক, সূদেষ্ণা ও দ্রৌপদী "

পাণ্ডববা মৎস্য রাজধানীতে দশ মাস অজ্ঞাতবাসে কাটালেন। একদিন বিরাটের সেনাপতি কীচক তাঁর ভগিনী বাজমহিষী সূদেষ্ণার গৃহে পশ্চাননা দ্রৌপদীকে দেখতে পেলেন। তিনি কামাবিষ্ট হয়ে সূদেষ্ণার কাছে গিয়ে যেন হাসতে হাসতে বললেন, বিবাত্তবনে এই রমণীকে আমি পূর্বে দেখি নি। যদিবা যেমন গন্ধে উন্মত্ত করে এই রমণীর রূপ সেইপ্রকার আমাকে উন্মত্ত কবেছে। এই মনোহারিণী সুন্দরী কে, কোথা থেকে এসেছে? এ আমার চিত্ত মথিত কবেছে, এব সংগে মিলন ভিন্ন আমার রোগের অন্য ঔষধ নেই। তোমার এই পবিচাষিকা যে কর্ম কবেছে তা তাব যোগ্য নয়, সে আমার গৃহে এসে আমার সমস্ত সম্পত্তিব উপব কতৃৎ এবং গৃহ শোভিত কব্দক।

শৃগাল যেমন মৃগেন্দ্রকন্যায কাছে যায সেইব্দপ কীচক দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললেন, সুন্দরী, তোমার রূপ ও প্রথম বয়স বৃথা নষ্ট হচ্ছে, পদ্রুযে যদি ধারণ না করে তবে পদ্রুপমালা শোভা পায় না। চাব্দহাসিনী, আমার পদ্রুতন স্ত্রীদের আমি তাগ কবব, তাবা তোমার দাসী হবে, আমি তোমার দাস হব। দ্রৌপদী উত্তব দিলেন, সূতপদ্রু, আমি নিম্নবর্ণের সৈরিস্ত্রী, কেশসংস্কাবব্দপ হীন কার্য কবি, আপনার কামনাব যোগ্য নই। আমি পবেব পত্নী, বীবগগণ আমাকে বক্ষা কবেন। যদি আমাকে পাবাব চেষ্টা কবেন তবে আমার গন্ধর্ব পতিগণ আপনাকে বধ কববেন। অবোধ বালক যেমন নদীব এক তীরে থেকে অন্য তীরে যেতে চায, রোগার্ত যেমন কালবাগ্ৰিব প্রার্থনা কবে, মাতৃক্লেডস্থ শিশু যেমন চন্দ্র চায়, আপনি সেইব্দপ আমাকে চাচ্ছেন।

দ্রৌপদী কতৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে কীচক সূদেষ্ণাব কাছে গিয়ে বললেন, সৈবিস্ত্রী যাতে আমাকে ভজনা কবে সেই উপায কর, তবেই আমার জীবনরক্ষা হবে। সূদেষ্ণা তাঁর ভ্রাতা কীচকেব অভিলাষ, নিজের ইষ্ট, এবং দ্রৌপদীব উদ্বেগ সম্বন্ধে চিন্তা কবে বললেন, তুমি কোনও পর্বের উপলক্ষ্যে নিজের ভবনে সূদ্রা ও অন্নাদি প্রস্তুত কবাও, আমি সূদ্রা আনবাব জন্য সৈবিস্ত্রীকে তোমার কাছে পাঠাব, তখন তুমি নিজের স্থানে তাকে চাটুবাক্যে সম্মত করিও।

উত্তম মদ্য, ছাগ শূকব প্রভৃতির মাংস, এবং অন্যান্য খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত কবিযে কীচক রাজমহিষীকে নিমন্ত্রণ করলেন। সূদেষ্ণা দ্রৌপদীকে বললেন,

কল্যাণী, তুমি কীচকের গৃহ থেকে পানীয় নিয়ে এস, আমার বড় পিপাসা হয়েছে। দ্রৌপদী বললেন, রাজ্ঞী, আমি কীচকের কাছে যাব না, তিনি নির্লজ্জ। আমি ব্যাভিচারিণী হ'তে পারব না, আপনার কর্মে নিযুক্ত হবার কালে যে সময় (শর্ত) করোঁছিলাম তা আপনি জানেন। আপনার অনেক দাসী আছে, তাদের কাকেও পাঠান। সুদেষ্ণা বললেন, আমি তোমাকে পাঠালে কীচক তোমাব কোনও অনিষ্ট কববেন না। এই বলে তিনি দ্রৌপদীকে একটি ঢাকনিযুক্ত স্বর্ণময় পানপাত্র দিলেন।

দ্রৌপদী শীঘ্রতমেনে সবোদনে কীচকেব আবাসে গেলেন এবং ক্ষণকাল সূর্যেব আরাধনা কবলেন। সূর্যেব আদেশে এক বাক্ষস অদৃশ্যভাবে দ্রৌপদীকে বক্ষা কবতে লাগল।

### ৬। কীচকের পদাঘাত

দ্রৌপদীকে দেখে কীচক আনন্দে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, সুকেশী, আজ আমার সুপ্রভাত, তুমি আমার অধীশ্ববী, তোমাকে সুবর্ণহাব শাখা কুণ্ডল কেশব মণিরত্ন ও কৌষেয় বস্ত্রাদি দেব। তোমার জন্য দিব্য শয্যা প্রস্তুত আছে, সেখানে চল, আমাব সঙ্গে মধুম্বাধবী (মধুজাত মদ্য) পান কব। দ্রৌপদী বললেন, বাজমহিষী আমাকে সুবা আনবাব জন্য পাঠিয়েছেন। কীচক বললেন, দাসীবা তা নিয়ে যাবে। এই বলে তিনি দ্রৌপদীর হাত এবং উত্তরীয় বস্ত্র ধবলেন, দ্রৌপদী ঠেলা দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিলেন। কীচক সবলে আবার ধরলেন, দ্রৌপদী কম্পিতদেহে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে প্রবল ধাক্কা দিলেন, পাপাত্মা কীচক ভূমিতে পড়ে গেলেন। দ্রৌপদী দ্রুতবেগে বিরাট রাজার সভায় এলেন, কীচক সঙ্গে সঙ্গে এসে বাজাব সমক্ষেই দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ ক'বে তাঁকে পদাঘাত কবলেন। তখন সেই সুবর্ণনিযুক্ত বাক্ষস বায়ুবেগে ধাবিত হয়ে কীচককে আঘাত কবলে, কীচক ঘুরতে ঘুরতে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হলেন।

রাজসভায় যদুধিষ্ঠিব ও ভীম উপস্থিত ছিলেন। দ্রৌপদীৰ অপমান দেখে কীচককে বধ করবার ইচ্ছাব ভীম দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কবতে লাগলেন। পাছে লোকে তাঁদের জেনে ফেলে এই ভয়ে যদুধিষ্ঠির নিজের অঙ্গদুষ্ঠ ভীমেব অঙ্গদুষ্ঠে ঠেকিয়ে তাঁকে নিবারণ করলেন। দ্রৌপদী তাঁদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'বে বদ্রনয়নে বিরাট রাজাকে যেন দণ্ড ক'বে বললেন, যাঁদের শত্রু বহুদূরদেশে বাস ক'বেও ভয়ে নিদ্রা যায় না, তাঁদেরই আমি মানিনী ভার্যা, সেই আমাকে সততঃ পদাঘাত

কবেছে! যাঁরা শরণাপন্নকে রক্ষা করেন সেই মহারথগণ আজ কোথায় আছেন? বিরাট যদি কীচককে ক্ষমা করে ধর্ম নষ্ট করেন তবে আমি কি করতে পারি? রাজা, আপনি কীচকের প্রতি রাজবৎ আচরণ কবছেন না, আপনার ধর্ম দস্যুর ধর্ম, তা এই রাজসভায় শোভা পাচ্ছে না। কীচক ধর্মজ্ঞ নয়, মৎস্যরাজও ধর্মজ্ঞ নন, যে সভাসদগণ তাঁর অনবতী তাঁরও ধর্মজ্ঞ নন।

সাপ্রদ্যয়না দ্রৌপদীব তিরস্কার শ্রুনে বিরাট বললেন, সৈবিন্দ্রী, আমার অজ্ঞাতে তোমাদের কি বিবাদ হয়েছে তা আমি জানি না। তথ্য না জেনে আমি কি করে বিচার কবব? সভাসদগণ দ্রৌপদীব প্রশংসা এবং কীচকের নিন্দা করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, এই সর্বাঙ্গসুন্দরী যাঁব ভাষা তিনি মহাভাগ্যবান। এব্দপ বববর্ণিনী মনুষ্যলোকে সুলভ নয়, বোধ হয় ইনি দেবী।

ক্রোধে যর্দাষ্ট্রের ললাট ঘর্মাক্ত হ'ল। তিনি বললেন, সৈবিন্দ্রী, তুমি এখানে থেকো না, দেবী সুদেষ্ণাব গৃহে যাও। আমার মনে হয় তোমার গন্ধর্ব পতিদেব বিবেচনাব এই কাল ক্রোধেব উপযুক্ত নয়, নতুবা তাঁবা প্রতিশোধের জন্য দ্রুতবেগে উপস্থিত হতেন। তুমি আর এখানে নটীব ন্যায় রোদন করো না, তাতে এই রাজসভায় যাঁবা দ্যুতক্রীড়া করছেন তাঁদের বিঘ্ন হবে। তুমি যাও, গন্ধর্বগণ তোমাব দ্বংখ দ্বব কববেন।

দ্রৌপদী বললেন, যাঁদেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্যুতাসক্ত সেই অতীব দয়ালুদের জন্যই আমাকে ব্রতচাবণী হ'তে হয়েছে। আমাব অপমানকারীদেব বধ কবাই তাঁদের উচিত ছিল। দ্রৌপদী অন্তঃপূবে চ'লে গেলেন। তাঁব বোদনের কারণ শ্রুনে সুদেষ্ণা বললেন, সুকেশী, আমার কথাতেই তুমি কীচকেব কাছে সুবা আনতে গিয়ে অপমানিত হয়েছ, যদি চাও তবে তাকে প্রাণদণ্ড দেওযাব। দ্রৌপদী বললেন, কীচক যাঁদের কাছে অপবাধী তাঁবাই তাকে বধ কববেন, সে আজই পবলোকে যাবে।

দ্রৌপদী নিজেব বাসগৃহে গিয়ে গাত্র ও বস্ত্র ধুয়ে ফেললেন। তিনি দ্বংখ কাতর হয়ে স্থির করলেন, ভীম ভিন্ন আর কেউ তাঁর প্রিয়কাষ করতে পারবেন না। রাত্রিকালে তিনি শয্যা থেকে উঠে ভীমের গৃহে গেলেন, এবং দুর্গম বনে সিংহী যেমন সিংহকে আলিঙ্গন করে সেইব্দপ ভীমকে আলিঙ্গন করে বললেন, ভীমসেন, ওঠ ওঠ, মৃতের ন্যায় শ্রুয়ে আছ কেন? যে জীবিত, তার ভাষাকে স্পর্শ করে কোনও পাপী বাঁচতে পারে না। পাপিষ্ঠ সেনাপতি কীচক আমাকে পদাঘাত করে এখনও বেঁচে আছে, তুমি কি করে নিদ্রা যাছ?

ভীম জেগে উঠে বললেন, তুমি ব্যস্ত হয়ে কেন এসেছ? সুখ দ্বংখ প্রিয়

অপ্রিয় ষা ঘটেছে সব বল। কৃষ্ণা, তুমি সর্ব কর্মে আমাকে বিশ্বাস ক'রো, আমি তোমাকে সর্বদা বিপদ থেকে মুক্ত করব। তোমার বক্তব্য বলে শীঘ্র নিজ গৃহে চলে যাও, যাতে কেউ জানতে না পারে।

### ৭। ভীমের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ

দ্রৌপদী বললেন, যদুধিষ্ঠির যাব স্বামী সে শোক পাবেই। তুমি আমার সব দুঃখ জ্ঞান, তবে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন? দ্যুতসভায় দুঃশাসনসকলের সমক্ষে আমাকে দাসী বলেছিল, সেই স্মৃতি আমাকে দগ্ধ করছে। বনবাসকালে সিন্ধুবাজ জয়দ্রথ আমার চুল ধরে টেনেছিল, কে তা সহিতে পারে? আজ মৎস্যবাজের সমক্ষেই কীচক আমাকে পদাঘাত করেছে, সেই অপমানের পব আমার ন্যায় কোন্ নাবী জীবিত থাকতে পারে? বিবাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক দুর্মতি কীচক সর্বদা আমাকে বলে — তুমি আমার ভাষা হও। ভীম, তোমার দ্যুতাসক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্যই আমি অনন্ত দুঃখ ভোগ করছি। তিনি যদি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণ বোপ্য বস্ত্র যান অশ্বাদি পশু পণ রাখতেন তবে বহু বৎসব দিবাবাত্র খেললেও নিঃস্ব হতেন না। তিনি খেলায় প্রমত্ত হয়ে ঐশ্বর্য হারিয়েছেন, এখন মৃতের ন্যায় নীবব হয়ে আছেন, মৎস্যরাজের পরিচারক হয়ে নবকভোগ কবছেন। তুমি পাচক হয়ে বিবাটেব সেবা কব দেখলে আমার মন অবসন্ন হয়। সদ্বেদ্যের সমক্ষে তুমি সিংহ-ব্যাঘ্র-মহিষের সঙ্গে যুদ্ধ কব, তা দেখলে আমি মোহগ্রস্ত হই। আমার সেই অবস্থা দেখে তিনি তাঁবু সঙ্গিনীদের বলেন, এক স্থানে বাস করার ফলে এই সৈরিন্দ্রী পাচক বস্ত্রবেব প্রতি অনুবক্ত হয়েছে, সেজন্য তাকে হিংস্র পশুদ্ব সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখলে শোকার্ত হয়, স্ত্রীলোকের মন দুঃস্থেয়। তবে এরা দুজনেই সুন্দর এবং পবম্পরের যোগ্য। দেব দানব ও নাগগণের বিজেতা অর্জুন এখন নপদংসক সেজে শাখা আব কুণ্ডল প'রে বেণী বদলিষে কন্যাদেব নৃত্য শেখাচ্ছেন। যাঁকে যত্ন করার ভাব কুন্তী আমাকে দিয়েছিলেন, সেই সংস্বেভাব লজ্জাশীল মিষ্টভাষী সহদেব রক্তবসন প'রে গোপগণেব অগ্রণী হয়ে বিরাটকে অভিবাদন করছেন এবং রাত্রিকালে গোবৎসেব চর্মের উপর শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। রূপবান বৃদ্ধিমান অস্ত্রবিশারদ নকুল এখন রাজার অশ্ববক্ষক হয়েছেন। দ্যুতাসক্ত যদুধিষ্ঠিরের জন্যই আমি সৈরিন্দ্রী হয়ে সদ্বেদ্যেব শোচকার্যের সহায় হয়েছি। পাণ্ডবগণের মহিষী এবং দ্রুপদের দহিতা হয়েও আমি এই দুর্দশায় পড়েছি। কুন্তী ভিন্ন আব কারও জন্য আমি চন্দনাদি পেষণ করি নি, নিজের জন্যও নয়, এখন আমার দুই হাতে কত কড়া পড়েছে দেখ। কুন্তী বা

তোমাদের কাকেও আমি ভয় করি নি, এখন কিংকরী হয়ে আমাকে বিবাদের সম্মুখে সভয়ে দাঁড়াতে হয় — আমার প্রস্তুত বিলেপন তিনি ভাল বলবেন কিনা এই সংশয়ে; অন্যের পেয়া চন্দন আবার তাঁর রোচে না। ভীম, আমি দেবতাদের অপ্রিয় কোনও কার্য করি নি, আমার মরা উচিত, অভাগিনী বলেই বেঁচে আছি।

শোকবিহ্বলা দ্রৌপদী হাত ধরে ভীম সজলনয়নে বললেন, ধিক আমার বাহুবল, ধিক অর্জুনের গাণ্ডীব, তোমার রক্তাভ করযুগলে কড়া পড়েছে তাও দেখতে হ'ল! আমি সভামধ্যেই বিবাদের নিগ্রহ কবতাম, পদাঘাতে কীচকেব মস্তক চূর্ণ করতাম, মৎস্যরাজের লোকদেরও শাস্তি দিতাম, কিন্তু ধর্মবাজ কটাক্ষ ক'বে আমাকে নিবারণ করলেন। কলাগী, তুমি আব অর্ধমাস কষ্ট সযে থাক, তাব পব হ্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হ'লে তুমি বাজাদেব বাজ্ঞী হবে।

দ্রৌপদী বললেন, আমি দুঃখ সহিতে না পেবেই অশ্রুমোচন কবাছি, বাজা যুধিষ্ঠিরকে তিবস্কাব কবা আমার উদ্দেশ্য নয। পাছে বিরাট আমার বৃপে অভিভূত হন এই অশঙ্কায় সূদেষা উদ্ভবিন হয়ে আছেন, তা জেনে এবং নিজের দুর্বুদ্ধিবশে দুরাত্মা কীচক আমাকে প্রার্থনা কবছে। তোমবা যদি কেবল অজ্ঞাতবাসেব প্রতিজ্ঞা পালনেই রত থাক, তবে আমি আব তোমাদের ভার্যা থাকব না। মহাবল ভীমসেন, তুমি জটাসূরের হাত থেকে আমাকে উদ্ধাব কবেছিলে, জয়দ্রথকে জয় কবেছিলে, এখন আমার অপমানকারী পাপিস্ত কীচককে বধ কব. প্রস্তরের উপর মৎকুশ্বেব ন্যায্য ভাব মস্তক চূর্ণ কর। সে জীবিত থাকতে যদি সূর্যোদয হয় তবে আমি বিষ আলোড়ন ক'রে পুন কবব, তাব বশীভূত হব না। এই বলে দ্রৌপদী ভীমের বক্ষে লপন হলে কাঁদতে লাগলেন।

### ৮। কীচকবধ

ভীম বললেন, যাজ্ঞসেনী, তুমি যা চাও তাই হবে, আমি কীচককে সবান্ধবে হত্যা করব। তুমি তাকে বল সে যেন সন্ধ্যার সময় নৃত্যাশালায় তোমাব প্রতীক্ষা করে। কন্যাবা সেখানে দিবসে নৃত্য কবে, রাগিতে নিজের নিজের গৃহে চ'লে যায়। সেখানে একটি উত্তম পর্য্যঙ্ক আছে, তাব উপবেই আমি কীচককে তাব পূর্বপুরুষদের সঙ্গ সাক্ষাৎ করাব।

পরদিন প্রাতঃকালে কীচক রাজভবনে গিয়ে দ্রৌপদীকে বললেন, আমি বাজ্ঞ-সভায় বিবাদের সমক্ষে তোমাকে পদাঘাত কবেছিলাম, কেউ তোমাকে বক্ষা করে নি, কাবণ আমি পবাক্তান্ত। বিরাট কেবল নামেই মৎস্যদেশেব রাজা, বস্ত্রুত সেনাপতি

আমিই রাজা। সুশ্রোগণী, তুমি আমাকে ভজনা কর, তোমাকে শত স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি। শত দাসী, শত দাস এবং অশ্বতরীয়ুক্ত একটি রথও তোমাকে দেব। দ্রৌপদী বললেন, কীচক, এই প্রতিজ্ঞা কর যে তোমার সখা বা ভ্রাতা কেউ আমাদের সংগম জানতে পাববে না; আমি আমার গন্ধর্ব পতিদের ভয় করি। কীচক বললেন, ভীষ্ম, আমি একাকীই তোমার শূন্য গৃহে যাব, গন্ধর্ব বা জানতে পাববে না। দ্রৌপদী বললেন, রাগিতে নৃত্যশালা শূন্য থাকে, তুমি অন্ধকারে সেখানে যেয়ো।

কীচকের সঙ্গে এইরূপ আলাপের পব সেই দিনের অবশিষ্ট ভাগ দ্রৌপদীর কাছে একমাসের তুল্য দীর্ঘ বোধ হ'তে লাগল। তিনি পাকশালায় ভীষ্মের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন। ভীষ্ম আনন্দিত হয়ে বললেন, আমি সত্য ধর্ম ও ভ্রাতাদের নামে শপথ করে বলছি, আমি গদ্যুত স্থানে বা প্রকাশ্যে কীচককে চূর্ণ কবব, মৎস্যদেশের লোকে যদি যুদ্ধ করতে আসে, তবে তাদেরও সংহাব কবব, তাব পব দুর্যোধনকে বধ করে রাজ্যলাভ কবব; যদুধিষ্ঠিব বিরাতের সেবা কবতে থাকুন। দ্রৌপদী বললেন, বীর, তুমি আমার জন্য সত্যদ্রষ্ট হযো না, কীচককে গোপনে বধ কর।

সিংহ যেমন মৃগের জন্য প্রতীক্ষায় থাকে সেইরূপ ভীষ্ম রাত্রিকালে নৃত্যশালায় গিয়ে কীচকের জন্য প্রতীক্ষা কবতে লাগলেন। সৈবিন্দ্রীর সঙ্গে মিলনের আশায় কীচক সদুসজ্জিত হয়ে সেই অন্ধকাবময় বৃহৎ গৃহে এলেন এবং শয্যায় শয়ান ভীষ্মকে স্পর্শ ক'বে আনন্দে অস্থির হয়ে বললেন, তোমার গৃহে আমি বহু ধন, রত্ন, পবিস্খন্দ ও দাসী পাঠিয়ে দিয়েছি; আন দেখ, আমার গৃহেব সকল স্ত্রীরাই বলে যে আমার তুল্য সুবেশ ও সুদর্শন পুত্রুষ আব নেই।

ভীষ্ম বললেন, আমার সৌভাগ্য যে তুমি সুদর্শন এবং নিজেই নিজের প্রশংসা কবছ; তোমার তুল্য স্পর্শ আমি পূর্বে কখনও পাই নি। তার পব মহাবাহু ভীষ্ম সহসা শয্যা থেকে উঠে সহাস্যে বললেন, পাপিষ্ঠ, সিংহ যেমন হস্তীকে করে সেইরূপ আমি তোমাকে ভূতলে ফেলে আকর্ষণ কবব, তোমার ভগিনী তা দেখবেন, তুমি নিহত হ'লে সৈবিন্দ্রী অবাধে বিচরণ করবেন, তাঁব স্বামীরাও সুখী হবেন। এই বলে ভীষ্ম কীচকের কেশ ধবলেন, কীচকও ভীষ্মের দুই বাহু ধবলেন। বালী ও সুগ্রীবের ন্যায় তাঁরা বাহুযুদ্ধে বত হলেন।

প্রচণ্ড বায়ু যেমন বৃক্ষকে ঘূর্ণিত করে সেইরূপ ভীষ্ম কীচককে গৃহ মধ্যে সঞ্চারিত কবতে লাগলেন। ভীষ্মের হাত থেকে ঈষৎ মৃদু হয়ে কীচক জানদ্র আঘাতে ভীষ্মকে ভূতলে ফেললেন। ভীষ্ম তখনই উঠে আবাব আক্রমণ করলেন। তাঁব প্রহারে কীচক ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লেন, ভীষ্ম তখন দুই বাহু দ্বারা কীচককে ধ'বে তাঁর

কণ্ঠদেশ নিপীড়িত করতে লাগলেন। কীচকের সর্বাঙ্গ ভগ্ন হ'ল। ভীম তাঁকে ভূতলে ঘর্গিত করে বললেন, ভাষাকে যে পদাঘাত করেছিল সেই শত্রুকে বধ করে আজ আমি ভ্রাতাদের কাছে ঋণমুক্ত হব, সৈরিন্দ্রীর কণ্ঠক দূর করব।

কীচকের প্রাণ বহির্গত হ'ল। পদ্রাকালে মহাদেব যেমন গজাস্রবকে করে-  
ছিলেন, ব্রহ্ম ভীমসেন সেইবদ প কীচকের হাত পা মাথা গলা সমস্তই দেহেব মধ্যে  
প্রবিষ্ট করে দিলেন। তার পর তিনি দ্রৌপদীকে ডেকে সেই মাংসপিণ্ড দেখিয়ে  
বললেন, পাণ্ডালী, কামদুটাকে কি করেছি দেখ। ভীমের ক্রোধেব শান্তি হ'ল, তিনি  
পাকশালায় চলে গেলেন। দ্রৌপদী নৃত্যশালার রক্ষকদের কাছে গিয়ে বললেন, পবন-  
লোভী কীচক আমার গন্ধর্ব পতিদের হাতে নিহত হয়ে পড়ে আছে, তোমরা এসে  
দেখ। রক্ষকরা মশাল নিয়ে সেখানে এল এবং কীচকের রুধিরাক্ত দেহ দেখে তার  
হাত পা মৃন্ড গলা কোথায় গেল অনুসন্ধান করতে লাগল।

### ৯। উপকীচকবধ — দ্রৌপদী ও বৃহন্নলা

কীচকের বান্ধবরা মৃতদেহ বেণ্টন করে কাঁদতে লাগল। স্থলে উদ্ভূত  
কচ্ছপেব ন্যায় একটা পিণ্ড দেখে তারা ভয়ে রোমাণ্ডিত হ'ল। সূতপুত্রগণ (১) যখন  
অন্তোষ্ঠির জন্য মৃতদেহ বাইবে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তাবা দেখলে অদবে একটা স্তম্ভ  
ধরে দ্রৌপদী দাঁড়িয়ে আছেন। উপকীচকরা বললে, ওই অসতীটাকে কীচকের সঙ্গে  
দম্ব কব, ওব জনাই তিনি হত হয়েছেন। তাবা বিরাটের কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলে  
তিনি সম্মত হলেন, কাবণ কীচকেব বান্ধববাও পরাক্রান্ত।

উপকীচকগণ দ্রৌপদীকে বেধে শ্মশানে নিয়ে চলল। তিনি উচ্চস্বরে  
বললেন, জয় জয়ন্ত বিজয় জয়সেন জয়দ্বল শোন, মহাবীর গন্ধর্বগণ শোন — সূত-  
পুত্রগণ আমাকে দাহ কীবতে নিয়ে যাচ্ছে। ভীম সেই আহবান শনে তখনই শয্যা  
থেকে উঠে বললেন, সৈরিন্দ্রী, ভয় নেই। তিনি বেশ পরিবর্তন কবে অম্বার দিয়ে  
নির্গত হয়ে প্রাচীর লঙ্ঘন কবে সূতগণের সম্মুখীন হলেন। চিতাব নিকটে একটি  
শঙ্ক বৃহৎ বৃক্ষ দেখে তিনি উৎপাটিত কবে স্কন্ধে নিলেন এবং দন্ডপাণি কৃতান্তের  
ন্যায় ধাবিত হলেন। তাঁকে দেখে উপকীচকরা ভয় পেয়ে বললে, ব্রহ্ম গন্ধর্ব বৃক্ষ  
নিয়ে আসছে, সৈরিন্দ্রীকে শীঘ্র মৃত্তি দাও। তারা দ্রৌপদীকে ছেড়ে দিয়ে রাজধানীর  
দিকে পালাতে গেল, সেই এক শ পাঁচজন উপকীচককে ভীম যমালয়ে পাঠালেন।

(১) এরা কীচকেব ভ্রাতৃসম্পর্কীয় বা উপকীচক।



তার পর তিনি দ্রৌপদীকে বললেন, কৃষ্ণা, আর ভয় নেই, তুমি রাজভবনে ফিরে যাও, আমিও অন্য পথে পাক্শালায় যাচ্ছি।

প্রাতঃকালে মৎস্যদেশের নরনারীগণ সেনাপতি কীচক ও তাঁর এক শ পাঁচজন বাম্ধব নিহত হয়েছে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। তাবা রাজার কাছে গিয়ে সেই সংবাদ দিয়ে বললে, সৈরিন্দ্রী আবার আপনার ভবনে এসেছে; সে রূপবতী সেজন্য পদ্রুশরা তাকে কামনা কববে, গম্ধর্বরাও মহাবল। মহারাজ, সৈরিন্দ্রী দোষে যাতে আপনার রাজধানী বিনষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করুন।

কীচক ও উপকীচকগণেব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আদেশ দিয়ে বিবাত সন্দেহাকে বললেন, তুমি সৈরিন্দ্রীকে এই কথা বল—সুন্দরী, তুমি এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা হয় চ'লে যাও; রাজা গম্ধর্বদের ভয় কবেন, তিনি নিজে এ কথা তোমাকে বলতে পারেন না, সেজন্য আমি বলছি।

মদুস্তিলাভের পর দ্রৌপদী তাঁর গাত্র ও বস্ত্র ধৌত ক'রে রাজধানীর দিকে চললেন, তাঁকে দেখে লোকে গম্ধর্বের ভয়ে দ্রুত হয়ে পালাতে লাগল। পাকশালায় নিকটে এসে ভীমসেনকে দেখে দ্রৌপদী সহাস্য বললেন, গম্ধর্বরাজকে নমস্কার, যিনি আমাকে মদুস্তি করেছেন। ভীম উত্তর দিলেন, এই নগবে যে পদ্রুশবা আছেন তাঁরা এখন তোমার কথা শুনেন ঋণমদুস্তি হলেন।

তার পর দ্রৌপদী দেখলেন, নৃত্যশালায় অর্জুন কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন। কন্যারা বললে, সৈরিন্দ্রী, ভাগ্যক্রমে তুমি মদুস্তিলাভ কবেছ এবং তোমার অনিষ্টকারী কীচকগণ নিহত হয়েছে। অর্জুন বললেন, তুমি কি ক'রে মদুস্তি হ'লে, সেই পাপীরাই বা কি ক'রে নিহত হ'ল তা সবিস্তাবে শুনতে ইচ্ছা করি। দ্রৌপদী বললেন, বৃহস্পতি, সৈরিন্দ্রীর কথায় তোমার কি প্রযোজন? তুমি তো কন্যাদের মধ্যে সুখে আছ, আমার ন্যায় দুঃখভোগ কর না। অর্জুন বললেন, কল্যাণী, বৃহস্পতিও মহাদুঃখ ভোগ করছে, সে এখন পশুতুল্য হয়ে গেছে তা তুমি বদ্বাছ না। আমরা এক স্থানেই বাস করি, তুমি কষ্ট পেলে কে না দুঃখিত হয়?

দ্রৌপদী কন্যাদের সঙ্গে সন্দেহের কাছে গেলেন। রাজার আদেশ অনুসারে সন্দেহা বললেন, সৈরিন্দ্রী, তুমি শীঘ্র যেখানে ইচ্ছা হয় চ'লে যাও। তুমি রূপবতী ও বদ্রপে অনন্দমা, রাজাও গম্ধর্বদের ভয় করেন। দ্রৌপদী বললেন, আর তের দিনের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন, তার পর আমার গম্ধর্ব পতিগণ তাঁদের কর্ম সমাপ্ত ক'রে আমাকে নিয়ে যাবেন, আপনাদেরও সকলের মঙ্গল করবেন।

## ॥ গোহরণপৰ্বাধ্যায় ॥

### ১০। দুর্যোধনাদির মন্ত্রণা

পান্ডবরা কোথায় অজ্ঞাতবাস করছেন তা জানবাব জন্য দুর্যোধন নানা দেশে চর পাঠিয়েছিলেন। তারা এখন হস্তিনাপুরে ফিরে এসে তাঁকে বললে, মহাবাজ, আমরা দুর্গম বনে ও পর্বতে, জনাকীর্ণ দেশে ও নগরে বহু অন্বেষণ করেও পান্ডবদেব পাই নি। তাঁদের সারথি বা দ্বাবকায় গেছে, কিন্তু তাঁরা সেখানে নেই। পান্ডবগণ নিশ্চয় বিনষ্ট হয়েছেন। একটি প্রিয় সংবাদ এই—মৎস্যরাজ বিবাতের সেনাপতি দুরাশ্বা কীচক যিনি ত্রিগর্তদেশীয় বীরগণকে বার বার পরাজিত করেছিলেন—তিনি আর জীবিত নেই, অদৃশ্য গন্ধর্বগণ বাহ্নিযোগে তাঁকে এবং তাঁর ভ্রাতাদের বধ করেছে।

দুর্যোধন সভাস্থ সকলকে বললেন, পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের আর অল্পকালই অবশিষ্ট আছে, এই কালও যদি তাবা অতিক্রম করে তবে তাদের সত্য রক্ষা হবে এবং তার ফল কৌরবদের পক্ষে দুঃখজনক হবে। এখন এর প্রতিকারের জন্য কি করা উচিত তা আপনারা শীঘ্র স্থির করুন। কর্ণ বললেন, আর একদল অতি ধূর্ত গদ্যুতচর পাঠাও, তারা সর্বত্র গিয়ে অন্বেষণ করুক। দুর্যোধান বললেন, আমরাও সেই মত, পান্ডবরা হয়তো নিগড় হয়ে আছে, বা সমুদ্রের অপব পারে গেছে, বা মহাবণ্যে হিংস্র পশুগণ তাদের ভক্ষণ করেছে, অথবা অন্য কোনও বিপদের ফলে তাবা চিবকালের জন্য বিনষ্ট হয়েছে।

দ্রোণাচার্য বললেন, পান্ডবদেব ন্যায় বীর ও বুদ্ধিমান পুরুষরা কখনও বিনষ্ট হন না; আমি মনে করি তাঁরা সাবধানে আসন্নকালের প্রতীক্ষা করছেন। তেমনরা বিশেষরূপে চিন্তা করলে যা যুক্তিসঙ্গত তাই কর। ভীষ্ম বললেন, দ্রোণাচার্য ঠিক বলেছেন, পান্ডবগণ কৃষ্ণের অনুগত, ধর্মবলে ও নিজবীর্যে বঞ্চিত, তাঁরা উপযুক্ত কালের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁদের অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে অন্য লোকের যে ধারণা, আমরা তা নয়। ধর্মবাজ যুধিষ্ঠির যে দেশেই থাকুন সেই দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হবে, কোনও গদ্যুতচর তাঁর সন্ধান পাবে না। কৃপাচার্য বললেন, পান্ডবদের আত্মপ্রকাশের কাল আসন্ন, সময় উত্তীর্ণ হ'লেই তাঁরা নিজ রাজ্য অধিকারের জন্য উৎসাহী হবেন। দুর্যোধন, তুমি নিজের বল ও কোষ বৃদ্ধি কর, তার পর অবস্থা বুঝে সন্ধি বা বিগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয়ো।

ত্রিগর্তদেশের অধিপতি সুশর্ম দুর্যোধনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, মৎস্য

ও শাম্ব দেশীয় যোদ্ধারা তাঁকে বহুবার পরাজিত করেছিল। তিনি দুর্যোধনকে বললেন, মৎস্যবাজ বিরাট আমার রাজ্যে অনেক বার উৎপীড়ন করেছেন, কারণ মহাবীর কীচক তাঁর সেনাপতি ছিলেন। সেই নিষ্ঠুর দুর্যোধ্য কীচককে গন্ধর্ব্বা বধ করেছে, তাব ফলে বিবাট এখন অসহায় ও নিরুৎসাহ হয়েছেন। আমার মতে এখন বিরাটের বিবদুশ্বে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। আমবা তাঁর ধনবস্ত্র, গ্রামসমূহ বা বাষ্ট্র অধিকাব কবব, বহু সহস্র গো হরণ কবব। কিংবা তাঁর সঙ্গে সন্ধি ক'বে তাঁর পৌরুষ নষ্ট কবব, অথবা তাঁর সমস্ত সৈন্য সংহার ক'বে তাঁকে বশে আনব; তাতে আপনার বলবৃদ্ধি হবে।

কর্ণ বললেন, সুশর্মা কালোচিত হিতবাক্য বলেছেন। আমাদের সেনাদল একত্র বা বিভক্ত হয়ে যাত্রা কববক। অর্থহীন বলহীন পৌবদবহীন পান্ডবদেব জন্য আমাদের ভাববাব প্রযোজন কি, তাবা অতর্হিত হয়েছে অথবা যমালয়ে গেছে। এখন আমবা নিবদুববেগে বিরাটরাজ্য আক্রমণ কবে গো এবং বিবিধ ধনবস্ত্র হরণ করব।

কৃষ্ণক্ষেব সন্তমীব দিন সুশর্মা সসৈন্যে বিবাটবাজ্যেব দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উপস্থিত হলেন। পবদিন কৌববগণও গেলেন।

### ১১। দক্ষিণগোগ্রহ ১ — সুশর্মার পরাজয়

পান্ডবগণের নির্বাসনের ত্রয়োদশ বর্ষ যেদিন পূর্ণ হ'ল সেই দিনে সুশর্মা বিবাটের বহু গোধান হবণ করলেন। একজন গোপ বেগে বাজসভায় গিয়ে বিবাটকে বললে, মহাবাজ, ত্রিগর্তদেশীয়গণ আমাদের নির্জিত ক'বে শতসহস্র গো হবণ কবেছে। বিবাট তখনই তাঁর সেনাদলকে প্রস্তুত হ'তে আজ্ঞা দিলেন। বিরাট, তাঁর ভ্রাতা শতানীক এবং জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র শঙ্খ রত্নভূষিত অভেদ্য বর্ম প'বে সজ্জিত হলেন। বিবাট বললেন, কৃষ্ণ বল্লব তন্তিপাল ও গ্রন্থিক এ'বাও বীর্যবান এবং যুদ্ধ করতে সমর্থ, এ'দেরও অস্ত্রশস্ত্র কবচ আর রথ দাও। রাজার আজ্ঞানুসাবে শতানীক যুধিষ্ঠিরাদিকে অস্ত্র বথ ইত্যাদি দিলেন, তাঁবা আনন্দিত হয়ে মৎস্যবাজের বাহিনীব সঙ্গে যাত্রা কবলেন। মধ্যাহ্ন অতীত হ'লে মৎস্যসেনাব সঙ্গে ত্রিগর্তসেনাব স্পর্শ হ'ল।

দুই সৈন্যদলে তুমুল যুদ্ধ হ'তে লাগল। সুশর্মা ও বিবাট ঐবরথ যুদ্ধে

নিযুক্ত হলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পব স্দশর্মা বিরাটকে পরাজিত করলেন এবং তাকে বন্দী করে নিজের রথে তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে চললেন। মৎস্যসেনা ভয়ে পালাতে লাগল। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, মহাবাহু, তুমি বিরাটকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত কর, আমরা তাঁর গৃহে সদুখে সসম্মানে বাস করছি, তার প্রতিদান আমাদের কর্তব্য। ভীম একটি বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন করতে যাচ্ছেন দেখে যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি বৃক্ষ নিয়ে যুদ্ধ ক'বো না, লোকে তোমাকে চিনে ফেলবে, তুমি খন্ড খড়্গ পরশু প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র নাও।

পান্ডবগণ রথ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে বিরাটের সৈন্যরাও ফিরে এসে যুদ্ধ করতে লাগল। যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেব সকলেই বহুশত যোদ্ধাকে বিনষ্ট করলেন। তাব পর যুধিষ্ঠির স্দশর্মার প্রতি ধাবিত হলেন। ভীম স্দশর্মার অশ্ব সারাথি ও পৃষ্ঠরক্ষকদের বধ কবলেন। বন্দী বিবাট স্দশর্মার রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং স্দশর্মার গদা কেড়ে নিয়ে তাকে আঘাত কবলেন। বিবাট বৃদ্ধ হ'লেও গদাহস্তে যুদ্ধকেব ন্যায় বিচরণ কবতে লাগলেন। ভীম স্দশর্মার কেশাকর্ষণ ক'বে ভূমিতে ফেলে তাঁর মস্তকে পদাঘাত কবলেন, স্দশর্মা মর্দিত হলেন। ত্রিগর্ত-সেনা ভয়ে পালাতে লাগল।

স্দশর্মাকে বন্দী ক'বে এবং গবু উদ্ধার ক'বে পান্ডববা বিবাটের কাছে গেলেন। ভীম বললেন, এই পাপী স্দশর্মা জীবনলাভের যোগ্য নয়, কিন্তু আমি কি করতে পারি, রাজা যুধিষ্ঠির সর্বদাই দয়াশীল। বথের উপবে অচেতনপ্রায় স্দশর্মা বন্ধ হয়ে ছটফট করছেন দেখে যুধিষ্ঠির সহাস্য বললেন, নরাদমকে মৃত্তি দাও। ভীম বললেন, মৃত, যদি বাঁচতে চাও তবে সর্বত্র বলবে—আমি বিরাট রাজার দাস। যুধিষ্ঠির বললেন, এ তো দাস হষেছেই, দ্বাবাত্মকে এখন ছেড়ে দাও। স্দশর্মা, তুমি অদাস হয়ে চ'লে যাও, এমন কার্য আর ক'রো না। স্দশর্মা লজ্জায় অধোমুখ হয়ে নমস্কার করে চ'লে গেলেন।

পান্ডবগণ যুদ্ধস্থানের নিকটেই সেই রাতি যাপন করলেন। পরদিন বিরাট তাঁদের বললেন, বিজয়গণ, আপনাদের আমি সালংকারা কন্যা, বহু ধন এবং আর যা চান তা দিচ্ছি, আপনাদের বিক্রমেই আমি মুক্ত হয়ে নিরাপদে আছি, আপনারাই এখন মৎস্যরাজ্যের অধীশ্বর। যুধিষ্ঠিরাদি কৃতাজলি হয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার বাক্যে আমরা আনন্দিত হযেছি, আপনি যে মৃত্তিলাভ করেছেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। বিরাট পুনর্বীর যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনি আসুন, আপনাকে রাজপদে অভিষিক্ত করব। হে বৈয়্যপদ্য-গোহ্রীয় ব্রাহ্মণ, আপনার জন্যই আমার

রাজ্য ও প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। যুদ্ধান্তর বললেন, মৎস্যরাজ, আপনার মনোজ্ঞ বাক্যে আমি আনন্দিত হয়েছি, আপনি অনিষ্টরূপে হয়ে প্রসন্নমনে প্রজাপালন করুন, আপনার বিজয়সংবাদ ঘোষণার জন্য সত্ত্বর রাজধানীতে দ্রুত পাঠান।

## ১২। উত্তরগোগ্রহ — উত্তর ও বৃহস্পতি

বিরাট যখন দ্রিগতসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান সেই সময়ে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে দুর্যোধন মৎস্যদেশে উপস্থিত হলেন এবং গোপালকদের তাড়িয়ে দিয়ে ষাট হাজার গরু হরণ (১) করলেন। গোপগণের অধ্যক্ষ রথে চড়ে দ্রুতবেগে রাজধানীতে এল এবং বিরাটের পুত্র ভূমিজয় বা উত্তরকে সংবাদ দিয়ে বললে, রাজপুত্র, আপনি শীঘ্র এসে গোধান উদ্ধার করুন, মহারাজ আপনাকেই এই শূন্য রাজধানীর রক্ষক নিযুক্ত ক'বে গেছেন।

উত্তর বললেন, যদি অশ্বচালনে দক্ষ কোনও সারথি পাই তবে এখনই ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধে যেতে পারি। আমার যে সারথি ছিল সে পূর্বে এক মহাযুদ্ধে নিহত হয়েছে। তুমি শীঘ্র একজন সারথি দেখ। উপযুক্ত অশ্বচালক পেলে আমি দুর্যোধন ভীষ্ম কর্ণ কুপ দ্রোণ প্রভৃতিতে বিনষ্ট ক'রে মনুষ্যত্বমধ্যে গরু উদ্ধার ক'রে আনব। আমি সেখানে ছিলাম না বলেই কৌরবরা গোধান হরণ ক'বেছে। কৌরবরা আজ আমার বিরুদ্ধে দেখে ভাববে, স্বয়ং অর্জুন আমাদের আক্রমণ করলেন নাকি?

দ্রোণদী উত্তরের মুখে বার বার এইরূপ কথা এবং অর্জুনের উল্লেখ সহিতে পারলেন না। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, রাজপুত্র, বৃহস্পতি পূর্বে অর্জুনের সারথি ও শিষ্য ছিলেন, তিনি অস্ত্রবিদ্যায় অর্জুনের চেয়ে কম নন। আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী উত্তরা যদি বলেন তবে বৃহস্পতি নিশ্চয় আপনার সারথি হবেন। ভ্রাতার অনুরোধে উত্তরা তখনই নৃত্যশালায় গিয়ে অর্জুনকে সকল ঘটনা জানিয়ে বললেন, বৃহস্পতি, তুমি আমার ভ্রাতার সারথি হয়ে যাও, তোমার উপর আমার প্রীতি আছে সেজন্য একথা বলছি, যদি না শোন তবে আমি জীবন ত্যাগ করব। অর্জুন উত্তরের কাছে গিয়ে বললেন, যুদ্ধস্থানে সারথ্য করতে পাবি এমন কি শক্তি আমার আছে? আমি কেবল নৃত্য-গীত-বাদ্য জানি। উত্তর বললেন, তুমি গায়ক বাদক নর্তক বাই হও, শীঘ্র আমার রথে উঠে অশ্বচালনা কর।

(১) এই গোহরণ বা গোগ্রহ বিরাটরাজ্যের উত্তরে হয়েছিল।

অর্জুন তখন উত্তরার সম্মুখে অনেক প্রকার কৌতুকজনক কর্ম করলেন। তিনি উলটো করে কবচ পরতে গেলেন, তা দেখে কুমারীরা হেসে উঠল। তখন উত্তর স্বয়ং তাঁকে মহামূল্য কবচ পরিয়ে দিলেন। যাত্রাকালে উত্তরা ও তাঁর সখীরা বললেন, বৃহন্নলা, তুমি ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে জয় করে আমাদের পদন্তলিকাব জন্য বিচিত্র সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্র এনো। অর্জুন সহাস্যে বললেন, উত্তর যদি জয়ী হন তবে নিশ্চয় সুন্দর সুন্দর বস্ত্র আনব।

অর্জুন বায়ুবেগে রথ চালালেন। কিছুদূর গিয়ে শ্মশানের নিকটে এসে উত্তর দেখতে পেলেন, বহুবৃক্ষসমন্বিত বনের ন্যায় বিশাল কৌরবসৈন্য ব্যূহ রচনা করে রয়েছে, সাগরগর্জনের ন্যায় তাদের শব্দ হচ্ছে। ভয়ে রোমাঞ্চিত ও উদ্বেগিত হয়ে উত্তর বললেন, আমি কৌববদেব সঙ্গে যুদ্ধে কবচ না, ওদের মধ্যে অনেক মহাবীর আছেন যাঁরা দেবগণেরও অজেয়। আমার পিতা সমস্ত সৈন্য নিয়ে গেছেন, আমার সৈন্য নেই, আমি বালক, যুদ্ধে অনভিজ্ঞ। বৃহন্নলা, তুমি ফিরে চল।

অর্জুন বললেন, রাজপুত্র, তুমি যাত্রা করার সময় স্ত্রী আব পদব্রূষদেব কাছে অনেক গর্ব করেছিলে, এখন পশ্চাৎপদ হচ্ছে কেন? তুমি যদি অপহৃত গোধন উদ্ধার না করে ফিরে যাও তবে সকলেই উপহাস করবে। সৈরিন্দ্রী আমার সারথ্য কর্মের প্রশংসা করেছেন, আমি কৃতকার্য না হয়ে ফিরব না। উত্তর বললেন, কৌরবরা সংখ্যায় অনেক, তারা আমাদের ধন হরণ করুক, স্ত্রীপদব্রূষেও আমাকে উপহাস করুক। এই বলে উত্তর রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং মান দর্প ও ধনুর্বাণ ত্যাগ করে বেগে পালালেন। অর্জুন তাঁকে ধরবার জন্য পিছনে ছুটলেন।

বস্ত্রবর্ণ বস্ত্র পরে দীর্ঘ বেণী দুলিয়ে অর্জুনকে ছুটতে দেখে কয়েকজন সৈনিক হাসতে লাগল। কৌববগণ বললেন, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় এই লোকটি কে? এর রূপ কতকটা পদব্রূষের কতকটা স্ত্রীর মত। এর মস্তক গ্রীবা বাহু ও গতি অর্জুনের তুল্য। বোধ হয় বিরাটের পুত্র আমাদের দেখে ভয়ে পালাচ্ছে আর অর্জুন তাকে ধরতে যাচ্ছেন।

অর্জুন এক শ পা গিয়ে উত্তরের চুল ধরলেন। উত্তর কাতর হয়ে বললেন, কল্যাণী সন্মধ্যমা বৃহন্নলা, তুমি কথা শোন, রথ ফেবাও, বেঁচে থাকলেই মানব্রূষে মগ্ন হই। আমি তোমাকে শত স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণে গ্রথিত আটটি বৈদর্ঘ্য মণি, স্বর্ণধ্বজযুক্ত অশ্বসমেত একটি রথ এবং দশটি মত্ত মাতঙ্গ দেব, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। অর্জুন সহাস্যে উত্তরকে রথের কাছে টেনে এনে বললেন, তুমি যদি না পাব

তবে আমিই যুদ্ধ করব, তুমি আমার সারথি হও। ভয়ার্ত উত্তর নিতান্ত অর্নিচ্ছায় বথে উঠলেন এবং অর্জুনের নির্দেশে শমীবৃক্ষের দিকে রথ নিয়ে চললেন।

কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে দ্রোণাচার্য বললেন, নানা প্রকার দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, বায়ু বালুকাবর্ষণ কবছে, আকাশ ভস্মের ন্যায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে, অস্ত্রসকল কোষ থেকে স্থলিত হচ্ছে। তোমরা ব্যূহিত হয়ে আত্মরক্ষা কর, গোধন বক্ষা কর, মহাধনুর্ধর পার্থই ক্রীবেশে আসছেন তাতে সন্দেহ নেই।

কর্ণ বললেন, আপনি সর্বদা অর্জুনের প্রশংসা আব আমাদের নিন্দা করেন, অর্জুনের শক্তি আমার বা দুর্যোধনের ষোল ভাগেব এক ভাগও নয়। দুর্যোধন বললেন, ওই লোক যদি অর্জুন হয় তবে আমাদের কার্য সিদ্ধ হয়েছে, আমরা জানতে পেরেছি সেজন্য পাণ্ডবদেব আবাব দ্বাদশ বৎসব বনে যেতে হবে। আব যদি অন্য কেউ হয় তবে তীক্ষ্ণ শবে ওকে ভূপাতিত কবব।

শমীবৃক্ষের কাছে এসে অর্জুন উত্তরকে বললেন, তুমি শীঘ্র এই বৃক্ষে উঠে পাণ্ডবদের ধনু শর ধ্বজ ও কবচ নামিয়ে আন। তোমাব ধনু আমার আকর্ষণ সহিতে পারবে না, শত্রুর হস্তী বিনষ্ট করতেও পারবে না। উত্তর বললেন, শুনছি এই বৃক্ষে একটা মৃতদেহ বাঁধা আছে, আমি রাজপুত্র হয়ে কি ক'রে তা ছোঁব? অর্জুন বললেন, ভয় পেয়ো না, ওখানে মৃতদেহ নেই, যা আছে তা ধনু প্রভৃতি অস্ত্র, তুমি স্পর্শ করলে পবিত্র হবে। তোমাকে দিযে আমি নিন্দিত কর্ম কবাব কেন? অর্জুনের আজ্ঞানুসারে উত্তর শমীবৃক্ষ থেকে অস্ত্রসমূহ নামিয়ে এনে বন্ধন খুলে ফেললেন এবং সূর্যতুল্য দীপ্তিমান সর্পাকৃতি ধনুসকল দেখে ভয়ে বোমাণ্ডিত হলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন বললেন, এই শতস্বর্ণবিন্দুযুক্ত মহেন্দ্রগোপাচিহ্নিত ধনু অর্জুনের, এবই নাম গান্ডীব, খান্ডবদাহকালে বরুণের নিকট অর্জুন এই ধনু পেয়েছিলেন। এই ধনু, যার ধারণস্থান স্বর্ণময়, ভীমের; ইন্দ্রগোপাচিহ্নিত এই ধনু যুধিষ্ঠিরের; সুবর্ণসূর্যচিহ্নিত এই ধনু নকুলেব; স্বর্ণময় পতঙ্গাচিহ্নিত এই ধনু সহদেবের। তাঁদের বাণ তৃণীর খড়্গ প্রভৃতিও এই সঙ্গে আছে।

উত্তর বললেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণের অস্ত্রসকল এখানে বসেছে, কিন্তু তাঁবা কোথায়? দ্রোণদাঁই বা কোথায়? অর্জুন বললেন, আমি পার্থ, সভাসদ কংকই যুধিষ্ঠিব, পাচক বল্লব ভীম, অশ্বশালা আর গোশালার অধ্যক্ষ নকুল-সহদেব।

সৈরিষ্ণীই দ্রোপদী, যার জন্য কীচক মরেছে। উত্তর বললেন, আমি অর্জুনের দশটি নাম শুনোছি, যদি বলতে পারেন তবে আপনার সব কথা বিশ্বাস করব। অর্জুন বললেন, আমার দশ নাম বলছি শোন।—আমি সর্বদেশ জয় করে ধন আহরণ করি সেজন্য আমি ধনঞ্জয়। যুদ্ধে শত্রুদের জয় না করে ফিরি না সেজন্য আমি বিজয়। আমার রথে রজতশুভ্র অশ্ব থাকে সেজন্য আমি শ্বেতবাহন। হিমালয়পৃষ্ঠে উত্তর ও পূর্ব ফল্গুনী নক্ষত্রেব যোগে আমার জন্ম সেজন্য আমি ফাল্গুন। দানবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্র আমাকে সূর্যপ্রভ কিরীট দিযেছিলেন, সেজন্য আমি কিবীটী। যুদ্ধকালে বীভৎস কর্ম করি না সেজন্য আমার বীভৎসু নাম। বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তেই আমি গান্ধীব আকর্ষণ করতে পারি সেজন্য সবাসাচী নাম। আমার শুভ্র (নিষ্কলঙ্ক) বশ চতুঃসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, আমাব সকল কর্মও শুভ্র, এজন্য অর্জুন (শুভ্র) নাম। আমি শত্রুবিজয়ী এজন্য জিষ্ণু নাম। সূন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক সকলের প্রিয়, এজন্য পিতা আমার কৃষ্ণ নাম বেখেছিলেন।

অর্জুনকে অভিবাদন ক'বে উত্তর বললেন, মহাবাহু, ভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন পেয়েছি, আমি না জেনে যা বলেছি তা ক্ষমা করুন। আমার ভয় দূর হয়েছে, আপনি বথে উঠুন, যৌদিকে বলবেন সৌদিকে নিষে যাব। কোন্ কর্মের ফলে আপনি ক্রীবত্ব পেয়েছেন? অর্জুন বললেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব আদেশে আমি এক বৎসর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করছি, আমি ক্রীব নই। এখন আমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে। অর্জুন তাঁর বাহু থেকে বলয় খুলে ফেলে কবতলে স্বর্ণখচিত বর্ম পবলেন এবং শুভ্র বস্ত্রে কেশ বন্ধন কবলেন। তাব পব তিনি পূর্বমুখ হয়ে সংযতিচিন্তে তাঁর অস্ত্রসমূহকে স্মরণ কবলেন। তাবা কৃতাজলি হয়ে বললে, ইন্দ্রপুত্র, কিংকরগণ উপস্থিত। অর্জুন তাদেব নমস্কার ও স্পর্শ ক'রে বললেন, স্মরণ করলেই তোমরা এস।

গান্ধীব ধনুতে গদগ পবিষে অর্জুন সবলে আকর্ষণ কবলেন। সেই বজ্রনাদতুলা টংকাব শব্দে কোঁববগণ বুঝলেন যে, অর্জুনেবই এই জ্যানিঘোষ।

### ১৩। দ্রোণ-দুর্যোধনাদির বিতর্ক — ভীষ্মের উপদেশ

উত্তরেব বথে যে সিংহধ্বজ ছিল তা নামিয়ে ফেলে অর্জুন বিশ্বকর্মা-নির্মিত দৈবী মাযা ও কাণ্ডনয়ন ধ্বজ বসালেন, যার উপরে সিংহলাগদুল বানব ছিল। অগ্নিদেবেব আদেশে কষেকজন ভূতও সেই ধ্বজে অধিষ্ঠিত হ'ল। তার পর



শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ ক'রে অর্জুন রথারোহণে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর মহাশঙ্খের শব্দ শুনে রথের অশ্বসকল নতজান্দু হয়ে ব'সে পড়ল, উত্তরও সন্ত্রস্ত হলেন। অর্জুন রশ্মি টেনে অশ্বদের ওঠালেন এবং উত্তরকে আলিঙ্গন ক'রে আশ্বস্ত করলেন।

অর্জুনের বথের শব্দ শুনে এবং নানাপ্রকার দুলক্ষণ দেখে দ্রোণ বললেন, দুর্যোধন, আজ তোমার সৈন্যদল অর্জুনের বাণে প্রপীড়িত হবে, তাবা যেন এখনই পবাভূত হয়েছে, কেউ যুদ্ধ কবতে ইচ্ছা করছে না, বহু যোদ্ধার মৃত্যু বিবর্ণ দেখাছি। তুমি গব্দগদালিকে নিজ রাজ্যে পাঠিয়ে দাও, আমরা বাদুহ বচনা ক'বে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করি।

দুর্যোধন বললেন, দ্যুতসভায় এই পণ ছিল যে পরাজিত পক্ষ বার বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করবে। এখনও তেব বৎসব পূর্ণ হয় নি অথচ অর্জুন উপস্থিত হয়েছে, অতএব পাণ্ডবদেব আবার বার বৎসব বনবাস করতে হবে। হয়তো লোভেব বশে পাণ্ডববা তাদের ভ্রম বদ্বতে পারে নি। অজ্ঞাতবাসেব কিছুদিন এখনও অবশিষ্ট আছে কিনা অথবা পূর্ণকাল অতিক্রান্ত হয়েছে কিনা তা পিতামহ ভীষ্ম বলতে পারেন। দ্রিগর্ত সেনা সন্তমীর দিন অপবাহে গোধন হরণ কববে এই স্থির ছিল। হয়তো তারা তা করেছে, অথবা পরাজিত হমে বিরাটের সঙ্গে সন্ধি কবেছে। যে লোক আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে সে বোধ হয় বিরাটের কোনও যোদ্ধা কিংবা স্বেয়ং বিরাট। বিরাট বা অর্জুন যিনিই আসুন, আমবা যুদ্ধ কবব। আচার্য দ্রোণ আমাদের সৈন্যের পশ্চাতে থাকুন, ইনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন আব অর্জুনের প্রশংসা করছেন। আচার্যবা দয়ালু হন, সর্বদাই বিপদের আশঙ্কা কবেন। এ'রা রাজভবনে আর যজ্ঞসভাতেই শোভা পান, লোকসভায় বিচিত্র কথা বলতে পারেন; পরের ছিদ্র অন্বেষণে, মানুষের চরিত্র বিচারে এবং খাদ্যেব দোষগুণ নির্ণয়ে এ'রা নিপুণ। এই পণ্ডিতদের পশ্চাতে রেখে আপনারা শত্রুবধেব উপায় স্থির করুন।

কর্ণ বললেন, মৎস্যরাজ বা অর্জুন যিনিই আসুন আমি শবাঘাতে নিবস্ত কবব। জামদগ্ন্য পরশুরামেব কাছে যে অস্ত্র পেয়েছি তাব দ্বাবা এবং নিজের বলে আমি ইন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারি। অর্জুনের ধ্বজস্থিত বানর আজ আমার ভগ্নের আঘাতে নিহত হবে, ভূতগণ আতর্নাদ ক'রে পালাবে। আজ অর্জুনকে রথ থেকে নিপাতিত ক'রে আমি দুর্যোধনের হৃদয়ের শল্য সমূলে উৎপাটিত করব।

কৃপ বললেন, রাধেয়, তুমি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি, সর্বদাই যুদ্ধ কবতে চাও, তার

ফল কি হবে তা ভাব না। শাস্ত্রে অনেক প্রকার নীতির উল্লেখ আছে, তার মধ্যে যুদ্ধকেই প্রাচীন পণ্ডিতগণ সর্বাপেক্ষা পাপজনক বলেছেন। দেশ কাল যদি অনদৃশ হয় তবেই বিক্রমপ্রকাশ বিধেয়। অর্জুনের সঙ্গে এখন আমাদের যুদ্ধ করা উচিত নয়। কর্ণ, অর্জুন যেসকল কর্ম করেছেন তার তুল্য তুমি কি করেছ? আমরা প্রতারণা করে তাঁকে তের বৎসর নির্বাসনে রেখেছি, সেই সিংহ এখন পাশমুগ্ন হয়েছে, সে কি আমাদের শেষ করবে না? আমবা সকলে মিলিত হয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কবতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কর্ণ, তুমি একাকী সাহস করো না।

অশ্বথামা বললেন, কর্ণ, আমরা গোহবণ করে এখনও মৎস্যরাজ্যের সীমা পার হই নি, হস্তিনাপুরেও যাই নি, অথচ তুমি গর্বপ্রকাশ করছ। তোমাব প্ররোচনায় দুর্যোধন পাণ্ডবদেব সম্পত্তি হরণ করেছে, কিন্তু তুমি কি কখনও মৈবরথ-যুদ্ধে তাঁদের একজনকেও জয় করেছ? কোন্ যুদ্ধে তুমি কৃষ্ণাকে জয় করেছ— তোমার প্রবোচনায় যাঁকে একবস্ত্রে বজ্রস্বলা অবস্থায় সভায় আনা হইয়াছিল? মানুষ এবং কীট-পিপীলিকাদি পর্যন্ত সকল প্রাণীই যথাসম্মত ক্ষমা কবে, কিন্তু দ্রৌপদীকে যে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তার ক্ষমা পাণ্ডবগণ কখনই করবেন না। ধর্মজ্ঞ বা বলেন, শিষ্য পুত্রের চেয়ে কম নয়, এই কারণেই অর্জুন আমার পিতা দ্রোণের প্রিয়। দুর্যোধন, তোমার জনাই দ্যুতক্রীড়া হইয়াছিল, তুমিই দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়াছিলে, ইন্দ্রপ্রস্থরাজ্য তুমিই হরণ করেছ, এখন তুমিই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কব। তোমার মাতুল ক্ষত্রধর্মবিশারদ দুষ্টদ্যুতকার এই শকুনিও যুদ্ধ করুন। কিন্তু জেনো, অর্জুনের গান্ধীব অক্ষক্ষেপণ করে না, তীক্ষ্ণ নিশিত বাণই ক্ষেপণ করে, আব সেইসকল বাণ মধ্যপথে থেমে যায় না। আচার্য (দ্রোণ) যদি ইচ্ছা করেন তো যুদ্ধ করুন, আমি ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। যদি মৎস্যরাজ এখানে আসতেন তবে তাঁর সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতাম।

ভীষ্ম বললেন, আচার্যপুত্র (অশ্বথামা), কর্ণ যা বলেছেন, তার উদ্দেশ্য তোমাকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা। তুমি ক্ষমা কর, এ সময়ে নিজেদের মধ্যে ভেদ হওয়া ভাল নয়, আমাদের মিলিত হইলেই যুদ্ধ কবতে হবে।

অশ্বথামা বললেন, গুরুদেব (দ্রোণ) কারও উপর আক্রোশের বশে অর্জুনের প্রশংসা করেন নি,

শত্রোর্বাপি গৃণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি।

সর্বথা সর্বযজ্ঞেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ॥

— শত্রুরও গদগ বলা উচিত, গদরুবও দোষ বলা উচিত, সর্বপ্রকাৰে সর্বপ্রযত্নে পদ্র ও শিষ্যকে হিতবাক্য বলা উচিত।

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকট ক্ষমা চাইলেন। কৰ্ণ ভীষ্ম ও কৃপেব অনুরোধে দ্রোণ প্রসন্ন হয়ে বললেন, অজ্ঞাতবাস শেষ না হ'লে অর্জুন আমাদের দর্শন দিতেন না। আজ গোধন উদ্ধার না ক'রে তিনি নিবৃত্ত হবেন না। আপনারা এমন মন্ত্ৰণা দিন যাতে দুর্যোধনের অশশ না হয় কিংবা ইনি পরাজিত না হুন।

জ্যোতিষ গণনা ক'রে ভীষ্ম বললেন, তের বৎসর পূর্ণ হয়েছে এবং তা নিশ্চিতভাবে জেনেই অর্জুন এসেছেন। পাণ্ডবগণ ধর্মস্ত্র, তাঁরা লোভী নন, অন্যায় উপায়ে তাঁরা বাজ্যলাভ করতে চান না। দুর্যোধন, যুদ্ধে একান্তসিদ্ধি হয় এমন আমি কদাপি দেখি নি, এক পক্ষের জীবন বা মৃত্যু, জয় বা পবাজয় অবশ্যই হয়। অর্জুন এসে পড়লেন, এখন যুদ্ধ করবে কিংবা ধর্মসম্মত কার্য করবে তা সম্ভব স্থিৰ কব।

দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আমি পাণ্ডবদেব রাজ্য ফিরিয়ে দেব না, অতএব যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হ'ন। ভীষ্ম বললেন, তা হ'লে আমি যা ভাল মনে করি তা বলছি শোন।—তুমি সৈন্যেব এক-চতুর্থ ভাগ নিয়ে হস্তিনাপুরে যাও, আর এক-চতুর্থাংশ গদ্র নিয়ে চ'লে যাক। অবশিষ্ট অর্ধ ভাগ সৈন্য নিয়ে আমরা অর্জুনেব সঙ্গে যুদ্ধ করব।

দুর্যোধন একদল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন, গদ্র নিয়ে আব একদল সৈন্য গেল। তার পর দ্রোণ অশ্বখামা কৃপ কৰ্ণ ও ভীষ্ম ব্যূহ বচনা ক'রে যথাক্রমে সেনার মধ্যভাগে, বাম পার্শ্বে, দক্ষিণ পার্শ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থান কবলেন।

### ১৪। কৌরবগণের পরাজয়

দ্রোণ বললেন, অর্জুনের ধ্বজাগ্র দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, তাঁব শত্ৰুধর্দনির সঙ্গে ধ্বজস্থিত বানরও ঘোর গর্জন কবছে। অর্জুন তাঁব গান্ধীব আকর্ষণ করছেন; এই তাঁব দূই বাণ এসে আমাব চবণে পডল, এই আব দূই বাণ আমার কৰ্ণ স্পর্শ ক'রে চ'লে গেল। তিনি দূই বাণ দিয়ে আমাকে প্রণাম কবলেন, আব দূই বাণে আমাকে কুশলপ্রশ্ন করলেন।

অর্জুন দেখলেন, দ্রোণ ভীষ্ম কৰ্ণ প্রভৃতি রয়েছেন কিন্তু দুর্যোধন নেই। তিনি উত্তরকে বললেন, এই সৈন্যদল এখন থাকুক, আগে দুর্যোধনেব সঙ্গে যুদ্ধ

করব। নিরামিষ (১) যুদ্ধ হয় না, আমরা দুর্যোধনকে জয় করে গোধন উদ্ধার করে আবার এদিকে আসব।

অর্জুনকে অনাদিকে যেতে দেখে দ্রোণ বললেন, উনি দুর্যোধন ভিন্ন অন্য কাকেও চান না, চল, আমরা পশ্চাতে গিয়ে শুকে ধরব।

পতঙ্গপালের ন্যায় শবজালে অর্জুন কুরুসৈন্য আচ্ছন্ন করলেন। তাঁর শত্বেশ শব্দে, রথচক্রের ঘর্ষের রবে, গান্ধীবীর টংকারে, এবং ধ্বজস্থিত অমানুষ ভূতগণের গর্জনে পৃথিবী কম্পিত হ'ল। অপহৃত গরুর দল উর্ধ্বপৃষ্ঠে হয়ে হস্বারবে মৎস্যরাজের দক্ষিণ দিকে ফিরতে লাগল। গোধন জয় করে অর্জুন দুর্যোধনের অভিমুখে যাচ্ছিলেন এমন সময় কুরুপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণকে দেখে তিনি উত্তবকে বললেন, কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল।

দুর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ এবং আবও কয়েকজন যোদ্ধা কর্ণকে রক্ষা করতে এলেন, কিন্তু অর্জুনের শরে বিধ্বস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন। কর্ণের ভ্রাতা সংগ্রামজিৎ নিহত হলেন, কর্ণও অর্জুনের বজ্রতুলা বাণে নিপীড়িত হয়ে যুদ্ধের সম্মুখ ভাগ থেকে প্রস্থান করলেন।

ইন্দ্রাদি তেত্রিশ দেবতা এবং পিতৃগণ মহাবীরগণ গম্ভীরগণ প্রভৃতি বিমানে করে যুদ্ধ দেখতে এলেন। তাঁদের আগমনে যুদ্ধভূমির ধূলি দূর হ'ল, দিব্যগন্ধ বায়ু বইতে লাগল। অর্জুনের আদেশে উত্তর কৃপাচার্যের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কৃপাচার্যের রথের চার অশ্ব অর্জুনের শরে বিদ্ধ হয়ে লাফিয়ে উঠল, কৃপ পড়ে গেলেন। তাঁর গৌরব রক্ষার জন্য অর্জুন আব শরাঘাত করলেন না; কিন্তু কৃপ আবার উঠে অর্জুনকে দশ বাণে বিদ্ধ করলেন, অর্জুনও কৃপের কবচ খন্ড রথ ও অশ্ব বিনষ্ট করলেন, তখন অন্য যোদ্ধারা কৃপকে নিয়ে বেগে প্রস্থান করলেন।

দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হয়ে অর্জুন অভিবাদন করে স্মিতমুখে সবিনয়ে বললেন, আমবা বনবাস সমাপ্ত হবে শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে এসেছি, আপনি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হ'তে পাবেন না। আপনি যদি আগে আমাকে প্রহার করেন তবেই আমি প্রহার করব। দ্রোণ অর্জুনের প্রতি অনেকগুলি বাণ নিক্ষেপ করলেন। তখন দৃজনে প্রবল যুদ্ধ হ'তে লাগল, অর্জুনের বাণবর্ষণে দ্রোণ আচ্ছন্ন হলেন। অশ্বত্থা বাধা দিতে এলেন। তিনি মনে মনে অর্জুনের প্রশংসা করলেন কিন্তু

ক্ৰুদ্ধও হলেন। অৰ্জুন অশ্বখামার দিকে অগ্রসর হয়ে দ্রোণকে স'রে যাবার পথ দিলেন, দ্রোণ বিক্ষতদেহে বেগে প্রস্থান করলেন।

অৰ্জুনের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বখামার বাণ নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন অৰ্জুন কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। দৃজনে বহুক্ষণ যুদ্ধের পব অৰ্জুনের শরে কর্ণের বক্ষ বিদ্ধ হ'ল, তিনি বেদনায় কাতর হয়ে উত্তর দিকে পলায়ন করলেন।

তার পর অৰ্জুন উত্তরকে বললেন, তুমি ওই হিরণ্য ধ্বজের নিকট রথ নিয়ে চল, ওখানে পিতামহ ভীষ্ম আমার প্রতীক্ষা করছেন। উত্তর বললেন, আমি বিহত্বল হয়েছি, আপনাদের অস্ত্রক্ষেপণ দেখে আমার বোধ হচ্ছে যেন দশ দিক ঘুরছে, বসা রুধির আর মেদের গন্ধ আমার মূর্ছা আসছে, ভয়ে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আমার আর কশা ও বল্গা ধরবার শক্তি নেই। অৰ্জুন বললেন, ভয় পেয়ো না, স্থির হও, তুমিও এই যুদ্ধে অশ্রুত কর্মকোশল দেখিয়েছ। ধীর হয়ে অশ্বচালনা কর, ভীষ্মের নিকটে আমাকে নিয়ে চল, আজ তোমাকে আমার বিচিত্র অস্ত্রশিক্ষা দেখাব। উত্তর আশ্বস্ত হয়ে ভীষ্মরক্ষিত সৈন্যের মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন।

ভীষ্ম ও অৰ্জুন পরস্পরের প্রতি প্রাজ্ঞাপত্য ঐন্দ্র আশ্রয় বারুণ বায়বা প্রভৃতি দারুণ অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পরিশেষে ভীষ্ম শরাঘাতে অচেতনপ্রায় হলেন, তাঁর সারথি তাঁকে যুদ্ধভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তার পব দুর্যোধন রথারোহণে এসে অৰ্জুনকে আক্রমণ করলেন। তিনি বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বাণবিদ্ধ হয়ে রুধির বমন করতে করতে পলায়ন করলেন। অৰ্জুন তাঁকে বললেন, কীর্তি ও বিপদুল যশ পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছ কেন? তোমার দুর্যোধন নাম আজ মিথ্যা হ'ল, তুমি যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে পালাচ্ছ।

অৰ্জুনের তীক্ষ্ণ বাক্য শ্রুনে দুর্যোধন ফিরে এলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কূপ প্রভৃতিও তাঁকে রক্ষা করতে এলেন এবং অৰ্জুনকে বেষ্টিত ক'রে সর্বিদিক থেকে শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন অৰ্জুন ইন্দ্রদত্ত সম্মোহন অস্ত্র প্রয়োগ কবলেন, কুবদপক্ষেব সকলের সংজ্ঞা লুপ্ত হ'ল। উত্তবার অনুরোধ স্মরণ ক'বে অৰ্জুন বললেন, উত্তর, তুমি রথ থেকে নেমে দ্রোণ আর কৃপের শত্রু বস্ত্র, কর্ণের পীত বস্ত্র, এবং অশ্বখামা ও দুর্যোধনের নীল বস্ত্র খুলে নিয়ে এস। ভীষ্ম বোধ হয় সংজ্ঞাহীন হন নি, কারণ তিনি আমার অস্ত্র প্রতিষেধের উপায় জানেন, তুমি তাঁর বাম দিক দিয়ে যাও। দ্রোণ প্রভৃতির বস্ত্র নিয়ে এসে উত্তর পদনবীর রথে উঠলেন এবং অৰ্জুনকে নিয়ে রণভূমি থেকে নিষ্কান্ত হলেন।

অৰ্জুনকে যেতে দেখে ভীষ্ম তাঁকে শরাঘাত করলেন, অৰ্জুন ভীষ্মের

অশ্বসকল বধ ক'রে তাঁর পার্শ্বদেশ দশ বাণে বিম্ব করলেন। দুর্যোধন সংজ্ঞালাভ ক'রে বললেন, পিতামহ, অর্জুনকে অস্ট্রাঘাত করুন, যেন ও চ'লে যেতে না পারে। ভীষ্ম হেসে বললেন, তোমার বৃদ্ধি আর বিক্রম এতক্ষণ কোথায় ছিল? তুমি যখন ধনুর্বার্ণ ত্যাগ ক'রে নিষ্পন্দ হয়ে প'ড়ে ছিলে তখন অর্জুন কোনও নৃশংস কর্ম করেন নি, তিনি ত্রিলোকের রাজ্যেব জন্যও স্বধর্ম ত্যাগ করেন না, তাই তোমবা সকলে এই যুদ্ধে নিহত হও নি। এখন তুমি নিজের দেশে ফিরে যাও, অর্জুনও গরু নিয়ে প্রস্থান করুন। দুর্যোধন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ ক'রে নীরব হলেন, অন্যান্য সকলেই ভীষ্মের বাক্য অনুমোদন ক'বে দুর্যোধনকে নিয়ে ফিরে যাবার ইচ্ছা করলেন।

কুরুবীরগণ চ'লে যাচ্ছেন দেখে অর্জুন প্রীত হলেন এবং গুরুজনদের মিস্টবাক্যে সম্মান জানিয়ে কিছুদূর অনুগমন করলেন। তিনি পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকে আনতমস্তকে প্রণাম জানালেন, অশ্বখামা কৃপ ও মান্য কৌরবগণকে বিচিত্র বাণ দিয়ে অভিবাদন কবলেন, এবং শবাঘাতে দুর্যোধনের রক্তভূষিত মৃকুট ছেদন করলেন। তার পর অর্জুন উত্তরকে বললেন, বথের অশ্ব ঘুরিয়ে নাও, তোমাব গোখনের উদ্ভার হয়েছে, এখন আনন্দে রাজধানীতে ফিরে চল।

### ১৫। অর্জুন ও উত্তরের প্রত্যাবর্তন — বিরাটের পদ্রগর্ভ

যেসকল কৌরবসৈন্য পালিষে গিয়ে বনে লুক্কিষেছিল তারা ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে কম্পিতদেহে অর্জুনকে প্রণাম ক'বে বললে, পার্থ, আমরা এখন কি করব? অর্জুন তাদের আশ্বাস দিষে বললেন, তোমাদেব মংগল হ'ক, তোমরা নির্ভয়ে প্রস্থান কর। তারা অর্জুনের আয়ু কীর্তি ও যশ বৃদ্ধিব আশীর্বাদ ক'রে চ'লে গেল।

অর্জুন উত্তরকে বললেন, বৎস, তুমি বাজধানীতে গিয়ে তোমার পিতার নিকট এখন আমাদের পরিচয় দিও না, তা হ'লে তিনি ভয়ে প্রাণত্যাগ করবেন। তুমি নিজেই যুদ্ধ ক'রে কৌরবদেব পবাস্ত কবেছ এবং গোধান উদ্ভাব করেছ এই কথা ব'লো। উত্তর বললেন, সবাসাচী, আপনি যা করেছেন তা আব কেউ পাবে না, আমার তো সে শক্তি নেইই। তথাপি আপনি আদেশ না দিলে আমি পিতাকে প্রকৃত ঘটনা জানাব না।

অর্জুন বিষ্ণুতদেহে শ্মশানে শমীবৃক্ষের নিকটে এলেন। তখন তাঁর

ধ্বজস্থিত মহাকর্পি ও ভূতগণ আকাশে চ'লে গেল, দৈবী মায়াও অন্তর্হিত হ'ল। উত্তর রথেব উপবে প্ৰদ্বের ন্যায় সিংহধ্বজ বসিয়ে দিলেন এবং পাণ্ডবগণের অস্থাদি শমীবৃক্ষে রেখে রথ চালালেন। নগবের পথে এসে অর্জুন বললেন, রাজপুত্র, দেখ, গোপালকগণ তোমাদের সমস্ত গরু ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে অশ্বদের স্নান কবিযে জল খাইযে বিশ্রামের পর অপবাহে বিবাতনগবে যাব। তুমি কয়েকজন গোপকে বলে দাও তারা শীঘ্র নগরে গিয়ে তোমাব জয ঘোষণা করুক। অর্জুন আবার বৃহন্নলাব বেশ ধারণ করলেন এবং অপবাহে উত্তরের সারথি হয়ে নগরে যাষ্টা কবলেন।

ওদিকে বিরাট রাজা প্রিগতর্দেব পবাজিত ক'বে চাব জন পাণ্ডবেব সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে এলেন। তিনি শুনলেন, কৌবববা বাজ্যেব উত্তর দিকে এসে গোধন হরণ করেছে, বাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাকে সঙ্গে নিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ দুর্যোধন ও অশ্বখামার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন। বিবাত অতান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁব সৈন্যদলকে বললেন, তোমবা শীঘ্র গিয়ে দেখ কুমাব জীবিত আছেন কিনা; নপুংসক যাব সারথি তাব বাঁচা অসম্ভব মনে করি। যুধিষ্ঠির সহাস্যে বললেন, মহাবাজ, বৃহন্নলা যদি সারথি হয় তবে শত্রুরা আপনাব গোধন নিতে পাববে না, তার সাহায্যে আপনাব পুত্র কৌববগণকে এবং দেবাসুব প্রভৃতিকেও জয করতে পাববেন।

এমন সময় উত্তরের দূতবা এসে বিজয়সংবাদ দিলে। বিবাত আনন্দে রোমাণ্ডিত হয়ে মন্ত্রীদের আজ্ঞা দিলেন, রাজমার্গ পতাকা দিযে সাজাও, দেবতাদের পূজা দাও, কুমাবগণ যোদ্ধগণ ও সালংকারা গণিকাগণ বাদাসহকাবে আমাব পুত্রের প্রত্যাগমন কবুক, হস্তীর উপরে ঘণ্টা বাজিয়ে সমস্ত চতুষ্পথে আমাব জয ঘোষণা করা হ'ক, উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে বহু কুমারীর সঙ্গে উত্তবা বৃহন্নলাকে আনতে যাক। তাব পর বিরাট বললেন, সৈরিন্দ্রী, পাশা নিয়ে এস; কঙ্ক, খেলবে এস। যুধিষ্ঠিব বললেন, মহারাজ, শুনছি হৃষ্ট অবস্থায় দ্যুতক্রীড়া অনুচিত। দূতে বহু দোষ, তা বর্জন কবাই ভাল। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিবের কথা শুনেন থাকবেন, তিনি তাঁব বিশাল রাজ্য এবং দেবতুল্য ভ্রাতাদেরও দ্যুতক্রীড়ায় হাবিয়েছিলেন। তবে আপনি যদি নিতান্ত ইচ্ছা করেন তবে খেলব।

খেলতে খেলতে বিরাট বললেন, দেখ, আমাব পুত্র কৌবববীরগণকেও জয করেছে। যুধিষ্ঠিব বললেন, বৃহন্নলা যাব সারথি সে জযী হবে না কেন। বিরাট ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, নীচ ব্রাহ্মণ, তুমি আমাব পুত্রের সমান জ্ঞান ক'রে একটা

নপদংসকের প্রশংসা করছ, কি বলতে হয় তা তুমি জান না, আমার অপমান করছ। নপদংসক কি ক'রে ভীষ্মদ্রোণাদিকে জয় করতে পারে? তুমি আমার বয়স্য সেজন্য অপরাধ ক্ষমা করলাম, যদি বাঁচতে চাও তবে আর এমন কথা ব'লো না। যদুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণের সঙ্গে বৃহন্নলা ভিন্ন আব কে যুদ্ধ করতে পাবেন? ইন্দ্রাদি দেবগণও পারেন না। বিরাট বললেন, বহুবীর নিষেধ করলেও তুমি বাক্য সংযত কবছ না; শাসন না করলে কেউ ধর্মপথে চলে না। এই বলে বিরাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যদুধিষ্ঠিবের মুখে পাশা দিয়ে আঘাত কবলেন। যদুধিষ্ঠিরের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, তিনি হাত দিয়ে তা ধ'বে দ্রোপদীব দিকে চাইলেন। দ্রোপদী তখনই একটি জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র এনে নিঃসৃত রক্ত ধবলেন। এই সময়ে ম্বাবপাল এসে সংবাদ দিলে যে রাজপুত্র উত্তর এসেছেন, তিনি বৃহন্নলার সঙ্গে ম্বারে অপেক্ষা করেছেন। বিরাট বললেন, তাঁদের শীঘ্র নিয়ে এস।

অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা ছিল যে কোনও লোক যদি যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কারণে যদুধিষ্ঠিরের রক্তপাত কবে তবে সে জীবিত থাকবে না। এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'রে যদুধিষ্ঠির ম্বাবপালকে বললেন, কেবল উত্তরকে নিয়ে এস বৃহন্নলাকে নয়। উত্তর এসে পিতাকে প্রণাম ক'রে দেখলেন, ধর্মবাজ যদুধিষ্ঠির এক প্রান্তে ভূমিতে ব'সে আছেন, তাঁর নাসিকা রক্তাক্ত, দ্রোপদী তাঁর কাছে বয়েছেন। উত্তর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, কে এই পাপকার্য করেছে? বিরাট বললেন, আমি এই কুটিলকে প্রহাব করছি, এ আরও শাস্তির যোগ্য; তোমার প্রশংসাকালে এ একটা নপদংসকেব প্রশংসা কবছিল। উত্তর বললেন, মহাবাজ, আপনি অকার্য করেছেন, শীঘ্র এ'কে প্রসন্ন করুন, ইনি যেন ব্রহ্মরূপে আপনাকে সবংশে দণ্ড না করেন। পুত্রের কথায় বিরাট যদুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা চাইলেন। যদুধিষ্ঠির বললেন, রাজা, আমি পু'বেই ক্ষমা করেছি, আমার ক্রোধ নেই। যদি আমার রক্ত ভূমিতে পড়ত তবে আপনি বাজ্য সমেত বিনষ্ট হতেন।

যদুধিষ্ঠিরের বস্ত্রপ্রাব থামলে অর্জুন এলেন এবং প্রথমে রাজাকে তাব পব যদুধিষ্ঠিবকে অভিবাদন কবলেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিবাত তাঁর পুত্রকে বললেন, বৎস, তোমার তুল্য পুত্র আমার হয় নি, হবেও না। মহাবীর কর্ণ, কালান্নির ন্যায় দঃসহ ভীষ্ম, ক্ষত্রিয়গণের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, তাঁর পুত্র অশ্বখামা, বিপক্ষের ভয়প্রদ রূপাচার্য, মহাবল দুর্যোধন — এ'দের সঙ্গে তুমি কি ক'রে যুদ্ধ করলে? এইসকল নরশ্রেষ্ঠকে পরাজিত ক'রে তুমি গোখন উদ্ধার করেছ, যেন শাদ্দলের কবল থেকে মাংস কেড়ে এনেছ।



উত্তর বললেন, আমি গোধন উদ্ধার করি নি, শত্রুজয়ও করি নি। আমি ভয় পেয়ে পালাচ্ছিলাম, এক দেবপুত্র আমাকে নিবারণ করলেন। তিনিই রথে উঠে ভীষ্মাদি ছয় রথীকে পবাস্ত করে গোধন উদ্ধার করেছেন। সিংহের ন্যায্য দৃঢ়কায় সেই যদুবা কৌরবগণকে উপহাস করে তাঁদের বসন হরণ করেছেন। বিরাট বললেন, সেই মহাবাহু দেবপুত্র কোথায়? উত্তর বললেন, পিতা, তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন, বোধ হয় কাল বা পবশু দেখা দেবেন।

বৃহন্নলাবেশী অর্জুন বিরাটের অনুমতি নিয়ে তাঁর কন্যা উত্তবাকে কৌবব-গণের মহার্ঘ বিচিত্র সন্স্কল্প বসনগুণি দিলেন। তার পর তিনি নিজনে উত্তরের সঙ্গে মন্ত্রণা করে যদুধিষ্ঠিবাদি ব্রাহ্মপ্রকাশের উদ্‌যোগ কবলেন।

## ॥ বৈবাহিকপর্বাদ্যায় ॥

### ১৬। পান্ডবগণের আত্মপ্রকাশ — উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহ

তিন দিন পরে পণ্ডপান্ডব স্নান ক'বে শব্দ বসন প'রে রাজযোগ্য আভরণে ভূষিত হলেন এবং যদুধিষ্ঠিবকে পদুবোবতী ক'বে বিবাহ রাজ্যের সভায় গিয়ে বাজাসনে উপবিষ্ট হলেন। বিবাহ রাজকার্য কববার জন্য সভায় এসে তাঁদের দেখে সবোষে যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, কঙ্ক, তোমাকে আমি সভাসদ কবেছি, তুমি রাজাসনে বসেছ কেন? অর্জুন সহাস্যে বললেন, মহাবাজ, ইনি ইন্দ্রের আসনেও বসবার যোগ্য। ইনি মর্ত্তমান ধর্ম, ত্রিলোকবিখ্যাত রাজর্ষি, ধৈর্যশীল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়। ইনি যখন কুরুদেশে ছিলেন তখন দশ সহস্র হস্তী এবং কাণ্ডনমালাভূষিত অশ্বযুক্ত ত্রিশ সহস্র বথ এ'র পশ্চাতে যেত। ইনি বৃষ অনাথ অঙ্গহীন পণ্ডু প্রভৃতিকে পদুদের ন্যায্য পালন করতেন। এ'র ঐশ্বর্য ও প্রতাপ দেখে দুর্যোধন কর্ণ শকুনি প্রভৃতি সন্তপ্ত হতেন। সেই পদুর্যশ্রেষ্ঠ যদুধিষ্ঠিব রাজ্যের আসনে বসবেন না কেন?

বিরাট বললেন, ইনি যদি কুলতীপুত্র যদুধিষ্ঠির হন তবে এ'র ভ্রাতা ভীষ্ম অর্জুন নকুল সহদেব কাঁরা? যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কে? দ্যুতসভায় পান্ডবদের পবাজয়ের পর থেকে তাঁদের কোনও সংবাদ আমরা জানি না। অর্জুন বললেন, মহাবাজ, সন্তান যেমন মাতৃগর্ভে বাস করে আমরা তেমনই আপনার ভবনে সদুখে অঞ্জাতবাস করছি। এই বলে তিনি নিজেদের পরিচয় দিলেন।

উত্তর পান্ডবগণকে একে একে দেখিয়ে বললেন, এই যে শোধিত স্বর্ণের

ন্যায় গৌরবর্ণ বিশালকায় পদ্রুদ্র দেখছেন, যার নাসিকা দীর্ঘ, চক্ষু তাম্রবর্ণ, ইনিই কুরুরাজ যদুধিষ্ঠির। মন্তু গজেন্দ্রের ন্যায় যার গতি, যিনি তপ্তকাম্বনবর্ণ স্খলস্কন্ধ মহাবাহু, ইনিই বৃকোদর, এঁকে দেখুন, দেখুন। এঁর পার্শ্বে যে শ্যামবর্ণ সিংহস্কন্ধ গজেন্দ্রগামী আয়তলোচন যদুবা রয়েছেন, ইনিই মহাধনুর্ধর অর্জুন। কুরুরাজ যদুধিষ্ঠিরের নিকটে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় যে দুজনকে দেখছেন, রূপে বলে ও চরিত্রে যারা অতুলনীয়, এঁরাই নকুল-সহদেব। আর যার কান্তি নীলোৎপলেব ন্যায়, মস্তকে স্ফর্ণাভরণ, যিনি মূর্তিমতী লক্ষ্মীব ন্যায় পাণ্ডবগণের পার্শ্বে রয়েছেন, ইনিই কৃষ্ণ।

বিব্যাট তাঁর পদ্রুকে বললেন, আমি যদুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন কবতে ইচ্ছা করি, যদি তোমার মত হয় তবে অর্জুনকে আমার কন্যা দান করব। ধর্মাত্মা যদুধিষ্ঠি, আমবা না জেনে যে অপরাধ করেছি তা ক্ষমা করুন। আমার এই রাজ্য এবং যা কিছু আছে সমস্তই আপনাদের। সব্যাসাচী ধনঞ্জয় উত্তবাকে গ্রহণ কবুন, তিনিই তাব যোগ্য ভর্তা।

যদুধিষ্ঠির অর্জুনের দিকে চাইলেন। অর্জুন বললেন, মহাবাজ, আপনাব দূহিতাকে আমি পদ্রুবধু বৃপে গ্রহণ করব, এই সম্বন্ধ আমাদেব উভয় বংশেবই যোগ্য হবে। বির্যাট বললেন, আপনাকে আমার কন্যা দিচ্ছি, আপনিই তাকে ভাষা রূপে নেবেন না কেন? অর্জুন বললেন, অন্তঃপূবে আমি সর্বদাই আপনাব কন্যাকে দেখেছি, সে নিজনে ও প্রকাশ্যে আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করেছে। নৃত্যগীত শিখিয়ে আমি তার প্রীতি ও সম্মানের পাত্র হয়েছি, সে আমাকে আচার্যতুল্য মনে করে। আমি এক বৎসর আপনাব বয়স্থা কন্যার সঙ্গে বাস করেছি, আমি তাকে বিবাহ করলে লোকে অন্যায় সন্দেহ কবতে পারে; এই কারণে আপনাব কন্যাকে আমি পদ্রুবধু বৃপে চাচ্ছি, তাতে লোকে বদ্ববে যে আমি শৃঙ্খলবাব জিতেন্দ্রিয়, আপনাব কন্যারও অপবাদ হবে না। পদ্রু বা ভ্রাতাব সঙ্গে বাস যেমন নির্দোষ, পদ্রুবধু ও দূহিতার সঙ্গে বাসও সেইরূপ। আমার পদ্রু মহাবাহু অভিমন্যু কৃষ্ণেব ভাগিনেয়, দেববালকের ন্যায় বৃপবান, অল্প বয়সেই অস্ত্রবিশারদ, সে আপনাব উপযুক্ত জামাতা।

অর্জুনের প্রস্তাবে বির্যাট সম্মত হলেন, যদুধিষ্ঠিরও অনুমোদন কবলেন। তার পর সকলে বির্যাটবাজ্যের অন্তর্গত উপলব্যা নগরে গেলেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। স্বারকা থেকে কৃষ্ণ বলরাম কৃতকর্ম ও সাত্যকি সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে নিয়ে এলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যরাও পাণ্ডবদের রথ নিয়ে

এল। এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ দ্রুপদ রাজা, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্নও এলেন। মহাসমারোহে বিবাহের উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। শত শত মৃগ ও অন্যান্য পবিত্র পশু নিহত হ'ল, লোকে নানাপ্রকার মদ্য প্রচুর পান করতে লাগল। সৰ্বাঙ্গসুন্দরী সদ্ভূষিতা নারীরা বিরাটমহিষী সদ্দেষ্কার সঙ্গে বিবাহসভায় এলেন, রূপে যশে ও কান্তিতে দ্রৌপদী সকলকেই পরাস্ত করলেন। জনার্দন কৃষ্ণের সম্মুখে অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হ'ল। বিরাট অভিমন্যুকে সাত হাজার দ্রুতগামী অশ্ব, দুই শত উত্তম হস্তী, এবং বহু ধন যৌতুক দিলেন। কৃষ্ণ যা উপহার দিলেন যদ্বিষ্ণুর সেই সকল ধনরত্ন, বহু সহস্র গো, বিবিধ বস্ত্র, ভূষণ যান শয্যা এবং খাদ্য-পানীয় ব্রাহ্মণগণকে দান কবলেন।

# উদ্যোগপর্ব

॥ সেনোদ্যোগপর্বাধ্যায় ॥

## ১। রাজ্যোদ্ধারের মন্ত্রণা

অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহের পর রাত্রিতে বিশ্রাম ক'রে পাণ্ডবগণ প্রভাতকালে বিরাট রাজ্যের সভায় (১) এলেন। এই সভায় বিবাট দ্রুপদ বসুদেব বলরাম কৃষ্ণ সাত্যকি প্রদ্যুম্ন শাম্ব বিরাটপুত্রগণ অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র উপস্থিত ছিলেন। কিছুদ্ধক্ষণ নানাপ্রকার আলাপের পর সকলে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

কৃষ্ণ বললেন, আপনারা সকলে জানেন, শকুনি দ্যুতক্রীড়ায় শঠতার দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জয় ক'রে রাজ্য হরণ করেছিলেন। পাণ্ডবগণ বহু কষ্ট ভোগ ক'রে তাঁদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন, তাঁদের বার বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস সমাপ্ত হয়েছে। এখন যা যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন দুজনেরই হিতকর এবং কোঁরব ও পাণ্ডব উভয়ের পক্ষে ধর্মসম্মত যুক্তিসিদ্ধ ও যশস্কর, তা আপনারা ভেবে দেখুন। যুধিষ্ঠির ধর্মবিরুদ্ধ উপায়ে সুররাজ্যও চান না, বরং তিনি ধর্মসম্মত উপায়ে একটিমাত্র গ্রামের স্বামিস্বই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। দুর্যোধনাদি প্রতাবণা ক'রে পাণ্ডবগণের পৈতৃক রাজ্য হরণ করেছেন, তথাপি যুধিষ্ঠির তাঁদের শূভ কামনা করেন। এঁরা সত্যপরায়ণ, নিজেদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন, এখন যদি ন্যায্য ব্যবহার না পান তবে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করবেন। যদি আপনারা মনে করেন যে পাণ্ডবগণ সংখ্যায় অল্প সৈন্যে জয়লাভে সমর্থ হবেন না, তবে আপনারা মিলিত হয়ে এমন চেষ্টা কবুন যাতে এঁদের শত্রুরা বিনষ্ট হয়। কিন্তু আমরা এখনও জানি না দুর্যোধনের অভিপ্রায় কি, তা না জেনেই আমরা কর্তব্য স্থির করতে পারি না। অতএব কোনও ধার্মিক সংস্বভাব সদ্বংশীয় সতর্ক দূতকে পাঠানো হ'ক, যাঁর কথায় দুর্যোধন প্রশমিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে অধিরাজ্য দিতে সম্মত হবেন।

বলরাম বললেন, কৃষ্ণের বাক্য যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন উভয়েরই হিতকর ॥

শান্তির উদ্দেশ্যে কোনও লোককে দুর্যোধনের কাছে পাঠানোই ভাল। তিনি গিয়ে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ অশ্বত্থামা বিদুর কৃপ শকুনি কর্ণ ও ধৃতবাস্ত্যপুত্রগণকে প্রণিপাত ক'বে যদুধিষ্ঠিরের সপক্ষে বলবেন। দুর্যোধনাদি যেন কোনও মতেই ক্রুদ্ধ না হন, কাণে তাঁরা বলবান, যদুধিষ্ঠিরের রাজ্য তাঁদের গ্রাসে বয়েছে। যদুধিষ্ঠির দ্যুতপ্রিয় কিন্তু অজ্ঞ, সন্দ্বীপের বারণ না শুনে দ্যুতনিপুণ শকুনিকে আহবান করেছিলেন। দ্যুতসভায় বহু লোক ছিল যাদের ইনি হারাতে পাবতেন, কিন্তু তাদের সঙ্গ না খেলে ইনি সুবলপুত্র শকুনির সঙ্গেই খেলতে গেলেন এবং প্রমত্ত হয়ে রাজ্য হারালেন। খেলবার সময় যদুধিষ্ঠিরের পাশা প্রতিকূল হয়ে পড়ছিল, বার বার হেরে গিয়ে ইনি ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন। শকুনি নিজেব শক্তিতেই একে পরাস্ত ক'রেছিলেন, তাতে তাঁর কোনও অপরাধ হয় নি। যদি আপনারা শান্তি চান তবে মিস্টব্যাক্যে দুর্যোধনকে প্রসন্ন করুন। সাম নীতিতে যা পাওয়া যায় তাই অর্থকর, যুদ্ধ অন্যায়ে ও অনর্থক।

সাত্যক বললেন, তোমার যেমন স্বভাব তেমন কথা বলছ। বীর ও কাপুরুষ দুইপ্রকার লোকই দেখা যায়, একই বংশে ক্রৌব ও বলশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ ক'বে। হলধর, তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, যাঁরা তোমার বাক্য শোনেন তাঁরাই দোষী। আশ্চর্যের বিষয়, এই সভায় কেউ ধর্মরাজেব অঙ্গমাত্র দোষের কথাও বলতে পাবে! অঙ্গনিপুণ কৌরবগণ অনভিজ্ঞ যদুধিষ্ঠিরকে ডেকে এনে পরাজিত করেছিল, এমন জয়কে কোন যুদ্ধিতে ধর্মসঙ্গত বলা যেতে পারে? যদুধিষ্ঠির যদি নিজেব ভবনে ভ্রাতাদের সঙ্গে খেলতেন এবং দুর্যোধনাদি সেই খেলায় যোগ দিয়ে জয়লাভ করতেন তবেই তা ধর্মসঙ্গত হ'ত। যদুধিষ্ঠির কপট দ্যুতে পরাজিত হয়েছিলেন, তথাপি ইনি পণ রক্ষা করেছেন। এখন বনবাস থেকে ফিরে এসে ন্যায়ানুসারে পিতৃরাজ্যের অধিকার চান, তার জন্য প্রণিপাত করবেন কেন? এ'রা যথাযথ প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন তথাপি কৌরবরা বলে যে এ'রা অজ্ঞাতবাসকালে ধবা পড়েছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদুর অনুন্নয় করেছেন তথাপি ধার্মাষ্ট্রগণ রাজ্য ফিরে দিতে চায় না। আমি তাদের যুদ্ধে জয় ক'রে মহাত্মা যদুধিষ্ঠিরের চরণে নিপাতিত করব, যদি তারা প্রণিপাত না ক'বে তবে তাদের যমালয়ে পাঠাব। আততায়ী শত্রুকে হত্যা করলে অধর্ম হয় না, তাদের কাছে অনুন্নয় করলেই অধর্ম ও অপযশ হয়। তারা যদুধিষ্ঠিরকে রাজ্য ফিরিয়ে দিক, নতুবা নিহত হয়ে রণভূমিতে শয়ন করুক।

দ্রুপদ বললেন, মহাবাহু সাত্যক, দুর্যোধন ভাল কথায় রাজ্য ফিরিয়ে

দেবেন না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রের বশেই চলাবেন, ভীষ্ম ও দ্রোণ দীনতার জন্য এবং কৰ্ণ ও শকুনি মর্খতার জন্য দুর্যোধনের অনুবর্তী হবেন। বলদেব যা বললেন তা যুক্তিসম্মত মনে করি না, যাঁরা ন্যায়পরায়ণ তাঁদের কাছেই অনুন্নয় করা চলে। দুর্যোধন পাপবৃদ্ধি, মৃদুবাণ্যে তাঁকে বশ করা যাবে না, মৃদুভাষীকে তিনি শক্তিহীন মনে করবেন। অতএব সৈন্যসংগ্রহের জন্য মিত্রগণের নিকট দূত পাঠানো হ'ক। দুর্যোধনও দূত পাঠাবেন, রাজারা যে পক্ষের আমন্ত্রণ আগে পাবেন সেই পক্ষেই যাবেন, এই কারণে আমাদের স্বরান্বিত হ'তে হবে। বিরাটরাজ, আমার পুরোহিত এই ব্রাহ্মণ শীঘ্র হস্তিনাপুরে যান, ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণকে ইনি কি বলবেন তা আপনি শিখিয়ে দিন।

কৃষ্ণ বললেন, কৌরব আর পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের সমান সম্বন্ধ। আমরা এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণে এসেছি; বিবাহ হয়ে গেছে, এখন আমরা সানন্দে নিজ গৃহে ফিরে যাব। দ্রুপদরাজ, আপনি বয়সে ও জ্ঞানে বৃদ্ধতম, ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে সম্মান করেন, আপনি আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপের সখা। অতএব পাণ্ডবগণের যা হিতকর হয় এমন বার্তা আপনিই পুরোহিত দ্বারা পাঠিয়ে দিন। দুর্যোধন যদি ন্যায়পথে চলেন তা হ'লে কুব্জপাণ্ডবের সৌভ্রাতৃ নষ্ট হবে না। তিনি যদি দৰ্প ও মোহের বশে শান্তিকামনা না করেন তবে আপনি সকল রাজার কাছে দূত পাঠবার পর আমাদের আহ্বান করবেন।

তার পর বিরাটের নিকট সসম্মানে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ সবান্ধবে দ্বারকায় প্রস্থান করলেন। যদুধিষ্ঠির বিবাত ও দ্রুপদ প্রভৃতি যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন এবং নানা দেশের রাজাদের নিকট দূত পাঠালেন। আমন্ত্রণ পেয়ে রাজারা সানন্দে আসতে লাগলেন। পাণ্ডবগণ বলসংগ্রহ করছেন শুনে দুর্যোধনও তাঁর মিত্রগণকে আহ্বান করলেন।

যদুধিষ্ঠিবের মত নিয়ে দ্রুপদ তাঁর পুরোহিতকে বললেন, আপনি সংকুল-জাত বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী, দুর্যোধনের আচরণ সবই জানেন। আপনি যদি ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্মসম্মত বাক্যে বোঝাতে পারেন তবে দুর্যোধনাদিরও মনের পরিবর্তন হবে। বিদুর আপনার সমর্থন করবেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতিরও ভেদবৃদ্ধি হবে। অমাত্যগণ যদি ভিন্ন মত অবলম্বন করেন এবং যোদ্ধারা যদি বিমুখ হন তবে তাঁদের পুনর্বীর স্বমতে আনা দুর্যোধনের পক্ষে দুরূহ হবে, তাঁর সৈন্যসংগ্রহে বাধা পড়বে। সেই অবকাশে পাণ্ডবগণের যুদ্ধায়োজন অগ্রসর হবে। আমাদের এখন প্রধান প্রয়োজন এই যে আপনি ধর্মসংগত যুদ্ধির দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রকে স্বমতে আনবেন।

অতএব পাণ্ডবগণের হিতের নিমিত্ত আপনি পুৰুষা নক্ষত্রের যোগে জয়সূচক শুভ মূহূর্তে সশস্ত্র যাত্রা করুন। দ্রুপদ কর্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হয়ে পুরোহিত তাঁর শিষ্যদের নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।

## ২। কৃষ্ণ-সকাশে দুর্যোধন ও অর্জুন — বলরাম ও দুর্যোধন

অন্যান্য দেশে দূত পাঠাবার পর অর্জুন স্বয়ং স্বেচছা যাত্রা কবলেন। পাণ্ডবগণ কি করছেন তার সমস্ত সংবাদ দুর্যোধন তাঁর গদ্যুতচবদেব কাছে পেতেন। কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতি স্বভবনে ফিবে গেছেন শুনে দুর্যোধন অল্প সৈন্য নিয়ে অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে স্বেচছা এলেন। অর্জুনও সেই দিন সেখানে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ নির্দ্রিত আছেন জেনে দুর্যোধন ও অর্জুন তাঁর শয়নকক্ষে গেলেন। প্রথমে দুর্যোধন এসে কৃষ্ণের মস্তকের নিকটে একটি উৎকৃষ্ট আসনে বসলেন, তার পর অর্জুন এসে কৃষ্ণের পাদদেশে বিনীতভাবে কৃতজ্ঞালি হয়ে বইলেন।

জাগ্রিত হয়ে কৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে দেখলেন, তার পর পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করে সিংহাসনে উপবিষ্ট দুর্যোধনকে দেখলেন। তিনি স্বাগত সম্ভাষণ করে দুর্যোধনকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে দুর্যোধন, সহাস্য বললেন, মাধব, আসন্ন যুদ্ধে তুমি আমার সহায় হও। আমার আর অর্জুনের সঙ্গে তোমার সমান সখ্য, সমান সম্বন্ধ (১)। আমি আগে তোমার কাছে এসেছি, সাধুজন প্রথমাগতকেই বরণ করেন, তুমি সম্বন্ধপ্রার্থী, অতএব সদাচার রক্ষা কর।

কৃষ্ণ বললেন, রাজা, তুমি প্রথমে এসেছ তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি ধনঞ্জয়কেই প্রথমে দেখেছি, অতএব দুর্যোধনকেই সাহায্য করব। যারা বয়ঃকনিষ্ঠ তাদের অভীষ্টপূরণ আগে করা উচিত, সেজন্য প্রথমে অর্জুনকে বলিছি।—নারায়ণ নামে খ্যাত আমার দশ কোটি গোপ যোদ্ধা আছে, তাদের দৈহিক বল আমারই তুল্য। পার্থ, তুমি সেই দুর্যোধন নারায়ণী সেনা চাও, না যুদ্ধবিমুখ নিরস্ত্র আমাকে চাও? তুমি বার বার ভেবে দেখ—যুদ্ধে সাহায্যের জন্য দশ কোটি যোদ্ধা নেবে, কিংবা কেবল সচিবরূপে আমাকে নেবে?

কৃষ্ণ যুদ্ধ করবেন না জেনেও অর্জুন তাঁকেই বরণ করলেন। দুর্যোধন

---

(১) কৃষ্ণ অর্জুনের মামাতো ভাই, কৃষ্ণভাগিনী সুভদ্রা অর্জুনের পত্নী; কৃষ্ণদ্রুপ শাস্ত্র দুর্যোধনের জামাতা।

দশ কোটি যোদ্ধা নিলেন এবং পরম আনন্দে মনে করলেন যেন কৃষ্ণকেই পেয়েছেন। তার পর বলবামের কাছে গিয়ে দুর্যোধন তাঁর আসবার কারণ জানালেন। বলবাম বললেন, বিরাটভবনে বিবাহের পর আমি যা বলেছিলাম তা বোধ হয় তুমি জান। তোমার জন্যই আমি বার বার কৃষ্ণকে বাধা দিয়ে বলেছিলাম যে দ্রুই পক্ষের সঙ্গেই আমাদের সমান সম্বন্ধ। কিন্তু তিনি আমার মত গ্রহণ করেন নি, আমিও তাঁকে ছেড়ে ক্ষণকালও থাকতে পারি না। কৃষ্ণের মতিগতি দেখে আমি স্থির করছি যে আমি পার্থের সহায় হব না, তোমাবও সহায় হব না। পদ্ব্যশ্রেষ্ঠ, তুমি মহামান্য ভরতবংশে জন্মেছ, যাও, ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ কর। দুর্যোধন বলবামকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন। তিনি মনে করলেন যে কৃষ্ণ তাঁর বশে এসেছেন, যুদ্ধেও তাঁর জয় হয়েছে। তার পব তিনি কৃতবর্মা(১)র সঙ্গে দেখা কবলেন এবং তাঁর কাছে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লাভ কবলেন।

দুর্যোধন চলে গেলে কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যুদ্ধ কবব না তথাপি তুমি আমাকে বরণ কবলে কেন? অর্জুন বললেন, নবোত্তম, তুমি একাকীই আমাদের সমস্ত শত্রু সংহাৰ করতে পার এবং তোমাব যশও লোকবিখ্যাত। আমিও শত্রুসংহাৰে সমর্থ এবং যশের প্রার্থী, এই কারণেই তোমাকে বরণ কবছি। আমার চিরকালের ইচ্ছা তুমি আমার সারথি হবে, এই কার্যে তুমি সম্মত হও। বাসুদেব বললেন, পার্থ, তুমি যে আমার সঙ্গে স্পর্ধা কর তা তোমারই উপযুক্ত। আমি সারথি হয়ে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কবব। তাব পর কৃষ্ণ ও দাশার্হ(২) বীরগণের সঙ্গে অর্জুন আনন্দিতমনে যুদ্ধাৰম্ভকবেব কাছে ফিলে এলেন।

### ৩। শল্য, দুর্যোধন ও যুদ্ধাৰম্ভ

আমন্ত্রণ পেয়ে মদ্ররাজ শল্য (৩) তাঁর বৃহৎ সৈন্যদল ও মহাবীর পুত্রগণকে নিয়ে পাণ্ডবগণের নিকট যাচ্ছিলেন। এই সংবাদ শুনে দুর্যোধন পথিমধ্যে তাঁর সংবর্ধনার উদ্যোগ কবলেন। তাঁর আদেশে শিল্পীগণ স্থানে স্থানে বিচিত্র সভা-মন্ডপ, কূপ, দীর্ঘিকা, পাকশালা প্রভৃতি নির্মাণ করলে। নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং খাদ্যপানীয়েরও আয়োজন করা হ'ল। শল্য উপস্থিত হ'লে দুর্যোধনের সচিবগণ তাঁকে

(১) ভোজবংশীয় প্রধান বিশেষ। ইনি কৌরবদেব পক্ষে ছিলেন।

(২) সাত্যকি প্রভৃতি।

(৩) নকুল-সহদেবের মাতুল।



দেবতার ন্যায় পূজা করলেন। শল্য বললেন, যদ্বিষ্ঠিরের কোন্‌ কর্মচারিগণ এই সকল সভা নির্মাণ করেছে? তাদের ডেকে আন, যদ্বিষ্ঠিরের সম্মতি নিয়ে আমি তাদের পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা করি। দুর্যোধন অন্তবালে ছিলেন, এখন শল্যের কাছে এলেন। দুর্যোধনই সমস্ত আয়োজন করেছেন জেনে শল্য প্রীত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার কি অভীষ্ট বল, আমি তা পূর্ণ করব।

দুর্যোধন বললেন, আপনার বাক্য সত্য হ'ক, আপনি আমাব সমস্ত সেনার নেতৃত্ব করুন। শল্য বললেন, তাই হবে; আর কি চাও? দুর্যোধন বললেন, আমি কৃতার্থ হয়েছি, আর কিছু চাই না। শল্য বললেন, দুর্যোধন, তুমি এখন নিজ দেশে ফিরে যাও, আমি যদ্বিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, আপনি দেখা করে শীঘ্র আমাদের কাছে আসবেন, আমরা আপনাবই অধীন, যে বব দিয়েছেন তা মনে রাখবেন। দুর্যোধনকে আশ্বাস দিয়ে শল্য উপলব্ধ্য নগবে যাত্রা কবলেন।

পান্ডবগণের শিবিরে এসে শল্য যদ্বিষ্ঠিরাদিকে আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন করলেন এবং কিছুক্ষণ আলাপের পর দুর্যোধনকে যে বব দিয়েছেন তা জানালেন। যদ্বিষ্ঠির বললেন, আপনি দুর্যোধনের প্রতি তুষ্ট হয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা ভালই। এখন আমার একটি উপকাব করুন, যদি অকর্তব্য মনে কবেন তথাপি আমাদের মঙ্গলের জন্য তা আপনাকে করতে হবে। আপনি যুদ্ধে বাসুদেবের সমান, কর্ণ আর অর্জুনের যখন শৈববথ যুদ্ধ হবে তখন আপনি নিশ্চয় কর্ণের সাবাথ হবেন। আপনি অর্জুনকে রক্ষা করবেন, এবং যদি আমার প্রিয়কাব করতে চান তবে কর্ণের তেজ নষ্ট করবেন। মাভুল, অকর্তব্য হ'লেও এই কর্ম আপনি কববেন।

শল্য বললেন, আমি নিশ্চয়ই দুরাত্মা কর্ণের সাবাথ হব। সে আমাকে কৃষ্ণতুল্য মনে করে, যুদ্ধকালে আমি তাকে এমন প্রতিকূল ও অহিতকর বাক্য বলব যে তার দর্প ও তেজ নষ্ট হবে এবং অর্জুন তাকে অনাযাসে বধ করতে পারবেন। বৎস, তুমি যা বলেছ তা আমি করব, এবং তোমার প্রিয়কাব আর যা পারব তাও করব। যদ্বিষ্ঠির, তুমি ও কৃষ্ণা দ্যুতসভায় যে দ্বংথ পেয়েছ, সূতপত্ন কর্ণের কাছে যে নিষ্ঠুর বাক্য শুনেছ, জটাসূর ও কীচকের কাছে দ্রৌপদী যে ক্রেশ পেয়েছেন, সে সমস্তের ফল পরিণামে সুখজনক হবে। মহাত্মা ও দেবতারাও দ্বংথভোগ করেন, কারণ দৈবই প্রবল। দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁর ভার্যার সঙ্গে মহং দ্বংথভোগ করে- ছিলেন।

## ৪। ত্রিশিরা, বৃহ, ইন্দ্র, নহুষ ও অগস্ত্য

যদুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, মহারাজ, ইন্দ্র ও তাঁর ভাৰ্য্যা কি প্রকারে দ্ৰুতভোগ করেছিলেন? শল্য এই উপাখ্যান বললেন।—

ঋষ্টা নামে এক প্রজাপতি ছিলেন, তিনি ইন্দ্রের প্রতি বিশ্বেষষদ্বস্ত হয়ে ত্রিশিরা নামক এক পদ্রের জন্ম দিলেন। ত্রিশিরার তিন মদুখ সূৰ্য্য চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায়; তিনি এক মদুখে বেদাধ্যয়ন, আর এক মদুখে সূরাপান এবং তৃতীয় মদুখে যেন সৰ্বদিক গ্রাস করে নিরীক্ষণ করতেন। ইন্দ্রত্বলাভের জন্য ত্রিশিরা কঠোর তপস্যায় রত হলেন। তাঁর তপোভণ্ডের জন্য ইন্দ্র বহু অপসরা পাঠালেন, কিন্তু ত্রিশিরা বিচলিত হলেন না, তখন তাঁকে মারবার জন্য ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলেন। ত্রিশিরা নিহত হলেন, কিন্তু তাঁর মস্তক জীবিতের ন্যায় রইল। ইন্দ্র ভীত হয়ে একজন বর্ধকী(ছদ্মতোর)কে বললেন, তুমি কুঠার দিয়ে এর মস্তক ছেদন কর। বর্ধকী বললে, এর স্কন্ধ অতি বৃহৎ, আমার কুঠারে কাটা যাবে না, এমন বিগর্হিত কর্মও আমি পারব না। কে আপনি? এই ঋষিপদ্রকে হত্যা কবে আপনার ব্রহ্মহত্যার ভয় হচ্ছে না? ইন্দ্র বললেন, আমি দেবরাজ, এই মহাবল পদ্রুষ আমার শত্রু সেজন্য বজ্রঘাতে একে বধ করোঁছ, পরে আমি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করব। বর্ধকী, তুমি শীঘ্র এর শিরশ্ছেদ কর, আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করব; লোকে যখন যজ্ঞ করবে তখন নিহত পশুর মদুন্ড তোমাকে দেবে। বর্ধকী সম্মত হয়ে ত্রিশিরার তিন মদুন্ড কেটে ফেললে। প্রথম মদুন্ডের মদুখ থেকে চাতক পক্ষীর দল, দ্বিতীয় মদুখ থেকে চটক ও শ্যেন, এবং তৃতীয় মদুখ থেকে তিন্তির পক্ষীর দল নির্গত হ'ল। ইন্দ্র হৃষ্ট হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

পদ্রের নিধনসংবাদ পেয়ে ঋষ্টা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ইন্দ্রের বিনাশের নিমিত্ত অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ব্রহ্মাসুরকে সৃষ্টি করলেন। ঋষ্টার আজ্ঞায় বৃহ স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে গ্রাস করলেন। দেবতারা উদ্বেগ্ন হয়ে জম্বিকা (হাই) সৃষ্টি করলেন, তার প্রভাবে বৃহ মদুখব্যাদান করলেন, ইন্দ্রও দেহ সংকুচিত করে বেরিয়ে এলেন। তার পর ইন্দ্র বৃহের সঙ্গে বহুকাল যুদ্ধ করলেন, কিন্তু তাঁকে দমন করতে না পেরে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু বললেন, দেবতা ঋষি ও গন্ধর্বদের নিয়ে তুমি বৃহের কাছে যাও, তার সঙ্গে সন্ধি কর। এই উপায়েই তুমি জয়লাভ করবে। আমি অদৃশ্যভাবে তোমার সঙ্গে অধিষ্ঠান করব।

ঋষিরা বৃহের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি দর্জয় বীর, তোমার তেজে জগৎ

ব্যাস্ত হয়ে আছে। কিন্তু তুমি ইন্দ্রকে জয় করতে পার নি, দীৰ্ঘকাল যুদ্ধের ফলে দেবাসুদ্র মানুষ সকলেই পীড়িত হয়েছে। অতএব ইন্দ্রের সহিত সখ্য কর, তাতে তুমি সুখ ও অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করবে। বৃহ বললেন, আপনারা যদি এই ব্যবস্থা করেন যে শত্ৰু বা আদ্র্ বস্তু দ্বারা, প্রস্তুত বা কাষ্ঠ বা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা, দিবসে বা রাত্ৰিতে, আমি ইন্দ্রাদি দেবতার বধ্য হব না, তবেই আমি সন্ধি করতে পারি। ঋষিরা বললেন, তাই হবে। বৃহের সঙ্গে সন্ধি করে ইন্দ্র চলে গেলেন।

একদিন ইন্দ্র সমুদ্রতীরে বৃহাসুদ্রকে দেখতে পেলেন। ইন্দ্র ভাবলেন, এখন সন্ধ্যাকাল, দিনও নয় রাত্ৰিও নয়; এই পৰ্বতাকার সমুদ্রফেন শত্ৰুও নয় আদ্র্ও নয়, অস্ত্রও নয়। এই স্থির করে ইন্দ্র বৃহের উপরে বজ্রের সহিত সমুদ্রফেন নিক্ষেপ কবলেন। বিষ্ণু সেই ফেনে প্রবেশ ক'বে বৃহকে বধ করলেন। পূর্বে ত্রিশিরাকে বধ করে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপ করেছিলেন, এখন আবার মিথ্যাচার ক'বে অত্যন্ত দৃশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। মহাদেবের ভূতরা ইন্দ্রকে বাব বার ব্রহ্মহত্যাকারী বলে লজ্জা দিতে লাগল। অবশেষে ইন্দ্র নিজেব দৃষ্কৃতিব জন্য অচেতনপ্রায় হয়ে জল-মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে বাস করতে লাগলেন। ইন্দ্রের অন্তর্ধানে পৃথিবী বিধবস্ত, কানন শত্ৰু এবং নদীর স্রোত রুদ্ধ হ'ল, জলাশয় শুষ্কিয়ে গেল, অনাবৃষ্টি ও অব্যাজকতার ফলে সকল প্রাণী সংক্ষুব্ধ হ'ল। দেবতা ও মহর্ষি'বা গ্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন, কে আমাদের রাজা হবেন। কিন্তু কোনও দেবতা দেববীজের পদ নিতে চাইলেন না।

অবশেষে দেবগণ ও মহর্ষি'গণ তেজস্বী যশস্বী ধার্মিক নহুষকে বললেন, তুমিই দেবরাজ হও। নহুষ বললেন, আমি দুর্বল, ইন্দ্রের তুল্য নই। দেবতা ও ঋষিরা বললেন, তুমি আমাদের তপঃপ্রভাবে বলশালী হয়ে স্বর্গরাজ্য পালন কর। নহুষ অভিষিক্ত হয়ে ধর্মানুসারে সর্বলোকের আধিপত্য করতে লাগলেন। তিনি প্রথমে ধার্মিক ছিলেন কিন্তু পরে কামপরায়ণ ও বিলাসী হয়ে পড়লেন। একদিন তিনি শচীকে দেখে সভাসদগণকে বললেন, ইন্দ্রমহিষী আমার সেবা কবেন না কেন? উনি স্বস্তর আমার গহে আসুন। শচী উদ্‌বিশ্ন হ'য়ে বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন, আমাকে রক্ষা করুন। বৃহস্পতি তাঁকে আশ্বস্ত ক'বে বললেন, ভয় পেয়ো না, শীঘ্রই তুমি ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবে।

শচী বৃহস্পতির শরণ নিষেছেন জেনে নহুষ ক্রুদ্ধ হলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁকে বললেন, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর, পরস্মাৎসংসর্গের পাপ থেকে নিবৃত্ত হও; তুমি দেবরাজ, ধর্মানুসারে প্রজাপালন কর। নহুষ বললেন, ইন্দ্র যখন গৌতম-

পত্নী অহল্যাকে ধর্ষণ করেছিলেন এবং আরও অনেক ধর্মবিরুদ্ধ নৃশংস ও শঠতাময় কার্য করেছিলেন তখন আপনারা বারণ করেন নি কেন? শচী আমার সেবা করুন, তাতে তাঁর ও আপনাদের মঙ্গল হবে। দেবতারা বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন, আপনি ইন্দ্রাণীকে নহুষের হস্তে সমর্পণ করুন, তিনি ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বরবর্ণিনী শচী তাঁকেই এখন পতিষে বরণ করুন। শচী কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। বৃহস্পতি বললেন, ইন্দ্রাণী, আমি শবণাগতকে ত্যাগ করি না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। দেবগণ, তোমরা চলে যাও।

দেবতারা বললেন, কি করলে সকলের পক্ষে ভাল হয় আপনি বলুন। বৃহস্পতি বললেন, ইন্দ্রাণী নহুষের কাছে কিছুকাল অবকাশ প্রার্থনা করুন, তাতে সকলের শৃভ হবে। কালক্রমে বহু বিষয় ঘটে, নহুষ বলশালী ও দর্পিত হ'লেও কালই তাঁকে কালসদনে পাঠাবে। শচী নহুষের কাছে গেলেন এবং কস্মিন্দেহে কৃতাজলি হয়ে বললেন, সুবেশ্বর, আমাকে কিছুকাল অবকাশ দিন। ইন্দ্র কোথায় কি অবস্থায় আছেন আমি জানি না; অনুসন্ধান ক'বেও যদি তাঁর সংবাদ না পাই তবে নিশ্চয় আপনার সেবা কবব। নহুষ সম্মত হলেন, শচীও বৃহস্পতির কাছে ফিরে গেলেন।

তার পর দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন, আপনাব বীর্ষেই বৃহত নিহত হয়েছে এবং তার ফলে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপে পড়েছেন। এখন তাঁর মৃত্তি উপায় বলুন। বিষ্ণু বললেন, ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞে আমার পূজা কব্বন, তাতে তিনি পাপমুক্ত হয়ে দেববাজ্র ফিরে পাবেন, দূর্মতি নহুষও বিনষ্ট হবে। দেবগণ ও বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিগণ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ কবলেন এবং তার ফলে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হলেন। তাঁর পাপ বিভক্ত হয়ে বৃক্ষ নদী-পর্বত ভূমি স্ত্রী ও প্রাণিগণে সংক্রামিত হ'ল।

দেবরাজপদে নহুষকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত দেখে ইন্দ্র পুনর্বীর আত্মগোপন ক'রে কালপ্রতীক্ষা কবতে লাগলেন। শোকাত্তা শচী তখন উপশ্রুতি নাম্নী রাগিদেবীর উপাসনা করলেন। উপশ্রুতি মতিমতী হয়ে দর্শন দিলেন এবং শচীকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রমধ্যে এক মহাস্বীপে উপস্থিত হলেন। সেই স্বীপের মধ্যে শত যোজন বিস্তীর্ণ সরোবরে উন্নত বন্তের উপরে একটি শ্বেতবর্ণ বৃহৎ পক্ষি ছিল। উপশ্রুতির সঙ্গে শচী সেই পক্ষির নাল ভেদ ক'রে ভিতরে গিয়ে দেখলেন, মৃগাল-সুত্রের মধ্যে ইন্দ্র অতি সুস্কন্নরূপে অবস্থান করছেন। শচী তাঁকে বললেন, প্রভু, তুমি যদি আমাকে রক্ষা না কর, তবে নহুষ আমাকে বশে আনবে। তুমি স্বমর্তিতে

প্রকাশিত হও এবং নিজ বলে পািপষ্ঠ নহুযকে বধ ক'রে দেবরাজ্য শাসন কর।

ইন্দ্র বললেন, বিক্রম প্রকাশের সময় এখনও আসেনি, নহুয আমার চেয়ে বলবান, ঋষিরাও হব্য কব্য দিয়ে তার শক্তি বাড়িয়েছেন। তুমি নিজনে নহুযকে এই কথা বল—জগৎপতি, আপনি ঋষিবাহিত যানে আমার নিকট আসুন, তা হ'লে আমি সানন্দে আপনার বশীভূত হব। শচী নহুযের কাছে গিয়ে বললেন, দেবরাজ, আপনি যদি 'আমাব একটি ইচ্ছা পূর্ণ করেন তবে আপনার বশগামিনী হব। আপনি এমন বাহনে চড়ুন যা বিষ্ণু বৃদ্ধ বা কোনও দেবতা বা রাক্ষসের নেই। আমার ইচ্ছা, মহাত্মা ঋষিগণ মিলিত হয়ে আপনার শিবিকা বহন ক'বুন। নহুয বললেন, ববর্গিনী, তুমি অপূর্ব বাহনের কথা বলেছ, আমি তোমার কথা রাখব।

ঐরাবত প্রভৃতি দিবা হস্তী, হংসযুক্ত বিমান ও দিব্যাম্বযোজিত বথ ত্যাগ ক'বে নহুয মহর্ষিগণকে তাঁর শিবিকাবহনে নিযুক্ত কবলেন। তখন বৃহস্পতি অগ্নিকে বললেন, তুমি ইন্দ্রের অন্ত্রেষণ কর। অগ্নি সর্বত্র অন্ত্রেষণ ক'বে বললেন, ইন্দ্রকে কোথাও দেখলাম না, কেবল জল অবশিষ্ট আছে, কিন্তু তাতে প্রবেশ কবলে আমি নির্বাপিত হব। অগ্নির স্তুতি ক'বে বৃহস্পতি বললেন, নিঃশঙ্কে জলে প্রবেশ কব, তোমাকে আমি সনাতন ব্রাহ্ম মন্ত্রে বর্ধিত করব। অগ্নি সর্বপ্রকার জলে অন্ত্রেষণ ক'রে অবশেষে পদ্মের মৃণালমধ্যে ইন্দ্রকে দৈতথে পেলেন এবং ফিরে এসে বৃহস্পতিকে জানালেন। তখন দেবতা ঋষি ও গন্ধর্বদেব সঙ্গে বৃহস্পতি ইন্দ্রের কাছে গিয়ে স্তব ক'বে বললেন, মহেন্দ্র, তুমি দেবতা ও মনুষ্যকে রক্ষা কর, বল লাভ কব। স্তুত হয়ে ইন্দ্র ধীবে ধীবে বৃন্দ্বিলাভ কবলেন।

দেবতারা নহুযবধের উপায় চিন্তা ক'বাছিলেন এমন সময় ভগবান অগস্ত্য ঋষি সেখানে এলেন। তিনি বললেন, পদ্বন্দব, ভাগ্যক্রমে তুমি শত্রুহীন হয়েছ, নহুয দেবরাজ্য থেকে দ্রুত হয়েছে। দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ যখন নহুযকে শিবিকায় বহন ক'বাছিলেন, তখন এক সময়ে তাঁরা প্রান্ত হয়ে নহুযকে প্রশ্ন করলেন, বিজয়িশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা যে গোপ্রাক্ষণ (যজ্ঞ গোবধ) সম্বন্ধে মন্ত্র বলেছেন, তা তুমি প্রামাণিক মনে কব কি না? নহুয মোহবশে উত্তর দিলেন, না, ও মন্ত্র প্রামাণিক নয়। ঋষিরা বললেন, তুমি অধর্মে নিরত তাই ধর্ম বোঝ না। প্রাচীন মহর্ষিগণ এই মন্ত্র প্রামাণিক মনে করেন, আমরাও করি। ঋষিদের সঙ্গে বিবাদ করতে করতে নহুয তাঁর পা দিয়ে আমার মাথা স্পর্শ করলেন। তখন আমি এই শাপ দিলাম—মৃঢ়, তুমি ব্রহ্মর্ষিগণের অনর্দ্রিত কর্মের দোষ দিচ্ছ, চরণ দিয়ে আমার মস্তক

স্পর্শ করেছে, ব্রহ্মার তুল্য ঋষিগণকে বাহন করেছে, তুমি ক্ষীণপদ্ম্য (১) হয়ে মহীতলে পতিত হও। সেখানে তুমি মহাকায় সর্প (২) রূপে দশ সহস্র বৎসর বিচরণ করবে, তার পর তোমার বংশজাত যুধিষ্ঠিরকে দেখলে আবার স্বর্গে আসতে পারবে। শচীপতি, দুরাত্মা নহুষ এইরূপে স্বর্গচ্যুত হয়েছে, এখন তুমি স্বর্গে গিয়ে ত্রিলোক পালন কর। তার পর ইন্দ্র শচীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পরমানন্দে দেবরাজ্য পালন করতে লাগলেন।

উপাখ্যান শেষ করে শল্য বললেন, যুধিষ্ঠির, ইন্দ্রের ন্যায় তুমিও শত্রু বধ করে রাজ্যলাভ করবে। আমি যে বেদতুল্য ইন্দ্রবিজয় নামক উপাখ্যান বললাম, তা জয়্যাভিলাষী রাজার শোনা উচিত। এই উপাখ্যান পাঠ করলে ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দলাভ এবং পুত্র, দীর্ঘ আয়ু ও সর্বত্র জয় লাভ হয়।

যথার্থি পূজিত হয়ে শল্য বিদায় নিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, আপনি অবশ্যই কর্ণের সারথি হবেন এবং অর্জুনের প্রশংসা করে কর্ণের তেজ নষ্ট কববেন। শল্য বললেন, তুমি যা বললে তাই করব এবং আর যা পারব তাও করব।

### ৫। সেনাসংগ্রহ

নানা দেশের রাজারা বিশাল সৈন্যদল নিয়ে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে এলেন। ক্ষুদ্র নৃদী যেমন সাগরে এসে লীন হয়, সেইবূপ বিভিন্ন দেশের অক্ষৌহিণী সেনা যুধিষ্ঠিরের বাহিনীতে প্রবেশ করে লীন হতে লাগল। সাত্ত্বতবংশীয় মহাবথ সাত্যকি, চৌদরাজ ধৃষ্টকেতু, জরাসন্ধপুত্র মগধবাজ জয়ৎসেন, সাগরতটবাসী বহু যোদ্ধা সহ পাণ্ড্যবাজ, কেকয়রাজবংশীয় পণ্ডু সহোদর, পুত্রগণসহ পাণ্ডালরাজ দ্রুপদ, পর্বতীয় রাজগণ সহ মৎস্যরাজ বিরাট এবং আবও বহু দেশের রাজারা সসৈন্যে উপস্থিত হলেন। পাণ্ডবপক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হ'ল।

দুর্যোধনের পক্ষেও বহু রাজা বহু সৈন্যদল নিয়ে যোগ দিলেন। কাণ্ডনবর্ণ চীন ও কিরাত সৈন্য সহ ভগদত্ত, সোমদত্তপুত্র ভূরিপ্রভা, মদুরাজ শল্য, ভোজ ও অন্ধক সৈন্য সহ হৃদিকপুত্র কৃতবর্মা, সিন্ধুসৌবীরবাসী জয়দ্রথ প্রভৃতি রাজারা, শক ও যবন সৈন্য সহ কাম্বোজরাজ সুদাক্ষণ, দাক্ষণাত্য সৈন্য সহ

(১) যার পুণ্যজনিত স্বর্গভোগ শেষ হয়েছে।

(২) বনপর্ব ৩৭-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

মাহিষ্মতীরাজ নীল, অবন্তী দেশের দুই রাজা এবং অন্যান্য রাজারা সৈন্যে উপস্থিত হলেন। দুর্যোধনের পক্ষে এগার অশ্বোহিণী সেনা সংগৃহীত হ'ল। হস্তিনাপুরে তাদের স্থান হ'ল না; পণ্ডনদ, কুরুজাঙ্গল, রোহিতকারণ্য, মরুপ্রদেশ, অহিচ্ছত্র, কালকূট, গঙ্গাতীর, বারণ, বাটধান, যমুনাতীরস্থ পার্বত দেশ সমস্তই কৌরবসৈন্যে ব্যাপ্ত হ'ল।

## ॥ সঞ্জয়যানপর্বাদ্যায় ॥

### ৬। দ্রুপদ-পুরুহিতের দৌত্য

দ্রুপদের পুরুহিত হস্তিনাপুরে এলে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও বিদুর তাঁর সংবর্ধনা করলেন। কুশলজিজ্ঞাসার পর পুরুহিত বললেন, আপনারা সকলেই সনাতন রাজধর্ম জানেন, তথাপি আমার বক্তবোর অঙ্গরূপে কিছু বলব। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু একজনেরই পুত্র, পৈতৃক ধনে তাঁদের সমান অধিকার। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তাঁদের পৈতৃক ধন পেলেন, কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ পেলেন না কেন? আপনাবা জানেন, দুর্যোধন তা অধিকার করে রেখেছেন। তিনি পাণ্ডবগণকে যমালয়ে পাঠাবার অনেক চেষ্টা করেছেন এবং শকুনির সাহায্যে তাঁদের রাজ্য হরণ করেছেন। এই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের কর্ম অনুমোদন করে পাণ্ডবগণকে তের বৎসর নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। দ্যুতসভায় বনবাসে এবং বিরাতনগবে পাণ্ডবগণ ভাষা সহ বহু ক্লেশ পেয়েছেন। এইসকল নির্যাতন ভুলে গিয়ে তাঁরা কৌরবগণের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছা করেন। এখানে যে সুহৃদ্বর্গ রয়েছে তাঁরা পাণ্ডবদের ও দুর্যোধনের আচরণ বিচার করে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করুন। পাণ্ডববা বিবাদ করতে চান না, লোকক্ষয় না করেই নিজেদের প্রাপ্য চান। দুর্যোধন যে ভরসায় যুদ্ধ করতে চান তা মিথ্যা, কারণ পাণ্ডবরাই অধিকতর বলশালী। তাঁদের সাত অশ্বোহিণী সেনা প্রস্তুত আছে, তার উপর সাত্যকি, ভীমসেন আর নকুল-সহদেব সহস্র অশ্বোহিণীর সমান। আপনারা পক্ষে যেমন এগার অশ্বোহিণী আছে, অপর পক্ষে তেমন অর্জুন আছে। অর্জুন ও বাসুদেব সমস্ত সেনারই অধিক। সেনার বহুলতা, অর্জুনের বিক্রম এবং কৃষ্ণের বৃদ্ধিমত্তা জেনে কোন লোক পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে? অতএব আপনারা কালক্ষেপ করবেন না, ধর্ম ও নিয়ম অনুসারে যা পাণ্ডবগণের প্রাপ্য তা দিন।

পদুরোহিতের কথা শুনে ভীষ্ম বললেন, ভাগ্যক্রমে পান্ডবগণ ও কৃষ্ণ কুশলে আছেন এবং ধর্মপথে থেকে সন্ধিকামনা করছেন। আপনি যা বলেছেন সবই সত্য, তবে আপনি ব্রাহ্মণ সেজন্য আপনার বাক্য অতিরিক্ত ভীক্ষু। পান্ডবদের বহু কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং ধর্মানুসারে তাঁরা পিতৃধনের অধিকারী এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত মহারথ, স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে তাঁর সমকক্ষ নন।

কর্ণ ব্রহ্ম হাযে বাধা দিষে দ্রুপদেব পদুরোহিতকে বললেন, ব্রাহ্মণ, যা হাযে গেছে তা সকলেই জানে, বার বার সে কথা বলে লাভ কি? দুর্যোধনের জন্যই শকুনি দ্যুতক্রীড়ায় যুদ্ধিষ্ঠিরকে জয় করেছিলেন এবং যুদ্ধিষ্ঠির পণরক্ষার জন্য বনে গিয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞানুযায়ী সময়ের মধ্যে (১) তিনি মর্খের ন্যায় রাজ্য চাইতে পারেন না। দুর্যোধন ধর্মানুসারে শত্রুকে সমস্ত পৃথিবী দান করতে পারেন, কিন্তু ভয় পেয়ে পাদপরিমিত ভূমিও দেবেন না। পান্ডববা যদি পৈতৃক রাজ্য চান তবে অবশিষ্ট কাল বনবাসে কাটিয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, তার পর নির্ভয়ে দুর্যোধনকে ক্রোধে আশ্রয় নিন।

ভীষ্ম বললেন, রাধেয়, অহংকাব করে লাভ কি, অর্জুন একাকী ছ জন রথীকে জয় (২) করেছিলেন তা স্মরণ কব। এই ব্রাহ্মণ যা বললেন তা যদি আমরা না করি তবে অর্জুন কর্তৃক নিহত হাযে আমরা রণভূমিতে ধূলিভক্ষণ কবব।

কর্ণকে ভৎসনা কবে ধৃতবাস্ত্র বললেন, শান্তনুপুত্র ভীষ্ম যা বলেছেন তা সকলের পক্ষে হিতকর। ব্রাহ্মণ, আমি চিন্তা করে পান্ডবগণের নিকট সজ্ঞকে পাঠাব, আপনি আজই অবিলম্বে ফিরে যান। তার পর ধৃতবাস্ত্র দ্রুপদপদুরোহিতকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

## ৭। সজ্ঞের দৌত্য

ধৃতবাস্ত্র সজ্ঞকে বললেন, তুমি উপলব্ধ নগবে গিয়ে পান্ডবগণের সংবাদ নেবে এবং অজাতশত্রু যুদ্ধিষ্ঠিবকে অভিনন্দন করে বলবে, ভাগ্যক্রমে তুমি বনবাস

---

(১) কর্ণ বলতে চান যে, অজাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হবার আগেই পান্ডবগণ আত্মপ্রকাশ কবেছেন সেজন্য তাঁদের আবার বার বৎসর বনবাসে থাকতে হবে।

(২) গোহরণকালে।



থেকে জনপদে ফিরে এসেছ। সঞ্জয়, আমি পাণ্ডবদের সূক্ষ্ম দোষও দেখতে পাই না, কুব্জবাসী মন্দবৃদ্ধি দুর্যোধন এবং ততোধিক ক্ষুদ্রমতি কর্ণ ভিন্ন এখানে এমন কেউ নেই যে পাণ্ডবদের প্রতি বিবেচ্যবুদ্ধ। ভীম অর্জুন নকুল সহদেব এবং কৃষ্ণ ও সাত্যকি যার অনঙ্গত সেই যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের পূর্বেই তাঁর রাজ্য ফিবিয়া দেওয়া ভাল। গদ্যুচরদের কাছে কৃষ্ণের যে পরাক্রমের কুথা শুনেছি তা মনে ক'বে আমি শান্তি পাচ্ছি না, অর্জুন ও কৃষ্ণ মিলিত হয়ে এক রথে আসবেন শুনে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। যুধিষ্ঠির মহাতপা ও ব্রহ্মচর্যশালী, তাঁর ক্রোধকে আমি যঁত ভয় কবি অর্জুন কৃষ্ণ প্রভৃতিকেও তত করি না। সঞ্জয়, তুমি রথারোহণে পাণ্ডালরাজের সেনানিবেশে যাও এবং যুধিষ্ঠির যাতে প্রীত হন এমন কথা বলো। সকলের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করে তাঁকে জানিও যে আমি শান্তিই চাই। বিপক্ষকে যা বলা উচিত, যা ভরতবংশের হিতকর, এবং যাতে যুদ্ধের প্রয়োচনা না হয় এমন কথাই তুমি বলবে।

সদ্যবংশীয় গবল্গনপুত্র সঞ্জয় উপপ্লব্য নগবে এসে যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদ করলেন। উভয়পক্ষের কুশল জিজ্ঞাসার পর যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, দীর্ঘকাল পরে কুরুবৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কুশল শুনে এবং তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সাক্ষাৎ ধৃতরাষ্ট্রকেই দেখছি। তার পর যুধিষ্ঠির সকলেরই সংবাদ নিলেন, যথা—ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বখামা কর্ণ, ধৃতবাস্ত্রের পুত্রগণ, রাজপুত্রস্ব জননীগণ, পুত্র ও পুত্রবধূগণ, ভাগিনী ভাগিনেয় ও দৌহিত্রগণ, দাসগণ প্রভৃতি।

সকলের কুশলসংবাদ দিয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, দুর্যোধনের কাছে সাধুপ্রকৃতি বৃদ্ধগণ আছেন, আবার পাপাত্মারাও আছে। আপলবা দুর্যোধনের কোনও অপকার করেন নি তথাপি তিনি আমাদের প্রতি বিবেচ্যবুদ্ধ হয়েছেন। স্থবিব ধৃতবাস্ত্র যুদ্ধের অনুমোদন করেন না, তিনি মনস্তাপ ভোগ করছেন, সকল পাতক অপেক্ষা মিত্রদ্রোহ গুরুতর—এ কথাও ব্রাহ্মণদেব কাছে শুনেছেন। অজাতশত্রু, আপনি নিজের বৃদ্ধিবলে শালিতর উপায় স্থির কবুন। আপনারা সকলেই ইন্দ্রতুলা, কণ্ঠে পড়লেও আপনারা ভোগের জন্য ধর্মত্যাগ করবেন না।

যুধিষ্ঠির বললেন, এখানে সকলেই উপস্থিত আছেন, ধৃতরাষ্ট্র যা বলেছেন তাই বল। সঞ্জয় বললেন, পণ্ডপাণ্ডব বাসুদেব সাত্যকি চেকিতান (১) বিরাট পাণ্ডাল-রাজ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন করে আমি বলছি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র শান্তির প্রশংসা করে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তাঁর বাক্য আপনারা রুচিকর হ'ক, শান্তি স্থাপিত

হ'ক। মহাবলশালী পাণ্ডবগণ, হীন কর্ম করা আপনাদের উচিত নয়, শত্রু বশ্বে অঞ্জনবিন্দুর ন্যায় সেই পাপ যেন আপনাদের স্পর্শ না করে। কৌরবগণকে যদি যুদ্ধে বিনষ্ট করেন তবে জ্ঞাতিবধের ফলে আপনাদের জীবন মৃত্যুর তুল্য হবে। কৃষ্ণ সাতর্ক্য ধৃষ্টদ্যুম্ন ও চৌকিতান যাঁদের সহায়, কে তাঁদের জয় করতে পারে? আবার দ্রোণ ভীষ্ম অশ্বখামা কৃপ কর্ণ শল্য প্রভৃতি যাঁদের পক্ষে আছেন সেই কৌরবগণকেই বা কে জয় করতে পারে? জয়ে বা পরাজয়ে আমি কোনও মণ্ডলই দেখিছি না। আমি বিনীত হয়ে কৃষ্ণ ও বৃদ্ধ পাণ্ডালরাজের নিকট প্রণত হিচ্ছি, সকলের মণ্ডলের জন্য আমি সন্নিহিত প্রার্থনা করছি। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র এই চান যে, আপনাবা শান্তি স্থাপন করুন।

যদ্যধিষ্ঠিত বললেন, সঞ্জয়, আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক এমন কথা তোমাকে বলি নি, তবে ভীত হচ্ছ কেন? যুদ্ধ অপেক্ষা অযুদ্ধ ভাল, যদি দারুণ কর্ম না করেও অভীষ্ট বিষয় পাওয়া যায় তবে কোন্ মূর্খ যুদ্ধ কবতে চায়? বিনা যুদ্ধে অল্প পেলেও লোকে যথেষ্ট মনে করে। প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন ঘৃত পেয়ে তৃপ্ত হয় না, মানুষ্যও সেইরূপ কাম্য বস্তু পেয়ে তৃপ্ত হয় না। দেখ, ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রগণ বিপুল ভোগ্য বিষয় পেয়েও তৃপ্ত হন নি। ধৃতরাষ্ট্র সংকটে পড়ে পরের উপর নির্ভর করছেন, এতে তাঁর মণ্ডল হবে না। তিনি বহু ঐশ্বর্যের অধিপতি, এখন দুর্যোধন ঋতস্বভাব কুমান্দিবোষ্ঠিত পুত্রের জন্য বিলাপ করছেন কেন? দুর্যোধনের স্বভাব জেনেও তিনি বিশ্বস্ত বিদুরের উপদেশ অগ্রাহ্য করে অধর্মের পথে চলছেন। দুর্যোধন শকুনি আর কর্ণ — এঁরাই এখন লোভী দুর্যোধনের মন্ত্রী। আমরা বনবাসে গেলে ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্ররা মনে করলেন সমগ্র রাজ্যই তাঁদের হস্তগত হয়েছে। এখনও তাঁরা নিষ্কণ্টক হয়ে তা ভোগ করতে চান, এমন অবস্থায় শান্তি অসম্ভব। ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেব জীবিত থাকতে ইন্দ্রও আমাদের ঐশ্বর্য হরণ করতে পারেন না। আমরা কত কষ্ট পেয়েছি তা তুমি জান; তোমার অনুরোধে সমস্তই ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি; কৌরবদের সঙ্গে পূর্বে আমাদের যে সম্বন্ধ ছিল তাও অব্যাহত থাকবে, তোমার কথা অনুসারে শান্তিও স্থাপিত হবে; কিন্তু দুর্যোধন আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিন, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য আবার আমার হ'ক।

সঞ্জয় বললেন, অজ্ঞাতশত্রু, কৌরবগণ যদি আপনাকে রাজ্যের ভাগ না দেন তবে অশ্বক ও বৃক্ষদের রাজ্যে (১) আপনাদের ভিক্ষা করাও শ্রেয়, কিন্তু যুদ্ধ করে

রাজ্যলাভ উচিত হবে না। মানুষের জীবন অল্পকালস্থায়ী দঃখময় ও অস্থির; যুদ্ধ করা আপনার যশের অনবদ্য নয়, অতএব আপনি পাপজনক যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হ'ন। জনার্দন সাত্যকি ও দ্রুপদ প্রভৃতি রাজারা চিরকালই আপনার অনুগত, এ'দেব সাহায্যে পূর্বেই আপনি যুদ্ধ করে দুর্যোধনের দর্প চূর্ণ কবতে পারতেন। কিন্তু বহু বৎসর বনে বাস ক'রে বিপক্ষের শক্তি বাড়িয়ে এবং স্বপক্ষের শক্তি ক্ষয় ক'রে এখন যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন কেন? আপনার পক্ষে ক্ষমাই ভাল, ভোগের ইচ্ছা ভাল নয়, ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতিকে বধ ক'রে রাজ্য পেয়ে আপনার কি সদ্ধ হ'বে? যদি আপনার অমাত্যবর্গই আপনাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেন, তবে তাঁদের হাতে সর্বস্ব দিয়ে আপনি স'বে যান, স্বর্গের পথ থেকে ভ্রষ্ট হবেন না।

যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, আমি ধর্ম করছি কি অধর্ম করছি তা জেনে আমার নিন্দা ক'রো। আপৎকালে ধর্মের পরিবর্তন হয়, বিস্বান লোকে বৃদ্ধিমান বল ক'র'ব্য নির্ণয় করেন। কিন্তু বিপন্ন না হ'লে পবধর্ম আশ্রয় করা নিন্দনীয়, যদি আমরা তা ক'রে থাকি তবে আমাদের দোষ দিও। আমি পিতৃপিতামহের পথেই চলি। যদি সাম নীতি বর্জন করি (সন্ধিতে অসম্মত হই) তবে আমি নিন্দনীয় হব; যুদ্ধের উদ্‌যোগ ক'রে যদি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম পালন না করি (যুদ্ধে বিরত হই) তা হ'লেও আমার দোষ হবে। মহাযশা বাসুদেব উভয়পক্ষেই শূভার্থী, ইনিই বলুন আমাদের ক'র'ব্য কি।

কৃষ্ণ বললেন, আমি দুই পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শান্তি ভিন্ন আর কিছু উপদেশ দিতে চাই না। যুধিষ্ঠির তাঁর শান্তিপ্রিয়তা দেখিয়েছেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র আর তাঁর পুত্রবা লোভী, অতএব কলহের বৃদ্ধি হবেই। যুধিষ্ঠির ক্ষত্রধর্ম অনুসারে নিজের রাজ্য উদ্ধারের জন্য উৎসাহী হয়েছেন, এতে তাঁর ধর্মালোপ হবে কেন? পাণ্ডবরা যদি এমন কোনও উপায় জানতেন যাতে কৌরবদের বধ না ক'রে রাজ্যলাভ করা যায় তবে এ'রা ভীষ্মসেনকে দমন ক'রেও সেই উপায় অবলম্বন করতেন। পৈতৃক ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি ভাগ্যদোষে এ'দের মৃত্যু হয় তাও প্রশংসনীয় হবে। সঞ্জয়, তুমিই বল, ক্ষত্রিয় রাজাদের পক্ষে যুদ্ধ করা ধর্মসম্মত কিনা। দস্যুবধ করলে পুণ্য হয়, অধর্মজ্ঞ কৌরবগণ দস্যুবৃত্তিই অবলম্বন করেছেন। লোকদৃষ্টির অগোচরে বা প্রকাশ্যভাবে সবলে যে পরের ধন হরণ করে সে চোর। দুর্যোধনের সঙ্গে চোবের কি পার্থক্য আছে? পাণ্ডবগণের প্রিয়া ভাৰ্য্য দ্রৌপদীকে যখন দ্যুতসভায় আনা হয়েছিল তখন ভীষ্মাদি কিছুই বলেন নি, ধৃতরাষ্ট্রও বারণ করেন নি। দঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে শব্দরদের সমক্ষে

টেনে নিয়ে এল তখন বিদ্রূপ ভিন্ন কেউ তাঁর রক্ষক ছিলেন না, সমবেত বাজারা কোনও প্রতিবাদ করতে পারলেন না। সঞ্জয়, দ্যুতসভায় যা ঘটেছিল তা ভুলে গিয়ে তুমি এখন পাণ্ডবদের উপদেশ দিচ্ছ! পাণ্ডবদের অনিষ্ট না ক'রে যদি আমি শান্তি স্থাপন করতে পারি তবে আমার পক্ষে তা পুণ্যকর্ম হবে। আমি নীতিশাস্ত্র অনুসারে ধর্মসম্মত অহিংস উপদেশ দেব, কিন্তু কৌরবগণ কি তা বিবেচনা করবেন? তাঁরা কি আমার সম্মান রক্ষা করবেন? পাণ্ডবগণ শান্তিকামী, যুদ্ধ কবতেও সমর্থ, এই বদ্বৈ তুমি ধৃতরাষ্ট্রকে আমাদের মত ষথ্যযথ জানিও।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আমাকে এখন গমনেব অনুমতি দিন। আমি আবেগবশে কিছু অন্যায় বলি নি তো? জনার্দন, ভীমার্দন, নকুল-সহদেব, সাত্যকি, চৌকিতান, সকলকেই অভিবাদন ক'রে আমি বিদায় চাচ্ছি। আপনারা সত্থে থাকুন, আমাকে প্রসন্নমনে দেখুন।

যদুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, তুমি প্রিয়ভাষী বিশ্বস্ত দূত, কটুবাণ্যোও ব্রহ্ম হও না, কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষই তোমাকে মধ্যস্থ মনে কবেন, পূর্বে তুমি ধনঞ্জয়ের অভিন্নহৃদয় সখা ছিলে। তুমি এখন যেতে পাব। হস্তিনাপুর্বেব বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যকে, এবং বৃদ্ধ অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আমার অভিবাদন জানিও। গান্ধর্বতুল্য প্রিয়দর্শন অস্ত্রবিশারদ অশ্বত্থামা, মূর্খ শঠ দুর্যোধন, তার তুল্যই মূর্খ দুষ্টস্বভাব দুর্যোধন, যদুধিবৃদ্ধ ধার্মিক বৈশ্যপুত্র যদুযুগ্ম, মহাধনবৃদ্ধ ভূরিশ্রবা ও শল্য, অম্বিতীয় অক্ষপটু মিথ্যাবৃদ্ধি গান্ধাররাজ শকুনি, যিনি পাণ্ডবদেব জয় কবতে চান এবং দুর্যোধনাদিকে মৃগ্য ক'রে রেখেছেন সেই কর্ণ, অগাধবৃদ্ধি দীর্ঘদর্শী বিদুর যিনি আমাদের পিতামাতার তুল্য মাননীয় শূভাচারী ও উপদেষ্টা; এবং যারা বৃদ্ধা, রাজভাষা বা আমাদের পুত্রবৃদ্ধ-স্থানীয়া, তাঁদের সকলকে কুশলজিজ্ঞাসা ক'রো। তুমি অস্তঃপুরে গিবে কল্যাণীয়া কুমারীদের আলিঙ্গন ক'রে জানিও যে আমি আশীর্বাদ করছি তাবা অনুকূলে পতি লাভ করুক। বৈশ্য দাসদাসী ঋগ ও কুব্জদের, এবং অন্ধ ও বধির শিল্পীদের অনাময় জিজ্ঞাসা ক'রো। যে সকল ব্রাহ্মণ আমার নিকট বৃত্তি পেতেন তাঁদের জন্য দুর্যোধনকে ব'লো। ভীষ্মের চরণে আমার প্রণাম জানিয়ে ব'লো, পিতামহ, যাতে আপনার সকল পৌত্র প্রীতিযুক্ত হয়ে জীবিত থাকে সেই চেষ্টা করুন। দুর্যোধনকে ব'লো, নরশ্রেষ্ঠ, পরদ্রব্যে লোভ ক'রো না, আমরা শান্তিই চাই, তুমি রাজ্যের একটি প্রদেশ আমাদের দাও। অথবা আমাদের পাঁচ ভ্রাতাকে পাঁচটি গ্রাম দাও — কুশস্থল বৃকস্থল মাকন্দী বারগাবত এবং আর একটি, তা হ'লেই বিবাদের অবসান হবে।

সঞ্জয়, আমি সন্ধি বা যুদ্ধ উভয়ের জন্য প্রস্তুত, মৃদু বা দারুণ দুই কার্যেই সমর্থ।

যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় নিয়ে সঞ্জয় সত্তর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ফিরে এসে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনি পুত্রের বশবর্তী হয়ে পাণ্ডবদেব রাজ্য ভোগ করতে চাচ্ছেন এতে আপনার পৃথিবীব্যাপী অখ্যাতি হয়েছে। আপনার দোষেই কুরুপাণ্ডবদের বিরোধ ঘটেছে, যদি যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে না দেন তবে আপনি যেমন শত্ৰু তৃণ দংশ করে সেইবদে অর্জুন কৌরবগণকে ধ্বংস করবেন। আপনি অবিশ্বস্ত লোকদের মতে চলছেন, বিশ্বস্ত লোকদের বর্জন করেছেন; আপনার এমন শক্তি নেই যে এই বিশাল রাজ্য রক্ষা করতে পারেন। আমি রথের বেগে প্রান্ত হয়েছি, আজ্ঞা দিন এখন শয়ন করতে যাই। যুধিষ্ঠির যা বলেছেন কাল প্রভাতে আপনাকে জানাব।

## ॥ প্রজাগর- ও সনৎসুজাত- পর্বাদ্যায় ॥

### ৮। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে বিদুর — বিরোচন ও সুষম্বা

সঞ্জয় চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে আনিয়ে বললেন, পাণ্ডবদের কাছ থেকে ফিরে এসে সঞ্জয় আমাকে ভৎসনা করেছে, কাল সে যুধিষ্ঠিরের কথা জানাবে। আমি উৎকণ্ঠায় দংশ হচ্ছি, আমার নিদ্রা আসছে না, মনের শান্তি নেই, সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন বিকল হয়েছে। বিদুর, তুমি আমাকে সৎপরামর্শ দাও।

বিদুর বললেন, মহারাজ, যুধিষ্ঠির রাজোচিত লক্ষণযুক্ত এবং গ্রিলোকের অধিপতি হবার যোগ্য। তিনি আপনার আজ্ঞাবহ ছিলেন সেজন্যই নির্বাসনে গিয়েছিলেন। আপনি ধর্মজ্ঞ, কিন্তু অন্ধ, সেজন্য বাজ্যলাভের যোগ্য নন। দুর্যোধন শকুনি কর্ণ ও দ্রুপাদাসনকে প্রভু দিয়ে আপনি কি ক'রে শ্রেয়োলাভ করতে পারেন? আপনি পাণ্ডবগণকে তাঁদের পিতৃরাজ্য দান করুন, তাতে আপনি সপুত্র সুখী হবেন, আপনার অখ্যাতি দূর হবে। যত কাল মানুষের কীর্তি ঘোষিত হয় তত কালই সে স্বর্গভোগ করে। আপনি পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে সরল ব্যবহার করুন, তাতে আপনি ইহলোকে কীর্তি এবং মরণান্তে স্বর্গ লাভ করবেন। একটি প্রাচীন কথা বলছি শুনুন।—

কেশিনী নামে এক অতুলনীয় রূপবতী কন্যা ছিলেন। তাঁর স্বয়ংবরে প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন উপস্থিত হ'লে কেশিনী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ না দৈত্য শ্রেষ্ঠ? বিরোচন বললেন, প্রজাপতি কশ্যপের বংশধর দৈত্যরাই শ্রেষ্ঠ, সর্বলোক আমাদেরই অধীন। কেশিনী বললেন, কাল সূধন্বা এখানে আসবেন, তখন তোমাদের দুজনেই দেখব। পরদিন সূধন্বা এলে কেশিনী তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দিলেন। বিরোচন বললেন, সূধন্বা আমার এই হিরণ্ময় আসনে বসুন। সূধন্বা বললেন, তোমার আসন আমি স্পর্শ করলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে বসব না, তোমার পিতা আমার আসনের নিম্নে বসেন। বিরোচন বললেন, স্বর্ণ গো অশ্ব প্রভৃতি অসুরদের যে বিত্ত আছে সে সমস্তই আমি পণ রাখছি; যিনি অভিজ্ঞ তিনিই বলবেন আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। সূধন্বা বললেন, স্বর্ণ গো প্রভৃতি তোমারই থাকুক, জীবন পণ রাখা হ'ক।

দুজনে প্রহ্লাদের কাছে উপস্থিত হলেন। প্রহ্লাদ বললেন, তোমরা পূর্বে কখনও একসঙ্গে চলতে না, এখন কি তোমাদের সখ্য হয়েছে? বিরোচন বললেন, পিতা, সখ্য হয় নি, আমরা জীবন পণ রেখে তকের মীমাংসার জন্য আপনার কাছে এসেছি। সূধন্বার সংবর্ধনার জন্য প্রহ্লাদ পাদ্য জল, মধুপক ও দুই স্থূল শ্বেত বৃষ আনতে বললেন। সূধন্বা বললেন, ওসব থাকুক, আপনি আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিন — ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, না বিরোচন শ্রেষ্ঠ? প্রহ্লাদ বললেন, সূধন্বার পিতা অগ্নিগরা আমাব চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সূধন্বার মাতা বিরোচনের মাতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিরোচন, তুমি পরাজিত হয়েছ, তোমার প্রাণ এখন সূধন্বার অধীন। সূধন্বা, আমার প্রার্থনায় তুমি বিরোচনকে প্রাণদান কর। সূধন্বা বললেন, দৈত্যরাজ, আপনি ধর্ম্মানুসারে সত্য কথা বলেছেন, পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলেন নি, সেজন্য বিরোচনকে মৃত্তি দিলাম। ইনি কুমারী কেশিনীকে সমক্ষে আমার পাদপ্রক্ষালন করুন। (১)

উপাখ্যান শেষ ক'রে বিদুর বললেন, মহারাজ, পররাজ্যের জন্য মিথ্যা ব'লে আপনি পুত্র ও অমাত্য সহ বিনষ্ট হবেন না। পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করুন, পাণ্ডবরা যেমন সত্যপালন করেছেন দুর্বোধনকেও সেইরূপ সত্যরক্ষার প্রবৃত্ত করুন, তিনি পূর্বে যে পাপ করেছেন আপনি তার অপনয়ন করুন। বিদুর আরও অনেক

---

(১) মূলে আছে — ‘পাদপ্রক্ষালনং কুর্বাৎ কুমারীঃ সমিখৌ মম।’ টীকাকার নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করেছেন, আমার সমিখানে কুমারী কেশিনীর পাদপ্রক্ষালন করুন, অর্থাৎ তাঁকে বিবাহ করুন; বিবাহের পূর্বে বরকন্যা হরিদ্রা দিয়ে পরস্পরের পাদপ্রক্ষালন করে।

উপদেশ দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তুমি যা বললে সবই সত্য, পান্ডবদের সঙ্গে আমি ন্যায়সংগত ব্যবহার করতে চাই, কিন্তু দুর্যোধন কাছে এলেই আমার বদ্বন্ধি পরিবর্তন হয়। মানুষের ভাগ্যই প্রবল, পদ্রুশকাব নিবল্লক। বিদুব, তোমার কথা অতি বিচিত্র, যদি আরও কিছু বলবার থাকে তো বল। বিদুব বললেন, আমি শূদ্রযোনিতে জন্মেছি, অধিক কিছু বলতে সাহস করি না। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সনৎসুজাত (সনৎকুমার) আপনার সকল সংশয় খণ্ডন করবেন।

বিদুব স্মরণ করলে সনৎসুজাত তখনই আবির্ভূত হলেন। তাঁকে যথাবিধি অর্চনা করে বিদুব বললেন, ভগবান, ধৃতরাষ্ট্র সংশয়াপন্ন হয়েছেন, আপনি এমন উপদেশ দিন যাতে এর সকল দ্বন্দ্ব দূর হয়। বিদুব ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় সনৎসুজাত ধর্ম ও মোক্ষ বিষয়ক বহু উপদেশ দিলেন।

## ॥ যানসন্ধিপর্বাদ্যায় ॥

### ৯। কৌরবসভায় বাদানুবাদ

ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত রাষ্ট্র বিদুব ও সনৎসুজাতের সঙ্গে আলাপে যাপন করলেন। পর্বদিন তিনি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হলেন। সকলে আসন গ্রহণ করলে সঞ্জয় তাঁর দৌত্যের বৃত্তান্ত সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

ভীষ্ম বললেন, আমি শূন্যে দেবগণেরও পূর্বতন নর-নারায়ণ স্বাধীন অর্জুন ও কৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, এঁরা সদাসুহৃদেরও অজেয়। বৎস দুর্যোধন, ধর্ম ও অর্থ থেকে তোমার বদ্বন্ধি চ্যুত হয়েছে, যদি আমার বাক্য গ্রাহ্য না কর তবে বহুলোকের মৃত্যু হবে। কেবল তুমিই তিনজনের মতে চল — নিকৃষ্টজাতীয় সূত্রপদ্রু কর্ণ যাকে পরশুরাম অভিশাপ দিয়েছিলেন, সুবলপদ্রু শকুনি, এবং ক্ষুদ্রাশয় পাপবদ্বন্ধি দুর্যোধন।

কর্ণ বললেন, পিতামহ, আমি ক্ষত্রধর্ম পালন করি, ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হই নি, আমার কি দুর্যোধন দেখেছেন যে নিশা করছেন? আমি সকল পান্ডবকে যুদ্ধে বধ করব। যাদের সঙ্গে পূর্বে বিরোধ হয়েছে তাদের সঙ্গে আর সন্ধি হতে পারে না। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, এই দুর্মতি সূত্রপদ্রুর জন্যই তোমার দুর্যোধন পদ্রু বিপদে পড়বে। বিরাতনগরে যখন এর ভ্রাতা অর্জুনের হস্তে নিহত হয়েছিলেন,

তখন কর্ণ কি করছিলেন? কৌরবগণকে পরাভূত করে অর্জুন যখন তাঁদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন তখন কর্ণ কি বিদেশে ছিলেন? ঘোষযাত্রায় গন্ধর্ব্বরা যখন তোমার পুত্রকে হরণ করেছিল তখন কর্ণ কোথায় ছিলেন? এখন ইনি বৃষের ন্যায় আশ্চর্য্যজনক করছেন।

মহামতি দ্রোণ বললেন, মহারাজ, ভীষ্ম যা বলবেন আপনি তাই করুন, গর্বিত লোকের কথা শুনবেন না। যুদ্ধের পূর্বেই পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করা ভাল মনে কার, কারণ অর্জুনের তুল্য ধনুর্ধর ত্রিলোকে নেই। ভীষ্ম ও দ্রোণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র মন দিলেন না, তাঁদের সঙ্গে কথাও বললেন না, কেবল সঞ্জয়কে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, সঞ্জয়, আমাদের বহু সৈন্য সমবেত হয়েছে শুনে যুধিষ্ঠির কি বললেন? কাঁরা তাঁর আজ্ঞার অপেক্ষা কবছেন? কাঁরা তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিবস্ত হতে বলছেন? সঞ্জয় বললেন, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতাবা এবং পাণ্ডাল কেকয় ও মৎস্যগণ, গোপাল ও মেঘপালগণ, সকলেই যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ। সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে যেন চিন্তা করতে লাগলেন এবং সহসা মুর্ছিত হলেন। বিদুরের মুখে সঞ্জয়ের অবস্থা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পাণ্ডবরা একে উদ্‌বিস্মিত করেছেন।

কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, যুধিষ্ঠিরের মহাবল ভ্রাতারা, মহাতেজা দ্রুপদ, তাঁর পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিশুশ্রী যিনি পূর্বজন্মে কাশীরাজের কন্যা ছিলেন এবং ভীষ্মের বধকামনায় তপস্যা করে দ্রুপদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ ক'বে পবে পুত্ররূপে হয়েছেন (১), কেকয়রাজের পুত্র পুত্র, বৃষ্ণবংশীয় মহাবীর সাত্যকি, কাশীরাজ, দ্রৌপদীর পুত্র পুত্র, কৃষ্ণতুল্য বলবান অভিমন্যু, শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু, তাঁর ভ্রাতা শবভ, জরাসন্ধপুত্র সহদেব ও জয়ৎসেন, এবং স্বয়ং বাসুদেব—এঁরাই যুধিষ্ঠিরের সহায়।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি ভীমকে সর্বাপেক্ষা ভয় করি, সে ক্ষমা করে না, শত্রুকে ভোলে না, পরিহাসকালেও হাসে না, বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করে। উষ্মত্বভাবে বহুভোজী অস্পষ্টভাষী পিঙ্গলনয়ন ভীম গদাঘাতে আমার পুত্রদের বধ করবে। পাণ্ডবরা জয়ী হবে জেনেও আমি পুত্রদের বারণ করতে পারছি না, কারণ মানুষ্যের ভাগ্যই বলবান। পাণ্ডবগণ যেমন ভীষ্মের পৌত্র এবং দ্রোণ-কৃপের শিষ্য, আমার পুত্রগণও তেমন। ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপ এই তিন বৃদ্ধ আমার আশ্রয়ে আছেন, এঁরা



সজ্জন, যা কিছু এঁদের দান করোঁছি তার প্রতিদান এঁরা নিশ্চয় করবেন। এঁরা আমার পুত্রের পক্ষে থাকবেন এবং যুদ্ধশেষ পর্যন্ত সৈন্যগণের অগ্রণী হবেন। কিন্তু দ্রোণ ও কর্ণ অজ্ঞানের বিপক্ষে দাঁড়ালেও জয় সম্বন্ধে আমার সংশয় রয়েছে, কারণ কর্ণ ক্ষমাশীল ও অসতর্ক এবং দ্রোণাচার্য্য স্থাবির ও অজ্ঞানের গুরুদ্ব। শুনোঁছি তিন তেজ একই রথে মিলিত হবে—কৃষ্ণ, অজ্ঞান ও গান্ধীব ধনু। আমাদের তেমন সারাথি নেই, যোদ্ধা নেই, ধনুও নেই। কৌববগণ, যুদ্ধ কবা আমি ভাল মনে করি না। আপনারা ভেবে দেখুন, যদি আপনাদের মত হয় তবে আমি শান্তির চেষ্টা করব।

সজ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনি ধীরবুদ্ধি, অজ্ঞানের পরাক্রমও জানেন, তথাপি কেন পুত্রদের বশে চলেন জানি না। দ্যুতসভায় পাণ্ডবদের প্রতিবার পবাজয় শুন্যে আপনি বালকের ন্যায় হেসেছিলেন। তাঁদের যে কটুবাক্য বলা হয়েছিল তা আপনি উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁরা যখন বনে যান তখনও আপনি বাব বার হেসেছিলেন। এখন আপনি অসহাযের ন্যায় বৃথা বিলাপ করছেন। ভীমার্জুন যার পক্ষে যুদ্ধ করবেন তিনিই নিখিল বসুধাব বাজা হবেন। এখন আপনার দুরাত্মা পুত্র ও তার অনুগামীদের সর্ব উপায়ে নিবৃত্ত করুন।

দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, ভয় পাবেন না। পাণ্ডবরা বনে গেলে কৃষ্ণ, কেকয়গণ, ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বহু রাজা সৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থেব নিকটে এসে আমাদের নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, পাণ্ডবদের উচিত কৌরবদের উচ্ছেদ ক'বে পুনর্বীর রাজ্য অধিকার করা। গদ্যুতচরেব মূখে এই সংবাদ পেয়ে আমার ধারণা হয় যে পাণ্ডবরা তাঁদের বনবাসের প্রতিজ্ঞা পালন করবেন না, যুদ্ধে আমাদের পবাস্ত কববেন। সেই সময়ে আমাদের মিত্র ও প্রজারা সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের দিক্কার দিচ্ছিল। তখন আমি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও অশ্বথামাকে বললাম, পিতা আমার জন্য দংশ ভোগ করছেন, অতএব সন্ধি করাই ভাল। তাতে ভীষ্মদ্রোণাদি আমাকে আশ্বাস দিলেন। ভয় পেয়ো না, যুদ্ধে কেউ আমাদের জয় করতে পারবে না। মহারাজ, অমিততেজা ভীষ্মদ্রোণাদির তখন এই দৃঢ় ধারণা ছিল। এখন পাণ্ডবগণ পূর্বোপেক্ষা বলহীন হয়েছে, সমস্ত পৃথিবী আমাদের বশে এসেছে, যে রাজারা আমাদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন তাঁরা সদ্ধে দংশে আমাদেরই অংশভাগী হবেন, অতএব আপনি ভয় দূর করুন। আমাদের সৈন্যসমাবেশে যুদ্ধিষ্ঠির ভীত হয়েছেন তাই তিনি কেবল পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন, তাঁর রাজধানী চান নি। বৃকোদরের বল সম্বন্ধে আপনি যা মনে করেন তা মিথ্যা। আমি যখন বলরামের কাছে অশ্রুশিক্ষা করতাম তখন সকলে

বলত গদাযুদ্ধে আমার সমান পৃথিবীতে কেউ নেই। আমি এক আঘাতেই ভীমকে যমালয়ে পাঠাব। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা কর্ণ ভূরিপ্রবা শল্য ভগদত্ত ও জয়দ্রথ—এঁদের যে কেউ পাণ্ডবদের বধ করতে পারেন, এঁরা সম্মিলিত হ'লে ক্ষণমধ্যেই তাদের যমালয়ে পাঠাবেন। কর্ণ ইন্দ্রের কাছ থেকে অমোঘ শক্তি অস্ত্র লাভ করেছেন; সেই কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুন কি করে বাঁচবেন? আমাদের যে দশ কোটি সংশস্তক (১) সৈন্য আছে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে—হয় আমরা অর্জুনকে মারব, না হয় তিনি আমাদের মারবেন। আমাদের এগার অক্ষৌহিণী সেনা, আর পাণ্ডবদের সাত, তবে আমাদের পবাজয় হবে কেন? বৃহস্পতি বলেছেন, শত্রুর সেনা যদি এক-তৃতীয়াংশ ন্যূন হয়, তবে তার সঙ্গে যুদ্ধ কববে। আমাদের সেনার আধিক্য বিপক্ষসেনার এক-তৃতীয়াংশকে অতিক্রম কবে। মহারাজ, বিপক্ষের বল সর্বপ্রকারেই আমাদের তুলনায় হীন।

ধৃতবাস্ত্ব বললেন, আমরা পুত্র উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বকছে, এ কখনও ধর্মবাজ যুদ্ধাধিবকে জয় করতে পারবে না। পাণ্ডবদেব বল ভীষ্ম যথার্থরূপে জানেন, সেজন্যই এর যুদ্ধে বৃদ্ধি নেই। সঞ্জয়, যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবগণকে কে উত্তেজিত করছে? সঞ্জয় বললেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন; তিনিই পাণ্ডবগণকে উৎসাহ দিচ্ছেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, দুর্যোধন, যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত হও, অধরাজ্যই তোমাদের জীবিকা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট, পাণ্ডবগণকে তাদের ন্যায্য ভাগ দাও। আমি যুদ্ধ ইচ্ছা করি না, ভীষ্মদ্রোণাদিও করেন না।

দুর্যোধন বললেন, আপনার অথবা ভীষ্মদ্রোণাদির ভরসায় আমি বল সংগ্রহ করি নি। আমি, কর্ণ ও দুর্যোধন, আমরা এই তিন জনেই পাণ্ডবদের বধ করব। আমি জীবন রাজ্য ও সমস্ত ধন ত্যাগ করব, কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে একত্র বাস করব না। তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দিয়ে যে পরিমাণ ভূমি বিস্তৃত করা যায় তাও আমি পাণ্ডবদের ছেড়ে দেব না।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি দুর্যোধনকে ত্যাগ করলাম, সে যমালয়ে যাবে। যারা তার অনুগমন করবে তাদের জন্যই আমার শোক হচ্ছে। দেবগণ পাণ্ডবদের পিতা, তাঁরা পুত্রদের সাহায্য করবেন, ভীষ্মদ্রোণাদির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন। দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হ'লে পাণ্ডবদের প্রতি কেউ দৃষ্টপাত করতেও পারবে না।

দুর্যোধন বললেন, দেবতারা কাম স্বেষ লোভ দ্রোহ প্রভৃতি ত্যাগ করেই

দেবত্ব পেয়েছেন, তাঁরা পুত্রদের সাহায্য করবেন না। যদি করতেন তবে পাণ্ডবরা এত কাল কষ্ট পেতেন না। দেবতারা আমার উপর বিক্রম প্রকাশ করবেন না, কারণ আমারও পরম তেজ আছে। আমি মন্ত্রবলে অগ্নি নির্বাপণ করতে পারি, ভূমি বা পর্বতশিখর বিদীর্ণ হ'লে পূর্ববৎ স্থাপন করতে পারি, শিলাবৃষ্টি ও প্রবল বায়ু নিবারণ করতে পারি, জল স্তম্ভিত ক'বে তার উপর দিয়ে রথ ও পদাতি নিয়ে যেতে পারি। দেব গন্ধর্ব অসুর বা রাক্ষস কেউ আমার শত্রুকে হার করতে পারবে না। আমি যা বলি তা সর্বদাই সত্য হয়, সেজন্য লোকে আমাকে সত্যবাক বলে।

কর্ণ বললেন, আমি পরশুরামের কাছে যে ব্রহ্মাস্ত্র পেয়েছি তাতেই পাণ্ডব-গণকে সবান্ধবে সংহার করব। আমি পরশুরামকে নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে-ছিলাম সেজন্য তিনি শাপ দেন—অন্তিম কালে এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার স্ববশে আসবে না। তার পর তিনি আমার উপর প্রসন্ন হয়েছিলেন। আমার আয়ু এখনও অবশিষ্ট আছে, ব্রহ্মাস্ত্রও আছে, অতএব পাণ্ডবদের নিশ্চয় জয় করব। মহারাজ, ভীষ্মদ্রোণাদি আপনার কাছেই থাকুন, পবশুরামের প্রসাদে আমিই সসৈন্যে গিয়ে পাণ্ডবদের বধ করব।

ভীষ্ম বললেন, কর্ণ, কৃতান্ত তোমার বৃদ্ধি অভিভূত করেছেন তাই গর্ব করছ। তোমার ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত্র কেশবেব সুদর্শন চক্রের আঘাতে ভস্মীভূত হবে। যে সপর্মান্থ বাণকে তুমি নিত্য পূজা কর তা অর্জুনের বাণে তোমার সঙ্গেই বিনষ্ট হবে। যিনি বাণ ও নরক অসুদের হন্তা, যিনি তোমার অপেক্ষাও পরাক্রান্ত শত্রুকে সংহার করেছেন, সেই বাসুদেবই অর্জুনকে রক্ষা করবেন।

কর্ণ বললেন, মহাত্মা কৃষ্ণের প্রভাব নিশ্চয়ই এইরূপ, কিংবা আরও অধিক। কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম আমাকে কটুবাক্য বলেছেন, সেজন্য আমি অস্ত্র ত্যাগ করলাম। ইনি যুদ্ধে বা এই সভায় আমাকে দেখতে পাবেন না। এ'র মৃত্যুর পর পৃথিবীর সকল রাজা আমার পরাক্রম দেখবেন। এই বলে কর্ণ সভা থেকে চলে গেলেন।

ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, কর্ণ সত্যপ্রতিজ্ঞ, কিন্তু কি ক'বে তাব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে? এই নবান্ন যখন নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পবশুরামের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিল তখনই এর ধর্ম আব তপস্যা নষ্ট হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রকে অনেক উপদেশ দিলেন, সজয়ও নানাপ্রকারে বোঝালেন যে পাণ্ডবদের জয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু দুর্যোধন নীরবে রইলেন। তখন রাজারা উঠে সভা থেকে চলে গেলেন। তার পর ধৃতরাষ্ট্রের অনুবোধে ব্যাসদেব ও গান্ধারীর সমক্ষে সজয় কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন।

## ॥ ভগবদ্ব্যনপর্বাধ্যায় ॥

### ১০। কৃষ্ণ, যদুধিষ্ঠিরাদি ও দ্রৌপদীর অভিমত

সজয় হস্তিনাপুরে চলে গেলে যদুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, তুমি ভিন্ন আর কেউ নেই যিনি আমাদের বিপদ থেকে ত্রাণ করতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধনেব অভিপ্রায় কি তা তুমি সজয়ের কথায় জেনেছ। লঙ্ঘ্য ধৃতরাষ্ট্র আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে না দিয়েই শান্তি কামনা করছেন, তিনি স্বধর্ম দেখছেন না, স্নেহের বশে মূর্খ পুত্রের মতে চলছেন। জনার্দন, আমি আমার মাতা ও মিত্রগণকে পালন করতে পারছি না এর চেয়ে দঃখ আর কি আছে? দ্রুপদ বিরাট প্রভৃতি রাজগণ এবং তুমি সহায় থাকতেও আমি শৃঙ্গু পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলাম, কিন্তু দুরাখ্যা দুর্যোধন তাও দেবে না। ধনশালী লোক ধনহীন হ'লে যত দঃখ পায়, স্বভাবত নিধন লোক তত দঃখ পায় না। আমরা কিছুতেই পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করতে পারি না, উম্মারের চেষ্টায় যদি আমাদের মৃত্যু হয় তাও ভাল। যদুধিষ্ঠির পাপজনক, তাতে দঃখ পঙ্কেরই ক্ষতি হয়; যারা সম্ভজন ধীব ও দয়ালু তাঁরাই যদুধিষ্ঠির মরেন, নিকৃষ্ট লোকেই বেঁচে থাকে। বৈব স্ৱারা বৈরের নিবৃত্তি হয় না, বরণ বৃষ্টি হয়, যেমন ঘটযোগে অগ্নির হয়। আমরা রাজ্য ত্যাগ করতে চাই না, কুলক্ষয়ও চাই না। আমরা সর্বতোভাবে সন্ধির চেষ্টা করব, তা যদি বিফল হয় তবেই যদুধিষ্ঠির করব। কুরুব প্রথমে লাঙ্গুল চালনা, তার পর গজর্জন, তার পর দন্তপ্রকাশ, তার পর যদুধিষ্ঠির করে, তাদের মধ্যে যে বলবান সেই মাংস ভক্ষণ করে। মানুষেরও এই স্বভাব, কোনও প্রভেদ নেই। মাধব, এখন কি করা উচিত? যাতে আমাদের স্বার্থ ও ধর্ম দঃখ রক্ষা হয় এমন উপায় তুমি বল, তোমার তুল্য সুহৃৎ আমাদের কেউ নেই।

কৃষ্ণ বললেন, মহাবাজ, আপনাদের দঃখ পঙ্কের হিতার্থে আমি কৌরবসভায় যাব, যদি আপনাদের স্বার্থহানি না ক'রে শান্তি স্থাপন করতে পারি তবে আমার মহাপুণ্য হবে। যদুধিষ্ঠির বললেন, তুমি কৌরবদের কাছে যাবে এ আমার মত নয়। দুর্যোধন তোমার কথা রাখবে না, সে যদি তোমার প্রতি দুর্য্যবহার কবে তবে তা আমাদের অত্যন্ত দঃখকর হবে। কৃষ্ণ বললেন, দুর্যোধন পাপমতি তা আমি জানি, কিন্তু আমি যদি সন্ধির জন্য তাঁর কাছে যাই তবে অন্য লাভ না হ'লেও লোকে আমাদের যদুধিষ্ঠির ব'লে দোষ দেবে না, কৌরবগণ আমাকে ঋদ্ধ করিতেও সাহস করবেন না।

যদুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণ, তোমার যা অভিরূচি তাই কর, তুমি কৃতকার্ব হয়ে

নিরাপদে ফিরে এস। তুমি কথা বলতে জান, যে বাক্য ধর্মসংগত ও আমাদের হিতকর তা মৃদু বা কঠোর যাই হ'ক তুমি বলবে।

কৃষ্ণ বললেন, আপনার বৃদ্ধি ধর্মাপ্রিত, কিন্তু কৌরবগণ শত্রুতা করতে চান। যুদ্ধ না করে যা পাওয়া যাবে তাই আপনি যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হওয়া বা হত হওয়াই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম, দুর্বলতা তাঁর পক্ষে প্রশংসনীয় নয়। ধৃতরাষ্ট্রের পদ্রুগণ সন্ধি করবেন এমন সম্ভাবনা নেই, ভীষ্মদ্রোণাদির ভরসায় তাঁরা নিজেদের প্রবল মনে করেন, আপনি মৃদুভাবে অনুরোধ করলে তাঁরা শুনবেন না। আমি কৌরবসভায় গিয়ে আপনার গুণ আর দুর্যোধনের দোষ দুইই বলব, সকলের সমক্ষে দুর্যোধনের নিন্দা করব। কিন্তু আমি যুদ্ধেরই আশঙ্কা করছি, বিবিধ দলক্ষণও দেখাচ্ছি, অতএব আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন।

ভীম বললেন, মধুসূদন, তুমি এমনভাবে কথা বলো যাতে শান্তি হয়, যুদ্ধের ভয় দেখিও না। দুর্যোধন অসহিষ্ণু ক্রোধী, কিসে ভাল হয় তা বোঝে না, তাকে মিষ্ট বাক্য বলো। আমবা বরং হীনতা স্বীকার করব, কিন্তু ভরতবংশ যেন বিনষ্ট না হয়। তুমি পিতামহ ভীষ্ম ও সভাসদগণকে বলো, তাঁদের যত্নে যেন দুর্যোধন শান্ত হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে সৌভ্রাতৃ স্থাপিত হয়। আমি শান্তির জন্যই বলছি, ধর্মরাজও শান্তি প্রার্থনা করেন; অর্জুন দয়ালু, তিনিও যুদ্ধার্থী নন।

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, ধার্মাষ্ট্রদের বধ করবার ইচ্ছায় তুমি অন্য সময়ে যুদ্ধের প্রার্থনাই করে থাক। তুমি নিদ্রা যাও না, উবুড় হয়ে শোও, সর্বদাই অশান্ত বাক্য বল, অকারণে হাস বা কাঁদ, দুই জানদুর মধ্যে মাথা রেখে দীর্ঘকাল চক্ষু মৃদে থাক এবং প্রায়ই দ্রুতগতি ও ওষ্ঠদংশন কর। ক্রোধের জন্যই এমন কর। তুমি বলেছিলে, “পূর্বদিকে সুর্য্যোদয় এবং পশ্চিম দিকে সুর্যাস্ত যেমন ধ্রুব সত্য, আমি গদাঘাতে দুর্যোধনকে বধ করব এও সেরূপ সত্য।” তুমি ভ্রাতাদের কাছে গদা স্পর্শ করে এই শপথ করেছে, অথচ আজ তুমি শান্তিকামী হয়েছ। কি আশ্চর্য, যুদ্ধকাল উপস্থিত হ'লে যুদ্ধকামীরও চিন্তা বিমুখ হয়, তুমিও ভয় পেয়েছ! পর্বতের বিচলন যেমন আশ্চর্য তোমার কথাও সেইরূপ। ভরতবংশধর, তোমার কুলগৌরব স্মরণ কর, উৎসাহী হও, অবসাদ ত্যাগ কর। অরিন্দম, এই গ্লানি তোমার অযোগ্য, ক্ষত্রিয় নিজের বীর্যে যা লাভ করে না তা ভোগও করে না।

কোপনস্বভাব ভীম উত্তম অশ্বের ন্যায় কিঞ্চিৎ ধাবিত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, আমার উদ্দেশ্য না বুঝেই তুমি অন্যরূপ মনে করছ। তুমি দীর্ঘকাল আমাব সঙ্গে

বাস করেছ সেজন্য আমার স্বভাব তোমার জানা উচিত; অথবা অগাধ জলে যে ভাসে সে যেমন জলের পরিমাণ বোঝে না তেমনই তুমিও আমাকে বোঝ না। মাধব, তুমি অন্যায় বাক্যে আমাকে ভৎসনা করেছ, আর কেউ এমন করতে সাহস করে না। আত্মপ্রশংসা নীচ লোকের কর্ম, কিন্তু তোমার তিরস্কারে তাড়িত হয়ে আমি নিজের বলের কথা বলছি।—এই অন্তরীক্ষ ও এই জগৎ যদি সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে দ্দুই শিলাখণ্ডের ন্যায় ধাবিত হয় তবে আমি দ্দুই বাহু দিয়ে তাদের রোধ করতে পারি। সমস্ত পাণ্ডবশত্রুকে আমি ভূতলে ফেলে পা দিয়ে মর্দন করব। জনার্দন, যখন ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হবে তখন তুমি আমাকে জানতে পারবে। আমার দেহ অবসন্ন হয় না, মন কম্পিত হয় না, সর্বলোক ক্রুদ্ধ হ'লেও আমি ভয় পাই না। সৌহার্দ্য ও ভরতবংশের রক্ষার জন্যই আমি শান্তি বলাচ্ছি।

কৃষ্ণ বললেন, তোমার মনোভাব জানাবার জন্য আমি প্রণয়বশেই বলেছি, তিরস্কার বা পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্য নয়। তোমার মাহাত্ম্য বল ও কীর্তি আমি জানি। তুমি ক্রীকের ন্যায় কথা বলছিলে সেজন্য শাস্কিত হয়ে আমি তোমার তেজ উপদীপিত করেছি।

অর্জুন বললেন, জনার্দন, আমার যা বলবার ছিল তা যদুধিষ্ঠিরই বলেছেন। তুমি মনে করছ যে ধৃতরাষ্ট্রের লোভ এবং আমাদের বর্তমান দুর্ববস্থার জন্য শান্তি-স্থাপন সুসাধ্য হবে না। \*সম্যক যত্ন করলে কর্ম নিশ্চয়ই সফল হয়। তুমি আমাদের হিতার্থে যা করতে যাচ্ছ তা মৃদু বা কঠোর কি ভাবে সম্পন্ন হবে তা অনিশ্চিত। তুমি যদি মনে কর যে ওদেব বধ কবাই উচিত তবে অবিলম্বে আমাদের সেই উপদেশই দিও, আর বিচার করো না।

কৃষ্ণ বললেন, তুমি যা বললে আমি তাই করব, কিন্তু দৈব অনুকূল না হ'লে কেবল পুরুষকায়ে কর্ম সম্পন্ন হয় না। ধর্মরাজ পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন, কিন্তু দুর্যোধনকে তা বলা উচিত নয়, সেই পাপাত্মা তাতেও সন্তুষ্ট হবে না। বাক্য ও কর্ম দ্বারা যা সাধ্য তা আমি করব, কিন্তু শান্তির আশা করি না।

নকুল বললেন, মাধব, ধর্মরাজ ভীমসেন ও অর্জুনের মত তুমি শূনেছ; সে সমস্ত অতিক্রম ক'বে তুমি যা কালোচিত মনে কর তাই করবে। মানুষ্যের মতের স্থিরতা নেই, বনবাসকালে আমাদের একপ্রকার মত ছিল, অজ্ঞাতবাসকালে অন্যপ্রকার হয়েছিল, এখন আবার অন্যপ্রকার হয়েছে। তোমার প্রসাদে আমাদের কাছে সাত অশ্বোহিণী সেনা সমাগত হয়েছে, এদের দেখলে কে ভীত হবে না? তুমি কৌরব-সভার গিয়ে প্রথমে মৃদুবাক্য বলবে, তার পর ভয় দেখাবে। তোমার কথা শূনে

ভীষ্ম দ্রোণ বিদূর ও বাহুবলীকরাজ অবশ্যই বৃদ্ধবেন কিসে সকলের শ্রেয় হবে এবং তাঁরা ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকেও বোঝাতে পারবেন।

সহদেব বললেন, কৃষ্ণ, ধর্মরাজ যা বলেছেন তা সনাতন ধর্ম বটে, কিন্তু যাতে যুদ্ধ হয় তুমি তাই করবে, কৌরবরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে। দ্যুতসভায় পাণ্ডালীর নিগ্রহের পর যদি দুর্যোধন নিহত না হয় তবে আমার ক্রোধ কি ক'রে শান্ত হবে? ধর্মরাজ আর ভীমার্জুন যদি ধর্ম নিয়েই থাকেন তবে আমি ধর্ম ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ কবব।

সাত্যকি বললেন, মহামতি সহদেব সত্য বলেছেন, দুর্যোধন হত হ'লেই আমার ক্রোধের শান্তি হবে। রণকর্কশ বীর সহদেবের যে মত, সকল যোদ্ধারই সেই মত। সাত্যকির কথা শুনে যোদ্ধারা চারিদিক থেকে সিংহনাদ ক'রে উঠলেন এবং সকলেই সাধু সাধু বললেন।

অশ্রুপূর্ণনয়নে দ্রৌপদী বললেন, মধুসূদন, তুমি জান যে দুর্যোধন শঠতা ক'রে পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত করেছে, ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায়ও সঞ্জয়ের মূখে শুনেছ। যুদ্ধিষ্ঠির পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন, দুর্যোধন সে অনুবোধও গ্রাহ্য কবে নি। রাজ্য না দিয়ে সে যদি সন্ধি করতে চায় তবে তুমি সম্মত হযো না, পাণ্ডবগণ তাঁদের মিত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্যোধনের সৈন্য বিনষ্ট কবতে পারবেন। তুমি কৃপা ক'রো না, সাম বা দান নীতিতে যে শত্রু শান্ত হয় না তার উপব দণ্ডপ্রয়োগই বিধেয়। এই কার্য পাণ্ডবদের কর্তব্য, তোমাব পক্ষে যশস্কব, ক্ষত্রিয়েরও সুখকর। ধর্মজ্ঞরা জানেন, অবধ্যকে বধ করলে যে দোষ হয় বধ্যকে বধ না করলে সেই দোষ হয়। জনার্দন, যজ্ঞবেদী থেকে আমার উৎপত্তি, আমি দ্রুপদরাজের কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয়সখী, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, পণ্ড ইন্দ্রতুলা পণ্ড পাণ্ডবের মহিষী; আমার মহারথ পণ্ড পুত্র তোমার কাছে অভিমন্যুরই সমান। কেশব, তোমরা জীবিত থাকতে আমি দ্যুতসভায় পাণ্ডবদেব সমক্ষেই নিগ্রহীত হয়েছি, এ'দের নিশ্চেষ্ট দেখে আমি 'গোবিন্দ রক্ষা কর' বলে তোমাকে স্মরণ করেছি। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্রের বরে এ'রা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে বনবাসে যাত্রা করেন। ধিক অর্জুনের ধনদ্বারগ, ধিক ভীমসেনের বল, দুর্যোধন মূহূর্তকালও জীবিত আছে!

ইত্যুক্ত্বা মৃদুসংহাবং বৃজিনাগ্রং সুদর্শনম্।

সুনীলমসিতাপাঙ্গী সর্বগন্ধাধিবাসিতম্॥

সর্বলক্ষণসম্পন্নং মহাভুজগবর্চসম্।

কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেণ পাণিনা॥

পশ্মাক্ষী পদ্মডরীকাক্ষমুপেত্য গজগামিনী ।  
 অশ্রুপদর্শেক্ষণা কৃষ্ণা কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥  
 অয়ন্তু পদ্মডরীকাক্ষ দঃশাসনকরোন্মদতঃ ।  
 স্মতব্যঃ সর্বকার্ষেব্দ পরেবাং সন্ধিমিচ্ছতা ॥  
 যদি ভীমার্জুনৌ কৃষ্ণ কৃপণৌ সন্ধিকামদুকৌ ।  
 পিতা মে যোৎস্যতে বৃন্দঃ সহ পদ্রৈর্মহারথেঃ ॥  
 পঞ্চ চৈব মহাবীৰ্যাঃ পুত্রা মে মধুসূদন ।  
 অভিমন্যুং পদ্বস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরূভিঃ সহ ॥  
 দঃশাসনভুজং শ্যামং সংচ্ছিন্নং পাংশুগদুস্তিতম্ ।  
 যদ্যহন্তু ন পশ্যামি কা শান্তিহৃদযস্য মে ॥  
 ব্রযোদশ হি বর্ষাণি প্রতীক্ষন্ত্যা গতানি মে ।  
 নিধায় হৃদয়ে মন্যুং প্রদীপ্তমিবপাবকম্ ॥  
 বিদীৰ্যতে মে হৃদয়ং ভীমবাক্শল্যাপীড়িতম্ ।  
 যোহয়মদ্য মহাবাহুর্ধর্মমেবান্দপশ্যতি ॥

—এই কথা বলে অসিতনয়না কৃষ্ণ তাঁর কোমল কৃষ্ণবর্ণ কুণ্ডিতাগ্র সুন্দর  
 সর্বলক্ষণযুক্ত সর্বগন্ধাধিবাসিত মহাভুজগদাশ বর্ণী বাম হস্তে ধরে কৃষ্ণের কাছে  
 গিয়ে বললেন, পদ্মডরীকাক্ষ, তুমি যখন শত্রুদের সঙ্গে সন্ধির কথা বলবে তখন  
 সর্বদা এই বর্ণী স্মরণ করো—যা দঃশাসন হাত দিয়ে টেনেছিল। ভীমার্জুন  
 যদি দীনভাবে সন্ধি কামনা করেন তবে আমার বৃন্দ পিতা ও তাঁর মহারথ পুত্রগণ  
 কোঁরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, অভিমন্যুকে অগ্রবর্তী করে আমার পাঁচ বীর পুত্রও  
 যুদ্ধ করবে। দঃশাসনের শ্যামবর্ণ বাহু যদি ছিন্ন ও ধূলিলিপ্ত না দেখি তবে  
 আমার হৃদয় কি করে শান্ত হবে? প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় ক্রোধ নিরুদ্ধ রেখে আমি  
 তের বৎসর কাটিয়েছি, এখন ভীমের বাক্শল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। এই  
 মহাবাহু আজ ধর্মের প্রতি মন দিয়েছেন!

এই বলে দ্রৌপদী অশ্রুধারায় বক্ষ সিক্ত করে কম্পিতদেহে গদগদকণ্ঠে  
 রোদন করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ বললেন, ভাবিনী, যাদের উপর তুমি রুদ্ধ হয়েছ সেই কোঁরবগণ সৈন্যে  
 সবাশ্ববে বিনষ্ট হবে, তাদের ভার্যারা রোদন করবে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যদি  
 আমার কথা না শোনে তবে তারা নিহত হয়ে ভূমিতে পড়ে শৃগালকুক্কুরের খাদ্য হবে।



হিমালয় যদি বিচলিত হয়, মেদিনী যদি শতধা বিদীর্ণ হয়, নক্ষত্রসমেত আকাশ যদি পতিত হয়, তথাপি আমার কথা ব্যর্থ হবে না। কৃষ্ণা, অশ্রুসংবরণ কর, তুমি শীঘ্রই দেখতে পাবে তোমার পতিগণ শত্রুবধ করে রাজশ্রী লাভ করেছেন।

### ১১। কৃষ্ণের হস্তিনাপদ্রুগমন

শরৎকালের অন্তে কার্তিক মাসে একদিন প্রভাতকালে শ্রুত মুহূর্তে কৃষ্ণ স্নানাহিক করে সূর্য ও অগ্নির উপাসনা করলেন। তার পর তিনি শ্রুতযাত্রার জন্য বৃষস্পর্শ, ব্রাহ্মণদের অভিবাদন এবং অগ্নি প্রদক্ষিণ করে শিনির পৌত্র সাত্যকিকে বললেন, শঙ্খ চক্র গদা তুণীর শক্তি ও অন্যান্য সর্বপ্রকার অস্ত্র আমার রথে রাখ, কারণ শত্রুকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কৃষ্ণের পরিচারকগণ তাঁর রথ প্রস্তুত করলে। এই রথ চতুরশ্বযোজিত, অর্ধচন্দ্র চন্দ্র মৎস্য পশু পক্ষী ও পদুপের চিত্রে শোভিত, স্বর্ণ ও মণিরস্ত্রে ভূষিত, এবং ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। রথের উপরে গরুড়ধ্বজ স্থাপিত হ'লে কৃষ্ণ সাত্যকিকে তুলে নিলেন। বিশিষ্ট বামদেব শত্রু নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ কৃষ্ণের দক্ষিণ দিকে দাঁড়ালেন। পাণ্ডবগণ এবং দ্রুপদ বিরাট প্রভৃতি কিছুদূর অনুগমন করলেন।

যদুর্ধিস্তর বললেন, জনার্দন, যিনি আমাদের বাল্যকাল থেকে বর্ধিত করেছেন, দুর্যোধনের ভয় ও মৃত্যুসংকট থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদের জন্য বহু দুঃখ ভোগ কবেছেন, পদ্রুগবিরহবিধুরা আমাদের সেই মাতাকে তুমি অভিবাদন ও আলিঙ্গন করে আশ্বস্ত করো। আমরা যখন বনে যাই তখন তিনি সর্বোদনে আমাদের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিলেন, আমরা তাঁকে পরিত্যাগ করে প্রস্থান করেছিলাম। তুমি ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও অশ্বত্থামা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ রাজগণকে আমাদের হয়ে অভিবাদন করো, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে আলিঙ্গন করো।

অর্জুন বললেন, গোবিন্দ, দুর্যোধন যদি তোমার কথায় অবজ্ঞা না করে অর্ধরাজ্য আমাদের দেয় তবে আমরা সদ্ধী হব, তা যদি না করে তবে তার পক্ষের সকল ক্ষত্রিয়কে আমি বিনষ্ট করব। এই কথা শুনে ভীম আনন্দিত হয়ে কম্পিতদেহে সগর্বে গর্জন করে উঠলেন। সেই নিনাদ শুনে সৈন্যগণ কম্পিত হ'ল, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মলমূত্র ত্যাগ করলে।

কৃষ্ণের সারথি দারুণ দ্রুতবেগে রথ চালালেন। কিছুদূর যাবার পর নারদ দেবল মৈত্রেয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পরশুরাম প্রভৃতি মহর্ষিগণ কৃষ্ণের কাছে এসে

বললেন, মহামতি কৃষ্ণ, আমরা তোমার বাক্য ও তার প্রত্যুত্তর শোনবার জন্য কৌরবসভায় যাচ্ছি। তুমি নির্বিঘ্নে অগ্রসর হও, সভায় আবার আমরা তোমাকে দেখব। সূর্যাস্তকালে আকাশ লোহিতবর্ণ হ'লে কৃষ্ণ বৃক্স্থলগ্রামে পৌঁছলেন। পবিচারকগণ তাঁর রাত্রিবাসের জন্য সেখানে শিবিরস্থাপন ও খাদ্যাপানীয় প্রস্তুত কবলে। কৃষ্ণ স্থানীয় ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে ভোজন করালেন।

কৃষ্ণ আসছেন এই সংবাদ দ্রুতমুখে শ্রুত্রে ধৃতরাষ্ট্র হৃষ্ট হয়ে তাঁব উপযুক্ত সংবর্ধনার জন্য পুত্রকে আদেশ দিলেন। দুর্যোধন নানা স্থানে সন্সজ্জিত পটমণ্ডপ নির্মাণ এবং খাদ্য পেষ প্রভৃতিব আযোজন করলেন। কৃষ্ণ সেসকল উপেক্ষা করে কৌরবরাজধানীর দিকে চললেন।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন, আমি কৃষ্ণকে অশ্বসমেত ষোলটি স্বর্ণভূষিত রথ, আটটি মদস্রাবী হস্তী, যাদের সন্তান হয় নি এমন এক শ রূপবতী দাসী, এক শ দাস এবং বহু কম্বল ও মৃগচর্ম উপহার দেব। এই উজ্জ্বল বিমল মণি যা দিনে ও রাত্রিতে দীপ্তি দেয়, এটিও দেব। দুর্যোধন ভিন্ন আমার সকল পুত্র ও পৌত্র, সালংকারা বারাগ্ননাগণ এবং অনাবৃতমুখে কল্যাণীয়া কন্যাগণ কৃষ্ণের প্রত্যুদগমনের জন্য যাবে। ধবজপতাকায় নগর সাজানো হ'ক, পথে জল দেওয়া হ'ক।

বিদুর বললেন, মহারাজ, আপনি সরল পথে চলুন, আমি বদ্বতে পারাছি আপনি ধর্মের জন্য বা কৃষ্ণের প্রিয়কামনায় উপহার দিচ্ছেন না, আপনার এই ভূরি-দক্ষিণা মিথ্যা ছিল মাত্র। পাণ্ডবরা পাঁচটি গ্রাম চান, আপনি তাও দিতে প্রস্তুত নন, অথচ অর্থ দিয়ে কৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনবার ইচ্ছা করছেন। ধনদান বা নিন্দা বা অন্য উপায়ে আপনি কৃষ্ণার্জনের মধ্যে ভেদ ঘটাতে পারবেন না। পূর্ণ কুম্ভ, পাদপ্রক্ষালনের জল এবং কুশলপ্রশ্ন ভিন্ন জনার্দন কিছুই গ্রহণ করবেন না। তিনি কুরুপাণ্ডবের মঙ্গলকামনায় আসছেন, আপনি তাঁব সেই কামনা পূর্ণ করুন।

দুর্যোধন বললেন, বিদুর সত্য বলেছেন, কৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রতি অনুরক্ত, তাঁকে আমাদের পক্ষে আনা যাবে না। তিনি নিশ্চয়ই পূজাহ, কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করে তাঁকে এখন মহার্ঘ উপহার দেওয়া উচিত নয়, তিনি মনে করবেন আমরা ভয় পেয়েছি। আমরা যুদ্ধে উদ্যোগী হয়েছি, যুদ্ধে ভিন্ন শান্তি হবে না।

কুরুপিতামহ ভীষ্ম বললেন, তোমরা কৃষ্ণের সমাদর কর বা না কর তিনি ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু তাঁকে যেন অবজ্ঞা করা না হয়। তিনি যা বলবেন বিশ্বস্তচিত্তে

তোমাদের তাই করা উচিত। তিনি ধর্মসংগত ন্যায়্য কথাই বলবেন, তোমরাও তাঁকে প্রিয়বাক্য বলো।

দুর্যোধন বললেন, আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্যভোগ করতে পারব না। যা স্থির করেছি শুনুন—আমি জনার্দনকে আবদ্ধ করে রাখব, তা হলে যাদবগণ পাণ্ডবগণ এবং সমস্ত পৃথিবী আমার বশে আসবে।

দুর্যোধনের এই দুরভিসন্ধি শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, এমন ধর্মবিরুদ্ধ কথা বলো না, হৃষীকেশ দূত হয়ে আসছেন, তার উপর তিনি তোমার বৈবাহিক, আমাদের প্রিয় এবং নিরপরাধ। ভীষ্ম বললেন, ধৃতরাষ্ট্র, তোমাব দুর্যোধি পুত্র কেবল অনর্থ বরণ করে, তুমিও এই পাপাত্মার অনুসরণ কবছ। কৃষ্ণকে বন্ধন করলে দুর্যোধন তার অমাত্য সহ ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হবে। এই বলে ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

প্রাতঃকালে কৃষ্ণ বৃক্শল ত্যাগ করে হস্তিনাপুরে এলেন। দুর্যোধনের ভ্রাতারা এবং ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রত্যুদগমন করলেন। রাজপথে বহু লোক কৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগল, বরনাবীগণ উপর থেকে দেখতে লাগলেন, তাঁদের ভারে অতিবৃহৎ অট্টালিকাও যেন স্থানচ্যুত হ'ল। তিন কক্ষ্য (মহল) অতিক্রম করে কৃষ্ণ ধৃতবাশ্ট্রের কাছে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রাদি সকলেই গাত্রোত্থান করে সংবর্ধনা কবলেন। পুরোহিতগণ যথাবিধি গো মধুপর্ক ও জল দিয়ে কৃষ্ণের সৎকার করলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর কৃষ্ণ বিদুরের ভবনে গেলেন এবং অপরাহ্নে পিতৃষ্মসা কুন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন।

## ১২। কুন্তী, দুর্যোধন ও বিদুরের গৃহে কৃষ্ণ

কৃষ্ণের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে কুন্তী সরোদনে বললেন, বৎস, আমার পুত্রেরা বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়েছিল, আমিই তাদের পালন করেছিলাম। পূর্বে যারা বহু ঐশ্বর্যের মধ্যে সুখে বাস করত তারা কি করে বনবাসেব কণ্ট সইল? ধর্মাত্মা যদ্বিষ্ঠির ও মহাবল ভীমার্জুন কেমন আছে? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বশবর্তী আমার সেবাকারী বীর সহদেব কেমন আছে? যাকে আমি নিমেষমাত্র না দেখে থাকতে পারতাম না সেই নকুল কেমন আছে? যিনি আমার সকল পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, যিনি কুরুসভায় নিগহীত হয়েছিলেন, সেই কল্যাণী দ্রৌপদী কেমন আছেন? আমি দুর্যোধনের দোষ দিচ্ছি না, নিজের পিতারই নিন্দা করি। বাল্যকালে যখন আমি

কন্দুক নিয়ে খেলতাম তখন তিনি কেন আমাকে কুন্তিভোজের (১) হাতে দিয়েছিলেন? আমি পিতা ও ভাশদ্রু ধৃতরাষ্ট্র কতৃক বশিত হয়েছি, আমার বেঁচে লাভ কি? অর্জুনের জন্মকালে দৈববাণী হয়েছিল — এই পুত্র পৃথিবীজয়ী হবে, এর যশ স্বর্গ স্পর্শ করবে। কৃষ্ণ, যদি ধর্ম থাকেন তবে যাতে সেই দৈববাণী সফল হয় তার চেষ্টা ক'রো। খনজয় আর বৃকোদরকে ব'লো, ক্ষত্রিয় নারী যে নিমিত্ত পুত্র প্রসব করে তার কাল উপস্থিত হয়েছে। এই কাল যদি বৃথা অতিক্রম কর তবে তা অতি অশুভকর কর্ম হবে। উপযুক্ত কাল সমাগত হ'লে জীবনত্যাগও করতে হয়, তোমরা যদি নীচ কর্ম কর তবে চিরকালের জন্য আমি তোমাদের ত্যাগ করব। নকুল-সহদেবকে ব'লো, তোমরা বিক্রমার্জিত সম্পদ ভোগ কর, প্রাণের মাল্য ক'রো না। অর্জুনকে ব'লো, তুমি দ্রৌপদীর নির্দিষ্ট পথে চলবে।

কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, আপনাব ন্যায় মহীয়সী কে আছেন? হংসী যেমন এক হৃদ থেকে অন্য হৃদে আসে সেইরূপ আপনার পিতা শূবের (২) বংশ থেকে আপনি কুন্তিভোজের বংশে এসেছেন। আপনি বীষপত্নী, বীরজননী। শীঘ্রই পুত্রদের নীরোগ কৃতকার্য হতশত্রু রাজপ্ৰীতিসম্ভবিত ও পৃথিবীর অধিপতি দেখবেন।

কুন্তীর নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ দুর্যোধনের গৃহে গেলেন। সেখানে দুর্যোধান কর্ণ শকুনি এবং নানা দেশের রাজারা ছিলেন। সংবর্ধনার পর কৃষ্ণ আসনে উপবিষ্ট হ'লে দুর্যোধান তাঁকে ভোজনের অনুরোধ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ সম্মত হলেন না। দুর্যোধান বললেন, জনার্দন, তোমার জন্য যে খাদ্য পানীয় বসন ও শয্যার আয়োজন করা হয়েছে তা তুমি নিলে না কেন? তুমি কুরুপান্ডব দুই পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী ও আত্মীয়, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়, তথাপি আমাদের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করলে এর কারণ কি?

কৃষ্ণ তাঁর বিশাল বাহু তুলে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, ভরতবংশধর, দূত কৃতকার্য হ'লেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করে। দুর্যোধান বললেন, এমন কথা বলা তোমার উচিত নয়, তুমি কৃতকার্য বা অকৃতকার্য যাই হও আমরা তোমাকে পূজা করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আছি, তোমার সঙ্গে আমাদের শত্রুতা বা কলহ নেই, তবে আপত্তি করছ কেন? ঈষৎ হাস্য ক'রে কৃষ্ণ বললেন, সম্প্রীতি থাকলে অথবা বিপদে পড়লে পরের অন্ন খাওয়া যায়। রাজা, তুমি আমাদের উপর প্রীত নও, আমি বিপদেও পড়ি নি। শত্রুর অন্ন খাওয়া অনুচিত, তাকে অন্ন দেওয়াও অনুচিত।

• (১) আদিপর্ব ১৯-পৰিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(২) শূব — বসুদেবের পিতা।

তুমি পাণ্ডবদের বিশ্লেষ কর, কিন্তু তাঁরা আমার প্রাণস্বরূপ। যে পাণ্ডবদের শত্রুতা করে সে আমারও করে, যে তাঁদের অনুকূল সে আমারও অনুকূল। দুর্য্যভিসম্বন্ধে জন্ম তোমার অন্ন দূষিত, তা আমার গ্রহণীয় নয়, আমি কেবল বিদুরের অন্নই খেতে পারি।

তার পর কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গেলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি সেখানে গিয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তোমার বাসের জন্য সুসজ্জিত বহু গৃহ নিবেদন করছি। কৃষ্ণ বললেন, আপনাদের আগমনেই আমি সংকৃত হয়েছি। ভীষ্মাদি চলে গেলে বিদুর বিবিধ পবিত্র ও উপাদেয় খাদ্যপানীয় এনে বললেন, গোবিন্দ, এতেই তুষ্ট হও, তোমার যোগ্য সমাদর কে করতে পারে? ব্রাহ্মণগণকে নিবেদনের পর কৃষ্ণ তাঁর অনুচরদের সঙ্গে বিদুরের অন্ন ভোজন করলেন।

রাত্রিকালে বিদুর বললেন, কেশব, এখানে আসা তোমার উচিত হয় নি। দুর্য্যোধন অধার্মিক ক্রোধী দুর্য্যবিনীত ও মূর্খ। সে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির ভবসায় এবং বহু সেনা সংগ্রহ করে নিজেকে অজেয় মনে করে। যার হিতাহিত জ্ঞান নেই তাকে কিছুর বলা বধিরের নিকট গান গাওয়াব সমান। দুর্য্যোধন তোমার কথা গ্রাহ্য করবে না। নানা দেশের রাজারা সসৈন্যে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছেন, যাঁদের সঙ্গে পূর্বে তোমার শত্রুতা ছিল, যাঁদের ধন তুমি হরণ করেছ, তাঁরা সকলেই এখানে এসেছেন। কৌরবসভায় এইসকল শত্রুদের মধ্যে তুমি কি করে যাবে? মাধব, পাণ্ডবদের উপর আমার যে প্রীতি আছে তারও অধিক প্রীতি তোমার উপর আছে, সেজন্যই এই কথা বলছি।

কৃষ্ণ বললেন, আপনার কথা মহাপ্রাজ্ঞ বিচক্ষণ এবং পিতামাতার ন্যায় হিতৈষী ব্যক্তিরই উপযুক্ত। আমি দুর্য্যোধনের দৃষ্ট স্বভাব এবং তার অনুগত রাজাদের শত্রুতা জেনেও এখানে এসেছি। মৃত্যুপাশ থেকে পৃথিবীকে যে মুক্ত করতে পারে সে মহান ধর্ম লাভ করে। মানুষ যদি ধর্মার্থে যথাসাধ্য যত্ন করে তবে সম্পন্ন করতে না পারলেও তার পুণ্য হয়। আবার, কেউ যদি মনে মনে পার্শ্বচিন্তা করে কিন্তু কার্যত করে না তবে সে পাপের ফল পায় না, ধর্মজগণ এইরূপ বলেন। আমি কুব্জপাণ্ডবের মধ্যে শাস্তিস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যাতে তাঁরা যুদ্ধে বিনষ্ট না হন। জ্ঞাতীদের মধ্যে ভেদ হলে যিনি সর্বপ্রথমে মধ্যস্থতা না করেন তাঁকে মিত্র বলা যায় না। আমি শাস্তির চেষ্টা করলে কোনও শত্রু বা মূর্খ লোক বলতে পারবে না যে কৃষ্ণ ঋত্থ কুরুপাণ্ডবগণকে বারণ করলেন না। দুর্য্যোধন যদি আমার ধর্মসম্মত হিতকর কথা না শোনে তবে তিনি কালের কবলে পড়বেন।

## ১৩। কৌরবসভায় কৃষ্ণের অভিভাষণ

পরদিন প্রভাতকালে স্দকণ্ঠ স্দতমাগধগণের বন্দনায় এবং শঙ্খ ও দ্দন্দাভির রবে কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তাঁর প্রাতঃকৃত্য শেষ হ'লে দ্দর্ষোধন ও শকুনি তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম প্রভৃতি তোমার প্রতীক্ষা করছেন। কৃষ্ণ অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং কৌশ্তুভ মণি ধারণ ক'বে বিদূরকে নিয়ে রথে উঠলেন। দ্দর্ষোধন শকুনি এবং সাত্যকি প্রভৃতি রথে গজে ও অশ্বে অন্দগমন করলেন। বহু সহস্র অস্ত্রধারী সৈন্য কৃষ্ণের অগ্রে এবং বহু হস্তী ও রথ তাঁর পশ্চাতে গেল। রাজসভার নিকট এসে কৃষ্ণের অন্দচরণ শঙ্খ ও বেণুর ববে সর্বাদক নিনাদিত করলে। বিদূর ও সাত্যকির হাত ধ'রে কৃষ্ণ সভাম্বাবে রথ থেকে নামলেন। তিনি সভায় প্রবেশ করলে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণাদি এবং সমস্ত রাজাবা সসম্মানে গাত্রোত্থান করলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সর্বতোভদ্র নামে একটি স্বর্ণভূষিত আসন কৃষ্ণের জন্য রাখা ছিল। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ক'রে কৃষ্ণ ভীষ্মকে বললেন, নারদাদি ঋষিগণ অন্তরীক্ষে রয়েছেন, তাঁরা এই রাজসভা দেখতে এসেছেন; তাঁদের সংবর্ধনা ক'রে আসন দিন, তাঁরা না বসলে আমরা কেউ বসতে পারি না। ভীষ্মের আদেশে ভূতারা মণিকাণ্ডনভূষিত বহু আসন নিয়ে এল, ঋষিরা তাতে ব'সে অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন।

অতসীন্দ্রপের ন্যায় শ্যামবর্ণ পীতবসনধারী জন্যদন স্দবর্ণে গ্রীথিত ইন্দুনীলমণির ন্যায় শোভমান হলেন। তাঁর আসন স্পর্শ ক'রে বিদূর একটি মৃগচর্মাবৃত মণিময় পীঠে বসলেন। কর্ণ ও দ্দর্ষোধন কৃষ্ণের অদূরে একই আসনে বসলেন। সভা নীরব হ'ল। নিদাঘান্তে মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীরকণ্ঠে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন ক'রে বললেন, ভরতনন্দন, যাতে কুরুপাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের বিনাশ না হয় তার জন্য আমি প্রার্থনা করতে এসেছি। আপনাদের বংশ সকল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ, এই মহাবংশে আপনার নিমিত্ত কোনও অন্যায় কর্ম হওয়া উচিত নয়। দ্দর্ষোধনাদি আপনার পুত্রগণ অশিষ্ঠ, মর্যাদাজ্ঞানশূন্য ও লোভী, এরা ধর্ম ও অর্ধ পরিহার ক'বে নিজের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। কৌরবগণের ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়েছে, আপনি যদি উপেক্ষা করেন তবে পৃথিবীর ধ্বংস হবে। আপনি ইচ্ছা করলেই এই বিপদ নিবারিত হ'তে পারে। মহারাজ, যদি পুত্রদের শাসন করেন এবং সখির জন্য যত্নবান হন তবে দ্দুই পক্ষেরই

মঙ্গল হবে। পাণ্ডবগণ যদি আপনার রক্ষক হন তবে ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে পারবেন না। যে পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কৰ্ণ প্রভৃতি আছেন সেই পক্ষে যদি পশুপাণ্ডব ও সাত্যকি প্রভৃতি যোগ দেন তবে কোন দুর্য্যোধন তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবে? কৌরব ও পাণ্ডবগণ মিলিত হ'লে আপনি অজেয় ও পৃথিবীর অধিপতি হবেন, প্রবল রাজারাও আপনার সঙ্গে সন্ধি করবেন। পাণ্ডবগণ অথবা আপনার পুত্রগণ যুদ্ধে নিহত হ'লে আপনার কি সুখ হবে বলুন। পৃথিবীর সকল রাজা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্য ধ্বংস করবেন। মহারাজ, এই প্রজাবর্গকে আপনি হাণ করুন, আপনি প্রকৃতিস্থ হ'লে এরা জীবিত থাকবে। এরা নিরপরাধ, দাতা, লজ্জাশীল, সজ্জন, সদ্বংশীয়, এবং পরস্পরের সুহৃৎ, আপনি মহাভয় থেকে এদের রক্ষা করুন। এই রাজারা, যাঁরা উত্তম বসন ও মালা ধারণ ক'রে এখানে সমবেত হয়েছেন, এঁরা ক্রোধ ও শত্রুতা ত্যাগ ক'রে পানভোজনে তৃপ্ত হয়ে নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। পিতৃহীন পাণ্ডবগণ আপনার আশ্রয়েই বর্ধিত হয়েছিলেন, আপনি এখনও তাঁদের পুত্রের ন্যায় পালন করুন। পাণ্ডবগণ আপনাকে এই কথা বলেছেন — আপনার অজ্ঞায় আমরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে বহু দুঃখ ভোগ করেছি, তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি নি। আপনি আমাদের পিতা, আপনিও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, আমাদের প্রাপ্য রাজ্যের ভাগ দিন। আমরা সকলে বিপথে চলেছি, আপনি পিতা হয়ে আমাদের সংপথে আনুন, নিজেও সংপথে থাকুন। পাণ্ডবরা এই সভাসদগণকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন, এঁরা ধর্মজ্ঞ, যেন অন্যায় কার্য না করেন, যে সভায় অধর্ম ধর্মকে এবং অসত্য সত্যকে বিনষ্ট করে সেখানকার সভাসদগণও বিনষ্ট হন।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, এই সভায় যেসকল মহাপাল আছেন তাঁরা বলুন আমার বাক্য ধর্মসংগত ও অর্থকর কিনা। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনি ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করুন, ক্রোধের বশীভূত হবেন না। অজ্ঞাতশত্রু ধর্মাত্মা যুদ্ধার্থীরা আপনার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছেন তা আপনি জানেন। জতুগৃহদাহেব পর তিনি আপনার আশ্রয়েই ফিরে এসেছিলেন। আপনি তাঁকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সকল রাজাকে বশে এনে আপনারই অধীন করেছিলেন, আপনার মর্ষাদা লঙ্ঘন করেন নি। তার পর শকুনি কপট দ্যুতে তাঁর সর্বস্ব হরণ করেছিলেন। সে অবস্থাতেও এবং দ্রৌপদীর নিগ্রহ দেখেও যুদ্ধার্থীরা ধৈর্যচ্যুত হন নি। মহারাজ, পাণ্ডবগণ আপনার সেবা করতে প্রস্তুত, যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত, আপনি যা হিতকর মনে করেন তাই করুন।

## ১৪। রাজা দম্ভোদভব — সন্মুখ ও গরুড়

সভায় যে রাজারা ছিলেন তাঁরা সকলেই মনে মনে কৃষ্ণবাক্যের প্রশংসা করলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না, নীরবে বোমাশিঙ হায়ে রইলেন। তখন জামদগ্ন্য পরশুরাম বললেন, মহারাজ, আমি একটি সত্য দৃষ্টান্ত বলছি শুনুন।—পুত্রকালে দম্ভোদভব নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি সর্বদা সকলকে প্রশ্ন করতেন, আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা আমার সমান যোদ্ধা কেউ আছে কিনা। এক তপস্বী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন, গন্ধমাদন পর্বতে নর ও নারায়ণ নামে দুই পুত্রশ্রেষ্ঠ তপস্যা করছেন, তুমি কখনও তাঁদের সমান নও, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। দম্ভোদভব বিশাল সৈন্য নিয়ে গন্ধমাদনে গিয়ে ক্ষুৎপিপাসা ও শীতাতপে শীর্ণ দুই ঋষিকে দেখলেন এবং তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রার্থনা করলেন। নর-নারায়ণ বললেন, এই আশ্রমে ক্রোধ লোভ অস্ত্রশস্ত্র বা কুটিলতা নেই, এখানে যুদ্ধ হতে পারে না, তুমি অন্যত্র যাও, পৃথিবীতে বহু ক্ষত্রিয় আছে। দম্ভোদভব শুনলেন না, বার বার যুদ্ধ কবতে চাইলেন। তখন নর ঋষি এক মৃষ্টি ঈষীকা (কাশ তৃণ) নিয়ে বললেন, যুদ্ধকামী ক্ষত্রিয়, তোমার অস্ত্র আর সৈন্যদল নিয়ে এস। বাজা শরবর্ষণ কবতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ হ'ল। নর ঋষি ঈষীকা দিয়ে সৈন্যগণের চক্ষু কণ্ঠ নাসিকা বিন্ধ করতে লাগলেন। ঈষীকায় আচ্ছন্ন হয়ে আকাশ শ্বেতবর্ণ হয়ে গেছে দেখে রাজা নর ঋষির চরণে পড়লেন। নর বললেন, আর এমন ক'রো না, তুমি ব্রাহ্মণের হিতকামী এবং নিরোভ নিরহংকার জিতেন্দ্রিয় ক্ষমাশীল হয়ে প্রজাপালন কর, বলাবল না জেনে কাকেও আক্রমণ ক'রো না। তখন রাজা দম্ভোদভব প্রণাম ক'রে চলে গেলেন।

উপাখ্যান শেষ ক'বে পরশুরাম বললেন, মহারাজ, নারায়ণ ঋষি নব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, নর-নারায়ণই অর্জুন-কৃষ্ণ হয়ে জন্মেছেন। আপনি সদ্বৃদ্ধি অবলম্বন ক'বে পাণ্ডবগণের সঙ্গে সন্ধি করুন, যুদ্ধে মত দেবেন না।

মহর্ষি কন্ব বললেন, দুর্যোধন, মনে ক'রো না যে তুমিই বলবান, বলবান অপেক্ষাও বলবান দেখা যায়। একটি পুত্রবাতন ইতিহাস বলছি শোন।—ইন্দ্রসারথি মাতলির একটি অনুপমবদূপবতী কন্যা ছিল, তার নাম গদুণকেশী। মাতলি তাঁর কন্যার যোগ্য বব কোথাও না পেয়ে পাতালে গেলেন। সেই সময়ে নারদও বরুণের কাছে যাচ্ছিলেন; তিনি বললেন, আমরা তোমার কন্যার জন্য বর নির্বাচন ক'রে দেব। নারদ মাতলিকে নাগলোকে নিয়ে গিয়ে বিবিধ আশ্চর্য বস্তু দেখালেন। মাতলি



বললেন, এখানে আমার কন্যার যোগ্য বর কেউ নেই, অন্যত্র চলুন। নারদ মাতালিকে দৈত্যদানবদের নিবাস হিরণ্যপুরে নিয়ে গিয়ে বললেন, এখানকার কোনও পুরুষকে নির্বাচন করতে পার। মাতালি বললেন, দানবদের সঙ্গে আমি সম্বন্ধ করতে পারি না, তারা দেবগণের বিপক্ষ। অন্যত্র চলুন, আমি জানি আপনি কেবল বিরোধ ঘটাতে চান। তার পর নারদ গরুড়বংশীয় পক্ষীদের লোকে এসে বললেন, এরা নির্দয় সর্পভোজী, কিন্তু কার্যত ক্ষান্ত এবং বিষ্ণুর উপাসক। মাতালি সেখানেও বর নির্বাচন করলেন না। নারদ তাঁকে রসাতল নামক সপ্তম পৃথিবীতে নিয়ে গেলেন, যেখানে গোমাতা সুরভি বাস করেন, যার ক্ষীরধারা থেকে ক্ষীরোদ সাগরের উৎপত্তি।

তার পর তাঁরা অনন্ত নাগ বাসুদিকর পদ্বীতে গেলেন। সেখানে একটি নাগকে বহুক্ষণ দেখে মাতালি প্রশ্ন করলেন, এই সুরদর্শন নাগ কার বংশধর? একে গুণকেশীর যোগ্য মনে করি। নারদ বললেন, ইনি ঐরাবত নাগের বংশজাত আর্ষকের পৌত্র, এর নাম সুরমুখ। কিছুকাল পূর্বে এর পিতা চিকুর গরুড় কর্তৃক নিহত হয়েছেন। মাতালি প্রীত হয়ে বললেন, এই সুরমুখই আমার জামাতা হবেন। সুরমুখের পিতামহ আর্ষকের কাছে গিয়ে নারদ মাতালির ইচ্ছা জানালেন। আর্ষক বললেন, দেবর্ষি, ইন্দের সখা মাতালির সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ কে না চায়? কিন্তু গরুড় আমার পুত্র চিকুরকে ভক্ষণ করেছে এবং বলেছে এক মাস পবে সুরমুখকেও খাবে; এই কারণে আমার মনে সূখ নেই। মাতালি বললেন, সুরমুখ আমার সঙ্গে ইন্দের কাছে চলুন, ইন্দ্র গরুড়কে নিবৃত্ত করবেন।

নারদ ও মাতালি সুরমুখকে নিয়ে দেবরাজের কাছে গেলেন, সেখানে ভগবান বিষ্ণুও ছিলেন। নারদের মুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রুত্রে বিষ্ণু বললেন, বাসব, সুরমুখকে অমৃত পান করিয়ে অমর কর। ইন্দ্র সুরমুখকে দীর্ঘায়ু দিলেন, কিন্তু অমৃত পান করালেন না। তার পর সুরমুখ ও মাতালিকন্যা গুণকেশীর বিবাহ হ'ল।

সুরমুখ দীর্ঘায়ু পেয়েছেন জেনে গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে বললেন, তুমি আমাকে নাগভোজনের বর দিযেছিলে, এখন বাধা দিলে কেন? ইন্দ্র বললেন, আমি বাধা দিই নি, বিষ্ণুই সুরমুখকে অভয় দিয়েছেন। গরুড় বললেন, দেবরাজ, আমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর হবাব যোগ্য, তথাপি পরের ভৃত্য হয়েছি। তুমি থাকতে বিষ্ণু আমার জীবিকায় বাধা দিতে পারেন না, তুমি আর বিষ্ণুই আমার গৌরব নষ্ট করেছে। তার পর গরুড় বিষ্ণুকে বললেন, আমার পক্ষের এক অংশ দিয়েই তোমাকে আমি অক্রেপে বইতে পারি, ভেবে দেখ কে অধিক বলবান। বিষ্ণু বললেন, তুমি অতি দুর্বল হয়েও নিজেকে বলবান মনে করছ; অন্ডজ, আমার কাছে আত্মশ্লাঘা করো না।

আমি নিজেই নিজেকে বহন করি, তোমাকেও ধারণ করি। তুমি যদি আমার বাম বাহুর ভার সহিতে পার তবেই তোমার গর্ব সার্থক হবে। এই বলে বিষ্ণু তাঁর বাম বাহু গরুড়ের স্কন্ধে রাখলেন, হতচেতন হয়ে গরুড় পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে গরুড় প্রণাম করে বললেন, প্রভু, আমি তোমার ধনুজবাসী পক্ষী মাত্র, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার বল জানতাম না তাই মনে করতাম আমার বলের তুলনা নেই। তখন বিষ্ণু তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে সন্মুখকে গরুড়ের বক্ষে নিক্ষেপ করলেন। সেই অবধি সন্মুখের সঙ্গে গরুড় অবিবোধে বাস করেন।

উপাখ্যান শেষ হবে ক'বে ক'বে বললেন, গবুডেব গর্ব এইবুপে নষ্ট হয়েছিল। বৎস দুর্যোধন, যে পর্যন্ত তুমি যুদ্ধে পাণ্ডবদেব সম্মুখীন না হচ্ছ সেই পর্যন্তই তুমি জীবিত আছ। তুমি বিবোধ ত্যাগ কর, বাসুদেবকে আশ্রয় করে নিজের কুল রক্ষা কর। সর্বদর্শী নারদ জানেন, এই কৃষ্ণই চক্রগদাধর বিষ্ণু।

দুর্যোধন ক'বের দিকে চেয়ে উচ্চহাস্য করলেন এবং গজশৃঙ্গতুল্য নিজের উরুতে চপেটাঘাত করে বললেন, মহর্ষি, ঈশ্বর আমাকে যেমন সৃষ্টি কবেছেন এবং ভবিষ্যতে আমার যা হবে আমি সেই ভাবেই চলছি, কেন প্রলাপ বকছেন?

### ১৫। বিশ্বামিত্র, গালব, যযাতি ও মাধবী

নারদ বললেন, দুর্যোধন, সন্দ্রুদগণের কথা তোমার শোনা উচিত, কোনও বিষয়ে নির্বন্ধ (জিদ্দ) ভাল নয়, তার ফল ভয়ংকর হয়। একটি প্রাচীন ইতিহাস বলায় শোন।—পুরাকালে বিশ্বামিত্র যখন তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁর কাছে বিশিষ্টের রূপ ধরে স্বয়ং ধর্মদেব উপস্থিত হলেন। ক্ষুধার্ত অতিথিকে দেখে বিশ্বামিত্র ব্যস্ত হয়ে পরমায়ের চরু পাক করতে লাগলেন। ধর্ম অপেক্ষা করলেন না, অন্য তপস্বীদেব অন্ন ভোজন করলেন। তার পর বিশ্বামিত্র অভুজ্ঞ অন্ন নিয়ে এলে ধর্ম বললেন, আমি ভোজন করেছি, যে পর্যন্ত ফিরে না আসি তত কাল তুমি অপেক্ষা কর। বিশ্বামিত্র দুই হাতে মাথার উপর অন্নপাত্র ধরে বায়ুভোজী ও নিশেচেষ্ট হয়ে রইলেন। এই সময়ে শিষ্য গালব তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। এক বৎসর পরে বিশিষ্টরূপী ধর্ম ফিরে এসে বললেন, বিপ্রর্ষি, আমি তুষ্ট হয়েছি। এই বলে তিনি অন্ন ভোজন করে চলে গেলেন।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলেন এবং প্রীত হয়ে গালবকে বললেন, বৎস, এখন যেখানে ইচ্ছা হয় যেতে পার। গালব বললেন, আপনাকে গদ্যদাক্ষিণ্য কি দেব? তিনি বার বার এই প্রশ্ন করায় বিশ্বামিত্র

কিষ্কিণ্ণ ব্রহ্ম হস্বে বললেন, আমাকে আট শত এমন অশ্ব দাও যাদের কান্তি চন্দ্রের ন্যায় শূদ্র এবং একটি কুর্ণ শ্যামবর্ণ।

গালব দর্শিচলতাগ্রস্ত হয়ে বিষ্ণুকে স্মরণ করতে লাগলেন। তখন তাঁর সখা গরুড় এসে বললেন, গালব, আমার সঙ্গে এস, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। গরুড় গালবকে নিয়ে নানা দিকে নানা লোকে ভ্রমণ করলেন এবং পরিশেষে রাজা যযাতির কাছে এসে গালবের গরুড়দক্ষিণার জন্য অশ্ব প্রার্থনা করলেন। যযাতি বললেন, সখা, আমি পূর্বের ন্যায় ধনবান নই, কিন্তু এই ব্রহ্মর্ষিকে নিরাশ করতেও পারি না। গালব, আপনি আমার কন্যা মাধবীকে নিয়ে যান, বাজারা এই কন্যাব শত্ৰুস্বরূপ নিশ্চয় আপনার অভীষ্ট আট শত অশ্ব দেবেন, আমিও দৌহিত্র লাভ কব।

যযাতির কন্যা মাধবীকে নিয়ে গালব অযোধ্যার রাজা হর্ষশেবর কাছে গেলেন। তাঁর প্রার্থনা শুনে হর্ষশব বললেন, এই কন্যা অতি শূভলক্ষণা, ইনি রাজচক্রবর্তী পুত্রের জন্ম দিতে পারবেন। কিন্তু আপনি শত্ৰুস্বরূপ যা চান তেমন অশ্ব দুই শত মাত্র আমার আছে। আমি এই কন্যাব গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করব, আপনি আমার অভীষ্ট পূর্ণ করুন। মাধবী গালবকে বললেন, এক ব্রহ্মবাদী মূর্খ আমাকে বর দিয়েছেন—তুমি প্রত্যেক বার প্রসবের পর আবার কুমারী হবে। অতএব আপনি দুই শত অশ্ব নিয়ে আমাকে দান করুন; এর পরে আরও তিন রাজার কাছে আমাকে নিয়ে যাবেন, তাতে আপনার আট শত অশ্ব পূর্ণ হবে, আমারও চার পুত্র লাভ হবে। গালব হর্ষশবকে বললেন, মহারাজ, আমার শত্ৰুর চতুর্থাংশ দিয়ে আপনি এই কন্যার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করুন।

যথাকালে হর্ষশব বসুমনা নামে একটি পুত্র লাভ করলেন। তখন গালব তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনি অভীষ্ট পুত্র পেয়েছেন, এখন অবশিষ্ট শত্ৰুর জন্য আমাকে অন্য রাজার কাছে যেতে হবে। সত্যবাদী হর্ষশব তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে মাধবীকে প্রত্যর্পণ করলেন, মাধবীও পুনর্বীর কুমারী হয়ে গালবের সঙ্গে চললেন। তার পর গালব একে একে কাশীরাজ দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশানির কাছে গেলেন। তাঁরাও প্রত্যেকে দুই শত অশ্ব দিয়ে মাধবী বর্গে পুত্র উৎপাদন করলেন। তাঁদের পুত্রের নাম যথাক্রমে প্রতর্দন ও শিবি।

গরুড় গালবকে বললেন, পূর্বে মহর্ষি ঋচীক কান্যকুব্জরাজ গাধিকে এইরূপ সহস্র অশ্ব শত্ৰু দিতে তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেছিলেন। এই সকল অশ্ব ঋচীক বরুণালয়ে পেরেছিলেন। মহারাজ গাধি ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত

অশ্ব দান করেন, তাঁদের কাছ থেকে হর্ষশ্ব দিবোদাস ও উশীনর প্রত্যেকে দুই শত অশ্ব ক্রয় করেন, অবশিষ্ট চার শত পথে অপহৃত হয়। এই ক্লারণে আর এরূপ অশ্ব পাওয়া যাবে না, তুমি এই ছয় শতই বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দাও।

বিশ্বামিত্রের কাছে গিয়ে গালব বললেন, আপনি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ এই ছয় শত অশ্ব নিন এবং অবশিষ্ট দুই শতের পবিত্রার্থে এই কন্যাকে নিন। তিন জন রাজর্ষি এর গর্ভে তিনটি ধার্মিক পুত্র উৎপাদন করেছেন, আপনি চতুর্থ পুত্র উৎপাদন করুন। বিশ্বামিত্র বললেন, গালব, তুমি প্রথমেই এই কন্যা আমাকে দাও মি কেন, তা হ'লে আমার চারটি বংশধর পুত্র হ'ত। বিশ্বামিত্র মাধবীকে নিলেন, অশ্বগুদুলি তাঁর আশ্রমে বিচরণ করতে লাগল। যথাকালে অষ্টক নামে মাধবীর একটি পুত্র হ'ল। বিশ্বামিত্র এই পুত্রকে ধর্ম অর্থ ও অশ্বগুদুলি দান করলেন এবং মাধবীকে শিষ্য গালবেব হাতে দিয়ে বনে চ'লে গেলেন।

গালব মাধবীকে বললেন, তোমার প্রথম পুত্র বসুমনা দাতা, দ্বিতীয় প্রতর্দন বীব, তৃতীয় শিবি সত্যধর্মরত এবং চতুর্থ অষ্টক যজ্ঞকারী। তুমি এই চার পুত্র প্রসব করে আমাকে, চার জন রাজাকে এবং তোমার পিতাকে উদ্ভাব করেছ। তার পর গুরুদেবের সম্মতি নিয়ে গালব মাধবীকে যযাতির হস্তে প্রতাপর্ণ করে বনে তপস্যা করতে গেলেন।

যযাতি তাঁর কন্যাব স্বেয়ংবব কবাবার ইচ্ছা কবলেন। যযাতিপুত্র যদু ও পুরু ভগিনীকে রথে নিয়ে গঙ্গাযমুনাসংগমস্থ আশ্রমে গেলেন। বহু রাজা এবং নাগ যক্ষ গন্ধর্ব প্রভৃতি স্বেয়ংববে উপস্থিত হলেন, কিন্তু মাধবী সকলকে প্রত্যাখ্যান করে তপোবনকেই বরণ করলেন। তিনি মৃগীর ন্যায় বনচারিণী হয়ে বিবিধ ব্রতনিয়ম ও ব্রহ্মচার্য পালন করে ধর্মসম্পন্ন কবতে লাগলেন।

দীর্ঘ আশু ভোগ করে যযাতি স্বর্গে গেলেন। বহু বর্ষ স্বর্গবাসেব পর তিনি মোহবশে দেবতা ঋষি ও মনুষ্যকে অবজ্ঞা করতে লাগলেন। স্বর্গবাসী রাজর্ষিগণ তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, এ কেন স্বর্গে এল? কে একে চেনে? সকলেই বললেন, আমরা একে চিনি না। তখন যযাতির তেজ নষ্ট হ'ল, তিনি তাঁর আসন থেকে চ্যুত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পড়তে লাগলেন। দেবরাজের এক দূত এসে তাঁকে বললেন, রাজা, তুমি অত্যন্ত মদগর্বিত, সকলকেই অপমান কর, তুমি স্বর্গবাসের যোগ্য নও, গর্বের জন্যই তোমার পতন হ'ল। যযাতি স্থির করলেন, আমি সাধুজনের মধ্যেই পতিত হব। সেই সময়ে প্রতর্দন বসুমনা শিবি ও অষ্টক নৈমিষারণ্যে বাজপেয় যজ্ঞ করছিলেন। যজ্ঞের ধূম অবলম্বন করে যযাতি সেই চার রাজার মধ্যে অবতরণ

করলেন। তখন মাধবীও বিচরণ করতে করতে সেখানে এলেন এবং পিতা যষাভিকে প্রণাম করে বললেন, এই চার জন আমার পুত্র, আপনার দৌহিত্র। আমি যে ধর্ম সপ্তয় করেছি তার অর্ধ আপনি নিন। প্রতর্দন প্রভৃতি রাজারা তাঁদের জননী ও মাতামহকে প্রণাম করলেন। গালবও অকস্মাৎ সেখানে এসে বললেন, রাজা, আমার তপস্যার অষ্টম ভাগ নিয়ে আপনি স্বর্গারোহণ করুন।

সাধুজন যেন তাঁকে চিনতে পারলেন তৎক্ষণাৎ যষাতির পতন নিবারণিত হ'ল। প্রতর্দন প্রভৃতি উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমরা সংকর্মের ফলে যে পুণ্য লাভ করেছি তা আপনাকে দিলাম, তার প্রভাবে আপনি স্বর্গারোহণ করুন। যষাতি ভূমি স্পর্শ করলেন না, দৌহিত্রগণের উক্তির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ত্যাগ করে স্বর্গে উঠতে লাগলেন। দেবতাবা তাঁকে সাদরে অভিনন্দন করলেন। ব্রহ্মা বললেন, মহাবাজ, তুমি বহু যজ্ঞ দান ও প্রজাপালন করে যে পুণ্য অর্জন করেছিলেন তা তোমার অভিমানের ফলে নষ্ট হয়েছিল, তাই তুমি স্বর্গবাসীদেব ধিক্কার পেয়ে পতিত হয়েছিলেন। অভিমান বলগর্ব হিংসা কপটতা বা শঠতা থাকলে স্বর্গভোগ চিবস্থায়ী হয় না। উত্তম মধ্যম বা অধম কাকেও তুমি অপমান করো না, গর্বিত লোকে শান্তি পায না।

উপাখ্যান শেষ করে নারদ বললেন, অভিমানের ফলে যষাতি স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন, অতিশয় নির্বন্ধেব জন্য গালবও দ্বেষভোগ করেছিলেন। দুর্যোধন, তুমি অভিমান ক্রোধ ও যুদ্ধের অভিপ্রায় ত্যাগ কর, পান্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি কর।

### ১৬। দুর্যোধনের দুরাগ্রহ

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ভগবান নারদের কথা সত্য, আমিও সেরূপ ইচ্ছা করি, কিন্তু আমার শক্তি নেই। কৃষ্ণ, তুমি যা বলেছ তা ধর্মসঙ্গত ও ন্যায্য, কিন্তু বৎস, আমি স্বাধীন নই, দুরাক্ষা পুত্ররা আমার আদেশ মানবে না, গান্ধারী বিদুর ভীষ্ম প্রভৃতির কথাও দুর্যোধন শোনে না। তুমি ওই দুর্যোধনকে বোঝাবার চেষ্টা কর।

কৃষ্ণ মিষ্ট বাক্যে দুর্যোধনকে বললেন, পদ্ব্যপ্রেষ্ট, মহাপ্রাজ্ঞ বংশে তোমার জন্ম, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ ও সর্বগুণান্বিত, যা ন্যায়সম্মত তাই কর। সম্ভ্রমের প্রবৃত্তি ধর্মার্থযুক্ত দেখা যায়, কিন্তু তোমাতে তার বিপরীতই দেখছি। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, সোমদত্ত, বাহুবীকরাজ, বিকর্ণ (১), বিবিশ্বাসী (১), সঞ্জয় এবং তোমার জ্ঞাতি ও মিত্রগণ সকলেই সন্ধি চান। তুমি পিতামাতার বশবর্তী হও।

যে লোক শ্রেষ্ঠ সদৃহৃদগণের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে হীন মন্থগাদাতাদের মতে চলে সে ঘোর বিপদে পড়ে। তুমি আজন্ম পাণ্ডবদের সঙ্গে দূর্ব্যবহার ক'রে আসছ কিন্তু তাঁরা তা সয়েছেন। পাণ্ডবরা যে রাজ্য জয় করেছিলেন তা এখন তুমি ভোগ করছ, কর্ণ দুর্য্যাসন শকুনি প্রভৃতির সহায়তায় তুমি ঐশ্বর্যলাভ করতে চাছ। তোমার সমস্ত সৈন্য এবং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি সকলে মিলেও ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবেন না। খাণ্ডবপ্রস্থে যিনি দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ প্রভৃতিকে জয় করেছিলেন, কোন মানুস তাঁর সমকক্ষ? শুনোছি বিরাটনগরে বহুজনের সঙ্গে একজনের আশ্চর্য যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধই আমার উক্তির যথেষ্ট প্রমাণ। যিনি সাক্ষাৎ মহাদেবকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করেছিলেন, আমি যার সঙ্গে থাকব, সেই অর্জুনকে তুমি জয় করবার আশা কর! রাজা দুর্যোধন, কোঁরবকুল যেন বিনষ্ট না হয়, লোকে যেন তোমাকে নষ্টকীর্তি কুলঘা না বলে। পাণ্ডবগণ তোমাকে যুবরাজের পদে এবং ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তুমি তাঁদের অর্ধ রাজ্য দিয়ে রাজলক্ষ্মী লাভ কর।

ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, বৎস, তুমি কৃষ্ণের কথা শোন, কুলঘা কুপদ্রুস হয়ো না, হিতৈষীদের বাক্য লঙ্ঘন ক'রে কুপথে যেয়ো না, পিতামাতাকে শোকসাগরে মগ্ন করো না। দ্রোণ বললেন, বৎস, কেশব ও ভীষ্ম তোমাকে ধর্মসংগত হিতবাক্যই বলেছেন, তুমি এঁদের কথা রাখ, কৃষ্ণের অপমান করো না। আশ্বীযবর্গ ও সমস্ত প্রজার মৃত্যুর কারণ হয়ো না, কৃষ্ণার্জুন যে পক্ষে আছেন সে পক্ষকে তুমি অজেয় জেনো। বিদুর বললেন, দুর্যোধন, তোমার জন্য শোক করি না, তোমার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্যই কষি। তোমার কর্মের ফলে এঁরা অনাথ ও মিত্রহীন হয়ে ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করবেন, কুলনাশক কুপদ্রকে জন্ম দেবার ফলে ভিক্ষুক হবেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, দুর্যোধন, মহাত্মা কৃষ্ণের কথা অতিশয় মণ্ডলজনক, তাতে অলস বিষয়ের লাভ হবে, লস্ক বিষয়ের রক্ষা হবে। তুমি যদি এঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কর তবে নিশ্চয় পরাভূত হবে। ভীষ্ম ও দ্রোণ বললেন, দুর্যোধন, যদুদ্যাক্ষের পদেই শত্রুতার অবসান হ'ক। তুমি নতমস্তকে ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠিরকে প্রণাম কর, তিনি তাঁর সুলক্ষণ দক্ষিণ বাহু তোমার স্কন্ধে রাখুন, তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিন; ভীমসেন তোমাকে আলিঙ্গন করুন, পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমাকে মিলিত দেখে এই রাজারা সকলে আনন্দাশ্রু মোচন করুন।

দুর্যোধন কৃষ্ণকে বললেন, তুমি বিবেচনা না ক'রে কেবল পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির বশে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি বিদুর পিতা পিতামহ ও আচার্য দ্রোণ—তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও, পাণ্ডবদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিন্তা ক'রেও

আমি নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোনও অপরাধই দেখতে পাই না। পান্ডবগণ দ্যুতক্রীড়া ভালবাসেন সেজন্যই আমাদের সভায় এসেছিলেন। সেখানে শকুনি তাঁদের রাজ্য জয় করেছিলেন তাতে আমার কি দোষ? বিজিত ধন পিতার আজ্ঞায় তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার পর তাঁরা আবার পরাজিত হয়ে বনে গিয়েছিলেন, তাতেও আমাদের অপরাধ হয় নি। তবে কি জন্য তাঁরা কৌরবদের শত্রুগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের বিনষ্ট করতে চান? উগ্র কৰ্মে বা কঠোর বাক্যে ভয় পেয়ে আমরা ইন্দ্রের কাছেও নত হব না। পান্ডবদের কথা দূরে থাক, দেবতারাও ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণকে পবাস্ত করতে পারেন না। আমরা শত্রুব নিকট নত না হয়ে যদি যুদ্ধে বীরশয্যা লাভ করি তবে বংশগণ আমাদের জন্য শোক করবেন না। কেশব, পূর্বে আমার পিতা পান্ডবগণকে যে রাজ্যাংশ দেবার আদেশ দিয়েছিলেন, আমি জীবিত থাকতে পান্ডবরা তা পাবেন না। যখন আমি অল্পবয়স্ক ও পরাধীন ছিলাম, তখন অজ্ঞতা বা ভয়ের বশে পিতা যা দিতে চেয়েছিলেন এখন তা আমি দেব না। তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগে যে পরিমাণ ভূমি বিম্ব হয়, তাও আমি ছাড়ব না।

ক্রোধচণ্ডলনয়নে হাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, তুমি আর তোমার মন্ত্রীরা যুদ্ধে বীরশয্যাই লাভ করবে। পান্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তুমি শকুনিব সঙ্গে দ্যুতসভার আয়োজন করেছিলে। তুমি ভিন্ন আর কে দ্রাতৃজ্ঞায়াকে সভায় আনিয়ে নির্বাচন করতে পারে? তুমি কর্ণ আর দৃঃশাসন অনার্যের ন্যায় বহু নিষ্ঠুর কথা বলেছিলে। বারণাবতে পণ্ডপান্ডব ও কুন্তীকে তুমি দগ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলে। সর্বদাই তুমি পান্ডবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার ক'বে আসছ, তবে তুমি অপরাধী নও কেন? তাঁরা তাঁদের পৈতৃক অংশই চাচ্ছেন, তাতেও তুমি সম্মত নও। পাপাত্মা, ঐশ্বর্যভ্রষ্ট ও নিপাতিত হয়ে তোমাকে অবশেষে সবই দান করতে হবে।

দৃঃশাসন দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, আপনি যদি সন্ধি না করেন, তবে ভীষ্ম দ্রোণ ও পিতা আপনাকে আমাকে ও কর্ণকে বন্ধন করে পান্ডবদের হাতে দেবেন। এই কথা শুনে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে মহানাগের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সভা থেকে উঠে চলে গেলেন; তাঁর দ্রাতারা মন্ত্রীরা এবং অনঙ্গত রাজারাও তাঁর অনুসরণ করলেন।

ভীষ্ম বললেন, ধর্ম ও অর্থ বিসর্জন দিয়ে যে লোক ক্রোধের বশবর্তী হয়, শীঘ্রই সে বিপদে পড়ে এবং তার শত্রুরা হাসে। কৃষ্ণ বললেন, কুরুবংশের বংশগণ মহা অন্যায় করেছেন, একটা মূর্খকে রাজার ক্ষমতা দিয়েছেন অথচ তাকে নিয়ন্ত্রিত করেন নি। ভরতবংশীয়গণ, আপনাদের হিতার্থে আমি যা বলছি আশা করি তা

আপনাদের অনুমোদিত হবে।—দুরাশ্বা কংস তার পিতা ভোজরাজ উগ্রসেন জীবিত থাকতেই তাঁর রাজত্ব হরণ করেছিল। আমি তাকে বধ করে পুনর্বীর উগ্রসেনকে রাজপদে বসিয়েছি। কুলরক্ষার জন্য যাদব বৃষ্ণি ও অশ্বক বংশীয়গণ কংসকে ত্যাগ করে স্বস্তিলাভ করেছেন। দেবাসুরের যুদ্ধকালে যখন সমস্ত লোক দুই পক্ষে বিভক্ত হয়ে ধ্বংসের মুখে যাচ্ছিল তখন ব্রহ্মার আদেশে ধর্মদেব দৈত্যদানবগণকে বন্ধন করে বরদ্বারের নিকট সমর্পণ করেছিলেন। আপনারাও দুর্যোধন কর্ণ শকুনি আর দ্রুপদাদিকে বন্ধন করে পাণ্ডবদের হাতে দিন। অথবা কেবল দুর্যোধনকেই সমর্পণ করে সন্ধি স্থাপন করুন। মহাবাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনার দুর্বলতার জন্য যেন ক্ষত্রিয়-গণ বিনষ্ট না হন।—

তাজেং কুলার্থে পদ্রুং গ্রামস্যার্থে কুলং তাজেং।

গ্রামং জনপদস্যার্থে আম্মার্থে পৃথিবীং তাজেং॥

—কুলরক্ষার প্রয়োজনে একজনকে ত্যাগ করবে, গ্রামরক্ষার জন্য কুলত্যাগ, দেশরক্ষার জন্য গ্রামত্যাগ এবং আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীও ত্যাগ করবে।

### ১৭। গান্ধারীর উপদেশ—কৃষ্ণের সভাত্যাগ

কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে বিদুরকে বললেন, দূরদর্শিনী গান্ধারীকে এখানে ডেকে আন, আমি তাঁর সঙ্গে দুর্যোধনকে অনুনয় করব। গান্ধারী এলে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তোমার দুরাশ্বা অবাধ্য পুত্র প্রভুত্বের লোভে রাজ্য ও প্রাণ দুই হারাচ্ছে, সুহৃদ্বর্গের উপদেশ না শুনে সে অশিষ্টের ন্যায় সভা থেকে চলে গেছে।

গান্ধারী বললেন, অশিষ্ট অবিনীত ধর্মনাশক লোকের রাজ্য পাওয়া উচিত নয় তথাপি সে পেয়েছে। মহারাজ, তুমিই দোষী, পুত্রের দুষ্ট প্রবৃত্তি জেনেও স্নেহবশে তার মতে চলেছ, মূঢ় দুরাশ্বা লোভী কুসঙ্গী পুত্রকে রাজ্য দিয়ে এখন তার ফল ভোগ করছ।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর দুর্যোধনকে আবার সভায় নিয়ে এলেন। গান্ধারী বললেন, পুত্র, তোমার পিতা ও ভীষ্মদ্রোণাদি সুহৃদ্বর্গের কথা রাখ। রাজত্বের অর্থ মহৎ প্রভুত্ব, দুরাশ্বারা এই পদ কামনা করে কিছু রাখতে পারে না। যে লোক কামনা বা ক্রোধের বশে আত্মীয় বা অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, কেউ তার সহায় হয় না। পাণ্ডবগণ ঐক্যবদ্ধ মহাপ্রাজ্ঞ বীর, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলে তুমি সুখে পৃথিবী ভোগ করতে পারবে। বৎস, ভীষ্ম-দ্রোণ যা বলেছেন তা সত্য,



কৃষ্ণার্জুন অজ্ঞেয়। তুমি কেশবের শরণাপন্ন হও, তা হ'লে তিনি উভয় পক্ষের মণ্ডল করবেন। যুদ্ধে কল্যাণ নেই, ধর্ম বা অর্থ নেই, সূখ নেই, সর্বদা জয়ও হয় না। তুমি তের বৎসর পাণ্ডবদের প্রচুর অপকার করেছ, তোমার কামনা আর ক্রোধের জন্য তা বর্ধিত হয়েছে, এখন তার উপশম কর। মদ্য, তুমি মনে কর ভীষ্ম যোগে কৃপ প্রভৃতি তোমার জন্য যুদ্ধে সর্ব শক্তি প্রয়োগ করবেন, কিন্তু তা হবে না। কারণ, এই রাজ্যে তোমাদের আর পাণ্ডবদের সমান অধিকার, দুই পক্ষের সগোই এদের সমান স্নেহসম্বন্ধ, কিন্তু পাণ্ডবরা অধিকতর ধর্মশীল। ভীষ্মাদি তোমারি অশ্ব পালিত সেজন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু যদৃষিষ্ঠিরকে শত্রুরূপে দেখতে পারবেন না। বৎস, কেবল লোভ করলে সম্প্রীতিলাভ হয় না, লোভ ত্যাগ কর, শান্ত হও।

মাতার কথায় অনাদব দেখিয়া দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে শকুনি কণ ও দ্রুপদকে কাছে গেলেন। তাঁরা মন্ত্রণা করে স্থির করলেন, কৃষ্ণ ক্ষিপ্তকারী, তিনি ধৃতরাষ্ট্র আর ভীষ্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের বন্ধন করতে চান; অতএব আমরাই আগে তাঁকে সবলে নিগৃহীত করব, তাতে পাণ্ডবরা বিমুগ্ধ ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। ধৃতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হয়ে বারণ করলেও আমরা কৃষ্ণকে বন্ধন করে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব।

দুর্যোধনাদির এই অভিসন্ধি বৃদ্ধিতে পাবে সাত্যকি সভা থেকে বেরিয়ে কৃতবর্মাকে বললেন, শীঘ্র আমাদের সৈন্য বৃদ্ধিবদ্ধ কর এবং বর্ম ধারণ করে তুমি এই সভার স্ফারদেশে থাক। তার পর সাত্যকি সভায় গিয়ে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে দুর্যোধনাদির অভিসন্ধি জানিয়ে বললেন, বালক ও জড়বুদ্ধি যেমন বস্ত্র দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি আবরণ করতে চায়, এই মূর্খগণ সেইরূপ কৃষ্ণকে বন্ধন করতে চাচ্ছে। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, আপনার পুত্রেরা কালের কবলে পড়েছে, তারা বিগর্হিত অসাধ্য কর্ম করতে যাচ্ছে।

কৃষ্ণ বললেন, রাজা, এরা যদি আমাকে সবলে বন্দী করতে চায় তবে আপনি অনুরমতি দিন, এরা আমাকে বাঁধুক কিংবা আমিই এদের বাঁধি। আমি এদের সকলকে নিগৃহীত করে পাণ্ডবদের হাতে দিতে পারি, তাতে অনায়াসে তাঁদের কার্যসিদ্ধি হবে। কিন্তু আপনার সমক্ষে আমি এই নির্মিত কর্ম করব না। আমি অনুরমতি দিচ্ছি, দুর্যোধন যা ইচ্ছা হয় করুক।

দুর্যোধনকে আবার ডেকে আনিয়ে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, নৃশংস পাণ্ডব, তুমি ক্রুদ্ধবুদ্ধি পাপাঙ্গদের সাহায্যে পাপকর্ম করতে চাচ্ছ! হস্ত দ্বারা বান্ধকে ধরা

যায় না, চন্দ্রকেও স্পর্শ করা যায় না, মস্তক দ্বারা পৃথিবী ধারণ করা যায় না; সেইরূপ কৃষ্ণকেও সবলে গ্রহণ করা যায় না।

কৃষ্ণ বললেন, দুর্যোধন, তুমি মোহবশে মনে করছ আমি একাকী, তাই আমাকে সবলে বন্দী করতে চাচ্ছ। এই দেখ—পান্ডবগণ, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ, আদিত্য রত্ন ও বসুগণ, মহর্ষিগণ, সকলেই এখানে আছেন। এই বলে কৃষ্ণ উচ্চহাস্য করলেন। তখন সহসা তাঁর ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষে রত্ন, মুখ থেকে অগ্নি, এবং অন্যান্য অঙ্গ থেকে ইন্দ্রাদি দেবতা যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব প্রভৃতি, হলধর বলরাম ও পশু পান্ডব আবির্ভূত হলেন। অয়ুধ উদাত ক'রে অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তাঁর সম্মুখে এলেন এবং শঙ্খ চক্র গদা শক্তি শাঙ্গধনু প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রহরণও উপস্থিত হ'ল। কৃষ্ণের ঘোর মূর্তি দেখে সভাস্থ সকলে ভয়ে চোখ বৃজলেন, কেবল ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সঞ্জয় ও ঋষিরা চেয়ে রইলেন, কারণ ভগবান জনার্দন তাঁদের দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও দিব্যদৃষ্টি পেয়ে কৃষ্ণের পরম রূপ দেখলেন। দেবতা গন্ধর্ব ঋষি প্রভৃতি প্রণাম ক'রে কৃতাজলি হয়ে বললেন, প্রভু, প্রসন্ন হও, তোমার রূপ সংবরণ কর, নতুবা জগৎ বিনষ্ট হবে। তখন কৃষ্ণ পূর্ব রূপ গ্রহণ করলেন এবং ঋষিদের অনুমতি নিয়ে সাত্যকি আর বিদুরের হাত ধরে সভা থেকে বেরিয়ে এলেন। নারদাদি মহর্ষিগণও অন্তর্হিত হলেন।

দাব্যকের আনীত রথে উঠে কৃষ্ণ যখন প্রস্থানের উপক্রম করছিলেন তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কাছে এসে বললেন, জনার্দন, পদ্রদের উপর আমার কতটুকু প্রভাব তুমি দেখলে? আমার দুর্যভিসান্ধ নেই, দুর্যোধনকে যা বলছি তা তুমি শুনো। সকলেই জানে যে আমি সর্বপ্রথমে শান্তির চেষ্টা করেছি।

ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মদ্রোণাদিকে কৃষ্ণ বললেন, কৌরবসভায় যা হ'ল তা আপনারা দেখলেন, দুর্যোধন আমাকে বন্দী করার চেষ্টা করেছে তাও জানেন। ধৃতরাষ্ট্রও বলছেন তাঁর কোনও প্রভু নেই। এখন আপনারা আজ্ঞা দিন আমি যুদ্ধার্থীর কাছে ফিরে যাব। এই বলে কৃষ্ণ রথারোহণে কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

### ১৮। কৃষ্ণ ও কুন্তী—বিদুলার উপাখ্যান

কুন্তীকে প্রণাম ক'রে কৃষ্ণ তাঁকে কৌরবসভার সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। কুন্তী বললেন, কেশব, তুমি যুদ্ধার্থীরকে আমার এই কথা বলো।—পদ্র, তুমি মন্দমতি, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ন্যায় কেবল শাস্ত্র আলোচনা ক'রে তোমার বান্ধি বিকৃত হয়েছে, তুমি কেবল ধর্মেরই চিন্তা করছ। ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা নির্দিষ্ট

করেছেন তুমি তার দিকে মন দাও। তিনি তাঁর বাহু থেকে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করেছেন সেজন্য বাহুবলই ক্ষত্রিয়গণের উপজীব্য, সর্বদা নিদয় কৰ্মে নিযুক্ত থেকে তাঁদের প্রজাপালন করতে হয়। রাজা যদি উপযুক্ত রূপে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করেন তবেই চার বর্ণের লোক স্বধৰ্ম পালন করেন। এমন মনে ক'রো না যে কালপ্রভাবেই রাস্তার দোষগুণ হয়; রাজার সদসং কৰ্ম অনুসারেই সত্য দ্রোতা ম্বাপর বা কলি যুগ উৎপন্ন হয়। তুমি পিতৃপিতামহের আচারিত রাজধৰ্ম পালন কর, তুমি যে ধৰ্ম আশ্রয় করতে চাও তা রাজর্ষিদের ধৰ্ম নয়। দুর্বল বা অহিংসাপরায়ণ রাজা প্রজাপালন করতে পারেন না। আমি সর্বদা এই আশীর্বাদ করছি যে তুমি যজ্ঞ দান ও তপস্যা কর, শৌর্য প্রজা বংশ বল ও তেজ লাভ কর। মহাবাহু, সাম দান ভেদ বা দণ্ডনীতির ম্বারা তোমার পৈতৃক রাজ্যাংশ উদ্ধার কর। তোমার জননী হয়েছে আমাদের পরদত্ত অন্নপিত্তের প্রত্যাশায় থাকতে হয় এর চেয়ে দুঃখ আর কি আছে? কৃষ্ণ, আমি বিদুলা ও তাঁর পুত্রের কথা বলছি, তুমি যদ্বিষ্ঠিরকে শুনও।—

বিদুলা নামে এক যশস্বিনী তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়নারী ছিলেন। তাঁর পুত্র সঞ্জয় সিদ্ধবাজ্য কর্তৃক পরাজিত হয়ে দুঃখিতমনে শূন্যে আছেন দেখে বিদুলা বললেন, তুমি আমার পুত্র নও, তুমি কোথা থেকে এসেছ? তুমি ক্রোধহীন ক্রীবতুলা, তুমি যাবজ্জীবন নিরাশ হয়ে থাকতে চাও। নিজেকে অবজ্ঞা ক'রো না, অস্পে তুষ্ট হয়ো না, নিভীক ও উৎসাহী হও। রে ক্রীব, তোমার সকল কীর্তি নষ্ট হয়েছে, রাজ্য পরহস্তগত হয়েছে, তবে বেঁচে আছ কেন? লোকে যার মহৎ চরিত্রের আলোচনা করে না সে পুরুষ নয়, স্ত্রীও নয়, সে কেবল মানুষ্যে সংখ্যা বাড়ায়। যার দান তপস্যা শৌর্য বিদ্যা বা অর্থের খ্যাতি নেই সে তার মাতার বিষ্ঠা মাত্র। পুত্র, নির্বাণিত অগ্নির ন্যায় কেবল ধূমায়িত হয়ো না, মদুহৃতকালের জন্যও জবলে ওঠ, শত্রুকে আক্রমণ কর।

বিদুলার পুত্র সঞ্জয় বললেন, আমি যদি যদ্বন্ধে মরি তবে সমস্ত পৃথিবী পেয়েও আপনার কি লাভ হবে? অলংকাব স্বেচ্ছাভোগ বা জীবনেই বা কি হবে? বিদুলা বললেন, যিনি নিজের বাহুবল আশ্রয় ক'রে জীবনধারণ করেন তিনিই কীর্তি ও পরলোকে সদগতি লাভ করেন। সিদ্ধরাজের প্রজারা সন্তুষ্ট নয়, কিন্তু তারা মূঢ় ও দুর্বল, তাই রাজ্য বিপদের প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে। তুমি যদি নিজের পৌরুষ দেখাও তবে অন্য রাজারা সিদ্ধরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুমি গিরিদুর্গ থেকে স্বেচ্ছাভোগের প্রতীক্ষা কর, সিদ্ধরাজ অজয় অমর নন। যদ্বন্ধে ফলে তোমার সমৃদ্ধিলাভ হবে কিংবা ক্ষতি হবে তার

বিচার না ক'রেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে তোমাদের মহাকুলে এসেছি, আমি রাজ্যের অধীশ্বরী মঙ্গলময়ী ও পতির আদরিণী ছিলাম। সঞ্জয়, আমাকে আর তোমার পত্নীকে যদি দীনদশাগ্রস্ত দেখে তবে তোমার জীবনে প্রয়োজন কি? শত্রুদের বশে আনতে পারলে ক্ষত্রিয় যে সূখ লাভ করেন সে সূখ ইন্দ্রভবনেও নেই। যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন অথবা শত্রুর বিনাশ—এ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের শান্তিলাভ হ'তে পারে না।

“সঞ্জয় বললেন, আপনি আমার প্রতি নিষ্ঠুর, আপনার হৃদয় কৃষ্ণলোহে নির্মিত। আমার ধন নেই, সহায়ও নেই, কি ক'রে জয়লাভ করব? এই দারুণ অবস্থা জেনেই আমার রাজ্যোন্মারের ইচ্ছা নিবৃত্ত হচ্ছে। আপনি পরিণতবৃদ্ধি, যদি কোনও উপায় জানেন তো বলুন, আমি সর্বতোভাবে আপনার আদেশ পালন করব।

বিদূলা বললেন, তুমি পূর্বে যে বীরত্ব দেখিয়েছ তা আবার দেখাও, তা হ'লেই রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে। যারা সিন্ধুরাজ্যের উপর ঋদ্ধ, যাদের তিনি স্তম্ভিত ও অপমানিত করেছেন, যারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়, তাদের সঙ্গে তুমি মিত্রতা কর। তুমি জান না, আমাদের রাজকোষে বহু ধন আছে। তোমার অনেক সূহৃৎও আছেন যারা সূখদুঃখ সহিতে পারেন এবং যুদ্ধ থেকে পালান না।

বিদুলার কথায় সঞ্জয়ের মোহ দূর হ'ল, তিনি বাক্যবাণে তাড়িত হয়ে জননীর উপদেশে যুদ্ধেব উদ্‌যোগ করলেন এবং জয়ী হলেন। কোনও রাজ্য শত্রুর পীড়নে 'অবসন্ন' হ'লে তাঁকে তাঁর মন্ত্রী এই উৎসাহজনক তেজোবর্ধক উপাখ্যান শোনাবেন। বিজয়েচ্ছু রাজা 'জয়' নামক এই ইতিহাস শুনবেন। গর্ভিণী এই উপাখ্যান বার বার শুনলে বীরপ্রসবিনী হন।

কুন্তীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে কৃষ্ণ ভীষ্মাদির নিকট বিদায় নিলেন, তার পর কর্ণকে নিজের রথে তুলে নিয়ে সাত্যকির সঙ্গে যাত্রা করলেন।

### ১৯। কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদ

যেতে যেতে কৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, রাধেয়, তুমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সেবা করেছ এবং তাঁদের কাছে ধর্মশাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল শিখেছ। কুমারী কন্যার গর্ভে দুইপ্রকার পুত্র হয়, কানীন (১) ও সহোদ্র (২)। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন,

(১) কুমারী যাকে বিবাহের পূর্বে প্রসব করে।

(২) গর্ভবতী কুমারী বিবাহের পর যাকে প্রসব করে।

কন্যাকে যে বিবাহ করে সেই লোকই এই দুইপ্রকার পুত্রের পিতা। কর্ণ, তুমি কানীন পুত্র এবং ধর্ম্মানুসারে পাণ্ডুরই পুত্র। অতএব তুমিই রাজা হও, তোমার পিতৃপক্ষীয় পাণ্ডবগণ এবং মাতৃপক্ষীয় বৃষ্ণিগণ দুই পক্ষকেই তোমার সহায় বলে জেনো। তুমি আজ আমার সঙ্গে চল, পাণ্ডবরা জানুন যে তুমি যদৃধিষ্ঠিরের অগ্রজ। তোমার পাঁচ ভ্রাতা, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং অভিমন্যু তোমার চরণ ধারণ করবেন; সমাগত রাজারা এবং অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় সকলেই তোমার পদানত হবেন। রাজা 'ও রাজকন্যারা তোমার অভিষেকের জন্য হিরণ্ময় রজতময় ও মূল্যবান কুম্ভ এবং ওষধি বীজ রত্ন প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে আসবেন, দ্রৌপদীও ষষ্ঠ (১) কালে তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। আমরা তোমাকে পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত করব, যদৃধিষ্ঠির যদুবরাজ হবেন এবং শ্বেতচামরহস্তে তোমার পশ্চাতে থাকবেন। ভীমসেন তোমার মস্তকে শ্বেত ছত্র ধাবেন, অর্জুন তোমার রথ চালাবেন, অভিমন্যু সর্বদা তোমার কাছে থাকবেন। নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, পাণ্ডালগণ ও মহারথ শিশুণ্ডী তোমার অনুগমন করবেন। কুন্তীপুত্র, তুমি ভ্রাতৃগণে বেষ্টিত হয়ে রাজ্য-শাসন কর, কুন্তী ও মিত্রগণ আনন্দিত হ'ন, পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার সৌহার্দ হ'ক।

কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ, তুমি যা বললে তা আমি জানি, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে আমি পাণ্ডুরই পুত্র। কুন্তী কন্যা অবস্থায় সূর্যের ঔরসে আমাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং হিতচিন্তা না করে আমাকে ত্যাগ করেন। সূতবংশীয় অধিবথ আমাকে তাঁর গৃহে আনেন, স্নেহবশে তখনই তাঁর পত্নী রাধার স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত হয়েছিল, তিনি আমার মলমূত্রও ঘেঁটেছিলেন। আমি কি ক'বে তাঁর পিণ্ডলোপ করতে পারি? অধিরথ আমাকে পুত্র মনে করেন, আমিও তাঁকে পিতা মনে করি। তিনি আমার জাতকর্ম্মাদি করিয়েছেন, তাঁর নিযুক্ত ব্রাহ্মণরা আমাকে বসুদেব নাম দিয়েছেন, তাঁর আশ্রয়েই যৌবনলাভ করে আমি বিবাহ করেছি। পত্নীদের সঙ্গে আমার প্রেমের বন্ধন আছে, তাঁদের গর্ভে আমার পুত্র-পৌত্রও হয়েছে। গোবিন্দ, সমস্ত পৃথিবী এবং রাশি রাশি সূর্যবর্ণ পেলেও আমি সেই সম্বন্ধ মিথ্যা করতে পারি না, সূতের লোভে বা ভয় পেয়েও ন্স। আমি দুর্যোধনের আশ্রয়ে তের বৎসর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করেছি; সূতগণের সঙ্গে আমি বহু যুদ্ধ করেছি, তাঁদের সঙ্গে আমার

(১) পশুপাণ্ডবের জন্য নির্ধারিত পশুকালের অভির্কিত।

বিবাহাদি সম্বন্ধও আছে। আমার ভরসাতেই দুর্যোধন যুদ্ধের উদ্যোগ করেছেন, ঈশ্বর যুদ্ধে অর্জুনের প্রতিষেধা রূপে আমাকেই বরণ করেছেন। মৃত্যু বা বন্ধনের ভয়ে অথবা লোভের বশে আমি তাঁর সঙ্গে মিথ্যাচরণ করতে পারি না। তুমি যা বললে তা অবশ্য হিতের জন্যই। মদ্রসুদন, তুমি আমাদের এই আলোচনা গোপনে রেখো, ধর্মাত্মা যদ্বিধিষ্ঠির যদি জানতে পারেন যে আমিই কুন্তীর প্রথম পুত্র তবে আর তিনি রাজ্য নেবেন না। যদি আমিই সেই রাজ্য পাই তবে দুর্যোধনকেই সমর্পণ করব। অতএব যদ্বিধিষ্ঠিরই রাজ্য লাভ করুন, হৃষীকেশ তাঁর নেতা এবং অর্জুন তাঁর যোদ্ধা হয়ে থাকুন। কেশব, ত্রিলোকের মধ্যে পুণ্যতম স্থান কুরুক্ষেত্রে বিশাল ক্ষত্রিয়মণ্ডল যেন অস্ত্রযুদ্ধেই নিহত হন, সমস্ত ক্ষত্রিয়ই যেন স্বর্গলাভ করেন।

মদ্র হাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, কর্ণ, আমি তোমাকে পৃথিবীর রাজ্য দিতে চাই, কিন্তু তুমি তা নেবে না। পাণ্ডবদের জয় হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি ফিরে গিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপকে বলো, এই মাস (১) অতি শুভকাল, এখন পশুখাদ্য ও ইন্দ্রন সুলাভ, শস্য পরিপুষ্ট, বৃক্ষ সকল ফলবান, মক্ষিকা অল্প, পথে কদম নেই, জল স্वाद হয়েছে, শীত বা গ্রীষ্ম অধিক নয়। সাত দিন পরে অমাবস্যা, সেই দিন সংগ্রাম আরম্ভ হ'ক। যুদ্ধের জন্য সমাগত রাজাদের বলো যে তাঁদের অভীষ্ট পূর্ণ হবে, দুর্যোধনের অনঙ্গামী রাজা ও রাজপুত্রগণ অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়ে উত্তম গতি লাভ করবেন।

কর্ণ বললেন, মহাবাহু, সব জেনেও কেন আমাকে ভোলাতে চাচ্ছ? এই পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন, দুর্যোধন দুর্যোধন শকুনি আর আমি তার নিমিত্তস্বরূপ। আমি দারুণ স্বপ্ন ও দুর্যোধন দেখেছি, তুমি যেন রুধিরাক্ত পৃথিবীকে হাতে ধরে নিক্ষেপ করছ, অস্থিতত্বের উপরে উঠে যদ্বিধিষ্ঠির যেন সুবর্ণপাত্রের যতপায়স ভোজন করছেন এবং তোমার প্রদত্ত পৃথিবী গ্রাস করছেন। কৃষ্ণ বললেন, আমার কথা যখন তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করলে না তখন অবশ্যই পৃথিবীর বিনাশ হবে। কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ, এই মহাযুদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা কি আবার তোমাকে দেখতে পাব? অথবা স্বর্গেই আমাদের মিলন হবে? এখন আমি যাচ্ছি। এই বলে কর্ণ কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করে রথ থেকে নামলেন এবং নিজের রথে উঠে দীনমনে প্রস্থান করলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যকি তাঁদের সারথিকে বললেন, শীঘ্র চল।

## ২০। কৰ্ণ-কুন্তী-সংবাদ

কৃষ্ণ চ'লে গেলে বিদ্বুর কুন্তীকে বললেন, আপনি জানেন, যুদ্ধ নিবারণের জন্য আমি সর্বদা চেষ্টা করছি, কিন্তু দুর্যোধন আমার কথা শোনে নি। কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের বশবর্তী হয়ে অধর্মের পথে চলেছেন। কৃষ্ণ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেলেন, এখন পাণ্ডবগণ যুদ্ধের উদ্‌যোগ করবেন। কৌরবদের দুনীতির ফলে বীরগণ বিনষ্ট হবেন, এই চিন্তা করে আমি দিবারাত্র বিন্দ্র হয়ে আছি। \*

কুন্তী দুর্যোধন হয়ে দীর্ঘস্বাস ফেলে ভাবলেন, যুদ্ধ হ'লেও দোষ, না হ'লেও দোষ। দুর্যোধনাদির পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ আর কর্ণ থাকবেন এজন্যই আমার ভয়। হয়তো দ্রোণ তাঁর শিষ্যের সঙ্গে যুদ্ধ কামনা করেন না, পিতামহ ভীষ্ম হয়তো পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহশীল হবেন। অবিবেচক দুর্যোধন কণই দুর্যোধনের বশবর্তী হয়ে পাণ্ডবদের বিম্বেষ করে, তার জন্যই আমার ভয়। কন্যাকালে যাকে আমি গর্ভধারণ করেছি সেই কর্ণ কি আমার হিতকর বাক্য শুনবে না?

এই চিন্তা করে কুন্তী গণ্ডাতীরে গেলেন। দয়ালু সত্যপ্রিয় কর্ণ সেখানে পূর্বমুখ ও উর্ধ্বমুখ হয়ে জপ করছিলেন। সূর্যতাপে পীড়িত হয়ে শব্দক পশু-মালার ন্যায় কুন্তী কর্ণের উত্তরীয়বস্ত্রের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কর্ণ মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত জপ করলেন, তার পর পিছনে ফিরে কুন্তীকে দেখতে পেলেন। তিনি বিস্ময়ে প্রশ্ন করে কৃতাজলিপুটে বললেন, আমি অধিরথ-রাধার পুত্র কর্ণ, আপনাকে অভিবাদন করছি, আশ্রয় করুন আমাকে কি কর্তব্য হবে। \*

কুন্তী বললেন, কর্ণ, তুমি কোন্‌তেয়, রাধার গর্ভজাত নও, অধিরথ তোমার পিতা নন, সূতকুলেও তোমার জন্ম হয় নি। বৎস, রাজা কুন্তিভোজের গৃহে আমার কন্যা অবস্থায় তুমি আমার প্রথম পুত্ররূপে জন্মেছিলে। তুমি পার্থ(১), জগৎপ্রকাশক তপনদেব তোমার জনক। তুমি কবচকুণ্ডল ধারণ করে দেবশিশুর ন্যায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে আমার পিতার গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে। পুত্র, তুমি নিজের ভ্রাতাদের না চিনে মোহবশে দুর্যোধনাদির সেবা করেছে, তা উচিত নয়। যে রাজলক্ষ্মী অর্জুন পূর্বে অর্জন করেছিলেন, ধার্তরাষ্ট্রগণ বা লোভবশে হরণ করেছে, তা তুমি সবলে অধিকার করে যুদ্ধার্থীদের সঙ্গে ভোগ কর। কৌরবগণ আজ দেখুক যে কর্ণার্জুন সৌভ্রাতৃত্ববন্ধনে মিলিত হয়েছেন। কৃষ্ণ-বলরামের ন্যায় মিলিত হ'লে তোমাদের অসাধ্য কি

(১) পুত্র বা কুন্তীর পুত্র।

থাকতে পারে? তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, আমার পুত্রদের সর্বজ্যেষ্ঠ; তুমি পার্থ, হতামাকে যেন কেউ সন্তপুত্র না বলে।

তখন কর্ণ তাঁর পিতা ভাস্করের এই স্নেহবাক্য শুনতে পেলেন—তোমার জননী পৃথা সত্য বলেছেন, তাঁর কথা শোন, তোমার মঙ্গল হবে। মাতাপিতার অনুরোধেও কর্ণ বিচলিত হলেন না। তিনি কুন্তীকে বললেন, ক্ষত্রিয়জননী, আপনার বাক্য আমার শ্রদ্ধা নেই, আপনার অনুরোধও ধর্মসংগত মনে করি না। আপনি আমাকে ত্যাগ করে ঘোর অন্যায় করেছেন, তাতে আমার যশ ও কীর্তি নষ্ট হয়েছে। জন্মে ক্ষত্রিয় হ'লেও আপনার জন্য আমি ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার পাই নি, কোন্‌ শত্রু এর চেয়ে অধিক অপকার করতে পারে? আপনি যথাকালে আমাকে দয়া করেন নি, আজ কেবল নিজের হিতের জন্যই আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। কৃষ্ণের সাহিত মিলিত অর্জুনকে কে না ভয় করে? এখন যদি আমি পাণ্ডবপক্ষে যাই তবে সকলেই বলবে আমি ভয় পেয়ে এমন করেছি। কেউ জানে না যে আমি পাণ্ডবদের দ্রাতা। এখন যুদ্ধকালে যদি আমি পাণ্ডবপক্ষে যাই তবে ক্ষত্রিয়রা আমাকে কি বলবে? ধার্মারামগণ আমার সর্ব কামনা পূর্ণ করেছেন, আমাকে সম্মানিত করেছেন, এখন আমি কি করে তা নিষ্ফল করতে পারি? যাঁরা আমাকে শ্রদ্ধা করেন, যাঁরা আমার ভরসাতেই শত্রুর সূণ্যে যুদ্ধ করতে যাবেন, তাঁদের মনোরথ আমি কি করে ছিন্ন করব? যে সকল আশ্রয়রমিত পাপাত্মা রাজার অনুগ্রহে পৃষ্ঠ ও কৃতার্থ হয়ে কার্যকালে কর্তব্য পালন করে না, সেই কৃতঘ্নদের ইহলোক নেই পরলোকও নেই। আমি সংপূর্ণরূপে অশ্রুশংসতা ও চরিত্র রক্ষা করে আপনার পুত্রদের সঙ্গে যথার্থ যুদ্ধ করব, আপনার বাক্য হিতকর হ'লেও তা পালন করতে পারি না। কিন্তু আপনার আগমন ব্যর্থ হবে না, সমর্থ হ'লেও আমি আপনার সকল পুত্রকে বধ করব না। কেবল অর্জুনকে নিহত করে অভীষ্ট ফল লাভ করব, অথবা তাঁর হাতে নিহত হয়ে যশোলাভ করব। যশস্বিনী, যেই মরুক, অর্জুন অথবা আমাকে নিয়ে আপনার পাঁচ পুত্রই থাকবে।

শোকাতর্ক কুন্তী কাম্পিতদেহে পুত্রকে আলিঙ্গন করে বললেন, কর্ণ, তুমি যা বললে তাই হবে, কুরুকুলের ক্ষয় হবে, দৈবই প্রবল। অর্জুন ভিন্ন অন্য চার দ্রাতাকে তুমি অভয় দিয়েছ এই প্রতিজ্ঞা মনে রেখো।

কুন্তী শূভাশীর্বাদ করলেন, কর্ণও তাঁকে অভিবাদন করলেন, তার পর দুজনে দু'দিকে চলে গেলেন।



## ২১। কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন

উপস্ব্য নগরে ফিরে এসে কৃষ্ণ তাঁর দৌত্যের বিবরণ যদৃধিষ্ঠিরকে জানিয়ে বললেন, আমি দুর্যোধনকে মিষ্টবাক্যে অনুরোধ করেছি, তার পর সভাস্থ রাজ্যুদের ভৎসনা করেছি, দুর্যোধনকে তৃণতুল্য অবজ্ঞা করে কর্ণ ও শকুনিকে ভয় দেখিয়েছি, দ্যুতসভায় ধার্তরাষ্ট্রগণের আচরণের বহু নিন্দা করেছি। অবশেষে দুর্যোধনকে বলেছি, পান্ডবগণ অভিমান ত্যাগ করে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও বিদুরের আজ্ঞাধীন হয়ে থাকবেন, নিজের রাজ্যাংশ শাসনের ভারও তোমার হাতে দেবেন; ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও বিদুর তোমাকে যে হিতকর উপদেশ দিয়েছেন তা পালন কর। অন্তত পান্ডবদের পাঁচটি গ্রাম দাও, কারণ তাঁদের ভরণ করা ধৃতরাষ্ট্রের কর্তব্য। তার পর কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনাদের জন্য আমি ক্লৌরবসভায় সাম দান ও ভেদ নীতি অনুসারে বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনও ফল হয় নি। এখন চতুর্থ নীতি দণ্ড ছাড়া আর কোনও উপায় দেখি না। কৌরবপক্ষের রাজারা বোধ হয় এখন বিনাশের নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করেছেন। দুর্যোধনাদি বিনা যুদ্ধে আপনাকে রাজ্য দেবেন না।

## ॥ সৈন্যানির্ঘাণপর্বাধ্যায় ॥

### ২২। পান্ডবযুদ্ধসম্ভা

যদৃধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, তোমরা কেশবের কথা শুনলে, এখন সেনা-বিভাগ কর। সাত অশ্বোহিণী এখানে সমবেত হয়েছে, তাঁদের নায়ক — দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিশুণ্ডী, সাত্যকি, চৌকিতান ও ভীমসেন। এরা সকলেই যুদ্ধবিশারদ বীর এবং প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সহদেব, তোমার মতে যিনি এই সাত জনের নেতা হবার যোগ্য, যিনি সেনাবিভাগ করতে জানেন এবং যুদ্ধে ভীষ্মের প্রতাপ সইতে পারবেন, তাঁর নাম বল।

সহদেব বললেন, মৎস্যরাজ বিরাটই এই কার্বে যোগ্য। ইনি আমাদের সূত্রে সূতী দ্রুপে দ্রুপী, বলবান ও অস্ত্রবিশারদ, এঁর সাহায্যেই আমরা রাজ্য উদ্ধার করব। নকুল বললেন, আমাদের শ্বশুর দ্রুপদই সেনানায়ক হবার যোগ্য, ইনি বয়সে ও কুলমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, ভরস্বাজের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছিলেন এবং সর্বদা দ্রোণ ও ভীষ্মের সহিত স্পর্ধা করেন। দ্রোণের বিনাশকামনায় ইনি ভার্যার সহিত ঘোর

তপস্যা করেছিলেন (১)। অর্জুন বললেন, যে দিব্য পদ্রুশ তপস্যার প্রভাবে এবং ঋষি-গণের অনুগ্রহে উৎপন্ন হয়েছিলেন, যিনি ধনু খণ্ড ও কবচ ধারণ করে রথারোহণে অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠেছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন (১)ই সেনাপতিত্বের যোগ্য। ভীম বললেন, সিম্পগণ ও মহর্ষিগণ বলেন যে, দ্রুপদপদ্রু শিখণ্ডীই ভীষ্মবধের নিমিত্ত জন্মেছেন, ইনি রামের ন্যায় রূপবান, এমন কেউ নেই যে একে অস্বাহত করতে পারে। একেই সেনাপতি করুন।

যদুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণই আমাদের জয়পরাজয়ের মূল, আমাদের জীবন রাজ্য স্বেচ্ছাধীন সবই এর অধীন, ইনিই বলুন কে আমাদের সেনাপতি হবেন। এখন রাতি আসন্ন, কাল প্রভাতে আমরা অধিবাস (২) ও কৌতুকমণ্ডল (৩) করে যুদ্ধযাত্রা করব।

অর্জুনের দিকে চেয়ে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, যাদের নাম করা হ'ল তাঁরা সকলেই নেতৃত্ব করবার যোগ্য। আপনি এখন যথাবিধি সৈন্যযোজনা করুন, আপনার পক্ষে যে বীরগণ আছেন তাঁদের সম্মুখে দুর্যোধনাদি কখনও দাঁড়াতে পারবেন না। আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকেই সেনাপতি মনোনীত করছি। কৃষ্ণের কথায় পাণ্ডবগণ আনন্দিত হলেন।

যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ হ'ল, সৈন্যগণ চণ্ডল হয়ে কোলাহল করতে লাগল, হস্তী ও অশ্বের রব, রথচক্রের ঘর্ঘর ও শঙ্খদৃষ্টদ্রুণ্ডির নিনাদে সর্ব দিক ব্যাপ্ত হ'ল। সেই বিশাল সৈন্যসমাগম মহাতরঙ্গময় সমুদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বর্মে ও অশ্বে সজ্জিত যোদ্ধারা আনন্দিত হয়ে চলতে লাগলেন, যদুধিষ্ঠির তাঁদের মধ্যভাগে রইলেন, দুর্বল সৈন্য ও পরিচারকগণও তাঁর সঙ্গে চলল। শকট, বিপণি, বেশ্যাদের বস্ত্রগৃহ, কোষ, যন্ত্রাশ্রয় ও চিকিৎসকগণ সঙ্গে সঙ্গে গেল। দ্রৌপদী তাঁর দাসদাসী ও অন্যান্য স্ত্রীদের নিয়ে উপলব্ধ নগরেই রইলেন।

পাণ্ডববাহিনী কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হ'ল। যদুধিষ্ঠির শ্মশান, দেবালয়, মহর্ষিদের আশ্রম ও তীর্থস্থান পরিহার করলেন এবং যেখানে, প্রচুর ঘাস ও কাঠ পাওয়া যায় এমন এক সমতল স্থিতি স্থানে সেনা সমীকরণ করলেন। পবিত্র হিরণ্যবতী নদীর নিকটে পরিখা খনন করিয়ে কৃষ্ণ সেখানে রাজাদের শিবির স্থাপন করলেন। শত শত বৈতনভোগী শিল্পী এবং চিকিৎসার উপকরণ সহ বৈদ্যগণ শিবিরে রইলেন।

(১) আদিপর্ব ২৯-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(২) অস্ত্রপূজা বা নীরাঙ্গন।

(৩) রক্ষাসদৃশ বা রাধি-বন্ধন।

প্রতি শিবিরে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, মধু, ঘৃত, সর্জরস, (খুনা), জল, ঘাস, তুষ ও অগ্নার  
গাথা হ'ল।

কৌরবসভায় যে কথাবার্তা হয়েছিল তার সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির আরও জানতে  
চাইলে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, দ্রুপদীশ্ব দুর্যোধন আপনার প্রস্তাব এবং ভীষ্ম বিদুর  
ও আমার কথা সমস্তই অগ্রাহ্য করেছে, কর্ণের ভরসায় সে মনে করে তার জয়লাভ  
হবেই। সে আমাকে বন্দী করবার আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু তার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি।  
ভীষ্ম-দ্রোণও ন্যায়সংগত কথা বলেন নি, বিদুর ছাড়া সকলেই দুর্যোধনের অনুবর্তী।

যুধিষ্ঠির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, যে অনর্থ নিবারণের জন্য আমি  
বনবাস স্বীকার করে বহু দুঃখ পেয়েছি, সেই মহা অনর্থই উপস্থিত হ'ল। যাঁরা  
অবধ্য তাঁদের সঙ্গে কি করে যুদ্ধ করব? গদ্রাজন ও বৃদ্ধদের হত্যা করে আমাদের  
কিরূপ বিজয়লাভ হবে? অর্জুন বললেন, মহারাজ, কৃষ্ণ কুন্তী ও বিদুর কখনও  
অধর্ম করতে বলবেন না; যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়া আপনার অকর্তব্য। ঈষৎ  
হাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, ঠিক কথা।

দ্রুপদ বিবাত সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু শিখণ্ডী ও মগধরাজ সহদেব—  
এই সাত জনকে যুধিষ্ঠির যথাবিধি অভিষিক্ত করে সেনাপতিত্ব পদ দিলেন। তার  
পর তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্বসেনাপতি, অর্জুনকে সেনাপতিপতি, এবং কৃষ্ণকে  
অর্জুনের নিয়ন্তা ও অশ্বচালক নিযুক্ত করলেন।

## ২৩। বলরাম ও রুক্মী

কুরুপাণ্ডবের ঘোর অনিষ্টকর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে এই সংবাদ পেয়ে অক্লুর  
উম্মব শাম্ব প্রদ্যুম্ন প্রভৃতির সঙ্গে হলায়ুধ বলরাম যুধিষ্ঠিরের ভবনে এলেন।  
তিনি কৈলাসশিখরের ন্যায় শূভ্রকান্তি, সিংহসখেলগতি (১), তাঁর চক্ষু মদ্যপানে  
আরক্ত, পরিধান নীল কোষেয় বসন। তাঁকে দেখে সকলে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন  
এবং যুধিষ্ঠির তাঁর কব গ্রহণ করলেন। অভিবাদনের পর সকলে উপবিষ্ট হ'লে  
বলরাম কৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন, দৈববশে এই যে দারুণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আসন্ন  
হয়েছে তার নিবারণ কবা অসম্ভব। আমি এই কামনা করি যে আপনারা সকলে

(১) ক্রীড়ারত সিংহের ন্যায় হাঁর গতি।

নীরোগে অক্ষতদেহে এই যুদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হবেন। মহারাজ যুদ্ধাভিষ্টর, আমি কৃষ্ণকে বহু বার বলছি যে আমাদের কাছে পাণ্ডবরা যেমন দুর্যোধনও তেমন, অতএব তুমি দুর্যোধনকেও সাহায্য করো। কিন্তু কৃষ্ণ আমার কথা শোনেন নি, অর্জুনের প্রতি স্নেহের বশে আপনার পক্ষেই সর্ব শক্তি নিয়োগ করেছেন, একারণে আপনারা অবশ্যই জয়লাভ করবেন। আমি কৃষ্ণকে ছেড়ে অন্য পক্ষে যেতে পারি না, অতএব কৃষ্ণের অভীষ্ট কার্যই করব। গদাযুদ্ধবিশারদ ভীম ও দুর্যোধন আমার শিষ্য, দ্রুপদের উপরেই আমার সমান স্নেহ। কৌরবদের বিনাশ আমি দেখতে পারব না, সেজন্য সরস্বতী তীরে ভ্রমণ করতে যাচ্ছি।

বলরাম চলে গেলে ভোজ ও দাক্ষিণাত্য দেশের অধিপতি ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। ইনি কিম্বরশ্রেষ্ঠ দ্রুমের কাছে ধনুর্বেদ শিখে বিজয় নামক ঐন্দ্রধনু লাভ করেছিলেন। এই ধনু অর্জুনের গান্ডীব ও কৃষ্ণের শার্ঙ্গা ধনুর তুল্য। কৃষ্ণ যখন রুক্মিণীহরণ করেন তখন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে রুক্মী পরাজিত হন।

যুদ্ধাভিষ্টর সসম্মানে রুক্মীর সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রামের পর রুক্মী বললেন, অর্জুন, যদি ভয় পেয়ে থাক তবে এই যুদ্ধে আমি তোমার সহায় হব। আমার তুল্য বিক্রম কারও নেই, শত্রুসেনার যে অংশের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে দেবে সেই অংশই আমি বিনষ্ট করব, দ্রোণ কৃপ ভীষ্ম কর্ণকেও আমি বধ করব। অথবা এই রাজারা সকলেই যুদ্ধে বিরত থাকুন, আমিই শত্রুসংহার করে তোমাদের রাজ্য উদ্ধার করে দেব।

অর্জুন রুক্মীকে সহাস্যে বললেন, কুরুকুলে আমার জন্ম, আমি পাণ্ডুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, বাসুদেব আমার সহায়, আমি গান্ডীবধারী, কি করে বলব যে ভয় পেরেছি? আমি যখন ঘোষযাত্রায় মহাবল গন্ধর্বদের সঙ্গে, নিবাতকবচ ও কালকেয় দানবদের সঙ্গে, এবং বিরাটরাজ্যে বহু কৌরবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম তখন কে আমার সহায় ছিল? আমি রুদ্র ইন্দ্র কুবের যম বরুণ অগ্নি কৃপ দ্রোণ ও মাধবের অনুগ্রহীত; আমার তেজোময় দিব্য গান্ডীব ধনু, অক্ষয় তুণ ও বিবিধ দিব্যাস্ত্র আছে, ভয় পেরেছি এই যশোনাশক বাক্য কি করে বলব? মহাবাহু, আমি ভীত হই নি, আমার সহায়েরও প্রয়োজন নেই, তোমার ইচ্ছা হয় এখানে থাক, না হয় ফিরে যাও।

রুক্মী তাঁর সাগরতুল্য বিশাল সেনা নিয়ে দুর্যোধনের কাছে গেলেন এবং অর্জুনকে যেমন বলছিলেন সেইরূপই বললেন। বীরাজিমানী দুর্যোধনও তাঁকে

প্রত্যাখ্যান করলেন। এইরূপে রোহিণীনন্দন বলরাম এবং ভীষ্মকপুত্র কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ থেকে দূরে রইলেন।

## ২৪। কৌরবযুদ্ধসংজ্ঞা

কৃষ্ণ হস্তিনাপুর থেকে চলে গেলে দুর্যোধন কণ্ঠ প্রভৃতিতে বললেন, বাসুদেব অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেছেন, তিনি নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে উত্তেজিত করবেন। তিনি যুদ্ধই চান, ভীষ্মজর্দনও তাঁর মতে চলেন। দ্রুপদ আর বিরাটের সঙ্গেও আমি শত্রুতা করেছি, তাঁরাও কৃষ্ণের অনুবর্তী হবেন। অতএব কুরুপাণ্ডবের মধ্যে তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তোমরা অতর্নিত হয়ে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন কর। কুরুক্ষেত্রে বহু সহস্র শিবির স্থাপন করাও, সর্বাদিকে যেন প্রচুর অবকাশ রাখা হয়। শিবিরমধ্যে জল কাষ্ঠ ও বিবিধ অস্ত্র এবং উপরে ধ্বজপতাকা থাকবে। খাদ্যাদি আনয়নের পথ যেন শত্রুরা রোধ করতে না পারে।

দুর্যোধনের আদেশে কুরুক্ষেত্রে সেনানিবেশ স্থাপিত হ'ল। সমাগত রাজারা উকীষ অন্তরীয় উত্তরীয় ও ভূষণ প্রভৃতিতে সজ্জিত হলেন। রথী অশ্বারোহী গজারোহী ও পদাতি সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। রাত্রি প্রভাত হ'লে দুর্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক রথে চার অশ্ব যোজিত হ'ল এবং দুই অশ্বরক্ষক ও দুই পৃষ্ঠরক্ষক নিযুক্ত হ'ল। প্রত্যেক হস্তীতে দুই অক্ষুশধারী, দুই ধনুর্ধারী এবং একজন শক্তি- ও পতাকা-ধারী রইল।

দুর্যোধন কৃতাজ্জালি হয়ে ভীষ্মকে বললেন, সেনাপতি না থাকলে বিশাল সেনাও পিপীলিকাপুঞ্জের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শুনছি একদা ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের লোক হৈহয় ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, কিন্তু তারা বার বার পরাজিত হয়। তার পর ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের পরাজয়ের কারণ কি? ধর্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণ ষথার্থ উত্তর দিলেন—আমরা সকলে একজন মহাবীর্ষমানের মতে চলি, আর আপনারা প্রত্যেকে নিজের বীর্ষ্যমতে পৃথক পৃথক চলেন। তখন ব্রাহ্মণরা একজন বীর্ষ্যনিপুণ ব্রাহ্মণকে সেনাপতি করলেন এবং ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হলেন।

তার পর দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আপনি শত্রুচাৰ্য তুল্য বীর্ষ্যনিপুণ, ষর্ম নিরত এবং আমার হিতৈষী, আপনিই আমাদের সেনাপতি হ'ন। গোবৎস যেমন ঋষভের অনুগমন করে আমরা সেইরূপ আপনার অনুগমন করব। ভীষ্ম

বললেন, মহাবাহু, আমার কাছে তোমরা যেমন পাণ্ডবরাও তেমন, তথাপি প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমার জন্যই যুদ্ধ করব। অর্জুন ভিন্ন আমার সমান যোদ্ধা কেউ নেই, তাঁর অনেক দিব্যাস্ত্র আছে; কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করবেন না। পাণ্ডুপুত্রদের বিনষ্ট করা আমারও অকর্তব্য। যত দিন তাঁদের হাতে অ্যুগ্ম না মরি তত দিন আমি প্রত্যহ পাণ্ডবপক্ষের দশ সহস্র যোদ্ধাকে বধ করব। কিন্তু কর্ণ সর্বদাই আমার সঙ্গে স্পর্ধা করেন, অতএব প্রথম সেনপাতি আমি না হয়ে তিনিই হ'তে পারেন। কর্ণ বললেন, ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না, এ'র মৃত্যুর পর আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

দুর্যোধন রাশি রাশি উপহার দিয়ে ভীষ্মকে সেনাপতিব পদে যথার্থি অভিষিক্ত করলেন, শত সহস্র ভেরী ও শংখ বেজে উঠল। এই সময়ে নানাপ্রকার অশুভ লক্ষণ দেখা গেল, বজ্রধ্বনি ভূমিকম্প উল্কাপাত ও রুধিরকর্দমবৃষ্টি হ'ল। যোদ্ধারা নিরুদ্যম হয়ে পড়লেন। তার পর ভীষ্মকে অগ্রবর্তী ক'রে প্রচুর স্কন্ধাবাস সহ দুর্যোধন প্রভৃতি কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

## ৥. উল্লুকদুঃতাগমনপর্বাদ্যায় ॥

### ২৫। উল্লুকের দৌত্য

কুরুক্ষেত্রে হিরণ্যভী নদীর নিকটে পাণ্ডববাহিনী সন্নিবেশিত হ'লে কৌরবগণও সেখানে তাঁদের সেনা স্থাপিত করলেন। কর্ণ দুর্যোধন ও শকুনির সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে দুর্যোধন স্থির করলেন যে শকুনির পুত্র উল্লুক দূত হয়ে পাণ্ডবদের কাছে যাবেন। তিনি উল্লুককে এইরূপ উপদেশ দিলেন।—

ভূমি ষড়ধিষ্ঠিরকে বলবে, ভূমি সর্ব প্রাণীকে অভয় দিয়ে থাক, তবে নৃশংসের ন্যায় জগৎ ধ্বংস করতে চাও কেন? পুরাকালে দেবগণ প্রহ্লাদের রাজ্য হরণ করলে প্রহ্লাদ এই শ্লোকটি গেরোছিলেন—হে সুরগণ, প্রকাশ্যে ধর্মের ধ্বজা উন্নত রাখা এবং প্রচ্ছন্নভাবে পাপাচরণ করার নাম বৈড়াল ব্রত। উল্লুক, নারদকথিত এই উপাখ্যানটি ভূমি ষড়ধিষ্ঠিরকে শুনিও।—এক দৃষ্ট বিড়াল গঙ্গাতীরে উদ্বাহু হয়ে তপস্যার ভান করত। পক্ষীরূপে তার কাছে গিয়ে প্রশংসা করতে লাগল, তখন বিড়াল ভাবলে, আমার ব্রত সফল হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে এক দল মৃগিক স্থির

করলে, এই বিড়াল আমাদের মাতুল, ইনি আমাদের সকলকে রক্ষা করবেন। মৃষিকদের প্রার্থনা শুনে বিড়াল বললে, তপস্যা এবং তোমাদের রক্ষা এই দুই কর্ম এক কালে করা অসম্ভব, তথাপি তোমাদের যাতে হিত হয় তা করব। কিন্তু আমি তপস্যার পরিশ্রান্ত হয়ে আছি, কঠিন ব্রত পালন করছি, কোথাও যাবার শক্তি আমার নেই। বৎসগণ, তোমরা আমাকে প্রত্যহ নদীতীরে বহন করে নিয়ে যো। মৃষিকরা সম্মত হ'ল এবং বালক বৃন্দ সকলেই বিড়ালের আগ্রয়ে এল। মৃষিক ভক্ষণ করে বিড়ালের শরীর ক্রমশ স্থূল চিক্ণ ও বলিষ্ঠ হ'তে লাগল। মৃষিকরা ভাবলে, মাতুল নিত্য বৃন্দ পাচ্ছেন কিন্তু আমাদের ক্ষয় হচ্ছে কেন? একদিন ডি'ন্ডক নামে এক মৃষিক বিড়ালের আচরণ লক্ষ্য করবার জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে গেল, বিড়াল তাকে খেয়ে ফেললে। তখন কোলিক নামে এক অতি বৃন্দ মৃষিক বললে, এ'র শিখাধারণ ছিল মাত্র, এ'র বিস্তার লোম দেখা যায়, কিন্তু ফলমূলভোজীর বিস্তার তা থাকে না। ইনি স্থূল হচ্ছেন এবং আমাদের দল ক্ষীণ হচ্ছে, সাত আট দিন থেকে ডি'ন্ডককেও দেখছি না। এই কথা শুনে মৃষিকরা পালিয়ে গেল, দৃষ্ট বিড়ালও তার পূর্ব স্থানে ফিরে গেল। দুরাশ্রা যুধিষ্ঠির, তুমিও বৈড়াল ব্রত অবলম্বন করে জ্ঞাতীদের প্রতারণা করছ। তুমি পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলে, আমি তা দিই নি, কারণ আমার এই ইচ্ছা যে তুমি ঋদ্ধ হয়ে যুদ্ধ কর। তুমি কৃষ্ণকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছিলে যে তুমি শান্তি ও সমর দুইএর জন্যই প্রস্তুত আছ। আমি যুদ্ধের আয়োজন করেছি, এখন তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন কর।

উল্লেখ, তুমি কৃষ্ণকে বলবে, কোরাসভায় যে মায়ারূপ দেখিছেনছিলে সেই রূপ ধারণ করে আমার প্রাতি থাকিত হও। ইন্দ্রজাল মায়ী কুহক বা বিভীষিকা দেখলে অন্ধধারী বীর ভয় পায় না, সিংহনাদ কবে। আমরাও বহুপ্রকার মায়ী দেখাতে পারি, কিন্তু তেমন উপায়ে কার্ষসিদ্ধি করতে চাই না। কৃষ্ণ, তুমি অকস্মাৎ যশস্বী হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমরা জানি পদার্থচহুধারী নপদ্বংসক অনেক আছে। তুমি কংসের ভৃত্য ছিলে সেজন্য আমার তুল্য কোনও রাজা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি।

উল্লেখ, তুমি সেই শৃংগহীন বৃষ বহুভোজী মর্ধু ভীমকে বলবে, বিরাট-নগরে তুমি বজ্রব নামে পাচক হয়ে ছিলে, তা আমারই পৌরুষের ফল। দ্যুতসভায় যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা কেন মিথ্যা না হয়, যদি শক্তি থাকে তবে দৃশ্যশাসনের রক্ত পান কর। নকুল-সহদেবকে বলবে, দ্রৌপদীর কণ্ঠ স্মরণ করে এখন যুদ্ধে তোমাদের পৌরুষ দেখাও। বিরাট আর দ্রুপদকে বলবে, প্রভু ও ভৃত্য পরস্পরের গুণাগুণ বিচার করে না, তাই গৌরবহীন যুদ্ধিষ্ঠির আপনাদের প্রভু হয়েছে। ধৃষ্টদ্যুম্নকে

বলবে, তুমি দ্রোণের সঙ্গে পাপযুদ্ধ করবে এস। শিশুণ্ডীকে বলবে, তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ করতে এস, ভীষ্ম তোমাকে স্থায়ী মনে করেন, তোমাকে রক্ষা করবেন না।

উল্লুক, তুমি অর্জুনকে বলবে, রাজ্য থেকে নির্বাসন, বনবাস, এবং দ্রোণদাঁর ক্রোধ স্মরণ করে এখন পদ্রুপ দেখাও। লৌহময় অস্ত্রসমূহের সংস্কার হয়েছে, কুরুক্ষেত্রে কদম নেই, অবসরকাল খাদ্য পেয়ে পদ্রুপ হয়ে আছে, যোদ্ধারাও বেতন পেয়েছে, অতএব কেশবের সঙ্গে এসে কালই যুদ্ধ কর। তুমি কদমশৃঙ্গক তাই দূরধর্ম বিশাল কৌরবসেনার স্বরূপ বৃদ্ধিতে পারছ না। বাসুদেব তোমার সহায় তা জানি, তোমার গান্ডীব চার হাত দীর্ঘ তাও জানি, তোমার তুল্য যোদ্ধা নেই তাও জানি; তথাপি তোমাদের রাজ্য হরণ হবে তের বৎসর ভোগ করছি। দ্যুতসভায় তোমার গান্ডীব কোথায় ছিল? ভীমের বল কোথায় ছিল? তোমরা আমাদের দাস হয়েছিলে, দ্রোণদাঁই তোমাদের মৃত্যু করেন। তুমি নপদংসক সেজে বেশী দুলিয়ে বিরাটকন্যাকে নৃত্য শেখাতে। এখন কৃষ্ণের সঙ্গে এসে যুদ্ধ কর, আমি তোমাদের ভয় করি না। সহস্র সহস্র বাসুদেব এবং শত শত অর্জুনও আমার অব্যর্থ বাণের প্রহারে দশ দিকে পলায়ন করবে।

উল্লুক পাণ্ডবশিবিরে গিয়ে দুর্যোধনের সকল কথা জানালেন। ভীমকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখে কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, শকুনিবিন্দন, শীঘ্র ফিরে যাও, দুর্যোধনকে জানিও যে তাঁর সব কথা আমরা শুনছি, অর্থও বৃদ্ধি, তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তাই হবে। ভীম বললেন, মদ্য, তুমি দুর্যোধনকে বলবে, আমি দুর্যোধনের রক্তপান করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব। আর উল্লুক, তোমার পিতার সমক্ষে আগে তোমাকে বধ করব তার পর সেই পাণ্ডুপুত্রকে বধ করব।

অর্জুন সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, যাদের সঙ্গে আপনার শত্রুতা তারা এখানে নেই, উল্লুককে নিষ্ঠুর কথা বলা আপনার উচিত নয়। উল্লুক, দুর্যোধন যে গর্বিত বাক্য বলেছেন, কাল সৈন্যদের সম্মুখে গান্ডীব দ্বারা আমি তার প্রত্যুত্তর দেব। যদুর্ধ্বস্তির বললেন, বৎস শকুনিপুত্র উল্লুক, তুমি দুর্যোধনকে বলবে, যে লোক পরম্পর হরণ করে এবং নিজের শক্তিতে তা রাখতে না পেরে অপরের সাহায্য নেয়, সে নপদংসক। দুর্যোধন, তুমি পরের বলে নিজেকে প্রবল মনে করে গর্জন করছ কেন? অর্জুন বললেন, উল্লুক, দুর্যোধনকে বলবে, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মকে যুদ্ধে নামিয়ে মনে করছ আমরা দয়াবশে তাঁকে মারব না। যার ভরসায় তুমি গর্ব করছ সেই ভীষ্মকে আমি প্রথমে বধ করব। বৃষ্ণ বিরাট ও দ্রুপদ বললেন, আমরা সাধু-



জনের দাসত্ব কামনা করি। আমরা দাস হই বা যাই হই, তার কত পৌরুষ আছে কাল দেখা যাবে। শিল্পাণ্ডী বললেন, বিধাতা ভীষ্মবধের নিমিত্তই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি তাঁকে রথ থেকে নিপাতিত করব। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, আমি দ্রোণকে সসৈন্যে সবাম্ববে বধ করব, আমি যা করব তা আর কেউ পারবে না।

উল্লুক কৌরবশিবিরে ফিরে গিয়ে সব কথা জানালেন।

## ॥ রথ্যতিরথসংখ্যানপৰ্বাধ্যায় ॥

### ২৬। রথী-মহারথ-অতিরথ-গণনা — ভীষ্ম-কর্ণের বিবাদ

সেনাপতির পদে নিযুক্ত হয়ে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, শস্ত্রধর কুমার কার্তিকেয়কে নমস্কার করে আমি সেনাপতিত্বের ভার নিলাম। তুমি দৃষ্টিচলিতা দূর কর, আমি শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি যুদ্ধ এবং তোমার সৈন্যরক্ষা করব।

দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আপনি গণনায দক্ষ, উভয় পক্ষে রথী (১) ও অতিরথ (১) কে কে আছেন আমরা শুনতে ইচ্ছা করি।

ভীষ্ম বললেন, তুমি ও তোমার ভ্রাতারা সকলেই শ্রেষ্ঠ রথী। ভোজ-বংশীয় কৃতবর্মা, মদ্ররাজ শল্য যিনি নিজের ভাগিনেয়দের ছেড়ে তোমাব পক্ষে এসেছেন, সোমদত্তের পুত্র ভূরিপ্রবা—এঁরা অতিরথ। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দুই রথীর সমকক্ষ। কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, মাহিষ্মতীর রাজা নীল, অবন্তিদেশের বিন্দ ও অনবিন্দ, ত্রিগর্তদেশীয় সত্যরথ প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা, তোমার পুত্র লক্ষ্মণ, দুর্যোধনের পুত্র, কোশলরাজ বৃহদবল, তোমার মাতুল শকুনি, রাজা পৌরব, কর্ণপুত্র বৃষসেন, মধু-বংশীয় জলসন্ধ, গান্ধারবাসী অচল ও বৃষক—এঁরা রথী। কৃপাচার্য অতিরথ। দ্রোণপুত্র অশ্বখামা মহারথ (১), কিন্তু একটি মহাদোষের জন্য আমি তাঁকে রথী বা অতিরথ মনে করতে পারি না,—ইনি নিজের জীবন অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করেন, নতুবা ইনি অশ্বিতীয় বীর হতেন। দ্রোণাচার্য একজন শ্রেষ্ঠ অতিরথ, ইনি দেব গন্ধর্ব মনুষ্য সকলকেই বিনষ্ট করতে পারেন, কিন্তু স্নেহবশে অর্জুনকে বধ করবেন

---

(১) রথী — রথারোহী পরাক্রান্ত খ্যাতিনামা যোদ্ধা। মহারথ — রথবৃদ্ধপতি বা বহু রথীর অধিনায়ক। অতিরথ — যিনি অমিত যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করেন, অথবা যিনি মহারথগণের অধিপতি।

না। বাহ্যিক অতিরথ। তোমার সেনাপতি সত্যবান, মহাবল মাল্যাবী রাক্ষস অলম্বদ্ব, প্রাগজ্যোতিষরাজ ভগদত্ত — এঁরা মহারথ। তুমার প্রিয় সখা ও মন্ত্রণাদাতা নীচপ্রকৃতি অত্যন্ত গৰ্বিত এই কৰ্ণ অতিরথ নয়, পদ্বৰ্ণরথীও নয়। এ সৰ্বদাই পরনিন্দা করে, এর সহজাত কবচকুণ্ডল এখন নেই, পরশদ্রুমের শাপে এর শক্তিও ক্ষয় হয়েছে। আমার মতে কৰ্ণ অধরথ, অৰ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করলে জীবিত অবস্থায় ফিরবে না।

দ্রোণ বললেন, ভীষ্মের কথা সত্য, কৰ্ণের অভিমান আছে, অথচ এঁকে যুদ্ধ থেকে পালাতেও দেখা যায়। কৰ্ণ দয়ালু ও অসাবধান, সেজন্য আমিও এঁকে অধরথ মনে করি।

ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত করে কৰ্ণ বললেন, পিতামহ, আপনি বিনা অপরাধে আমাকে বাক্যবাণে পীড়িত করেন, দুর্যোধনের জন্যই আমি তা সহ্য করি। আমার মতে আপনিই অধরথ। লোকে আবার বলে ভীষ্ম মিথ্যা কথা বলেন না! আপনি ইচ্ছামত রথী আর অতিরথ বলে ঘোষাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করছেন। ভীষ্ম সৰ্বদাই কৌরবগণের অহিতাচরণ করেন, কিন্তু আমাদের রাজা তা বোঝেন না। দুর্যোধন, ভীষ্মের অভিসন্ধি ভাল নয়, তুমি এঁকে ত্যাগ কর। ইনি সকলের সঙ্গেই স্পর্ধা করেন, কাকেও পদ্বৰ্ণ বলে গণ্য করেন না, অথচ এঁকে দেখলে সব পণ্ড হয় (১)। বৃষ্মের বচন শোনা উচিত, কিন্তু অতিবৃষ্মের নয়, তাঁরা বালকের সমান। ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না, এঁর মৃত্যুর পর আমি বিপক্ষের সকল মহারথের সঙ্গেই যুদ্ধ করব।

ভীষ্ম বললেন, সুতপত্ন, যুদ্ধ আসন্ন, এ সময়ে আমাদের মধ্যে ভেদ হওয়া অনুচিত, সেই কারণেই তুমি জীবিত রইলে। স্বয়ং জামদগ্ন্য পরশদ্রুম আমাকে অস্ত্রাঘাতে পীড়িত করতে পারেন নি, তুমি আমার কি করবে?

দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আমার কিসে শত্রু হবে সেই চিন্তা করুন, আপনাদের দুজনকেই মহৎ কৰ্ম করতে হবে। এখন বলুন পাণ্ডবপক্ষে রথী মহারথ ও অতিরথ কে কে আছেন।

ভীষ্ম বললেন, যুদ্ধাস্ত্রব নকুল সহদেব প্রত্যেকেই রথী। ভীম আট রথীর সমান। স্বয়ং নারায়ণ যার সহায় সেই অৰ্জুনের সমান বীর ও রথী উভয় সৈন্যের মধ্যে নেই, কেবল আমি আর দ্রোণাচার্য তাঁর সম্মুখীন হতে পারি। দ্রোণদীর

পাঁচ পুত্র সকলেই মহারথ। বিরাটপুত্র উত্তর, উত্তমোজা, যদ্যামন্যু এবং দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী — এঁরা উত্তম রথী। অভিমন্যু, সাত্যকি ও দ্রোণশিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন — এঁরা অতিরথ। বৃষ্ণ হ'লেও দ্রুপদ ও বিরাটকে আমি মহারথ মনে করি। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্ম। এখনও বালক সেজন্য অর্ধরথ। শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু, জম্বন্ত, অমিতোজা, সত্যজিৎ, অজ, ভোজ ও রোচমান — এঁরা মহারথ। কেকয়দেশীয় পণ্ড্রাভাতা, কাশীরাজ কুমার, নীল, সূর্যদত্ত, শম্ভু, মদীরাশ্ব, ব্যাস্তসেন, চন্দ্রদত্ত, সেনাবিন্দু, ক্রোধহস্তা, কাশ্য — এঁরা সকলেই রথী। দ্রুপদপুত্র সত্যজিৎ, শ্রেণিমান ও বসুদান রাজা, কুন্তিভোজদেশীয় পান্ডবমাতুল পুরুজিৎ, এবং ভীম-হিড়িম্বার পুত্র মায়াবী ঘটোৎকচ — এঁরা সকলেই অতিরথ।

তার পর ভীষ্ম বললেন, আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য যুদ্ধ করব, কিন্তু শিখণ্ডী শরক্ষেপে উদ্যত হ'লেও তাকে বধ করব না, কারণ সে পূর্বে স্ত্রী ছিল, পরে পুরুষ হয়েছে। পান্ডবগণকেও আমি বধ করব না।

## ॥ অম্বোপাখ্যানপর্বাদ্যায় ॥

### ২৭। অম্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাস

দুর্যোধন প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, আপনি পূর্বে বলেছিলেন যে পাণ্ডাল ও সোমকন্দর বধ করবেন, তবে শিখণ্ডীকে ছেড়ে দেবেন কেন? ভীষ্ম বললেন, তাকে কেন বধ করব না তার ইতিহাস বলছি শোন।—

আমার ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ বিচিত্রবীৰ্যকে আমি রাজ্যপদে অভিষিক্ত করি এবং তাঁর বিবাহের জন্য কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবর-সভা থেকে সবলে হরণ করে আনি (১)। বিবাহকালে জ্যেষ্ঠকন্যা অম্বা লঙ্ঘিতভাবে আমাকে জানানলেন যে তাঁর পিতা কাশীরাজের অজ্ঞাতসারে তিনি ও শাল্বরাজ পরস্পরকে বরণ করেছেন। তখন আমি কয়েকজন বৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ও একজন খাত্তীর সঙ্গে অম্বাকে শাল্বের কাছে পাঠিয়ে দিলাম এবং তাঁর দুই ভাগিনী অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীৰ্যের বিবাহ দিলাম। অম্বাকে দেখে শাল্ব বললেন, আমি তোমাকে ভার্য্য করতে পারি না, তুমি অন্যপূর্ব্য, ভীষ্ম তোমাকে হরণ করেছিলেন, তাঁর স্পর্শে তুমি প্রীত হয়েছিলে, অতএব তাঁর কাছেই যাও। অম্বা

(১) আদিপর্ব ১৭-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বহু অনুনয় করলেও শাল্ব শুনলেন না। সেখান থেকে চলে এসে অম্বা এই ব'লে বিলাপ করতে লাগলেন—ভীষ্মকে ধিক, আমার মৃত পিতাকে ধিক যিনি পণ্যস্ব্যীর ন্যায় আমাকে বীৰ্যশত্বে দান করতে চেয়েছিলেন, শাল্বরাজকে ধিক, বিধাতাকেও ধিক। ভীষ্মই আমার বিপদের মূখ্য কারণ, তাঁর উপর আমি প্রতিশোধ নেব। অম্বা নগরের বাইরে তপস্বীদের আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং নিজের ইতিহাস জ্ঞানিয়ে বললেন, আমি এখানে তপস্যা করতে ইচ্ছা করি। তপস্বীরা বললেন, তুমি তোমার পিতার গৃহে ফিরে যাও। অম্বা তাতে সম্মত হলেন না।

এই সময়ে অম্বার মাতামহ রাজর্ষি হোত্রবাহন সেই তপোবনে উপস্থিত হলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি অম্বাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক, তোমার অনুরোধে জামদগ্ন্য পরশুরাম ভীষ্মকে বধ করবেন, তিনি আমার সখা। এমন সময়ে পরশুরামের প্রিয় অনুচর অকৃতব্রণ সেখানে এলেন। সব কথা শুনে তিনি অম্বাকে বললেন, তুমি কিরূপ প্রতিকার চাও? যদি ইচ্ছা কর তবে পরশুরামের আদেশে শাল্বরাজ তোমাকে বিবাহ করবেন; অথবা যদি ভীষ্মকে নির্জিত দেখতে চাও তবে পরশুরাম তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করবেন। অম্বা বললেন, ভগবান, শাল্বের প্রতি আমার অনুরাগ না জেনেই ভীষ্ম আমাকে হরণ করেছিলেন, এই বিবেচনা ক'রে আপনিই ন্যায় অনুসারে বিধান দিন। অকৃতব্রণ বললেন, ভীষ্ম যদি তোমাকে হস্তিনাপুরে না নিয়ে যেতেন তবে পরশুরামের আজ্ঞায় শাল্ব তোমাকে মাথায় তুলে নিতেন; অতএব ভীষ্মেরই শাস্তি হওয়া উচিত।

পরদিন অগ্নিতুল্য তেজস্বী পরশুরাম শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হয়ে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। রূপবতী স্নকুমারী অম্বার কথা শুনে পরশুরাম দয়ালু হয়ে বললেন, ভাবিনী, আমি ভীষ্মকে সংবাদ পাঠাব, তিনি আমার কথা রাখবেন(১); যদি অন্যথা করেন তবে তাঁকে আর তাঁর অমাত্যগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট করব। আর তা যদি না চাও তবে আমি শাল্বকেই আজ্ঞা করব। অম্বা বললেন, ভৃগুনন্দন, শাল্বের প্রতি আমার অনুরাগ জেনেই ভীষ্ম আমাকে মর্দন্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু শাল্ব আমার চরিত্রদোষের আশঙ্কায় আমাকে নেন নি। আপনি বিচার ক'রে দেখুন কি করা উচিত। আমার মনে হয় ভীষ্মই আমার বিপদের মূল, তাঁকেই আপনি বধ করুন। পরশুরাম সম্মত হলেন এবং অম্বা ও ঋষিগণের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরে এলেন।

(১) অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করবেন।

তাব পব ভীষ্ম বললেন, তৃতীয় দিনে পরশুরাম দূত পাঠিয়ে আমাকে আহ্বান কবলেন। অর্চিম ব্রাহ্মণ ও পদুরোহিতগণের সঙ্গে সত্ব তাঁর কাছে গেলুম এবং একটি ধেনু উপহাব দিলাম। তিনি আমার পূজা গ্রহণ ক'বে বললেন, ভীষ্ম, তুমি অম্বাকে তাঁব ইচ্ছার বিবন্ধে নিয়ে এসে আবার কেন তাঁকে পরিত্যাগ করলে? তোমাব স্পর্শেব জন্যই শাল্ব তাঁকে প্রত্যাখ্যান কবেছেন, অতএব আমার আদেশে তুমি একে গ্রহণ কব। আমি পরশুরামকে বললাম, ভগবান, আমার ভ্রাতা বিচিত্র-বীর্ষের সঙ্গে এব বিবাহ দিতে পারি না, কাবণ পূর্বেই শাল্বেব প্রতি এব অনুরাগ হযেছিল এবং আমি মদুস্তি দিলে ইনি শাল্বেব কাছেই গিযেছিলেন। ভৃগুনন্দন, আপনি আমাকে বাল্যকালে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন, আমি আপনাব শিষ্য, তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান কেন? পবশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি আমাকে গদ্ব ব'লে মানছ অথচ আমার প্রযকার্য করছ না। তুমিই একে গ্রহণ ক'বে বংশরক্ষা কব।

তাঁব আজ্ঞাপালনে আমাকে অসম্মত দেখে পবশুরাম বললেন, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে এস, আমার বাণে তুমি নিহত হবে, গৃধ্র কক্ষ ও কাক তোমাকে ভক্ষণ কববে, তোমাব মাতা জাহবী তা দেখবেন। তার পব কুবুদ্ধ্যে পবশুরামের সঙ্গে আমার ঘোব যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, ঋষি ও দেবতাবা সেই আশ্চর্য যুদ্ধ দেখতে এলেন। আমার জননী গঙ্গা মদুতিমতী হয়ে আমাকে ও পবশুরামকে নিরস্ত কবতে এলেন, কিন্তু তাঁব অনুবোধ বিফল হ'ল। আমি পরশুরামকে বললাম, ভগবান, আপনি ভূমিতে আছেন, আমি রথে চড়ে আপনাব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে ইচ্ছা করি না। আপনি কবচ ধারণ ক'বে রথারোহী হয়ে যুদ্ধ কবুন। পবশুরাম সহাস্যে বললেন, মেদিনী আমার রথ, বেদ সকল আমার বাহন, বায়ু আমার সারথি, বেদমাতাবা আমার কবচ। এই ব'লে তিনি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন আমি দেখলাম, নগবের ন্যায বিশাল দিব্যাম্বযুক্ত বিচিত্র বথে তিনি আরুঢ় রযেছেন, তাঁর সঙ্গে চন্দ্রসূর্যচিহ্নিত কবচ, অকৃতরণ তাঁব সারথি।

বহুদিন ধ'রে পরশুরামের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হ'ল। তিনি আমার সারথিকে বধ করলেন, আমাকেও শ্রাঘাতে ভূপাতিত করলেন। তখন আমি দেখলাম, সূর্য ও অগ্নির ন্যায তেজস্বী আট জন ব্রাহ্মণ আমাকে বাহু দ্বারা বেণ্টন ক'রে আছেন, আমার জননী গঙ্গা রথে রযেছেন। আমি তাঁব চরণ ধ'রে এবং পিতৃগণকে নমস্কার ক'রে আমার রথে উঠলাম। গঙ্গা অস্তহিত হলেন। আমি এক হৃদয়বিদারক বাণ নিক্ষেপ করলাম, পরশুরাম মর্ছিত হয়ে জানুতে ভর দিয়ে পড়ে গেলেন। কিছু ক্ষণ

পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে আমাকে মারবার জন্য তাঁর চতুর্হস্ত ধনুতে শরযোজন করলেন, কিন্তু মহর্ষিগণ তাঁকে নিবারণ কবলেন।

রাত্রিকালে আমি স্বপ্ন দেখলাম, পূর্বাষ্ট আট জন ব্রাহ্মণ আমাকে বলছেন, গঙ্গানন্দন, পরশুরাম তোমাকে জয় করতে পাবেন না, তুমিই জয়ী হবে। তুমি প্রস্বাপন অস্ত্র প্রয়োগ কব, তাতে পরশুরাম নিহত হবেন না, কিন্তু নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পবাস্ত হবেন। পর্বাদিন কিছু কাল প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আমি প্রস্বাপন অস্ত্র নিক্ষেপেঁ উদ্‌যোগ করলাম। তখন আকাশ থেকে নারদ আমাকে বললেন, তুমি এই অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে না, দেবগণ বাধণ কবছেন, পরশুরাম তপস্বী ব্রাহ্মণ এবং তোমার গুরু। এমন সময়ে পরশুরামের পিতৃগণ আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বললেন, বৎস, ভীষ্মের সঙ্গে আব যুদ্ধ ক'বো না, ইনি মহাযশা বসু। একে তুমি জয় করতে পাবে না। তাব পর নাবদাদি মূর্খনিগণ এবং আমার মাতা ভাগীবথী যুদ্ধস্থানে এলেন। মূর্খনিগণ বললেন, ভাগব, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের ন্যায়, তুমি যুদ্ধে নিরস্ত হও, তোমবা পবস্পবেব অবধ্য। উদিত গ্রাহের ন্যায় দীপ্যমান আট জন ব্রাহ্মণ আবার আবির্ভূত হয়ে আমাকে বললেন, মহাবাহু, তুমি তোমার গুরুব ব কাছে যাও, জগতের মঙ্গল কব। আমি পরশুরামকে প্রণাম কবলাম। তিনি সন্মোহে বললেন, ভীষ্ম, তোমার সমান ক্ষত্রিয় বীর পৃথিবীতে নেই, আমি তুষ্ট হয়েছি, এখন যাও।

পরশুরাম অম্বাকে ডেকে বললেন, ভাবিনী, আমি সর্ব শক্তি প্রয়োগ ক'রেও ভীষ্মকে জয় করতে পারি নি, এখন তুমি তাঁর শরণ নাও, তোমার অন্য উপায় নেই। অম্বা বললেন, তগবান, আপনি যথাসাধ্য কবেছেন, অস্ত্র ম্বাবা ভীষ্মকে জয় কবা অসম্ভব। আমি স্বয়ং তাঁকে যুদ্ধে নিপাতিত করব।

পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে চলে গেলেন। অম্বা যমুনাতীরের আশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। তার পর তিনি দৃঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ ক'রে নানা তীর্থে অবগাহন করতে লাগলেন। বৃদ্ধ তপস্বীবা তাঁকে নিবস্ত করতে গেলে অম্বা বললেন, আমি ভীষ্মের বধেব নিমিত্ত তপস্যা করছি, স্বর্গকামনা নয়। তাঁর জন্য আমি পতিলাভে বঞ্চিত হয়েছি, আমি যেন স্ত্রীও নই পুরুষও নই। আমার স্ত্রীষ্য ব্যর্থ হয়েছে সেজন্য পুরুষত্বলাভের জন্য দৃঢ় সংকল্প করেছি, আপনারা আমাকে বাধণ করবেন না।

শূলপাণি মহাদেব অম্বাকে বর দিতে এলেন। অম্বা বললেন, আমি যেন ভীষ্মকে বধ করতে পারি। মহাদেব বললেন, তুমি অন্য দেহে পুরুষত্ব পেয়ে ভীষ্মকে বধ কবে, বর্তমান দেহের সব ঘটনাও তোমার মনে থাকবে। তুমি দুপদের কন্যা

হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং কিছু কাল পরে পদ্রুশ হবে। মহাদেব অন্তর্হিত হলেন, অম্বা নবজন্মকামনায় চিত্তারোহণে দেহত্যাগ করলেন।

সেই সময়ে দ্রুপদ রাজা অপত্যকামনায় মহাদেবের আরাধনা করছিলেন। মহাদেব বর দিলেন, তোমার একটি স্ত্রীপদ্রুশ সন্তান হবে। যথাকালে দ্রুপদমহিষী একটি পবনরূপবতী কন্যা প্রসব কবলেন, কিন্তু তিনি প্রচার কবলেন যে তাঁর পদ্রু হয়েছে। এই কন্যাকে দ্রুপদ পদ্রুবে ন্যায় পালন করতে লাগলেন এবং নাম দিলেন — শিখন্ডী। গদুস্তচবেব সংবাদে, নাবদ ও মহাদেবের বাক্যে, এবং অম্বাব তপস্যার বিষয় জ্ঞাত থাকায় আমি বদুবেছিলাম যে শিখন্ডীই অম্বা।

কন্যাব যৌবনকাল উপস্থিত হ'লে দ্রুপদকে তাঁর মহিষী বললেন, মহাদেবের বাক্য মিথ্যা হবে না, শিখন্ডী পদ্রুশ হবেই, অতএব কোনও কন্যাব সঙ্গে এর বিবাহ দাও। দশাৰ্ণবাজ হিরণ্যবর্মাব কন্যার সঙ্গে শিখন্ডীব বিবাহ হ'ল। কিছু কাল পবে এই কন্যা কষেক জন দাসীকে তাঁর পিতাব কাছে পাঠিয়ে জানালেন যে দ্রুপদকন্যা শিখন্ডিনীব সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে। হিবণ্যবর্মী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুত স্মারা দ্রুপদকে ব'লে পাঠালেন, দ্রুর্মতি, তুমি আমাকে প্রতাবিত করেছ, আমি শীঘ্রই তোমাকে অমাত্যপবিজন সহ বিনষ্ট কবব।

দ্রুপদ ভীত হয়ে তাঁর মহিষীব সঙ্গে মন্ত্রণা কবলেন। মহিষী বললেন, মহারাজ, আমার পদ্রু হয নি, সপত্নীদের ভয়ে আমি শিখন্ডিনীকে পদ্রুশ ব'লে প্রচাব করেছি, মহাদেবও বলেছিলেন যে আমাদের সন্তান প্রথমে স্ত্রী তুতাব পব পদ্রুশ হবে। তুমি এখন মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে বাজধানী স্দুবিক্ষিত কব এবং প্রচুব দক্ষিণা দিয়ে দেবপূজা ও হোম কব। পিতামাতাব এই কথা শ্রুনে শিখন্ডিনী ভাবলেন, আমাব জন্য এ'বা দ্রুঃখ পাচ্ছেন, আমার মবাই ভাল।

শিখন্ডিনী গৃহ ত্যাগ ক'রে গহন বনে এলেন। সেই বনে শ্বধ্গাকর্ণ নামে এক যক্ষের ভবন ছিল। শিখন্ডিনী তাতে প্রবেশ ক'রে বহু দিন অনাহারে থেকে শবীব শৃঙ্ক কবলেন। একদিন যক্ষ দযাদ্র হযে দর্শন দিয়ে শিখন্ডিনীকে বললেন, তোমাব অভীষ্ট কি তা বল, আমি পদ্রু করব। আমি কুবেবের অনদ্রচর, অদেষ বস্ত্রও দিতে পারি। শিখন্ডিনী তাঁর ইতিহাস জানিয়ে বললেন, যক্ষ, আমাকে পদ্রুশ ক'রে দিন। যক্ষ বললেন, রাজকন্যা, আমার পদ্রুশ কিছুকালেব জন্য তোমাকে দেব, তাতে তুমি তোমার পিতার রাজধানী ও বন্ধুগণকে রক্ষা করতে পাববে। কিন্তু তুমি আবার এসে আমার পদ্রুশ ফিরিয়ে দিও। দ্রুপদকন্যা

সম্মত হয়ে যক্ষের সঙ্গে লিঙ্গাবিনিময় করলেন। স্ব্গাকর্ণ স্ত্রীরূপ পেলেন, শিখণ্ডী পদ্রুহ হয়ে পিতাব কাছে গেলেন।

দ্রুপদ আনন্দিত হয়ে দশার্ণবাজকে বলে পাঠালেন, বিশ্বাস কবদন, আমার পদ্রু পদ্রুই। আপনি পরীক্ষা কবদন, লোকে আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছে। রাজা হিরণ্যবর্মণ কষেকজন চতুরা সন্দরী যুবতীকে পাঠালেন। তাবা শিখণ্ডীকে পরীক্ষা, কবে সন্তুষ্ট হয়ে ফিবে গেল। তাদের কাছে সংবাদ পেয়ে দশার্ণবাজ আনন্দিত হয়ে বৈবাহিক দ্রুপদেব ভবনে এলেন এবং কষেকাদিন থেকে কন্যাকে ভৎসনা কবে চলে গেলেন।

কিছু কাল পবে কুবের স্ব্গাকর্ণের ভবনে এলেন। তিনি তাঁব অনুচব-গণকে বললেন, এই ভবন উত্তমরূপে সজ্জিত দেখছি, কিন্তু মন্দবৃদ্ধি স্ব্গাকর্ণ আমার কাছে আসছে না কেন? যক্ষবা বললে, মহারাজ, দ্রুপদেব শিখণ্ডিনী নামে একটি কন্যা আছেন, কোনও কারণে স্ব্গাকর্ণ তাঁকে নিজের পদ্রুযলক্ষণ দিয়ে তাঁব স্ত্রীলক্ষণ নিয়েছেন। তিনি এখন স্ত্রী হয়ে গৃহমধ্যে বয়েছেন, লজ্জায় আপনাব কাছে আসতে পাবছেন না। কুবেরের আজ্ঞায় তাঁব অনুচবগণ স্ব্গাকর্ণকে নিয়ে এল। কুবের ব্রুদ্রু হয়ে শাপ দিলেন, পাপবৃদ্ধি, তুমি যক্ষগণের অপমান কবেছ, অতএব স্ত্রী হয়েই থাক, আর দ্রুপদকন্যা পদ্রুহ হয়ে থাকুক। শিখণ্ডীব মৃত্যুব পর তুমি পদ্রুবুপ ফিবে পাবে। এই বলে কুবের সদলে চলে গেলেন।

পূর্বেই প্রতিজ্ঞা অনুসাবে শিখণ্ডী এসে স্ব্গাকর্ণকে বললেন, আমি ফিবে এসেছি। স্ব্গাকর্ণ বহু বার বললেন, আমি প্রীত হয়েছি। তাব পর তিনি কুবেরেব শাপেব কথা জানিয়ে বললেন, বাজপদ্রু, এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা বিচবণ কর, দৈবকে অতিক্রম কবা আমাদের সাধ্য নয়। শিখণ্ডী আনন্দিত হয়ে রাজভবনে ফিবে গেলেন। দ্রুপদ বাজা তাঁকে দ্রোণাচার্যেব কাছে অস্ত্রশিক্ষাব জন্য পাঠালেন। কালক্রমে ধৃষ্টদ্যুমনেব সঙ্গে শিখণ্ডীও চতুঃপাদ ধনুর্বেদ শিক্ষা করলেন।

অম্বার ইতিহাস শেষ করে ভীষ্ম বললেন, দুর্যোধন, আমি গদুঃতচবদেব জড় অশ্ব ও বধিব সাজিয়ে দ্রুপদেব কাছে পাঠাতাম, তাবাই আমাকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়েছিল। শিখণ্ডী স্ত্রী ছিল, পবে পদ্রুহ হয়ে বথিশ্রেষ্ঠ হয়েচে, কাশী-রাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বাই শিখণ্ডী। আমার এই প্রতিজ্ঞা সকলেই জানে যে স্ত্রীলোককে, স্ত্রী থেকে পদ্রুহ হয়েছে এমন লোককে, এবং স্ত্রীনামধারী ও স্ত্রীরূপধারী পদ্রুহকে আমি শবাঘাত করি না।



## ২৮। যুদ্ধযাত্রা

পরদিন প্রভাতকালে দুর্যোধন ভীষ্ম প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভীমার্জুন-ধৃষ্টদ্যুম্নাদি কর্তৃক বশ্কিত এই বিশাল পাণ্ডববাহিনী আপনারা কত কালে বিনষ্ট কবতে পাবেন?

ভীষ্ম বললেন, আমি প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য এবং এক সহস্র রথীকে বধ কবব, তাতে এক মাসে সমস্ত বিনষ্ট হবে। দ্রোণ বললেন, আমি স্থবির হয়েছি, শক্তি কমে গেছে, তথাপি আমিও ভীষ্মের ন্যায় এক মাসে পাণ্ডববাহিনী ধ্বংস কবতে পারি। কৃপ বললেন, আমি দুই মাসে পারি। অশ্বত্থামা বললেন, আমি দশ দিনে পারি। কর্ণ বললেন, আমি পাঁচ দিনে পারি।

কর্ণের কথায় ভীষ্ম উচ্চ হাস্য ক'বে বললেন, বাধে, এখন পর্যন্ত তুমি শঙ্খধনুর্বাণধারী বাসুদেবসহিত বথাবোহী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হও নি তাই এমন মনে কবছ। তুমি যা ইচ্ছা হয় তাই বলতে পার।

যুধিষ্ঠির তাঁর গদ্যুত্তরবদেব কাছে কৌরবগণের এই আলোচনার সংবাদ পেলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতাদের জানালে অর্জুন বললেন, কৌরবপক্ষের অস্ত্রবিশারদ যোদ্ধারা নিজেদের সামর্থ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু আপনি মনস্তাপ দূর কবুন, আমি বাসুদেবের সহায়তায় একাকীই নিমেষমধ্যে তিলেক সংহার কবতে পারি, কারণ কিবাতব্দুপী পশুপতিব প্রদত্ত মহাস্ত্র আমার কাছে আছে। কিন্তু এই দিব্য অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধে লোকহত্যা অনুচিত, অতএব আমবা সবল উশারেই শত্রু জয় কবব, পবাক্রান্ত মহারথগণ আমাদের সহায় আছেন।

প্রভাতকালে কৌরবপক্ষীয় বাজগণ স্নানের পর মালা ও শূদ্র বসন ধারণ কবলেন, তাব পর হোম ও স্মৃতিবাচন ক'বে দুর্যোধনের আদেশে পাণ্ডবগণের অভিমুখে যাত্রা করলেন। দ্রোণাচার্য প্রথম দলেব, ভীষ্ম দ্বিতীয় দলের, এবং দুর্যোধন তৃতীয় দলের অগ্রণী হয়ে চললেন। কৌরববীরগণ সকলে কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম দিকে সমবেত হলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণও সদুসজ্জিত হয়ে যাত্রা করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রথম সৈন্যদলেব, ভীম সাত্যকি ও অর্জুন দ্বিতীয় দলের, এবং বিরাট দ্রুপদ প্রভৃতির সঙ্গে যুধিষ্ঠির তৃতীয় দলের অগ্রবর্তী হলেন। সহস্র সহস্র অযুত অযুত সৈন্য সিংহনাদ এবং ভেরী ও শঙ্খের ধ্বনি করতে করতে পাণ্ডবদের পশ্চাতে গেল।

# ভীষ্মপর্ব

॥ জম্ববুখণ্ডবিনির্মাণ- ও ভূমি- পৰ্বাধ্যায় ॥

## ১। যুদ্ধের নিয়মবন্ধন

পাণ্ডবগণ কুব্জক্ষেত্রেব পশ্চিম ভাগে সসৈন্যে পূর্বমুখ হয়ে অবস্থান করলেন। স্বপক্ষ যাতে চেনা যায় সেই উদ্দেশ্যে যুদ্ধাধিষ্ঠিত ও দুর্যোধন নিজ নিজ বিবিধ সৈন্যদলের বিভিন্ন নাম রাখলেন এবং পরিচয়সূচক আভরণ দিলেন।

অনন্তর বথাবদ্ধ বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তাঁদের পাণ্ডজন্য ও দেবদত্ত নামক দিবা শঙ্খ বাজালেন। সেই নিষেধ শব্দে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যরা হুট হ'ল, বিপক্ষ সৈন্য ও তাদের বাহনগণ ভয়ে মলমূত্র ত্যাগ করলে। ভূমি থেকে ধূলি উঠে সর্ব দিকে ব্যাপ্ত হ'ল, কিছুই দেখা গেল না, সূর্য যেন অস্তমিত হলেন। বায়ুব সঙ্গে কাঁকর উড়ে সৈন্যগণকে আঘাত করিতে লাগল। কুব্জক্ষেত্রে দুই পক্ষের বিপুল সৈন্যসমাবেশেব ফলে বোধ হ'ল যেন পৃথিবীর অন্যত্র বালক বৃন্দ ও স্ত্রী ভিন্ন অন্য মানুষ বা অশ্ব মৃগ হস্তী অবশিষ্ট নেই।

যুদ্ধাবশেষেব পূর্বে উভয় পক্ষের সম্মতিতে এইসকল নিয়ম অবধারিত হ'ল।—যুদ্ধ নিবৃত্ত হ'লে বিবোধী দলের মধ্যে যথাসম্ভব পূর্ববৎ প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হবে, আর ছলনা থাকবে না। এক পক্ষ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে অপব পক্ষ বাক্য দ্বাবাই প্রতিযুদ্ধ করবেন। যাবা সৈন্যদল থেকে বেঁচে আসবে তাদের হত্যা করা হবে না। বধীস সঙ্গে রথী, গজাবোহীর সঙ্গে গজাবোহী, অশ্বারোহীস সঙ্গে অশ্বারোহী, এবং পদাতিস সঙ্গে পদাতি যুদ্ধ করবে। বিপক্ষকে আগে জানাতে হবে, তার পব নিজেব যোগ্যতা ইচ্ছা উৎসাহ ও শক্তি অনুসাবে আক্রমণ করা যেতে পারবে, কিন্তু বিশ্বস্ত বা বিহীন লোককে প্রহার করা হবে না। অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত, শবগাগত, যুদ্ধে বিমুখ, অস্ত্রহীন বা বর্মহীন লোককে কখনও মারা হবে না। স্তূতিপাঠক সূত, ভাববাহক, অস্ত্র যোগানো যাদের কাজ, এবং ভেরী প্রভৃতির বাদ্যকারকে কখনও প্রহার করা হবে না।

## ২। ব্যাস ও ধৃতরাষ্ট্র

ধৃতবাষ্ট্র শোকার্ত হয়ে নিজের স্থানে পুত্রদেব দর্শনীর বিষয় ভাবছিলেন এমন সময় প্রত্যক্ষদর্শী ত্রিকালজ্ঞ ভগবান ব্যাস তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা, তোমার পুত্রদেব এবং অন্য বাজাদের মৃত্যুকাল আসন্ন হয়েছে, তাঁরা যুদ্ধে পরস্পরকে বিনষ্ট করবেন। কালবংশই এমন হবে এই জেনে তুমি শোক দূর কর। পুত্র, যদি সংগ্রাম দেখতে ইচ্ছা কর তবে আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দেব।

ধৃতবাষ্ট্র বললেন, ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞাতিবধ দেখতে আমার রুচি নেই, কিন্তু আপনাব প্রসাদে এই যুদ্ধেব সম্পূর্ণ বিবরণ শুনতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বললেন, গবল্গনপুত্র এই সঞ্জয় আমার ববে দিব্যচক্ষু লাভ কববেন, যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা এবং প্রত্যক্ষ হবে, ইনি সর্বজ্ঞ হয়ে তোমাকে যুদ্ধেব বিবরণ বলবেন (১)। ইনি অস্ত্রে আহত হবেন না, শ্রমে ক্লান্ত হবেন না, জীবিত থেকেই এই যুদ্ধ হ'তে নিষ্কৃতি পাবেন। আমিও কুব্জপাণ্ডবেব কীর্তিকথা প্রচারিত করব। তুমি শোক ক'বো না, সমস্তই দৈবেব বশে ঘটবে, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হবে। এই যুদ্ধে মহান লোকক্ষয় হবে, আমি তার বিবিধ ভয়ংকর দর্শনিস্ত দেখতে পাচ্ছি। উদয় ও অস্ত কালে সূর্যমণ্ডল কবন্ধে বেষ্টিত হয়। রাত্রে বিড়াল ও শূকর যুদ্ধ কবে, তাদের ভয়ংকর নিনাদ অন্তবীক্ষে শোনা যায়। দেবপ্রতিমা কাম্পিত হয়, হাস্য কবে, রুদ্ধিষ্ক বমন কবে, স্বেদান্ত হয়, এবং ভূপতিত হয়। যিনি ত্রিলোকে সাম্রাজ্য ব'লে খ্যাত সেই অবদ্বন্দ্বী (নক্ষত্র) বশিষ্ঠের দিকে পিঠ ফিরিয়েছেন। কোনও কোনও স্ত্রী চার পাঁচটি ক'বে কন্যা প্রসব করছে, সেই কন্যারা ভূমিষ্ঠ হয়েই নাচছে গাইছে আর হাসছে। বৃক্ষ ও চৈত্য পড়ে যাচ্ছে, আহুতির পর যজ্ঞাগ্নি থেকে দুর্গন্ধময় নীল লোহিত ও পীত বর্ণেব শিখা বামাবর্তে উঠছে। স্পর্শ গন্ধ ও স্বাদ বিপর্নিত হচ্ছে। পক্ষীবা পক্ষা পক্ষা বব ক'বে ধ্বজাগ্রে ব'সে রাজাদের ক্ষয় সূচনা কবছে। ধৃতবাষ্ট্র, তোমার আত্মীয় ও সুহৃদ্বর্গকে ধর্মসংগত পথ দেখাও, তুমি এই যুদ্ধ নিবারণে সমর্থ। জ্ঞাতিবধ অতি হীন কার্য এবং আমাব অপ্রিয়, তুমি তা হ'তে দিও না। যাতে তুমি পাপগ্রস্ত হবে তেমন রাজ্যে তোমার কি প্রয়োজন? পাণ্ডববা তাদের বাজ্য লাভ কবুক, কৌবববা শান্ত হ'ক।

ধৃতবাষ্ট্র বললেন, পিতা, মানুস্ব স্বার্থেব জন্য মোহগ্রস্ত হয়, আমিও মানুস্ব

(১) সঞ্জয় বক্তা এবং ধৃতবাষ্ট্র শ্রোতা — এইভাবে কুব্জক্ষেত্রযুদ্ধেব সমগ্র ঘটনা মহাভাবতে বিবৃত হয়েছে।

মাত্র। আমার অধর্মে মতি নেই, কিন্তু পুত্রগণ আমার বশবর্তী নয়। আপনি আমার উপর প্রসন্ন হ'ন। ব্যাস বললেন, রাজা, সাম ও দান নীতিতে যে জয়লাভ হয় তাই শ্রেষ্ঠ, ভেদের দ্বারা যা হয় তা মধ্যম, এবং যুদ্ধ দ্বারা যা হয় তা অধম। সেনার বাহুদ্য থাকলেই জয়লাভ হয় না, জয় অনিশ্চিত এবং দৈবের বশেই ঘটে। যাঁরা পূর্বে বিজয়ী হন তাঁরাই আবার পবে পরাজিত হন।

### ৩। সঞ্জয়ের জীববৃত্তান্ত ও ভূবৃত্তান্ত কথন

ব্যাসদেব চলে গেলে ধৃতবাস্ত্য সঞ্জয়কে বললেন, রাজাবা ভূমি অধিকারের জন্যই যুদ্ধ করেন, অতএব ভূমির বহু গুণ আছে। আমি তা শুনতে ইচ্ছা করি।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আমার যা জানা আছে তা বলছি। জগতে দুই প্রকার ভূত (জীব) আছে, জঙ্গম ও স্থাবর। জঙ্গম ভূত ত্রিবিধ — অন্ড্র স্বেদজ ও জরায়ুজ, এদের মধ্যে জরায়ুজই শ্রেষ্ঠ, আবার জরায়ুজের মধ্যে মানুষ ও পশু শ্রেষ্ঠ। সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ মহিষ হস্তী ভল্লুক ও বানর—এই সপ্ত প্রকার বন্য জরায়ুজ। গো ছাগ মেঘ মনুষ্য অশ্ব অশ্বতর ও গর্দভ—এই সপ্ত প্রকার গ্রাম্য জরায়ুজ। গ্রাম্য জীবদের মধ্যে মানুষ এবং বন্য জীবদের মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত জীবই পবস্পর্ষে উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদজ সকল স্থাবর, তাদের পণ্ড জাতি—বৃক্ষ গুল্ম লতা বঙ্গী ও স্বক্সাব তৃণ। চতুর্দশ জঙ্গম ভূত, পণ্ড স্থাবর ভূত, এবং পণ্ড মহাভূত—এই চতুর্বিংশতি পদার্থ গায়ত্রী তুল্য। যিনি এই গায়ত্রী যথার্থরূপে জানেন তিনি বিনষ্ট হন না। সমস্তই ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূমিতেই বিনাশ পায়, ভূমিই সর্ব ভূতের পবম আশ্রয়। যাব ভূমি আছে সে স্থাবরজঙ্গমের অধিকারী, এই কারণেই রাজাবা ভূমির লোভে পবস্পর্ষকে হত্যা করেন।

তার পর সঞ্জয় ভূমি জল বায়ু অগ্নি ও আকাশ এই পণ্ড মহাভূত এবং তাদের গুণাবলী বিবৃত করে সূদর্শন স্বপীপ বা জম্বু দ্বীপের কথা বললেন। জম্বু দ্বীপে ছয় বর্ষপর্বত আছে, যথা—হিমালয় হেমকূট নিষধ নীল শ্বেত ও শৃঙ্গবান। এই সকল বর্ষপর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং উভয় প্রান্তে সমুদ্রে অবগাহন করে আছে। এদের মধ্যে মধ্যে বহু সহস্র যোজন বিস্তৃত পুণ্য জনপদসমূহ আছে, তাদের নাম বর্ষ। হিমালয়ের দক্ষিণে ভাবতবর্ষ, উত্তরে কিম্বদ্বীপগণের বাসভূমি হেমবতবর্ষ। হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। নিষধ পর্বতের উত্তরে এবং নীল পর্বতের দক্ষিণে মাল্যবান পর্বত। মাল্যবানের পর গন্ধমাদন, এবং এই দুই গিরির মধ্যে কনকময় মেরু পর্বত। মেরু পর্বতের চার পার্শ্বে চার স্বপীপ (মহাদেশ) আছে—ভদ্রাশ্ব

কেকুমালা জম্বুদ্বীপ ও উত্তরকুরু। নীল পর্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ, তার পর হৈমগ্যকবর্ষ, এবং তাব পর ঐরাবতবর্ষ। দক্ষিণে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে ঐরাবতবর্ষ— এই দুইএব মধ্যে ইলাবৃত সমেত পাঁচটি (১) বর্ষ।

অন্যান্য বর্ষের বর্ণনা করে সঞ্জয় বললেন, মহাবাজ, ভারতবর্ষে সাতটি কুল-পর্বত আছে, যথা—মহেন্দ্র মলয় সহ্য শাক্তিমান ঋক্ষবান বিন্ধ্য ও পারিপাত্র। গঙ্গা সিন্ধু সবস্বতী গোদাবরী নর্মদা শতদ্রু বিপাশা চন্দ্রভাগা ইবাবতী বিতস্তা যমুনা প্রভৃতি অনেক নদী আছে, এই সকল নদী মাতৃতুল্য ও মহাফলপ্রদ। ভারতে বহু দেশ আছে, যথা—কুব্জপাণ্ডাল শাল্ব শূরসেন মৎস্য চৌদ দশার্ণ পাণ্ডাল কোশল মদ্র কলিঙ্গ কাশী বিদেহ কাম্বীর সিন্ধু সৌবীর গান্ধার প্রভৃতি, দক্ষিণে দ্রাবিড় কেরল কর্ণাটক প্রভৃতি এবং উত্তরে যবন চীন কাম্বোজ হুণ পাবসীক প্রভৃতি স্লেচ্ছ জাতির দেশসমূহ। কুকুব যেমন মাংসখণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি কবে, বাজাবাও তেমনি পবম্পরের ভূমি হবণ কবেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কাবও কামনাব তৃপ্তি হয় নি।

তাব পব সঞ্জয় চতুর্য়গ, শাক কুশ শাল্মলি ও ক্রৌঞ্চ স্বীপের বৃত্তান্ত, এবং বাহু ও চন্দ্রসূর্যের পবিমাণ বিবৃত ক'বে বললেন, মহাবাজ, আমবা যেখানে আছি এই দেশই ভারতবর্ষ, এখান থেকেই সর্বপ্রকার পুণ্যকর্ম প্রবর্তিত হয়েছে।

## ॥ ভগবদ্গীতাপর্বাদ্যায় ॥

### ৪। কুরুপাণ্ডবের ব্যূহরচনা

পর্বাদিন সূর্যোদয় হ'লে কোঁবব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। বিশাল কোঁবববাহিনীর অগ্রভাগে ভীষ্ম শ্বেত উষ্ণীষ ও বর্ম ধারণ করে শ্বেতাস্ববদন্ত রজতময় রথে উঠলেন, বোধ হ'ল যেন চন্দ্র উদিত হয়েছেন। কুব্জপিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে বলতেন—পাণ্ডুপুত্র-দেব জয় হ'ক; কিন্তু তাঁবা ধৃতরাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার কবেছিলেন এই কারণেই কোঁববপক্ষে যুদ্ধ করতে এলেন।

কুরুপক্ষীয় রাজাদেব আহবান ক'বে ভীষ্ম বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, স্বর্গযাত্রার এই মহৎ ন্বার উন্মুক্ত হয়েছে, এই পথে তোমরা ইন্দ্রলোকে ও ব্রহ্মলোকে যেতে পারবে। গৃহে রোগভোগ করে মবা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্মকর, লৌহাস্ত্রের আঘাতে

(১) হৈমবত হরি ইলাবৃত শ্বেত ও হৈমগ্যক।

যিনি মরেন তিনিই সনাতন ধর্ম লাভ করেন। এই কথা শুনে রাজাবা রথারোহণে নিজ নিজ সৈন্যসহ নির্গত হলেন, কেবল কর্ণ ও তাঁর বৃন্দগণকে ভীষ্ম নিবৃত্ত করলেন। অশ্বখামা ভূরিশ্রবা দ্রোণাচার্য দুর্যোধন শল্য কৃপাচার্য জয়দ্রথ ভগদত্ত প্রভৃতি সৈন্যে অগ্রসর হলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বখামা দুর্যোধন ও বাহুবলীকরাজ যে ব্যূহ রচনা করলেন তাব অগ্রে গজারোহী সৈন্য, শীর্ষদেশে নৃপতিগণ এবং পার্শ্বদেশে অশ্বাবোহী সৈন্য স্থাপিত হল। সেই সর্বতোমুখ ভয়ংকর ব্যূহ যেন হাসতে হাসতে চলতে লাগল।

কৌবববাহিনী ব্যূহবন্ধ হয়েছে দেখে যদুর্ধিস্তব অর্জুনকে বললেন, বৃহস্পতির উপদেশ এই যে সৈন্য যদি অল্প হয়, তবে সংহত করে যুদ্ধ করবে, যদি বহু হয়, তবে ইচ্ছানুসাবে বিস্তারিত করবে। বহু সৈন্যের সঙ্গে যদি অল্প সৈন্যের যুদ্ধ করতে হয়, তবে সূচীমুখ ব্যূহ করবে। অর্জুন, আমাদের সৈন্য বিপক্ষেব তুলনীয় অল্প, তুমি মহর্ষি বৃহস্পতির বচন অনুসারে ব্যূহ রচনা কর। অর্জুন বললেন, মহারাজ, বজ্রপাণি ইন্দ্র যে ব্যূহের বিধান দিয়েছেন সেই ‘অচল’ ও ‘বজ্র’ নামক ব্যূহ আমি রচনা করছি।

কৌববসেনা অগ্রসর হচ্ছে দেখে পরিপূর্ণ গংগাব ন্যায় পান্ডববাহিনী ক্ষণকাল নিশ্চল থেকে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। গদাহস্তে ভীম সেই বাহিনীর অগ্রে রইলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল সহদেব এবং ভ্রাতা ও পুত্রের সহিত বিরাট বাজা ভীমের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করতে লাগলেন। অভিমন্যু, দ্রোপদী বৃষ্ণ পুত্র ও শিখণ্ডী সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। সাত্যকি অর্জুনের পৃষ্ঠবক্ষক হয়ে চললেন। চলন্ত পর্বতের ন্যায় বৃহৎ হস্তিদলসহ রাজা যদুর্ধিস্তর সেনাব মধ্যদেশে রইলেন। পাণ্ডালরাজ দ্রুপদ বিব্যাটের অনুগমন করলেন। পান্ডব ও কৌববগণের সমস্ত বথধ্বজ অভিভূত করে মহাকর্প হনুমান অর্জুনের বথের উপর অধিষ্ঠিত হলেন।

দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যদল এবং ভীষ্মবাচিত ব্যূহ দেখে যদুর্ধিস্তর বিষন্ন হয়ে বললেন, ধনঞ্জয়, পিতামহ ভীষ্ম যাদের যোদ্ধা সেই ধার্মার্যুগণের সঙ্গে আমবা কি করে যুদ্ধ করতে পারব? তিনি যে অশ্রোভা অভেদ্য ব্যূহ নির্মাণ করেছেন তা থেকে কোন উপায়ে আমরা নিস্তাৰ পাব? অর্জুন বললেন, মহাবাজ, সত্য অনিস্তবতা ধর্ম ও উদ্যম দ্বারা যে জয়লাভ হয়, বলবীৰ্য দ্বারা তেমন হয় না। আপনি সর্বপ্রকার অধর্ম ও লোভ ত্যাগ করে নিবহংকার হয়ে উদ্যমসহকারে যুদ্ধ করুন, যেখানে ধর্ম ক্ষেত্রেই জয় হবে। আপনি জানবেন আমরা নিশ্চয় জয়ী হব, কারণ নারদ বলেছেন, যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়।

যদ্বিধিষ্ঠিরের মাথার উপর গজদন্তের শলাকায়ুগ্ম শ্বেতবর্ণ ছত্র ধরা হ'ল, মহাবীরা স্তুতি ক'বে তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। পদবোহিত ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ শত্রুবধের আশীর্বাদ করে যথাবিধি স্বস্তায়ন কবলেন। যদ্বিধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ-গণকে বস্ত্র গো ফল পদুপ ও স্বর্ণ দান ক'বে ইন্দ্রের ন্যায় যদ্বন্দ্বযাত্রা করলেন। •

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, মহাবাহু, তুমি শত্রুটি হষে যদ্বন্দ্বের অভিমুখে থেকে শত্রুর পবাজয়ের নিমিত্ত দূর্গাস্তোত্র পাঠ কর। অর্জুন স্তব কবলে দূর্গা প্রীত হষে অন্তরীক্ষ থেকে বললেন, পাণ্ডুপুত্র, তুমি শীঘ্রই শত্রু জয় কববে, কারণ নারায়ণ তোমার সহায় এবং তুমিও নর-ঋষির অবতাব। এই বলে দূর্গা অন্তর্হিত হলেন।

### ৫। ভগবদ্গীতা

দুর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আচার্য, পাণ্ডুপুত্রগণের বিপুল সেনা দেখুন, আপনাব শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন ওদেব বাদ্ধবন্দ্ব কবেছেন। ওখানে সাত্যকি বিবাট ধৃষ্টকেতু চৌকিতান কাশীরাজ প্রভৃতি এবং অভিমন্যু ও দ্রৌপদীব পুত্রগণ সকল মহারথই আছেন। আমাদের পক্ষে আপনি ভীষ্ম কর্ণ অশ্বত্থামা নিকর্ণ ভুরিশ্রবা প্রভৃতি যদ্বন্দ্ব-বিশারদ বহু বীর রয়েছেন, আপনাবা সকলেই আমাদের জন্য জীবনত্যাগে প্রস্তুত। এখন আপনাবা সর্বপ্রকায়ে ভীষ্মকে বক্ষা কবুন।

এমন সময় কুরুবন্দ্ব পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদ ক'বে শঙ্খ বাজালেন। তখন ভেবী পণব আনক প্রভৃতি রণবাদ্য সহসা তুমুল শব্দে বেজে উঠল। হৃষীকেশ কৃষ্ণ তাঁর পাণ্ডজন্য শঙ্খ এবং ধনঞ্জয় দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজালেন। যদ্বিধিষ্ঠির প্রভৃতিও নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন। সেই নির্যোধ আকাশ ও পৃথিবী অনন্দান্বিত করে দুর্যোধনাদির হৃদয় যেন বিদীর্ণ ক'বে দিলে। শস্ত্রসম্পাত আসন্ন জেনে অর্জুন তাঁব সারথি কৃষ্ণকে বললেন, অচ্যুত, দুই সেনার মধ্যে আমার রথ রাখ, কাদের সঙ্গে যদ্বন্দ্ব করতে হবে আমি দেখব।

কৃষ্ণ কুরুপান্ডব সেনাব মধ্যে রথ নিলে গেলেন। দুই পক্ষেই পিতা ও পিতামহ স্থানীয় গুবুজ, আচার্য মাতুল শ্বশুর ভ্রাতা পুত্র ও সূহৃদগণ বযেছেন দেখে অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এই যদ্বন্দ্বার্থী স্বজনবর্গকে দেখে আমাব সর্বাঙ্গ অবসন্ন হচ্ছে, মুখ শুকছে, শরীর কাঁপছে, রোমহর্ষ হচ্ছে, হাত থেকে গান্ধীব পড়ে যাচ্ছে। আমি বিজয় চাই না, যাঁদের জন্য লোকে রাজ্য ও সূখ কামনা করে তাঁবাই যদ্বন্দ্ব প্রাণ বিসর্জন দিতে এসেছেন। স্বজন বধ ক'বে আমাদের কোন্ সূখ হবে? হায়, আমরা রাজ্যের লোভে মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি। যদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ

আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করে তাও আমার পক্ষে শ্রেয় হবে। এই বলে অর্জুন খন্দুর্বাণ ত্যাগ করে রথের মধ্যে বসে পড়লেন।

বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন, এই সংকটকালে তুমি মোহগ্রস্ত হ'লে কেন? ক্রীব হয়ো না, ক্ষুদ্র হৃদয়দোর্বল্য ত্যাগ কর। অর্জুন বললেন, মধুসূদন, পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণকে আমি কি করে শবাঘাত করব? মহানুভব গুরুজনকে হত্যা কবা অপেক্ষা ভিক্ষাল ভোজন করাও শ্রেয়। আমি বিহবল হয়েছি, ধর্মাধর্ম বদ্ব্যভেদে পারিছি না, আমাকে উপদেশ দাও, আমি তোমার শরণাপন্ন।

কৃষ্ণ বললেন, যাবা অশোচ্য তাদের জন্য তুমি শোক করছ আবার প্রজ্ঞাবাক্যও বলছ। মৃত বা জীবিত কাবও জন্য পণ্ডিতগণ শোক কবেন না।—

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তব্রাপ্তিধীরবস্তর ন মুহ্যতি ॥

অবিনাশি তু তদ্ বিম্ভি যেন সর্বমিদং ততম্।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥

ন জাযতে ম্রিযতে বা কদাচি-

ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূযঃ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাম্বতোহয়ং পদ্রাণো

ন হন্যতে হনামানে শরীরে ॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায

নবানি গৃহ্মাতি নবোহপরাণি।

তথা শরীর্যাণি বিহায় জীর্ণা-

ন্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

—দেহধারী আত্মা যেন এই দেহে কৌমার যৌবন জরা হয়, সেইরূপ দেহান্তর-প্রাপ্তি ঘটে; ধীর ব্যক্তি মোহগ্রস্ত হন না। যাঁর দ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত তাঁকে অবিনাশী জেনো, কেউ এই অব্যয়ের বিনাশ করতে পারে না। ইনি কদাচ জন্মেন না বা মবেন না, অথবা একবার জন্মগ্রহণ ক'বে আবার জন্মাবেন না—এও নয়; ইনি জন্মহীন নিত্য অক্ষয় অনাদি, শরীর হত হ'লে এই আত্মা হত হন না। মানুষ যেন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী (আত্মা) জীর্ণ শরীর ত্যাগ ক'বে অন্য নব শরীর পান।—

জাতস্য হি ধুবো মৃত্যুধুবং জন্ম মৃতস্য চ।

তস্মাদপরিহার্যেহর্থো ন হুং শোচিতুমর্হসি ॥



অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।  
 অব্যক্তনিখন্যোব তত্র কা পরিদেবনা ॥  
 স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহঁসি ।  
 ধর্ম্যামি যদুদ্ধ্যাচ্ছেদ্যোহন্যাং ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥  
 যদুচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গম্বাবমপাবৃতম্ ।  
 স্দাখনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যদুদ্ধ্যাদীশম্ ॥  
 অথ চেৎ স্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।  
 ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিঙ্গ্ব্য পাপমবাপ্স্যসি ॥ .  
 হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিহ্ব্য বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।  
 তস্মাদদুর্ভিষ্ট কৌন্তেয যদুদ্ধ্যায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥  
 স্দুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জযাজযৌ ।  
 ততো যদুদ্ধ্যায় যদুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥

—যে জন্মেছে তার মৃত্যু নিশ্চয় হবে এবং মৃতব্যক্তি নিশ্চয় পুনর্বার জন্মাবে; অতএব এই অপরিহার্য বিষয়ে তুমি শোক করতে পাব না। হে ভাবত, জীবসকল আদিত (জন্মের পূর্বে) অব্যক্ত, মধ্যে (জীবিতকালে) ব্যক্ত, নিধনে (মরণের পর্ব) অব্যক্ত, তবে কিসেব খেদ? আর, তোমাব স্বধর্ম বিচাৰ ক'বেও তুমি বিকম্পিত হ'তে পাব না, কাৰণ ধর্মযুদ্ধেব চেয়ে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কব কিছু নেই। উন্মুক্ত স্বর্গম্বাব আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছে, স্দুখী ক্ষত্রিয়বাই এমন যুদ্ধ লাভ করেন। যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কব তবে স্বধর্ম ও কীর্তি হারিবে পাণগ্রস্ত হবে। যদি হত হও তবে স্বর্গ পাবে, যদি জয়ী হও তবে পৃথিবীৰ বাজ্য ভোগ কববে। অতএব হে কৌন্তেয, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে গাত্ৰোত্থান কব। স্দুখদুঃখ লাভ-অলাভ জয়-পবাজয় সমান জ্ঞান ক'রে যুদ্ধে নিযুক্ত হও, এব্দপ কবলে তুমি পাণগ্রস্ত হবে না।

তাৰ পর কৃষ্ণ বললেন, এখন আমি কর্মযোগ অনুসাবে ধর্মতত্ত্ব বলছি শোন, এই ধর্মের স্বৰূপও মহাভয হ'তে ত্ৰাণ কবে। বেদসকল ত্ৰিগুণাত্মক পার্থিব বিষয়েব বর্ণনায় পূর্ণ, তুমি ত্ৰিগুণ অতিক্রম ক'রে বাগম্বেবাদির অতীত, সগুণ ও রক্ষণে নিস্পৃহ এবং অস্বনির্ভরশীল হও।—

কর্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।  
 মা কর্মফলেহেতুর্ভূর্মি তে সঙ্গোহস্বকর্মণি ॥  
 যোগস্থঃ কুরু কর্মণি সঙ্গং তান্ত্বা ধনঞ্জয ।  
 সিম্ব্যসিস্থ্যোঃ সমো ভূত্বা সমন্তং যোগ উচ্যতে ॥

—কৰ্মেই তোমার অধিকার, কৰ্মের ফলে কদাচ নশ; কৰ্মের ফল কামনা ক'বো না, নিষ্কৰ্মাও হলো না। ধনঞ্জয়, যোগস্থ হয়ে আসক্তি ত্যাগ করে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমান হয়ে কৰ্ম কর; সমস্তকেই যোগ বলা হয়।—

যদ্ যদাচৰাতি শ্ৰেষ্ঠস্তত্তত্তদেবেতবো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুব্ধতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

ন মে পার্থাস্তি কৰ্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

নানবাস্তবাস্তব্যং বৰ্ত এব চ কৰ্মণি॥

শ্ৰেযান্ স্বধৰ্মো বিগুণঃ পবধৰ্মাৎ স্বনৃচ্ছিতাৎ।

স্বধৰ্মে নিধনং শ্ৰেয়ঃ পবধৰ্মো ভয়াবহঃ॥

—শ্রেষ্ঠ পদ্বদ্য যে যে আচরণ করেন ইতব (সাধাবণ) জনও সেইবদ্য করে, তিনি যা প্রমাণ বা পালনীয় গণ্য করেন লোকে তাবই অনুবর্তী হয়। পার্থ, ত্রিলোকে আমার কিছুই কৰ্তব্য নেই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও নেই, তথাপি আমি কৰ্মে নিযুক্ত আছি। স্বধৰ্ম যদি গুণহীনও হয় তথাপি তা উত্তমবদ্যে অনুষ্ঠিত পবধৰ্মের চেয়ে শ্রেয়; স্বধৰ্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পবধৰ্ম ভয়াবহ।—

অজোহপি সন্নব্যাস্ত্রা ভূতানামীশ্ববোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামিধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাস্ত্রমামযা॥

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাস্ত্রানং সৃজ্যামহম্॥

পবিত্রাণ্য সাধুনাং বিনাশায় চ দৃষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

—জন্মহীন অবিকাবী এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে আপনার মন্ত্রাবলে জন্মগ্রহণ করি। হে ভারত, যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিচালনা, দৃষ্কৃতগণের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

কৃষ্ণ পরমার্থবিষয়ক বহু উপদেশ দিলেন এবং অর্জুনের অনুরোধে নিজের বিশ্বরূপ প্রকাশ করলেন। বিস্ময়ে অভিভূত ও রোমাঞ্চিত হয়ে অর্জুন কৃতাজলিপদ্যে বললেন, হে দেব, তোমার দেহে সর্ব দেবগণ, বিভিন্ন প্রাণিসংঘ, কমলাসনস্থ প্রভু ব্রহ্মা, সর্ব ঋষিগণ এবং দিব্য উরগগণ দেখছি। হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ, অনেক-বাহু-উদর-মুখ-নেত্র-শালী অনন্তরূপ তোমাকে সর্বত্র দেখছি,

কিন্তু তোমার অন্ত মধ্য বা আদি দেখতে পাচ্ছি না। দংশ্ট্রাকরাল কালানলসন্নিভ তোমার মদুখসকল দেখে দিক জানতে পারাছি না, স্নুখও পাচ্ছি না; হে দেবেশ জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও। ওই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, রাজাদের সঙ্গে ভীষ্ম দ্রোণ ও সূতপুত্র, এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের মৃত্যু যোদ্ধাবাও তোমার অভিমুখে স্ববান্ধব হয়ে তোমাব দংশ্ট্রাকরাল ভয়ানক মদুখসমূহে প্রবেশ কবছে; কেউ বা চূর্ণিতমস্তকে তোমার দশনেন অন্তরালে বিলম্ব হয়ে দৃষ্ট হচ্ছে। পতঙ্গগণ যেমন নাশের জন্য সমৃদ্ধবেগে প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ কবে সেইবদূপ সর্বলোকও নাশের জন্য সমৃদ্ধবেগে তোমাব মদুখসমূহে প্রবেশ কবছে। তুমি জ্বলন্ত বদনে সর্বাদিক থেকে সমগ্র লোক গ্রাস কবতে কবতে লেহন কবছ, বিষ্ণু, তোমাব উগ্র প্রভা সমস্ত জগৎ তেজে পুড়িত কবে সন্তপ্ত করছে। বল, কে তুমি উগ্রবদূপ? তোমাকে নমস্কার; হে দেবেশ, প্রসন্ন হও, আদিত্ববদূপ তোমাকে জানতে ইচ্ছা কবি, তোমাব প্রবৃত্তি বদ্বতে পারাছি না।

তখন ভগবান বললেন, আমি লোকক্ষয়কারী কাল। এখানে যে যোদ্ধারা সমবেত হয়েছে, তুমি না মাবলেও তাবা মরবে। আমি পূর্বেই তাদের মেরেছি; সবাসাচী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। ওঠ, যশোলাভ কর, শত্রু জয় ক'রে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর।

অর্জুন বললেন, হে সর্ব, তোমাকে সহস্রাবাব সর্বাদিকে নমস্কার কবি। তোমার মহিমা না জেনে প্রমাদবশে বা প্রণয়বশে তোমাকে কৃষ্ণ যাদব ও সখা বলে সম্বোধন কবেছি, বিহার ভোজন ও শয়ন কালে উপহাস কবেছি, সে সমস্ত ক্ষমা কব। তোমাব অদৃষ্টপূর্ব রূপ দেখে আমি বোমাণ্ডিত হয়েছি, ভয়ে আমার মন প্রব্যাথিত হয়েছে, তুমি প্রসন্ন হও, পূর্ববদূপ ধারণ কর।

কৃষ্ণ তাঁব স্বাভাবিক বদূপ গ্রহণ কবলেন এবং আবও বহু উপদেশ দিয়ে পারিবেশে বললেন, অর্জুন, যদি অহংকাববশে মনে কর যে যুদ্ধ করব না, তবে সে নংকল্প মিথ্যা হবে, তোমাব প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে। আমি করছি— এই ভাব যাঁর নেই তাঁব বুদ্ধি কর্মে আসক্ত হয় না, তিনি সর্বলোক হত্যা ক'বেও হত্যা কবেন না। ঈশ্বব হৃদয়ে অধিষ্ঠান ক'বে সর্বভূতকে যন্তারূঢ়ের ন্যায় চালিত করেন, তুমি সর্বভাবে তাঁব শবণ নাও।—

মনমনা ভব মদুভক্তো মদুযাজী মাং নমস্কুরুদু।

মামেবৈষ্যাসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শবণং ব্রজ।

অহং হ্যাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শৃচঃ॥

—আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভক্ত ও উপাসক হও, আমাকে নমস্কার কর; তুমি আমার প্রিয়, তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি—তুমি আমাকেই পাবে। সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমাকে শরণ করে চল, আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করব, শোক ক'বো না।

অর্জুন বললেন, অচ্যুত, আমার মোহ বিনষ্ট হয়েছে, তোমার প্রসাদে আমি ধর্মজ্ঞান লাভ করেছি, আমার সন্দেহ দূর হয়েছে. তোমার আদেশ আমি পালন করব।

## ॥ ভীষ্মবধপর্বাধ্যায় ॥

### ৬। যুদ্ধাশিষ্ঠের শিষ্টাচার—কর্ণ—যুদ্ধাঙ্গ

যুদ্ধাশিষ্ঠ দেখলেন, সাগবতুল্য দুই সেনা যুদ্ধেব জন্য সমুদ্রাত ও চঞ্চল হয়েছে। তিনি তাঁর বর্ম খুলে ফেলে অস্ত্র ত্যাগ করে সম্বৎ রথ থেকে নামলেন এবং শত্রুসেনার ভিতর দিয়ে পদব্রজে কৃতাজ্জলিপদে ভীষ্মের অভিমুখে চললেন। তাঁকে এইরূপে যেতে দেখে তাঁর ভ্রাতাবা, কৃষ্ণ, এবং প্রধান প্রধান বাজারা উৎকর্ষিত হয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। ভীমার্জুনাদি জিজ্ঞাসা করলেন, মহাবাজ, আপনাব অভিপ্রায় কি? আমাদের ত্যাগ ক'বে নিরস্ত্র হয়ে একাকী শত্রুসেনাব অভিমুখে কেন যাচ্ছেন? যুদ্ধাশিষ্ঠর উত্তর দিলেন না, যেতে লাগলেন। কৃষ্ণ সহাস্য বললেন, আমি এ'র অভিপ্রায় বুঝেছি, ইনি ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনকে সম্মান দেখিয়ে তাব পর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। শাস্ত্রে আছে, গুরুজনকে সম্মানিত ক'বে যুদ্ধ কবলে নিশ্চয় জয়লাভ হয়, আমিও তাই মনে করি।

যুদ্ধাশিষ্ঠকে আসতে দেখে দুর্যোধনের সৈন্যরা বলাবলি করতে লাগল, এই কুলাঙ্গার ভয় পেয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে ভীষ্মের শরণ নিতে আসছে; ভীমার্জুনাদি থাকতে যুদ্ধাশিষ্ঠর যুদ্ধে ভীত হ'ল কেন? প্রখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশে নিশ্চয় এব জন্ম হয় নি। সৈন্যরা এই বলে আনন্দিতমনে তাদের উত্তরীয় নাড়তে লাগল।

ভীষ্মেব কাছে এসে দুই হাতে তাঁর পা ধরে যুদ্ধাশিষ্ঠর বললেন, দুর্যোধ পিতামহ, আপনাকে আমন্ত্রণ করছি, আপনার সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব, আপনি অনুরোধ দিন, আশীর্বাদ করুন। ভীষ্ম বললেন, মহারাজ, যদি এই ভাবে আমরা কাছে না আসতে তবে তোমাকে আমি পরাজয়ের জন্য অভিশাপ দিতাম। পাণ্ডুপুত্র, আমি প্রীত হয়েছি, তুমি যুদ্ধ কর, জয়ী হও, তোমার আর যা অভীষ্ট তাও লাভ

কর। মান্দুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারও দাস নয়, এ সত্য। কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে, তাই ক্রূবের ন্যায় তোমাকে বলছি — আমি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে পারি না, এ ভিন্ন আমার কাছে তুমি আর কি চাও বল। যুদ্ধিষ্ঠির বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, আমার হিতের জন্য আপনি মন্ত্রণা দিন এবং কৌরবদের জন্য যুদ্ধ করুন, এই আমার প্রার্থনা। ভীষ্ম বললেন, আমি তোমার শত্রুদের পক্ষে যুদ্ধ করব, তুমি আমার কাছে কি সাহায্য চাও? যুদ্ধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি অপরাজেয়, যদি আমাদের শৃঙ্খলা করেন তবে বলুন আপনাকে কোন উপায়ে জয় কবব? ভীষ্ম বললেন, কোন্‌তেয়, আমাকে যুদ্ধে জয় করতে পাবে এমন পুরুষ দেখি না, এখন আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নি; তুমি আবার আমার কাছে এসো।

ভীষ্মেব কাছে বিদায় নিয়ে যুদ্ধিষ্ঠিব দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন এবং প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে বললেন, ভগবান, আপনাকে আমন্ত্রণ করছি, আমি নিষ্পাপ হয়ে যুদ্ধ কবব, কোন উপায়ে সকল শত্রু জয় করতে পারব তা বলুন। ভীষ্মের ন্যায় দ্রোণাচার্যও বললেন, যুদ্ধেব পূর্বে যদি আমার কাছে না আসতে তবে আমি অভিশাপ দিতাম। মান্দুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়। কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে, সেজন্য ক্রূবের ন্যায় তোমাকে বলছি — আমি কৌরবদের জন্যই যুদ্ধ করব, কিন্তু তোমার বিজয়কামনায় আশীর্বাদ কবছি। যেখানে ধর্ম সেখানেই কৃষ্ণ, সেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়। তুমি যাও, যুদ্ধ কর। আব যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তো বল। যুদ্ধিষ্ঠির বললেন, ম্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি অপবাজেয়, যুদ্ধে ক্বি ক'বে আপনাকে জয় করব? দ্রোণ বললেন, বৎস, আমি যখন রথাবৃদ্ধ হয়ে শরবর্ষণ করি তখন আমাকে বধ করতে পারে এমন লোক দেখি না। আমি যদি অস্ত্র ত্যাগ করে অচেতনপ্রায় হয়ে মবণের প্রতীক্ষা করি তবেই আমাকে বধ কবা যেতে পারে। যদি কোনও বিম্বস্ত পুরুষ আমাকে অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ দেয় তবে আমি যুদ্ধকালে অস্ত্র ত্যাগ করি — তোমাকে এই কথা সত্য বলছি।

তার পর যুদ্ধিষ্ঠির কৃপাচার্যের কাছে গেলেন। তিনিও ভীষ্ম-দ্রোণের ন্যায় নিজের পরাধীনতা জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আমি অবশ্য, তথাপি তুমি যুদ্ধ কর, জয়ী হও। তোমার আগমনে আমি প্রীত হয়েছি; সত্য বলছি, আমি প্রত্যহ নিদ্রা থেকে উঠে তোমার জয়কামনা করব।

তার পর যুদ্ধিষ্ঠির শল্যের কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করলেন। শল্যও বললেন, তোমার সম্মান প্রদর্শনে আমি প্রীত হয়েছি, তুমি না

এলে আমি শাপ দিতাম। আমি কৌরবগণের বশীভূত, তোমার কি সাহায্য করব বল। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি পূর্বে (১) বর দিয়েছিলেন যে যুদ্ধকালে সৃষ্টপদার্থের তেজ নষ্ট করবেন, সেই বরই আমাব কাম্য। শল্য বললেন, কুন্তীপুত্র, তোমার কামনা পূর্ণ হবে, তুমি যাও, যুদ্ধ কব, তুমি নিশ্চয় জয়ী হবে।

কৌরবগণের মহাসৈন্য থেকে নির্গত হয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে ফিরে গেলেন। তখন কৃষ্ণ কর্ণের কাছে গিয়ে বললেন, শুনো তুমি ভীষ্মের প্রতি বিশ্বেষের জন্য এখন যুদ্ধ কববে না, যত দিন ভীষ্ম না মরবে তত দিন তুমি আমাদের পক্ষে থাক। ভীষ্মের মৃত্যু পব যদি দুর্যোধনকে সাহায্য কবা উচিত মনে কব তবে পুনর্বার কৌরবপক্ষে যোগ্য। কর্ণ বললেন, কেশব, আমি দুর্যোধনের অপ্রিয় কার্য করব না; জেনে রাখ, আমি তাঁর হিতৈষী, তাঁর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছি।

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছে ফিরে গেলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির কুব্জসৈন্যের উদ্দেশ্যে উচ্চকণ্ঠে বললেন, যিনি আমাদের সাহায্য কবতে চান তাঁকে আমি বরণ ক'বে নেব। এই কথা শুনে যদুযুৎসু বললেন, যদি আমাকে নেন তবে আমি ধাতবাস্ত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। যুধিষ্ঠির বললেন, যদুযুৎসু, এস এস, আমবা সকলে মিলে তোমাব নির্বোধ ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, বাসুদেব ও আমবা একযোগে তোমাকে বরণ করছি। দেখছি তুমিই ধৃতবাস্ত্রের পিণ্ড ও বংশ রক্ষা করবে।

ভ্রাতাদের ত্যাগ করে যদুযুৎসু দৃন্দুভি বাজিয়ে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পুনর্বার বর্ম ধারণ করে রথে উঠলেন, রণবাদ্য বেজে উঠল, বীরগণ সিংহনাদ করলেন। পাণ্ডবগণ মান্যজনকে সম্মানিত করেছেন দেখে আশ্ব ও শ্লেচ্ছ সকলেই গদগদ কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগলেন।

## ৭। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভ — বিরাটপুত্র উত্তর ও শ্বেতের মৃত্যু

(প্রথম দিনের যুদ্ধ)

ভীষ্মকে অগ্রবর্তী করে কৌরবসেনা এবং ভীমকে অগ্রবর্তী করে পাণ্ডবসেনা পরস্পরের প্রতি ধাবিত হ'ল। সিংহনাদ, কোলাহল, ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতির বাদ্য এবং অশ্ব ও হস্তীব রবে রণস্থল ব্যাপ্ত হ'ল। মহাবাহু ভীমসেন বৃষভের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন, তাতে অন্য সমস্ত নিনাদ অভিভূত হয়ে গেল।

(১) উদযোগপর্ব ৩-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

দুর্যোধন দুর্যশাসন প্রভৃতি স্বাদশ ভ্রাতা ও ভূরিশ্রবা ভীষ্মকে বেষ্ঠন ক'রে রইলেন। দ্রৌপদীর পুণ্ড্রপুত্র, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণ বর্ষণ কবতে করতে দুর্যোধনাদির অভিমন্যুকে এলেন। তখন দুই পক্ষের রাজারা পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। স্বয়ং ভীষ্ম যমদণ্ডতুল্য কামর্দক নিয়ে গান্ধীবধারী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকি ও কৃতবর্মা, অভিমন্যু ও কোশলবাজ বৃহদ্বল, ভীমসেন ও দুর্যোধন, নকুল ও দুর্যশাসন, সহদেব ও দুর্যোধনভ্রাতা দুর্মুখ, যুধিষ্ঠির ও মদ্ররাজ শল্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণ, বিবাতপুত্র শঙ্খ ও ভূবিশ্রবা, ধৃষ্টকেতু ও বাহুবীক, ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ রাক্ষস, শিখণ্ডী ও অশ্বত্থামা, বিবাত ও ভগদত্ত, কেকয়বাজ বৃহৎক্ষত্র ও কৃপাচার্য, দ্রুপদ ও সিংহবাজ জয়দ্রথ, ভীমের পুত্র সদাসোম ও দুর্যোধনভ্রাতা বিকর্ণ, চেকিতান ও সুশর্মা, যুধিষ্ঠিরপুত্র প্রতিবিন্দ্য ও শকুনি, অর্জুন-সহদেব-পুত্র শ্রুতকর্মা-শ্রুতসেন ও কাম্বোজবাজ সুদক্ষিণ, অর্জুনপুত্র ইবাবান (১) ও বলিঙ্গবাজ শ্রুতায়ু, কুন্তিভোজ ও বিন্দ-অনুবিন্দ, বিবাতপুত্র উত্তর ও দুর্যোধনভ্রাতা বীববাহু, চৌদবাজ ধৃষ্টকেতু ও শকুনিপুত্র উল্লুক — এ'দের পরস্পরের মধ্যে তুমুল মল্লযুদ্ধ হ'তে লাগল। ক্ষণকাল পবেই শৃংখলা নষ্ট হ'ল, সকলে উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ কবতে লাগলেন। পিতা পুত্র ভ্রাতা মাতুল ভাগিন্যেয় সখা পরস্পরকে চিনতে পাবলেন না, পাণ্ডবগণ ভূতাবিষ্টের ন্যায় কৌব-গণের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন।

অভিমন্যুর শবাঘাতে ভীষ্মের স্বর্ণভূষিত রথধ্বজ ছিন্ন ও ভূপতিত হ'ল। ভীষ্ম অভিমন্যুকে শবজালে আবৃত করলেন, বিবাত ভীমসেন ও সাত্যকি প্রভৃতি অভিমন্যুকে বক্ষা কবতে এলেন। বিবাতপুত্র উত্তর একটি বৃহৎ হস্তীতে চড়ে শল্যকে আক্রমণ কবলেন, সেই হস্তীব পদাঘাতে শল্যের বথের চাব অশ্ব বিনষ্ট হ'ল। শল্য ভুজঙ্গসদৃশ শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ কবলেন, তার আঘাতে উত্তর প্রাণশূন্য হয়ে পড়ে গেলেন। উত্তরকে নিহত দেখে বিবাতের অপব পুত্র ও সেনাপতি শ্বেত শল্যকে আক্রমণ কবলেন। শল্য কৃতবর্মার রথে উঠলেন, শল্যপুত্র রত্নবথ এবং বৃহদ্বল প্রভৃতি অপর ছ জন বীর শল্যকে বেষ্ঠন ক'রে রইলেন। শ্বেতের শরাঘাতে শত শত যোদ্ধা নিহত হচ্ছে দেখে ভীষ্ম স্তব্ব এলেন এবং ভল্লের আঘাতে শ্বেতের অশ্ব ও সারথি বধ করলেন। রথ থেকে লাফিয়ে নেমে শ্বেত ভীষ্মের প্রতি শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ভীষ্মের শরাঘাতে শক্তি ছিন্ন হ'লে শ্বেত গদাঘ্র প্রহারে

ভীষ্মের রথ অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলেন। তখন ভীষ্ম এক মন্ত্রাসিদ্ধ বাণ মোচন করলেন, জ্বলন্ত অশ্বানির ন্যায় সেই বাণ শ্বেতের বর্ম ও হৃদয় ভেদ করে ভূমিতে প্রবিষ্ট হ'ল। নরশার্দূল শ্বেতের মৃত্যুতে পাণ্ডবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ শোকমগ্ন হলেন, ঘোর বাদ্যধ্বনির সহিত দংশাসন নেচে বেড়াতে লাগলেন।

তার পর সূর্যাস্ত হ'ল। পাণ্ডবগণ সৈন্যদের নিবৃত্ত করলেন, দুই পক্ষের অবহার (যুদ্ধবিবাহ) ঘোষিত হ'ল।

### ৮। ভীমার্জুনের কৌরবসেনা দলন

(দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ)

প্রথম দিনের যুদ্ধের পর যুদ্ধিষ্ঠির শোকার্ত হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন তৃণবাশি দগ্ধ কবে সেইবূপ ভীষ্ম আমাদের সৈন্য ধ্বংস কবছেন। যম ইন্দ্র বরুণ ও কুবেরকেও জয় কবা যায়, কিন্তু ভীষ্মকে জয় করা অসম্ভব। কেশব, আমি বৃদ্ধি দোষে ভীষ্মবৃদ্ধ অগাধ জলে মগ্ন হয়েছি। আমি ববং বনে যাব, সাক্ষাৎ মৃত্যুস্ববৃদ্ধ ভীষ্মেব কবলে আমার মিত্র এই নবপতিগণকে ফেলতে চাই না। মাধব, কিসে আমার মঙ্গল হবে বল। আমি দেখছি সব্যাসাচী অর্জুন যুদ্ধে উদাসীন হয়ে আছেন, একমাত্র ভীমই ক্ষত্রধর্ম স্মরণ কবে যথাশক্তি যুদ্ধ করছেন, গদাঘাতে শত্রু সৈন্য রথ অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট কবছেন। কিন্তু এই সরল যুদ্ধে শত শত বৎসবেও ভীম শত্রুসেনা ক্ষয় কবতে পারবেন না।

কৃষ্ণ বললেন, ভবতশ্রেষ্ঠ, আপনার শোক কবা উচিত নয়; আমি, মহারথ সাত্যকি, বিবাত ও দ্রুপদ সকলেই আপনার প্রিয়কারী। এই রাজাবা এবং এঁদের সৈন্যদল আপনার অনুরক্ত। এও শুনোছি যে শিখণ্ডী ভীষ্মেব মৃত্যুর কাবণ হবেন। কৃষ্ণের এই কথা শুনে যুদ্ধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, তুমি বাসুদেবতুল্য যোদ্ধা, কার্তিকেয় যেমন দেবগণের সেনাপতি, সেইবূপ তুমি আমাদের সেনাপতি। পুরুষ-শার্দূল, তুমি কৌরবগণকে সংহার কর, আমরা সকলে তোমার অনুগমন করব। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, মহারাজ, মহাদেবের বিধানে আমিই দ্রোণের হস্তা, ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ শল্য জয়দ্রথ সকলের সঙ্গেই আজ আমি যুদ্ধ কবব।

যুদ্ধিষ্ঠিরের উপদেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রৌঞ্চাবরণ নামক ব্যূহ রচনা করলেন। পরদিন পুনর্বীর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, অভিমন্যু ভীমসেন সাত্যকি কেকয়রাজ বিরাট ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চৌদি ও মৎস্য সেনার উপর ভীষ্ম শরবর্ষণ করতে লাগলেন। দুই



পক্ষেই বাহু চণ্ডল হ'ল, পাণ্ডবদের বহু সৈন্য হত হ'ল, রথারোহী সৈন্য পালাতে লাগল। তখন অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে চল। অর্জুনের রথ বহু পতাকায় শোভিত, তার অশ্বসকল বলাকার ন্যায় শূদ্র, চক্রের ঘর্ষর মেঘধ্বনিব তুল্য, ধ্বজের উপর মহাকাপি গর্জন করছেন। কৌবপক্ষে ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ শল্য দুর্যোধন ও বিকর্ণ এবং পাণ্ডবপক্ষে অর্জুন সাত্যকি বিবাত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ যুদ্ধে নিবত হলেন।

অর্জুন বহু কৌরবসৈন্য বধ কবছেন দেখে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, গাঙ্গেয়, আপনি ও রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ জীবিত থাকতেও অর্জুন আমাদের সমস্ত সৈন্য উচ্ছেদ কবছে, আমাব হিতকামী কর্ণও আপনার জন্য অস্ত্রত্যাগ কবেছেন। অর্জুন যাতে নিহত হয় আপনি সেই চেষ্টা করুন। এই কথা শুনে ভীষ্ম বললেন, ক্ষত্রধর্মকে ধিক। এই বলে তিনি অর্জুনের সম্মুখীন হলেন। তাঁদের শত্বেশ্বর নিনাদে এবং রথচক্রের ঘর্ষবে ভূমি কম্পিত শব্দিত ও বিদীর্ণ হ'তে লাগল। দেবতা গন্ধর্ব চাবণ ও ঋষিগণ বললেন, এই দুই মহাবথই অজেয়, এঁদের যুদ্ধ প্রলয়কাল পর্যন্ত চলবে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণেব মধ্যে ঘোব যুদ্ধ হ'তে লাগল। পাণ্ডবপক্ষীয় চৌদ-সৈন্য বিপক্ষের কলিঙ্গ- ও নিষাদ-সৈন্য কতৃক পরাভূত হইছে দেখে ভীমসেন কলিঙ্গসৈন্যেব উপব শরাঘাত করতে লাগলেন। কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু এবং তাঁর পুত্র শকুদেব ও ভানুমান ভীমকে বাধা দিতে এলেন। ভীম অসংখ্য সৈন্য বধ কবছেন দেখে ভীষ্ম তাঁব কাছে এলেন এবং শবাঘাতে ভীমের অশ্বসকল বিনষ্ট করলেন। ভীম ভীষ্মেব সারথিকে বধ করলেন, ভীষ্মের চাব অশ্ব বায়ুবেগে তাঁব বথ নিয়ে রণভূমি থেকে চ'লে গেল। কলিঙ্গবাজ শ্রুতায়ু ও তাঁর দুই পুত্র ভীমের হস্তে সসৈন্যে নিহত হলেন।

দুর্যোধনপুত্র লক্ষ্মণেব সঙ্গে অভিমন্যুব যুদ্ধ হ'তে লাগল, দুর্যোধন ও অর্জুন নিজ নিজ পুত্রকে সাহায্য করতে এলেন। অর্জুনেব শরাঘাতে অসংখ্য সৈন্য নিহত হছে এবং বহু যোদ্ধা পালাচ্ছে দেখে ভীষ্ম দ্রোণকে বললেন, এই কালান্তক যম তুল্য অর্জুনকে আজ কিছতেই জয় করা যাবে না, আমাদের যোদ্ধারা শ্রান্ত ও ভীত হয়েছে।

বিজয়ী পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। এই সময়ে সূর্যাস্ত হওয়ায় অবহার ঘোষিত হ'ল।

## ৯। কৃষ্ণের ক্রোধ

(তৃতীয় দিনের যুদ্ধ)

রাত্রি প্রভাত হ'লে কুরূপিতামহ ভীষ্ম গারুড় ব্যূহ এবং পাণ্ডবগণ অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করলেন। দূই পক্ষেব যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, দ্রোণরক্ষিত কৌরবব্যূহ এবং ভীমার্জুনরক্ষিত পাণ্ডবব্যূহ কোনওটি বিচ্ছিন্ন হ'ল না, সৈন্যগণ ব্যূহের অগ্রভাগ থেকে নিগর্ত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। মনুষ্য অশ্ব ও হস্তীর মৃতদেহে এবং মাংসশোণিতের কদমে বণভূমি অগম্য হয়ে উঠল। জগতের বিনাশসূচক অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দিকে উঠতে লাগল। কুরূপক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রুথ পুরুর্দ্ভিন্ন বিকর্ণ ও শকুনি, এবং পাণ্ডবপক্ষে ভীমসেন ঘটোৎকচ সাত্যকি চৌকিতান ও দ্রোপদীর পুত্রগণ বিপক্ষেব সৈন্য বিদ্রাবিত করতে লাগলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধন অচেতন হয়ে বথের উপর পড়ে গেলেন। তাঁর সার্বাথি তাঁকে স্বস্তর রণভূমি থেকে সবিষে নিয়ে গেল, তাঁর সৈন্যবাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল।

সংজ্ঞালাভ ক'বে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, আপনি, অসুজ্ঞ-গণের শ্রেষ্ঠ দ্রোণ, এবং মহাধনুর্ধর কৃপ জীবিত থাকতে আমাদের সৈন্য পালচ্ছে, এ অতি অসংগত মনে করি। পাণ্ডবগণ কখনও আপনাদের সমান নয়, তারা নিশ্চয় আপনাব অনুগ্রহভাজন তাই আমাদের সৈন্যক্ষয় আপনি উপেক্ষা কবছেন। আপনাব উচিত ছিল পূর্বেই আমাকে বলা যে পাণ্ডব, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে আপনি যুদ্ধ কববেন না। আপনাব দ্রোণেব ও কৃপেব মনোভাব পূর্বে জানতে পাবলে আমি কর্ণের সঙ্গেই কর্তব্য স্থির কবতাম। যদি আপনারা আমাকে ত্যাগ না ক'রে থাকেন তবে এখন যথাস্থিতি যুদ্ধ কবুন।

ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, বাজা, তোমাকে আমি বহু বার বলেছি যে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদি দেবতাবও অজেয়। আমি বৃদ্ধ, তথাপি যথাস্থিতি যুদ্ধ কবব, আজ আমি একাকীই পাণ্ডবগণকে তাদের সৈন্য ও বন্ধু সমেত প্রত্যাহত কবব। ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞা শুনে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা আনন্দিত হয়ে শঙ্খ ও ভেবী বাজালেন।

সেই দিনে পূর্বাহ্ন অতীত হ'লে ভীষ্ম বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে এবং দুর্যোধনাদি কর্তৃক রক্ষিত হয়ে পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবিত হলেন। তাঁর শরবর্ষণে পীড়িত হয়ে পাণ্ডবগণের মহাসেনা প্রকম্পিত হ'ল, মহারথগণ পালাতে লাগলেন, অর্জুন প্রভৃতি চেষ্টা ক'রেও তাঁদের নিবারণ করতে পারলেন না। পাণ্ডবসেনা

ভগ্ন হ'ল, পালাবার সময়েও দুজন একত্র রইল না, সকলে বিমূঢ় হস্বে হাহাকার করতে লাগল।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, পার্থ, তোমার আকাঙ্ক্ষিত কাল উপস্থিত হয়েছে, যদি মোহগ্রস্ত না হও তবে ভীষ্মকে প্রহার কর। অর্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ ভীষ্মর কাছে বথ নিয়ে গেলেন। তখন ভীষ্ম ও অর্জুনের ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। অর্জুনের হস্তলাঘব দেখে ভীষ্ম বললেন, সাধু পার্থ, সাধু পাণ্ডুপুত্র! বৎস, আমি অতিশয় প্রীত হয়েছি, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। এই সময়ে কৃষ্ণ অশ্বচালনায় পরম কৌশল দেখালেন, তিনি ভীষ্মের বাণ ব্যর্থ ক'বে দ্রুতবেগে মণ্ডলাকারে রথ চালাতে লাগলেন।

ভীষ্মের পরাক্রম এবং অর্জুনের মৃদু যুদ্ধ দেখে ভগবান কেশব এই চিন্তা কবলেন—যুদ্ধিষ্ঠিব বলহীন হয়েছেন, তাঁর মহাসৈন্য ভগ্ন হয়ে পালাচ্ছে এবং কৌববগণ হস্ট হস্বে দ্রুতবেগে আসছে। ভীষ্ম শবে আহত হয়েও অর্জুন নিজের কর্তব্য বদ্ব্যছেন না, ভীষ্মের গৌরব তাঁকে অভিভূত কবেছে। আজ আমিই ভীষ্মকে বধ ক'বে পাণ্ডবদের ভাব হরণ করব।

সাত্যকি দেখলেন, কৌববগণের শত সহস্র অশ্বাবোহী গজাবোহী বথী ও পদাতি অর্জুনকে বেষ্টিত করছে এবং ভীষ্মের শববর্ষণে পীড়িত হয়ে বহু পাণ্ডবসৈন্য পালিয়ে যাচ্ছে। সাত্যকি বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, কোথায় যাচ্ছে? পলায়ন সঙ্কল্পের ধর্ম নয়, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ক'রো না, বীরধর্ম পালন কব। কৃষ্ণ বললেন, সাত্যকি, যাবা যাচ্ছে তাবা যাক, যাবা আছে তাবাও যাক। দ্রোণ, আজ আমিই অনুচর সহ ভীষ্ম-দ্রোণকে নিপাতিত কবব। এই পার্থসাব্যথব কাছে কোনও কৌরব নিস্তাব পাবে না, আজ আমি ভীষ্ম-দ্রোণাদি এবং ধাতরাস্ত্রগণকে বধ ক'বে অজাতশত্রু যুদ্ধিষ্ঠিরকে রাজপদে বসাব।

স্মরণমাত্র কৃষ্ণের হস্তাগ্রে সূদর্শন চক্র আরম্ভ হ'ল। তিনি বথ থেকে লাফিয়ে নেমে সেই ক্ষুরধার সূর্যপ্রভ সহস্রবজ্রতুল্য চক্র ঘূর্ণিত করলেন, এবং সিংহ যেমন মদমত্ত হস্তীকে বধ করতে যায় সেইরূপ ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন। কৃষ্ণের অঙ্গে লম্বমান পীতবর্ণ উত্তরীয়, তিনি বিদ্যুদ্বোষ্টিত মেঘের ন্যায় সগর্জনে সক্রোধে চক্রহস্তে আসছেন, এই দেখে কৌববগণের বিনাশের ভয়ে সকলে আত্ননাদ ক'বে উঠল। ভীষ্ম তাঁর ধনুর জ্যাকর্ষণে ক্ষান্ত হলেন এবং ধীবভাবে কৃষ্ণকে বললেন, দেবেশ জগন্নিবাস চক্রপাণি মাধব, এস এস, তোমাকে নমস্কার ক'বি। সর্বশরণ্য লোকনাথ, আমাকে রথ থেকে নিপাতিত কর। কৃষ্ণ, তোমার হস্তে

নিহত হ'লে আমি ইহলোকে ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করব। তুমি আমার প্রতি ধাবিত হয়েছ তাতেই আমি সর্বলোকের নিকট সম্মানিত হইছি।

অর্জুন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে কৃষ্ণের দ্বাই বাহু ধরলেন এবং প্রবল বায়ুতে বৃক্ষ যেমন চালিত হয় সেইবদ প কৃষ্ণ কর্তৃক কিছুদূর বেগে চালিত হলেন, তার পর কৃষ্ণের দ্বাই চরণ ধরে তাঁকে সবলে নিবৃত্ত কবলেন। অর্জুন প্রণাম ক'বে বললেন, কেশব, তুমিই পাণ্ডবদেব গতি, ক্রোধ সংবরণ কব। আমি পুত্র ও ভ্রাতাদেব নামে শপথ কবিছি আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কব না, তোমার নিয়োগ অনুসারে কৌববগণকে বধ কব। কৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে আবার বথে উঠলেন এবং পাণ্ডুজন্য শঙ্খ বাজিলে সর্ব দিক ও আকাশ নিনাদিত কবলেন।

তার পর অর্জুন অতি ভয়ংকর মাহেন্দ্র অস্ত্র প্রয়োগ কবলেন। কৌরব-পক্ষের বহু পদাতি অশ্ব বথ ও গজ বিনষ্ট হ'ল, রণভূমিতে বস্ত্রের নদী বইতে লাগল। সূর্যাস্ত হলে ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন। কৌরব সৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ অর্জুন দশ হাজার রথী, সাত শ হস্তী এবং সমস্ত প্রাচ্য সৌবীর ক্ষুদ্রক ও মালব সৈন্য নিপাতিত কবেছেন, তিনি একাকীই ভীষ্ম দ্রোণ কুপ ভূবিশ্রবা শল্য প্রভৃতি বীবগণকে জয় করেছেন। এই বলে তাবা বহু সহস্র মশাল জেদলে গ্রস্ত হয়ে শিবিরে চলে গেল।

## ১০। ঘটোটকচের জয়

(চতুর্থ দিনের যুদ্ধ)

পর্দদিন প্রভাতে ভীষ্ম সৈন্যে মহাবেগে অর্জুনের অভিমুখে ধাবিত হলেন। অশ্বখামা ভূরিপ্রবা শল্য শল্যপুত্র ও চিত্রসেনের সঙ্গে অভিমুখের যুদ্ধ হ'তে লাগল। ধৃষ্টদ্যুমন্যুগদাঘাতে শল্যপুত্রের মস্তক চূর্ণ করলেন। শল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধৃষ্টদ্যুমন্যুকে আক্রমণ করলেন, দুর্যোধন দৃঃশাসন বিকর্ণ প্রভৃতি শল্যের রথ রক্ষা করতে লাগলেন। ভীমসেন আসছেন দেখে তাঁকে বাধা দেবার জন্য দুর্যোধন দশ হাজার গজসৈন্য পাঠালেন। ভীম সেই হস্তীব দল গদাঘাতে বিনষ্ট ক'রে রণস্থলে শংকরের ন্যায় নৃত্য করতে লাগলেন।

সেনাপতি, জলসন্ধ, সুর্যেণ, বীরবাহু, ভীম, ভীমরথ, সুলোচন প্রভৃতি দুর্যোধনের চোন্দ জন ভ্রাতা ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। পশুদলের মধ্যে ব্যাঘ্রের

ন্যায় সূক্ষণী লেহন করে ভীমসেন সেনাপতির শিরশ্ছেদন করলেন, জলসন্ধের হৃদয় বিদীর্ণ করলেন এবং সূর্যেণ বীরবাহু ভীম ভীমরথ ও সুলোচনকে যমলিগ্নে পাঠালেন। দুর্যোধনের অন্য ভ্রাতা বা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তখন ভীষ্মের আদেশে ভগদত্ত এক বৃহৎ হস্তীতে চড়ে ভীমসেনকে দমন করতে এলেন। ভগদত্তের শবাঘাতে ভীম মর্দিত হয়ে বথের ধ্বজদণ্ড ধরে বইলেন। পিতা ভীমসেনের এই অবস্থা দেখে ঘটোৎকচ তখনই অন্তর্হিত হলেন এবং মায়াবলে ঘোব মূর্তি ধারণ করে ঐবাবত হস্তীতে আবৃত হয়ে দেখা দিলেন। তাঁর অনুচর রাক্ষসগণ অঞ্জন বামন ও মহাপদ্ম (পাণ্ডবীক) নামক দিগ্গজে চড়ে উপস্থিত হ'ল। এইসকল চতুর্দন্ত দিগ্গজ চতুর্দিক থেকে ভগদত্তের হস্তীকে আক্রমণ করলে। ভগদত্তের হস্তী আতর্নাদ করে পালাতে লাগল।

ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতি ভগদত্তকে বন্ধা করবার জন্য দ্রুতবেগে এলেন, যুধিষ্ঠির্বাদিও তাঁদের পিছনে চললেন। সেই সময়ে ঘটোৎকচ অশনিগর্জনের ন্যায় সিংহনাদ কবলেন। ভীষ্ম বললেন, দুর্যোধন হিড়িম্বাপুত্রের সঙ্গে এখন আমি যুদ্ধ কবতে ইচ্ছা করি না, ও এখন বলবীৰ্য ও সহায় সম্পন্ন। আমাদের বাহনসকল শ্রান্ত হয়েছে, আমবা ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, সূর্যও অস্তে যাচ্ছেন, অতএব এখন যুদ্ধের বিবাম হ'ক।

## ১১। সাত্যকিপুত্রগণের মৃত্যু

(পঞ্চম দিনের যুদ্ধ)

রাত্রিকালে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, আপনি এবং দ্রোণ শল্য কৃপ অশ্বখামা ভূরিপ্রবা ভগদত্ত প্রভৃতি সকলেই মহারথ, আপনারা এই যুদ্ধে দেহত্যাগে প্রস্তুত এবং দিলোকজয়েও সমর্থ। তথাপি পাণ্ডবরা আমাদের জয় করছে কেন?

ভীষ্ম বললেন, রাজা, এ বিষয়ে তোমাকে আমি বহুবার বলছি, কিন্তু তুমি আমার কথা শোন নি। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর, তাতে তোমার ও জগতের মঙ্গল হবে। তুমি পাণ্ডবদের অবজ্ঞা কবতে, তার ফল এখন পাচ্ছ। শাণ্ডিষ্যর কৃষ্ণ যাদেব রক্ষা করেন সেই পাণ্ডবদের জয় কবতে পারে এমন কেউ অতীত কালে ছিল না, বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। আমি এবং বেদজ্ঞ মুনীরা পূর্বেই তোমাকে বারণ করেছিলাম যে বাসুদেবের সঙ্গে বিরোধ করো না, পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না, কিন্তু তুমি মোহবশে এ কথা গ্রাহ্য কর নি। আমার

মনে হয় তুমি মোহগ্রস্ত রাক্ষস। পান্ডবগণ কৃষ্ণের সাহায্য ও আত্মীয়তায় রক্ষিত, সের্জন্য তাবা জয়ী হবেই।

পরদিন প্রভাতকালে ভীষ্ম মকর ব্যূহ এবং পান্ডবগণ শ্যোন ব্যূহ রচনা কবলেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'তে লাগল। পূর্বদিনে কৌরবপক্ষের সৈন্যক্ষয় এবং দ্রাতাদের মৃত্যু স্মরণ করে দুর্যোধন বললেন, আচার্য, আপনি সর্বদা আমার হিতকামী, আপনার ও পিতামহ ভীষ্মেব সাহায্যে আমবা দেবগণকেও জয় করতে পারি, হীনবল পান্ডবরা তো দুরের কথা। আপনি এমন চেষ্টা কবুন যাতে পান্ডববা মরে। দ্রোণ রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি নির্বোধ তাই পান্ডবদেব পবাক্রম জান না। তাদের জয় করা অসম্ভব, তথাপি আমি যথাশক্তি তোমার কর্ম কবব।

ভীষ্ম তুমুল যুদ্ধ কবতে লাগলেন। ভীষ্মেব সহিত অর্জুন, দুর্যোধনেব সহিত ভীম, শল্যেব সহিত যুধিষ্ঠির, এবং দ্রোণ-অশ্বত্থামার সহিত সাত্যকি চেকিতান ও দ্রুপদ যুদ্ধে নিবত হলেন। আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি হ'লে যেমন শব্দ হয়, তীক্ষ্ণ বাণে ছিন্ন নরমুণ্ডেব পতনে সেইবূপ শব্দ হ'তে লাগল। সাত্যকির মহাবল দশ পদ্রু ভূবিশ্রবাকে বেষ্ঠন ক'রে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভূবিশ্রবা ভল্লেব আঘাতে দশ জনেরই শিবশেছদন কবলেন।

পদ্রুদেব নিহত দেখে সাত্যকি ভূবিশ্রবাকে আক্রমণ করলেন। দৃজনেবই রথ ও অশ্ব বিনষ্ট হ'ল, তাঁবা খড়্গ ও চর্ম (ঢাল) ধারণ ক'বে লক্ষ দিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। তখন ভীমসেন সাত্যকিকে এবং দুর্যোধন ভূবিশ্রবাকে নিজের রথে তুলে নিলেন। এই দিনে অর্জুনেব শরাঘাতে কৌরবপক্ষের পঁচিশ হাজার মহারথ নিহত হলেন। তার পর সূর্যাস্ত হ'লে ভীষ্ম অবহার ঘোষণা করলেন।

## ১২। ভীমের জয়

(ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ)

পরদিন ধৃষ্টদ্যুম্ন মকব ব্যূহ এবং ভীষ্ম ক্রৌঞ্চ ব্যূহ নির্মাণ করলেন। ভীষ্ম-দ্রোণের সংগে ভীমার্জুনেব ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, তাঁদের শববর্ষণে পীড়িত হয়ে দুই পক্ষের অসংখ্য সেনা পালিয়ে গেল।

যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, সঞ্জয়, আমার সৈন্যগণ বহুগুণসম্পন্ন, তারা অতিবৃদ্ধ বা বালক নয়, কৃশ বা স্থূল নয়, তারা ক্ষিপ্ৰকারী

দীর্ঘাকার দৃঢ়দেহ ও নীরোগ। তারা সর্বপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে শিক্ষিত এবং হস্তী অশ্ব ও রথ চালনায় নিপুণ। পরীক্ষা করে উপযুক্ত বেতন দিয়ে তাদের নিযুক্ত করা হয়েছে, গোষ্ঠী (আড়ডা) থেকে তাদের আনা হয় নি, বন্ধুদের অনুরোধেও নেওয়া হয় নি। সেনাপতির কর্মে অভিজ্ঞ বিখ্যাত মহাবথগণ তাদের নেতা, তথাপি যুদ্ধে বিপরীত ফল দেখা যাচ্ছে। হযতো দেবতারাই পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধে নেমে আমার সৈন্য সংগ্রহ করছেন। বিদ্রুপ সর্বদাই হিতবাক্য বলেছেন, কিন্তু আমার মূর্খ পুত্র তা শোনে নি। বিধাতা যা নির্দিষ্ট করেছেন তাব অন্যথা হবে না।

সঞ্জয় বললেন, মহাবাজ, আপনার দোষেই দ্রুতগীড়া হয়েছিল, তাব ফল এই যুদ্ধ। আপনি এখন নিজ কর্মের ফল ভোগ কবছেন। তাব পব সঞ্জয় পুনর্বার যুদ্ধবিবরণ বলতে লাগলেন।

ভীম রথ থেকে নেমে তাঁর সারথিকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং কোঁরবসেনাব মধ্যে প্রবেশ করে গদাঘাতে হস্তী অশ্ব রথী ও পদাতি বিনষ্ট কবতে লাগলেন। ভীমের শূন্য বথ দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন উদ্ভিগ্ন হয়ে ভীমের কাছে গেলেন এবং তাঁর দেহে বিম্ব বাণসকল তুলে ফেলে তাঁকে আলিঙ্গন ক'বে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতাবা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ কবলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমোহন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, তাতে দুর্যোধনাদি মর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। এই অবকাশে ভীমসেন বিশ্রাম ও জলপান ক'বে সুস্থ হলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের সহযোগে আবার যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনাদিব অবস্থা শূন্যে দ্রোণাচার্য সত্ব্ব এলেন এবং প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা প্রমোহন অস্ত্রের প্রভাব নষ্ট কবলেন।

যুদ্ধান্তিমের আদেশে অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও ধৃষ্টকেতু সসৈন্যে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাহায্য কবতে এলেন এবং সূচীমুখ বাদ্য বচনা করে বুঝসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন দ্রোণ ও দুর্যোধনাদির সঙ্গে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবল যুদ্ধ হচ্ছিল।

অপবাহ আগত হ'ল, ভাস্কব লোহিত বর্ণ ধারণ কবলেন। ভীম দুর্যোধনকে বললেন, বহু বর্ষ যাব কামনা করছি সেই কাল এখন এসেছে, যদি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত না হও তো আজ তোমাকে বধ কবব, জননী কুলতী ও দ্রৌপদীর সকল ক্রেশ এবং বনবাসের কষ্টের প্রতিশোধ নেব। আজ তোমাকে সবান্ধবে বধ ক'বে তোমাব সমস্ত পাপের শান্তি করাব। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের ধনু ছিন্ন, সারথি আহত, এবং চাব অশ্ব নিহত হ'ল। দুর্যোধন শবাবিধ হয়ে মর্ছিত হলেন, রূপাচার্য তাঁকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন।

অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীপুত্র শ্রুতকর্মা স্দ্রুতসোম শ্রুতসেন ও শতানীকেব শরাঘাতে দুর্যোধনের চাব ছাতা বিকর্ণ দুর্যোধ জয়ৎসেন ও দুর্যোধ বিম্ব হয়ে ভূপাত্ত হলেন। স্দ্রুতসেনের পরেও কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলল, তার পর অবহাব ঘোষিত হ'লে কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন।

### ১৬। বিরাতপুত্র শত্বেজের মৃত্যু — ইরাবান ও নকুল-সহদেবের জয়

(সপ্তম দিনের যুদ্ধ)

রক্তাক্তদেহে চিন্তাকুলমনে দুর্যোধন ভীষ্মের কাছে গিয়ে বললেন, পাণ্ডবরা আমাদের ব্যূহবন্ধ বীর সৈন্যগণকে নিপীড়িত করে হত হ'য়েছে। আমাদের মকব ব্যূহেব ভিতরে এসে ভীম আমাদের পবাস্ত করেছে, তাব ক্রোধ দেখে আমি মর্ছিত হয়েছিলাম, এখনও আমি শান্তি পাচ্ছি না। সত্যসন্ধ পিতামহ, আপনার প্রসাদে যেন পাণ্ডবগণকে বধ করে আমি জয়লাভ কবতে পারি। ভীষ্ম হেসে বললেন, রাজপুত্র, আমি নিজের মনোভাব গোপন করাছি না, সর্বপ্রথমে তোমাকে বিজয়ী ও সুখী কবতে ইচ্ছা করি। কিন্তু পাণ্ডবদের সহায় হয়ে যাঁরা ক্রোধবিষ উদগার করছেন তাঁরা সকলেই মহারথ অস্ত্রবিশারদ ও বলগর্বিত, তুমি পূর্বে তাঁদের সঙ্গে শত্রুতাও করেছিলে। তোমাব জন্য আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করব, নিজের জীবনবন্ধার চেষ্টা করব না। পাণ্ডবগণ ইন্দ্রের তুল্য বিক্রমশালী, বাসুদেব তাঁদের সহায়, তাঁরা দেবগণেরও অজেয়। তথাপি আমি তোমার কথা রাখব, হয় আমি পাণ্ডবদের জয় করব নতুবা তাঁরা আমাকে জয় কববেন।

ভীষ্ম দুর্যোধনকে বিশল্যাকরণী ওষধি দিলেন, তার প্রযোগে দুর্যোধন সুস্থ হলেন। পরদিন ভীষ্ম মণ্ডল ব্যূহ এবং যুদ্ধার্থিতর বজ্র ব্যূহ বচনা করলেন। যুদ্ধকালে অর্জুনের বিক্রম দেখে দুর্যোধন স্বপক্ষের রাজাদের বললেন, শান্তনুপুত্র ভীষ্ম জীবনের মারা ত্যাগ ক'বে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, আপনারা সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করুন। রাজারা তখনই সসৈন্যে ভীষ্মের কাছে গেলেন।

দ্রোণ ও বিরাত পরস্পরকে শরাঘাত করতে লাগলেন। বিরাতের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হ'লে তিনি তাঁর পুত্র শত্বেজের রথে উঠলেন। দ্রোণ এক আশীর্ষিতুল্য বাণ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে শত্বেজ নিহত হয়ে পড়ে গেলেন। তখন ভীম বিরাত কালান্তক যমতুল্য দ্রোণকে ত্যাগ করে চলে গেলেন।



সাত্যকির ঐন্দ্র অস্ত্রে রাক্ষস অলম্বুধ রণস্থল থেকে বিতাড়িত হ'ল। যুদ্ধদাম্ভেনব শবাস্যতে দুর্ধোধনের রথের অশ্ব বিনষ্ট হ'ল, শকুনি তাঁকে নিজের যথেষ্ট তুলে নিলেন। অবলিতদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ অজ্ঞানপদ্র ইবাবানব(১) সঙ্গ যুদ্ধ করতে লাগলেন। অনুবিন্দের চাব অশ্ব নিহত হ'ল, তিনি বিন্দের বুথে উঠলেন। ইরাবান বিন্দেব সারথিকে বধ করলেন, তখন বিন্দের অশ্বসকল উদ্ভ্রান্ত হয়ে রথ নিয়ে চার দিকে ছুটেতে লাগল। ভগদত্তেব সহিত যুদ্ধে ঘটোৎকচ পবাস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন। শল্য ও তাঁর দুই ভাগিনেয় নকুল-সহদেব পরম প্রীতি সহকায়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্য সহাস্যে বাণ দ্বাবা নকুলেব রথধ্বজ ও ধনু ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্ব নিপাতিত করলেন, নকুল সহদেবেব রথে উঠলেন। তখন সহদেব মহাবেগে এক শব নিক্ষেপ ক'বে মাতুলের দেহ ভেদ করলেন, শল্য অচেতন হয়ে বথমধ্যে পড়ে গেলেন, তাঁব সারথি তাঁকে নিয়ে বণস্থল থেকে চলে গেল। চৌকিতান ও কৃপাচার্যেব বথ নষ্ট হওয়ায় তাঁবা ভূমিতে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁরা পবস্পরের খড়্গাঘাতে আহত হয়ে মর্দিত হ'লেন, শিশুপালপদ্র কবকর্ষ ও শকুনি নিজ নিজ রথে তাঁদের তুলে নিলেন।

ভীষ্ম শিখণ্ডীব ধনু ছেদন কবলেন। যুদ্ধিষ্ঠিব ব্রহ্ম হয়ে বললেন, শিখণ্ডী, তুমি তোমার পিতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কবেছিলে যে ভীষ্মকে বধ করবে। তোমাব প্রতিজ্ঞা যেন মিথ্যা না হয়, স্বধর্ম যশ ও কুলমর্যাদা রক্ষা কব। ভীষ্মেব কাছে পবাস্ত হয়ে তুমি নিরুৎসাহ হয়েছ। ভ্রাতা ও বন্ধুদেব ছেড়ে কোথায় যাছ? তোমাব বীর খ্যাতি আছে, তবে ভীষ্মকে ভয় করছ কেন?

যুদ্ধিষ্ঠিবেব ভৎসনায় লজ্জিত হয়ে শিখণ্ডী পদনবাব ভীষ্মেব প্রতি ধাবিত হ'লেন। শল্য আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, শিখণ্ডী তা ববুগাস্ত্র দিয়ে প্রতিহত কবলেন। তাব পব শিখণ্ডী ভীষ্মেব সম্মুখীন হ'লেন, কিন্তু তাঁর পূর্বেব স্ত্রীষ্য স্যবণ ক'রে ভীষ্ম শিখণ্ডীকে অগ্রাহ্য করলেন।

সূর্যাস্ত হ'লে পাণ্ডব ও কৌরবগণ রণস্থল ত্যাগ ক'বে নিজ নিজ শিবিরে গিয়ে পরস্পরের প্রশংসা কবতে লাগলেন। তার পর তাঁবা দেহ থেকে শল্য (বাণাগ্র প্রভৃতি) তুলে ফেলে নানাবিধ জলে স্নান ক'বে স্বস্ত্যয়ন করলেন। স্মৃতিপাঠক বন্দী এবং গায়ক ও বাদকগণ তাঁদের মনোরঞ্জন করতে লাগল। সমস্ত শিবির যেন স্বর্গতুল্য হ'ল, কেউ যুদ্ধের আলোচনা করলেন না। তার পব তাঁরা প্রান্ত হয়ে নিদ্রিত হ'লেন।

(১) মহাভারতে ইরাবানব জননীব নাম দেওয়া নেই। বিষ্ণুপুর্বাণে আছে, ইনিই উল্গপী। আদিপর্ব ৩৯-পরিচ্ছেদ ও ভীষ্মপর্ব ১৪-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

## ১৪। ইরাবানের মৃত্যু — ঘটোৎকচের মায়ী

(অষ্টম দিনের যুদ্ধ)

পরদিন ভীষ্ম কূর্ম বৃহৎ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন শৃঙ্গাটক বৃহৎ রচনা করলেন। যোদ্ধারা পবনসবেব নাম ধরে আহবান করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্য মর্দন করতে লাগলেন। এই দিনেব যুদ্ধে দুর্যোধনেব ভ্রাতা সুনাম অপরািজিত কুণ্ডধার পাণ্ডিত বিশালাক্ষ মহোদব আদিত্যকেতু ও বহদাশী ভীমেব হস্তে নিহত হলেন। ভ্রাতৃশোকে কাতব হয়ে দুর্যোধন ভীষ্মেব কাছে বিলাপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম বললেন, বৎস, আমি দ্রোণ বিদূব ও গান্ধারী পূর্বেই তোমাকে সাবধান কবেছিলাম। কিন্তু তুমি আমাদের কথা বোঝ নি। এ কথাও তোমাকে পূর্বে বলেছি যে আমি বা আচার্য দ্রোণ পাণ্ডবদেব হাত থেকে কাকেও বক্ষা কবতে পাবব না। ভীম ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদেব যাকে পাবে তাকেই বধ করবে। অতএব তুমি স্থিৰভাবে দৃঢ়চিত্তে স্বৰ্গকামনায যুদ্ধ কর।

অর্জুনপুত্র ইবাবান কৌরবসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন, কম্বোজ সিন্ধু প্রভৃতি বহুদেশজাত দ্রুতগামী অশ্ব সদৃশজিত হয়ে তাঁকে বেষ্টিত কবে চলল। এই ইবাবান নাগবাজ ঐরাবতের দৃহিতার গর্ভে অর্জুনের গুপ্তসে জন্মেছিলেন। ঐরাবত-দৃহিতার পূর্বপতি গরুড় কর্তৃক নিহত হন, তার পব ঐরাবত তাঁব শোকাতুৰা অনপত্যা কন্যাকে অর্জুনেব নিকট অর্পণ করেন। কতব্যবোধে অর্জুন সেই কামার্তা পরপত্নীব গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। এই পুত্রই ইবাবান। ইনি নাগলোকে জননী কর্তৃক পালিত হন। অর্জুনেব প্রতি বিশ্বেষবশত ঐর পিতৃব্য দুরাশ্রা অশ্বসেন এঁকে ত্যাগ করেন। অর্জুন যখন সুরলোকে অস্ত্রশিক্ষা কৰ্ব্বছিলেন তখন ইরাবান তাঁর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দেন। অর্জুন তাঁকে বলেছিলেন, যুদ্ধকালে আমাদের সাহায্য কবো।

গজ গবাক্ষ বৃক চর্মবান আরজক ও শূক — শকুনির এই ছয় ভ্রাতাব সঙ্গে ইরাবানেব যুদ্ধ হ'ল। ইরাবানেব অনুগামী যোদ্ধারা গান্ধারসৈন্য ধ্বংস কবতে লাগলেন, গজ গবাক্ষ প্রভৃতি ছ জনকেই ইরাবান বধ করলেন। তখন দুর্যোধন রুদ্ধ হয়ে অলম্বুষ রাক্ষসকে বললেন, অর্জুনেব এই মায়াবী পুত্র আমার ঘোর ক্ষতি করছে, তুমি ওকে বধ কর। বহু যোদ্ধায় পরিবেষ্টিত হয়ে অলম্বুষ ইরাবানকে আক্রমণ করলে। দৃজনে মায়ায়ুদ্ধ হ'তে লাগল। ইরাবান অনন্তনাগের ন্যায় বিশাল মূর্তি ধারণ করলেন, তাঁর মাতৃবংশীয় বহু নাগ তাঁকে ঘিরে রইল। অলম্বুষ

গরুড়ের রূপ ধরে সেই নাগদের খেয়ে ফেললে। তখন ইরাবান মোহগ্রস্ত হলেন, অলম্বদ্ব্য খড়্গাঘাতে তাকে বধ করলে।

ইরাবানকে নিহত দেখে ঘটোৎকচ ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন, তাতে কুরু-সৈন্যদেব উরুস্তম্ভ কম্প ও ঘর্মস্রাব হ'ল। দুর্যোধন ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত হলেন, বঙ্গবাজ্যের অধিপতি দশ সহস্র হস্তী নিয়ে তাঁব পিছনে গেলেন। দুর্যোধনের উপর ঘটোৎকচ বর্ষার জলধারার ন্যায্য শরবর্ষণ করতে লাগলেন, তাঁব শক্তিব আঘাতে বঙ্গাধিপেব বাহিন হস্তী নিহত হ'ল। ঘটোৎকচ দ্রোণেব ধনু ছোঁন করলেন, বাহ্যিক চিত্রসেন ও বিকর্ণকে আহত কবলেন, এবং বৃহদ্বলেব বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। এই লোমহর্ষকর সংগ্রামে কৌরবসৈন্য প্রায় পবাস্ত হ'ল।

অশ্বথামা সম্ব এসে ঘটোৎকচ ও তাঁব অনুচব বান্ধসদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে লাগলেন। ঘটোৎকচ এক দারুণ মায়া প্রয়োগ কবলেন, তাব প্রভাবে কৌববপক্ষেব সকলে দেখলে, দ্রোণ দুর্যোধন শল্য ও অশ্বথামা রক্তাক্ত হয়ে ছিন্নদেহে ছটফট কবছেন, কৌবববীবগণ প্রায় সকলে নিপাতিত হয়েছেন, এবং বহু সহস্র অশ্ব ও আবোহী খন্ড খন্ড হয়ে গেছে। সৈন্যগণ শিবিবেব দিকে ধাবিত হ'ল। তখন ভীষ্ম ও সঞ্জয় বললেন, তোমবা পালিও না, যুদ্ধ কর, যা দেখছ তা রাক্ষসী মায়া। সৈন্যরা বিশ্বাস কবলে না, পালিয়ে গেল।

দুর্যোধনের মূখে এই পরাজয়সংবাদ শুনে ভীষ্ম বললেন, বৎস, তুমি সর্বদা আত্মরক্ষায় সতর্ক থেকে যুদ্ধার্থিব বা তাঁব কোনও দ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, কারণ রাজধর্ম অনুসাবে রাজাব সঙ্গেই রাজা যুদ্ধ কবেন। তার পর ভীষ্ম ভগদত্তকে বললেন, মহারাজ, আপনি শীঘ্র হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচেব কাছে সসৈন্যে গিয়ে তাকে বধ করুন, আপনিই তার উপযুক্ত প্রতিষোধ্য।

ঘটোৎকচের সঙ্গে ভীমসেন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুণ্ড্রপুত্র, চৌদরাজ, দশার্ণবাজ প্রভৃতি ছিলেন। ভগদত্ত সুপ্রতীক নামক বৃহৎ হস্তীতে আবোহণ করে এলেন এবং ভীষণ শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ঘটোৎকচ তা জানতে বেখে ভেঙে ফেললেন। তখন ভগদত্ত সকলের উপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। এই সময়ে অর্জুন তাঁর পুত্র ইরাবানের মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকাবিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্ম কৃপ প্রভৃতিকে আক্রমণ করলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের সাত দ্রাতা অনাধাৰ্শ্চি কুণ্ডভেদী বিরাজ দীপ্তলোচন দীর্ঘবাহু সুবাহু ও কনকধ্বজ বিনষ্ট হলেন, তাঁদের অন্য দ্রাতারা ভয়ে পালিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যাকালে যদুশ্বেধ বিরাম হ'ল, কোঁরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শিবিরে চ'লে গেলেন।

### ১৫। ভীষ্মের পরাক্রম

(নবম দিনের যুদ্ধ)

কর্ণ ও শকুনিকে দুর্যোধন বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য ও ভূরিশ্রবা পাণ্ডবগণকে কেন দমন কবছেন না তাব কারণ জানি না, তারা জীবিত থেকে আমার বল ক্ষয় করছে। দ্রোণের সমক্ষেই ভীম আমার ভ্রাতাদের বধ করেছে। কর্ণ বললেন, রাজা, শোক ক'বো না। ভীষ্ম যুদ্ধ থেকে স'বে যান, তিনি অস্ত্রত্যাগ কবলে তাঁব সমক্ষেই আমি পাণ্ডবদের সসৈন্যে বধ করব। ভীষ্ম সর্বদাই পাণ্ডবদেব দয়া কবেন, সেই মহারথগণকে জয় কববাব শক্তিও তাঁব নেই। অতএব তুমি শীঘ্র ভীষ্মেব শিবিরে যাও, বৃন্দ পিতামহকে সম্মান দেখিয়ে তাঁকে অস্ত্রত্যাগে সম্মত করাও।

দুর্যোধন অশ্বাবোহণে ভীষ্মেব শিবিরে চললেন, তাঁব ভ্রাতারাও সঙ্গে গেলেন। ভূত্যাগণ গন্ধতৈলযুক্ত প্রদীপ নিয়ে পথ দেখাতে লাগল। উষ্ণীষকণ্টকধারী রক্ষিগণ বেত্রহস্তে ধীরে ধীরে চা'বিদিকের জনতা স'বিরে দিলে। ভীষ্মেব কাছে গিয়ে দুর্যোধন কৃতাজলি হয়ে সাশ্রুনে ঘনে গদগদকণ্ঠে বললেন, শত্রুহন্তা পিতামহ, আমার উপর কৃপা কবুন, ইন্দ্র যেমন দানবদের বধ করেছিলেন আপনি সেইরূপ পাণ্ডবগণকে বধ কবুন। আপনাব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন, পাণ্ডব পাণ্ডাল কেক্ষ প্রভৃতিকে বধ ক'রে সত্যবাদী হ'ন। যদি আমাব দ্ৰুগ্যক্রমে কৃপাবিষ্ট হয়ে বা আমাব প্রতি বিশ্বেষেব বশে আপনি পাণ্ডবদেব বক্ষা করতেই চান, তবে কর্ণকে যুদ্ধ করবার অনুমতি দিন, তিনিই পাণ্ডবগণকে জয় কববেন।

দুর্যোধনের বাক্শল্যে বিম্ব হয়ে মহামনা ভীষ্ম অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু কোনও অপ্রিয় বাক্য বললেন না। দীর্ঘকাল চিন্তার পর তিনি মৃদু-বাক্যে বললেন, দুর্যোধন, আমাকে বাক্যবাণে পীড়িত করছ কেন, আমি যথাসক্তি চেষ্টা কবছি, তোমার প্রিয়কামনায সমরানলে প্রাণ আহুতি দিতে প্রস্তুত হয়েছি। পাণ্ডবগণ কিরূপ পরাক্রান্ত তার প্রচুর নিদর্শন তুমি পেবেছ। খাণ্ডবদাহকালে অর্জুন ইন্দ্রকেও পরাস্ত করেছিলেন। তোমার বীর ভ্রাতারা আর কর্ণ যখন পালিয়ে-ছিলেন তখন অর্জুন তোমাকে গন্ধর্বদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। বিবাটনগরের গোহরণকালে একাকী অর্জুন আমাদের সকলকে জয় ক'রে উত্তরকে দিয়ে

আমাদের বন্দ্য হরণ করিয়েছিলেন। শঙ্খচক্রগদাধর অনন্তশক্তি সর্বেশ্বর পরমাশ্রা বাসুদেবের যাঁর রক্ষক সেই অর্জুনকে যুদ্ধে কে জয় করতে পারে? নারদাদি মহর্ষিগণ বহুবার তোমাকে বলেছেন কিন্তু তুমি মোহবশে বদ্বতে পার না, মদুম্বু লোক স্ত্রেন সকল বৃক্ষই কাণ্ডনয় দেখে তুমিও সেইবদ্য বিপরীত দেখছ। তুমিই এই মহাবীর সৃষ্টি কবেছ, এখন নিজেই যুদ্ধ করে পৌরুষ দেখাও। আমি সোমক পাণ্ডাল ও কেকয়গণকে বিনষ্ট করব, হয় তাদের হাতে মরে যমালয়ে যাব নতুবা তাদের সংহার ক'বে তোমাকে তুষ্ট কবব। কিন্তু আমাব প্রাণ গেলেও শিখাডীকে বধ করব না, কাষণ বিধাতা তাকে পূর্বে শিখাডীনী রূপেই সৃষ্টি করেছিলেন। গান্ধারীপুত্র, সুখে নিদ্রা যাও, কাল আমি এমন মহাযুদ্ধ করব যে লোকে চিরকাল তার কথা বলবে। ভীষ্মের কথা শুনে দুর্যোধন নতমস্তকে প্রণাম করে নিজের শিবিরে চলে গেলেন। ভীষ্ম নিজেকে তিরস্কৃত মনে করলেন, তাঁর অভিযয় আশ্বালান হ'ল।

পরদিন ভীষ্ম সর্বতোভদ্র নামে এক মহাবাহু রচনা করলেন। কৃপ কৃত-বর্ম জয়দ্রথ দ্রোণ ভূরিপ্রবা শল্য ভগদত্ত দুর্যোধন প্রভৃতি এই ব্যূহের বিভিন্ন স্থানে রইলেন। পাণ্ডবগণও এক মহাবাহু রচনা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, পাণ্ডালপুত্র, তুমি আজ শিখাডীকে ভীষ্মের সম্মুখে বাখ, আমি তাঁর রক্ষক হব।

যুদ্ধকালে নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা গেল, ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হ'ল, শাগাল কুঙ্কর প্রভৃতি ভয়ংকর শব্দ করতে লাগল। পিণ্ডলতুরগবাহিত রথে আরুঢ় হয়ে মহাবীর অভিমন্যু শরাঘাতে কৌরবসৈন্য মথিত করতে লাগলেন। দুর্যোধনের আদেশে রাক্ষস অলম্বুধ তাঁকে বাধা দিতে গেল। সে অবিঘাতিনী তামসী মায়ী প্রয়োগ করলে, সর্ব স্থান অন্ধকারময় হ'ল, স্বপক্ষ বা পরপক্ষ কিছুই দেখা গেল না। তখন অভিমন্যু ভাস্কর অস্ত্রে সেই মায়ী নষ্ট করে অলম্বুধকে শরাঘাতে আচ্ছন্ন করলেন, অলম্বুধ রথ ফেলে ভয়ে পালিয়ে গেল।

যুদ্ধকালে একবার পাণ্ডবপক্ষের অন্যবার কৌরবপক্ষের জয় হ'তে লাগল। অবশেষে ভীষ্মের প্রচণ্ড বাণবর্ষণে পাণ্ডবসেনা বিধ্বস্ত হ'ল, মহারথগণও বারণ না শুনে পালাতে লাগলেন। নিহত হস্তী ও অশ্বের মৃতদেহে এবং ভস্ম রথ ও ধ্বজে রণস্থল ব্যাপ্ত হ'ল, সৈন্যগণ বিমূঢ় হয়ে হাহাকার করতে লাগল।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, বীর, তুমি বিরাতনগরে সঞ্জয়কে বলেছিলে যে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সমস্ত কুরূসৈন্য সংহার করবে। ক্ষত্রধর্ম স্মরণ করে এখন সেই বাক্য সত্য কর। অর্জুন অধোমুখে অনিচ্ছুর ন্যায় বললেন, যাঁরা অবধা

তাদের বধ করে নরকের পথ স্বরূপ রাজ্যলাভ ভাল, না বনবাসে কষ্টভোগ করা ভাল? কৃষ্ণ, তোমার কথাই রাখব, ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে চল, কুব্জপিতামহকে নিশ্চিত করব। ভীষ্মের বাণবর্ষণে অর্জুনের বথ আচ্ছন্ন হ'ল, কৃষ্ণ অবিচলিত হয়ে আহত অশ্বদের বেগে চালাতে লাগলেন। (১)

ভীষ্ম ও পাণ্ডবগণের শরবর্ষণে দুই পক্ষেরই বহু সৈন্য বিনষ্ট হ'ল। পাণ্ডবসৈন্যগণ ভয়াবহ হয়ে ভীষ্মের অমানুষিক বিক্রম দেখতে লাগল। এই সময়ে সূর্যাস্ত হ'ল, পাণ্ডব ও কৌরবগণ যুদ্ধে বিবত হয়ে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন। দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতাবা বিজয়ী ভীষ্মের প্রশংসা করতে লাগলেন।

### ১৬। ভীষ্ম-সকাশে যুদ্ধাধিষ্ঠিতরা

শিবিরে এসে যুদ্ধাধিষ্ঠিতরা তাঁর মিত্রদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, হস্তী যেমন নলবন মর্দন করে সেইরূপ ভীষ্ম আমাদের সৈন্য মর্দন করছেন। আমি বৃদ্ধির দোষে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে শোকসাগরে নিমগ্ন হইছি। কৃষ্ণ, আমার বনে যাওয়াই ভাল, যুদ্ধে আব বৃদ্ধি নেই, ভীষ্ম প্রতিদিনই আমাদের হনন করছেন। যে জীবনকে অতি প্রিয় মনে করি তা আজ দুর্লভ হয়েছে, এখন অবশিষ্ট জীবন ধর্মাচরণে যাপন করব। মাধব, যদি আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ থাকে তবে এমন উপদেশ দাও যাতে আমার স্বধর্মের বিরোধ না হয়।

কৃষ্ণ বললেন, ধর্মপুত্র, বিষন্ন হবেন না, আপনার ভ্রাতাবা শত্রুহস্তা দুর্জয় বীর। অর্জুন যদি ভীষ্মবধে অনিচ্ছুক হন তবে আপনি আমাকে নিযুক্ত করুন, আমি ভীষ্মকে যুদ্ধে আহ্বান করে দুর্যোধনাদির সমক্ষেই তাঁকে বধ করব। যে পাণ্ডবদের শত্রু সে আমারও শত্রু, আপনার ও আমার একই ইষ্ট। আপনার ভ্রাতা অর্জুন আমার সখা সম্বন্ধী ও শিষ্য, তাঁর জন্য আমি নিজ দেহের মাংসও কেটে দিতে পারি। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ভীষ্মকে নিশ্চিত করবেন। এখন তিনি সেই কথা বাত্বন, অথবা আমাকেই ভার দিন। ভীষ্ম বিপবীত পক্ষে যোগ দিয়েছেন, নিজের কর্তব্য বুঝছেন না, তাঁর বল ও জীবন শেষ হয়ে এসেছে।

যুদ্ধাধিষ্ঠিত বললেন, গোবিন্দ, তুমি আমাদের রক্ষক থাকলে আমরা ভীষ্মকে

---

(১) ৯-পরিচ্ছেদে আছে, অর্জুনের মৃদু যুদ্ধ দেখে কৃষ্ণ রথ থেকে নেমে ভীষ্মকে মারবার জন্য নিজেই খাবিত হলেন। মহাভারতে এই স্থানে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আছে।

কেন, ইন্দ্রকেও জয় কবতে পারি। কিন্তু স্বার্থের জন্য তোমাকে মিথ্যাবাদী করতে পারি না, তুমি যুদ্ধ না কবেই আমাদের সাহায্য কর। ভীষ্ম আমাকে বলেছিলেন যে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করলেও তিনি আমার হিতের জন্য মন্ত্রণা দেবেন। অতএব আমরা সকলে মিলে তাঁর কাছে যাব এবং তাঁর বধের উপায় জেনে নব। তিনি নিশ্চয় আমাদের হিতকর সত্য বাক্য বলবেন, আমাদের যাতে জয় হয় এমন মন্ত্রণা দেবেন। বালক ও পিতৃহীন অবস্থায় তিনিই আমাদের বর্ধিত করেছিলেন। মাধব, সেই বৃদ্ধ প্রিয় পিতামহকে আমি হত্যা কবতে চাচ্ছি—ঋতুজীবীকায় ধিক।

পান্ডবগণ ও কৃষ্ণ কবচ ও অস্ত্র ত্যাগ করে ভীষ্মের কাছে গিয়ে নতমস্তকে প্রণাম কবলেন। সাদরে স্বাগত জানিয়ে ভীষ্ম বললেন, বৎসগণ, তোমাদের কি প্রিয়কার্য কবব? নিঃশঙ্ক হয়ে বল, যদি অতি দুষ্কর কর্ম হয় তাও আমি করব। ভীষ্ম প্রীতিপূর্বক বার বার এইব্দ বললে যদুধিষ্ঠির দীনমনে বললেন, সর্বাঙ্গ, কোন উপায়ে আমরা জয়ী হব, বাজ্যলাভ করব? প্রজাবা কিসে বন্ধা পাবে? আপনার বধের উপায় বলুন। যুদ্ধে আপনার বিক্রম আমরা কি করে সহিব? আপনার সূক্ষ্ম ছিদ্রও দেখা যায় না, কেবল মণ্ডলাকাব ধনুই দেখতে পাই। আপনি রথে সূর্যেব ন্যায় বিবাজ কবেন, কখন বাণ নেন, কখন সন্ধান করেন, কখন জ্যাকর্ষণ কবেন, কিছুই দেখতে পাই না। আপনার শরবর্ষণে আমাদের বিপুল সেনা ক্ষয় পাচ্ছে। পিতামহ, বলুন কিব্দেপে আমরা জয়ী হব।

ভীষ্ম বললেন, পান্ডবগণ, আমি জীবিত থাকতে তোমাদের জয়লাভ হবে না। যদি জয়ী হ'তে চাও তবে অনুমতি দিচ্ছি তোমরা শীঘ্র যথাস্থানে আমাদের প্রহাব কব। এই কার্যই তোমাদের কর্তব্য মনে করি, আমি হত হ'লে সকলেই হত হবে। যদুধিষ্ঠির বললেন, আপনি দণ্ডধর বৃদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় যুদ্ধ করেন, বজ্রধর ইন্দ্র এবং সমস্ত সর্বাঙ্গস্বরও আপনাকে জয় করতে পাবেন না, আমরা কি করে জয়ী হব তার উপায় বলুন। ভীষ্ম বললেন, পান্ডুপুত্র, তোমার কথা সত্য, সশস্ত্র হয়ে যুদ্ধ করলে আমি সর্বাঙ্গস্বেরও অজ্ঞেয়। কিন্তু আমি যদি অস্ত্র ত্যাগ করি তবে তোমরা আমাকে বধ করতে পাববে। নিবস্ত্র, ভূপতিত, বর্ম ও ধ্বজ বিহীন, পলায়মান, ভীত, শবণাপন্ন, স্ত্রী স্ত্রীনাশধাবী, বিকলেন্দ্রিয়, একপুত্রের পিতা, এবং নীচজাতির সঙ্গো যুদ্ধ করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। যাব ধ্বজ অমণ্ডলসূচক তাব সঙ্গোও যুদ্ধ করি না। তোমার সেনাদলে দুঃপদপুত্র মহারথ শিখণ্ডী আছেন, তিনি পূর্বে স্ত্রী ছিলেন তা তোমরা জান। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুন আমার প্রতি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করুন। এই উপায়ে তোমরা ধার্মাস্ত্রগণকে জয় করতে পারবে।

কুব্জপিতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন ক'রে পান্ডবগণ নিজেদের শিবিরে ফিবে গেলেন। ভীষ্মকে প্রাণবিসর্জনে প্রস্তুত দেখে অর্জুন দুঃখান্বিত ও লজ্জিত হয়ে বললেন, মাধব, কুব্জবৃদ্ধ পিতামহেব সঙ্গে কি ক'বে যুদ্ধ কবব? আমি বাল্যকালে গায়ে ধূলি মেখে তাঁব কাছে গিয়ে তাঁকেও ধূলিলিপ্ত কবেছি, তাঁর কোলে উঠে পিতা ব'লে ডেকেছি (১)। তিনি বলতেন, বৎস, আমি তোমাব পিতা নই, পিতাব পিতা। সেই ভীষ্মকে কি ক'বে বধ কবব? তিনি যেমন ইচ্ছা আমাদের সৈন্য ধ্বংস করুন, আমি তাঁব সঙ্গে যুদ্ধ কবব না, তাতে আমার জয় বা মৃত্যু যাই হ'ক। কৃষ্ণ, তুমি কি বল?

কৃষ্ণ বললেন, তুমি ক্ষত্রধর্মাসাবে ভীষ্মবধেব প্রতিজ্ঞা কবেছ, এখন পশ্চাৎপদ হচ্ছ কেন? তুমি ওই দুর্ধর্ষ ঋগ্ৰিষ বীবকে বধ থেকে নিপাতিত কব, নতুবা তোমার জয়লাভ হবে না। দেবতাবা পূর্বেই জেনেছেন যে ভীষ্ম যমালয়ে যাবেন, এব অন্যথা হবে না। মহাবৃদ্ধি বৃহস্পতি ইন্দ্রকে কি বলেছিলেন শোন— বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ গৃণবান পুরুষও যদি আততায়ী হয়ে আসেন তবে তাঁকে বধ কববে।

## ১৭। ভীষ্মের পতন

(দশম দিনেব যুদ্ধ)

পরদিন সূর্যোদয় হ'লে পান্ডবগণ সর্বশত্রুজয়ী বৃহৎ রচনা ক'বে শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে যুদ্ধ কবতে গেলেন। ভীম অর্জুন দ্রৌপদীপুত্রগণ অভিমন্যু সাত্যক চৌকিতান ও ধৃষ্টদ্যুমন বৃহৎ বিভিন্ন স্থানে রইলেন। যুধিষ্ঠির নকুল-সহদেব বিরাট কেক্ষ-পঞ্চদ্রাতা ও ধৃষ্টকেতু পশ্চাতে গেলেন। ভীষ্ম কৌববসেনাব অগ্রভাগে রইলেন, দুর্যোধনাদি দ্রোণ অশ্বখামা কৃপ ভগদত্ত কৃতবর্মা শকুনি বৃহদ্বল প্রভৃতি পশ্চাতে গেলেন।

শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী ক'রে অর্জুন প্রভৃতি শরবর্ষণ করতে করতে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হলেন। ভীম নকুল সহদেব সাত্যক প্রভৃতি মহারথগণ কৌরবসৈন্য

---

(১) কিন্তু আদিপর্ব ২১-পরিচ্ছেদে আছে, পঞ্চ পান্ডব যখন হস্তিনাপুরে প্রথমে আসেন তখন অর্জুনের বরস চোন্দ, তিনি শিশু নন।



যদুংস কবতে লাগলেন। ভীষ্ম জীবনের আশা ত্যাগ ক'রে যদুংশে অবতীর্ণ হলেন, তাঁর শরাঘাতে পান্ডবপক্ষের বহু রথী অশ্বাবোহী গজাবোহী ও পদাতি বিনষ্ট হ'ল। শিখণ্ডী তাঁকে শরাঘাত কবলে ভীষ্ম একবার মাত্র তাঁব দিকে দৃষ্টিপাত ক'বে সহাস্য বললেন, তুমি আমাকে প্রহাব কব বা না কর আমি তোমার সঙ্গে যদুংশ কবব না, বিধাতা তোমাকে শিখণ্ডিনী রূপে সৃষ্টি ক'বেছিলেন, এখনও তুমি তাই আছ। ক্রোধে ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন ক'বে শিখণ্ডী বললেন, মহাবাহু, আপনাত্ত পরাক্রম যে ভয়ংকর তা আমি জানি, জামদগ্ন্য পবশদ্বামেব সঙ্গে আপনাব যদুংশেব বিষয়ও জানি, তথাপি নিজের এবং পান্ডবগণের প্রিয়সাধনের জন্য নিশ্চয়ই আপনাকে বধ কবব। আপনি যদুংশ কবুন বা না কবুন, আমাব কাছ থেকে জীবিত অবস্থায় মৃত্তি পাবেন না, অতএব এই পৃথিবী ভাল ক'বে দেখে নিন।

অর্জুন শিখণ্ডীকে বললেন, তুমি ভীষ্মকে আক্রমণ কব, আমি তোমাকে শত্রুদেব হাত থেকে বক্ষা কবব, তোমাকে কেউ পীড়ন কবতে পাববে না। আজ যদি ভীষ্মকে বধ না ক'বে ফিবে যাও তবে তুমি আব আমি লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হব।

অর্জুনের শববর্ষণে কৌববসেনা রুস্ত হয়ে পালাচ্ছে দেখে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, অগ্নি যেমন বন দগ্ধ কবে সেইব'প অর্জুন আমার সেনা বিধ্বস্ত ক'বেছেন, ভীম সাত্যকি নকুল-সহদেব অভিমন্যু ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচ প্রভৃতিও সৈন্য নিপীড়ন ক'বেছেন, আপনি রক্ষা কবুন। মহত্‌কাল চিন্তা ক'রে ভীষ্ম বললেন, দুর্যোধন, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম যে প্রতিদিন দশ সহস্র ক্রিয় বিনষ্ট ক'বে বগম্বল থেকে ফিরব, সেই প্রতিজ্ঞা আমি পালন ক'বেছি। \* আজ আমি আর এক মহৎ কর্ম করব, হয় নিহত হয়ে রণভূমিতে শয়ন করব, না হয় পান্ডবগণকে বধ করব। বাজা, তুমি আমাকে অন্নদান ক'বেছ, সেই মহৎ ঋণ আজ তোমার সেনার সম্মুখে নিহত হয়ে শোধ কবব।

ভীম নকুল সহদেব ঘটোৎকচ সাত্যকি অভিমন্যু বিরাট দ্রুপদ যুধিষ্ঠির, শিখণ্ডী'ব পশ্চাতে অর্জুন, এবং সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলেই ভীষ্মকে বধ কববার জন্য ধাবিত হলেন। ভূবিশ্রবা বিকর্ণ রূপ দ্রুমদ্রুখ অলম্বদ্রুঘ, কস্মোজরাজ সুদর্শিষ্ণ, অশ্বখামা দ্রোণ দৃঃশাসন প্রভৃতি ভীষ্মকে বক্ষা কবতে লাগলেন। দ্রোণ তাঁব পুত্র অশ্বখামাকে বললেন, বৎস, আমি নানাপ্রকার দুর্নির্মিত দেখতে পাচ্ছি, ভীষ্ম ও অর্জুন যদুংশে মিলিত হবেন এই চিন্তা ক'বে আমার রোমহর্ষ হচ্ছে, মন অবসন্ন হচ্ছে। পাপমতি শঠ শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুন যদুংশ করতে এসেছেন, কিন্তু শিখণ্ডী পূর্বে স্ত্রী ছিল এজন্য ভীষ্ম তাকে প্রহার করবেন না। অর্জুন

সকল যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়। আজ যুদ্ধে ভয়ংকর মহামারী হবে। পুত্র, উপজীবী (পরাগ্রস্ত) জনের প্রাণরক্ষার সময় এ নয়, তুমি স্বর্গলাভেব উদ্দেশ্যে এবং যশ ও বিজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে যাও। ভীমার্জুন নকুল-সহদেব যাঁর ভ্রাতা, বাসুদেব যাঁর রক্ষক, সেই যুধিষ্ঠিরের ক্রোধই দ্রুম্যতি দুর্যোধনেব বাহিনী দংশ করছে। কৃষ্ণের আশ্রমে অর্জুন দুর্যোধনের সমক্ষেই তাঁব সর্ব সৈন্য বিদীর্ণ করছেন। বৎস, তুমি অর্জুনের পথে থেকো না, শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমের সঙ্গের যুদ্ধ কর, আমি যুধিষ্ঠিরের দিকে যাচ্ছি। প্রিয়পুত্রের দীর্ঘ জীবন কে না চায়, তথাপি ক্ষত্রধর্ম বিচার ক'বে তোমাকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছি।

দশ দিন পাণ্ডববাহিনী নিপীড়িত ক'বে ধর্মাত্মা ভীষ্ম নিজেব জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি স্থির কবলেন, আমি আব নবশ্রেষ্ঠগণকে হত্যা করব না। নিকটে যুধিষ্ঠিরকে দেখে তিনি বললেন, বৎস, আমার এই দেহেব উপব অত্যন্ত বিরাগ জন্মেছে, আমি যুদ্ধে বহু প্রাণী বধ কবেছি। এখন অর্জুন এবং পাণ্ডাল ও সৃঞ্জয়গণকে অগ্রবর্তী ক'বে আমাকে বধ কবাব চেষ্টা কব। ভীষ্মেব এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁদের সৈন্যগণকে বললেন, তোমরা ধাবিত হয়ে ভীষ্মকে জয় কর, অর্জুন তোমাদের রক্ষা কববেন।

এই দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম একাকী অসংখ্য অশ্ব ও গজ, সাত মহারথ, পাঁচ হাজার রথী, চোদ্দ হাজার পদাতি এবং বহু গজারোহী ও অশ্বাবাহী সংহার করলেন। বিরাট রাজার ভ্রাতা শতানীক এবং বহু সহস্র ক্ষত্রিয় ভীষ্ম কর্তৃক নিহত হলেন। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুন ভীষ্মকে শবাঘাত করতে লাগলেন। ভীষ্ম ক্ষিপ্ৰগতিতে বিভিন্ন যোদ্ধাদের মধ্যে বিচরণ ক'রে পাণ্ডবগণের নিকটে এলেন। অর্জুন বার বার ভীষ্মের ধনু ছেদন করলেন। ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের প্রতি এক ভয়ংকর শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জুন পাঁচ ভল্লের আঘাতে তা খণ্ড খণ্ড ক'রে দিলেন।

ভীষ্ম এই চিন্তা কবলেন—কৃষ্ণ যদি এদেব রক্ষক না হতেন তবে আমি এক ধনু দিয়েই পাণ্ডবপক্ষ বিনষ্ট করতে পারতাম। পিতা (শান্তনু) যখন সত্যবতীকে বিবাহ কবেন তখন তুচ্ছ হয়ে আমাকে দুই বব দিযেছিলেন, ইচ্ছামৃত্যু ও যুদ্ধে অবধ্য। আমার মনে হয় এই আমার মৃত্যুর উপযুক্ত কাল। ভীষ্মেব সংকল্প জেনে আকাশ থেকে ঋষিগণ ও বসুগণ বললেন, বৎস, তুমি যা স্থির করেছ তা আমাদেরও প্রীতিকর, তুমি যুদ্ধে বিরত হও। তখন জলকণাযুক্ত স্দগন্ধ স্দংশপর্শ বায়ু বহিতে লাগল, মহাশব্দে দেবদন্দুভি বেজে উঠল, ভীষ্মের উপর

পদ্পব্ধি হ'ল। কিন্তু ভীষ্ম এবং ব্যাসদেবের ববে সঞ্জয় ভিন্ন আর কেউ তা জানতে পাবে না।

ভীষ্ম অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে বিবত হলেন। শিখণ্ডী নয়টি তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে তাঁর বক্ষে আঘাত কবলেন, কিন্তু ভীষ্ম বিচলিত হলেন না। তখন অর্জুন ভীষ্মের প্রতি বহু বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম ঈষৎ হাস্য ক'বে দৃঃশাসনকে বললেন, এইমুকল মর্মভেদী বজ্রতুল্য বাণ নিববাচ্ছিন্ন হয়ে আসছে, এ বাণ শিখণ্ডীর নয়, অর্জুনেবই। ভীষ্ম একটি শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জুনের শবাঘাতে তা তিন খণ্ড হ'ল। ভীষ্ম তখন চর্ম (ঢাল) ও খণ্ড নিয়ে রথ থেকে নামাবার উপক্রম কবলেন। অর্জুনের বাণে চর্ম শত খণ্ডে ছিন্ন হ'ল। যদ্বিধিষ্ঠিরেব আদেশে পাণ্ডবসৈন্যগণ নানা অস্ত্র নিয়ে চতুর্দিক থেকে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হ'ল, দুর্যোধনাদি ভীষ্মকে বক্ষা কবতে লাগলেন।

পণ্ড পাণ্ডব এবং সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন অভিমন্যু প্রভৃতিব বাণে নিপীড়িত হয়ে দ্রোণ অশ্বখামা কৃপ শল্য প্রভৃতি ভীষ্মকে পবিত্যাগ করলেন। যিনি সহস্র সহস্র বিপক্ষ যোদ্ধাকে সংহার কবেছেন সেই ভীষ্মেব গাত্রে দুই অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানও অবিশ্ম বইল না। সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে অর্জুনের শবাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভীষ্ম পূর্ব দিকে মাথায় বেখে বণ থেকে পড়ে গেলেন। আকাশে দেবগণ এবং ভূতলে বাজগণ হা হা ক'বে উঠলেন। উন্মূলিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভীষ্ম রণভূমি অনুনাদিত ক'রে নিপতিত হলেন, কিন্তু শরে আবৃত থাকায় তিনি ভূমি স্পর্শ কবলেন না। দক্ষিণ দিকে সূর্য দেখে ভীষ্ম বদলেন এখন দক্ষিণায়ন। তিনি আকাশ থেকে এই বাক্য শুনলেন—মহাত্মা নরশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় দক্ষিণায়নে কি ক'রে প্রাণত্যাগ কববেন? ভীষ্ম বললেন, ভূতলে পতিত থেকেই আমি উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় প্রাণধাবণ কবব।

মানসবোববাসী মহর্ষিগণ হংসের রূপ ধ'বে ভীষ্মকে দর্শন কবতে এলেন। ভীষ্ম বললেন, হংসগণ, সূর্য দক্ষিণায়নে থাকতে আমি মরব না, উত্তরায়ণেই দেহত্যাগ কবব, পিতা শান্তনু'র বরে মৃত্যু আমাব ইচ্ছাধীন।

কৌরবগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। কৃপ দুর্যোধন প্রভৃতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোদন করতে লাগলেন, তাঁদের আর যুদ্ধে মন গেল না, যেন উরুস্তম্ভে আক্রান্ত হয়ে রইলেন। বিজয়ী পাণ্ডবগণ শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগলেন। শান্তনুপুত্র ভীষ্ম যোগস্থ হয়ে মহোপনিষৎ জপে নিবত থেকে মৃত্যুকালের প্রতীক্ষায় রইলেন।

## ১৮। শরশয্যায় ভীষ্ম

ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করলে কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন। সকলে বলতে লাগলেন, ইনি ব্রহ্মবিদগণের শ্রেষ্ঠ, এই মহাপদবৃষ পিতা শান্তনুকে কামার্ত জেনে নিজে উদ্ধারেরতা হয়েছিলেন। পাণ্ডবসৈন্যমাধ্যে সহস্র সহস্র তুর্ষ ও শঙ্খ বাজতে লাগল, ভীমসেন মহাহর্ষে ক্রীড়া করতে লাগলেন! দৃঃশাসনেব মূখে ভীষ্মের পতনসংবাদ শুনে দ্রোণ মর্ছিত হলেন এবং সংজ্ঞালাভেব পর নিজ সৈন্যগণকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করলেন। রাজাবা বর্ম ত্যাগ ক'বে ভীষ্মেব নিকট উপস্থিত হলেন, কৌবব ও পাণ্ডবগণ তাঁকে প্রণাম ক'রে সম্মুখে দাঁড়ালেন।

সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ ক'বে ভীষ্ম বললেন, মহারথগণ, তোমাদের দর্শন ক'বে আমি তুষ্ট হয়েছি। আমার মাথা ঝুলছে, উপধান (বালিশ) দাও। রাজাবা কোমল উত্তম উপধান নিয়ে এলে ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, এসব উপধান বীৰশয্যাব উপযুক্ত নয়। তিনি অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত কবলে অর্জুন অশ্রুপূর্ণনয়নে বললেন, পিতামহ, আদেশ করুন কি কবতে হবে। ভীষ্ম বললেন, বৎস, তুমি ক্ষত্রধর্ম জান, বীরশয্যার উপযুক্ত উপধান আমাকে দাও। মন্ত্রপুত্র তিন বাণ গাণ্ডীব ধনু স্রাবা নিক্ষেপ ক'রে অর্জুন ভীষ্মেব মাথা তুলে দিলেন। ভীষ্ম তুষ্ট হয়ে বললেন, রাজগণ, অর্জুন আমাকে কিরূপ উপধান দিবেছেন দেখ। উত্তরায়ণের আবশ্ভ পর্যন্ত আমি এই শয্যায় শুষ্ট থাকব, সূর্য যখন উত্তর দিকে গিয়ে সর্বলোক প্র্তান্ত করবেন তখন আমার প্রিয় সূহৃৎ তুল্য প্রাণ ত্যাগ করব। তোমরা আমার চতুর্দিকে পরিখা খনন করিয়ে দাও।

শল্য উষ্মারে নিপদুণ বৈদ্যাগণ চিকিৎসার উপকরণ নিয়ে উপস্থিত হলেন। ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, তুমি এঁদের উপযুক্ত ধন দিবে সসম্মানে বিদায় কর। বৈদ্যের প্রয়োজন নেই, আমি ক্ষত্রিয়ের প্রশস্ত গতি লাভ করেছি, এইসকল শব সমেত যেন আমাকে দাহ করা হয়। সমাগত রাজারা এবং কৌবব ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে অভিবাদন ও তিন বার প্রদক্ষিণ কবলেন, তার পর তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা ক'রে শোকার্ত মনে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হ'লে সকলে পুনর্বাব ভীষ্মের নিকটে এলেন। বহু সহস্র কন্যা ভীষ্মের দেহে চন্দনচূর্ণ লাজ ও মালা অর্পণ কবতে লাগল। স্ত্রী বালক বৃদ্ধ তুর্ষবাদক নট নর্তক ও শিল্পীগণও তাঁর কাছে এল। কৌবব ও পাণ্ডবগণ বর্ম ও আয়ুধ ত্যাগ ক'রে পূর্বের ন্যায় পবম্পর প্রীতিসহকারে বয়স অনুসারে

ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন। ধৈর্যবলে বেদনা নিগূহীত করে ভীষ্ম রাজাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে জল চাইলেন। সকলে নানাপ্রকার খাদ্য ও শীতল জলের কলস নিয়ে এলেন। ভীষ্ম বললেন, বৎসগণ, আমি মানুষ্যের ভোগ্য বস্তু নিতে পারি না। তাব পর তিনি অর্জুনকে বললেন, তোমার বাণে আমার শরীর গ্রীষ্মত হয়েছে, বেদনায় মূৰ্খ শূন্য হচ্চে, তুমি আমাকে বিধিসম্মত জল দাও।

ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করে অর্জুন রথে উঠলেন এবং মল্লপাঠের পর গান্ধীবে পর্জন্যাস্ত্রযুক্ত বাণ সন্ধান করে ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বের ভূমি বিম্ব করলেন। সেখান থেকে অমৃততুল্য দিব্যগন্ধ স্বাদ্য নির্মল শীতল জলধারা উৎখত হ'ল, অর্জুন সেই জলে ভীষ্মকে তৃপ্ত কবলেন। রাজারা বিস্মিত হয়ে উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন, চতুর্দিকে তুমুল রবে শঙ্খ ও দন্দদ্বি বেজে উঠল।

ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, বৎস, তুমি অর্জুনকে জয় কবতে পারবে না, তাঁব সঙ্গে সন্ধি কব। পান্ডবদের সঙ্গে তোমার সৌহার্দ্য হ'ক, তুমি তাঁদের অর্ধ রাজ্য দাও, যুদ্ধার্থিব ইন্দ্রপ্রস্থে যান, তুমি মিত্রদ্রোহী হয়ে অকীর্তি ভোগ ক'রো না। আমার মৃত্যুতেই প্রজাদের শান্তি হ'ক, রাজ্যবা প্রীতির সহিত মিলিত হ'ন, পিতা পুত্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে লাভ ক'বুন। মৃদুমর্দ্য লোকেব যেমন ঔষধে রুচি হয় না, দুর্যোধনের সেইরূপ ভীষ্মবাক্যে রুচি হ'ল না।

ভীষ্ম নীরব হ'লে সকলে পুনর্বীর নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন। এই সময়ে কর্ণ কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে ভীষ্মের কাছে এলেন এবং তাঁর চরণে পতিত হয়ে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বললেন, কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি রাধেয় কর্ণ, নিরপরাধ হয়েও আমি আপনার বিবেচ্যভাজন। ভীষ্ম সবলে তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করে দেখলেন, তাঁর সন্নিগটে আর কেউ নেই। তিনি রক্ষীদের সিরষে দিলেন এবং এক হস্তে পিতার ন্যায় কর্ণকে আলিঙ্গন করে সন্নেহে বললেন, তুমি যদি আমার কাছে না আসতে তবে নিশ্চয়ই তা ভাল হ'ত না। আমার সঙ্গে স্পর্ধা কবতে সেজন্য তুমি আমার অপ্রিয় হও নি। আমি নারদের কাছে শুনোছি তুমি কুন্তীপুত্র, সূর্য হ'তে তোমার জন্ম। সত্য বলছি, তোমার প্রতি আমার বিবেচ্য নেই। তুমি অকারণে পান্ডবদের ঘেঁষ কর, নীচস্বভাব দুর্যোধনের আশ্রয়ে থেকে তুমি পরপ্রীকাতর হয়েছে। তোমার তেজোহানি করবার জন্যই আমি তোমাকে কুব্জসভায় বহুবার রুদ্ধ কথা শুনিয়েছি। আমি তোমার দৃঃসহ বীরত্ব, বেদনিষ্ঠা এবং দানের বিষয় জানি, অস্ত্রপ্রয়োগে তুমি কৃষ্ণের তুল্য। পূর্বে তোমার উপর আমার যে ক্রোধ ছিল তা দূর হয়েছে। পান্ডবগণ

তোমার সহোদব, তুমি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হও, আমার পত্নেই শত্রুতার অবসান হ'ক, পৃথিবীর রাজারা নিবাময় হ'ন।

কর্ণ বললেন, মহাবাহু, আপনি যা বললেন তা আমি জানি। কিন্তু কুন্তী আমাকে ত্যাগ কবলে সূতজাতীয় অধিবধ আমাকে বিধিত করোঁছিলেন। আমি দুর্যোধনের ঐশ্বর্য ভোগ করোঁছি, তা নিষ্ফল করতে পারি না। বাসুদেব যেমন পাণ্ডবদেব জন্মের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমিও সেইরূপ দুর্যোধনের জন্য ধন শবীর পুত্র দারা সমস্তই উৎসর্গ করোঁছি। আমি ক্ষত্রিয়, বোগ ভোগ ক'রে মরতে চাই না, সেজন্যই দুর্যোধনকে আশ্রয় ক'বে পাণ্ডবদেব ক্রোধ বৃদ্ধি করেঁছি। যা অবশ্যম্ভাবী তা নিবারণ করা যাবে না। এই দাবুণ শত্রুতাব অবসান ক'বা আমার অসাধ্য, আমি স্বধর্ম রক্ষা ক'বেই ধনঞ্জয়েব সঙ্গে যুদ্ধ ক'বব। পিতামহ, আমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হযোঁছি, আমাকে অনুমতি দিন। হঠাৎ বা চপলতাব বশে আপনাকে যে কটুবাক্য বর্লোঁছি বা অন্যায় করোঁছি তা ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম বললেন, কর্ণ, তুমি যদি এই দাবুণ বৈরভাব দূর ক'বতে না পাব তবে অনুমতি দিচ্ছি, স্বর্গকামনায যুদ্ধ কর। আক্রোশ ত্যাগ ক'ব, সদাচার বক্ষা ক'ব, নিরহংকার হয়ে যথাশক্তি যুদ্ধ ক'বে ক্ষত্রিয়োচিত লোক লাভ ক'ব। ধর্মযুদ্ধ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকর স্মার কিছদ নেই। দূই পক্ষের শান্তিব জন্য আমি দীর্ঘকাল বহু যত্ন করোঁছি, কিন্তু তা সফল হ'ল না।

ভীষ্মকে অভিবাদন ক'বে কর্ণ সরোদনে বথে উঠে দুর্যোধনের কাছে চ'লে গেলেন।

# দ্রোণপর্ব

॥ দ্রোণাভিষেকপর্বাধ্যায় ॥

## ১। ভীষ্ম-সকাশে কৰ্ণ

কৌবব ও পাণ্ডব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ শরশয্যায শয়ান ভীষ্মের রক্ষাব ব্যাবস্থা ক'বে তাঁকে সসম্মানে প্রদক্ষিণ করলেন এবং পরস্পর আলাপের পব পুনর্বার বৈরভাবাপন্ন হয়ে যুদ্ধের জন্য উদ্‌যোগী হলেন। শ্বাপদসংকুল বনে পালকহীন ছাগ ও মেঘের দল যেমন হয়, ভীষ্মের অভাবে কৌরবগণ সেইরূপ উদ্‌বিস্তৃত হয়ে পড়লেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, মহাযশা কৰ্ণ এবং তাঁর অমাত্য ও বন্ধুগণ দশ দিন যুদ্ধ করেন নি। যিনি অতিরথৈব স্বেদগুণ সেই কৰ্ণকে ভীষ্ম সকল ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে অর্ধরথ বলে গণনা করেছিলেন। সেজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে কৰ্ণ ভীষ্মকে বলেছিলেন, আপনি জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না; আপনি যদি পাণ্ডবগণকে বধ করতে পারেন তবে আমি দুর্যোধনের অনুমতি নিম্ন বনে যাব; আর যদি পাণ্ডবগণের হস্তে আপনার স্বর্গলাভ হয় তবে আপনি যাদের বধী মনে করেন তাদের সকলকেই আমি বধ করব। এখন ভীষ্ম নিপাতিত হয়েছেন, অতএব কৰ্ণেব যুদ্ধ করবার সময় এসেছে। এই বলে কৌরবগণ কৰ্ণকে ডাকতে লাগলেন।

সকলকে আশ্বাস দিয়ে কৰ্ণ বললেন, মহাত্মা ভীষ্ম এই কৌরবগণকে যেমন রক্ষা করতেন আমিও সেইরূপ করব। আমি পাণ্ডবদের যমালয়ে পাঠিয়ে পবম যশস্বী হব, অথবা শত্রুহস্তে নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করব।

কৰ্ণ রণসম্ভ্রান্ত সিস্কৃত হয়ে রথাবোহণে ভীষ্মের কাছে এলেন এবং বাস্পাকুলনয়নে অভিবাদন ক'রে কৃতাজলিপুটে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি কৰ্ণ, আপনি প্রসন্ননয়নে চেয়ে দেখুন, শত্রু বাক্য বলুন। সৎকর্মের ফল নিশ্চয় ইহলোকে লভ্য নয়, তাই আপনি ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ হয়েও ভূতলে শয়ন করেছেন। কুরুবীরগণকে বিপৎসাগরে ফেলে আপনি পিতৃলোকে যাচ্ছেন, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন মৃগ বিনাশ করে, পাণ্ডবগণ সেইরূপ কৌরবগণকে বিনাশ করবে। আমি অসহিষ্ণু হয়েছি, আপনি অনুমতি দিলে আমি প্রচণ্ডবিক্রমশালী অর্জুনকে অস্ত্রব বলে বধ করতে পারব।

ভীষ্ম বললেন, কর্ণ, সমুদ্র যেমন নদীগণের, ভাস্কর যেমন সকল তেজেব, সাধুজন যেমন সত্যের, উর্বরা ভূমি যেমন বীজের, মেঘ যেমন জীবগণের, তুমিও তেমন বান্ধবগণের আশ্রয় হও। আমি প্রসন্নমনে বলছি, তুমি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, কৌববগণকে উপদেশ দাও, দুর্যোধনের জয়বিধান কর। দুর্যোধনের ন্যায় তুমিও আমার পৌত্রতুল্য। মনীষিগণ বলেন, সজ্জনের সঙ্গে সজ্জনের যে সম্বন্ধ তা জন্মগত সম্বন্ধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কৌরবসৈন্য যেমন দুর্যোধনের, সেইরূপ তোমারও, এই জ্ঞান করে তাদের রক্ষা কর।

ভীষ্মের চরণে প্রণাম ক'বে কর্ণ সত্বর রণস্থলের অভিমুখে প্রস্থান করলেন।

## ২। দ্রোণের অভিষেক ও দুর্যোধনকে বরদান

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, বয়স বিক্রম শাস্ত্রজ্ঞান ও যোদ্ধাব উপযুক্ত সমস্ত গুণের জন্য ভীষ্ম আমার সেনাপতি হয়েছিলেন। তিনি দশ দিন শত্রুবিনাশ ও আমাদের রক্ষা ক'বে স্বর্গযাত্রায় প্রস্তুত হয়েছেন। এখন তুমি কাকে সেনাপতি করা উচিত মনে কর? কর্ণ বললেন, এখানে যেসকল পুরুষশ্রেষ্ঠ আছেন তাঁরা প্রত্যেকে সেনাপতিত্বের হোগ্য, কিন্তু সকলেই এককালে সেনাপতি হ'তে পারেন না। এ'রা পরস্পরকে স্পর্ধা ক'বেন, একজনকে সেনাপতি ক'বলে আর সকলে ক্ষুব্ধ হয়ে যুদ্ধে বিরত হবেন। দ্রোণ সকল যোদ্ধার শিক্ষক, স্থাবির, মাননীয়, এবং শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধর, ইনি ভিন্ন আর কেউ সেনাপতি হ'তে পারেন না। এমন যোদ্ধা নেই যিনি যুদ্ধে দ্রোণের অন্তর্বর্তী হবেন না।

দুর্যোধন তখনই দ্রোণকে সেনাপতি হবার জন্য অনুরোধ করলেন। দ্রোণ বললেন, রাজা, আমি ষড়ঙ্গ বেদ ও মনুর নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ; পাশ্চপত অস্ত্র ও বিবিধ বাণেব প্রয়োগও জানি। তোমার বিজয়কামনায় আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করব না, কারণ সে আমাকে বধ করবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। আমি বিপক্ষের সকল সৈন্য বিনষ্ট করব, কিন্তু পাণ্ডবরা আমার সঙ্গে হৃষ্টমনে যুদ্ধ করবেন না।

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে যথাবিধি সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করলেন। দ্রোণ বললেন, রাজা, কুরুশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় ভীষ্মের পব আমাকে সেনাপতিব পদ দিয়ে তুমি আমাকে সম্মানিত করেছ, তার যোগ্য ফল লাভ কর। তুমি অভীষ্ট বর চাও, আজ তোমার কোন কামনা পূর্ণ করব বল। দুর্যোধন বললেন, রথিশ্রেষ্ঠ, এই বর



দিন যে যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে ধ'বে আনবেন। দ্রোণ বললেন, যুধিষ্ঠির ধন্য, তুমি তাকে ধ'রে আনতে বলছ, বধ কবতে চাছ না। আমি তাঁকে মারব এ বোধ হয় তুমি অসম্ভব মনে কব, অথবা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের স্বেচ্ছা কেউ নেই তাই তুমি তাঁব জীবনরক্ষা কবতে চাও। অথবা পাণ্ডবগণকে জয় ক'বে তুমি তাঁদের বাজ্যাংশ ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা কর। যুধিষ্ঠির ধন্য, তাঁব জন্ম সফল, অজাতশত্রু নামও সার্থক, কাণ তাকে তুমি স্নেহ কব।

দ্রোণের এই কথা শুনে দুর্যোধন তাঁর হৃদ্যগত অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রে ফেললেন, কাণ বহুস্পর্তিতুল্য লোকেও মনোভাব গোপন করতে পারেন না। দুর্যোধন বললেন, আচার্য, যুধিষ্ঠিরকে মারলে আমার বিজয়লাভ হবে না, অন্য পাণ্ডববা আমাদের হত্যা কববে। তাদেব যদি একজনও অবশিষ্ট থাকে তবে সে আমাদের নিঃশেষ করবে। কিন্তু যদি সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে ধ'রে আনা যায় তবে তাঁকে পুনর্বীর দ্যুতকীড়াষ পরাস্ত কবলে তাঁর অন্ত্যগত ভ্রাতারাও আবার বনে যাবে। এইপ্রকার জয়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে, সেজন্য ধর্মবাজকে বধ করতে ইচ্ছা করি না।

দুর্যোধনের কুটিল অভিপ্রায় জেনে বৃদ্ধিমান দ্রোণ চিন্তা ক'বে এই বাক্‌ছলযুক্ত বব দিলেন—যুদ্ধকালে অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করেন তবে ধ'রে নিও যে যুধিষ্ঠির আমাদের বশে এসেছেন। বৎস, অর্জুন সুবাসুরেরও অজেয়, তাঁর কাছ থেকে আমি যুধিষ্ঠিরকে হরণ করতে পারব না। অর্জুন আমার শিষ্য, কিন্তু যুবা, পুণ্যবান ও একাগ্রচিত্ত, তিনি ইন্দ্র ও রুদ্রের নিকট অনেক অস্ত্র লাভ করেছেন এবং তোমার প্রতি তাঁর ক্রোধ আছে। তুমি যে উপায়ে পার অর্জুনকে অপসারিত ক'রো, তা হ'লেই ধর্মরাজ বিজিত হবেন। অর্জুন বিনা যুধিষ্ঠির যদি মদহৃতকালও যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সম্মুখে থাকেন তবে তাঁকে নিশ্চয় তোমার বশে আনব।

দ্রোণের এই কথা শুনে নির্বোধ ধার্মাষ্ট্রগণ মনে করলেন যে যুধিষ্ঠির ধরাই পড়েছেন। তাঁরা জানতেন যে দ্রোণ পাণ্ডবদের পক্ষপাতী। তাঁব প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করবার জন্য দুর্যোধন দ্রোণের বরদানের সংবাদ সৈন্যগণের মধ্যে ঘোষণা করলেন।

## ৩। অর্জুনের জয়

(একাদশ দিনের যুদ্ধ)

বিশ্বস্ত চরেব নিকট সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, তুমি দ্রোণেব অভিপ্রায় শুনলে, যাতে তা সফল না হয় তার জন্য যত্ন কর। দ্রোণের প্রতিজ্ঞায ছিদ্র আছে, আবার সেই ছিদ্র তিনি তোমার উপবেই রেখেছেন। অতএব আজ তুমি আমার কাছে থেকেই যুদ্ধ কর, যেন দুর্যোধনের অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়।

অর্জুন বললেন, মহাবাজ, দ্রোণকে বধ করা যেমন আমার অকর্তব্য, আপনাকে পরিত্যাগ করাও সেইবদ। প্রাণ গেলেও আমি দ্রোণেব আততায়ী হব না, আপনাকেও ত্যাগ করব না। আমি জীবিত থাকতে দ্রোণ আপনাকে নিগৃহীত করতে পাবেন না।

পান্ডব ও কৌরবগণের শিবিরে শঙ্খ ভেবী মৃদঙ্গ প্রভৃতি রণবাদ্য বেজে উঠল, দুই পক্ষের সৈন্যদল ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে পরস্পরেব সম্মুখে এল। অনন্তর দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আবম্ভ হ'ল। স্বর্ণময় উজ্জ্বল রথে আরুঢ় হয়ে দ্রোণ তাঁর সৈন্যদলের অগ্রভাগে বিচরণ করতে লাগলেন, তাঁব শরক্ষেপণে পান্ডবাবাহিনী গ্রস্ত হ'ল। যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ ষোড়শা সাকল দিক থেকে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হলেন। সহদেব ও শকুনি, দ্রোণাচার্য ও দ্রুপদ, ভীমসেন ও বিবিশ্বাসিত, নকুল ও তাঁর মাতুল শল্য, ধৃষ্টকেতু ও কৃপ, সাত্যাকি ও কৃতবর্মা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সুদর্শনা, বিরাট ও কর্ণ, শিখণ্ডী ও ভূরিশ্রবা, ঘটোটকচ ও অলম্বুষ, অভিমন্যু ও বৃহদবল—এঁদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হতে লাগল। অভিমন্যু বৃহদবলকে রথ থেকে নিপাতিত করে খড়্গ ও চর্ম নিয়ে পিতার মহাশত্রু জয়দ্রথের প্রতি ধাবিত হলেন। জয়দ্রথ পরাস্ত হ'লে শল্য অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। শল্যের সারথি নিহত হ'ল, তিনি গদাহস্তে রথ থেকে নামলেন, অভিমন্যুও প্রকাণ্ড গদা নিয়ে শল্যকে বললেন, আসুন আসুন। সেই সময়ে ভীমসেন এসে অভিমন্যুকে নিরস্ত করলেন এবং স্বয়ং শল্যের সঙ্গে গদাযুদ্ধ করতে লাগলেন। দুই গদার সংঘর্ষে অগ্নির উদ্ভব হ'ল, বহুক্ষণ যুদ্ধেব পর দৃজনই আহত হয়ে ভূপতিত হলেন। শল্য বিহবল হয়ে দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন, তখন কৃতবর্মা তাঁকে নিজের রথে তুলে নিয়ে রণভূমি থেকে চলে গেলেন। ভীম নিমেষমধ্যে গদাহস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

কুব্জসৈন্য পরাজিত হচ্ছে দেখে কর্ণপুত্র বৃষসেন রণস্থলে এসে নকুলপুত্র শতানীকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দ্রোণদীর অপর পুত্রগণ ভ্রাতা শতানীককে রক্ষা করতে এলেন। পাণ্ডবগণের সঙ্গে পাণ্ডাল কেকয় মৎস্য ও সঞ্জয় যোদ্ধগণ অস্ত্র উদ্যত করে উপস্থিত হলেন। কৌরবসৈন্য মর্দিত ও ভুগ্ন হচ্ছে দেখে দ্রোণ বললেন, বীরগণ, তোমরা পালিও না। এই বলে তিনি যুদ্ধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হলেন। যুদ্ধিষ্ঠিরের সৈন্যবক্ষক পাণ্ডালবীর কুমার দ্রোণেব বক্ষে গরাঘাত করলেন, দ্রোণও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের প্রতি শব্দক্ষেপণ করতে লাগলেন। পাণ্ডালবীর ব্যাসদত্ত ও সিংহসেন দ্রোণেব হস্তে নিহত হলেন। দ্রোণকে যুদ্ধিষ্ঠিরের নিকটবর্তী দেখে কৌরবসৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ রাজা দুর্যোধন কৃতার্থ হবেন, যুদ্ধিষ্ঠির ধরা পড়বেন। এই সময়ে অর্জুন দ্রুতবেগে দ্রোণসৈন্যের প্রতি ধাবিত হয়ে শব্দজালে সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করলেন। দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতি যুদ্ধ থেকে বিরত হলেন, শত্রুপক্ষকে হস্ত ও যুদ্ধে অনিচ্ছা দেখে অর্জুনও পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিরস্ত করলেন।

## ॥ সংশ্লিষ্টকবচপর্বাদ্যায় ॥

### ৪। সংশ্লিষ্টকগণের শপথ

দুই পক্ষের যোদ্ধারা নিজ নিজ শিবিরে ফিরে এলেন। দ্রোণ দুর্যোধন ও লঙ্কিত হয়ে দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, আমি পূর্বেই বলেছি যে ধনঞ্জয় উপস্থিত থাকলে দেবতারাও যুদ্ধিষ্ঠিরকে ধবতে পাবেন না। কৃষ্ণার্জুন অজেয়, এ বিষয়ে তুমি সন্দেহ করো না। কোনও উপায়ে অর্জুনকে সরাতে পাবেই যুদ্ধিষ্ঠির তোমার বশে আসবেন। কেউ যদি অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করে অন্যত্র নিয়ে যায় তবে অর্জুন জয়লাভ না করে কখনই ফিরবেন না, সেই অবকাশে আমি পাণ্ডবসৈন্য ভেদ করে ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই যুদ্ধিষ্ঠিরকে হরণ করব।

দ্রোণাচার্যের কথা শুনে ত্রিগর্তরাজ সদৃশমা ও তাঁর ভ্রাতারা বললেন, অর্জুন সর্বদা অকারণে আমাদের অপমান করেন সেজন্য ক্রোধে আমাদের নিদ্রা হয় না। রাজা, যে কার্য আপনার প্রিয় এবং আমাদের যশস্কর তা আমরা করব, অর্জুনকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বধ করব। আমরা সত্য প্রতিজ্ঞা করছি—পৃথিবী অর্জুনহীন অথবা ত্রিগর্তহীন হবে।

অযুত রথারোহী যোদ্ধার সহিত ত্রিগর্তরাজ সদৃশমর্মা ও তাঁর পাঁচ ভ্রাতা সত্যাবধ সত্যবর্মা সত্যব্রত সত্যোষ্ম ও সত্যকর্মা, তিন অযুত রথের সহিত মালব ও তুণ্ডিকেরগণ, অযুত রথের সহিত মাবেল্লক ললিথ ও মদ্রকগণ, এবং নানা জনপদ হ'তে আগত অযুত রথী শপথ গ্রহণে উদ্যোগী হলেন। তাঁরা পৃথক পৃথক অগ্নিতে হোম করে কুশনির্মিত কৌপীন ও বিচিত্র কবচ পরিধান করলেন এবং ঘৃতাঙ্কদেহে মৌবর্ষী মৈথলা ধারণ করে ব্রাহ্মণগণকে সদ্বর্ণ ধেনু ও বস্ত্র দান কবলেন। তার পর অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করে উচ্চস্বরে এই প্রতিজ্ঞা কবলেন—

যদি আমরা ধনঞ্জয়কে বধ না ক'বে যুদ্ধ থেকে ফিবি, যদি তাঁব নিপীড়নে ভীত হয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হই, তবে মিথ্যাবাদী ব্রহ্মঘাতী মদ্যপ গদ্রদারগামী ও পরস্বহারকের যে নরক সেই নরকে আমরা যাব; যারা রাজবৃত্তি হরণ করে, শরণাগতকে ত্যাগ কবে, প্রার্থীকে হত্যা কবে, গৃহদাহ করে, গোহত্যা করে, অন্যের অপকার করে, বেদের বিম্বেষ করে, ঋতুকালে ভাষ্যকে প্রত্যাখ্যান করে, শ্রাম্হাদিনে স্ত্রীগমন করে, ন্যস্ত ধন হরণ করে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কবে, দুর্বলের সঙ্গে যুদ্ধ করে, এবং নাস্তিক, অগ্নিহোত্রবর্জিত, পিতৃমাতৃভাগ্যী ও অন্যবিধ পাপকারিগণ যে নরকে যায়, সেই নরকে আমরা যাব। আব, যদি আমরা যুদ্ধে দৃষ্কর কর্ম সাধন করতে পারি তবে অবশ্যই অভীষ্ট স্বর্গলোক লাভ করব।(১)

সদৃশমর্মা প্রভৃতি 'এইরূপ শপথ ক'রে দক্ষিণ দিকে গিয়ে অর্জুনকে আহ্বান করতে লাগলেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করলে আমি বিমুখ হই না, এই আমার ব্রত। সদৃশমর্মা, তাঁর ভ্রাতারা ও অন্য সংশ্লষ্টকগণ আমাকে ডাকছেন, এই আহ্বান আমি সইতে পারছি না, আপনি আজ্ঞা দিন আমি ওঁদের বধ করতে যাই। যুধিষ্ঠির বললেন, বৎস, তুমি জান যে দ্রোণ আমাকে ধরতে চান, তাঁর এই অভিপ্রায় যাতে সিস্থ না হয় তাই কর। অর্জুন বললেন, এই পাণ্ডালবীর সত্যজিৎ আজ যুদ্ধে আপনাকে রক্ষা করবেন, ইনি জীবিত থাকতে দ্রোণের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। যদি সত্যজিৎ নিহত হন তবে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়েও আপনি রণস্থলে থাকবেন না।

রাত্রি প্রভাত হ'লে যুধিষ্ঠির সন্মুখে অর্জুনকে আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ ক'রে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিলেন।

(১) এই প্রকার শপথ ও মরণ পণ ক'রে যারা যুদ্ধে যাব তারা ই সংশ্লষ্টক।

## ৫। সংশস্তকগণের যুদ্ধ — ভগদত্তবধ

(দ্বাদশ দিনের যুদ্ধ)

বর্ষাকালে স্ফীতসলিলা গঙ্গা ও সবযু যোজন বেগে মিলিত হয় সেইরূপ উভয় পক্ষেব সেনা যুদ্ধে মিলিত হ'ল। অর্জুনকে আসতে দেখে সংশস্তকগণ হৃষ্ট হয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। অর্জুন সহাস্যে কৃষ্ণকে বললেন, দেবকীন্দন, ত্রিগর্তভ্রাতারা আজ যুদ্ধে মবতে আসছে, তাবা বোদন না ক'রে হর্ষপ্রকাশ কবেছ।

অর্জুন মহাবীরে দেবদত্ত শপথ বাজালেন, তাব শব্দে বিদ্রস্ত হয়ে সংশস্তকবাহিনী কিছুক্ষণ পাষণপ্রতিমার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বইল, তাব পর দুই পক্ষ থেকে প্রবল শরবর্ষণ হ'তে লাগল। অর্জুনের শবাঘাতে নিপীড়িত হয়ে ত্রিগর্তসেনা ভঙ্গ হ'ল। সুশর্মা বললেন, বীরগণ, ভয় নেই, পালিও না, তোমরা সকলেব সমক্ষে ঘোব শপথ কবেছ, এখন দুর্যোধনেব সৈন্যদের কাছে ফিবে গিয়ে কি বলবে? পশ্চাৎপদ হ'লে লোকে আমাদের উপহাস কববে, অতএব সকলে যথাশক্তি যুদ্ধ কব। তখন সংশস্তকগণ এবং নাবাঘণী সেনা (১) মৃত্যুপণ ক'বে পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল।

অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এই সংশস্তকগণ জীবিত থাকতে রণভূমি ত্যাগ কববে না, তুমি ওদের দিকে বথ নিয়ে চল। কিছুক্ষণ বাণবর্ষণেব পর অর্জুন দ্বাষ্ট্র (২) অস্ত্র নিক্ষেপ কবলেন। তখন সহস্র সহস্র বিভিন্ন প্রতিমূর্তি আবির্ভূত হ'ল, বিপক্ষ সৈন্যগণ বিমূঢ় হয়ে 'এই অর্জুন, এই গোবিন্দ' বলে পবস্পরকে হত্যা করতে লাগল। অর্জুন সহাস্যে ললিত মালব মাবেল্লক ও ত্রিগর্ত যোদ্ধাদের নিপীড়িত কবতে লাগলেন। বিপক্ষের শরজালে আচ্ছন্ন হয়ে অর্জুনেব রথ অদৃশ্য হ'ল, তিনি নিহত হয়েছেন মনে ক'বে শত্রুসৈন্যগণ সহর্ষে কোলাহল ক'রে উঠল। অর্জুন বাঘবাস্ত্র মোচন কবলেন, প্রবল বায়ুপ্রবাহে সংশস্তকগণ এবং তাদের হস্তী রথ অশ্ব প্রভৃতি শব্দ পত্রের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হ'ল। অর্জুন ক্ষিপ্ৰহস্তে তীক্ষ্ণ শরেব আঘাতে সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্য বধ করলেন। সংশস্তকগণ বিনষ্ট হয়ে ইন্দ্রলোকে যেতে লাগল।

অর্জুন যখন প্রমত্ত হয়ে যুদ্ধ করছিলেন তখন দ্রোণ গরুড় বাহ রচনা

(১) কৃষ্ণ দুর্যোধনকে দিযেছিলেন। উদ্যোগপর্ব ২-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(২) দ্বাষ্ট্র — বিস্বকর্মা।

ক'রে সৈন্যে যুদ্ধার্থীরের প্রতি ধাবিত হলেন। এই ব্যূহেব মূখে স্বয়ং দ্রোণ, মস্তকে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা, নেত্রম্বয়ে কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য, গ্রীবায কলিঙ্গ সিংহল প্রাচ্য প্রভৃতি দেশের যোদ্ধারা, দক্ষিণ পার্শ্বে ভূরিশ্রবা শল্য প্রভৃতি, বাম পার্শ্বে অবন্তিদেশীয় বিন্দ অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সদাক্ষিণ ও অশ্বখামা, পৃষ্ঠদেশে কলিঙ্গ অম্বষ্ঠ মাগধ পৌণ্ড্র গান্ধাব প্রভৃতি সৈন্যগণ, পশ্চাদ্ভাগে পুত্র জ্ঞাতি ও বান্ধব সহ কর্ণ, এবং বক্ষস্থলে জয়দ্রথ ভীমরথ নিষধরাজ প্রভৃতি রইলেন। রাজা ভগদত্ত এক সূক্ষ্মজিত হস্তীব পৃষ্ঠে মালা ও শ্বেত ছত্রে শোভিত হয়ে ব্যূহমধ্যে অবস্থান করলেন।

অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা ক'রে যুদ্ধার্থীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, তুমি এমন ব্যবস্থা কর যাতে আমি দ্রোণের হাতে না পড়ি। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, আমি জীবিত থাকতে আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না, দ্রোণকে আমি নিবারণ কবব। ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে দেখে দ্রোণ বিশেষ হৃষ্ট হলেন না, তিনি প্রবল শরবর্ষণে যুদ্ধার্থীরের সৈন্য বিনষ্ট ও বিচ্ছিন্ন করতে লাগলেন। ক্ষণকাল পবেই উভয় পক্ষ বিশৃঙ্খল হয়ে উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধে রত হ'ল। যুদ্ধার্থীরকে বক্ষা করবার জন্য সত্যজিৎ দ্রোণের সাহিত যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু পরিশেষে নিহত হলেন। যুদ্ধার্থীর হস্ত হয়ে তখনই দ্রুতবেগে স'রে গেলেন। পাণ্ডাল কেকয় মৎস্য প্রভৃতি যোদ্ধারা দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধেব পব সাত্যকি চৌকিতান ধৃষ্টদ্যুম্ন শিশুন্ডী প্রভৃতি দ্রোণেব নিকট পরাস্ত হলেন, বিজয়ী কৌববগণ পলায়মান পাণ্ডবসৈন্যে বধ করতে লাগলেন।

দুর্যোধন সহাস্যে কর্ণকে বললেন, রাধেয়, দেখ, পাণ্ডালগণ দ্রোণের শরাস্রাঘাতে বিদীর্ণ হয়ে পালাচ্ছে, মহাক্রোধী দুর্মতি ভীম আমার সৈন্যে বেষ্টিত হয়ে জগৎ দ্রোণময় দেখছে, আজ সে জীবনরক্ষা ও রাজ্যলাভে নিরাশ হয়েছে। কর্ণ বললেন, এই মহাবীর ভীম জীবিত থাকতে বনস্থল ত্যাগ করবেন না, আমাদের সিংহনাদও সেইবেন না। দ্রোণ যেখানে আছেন আমাদের শীঘ্র সেখানে যাওয়া উচিত, নতুবা কোক(নেকড়ে বাঘ)এর দল যেমন মহাহস্তীকে বধ করে সেইরূপ পাণ্ডবরা দ্রোণকে বধ কববে। এই কথা শুনে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা দ্রোণকে রক্ষা করতে গেলেন।

দ্রোণের বথধ্বজের উপব কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম ও স্বর্ণময় কমণ্ডল, ভীমসেনের ধ্বজে মহাসিংহ, যুদ্ধার্থীরের ধ্বজে গ্রহগণান্বিত চন্দ্র ও শব্দায়মান দুই মৃদঙ্গ, নকুলের ধ্বজে একটি ভীষণ শরভ, এবং সহদেবের ধ্বজে রজতময়

হংস ছিল। যে হস্তীতে চড়ে ইন্দ্র দৈত্যদানব জয় করবেছিলেন, সেই হস্তীর বংশধরের পৃষ্ঠে চড়ে ভগদত্ত ভীমেব প্রতি ধাবিত হলেন। পাণ্ডাল সৈন্য 'সহ যুদ্ধার্থিতর তাঁকে বাধা দিতে গেলেন। ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধে দশার্ণরাজ নিহত হলেন, পাণ্ডালসৈন্য ভয়ে পালাতে লাগল।

হস্তীব গর্জন শুনে অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এ নিশ্চয় ভগদত্তের বাহনের শব্দ, এই হস্তী অস্ত্রের আঘাত এবং অগ্নির স্পর্শও সহিতে পাবে, সে আজ সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করবে। তুমি স্বল্প ভগদত্তের কাছে বথ নিয়ে চল, তাঁকে আজ আমি ইন্দ্রের অতিথি করে পাঠাব। অর্জুন যাত্রা করলে চোন্দ্র হাজার সংশ্রুতক মহাবথ এবং দশ হাজার দ্বিগত যোদ্ধা চার হাজার নারায়ণসৈন্য সহ তাঁর অনুসরণ করলেন। দুর্যোধন ও কণের উদ্ভাবিত এই কৌশলে অর্জুন সংশ্রুতক ভাবে লাগলেন, সংশ্রুতকদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবব, না যুদ্ধার্থিতরকে রক্ষা কবতে যাব? তিনি সংশ্রুতকগণকে বধ করাই উচিত মনে করলেন, এবং ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে তাদেব প্রায় নিঃশেষ করে ফেললেন। তাব পর তিনি কৃষ্ণকে বললেন, ভগদত্তেব কাছে চল।

দ্বিগতরাজ দ্রুপদ ও তাঁর ভ্রাতারা অর্জুনেব অনুসরণ করছিলেন। অর্জুন শববর্ষণ করে দ্রুপদকে নিরস্ত এবং তাঁর ভ্রাতাদেব বিনষ্ট করলেন। তার পর গজাবোহী ভগদত্তের সঙ্গে রথারোহী অর্জুনেব তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কৃষ্ণাৰ্জুনেকে বধ করবার জন্য ভগদত্ত তাঁর হস্তীকে চালিত করলেন, কৃষ্ণ স্বল্প দক্ষিণ পার্শ্বে বথ সরিয়ে নিলেন। যুদ্ধধর্ম স্মরণ করে অর্জুন বাহনসমেত ভগদত্তকে পিছন থেকে মারতে ইচ্ছা করলেন না।

অর্জুনের শরাঘাতে ভগদত্তের হস্তীর বর্ম ছিন্ন হয়ে ভূপতিত হ'ল। ভগদত্ত মন্ত্রপাঠ করে বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জুনেকে পশ্চাতে রেখে কৃষ্ণ সেই অস্ত্র নিজের বক্ষে গ্রহণ করলেন। বৈষ্ণবাস্ত্র বৈজয়ন্তী মালা হয়ে কৃষ্ণের বক্ষে লগ্ন হ'ল। অর্জুন দঃখিত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি বলেছিলেন যে যুদ্ধ কববে না, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা রাখলে না। আমি সতর্ক ও অস্ত্রনিবারণে সমর্থ থাকতে তোমার এমন করা উচিত হয় নি।

কৃষ্ণ বললেন, একটি গদ্য কথা বলাছি শোন।—আমি চার মূর্তিতে বিভক্ত হয়ে লোকের হিতসাধন কবি। আমার এক মূর্তি তপস্যা করে, দ্বিতীয় মূর্তি জগতের সাধু ও অসাধু কর্ম দেখে, তৃতীয় মূর্তি মনুষ্যালোকে কর্ম করে, এবং চতুর্থ মূর্তি সহস্র বৎসর শয়ন করে নির্দ্রিত থাকে। সহস্র বৎসরের অন্তে

আমাব চতুর্থ মূর্তি গান্ধোথান ক'রে যোগ্য ব্যক্তিদেব বর দেয়। সেই সময়ে পৃথিবীর প্রার্থনায় তাঁর পুত্র নবককে আমি বৈষ্ণবাস্ত্র দিযেছিলাম। প্রাগ্জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত নবকাসুদেব কাছ থেকে এই অস্ত্র পেযেছিলেন। জগতে এই অস্ত্রের অবধ্য কেউ নেই, তোমাব রক্ষাব নিমিত্তই আমি বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ কবে মালা পরিবর্তিত কবেছি। ভগদত্ত পবমাস্ত্রহীন হয়েছেন, এখন ওই মহাসুদেবকে বধ কর।

অর্জুন নারাচ নিক্ষেপ কবলেন, তার আঘাতে ভগদত্তের মহাহস্তী আত্নাদ ক'বে নিহত হ'ল। অর্জুন তখনই অর্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তের হৃদয় বিদীর্ণ কবলেন। ভগদত্ত প্রাণহীন হয়ে পড়ে গেলেন। তাব পব অর্জুন বণস্থলের দক্ষিণ দিকে গেলেন, শকুনিব ভ্রাতা ব্যক ও অচল তাঁকে বাধা দিতে এলেন। অর্জুন একই শবে দু'জনকে বধ কবলেন। বহুমায়াবিশাবদ শকুনি মাযা দ্বারা কৃষ্ণার্জুনকে সম্মোহিত কবাব চেষ্টা কবলেন, কিন্তু অর্জুনের শববর্ষণে সকল মাযা দুরীভূত হ'ল, শকুনি ভীত হয়ে পালিয়ে গেলেন।

দ্রোণের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির অস্ত্রভূত যুদ্ধ হ'তে লাগল। অশ্বখামা নীল রাজার মস্তক ছেদন ফরলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ উদ্ভিশ্ন হয়ে অর্জুনের অপেক্ষা করতে লাগলেন, যিনি তখন অবশিষ্ট সংশতক ও নাবায়গসৈন্য বিনাশ কৰিছিলেন। ভীমসেন প্রাণেব মাযা ত্যাগ ক'বে দ্রোণ কর্ণ দুর্যোধন ও অশ্বখামাব সঙ্গে যুদ্ধ কবছেন দেখে সাত্যাকি নকুল সহদেব প্রভৃতি তাঁকে রক্ষা করতে এলেন। পাণ্ডববীরগণকে আবও ত্বরান্বিত কববার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, এই সময়। তখন সকলে তুমুল রবে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হলেন। দ্রোণ শত শত বাণে চোদি পাণ্ডাল ও পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করতে লাগলেন। এমন সময় অর্জুন সংশতকগণকে জয় ক'রে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হলেন। যুগান্তকালে উদিত ধুমকেতু যেমন সর্বভূত দহন কবে, অর্জুনের অস্ত্রের তেজে সেইবদ পুরুদসৈন্য দগ্ধ হ'তে লাগল। তাদের হাহাকার শব্দে কর্ণ আশ্রয়প্রার্থ প্রযোণ কবলেন, অর্জুন তা শরঘাতে নিবারিত ক'রে কর্ণেব তিন ভ্রাতাকে বধ কবলেন। ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গাঘাতে কর্ণপক্ষের পনর জন যোদ্ধা, চন্দ্রবর্মণ ও নিষধরাজ বৃহৎক্ষত্র নিহত হলেন।

তার পর সূর্য অস্তাচলে গেলেন, উভয় পক্ষ ক্লান্ত ও রুদ্ধিবাস্ত্র হয়ে পরস্পরকে দেখতে দেখতে শিবিরে প্রস্থান কবলেন।



## ॥ অভিমন্যুবধপর্বাদ্যায় ॥

### ৬। অভিমন্যুবধ

(দ্বয়োদশ দিনেব যুদ্ধ)

অভিমানী দুর্যোধন ক্ষুব্ধ হয়ে দ্রোণকে বললেন, স্বেজশ্রেষ্ঠ, আপনি নিশ্চয় মনে করেন যে আমরা বধের যোগ্য, তাই আজ যুধিষ্ঠিরকে পেয়েও ধবলেন না। আপনি প্রীত হয়ে আমাকে বর দিবেছিলেন, কিন্তু শেষে তার অন্যথা করলেন। সাধু লোকে কখনও ভক্তের আশাভঙ্গ করেন না। দ্রোণ লজ্জিত হয়ে উত্তর দিলেন, আমি সর্বদাই তোমার প্রিয়সাধনের চেষ্টা করি কিন্তু তুমি তা বৃদ্ধিতে পাব না। বিশ্বস্রষ্টা গোবিন্দ যে পক্ষে আছেন এবং অর্জুন যার সেনানী, সে পক্ষের বল হ্রাসক মহাদেব ভিন্ন আর কে অতিক্রম করতে পাবেন? সত্য বলছি, আজ আমি পাণ্ডবদের কোনও মহাবথকে নিপাতিত করব। আমি এমন ব্যূহ বচনা করব যা দেবতারাও ভেদ করতে পাবেন না। তুমি কোনও উপায়ে অর্জুনকে সরিয়ে রেখো।

পরাদিন সংশ্লিষ্টকণ দক্ষিণ দিকে গিয়ে পদবর্ষা অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, অর্জুনও তাঁদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে নিবত হলেন। দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্মাণ ক'বে তেজস্বী বাজপদ্রুগণকে যথাস্থানে স্থাপিত করলেন। তাঁরা সকলেই বস্ত্র বসন, বস্ত্র ভূষণ ও বস্ত্র পতাকায শোভিত হলেন এবং মালাধারণ ক'বে অগদ্বদ-চন্দনে চর্চিত হয়ে অভিমন্যুব সঙ্গে যুদ্ধ করতে চললেন। দুর্যোধনের পদ্রু লক্ষ্যণ এই দশ সহস্র যোদ্ধার অগ্রবর্তী হলেন। কৌরবসেনার মধ্যদেশে দুর্যোধন কণ কূপ ও দংশাসন, এবং সম্মুখভাগে সেনাপতি দ্রোণ, সিন্ধুবাজ জয়দ্রথ, অশ্বখায়া, ধৃতরাষ্ট্রের ত্রিশ জন পদ্রু, শকুনি, শল্য ও ভূবিপ্রবা বইলেন।

দ্রোণকে আব কেউ বাধা দিতে পারবে না এই স্থিতি ক'বে যুধিষ্ঠির অভিমন্যুব উপর অত্যন্ত গদ্বদভার অর্পণ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, বৎস, অর্জুন ফিবে এসে যাতে আমাদের নিন্দা না করেন এমন কার্য কর। আমরা চক্রব্যূহ ভেদের প্রণালী কিছুই জানি না, কেবল অর্জুন কৃষ্ণ প্রদাম্ন আব তুমি—এই চার জন চক্রব্যূহ ভেদ করতে পার। তোমার পিতৃগণ মাতুলগণ এবং সমস্ত সৈন্য তোমার নিকট বর প্রার্থনা করছে, তুমি দ্রোণের চক্রব্যূহ ভেদ কর।

অভিমন্যুব বললেন, পিতৃগণের জয়কামনায় আমি অবিলম্বে দ্রোণের ব্যূহ-মধ্যে প্রবেশ করব। কিন্তু পিতা আমাকে প্রবেশের কৌশলই শিখিয়েছেন, যদি

কোনও বিপদ হয় তবে ব্যাধ থেকে বেরিয়ে আসতে আমি পারব না। যুদ্ধাধিপতি বললেন, বৎস, তুমি ব্যাধ ভেদ করে আমাদের জন্য ম্হাব ক'বে দাও, আমবা তোমাব সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ ক'রে তোমাকে রক্ষা করব। ভীম বললেন, বৎস, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাতাকি ও আমি তোমাব অনুসরণ করব, পাণ্ডাল কেকয় মৎস্য প্রভৃতি যোদ্ধাবাও যাবেন, তুমি একবার ব্যাধ ভেদ কবলে আমবা বিপক্ষেব প্রধান প্রধান যোদ্ধাদেব বধ ক'বে ব্যাধ বিধ্বস্ত কবব। অভিমন্যু বললেন, পতঙ্গ যেমন জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ কবে, আমি সেইরূপ দুর্যোধ দ্রোণসৈন্যেব মধ্যে প্রবেশ কবব। সকলেই দেখতে পাবে, বালক হ'লেও আমি সংগ্রামে দলে দলে শত্রুসৈন্য ধ্বংস কবব।

যুদ্ধাধিপতি আশীর্বাদ কবলেন। অভিমন্যু তাঁব সারথিকে বললেন, সন্নিগ্র, তুমি দ্রোণসৈন্যেব দিকে শীঘ্র বধ নিয়ে চল। সারথি বললে, আয়ুজ্ঞান, পাণ্ডবগণ আপনাব উপব গুরুভাব দিয়েছেন, আপনি বিবেচনা ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন। দ্রোণাচার্য অস্ত্রবিশাবদ পবিশ্রমী কৃতী যোদ্ধা, আব আপনি সন্ধে পালিত, যুদ্ধেও অনভিজ্ঞ। অভিমন্যু সহাস্যে বললেন, সারথি, দ্রোণ ও সমগ্র ক্ষত্রমণ্ডলকে আমি ভব কবি না, ঐবাবতে আবৃত্ত ইন্দ্রেব সঙ্গেও আমি যুদ্ধ কবতে পারি। বিশ্বজয়ী মাতুল কৃষ্ণ বা পিতা অর্জুন যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ কবতে আসেন তথাপি আমি ভয় পাব না। তুমি বিলম্ব ক'বো না, অগ্রসব হও। তখন সারথি সন্নিগ্র অপ্রসন্নমনে বথের অশ্বদেব দ্রুতবেগে চালনা কবলে, পাণ্ডবগণ পিছনে চললেন। সিংহাশিশু যেমন হস্তিদলেব প্রতি ধাবিত হয়, অভিমন্যু সেইরূপ দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণেব প্রতি ধাবিত হলেন। তিনি অল্প দূব গেলেই দুই পক্ষেব যুদ্ধ আবম্ভ হ'ল।

দ্রোণেব সমক্ষেই অভিমন্যু ব্যাধ ভেদ ক'বে ভিতরে গেলেন এবং কুবুসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুকে বাধা দিতে এলেন। দ্রোণ অশ্বখামা কৃপ কর্ণ শল্য প্রভৃতি শববর্ষণ ক'বে অভিমন্যুকে আচ্ছন্ন করলেন। অভিমন্যুর শরাস্রাতে শল্য মর্ছিত হয়ে রথের উপব ব'সে পড়লেন, কোঁববসৈন্য পালাতে লাগল। শল্যেব ভ্রাতা অভিমন্যুেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে এসে নিহত হলেন।

দ্রোণ হৃষ্ট হয়ে উৎফুল্লনযনে কৃপকে বললেন, এই সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু আজ যুদ্ধাধিপতিকে আনন্দিত করবে। এর তুল্য ধনুর্ধর আর কেউ আছে এমন মনে হয় না, এ ইচ্ছা করলেই আমাদের সেনা সংহার করতে পারে, কিন্তু কোনও কারণে তা করছে না। দ্রোণের এই কথায দুর্যোধন বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ

দুঃশাসন শল্য প্রভৃতিকে বললেন, সকল ক্ষত্রিয়ের আচার্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ দ্রোণ অর্জুনের এই মৃত পুত্রকে বধ করতে ইচ্ছা করেন না, শিষ্যের পুত্র বলে ওকে রক্ষা করতে চান। বীৰগণ, আপনারা ওকে বধ করুন, বিলম্ব করবেন না। দুঃশাসন বললেন, আমিই ওকে মারব।

দুঃশাসনকে দেখে অভিমন্যু বললেন, ভাগ্যক্রমে আজ ধর্মাত্ম্যগী নিন্দ্যব কটুভাষী বীৰকে যুদ্ধে দেখছি। মর্খ, তুমি দ্যুতসভাষ জয়লাভে উন্মত্ত হয়ে কটুবাক্যে যুর্ধ্বিষ্ঠিরকে ক্রোধিত করেছিলে, তোমার পাপকর্মের ফলভোগেব জন্য আমার কাছে এসে পড়েছ, আজ তোমাকে শাস্তি দিয়ে পাণ্ডবগণের ও দ্রোপদীব নিকট ঋণমুক্ত হব। এই বলে অভিমন্যু দুঃশাসনকে শবাঘাত কবলেন। দুঃশাসন মর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন, তাঁর সর্বাঙ্গ তাঁকে সম্বরণস্থল থেকে সবিধে নিয়ে গেল। পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা অভিমন্যুকে দেখে সিংহনাদ ক'বে দ্রোণের সৈন্যগণকে আক্রমণ কবলেন।

তাব পব কর্ণের সঙ্গে অভিমন্যুব যুদ্ধ হ'তে লাগল। অভিমন্যু কর্ণের এক দ্রাতাব শিরশ্ছেদন করলেন এবং কর্ণকেও শবাঘাতে নিপীড়িত ক'বে রণভূমি থেকে দূর কবলেন। অভিমন্যুব শরবর্ষণে বিশাল কৌববসৈন্য ভগ্ন হ'ল, যোদ্ধাবা পালাতে লাগলেন, অবশেষে ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা সিন্ধুবাজ জয়দ্রথ ভিন্ন আর কেউ রইলেন না। দ্রোপদীহরণের পব ভীমেব হস্তে নিগৃহীত হয়ে জয়দ্রথ মহাদেবের আরাধনা ক'রে এই বর পেয়েছিলেন যে অর্জুন ভিন্ন অন্য চাব জন পাণ্ডবকে তিনি যুদ্ধে বাধা দিতে পারবেন।

জয়দ্রথ শববর্ষণ ক'বে সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন বিবাত দুঃপদ শিখণ্ডী এবং যুর্ধ্বিষ্ঠিব ভীম প্রভৃতিকে নিপীড়িত কবতে লাগলেন। অভিমন্যু ব্যূহপ্রবেশের যে পথ করেছিলেন জয়দ্রথ তা বন্ধ ক'বে দিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা দ্রোণসৈন্য ভেদ করবার চেষ্টা কবলেন, কিন্তু জয়দ্রথ তাঁদের বাধা দিলেন। কুবুসৈন্যে বোঁদিত হয়ে অভিমন্যু একাকী দারুণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্যপুত্র বদকুবথ ও দুর্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ অভিমন্যুব হস্তে নিহত হলেন।

প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্যোধন স্বপক্ষের বীরগণকে উচ্চস্বাবে বললেন, আপনারা অভিমন্যুকে বধ করুন। তখন দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা বৃহদ্রথ ও কৃতবর্মা এই ছয় রথী অভিমন্যুকে বেষ্ঠন করলেন। কোশলরাজ বৃহদ্রথ এবং আরও অনেক যোদ্ধা অভিমন্যুর বাণে নিহত হলেন। দ্রোণ বললেন, কুমার অভিমন্যু তার পিতার ন্যায় সর্ব দিকে দ্রুত বিচরণ ক'বে এত ক্ষিপ্রহস্তে

শব সন্ধান ও মোচন কবছে যে কেবল তার মণ্ডলাকার ধনুই দেখা যাচ্ছে। সুভদ্রানন্দনের শবক্ষেপণে আমার প্রাণসংশয় আব মোহ হ'লেও আমি অতিশয় আনন্দলাভ কৰছি, অর্জুনেব সঙ্গে এর প্রভেদ দেখছি না।

কর্ণ শবাহত হয়ে দ্রোণকে বললেন, বণস্থলে থাকা আমার কর্তব্য, শৃঙ্গ এই কারণে অভিমন্যু কর্তৃক নিপীড়িত হয়েও আমি এখানে বসেছি। মৃদু হাস্য করে দ্রোণ বললেন, অভিমন্যুর কবচ অভেদ্য, আমিই ওর পিতাকে কবচধাবণেব প্রণালী শিখিয়েছিলাম। মহাধনুর্ধর কর্ণ, যদি পাব তো ওব ধনু ছিন্ন কর, অশ্ব সারথি বিনষ্ট কব, তাব পব পশ্চাৎ থেকে ওকে প্রহাব কব। যদি বধ কবতে চাও তবে ওকে রথহীন ও ধনুহীন কব।

দ্রোণেব উপদেশ অনুসারে কর্ণ পিছন থেকে অভিমন্যুর ধনু ছিন্ন করলেন এবং অশ্ব ও সারথি বধ কবলেন। তাব পব দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বথামা দুর্যোধন ও শকুনি নিষ্কবদ্বণ হয়ে বথচ্যুত বালক অভিমন্যুর উপব শবায়াত কবতে লাগলেন। অভিমন্যু খড়্গ ও চর্ম নিয়ে বথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। দ্রোণ ক্ষুব্ধপ্র অস্ত্রে অভিমন্যুর খড়্গেব মৃদুষ্টি কেটে ফেললেন। অভিমন্যু চক্র নিয়ে ধাবিত হলেন, বিপক্ষ বীবগণেব শবায়াতে তাও ছিন্ন হ'ল। তখন তিনি গদা নিয়ে যুদ্ধ কবতে লাগলেন। • এই সময়ে দুর্যশাসনেব পুত্র অভিমন্যুর মস্তকে গদায়াত কবলেন, অভিমন্যু অচেতন হয়ে প'ড়ে গেলেন।

জগৎ তাপিত কবে সূর্য যেমন অস্তে যান সেইবদ্বপ কৌববসেনা নিপীড়িত করে অভিমন্যু প্রাণশূন্যদেহে ভূপতিত হলেন। গুণগনচ্যুত চন্দ্রেব ন্যায় তাঁকে নিপতিত দেখে গগনচাবিগণ বিলাপ কবতে লাগলেন। পলায়মান পাণ্ডব-সৈন্যগণকে যুদ্ধিষ্ঠিব বললেন, বীর অভিমন্যু যুদ্ধে পবান্ধু-মুখ হন নি, তিনি স্বর্গে গেছেন। তোমাব স্থির হও, ভয় দূব কর, আগব যুদ্ধে শত্রুদেব জয় করব। কৃষ্ণার্জুনেব তুল্য যোদ্ধা অভিমন্যু দশ সহস্র শত্রুসৈন্য ও মহাবল বৃহদ-বলকে বধ কবে নিশ্চয় ইন্দ্রলোকে গেছেন, তাঁর জন্য শোক কবা উচিত নয়। তার পর সাযাহুকাল উপস্থিত হ'লে শোকমগ্ন পাণ্ডবগণ এবং রুধিরাক্ত কৌববগণ যুদ্ধে বিবত হয়ে নিজ নিজ শিবাবে প্রস্থান করলেন।

ধৃতবাস্টকে অভিমন্যুবধেব বৃত্তান্ত শুনিয়ে সজ্জব বললেন, মহারাজ, দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি ছ জন মহাবথ একজনকে নিপাতিত করলেন—এ আমরা ধর্মসংগত মনে করি না।

### ৭। যুধিষ্ঠির-সকাশে ব্যাস — মৃত্যুর উপাখ্যান

অভিমন্যুব্ধ শোকে যুধিষ্ঠির বিলাপ করতে লাগলেন—কেশবী যেমন গোমধ্যে প্রবেশ করে সেইবদ্য অভিমন্যু আমার প্রিয়কার্য কবাব জন্য দ্রোণব্যাহেব মধ্যে প্রবেশ কবেছিল। মহাধনুর্ধ্ব দধীর্ষ শত্রুগণকে পবাস্ত কবে দ্রোণসৈন্য-সাগব উত্তীর্ণ হয়ে পবিশেষে সে দধীশাসনপদ্রেব হাতে নিহত হ'ল। হা, হৃষীকেশ আব ধনঞ্জয়কে আমি কি বলব? নিজেব প্রিয়সাধন ও জয়লাভেব জন্য আমি সদ্ভদ্রা অর্জুন ও কেশবেব অপ্রিয় কার্য করেছি। বালকের স্থান ভোজনে গমনে শয়নে ও ভূষণে সর্বাগ্রে, কিন্তু তাকে আমবা যুদ্ধেই অগ্রবতী কবেছিলাম। অর্জুনপদ্রেব এই মৃত্যুব পব জয়লাভ বাজালাভ অমবত্ব বা দেবলোকে বাস কিছুই আমার প্রীতিবব হবে না।

এই সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণম্বপায়ন ব্যাস যুধিষ্ঠিরেব নিকটে এলেন। তিনি বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, তোমাব তুল্য লোকেব বিপদে মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। পদ্বদ্যশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু যা করেছেন তা বালকে পাবে না, তিনি বহু শত্রু বধ করে স্বর্গে গেছেন। দেব দানব গন্ধর্ব সকলেই মৃত্যুব অধীন, এই বিধান অতিক্রম কবা যায় না। যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, মৃত্যু ব্রহ্ম হ'ল তা বলুন। ব্যাসদেব বললেন, পদ্বাকালে অকম্পন বাজাব নাবদ যে ইতিহাস বলেছিলেন তা শোন।

সত্যযুগে অকম্পন নামে এক বাজা ছিলেন, হবি নামে তাঁব একটি অস্ত্রবিশারদ মেধাবী বলবান পুত্র ছিল। এই রাজপুত্র যুদ্ধে নিহত হ'লে অব্যপন সর্বদা শোকাবিস্ট হয়ে থাকতেন। তাঁকে সান্থনা দেবাব জন্য দেবর্ষি নাবদ এই পুত্রশোকনাশক উপাখ্যান বলেছিলেন।—

প্রাণিসৃষ্টিব পব ব্রহ্মা ভাবতে লাগলেন, এদের সংহাব কোন উপায়ে হবে। তখন তাঁর ক্রোধপ্রভাবে আকাশে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে চবাচব সর্ব জগৎ দগ্ধ করতে লাগল। প্রজাগণেব হিতকামনায় মহাদেব ব্রহ্মাব শবণ নিলেন। ব্রহ্মা বললেন, পুত্র, তুমি আমার সংকল্পজাত, কি চাও বল। মহাদেব বললেন, প্রভু, আপনাব সৃষ্ট প্রজাবর্গ আপনাব ক্রোধেই দগ্ধ হচ্ছে, আপনি প্রসন্ন হ'ন। ব্রহ্মা বললেন, আমি অকারণে ক্রুদ্ধ হই নি, দেবী পৃথিবী ভাবে আর্ত হয়ে প্রাণিসংহারেব নিমিত্ত আমাকে অনুবোধ করেছিলেন, কোনও উপায় খুজে না পাওয়ায় আমার ক্রোধ জন্মেছিল। মহাদেবের প্রার্থনায় ব্রহ্মা তাঁব ক্রোধজাত

অগ্নি স্বদেহে ধারণ করলেন। তখন তাঁর সকল ইন্দ্রিয়স্বার থেকে এক পিঙ্গল-বর্ণা রক্তাননা রক্তনয়না স্বর্ণকুণ্ডলধারিণী নারী আবির্ভূত হলেন। ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, মৃত্যু, তুমি আমার নিয়োগ অনুসারে সকল প্রাণী সংহাৰ কর।

“সবোদনে কৃতাজলি হয়ে মৃত্যু বললেন, প্রভু, আমি নারী রূপে সৃষ্ট হয়ে কি ক’বে এই ক্রুব কর্ম কবব? আমি যাকে মাবব তার আত্মীয়বা আমার অনিষ্ট-চিন্তা করবে, আমি তা ভয় কবি। লোকে যখন বিলাপ কববে তখন আমি তাদের প্রিয় প্রাণ হরণ কবতে পাবব না, আপনি অধর্ম থেকে আমাকে বক্ষা কবুন। ব্রহ্মা বললেন, তুমি বিচার ক’বো না, আমার আদেশে সকল প্রাণী সংহাৰ কর, তুমি জগতে অনিন্দিতা হবে।

মৃত্যু সম্মত হলেন না, খেন্দুক ঋষির আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে বর দিতে এলে মৃত্যু বললেন, প্রভু, সন্মুখ প্রাণীকে আমি হত্যা করতে চাই না, আমি আতর্ ভীত ও নিবপরাধ, আমাকে অভয় দিন। ব্রহ্মা বললেন, কল্যাণী, তোমার অধর্ম হবে না, তুমি সকল প্রাণী সংহার করতে থাক। সনাতন ধর্ম তোমাকে সর্বপ্রকারে পবিত্র বাখবেন, লোকপাল যম তোমার সহায় হবেন, ব্যাধিসকলও তোমাকে সাহায্য কববে। আমার ও দেবগণের বরে তুমি নিষ্পাপ হয়ে খ্যাতিলাভ কববে। মৃত্যু বললেন, আপনার আদেশ আমার শিবোধার্য, কিন্তু লোভ ক্রোধ অসুখা দ্রোহ মোহ অলজ্জা ও পরদুষ আচরণ—এই সকল দোষে দেহ বিন্ধ হ’লেই আমি সংহার করব। ব্রহ্মা বললেন, মৃত্যু, তাই হবে, তোমার অপ্রবিন্দু আমার হাতে পড়েছিল, তাই ব্যাধি হয়ে প্রাণীদের বধ কববে, তোমার অধর্ম হবে না।

তাব পব নাবদ অকম্পনকে বললেন, মহাবাজ, ব্রহ্মার আজ্ঞায় মৃত্যুদেবী অনাসক্তভাবে অন্তকালে প্রাণীদের প্রাণ হরণ কবেন, অতএব তুমি নিষ্ফল শোক ক’রো না। জীব পরলোকে গেলে ইন্দ্রিয়সকল সন্স্কৃশরীয়ে অবস্থান করে, কর্মক্ষয় হ’লে আবার অন্য শরীর আশ্রয় ক’রে মর্ত্যে আসে। প্রাণবায়ু দেহ ভেদ ক’রে বহির্গত হ’লে আর ফিরে আসে না। তোমার পুত্র স্বর্গ লাভ ক’রে বীরলোকে আনন্দে আছে, মর্ত্যের দুঃখ ত্যাগ ক’রে স্বর্গে পদ্যাবানদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

### ৮। সুবর্ণষ্ঠীবীর উপাখ্যান

মৃত্যুর উপাখ্যান শোনার পর যদুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, আপনি আমাকে পদ্যকৰ্মা ইন্দ্রতুল্যবিক্রমশালী নিষ্পাপ সত্যবাদী বাজর্ষিদের কথা বলুন। ব্যাসদেব এই উপাখ্যান বললেন।—

একদিন দেবর্ষি নারদ ও পর্বত তাঁদের সখা শ্বিত্যপুত্র রাজা সৃঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা সুখে উপবিষ্ট হ'লে একটি শ্মুচিস্মিতা ববর্গিনী কন্যা তাঁদের কাছে এলেন। পর্বত ঋষি জিজ্ঞাসা কবলেন, এই চণ্ডল-নয়না সর্বলক্ষণযুক্ত কন্যাটি কাব? এ কি সুদূরের দীপ্তি, না অগ্নিব শিখা, না গ্রী হ্রী কীর্তি ধতি পদ্রুটি সিঁধি, কিংবা চন্দ্রমাব প্রভা? সৃঞ্জয় বললেন, এ আমারই কন্যা। নাবদ বললেন, বাজা, যদি সন্মহৎ শ্রেয় লাভ কবতে চাও তবে এই কন্যাটিকে ভার্যাবূপে আমাকে দাও। তখন পর্বত ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে নাবদকে বললেন, আমি পূর্বে যাকে মনে মনে বরণ কবেছি তাকেই তুমি চাচ্ছ! ব্রাহ্মণ, তুমি আর নিজের ইচ্ছানুসাবে স্বর্গে যেতে পারবে না। নারদ বললেন, মন্ত্রপাঠাদির দ্বাৰা বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না, সন্তপদীগমনেই সম্পূর্ণ হয়। এই কন্যা আমার ভার্য্য হবাব পূর্বেই তুমি আমাকে শাপ দিলে, অতএব তুমিও আমার সঙ্গে ভিন্ন স্বর্গে যেতে পারবে না। পবস্পব অভিশাপেব পব নাবদ ও পর্বত সৃঞ্জয়েব নিকটেই বাস কবতে লাগলেন।

রাজা সৃঞ্জয় তপস্যাপবায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে সেবা দ্বাৰা তুষ্ট ক'রে বব চাইলেন, যেন তাঁর গুণবান ষশস্বী কীর্তিমান হেজস্বী ও শত্রুনাশন পুত্র হয়। বর পেয়ে যথাকালে তাঁর একটি পুত্র হ'ল। এই পুত্রের মূত্র পুৰ্ব্বীষ ক্রেদ ও স্বেদ সুবর্ণময়, সেজন্য তাব নাম হ'ল সুবর্ণষ্ঠীবী। রাজা ইচ্ছামত সকল বস্তু স্বর্গে রূপান্তরিত কবতে লাগলেন, কালক্রমে তাঁব গৃহ প্রাকার দুর্গ ব্রাহ্মণবাস শয্যা আসন যান স্থালী প্রভৃতি সবই স্বর্ণময় হ'ল। এক দল দস্যু লুপ্ত হয়ে স্বর্গের আকরস্বরূপ বাজপুত্রকে হরণ ক'বে বনে নিয়ে গেল। তাবা সুবর্ণষ্ঠীবীকে কেটে খণ্ড খণ্ড করলে, কিন্তু তাদের কোনও অর্থলাভ হ'ল না। রাজপুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজার সমস্ত ধন লুপ্ত হ'ল, মূর্থ দস্যুবাও বদ্বিশিষ্ট হয়ে পরস্পরকে বধ ক'বে নরকে গেল।

সৃঞ্জয় রাজা পুত্রশোকে মৃতপ্রায় হয়ে বিলাপ কবতে লাগলেন। নারদ তাঁকে বললেন, আমরা ব্রহ্মবাদী বিপ্রগণ তোমার গৃহে বাস কবছি, আব তুমি

কাম্য বিষয়েব ভোগে অতৃপ্ত থেকেই মরবে! যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন দান আব তপস্যায যাঁরা তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এমন বহু বাজাব মৃত্যু হয়েছে, অতএব অযজ্ঞকারী অদাতা পুত্রের মৃত্যুব জন্য তোমাব শোক করা উচিত নয়। তাব পর নাবদ উদাহরণ স্বরূপ এই যোল জন মহাত্মার কথা বললেন।—

রাজর্ষি মনুস্মৃতি, যাঁব ভবনে দেবতারা পবিবেশন কবতেন। রাজা সুহোত্র, যাঁব জন্য পর্জন্যদেব হিরণ্য বর্ষণ কবতেন। পুত্রব্দ পুত্র জনমেজয়, যিনি প্রতি বাব যজ্ঞকালে দশ সহস্র স্বর্ণভূষিত হস্তী, বহু সহস্র সাংক্কাবা কন্যা এবং কোটি বৃষ দক্ষিণা দিতেন। উশীনবপুত্র শিবি, যাঁব যজ্ঞে দধিদ্রুগ্ধেব মহাহুদ এবং শূদ্র অগ্নের পর্বত থাকত। দশবথপুত্র বাম, যিনি সুবাসুদেব অবধ্য দেবব্রাহ্মণেব কণ্টক বাবণকে বধ এবং এগাব হাজাব বৎসব বাজ্ব ক'বে প্রজাদেব নিয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন। ভগীবথ, যাঁকে সমুদ্রগামিনী গঙ্গা পিতা ব'লে স্বীকাব কবেছিলেন। দিলীপ, যিনি যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে বসুধা দান কবেছিলেন এবং যাঁব ভবনে বেদপাঠধ্বনি, জ্যানির্ঘোষ, এবং 'পান-ভোজন কব' এই শব্দ কখনও থামত না। যদুনাম্বেব পুত্র মাংধাতা, যিনি আসমুদ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণগণকে দান ক'বে পুণ্যলোকে গিয়েছিলেন। নহুষের পুত্র যযাতি, যিনি বহুবিধ যজ্ঞ কবেছিলেন এবং দ্বিতীয় ইন্দ্রেব ন্যায় ইচ্ছানুসাবে স্বর্গোদ্যানে বিহাব কবতেন। নাভাগেব পুত্র অম্ববীষ, যিনি যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাস্বরূপ কোষ ও সৈন্য সহ শত সহস্র রাজ্য দান কবেছিলেন। রাজা শশবিন্দু, যাঁব অশ্বমেধ যজ্ঞে এক ক্রোশ উচ্চ তেবটা খাদেব পর্বত প্রস্তুত হবেছিল। অমৃতবষাব পুত্র গয, যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞে মণিকঙ্কবে খচিত স্বর্ণময় পৃথিবী নির্মাণ ক'বে ব্রাহ্মণগণকে দান করতেন এবং অক্ষয় বট ও পবিত্র ব্রহ্মসবোববের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। সংকুতেব পুত্র রন্তিদেব, যাঁব দু লক্ষ পাচক ছিল, যাঁব কাছে পশুর দল স্বর্গলোকেব জন্য নিজেবাই আসত, যাঁব গৃহে অতিথি এলে এক্ষ হাজাব বৃষ হত্যা ক'বা হ'ত, কিন্তু তাতেও পর্যাপ্ত হ'ত না, ভোজনেব সময় পাচকবা বলত, আজ মাংস কম, আপনারা বেশী ক'বে সুপ (দাল) খান। দুষ্মন্তেব পুত্র ভরত, যিনি অত্যন্ত বলবান ছিলেন এবং যমুনা সবস্বতী ও গঙ্গাব তীরে বহু সহস্র যজ্ঞ কবেছিলেন। বেণ বাজাব পুত্র পুথু, যাঁর আজ্ঞায় পৃথিবীকে দোহন ক'রে বৃক্ষ পর্বত দেবাসুব মনুষ্য প্রভৃতি অভীষ্ট বিষয় লাভ করেছিলেন। এই মহাত্মাবা সকলেই মবেছেন। জমদগ্নিপুত্র পরশুরামও মরবেন, যিনি একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষরিষ করেছিলেন এবং কশ্যপকে সন্তস্বীপা বসুদত্তী দান ক'রে মহেন্দ্র পর্বতে বাস করছেন।



নারদ সৃষ্ণকে বললেন, আমার কথা তুমি শুনলে কি? না শুন্যার ব্রাহ্মণ পতি শ্রান্ধ করলে যেমন নিষ্ফল হয়, আমার বাক্যও সেইরূপ নিষ্ফল হ'ল? সৃষ্ণ করজোড়ে বললেন, সূর্যের কিরণে যেমন অন্ধকার দূর হয় সেইরূপ আপনার আখ্যান শুন্যে আমার পদ্রশোক দূর হয়েছে। নারদ বললেন, তুমি অভীষ্ট বব চাও, আমাদের কথা মিথ্যা হবে না। সৃষ্ণ বললেন, ভগবান, আপনি প্রসন্ন হয়েছেন তাতেই আমি হৃষ্ট হয়েছি। নারদ বললেন, তোমার পদ্র দস্যহস্তে বৃথা নিহত হয়েছে, তাকে কষ্টময় নবক থেকে উদ্ধার ক'রে তোমাকে দান করছি। তখন নারদেব ববে সূবর্ণষ্ঠীবী পদ্রনজীবিত হ'ল।

উপাখ্যান শেষ ক'বে ব্যাস যদুধিষ্ঠিবকে বললেন, সৃষ্ণয়েব পদ্র বালক, সে ভযাত ও যদুধে অক্ষম ছিল, কৃতকর্মী না হয়ে যজ্ঞ না ক'বে নিঃসন্তান অবস্থায় মরোছিল, এজন্যই সে পদ্রনজীবন পেয়েছিল। কিন্তু অভিন্নাদ্র মহাবীর ও কৃতকর্মী, তিনি বহু সহস্র শত্রুকে সন্তপ্ত ক'বে সম্মুখ সমবে নিহত হয়ে অক্ষয় স্বর্গলোকে গেছেন, সেখান থেকে কেউ মর্ত্য আসতে চায় না। অতএব অর্জুনের পদ্রকে আব ফিবিষে আনা যাবে না। তিনি অমৃতকিবণে উদ্ভাসিত হয়ে চন্দ্রের ন্যায় বিবাজ কবছেন, তাঁর জন্য শোক কবা উচিত নয়। মহাবাজ, তুমি ধৈর্য ধাবণ ক'বে শত্রু জয় কব। এই ব'লে ব্যাস চ'লে গেলেন।

## ॥ প্রতিজ্ঞাপর্বাধ্যায় ॥

### ৯। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা

সেইদিন সায়াহকালে দ্র পক্ষের সৈন্য যদুধ থেকে নিবৃত্ত হ'লে অর্জুন সংশপ্তকগণকে বধ ক'বে নিজ শিবাবে যাত্রা কবলেন। তিনি যেতে যেতে সান্দ্রকণ্ঠে বললেন, কেশব, আমার হৃদয় গ্রস্ত হচ্ছে কেন? আমি কথা বলতে পারছি না, শরীর অবসন্ন হচ্ছে, বহু অশুভ লক্ষণ দেখছি। আমার ভ্রাতারা কুশলে আছেন তো? কৃষ্ণ বললেন, তুমি চিন্তিত হয়ে না, তাঁরা ভালই আছেন, হয়তো সামান্য কিছু অনিষ্ট হয়ে থাকবে।

নিরানন্দ আলোকহীন শিবাবে উপস্থিত হয়ে অর্জুন দেখলেন, মাণ্ডালিক বাদ্য বাজছে না, শঙ্খধ্বনি হচ্ছে না, ভ্রাতারা যেন অচেতন হয়ে রয়েছেন। উদ্বিগ্ন হয়ে অর্জুন তাঁদের বললেন, আপনারা সকলে ম্লানমুখে রয়েছেন,

অভিমন্যুকে দেখাছি না। শুনছি দ্রোণ চক্রবাহু রচনা করেছিলেন, অভিমন্যু ভিন্ন আপনাদের আর কেউ তা ভেদ করতে পারেন না। কিন্তু তাকে আমি প্রবেশ করতেই শিখিয়েছি, নির্গমের প্রণালী শেখাই নি। বৃহদ্রথ প্রবেশ ক'রে অভিমন্যু কি নিহত হয়েছে? সুভদ্রার প্রিয় পুত্র, দ্রৌপদী কৃষ্ণ ও আমার স্নেহভাজন অভিমন্যুকে কে বধ করেছে? যার কেশপ্রান্ত কুণ্ঠিত, চক্ষু হরিণ-শাবকের ন্যায়, দেহ নব শাল তরুর ন্যায়; যে সর্বদা স্মিতমুখে কথা বলে, গুরুজনের আজ্ঞা পালন করে, বালক হয়েও বয়স্কের ন্যায় কার্য করে; যে যুদ্ধে প্রথম প্রহার করে না, অধীবও হয় না, যে মহারথ বলে গণ্য, যার বিক্রম আমার চেয়ে অর্ধ গুণ অধিক, যে কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন ও আমার প্রিয় শিষ্য, সেই পুত্রকে যদি দেখতে না পাই তবে আমি যমসদনে যাব। হা পুত্র, আমি ভাগ্যহীন তাই তোমাকে সর্বদা দেখেও আমার তৃপ্তি হ'ত না। যম তোমাকে সবলে নিয়ে গেছেন, তুমি দেবগণের প্রিয় অতিথি হয়েছ।

তার পর অর্জুন যদৃশিষ্ঠরকে বললেন, মহারাজ, অভিমন্যু শত্রুনিপীড়ন ক'রে সম্মুখ যুদ্ধে স্বর্গারোহণ করেছে তো? কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতির বাণে কাতর হয়ে সে নিশ্চয় বার বার বিলাপ করেছে—যদি পিতা এসে আমাকে রক্ষা করতেন! সেই অবস্থায় নৃশংসগণ তাকে নিপাতিত করেছে। অথবা, যে আমাব পুত্র, কৃষ্ণের ভাগিনেয়, সুভদ্রার গর্ভজাত, সে এমন বিলাপ করতে পারে না। তাকে না দেখে সুভদ্রা আব দ্রৌপদী কি বলবেন, আমিই বা তাঁদের কি বলব? আমার হৃদয় নিশ্চয় বজ্রসারময়, শোকাক্তা বধু উত্তরার রোদনেও তা বিদীর্ণ হবে না। আমি গর্বিত ধার্তরাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শুনছিলাম, কৃষ্ণও যদুযুগ্মকে বলতে শুনছেন—অধর্মজ্ঞ মহারথগণ, অর্জুনের পরিবর্তে একটি বালককে বধ ক'রে চিৎকার করছ কেন?

পুত্রশোকাক্ত অর্জুনকে ধ'রে কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, ক্ষান্ত হও, সকল ক্ষত্রিয় বীরেরই এই পন্থা, অভিমন্যু পদ্যার্জিত লোকে গেছেন তাতে সংশয় নেই। সকল বীরেরই এই আকাঙ্ক্ষা—যেন সম্মুখ যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ, তোমাকে শোকবিষ্ট দেখে তোমার দ্রাতারা, এই বাজাবা, এবং সুহৃদগণ সকলেই কাতর হয়েছেন। তুমি সাম্বনা দিয়ে এদের আশ্বস্ত কর। যা জ্ঞাতব্য তা তুমি জান, অতএব শোক ক'রো না।

গদগদকণ্ঠে অর্জুন দ্রাতাদের বললেন, অভিমন্যুর মৃত্যু কি ক'রে হ'ল শুনতে ইচ্ছা করি। আপনারা রথারোহী হয়ে শরবর্ষণ করছিলেন, শত্রুরা অন্যায়

যুদ্ধে কি ক'রে তাকে বধ করলে? হা, আপনাদের পৌরুষ নেই, পরাক্রমও নেই। আমাব দোষ, তাই দুর্বল ভীরু অদৃঢ়প্রতিজ্ঞ আপনাদের উপর ভার দিয়ে অন্যত্র গিয়েছিলাম। আপনাদের বর্ম আর অস্ত্রশস্ত্র অলংকাবমাত্র, সভায যে বীরত্ব প্রকাশ করতেন তাও কেবল মদুখেব কথা, তাই আমাব পদুত্রে কবক্ষা করতে পারলেন না। এই ব'লে অর্জুন অশ্রুপূর্ণমুখে অসিকামুকহস্তে ব্রহ্ম কৃতান্তের ন্যায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহু, তুমি সংশতকদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে গেলে দ্রোণ তাঁর সৈন্য বহুবল্ব ক'রে আমাদের নিপীড়িত করতে লাগলেন। নিরুপায হয়ে আমরা অভিমন্যুকে বললাম, বৎস, তুমি দ্রোণেব সৈন্য ভেদ কব। যে পথে সে বহুহমধ্যে প্রবেশ করবে সেই পথে আমরাও যাব এই ইচ্ছায আমরা তার অনুসরণ করলাম, কিন্তু জয়দ্রথ মহাদেবেব ববপ্রভাবে আমাদের সকলকেই নিবাবিত করলেন। তার পর দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বথামা বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা এই ছয় বথী অভিমন্যুকে বেষ্ঠন করলেন। বালক অভিমন্যু যথার্থি যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁর রথ নষ্ট হ'ল, তখন দৃঃশাসনেব পদ্র ভাঁকে হত্যা করলে। অভিমন্যু বহু সহস্র হস্তী অশ্ব রথ ধ্বংস ক'বে এবং বহু বীর ও রাজা বৃহদ্বলকে স্বর্গে পাঠিয়ে স্বয়ং স্বর্গে গেছেন।

অর্জুন 'হা পদ্র' ব'লে ভূপাতিত হলেন, তার পব সংজ্ঞা লাভ ক'রে জবরোগীব ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে হাতে হাত ধ'ষে বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা কবছি, জয়দ্রথ যদি ভষ পেয়ে দুর্ষোধনাদিকে ত্যাগ ক'বে না পালায তবে কালই তাকে বধ করব। সে যদি আমার বা কৃষ্ণের বা মহারাজ যুধিষ্ঠিরেব শবণাপন্ন না হয় তবে কালই তাকে বধ করব। যদি কাল তাকে নিহত কবতে না পারি তবে যে নবকে মাতৃহন্তা ও পিতৃহন্তা যায়, গুরুদ্রুপঙ্কীগামী, বিশ্বাসঘাতক, ভুস্তপূর্বা স্ত্রীর নিন্দাকারী, গোহন্তা, এবং ব্রাহ্মণহন্তা যায়, সেই নবকে আমি যাব। যে লোক পা দিয়ে ব্রাহ্মণ গো বা অগ্নি স্পর্শ করে, জলে মল মদ্র শ্লেষ্মা ত্যাগ করে, নগ্ন হয়ে স্নান করে, অতিথিকে আহার দেয না, উৎকোচ নেয, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয, স্ত্রী পদ্র ভৃত্য ও অতিথিকে ভাগ না দিয়ে মিষ্টান্ন খায়, যে ব্রাহ্মণ শীতভীত, যে ক্ষত্রিয় রণভীত, যে কৃতঘ্না, এবং ধর্মচ্যুত অন্যান্য লোক যে নবকে যায় সেই নরকে আমি যাব। আরও প্রতিজ্ঞা কবছি শুনুন—পাপী জয়দ্রথ জীবিত থাকতে যদি কাল সুর্ষাস্ত হয় তবে আমি জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করব। সুবাসুদ্র ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি স্খাবর জগ্গম কেউ তাকে রক্ষা কবতে পারবে না, সে রসাতলে

আকাশে দেবপদুরে বা দানবপদুরে যেখানেই যাক, আমি শরাঘাতে তার শিরশ্ছেদন করব।

“ অর্জুন বামে ও দক্ষিণে গান্ধীব ধনুর জ্যাকর্ষণ করলেন, সেই নির্ঘোষ তাঁব কণ্ঠধ্বনি অতিক্রম ক’বে আকাশ স্পর্শ করলে। তার পব কৃষ্ণ পাণ্ডজন্য এবং অর্জুন দেবদত্ত শঙ্খ বাজালেন, আকাশ পাতাল ও পৃথিবী কেপে উঠল, নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হ’ল, পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করলেন।

### ১০। জয়দ্রথের ভয় — সুভদ্রার বিলাপ

পাণ্ডবগণের সেই মহানিনাদ শুনে এবং চব্বদুখে অর্জুনের প্রতিজ্ঞাব সংবাদ জেনে জয়দ্রথ উদ্‌বিস্ত হযে দুর্যোধনাদিকে বললেন, পাণ্ডুব পক্ষীয় গর্ভে কামদুক ইন্দ্রের ঔরসে যে পুত্র জন্মেছিল সেই দুর্যোধন অর্জুন আমাকে যমালয়ে পাঠাতে চায়। তোমাদের মঙ্গল হ’ক আমি প্রাণবক্ষাব জন্য নিজ ভবনে চ’লে যাব। অথবা তোমরা আমাকে বক্ষা কর, অভয় দাও। পাণ্ডবদের সিংহনাদ শুনে আমার অত্যন্ত ভয় হয়েছে, মদুর্যোধন ন্যায্য শরীর অবসন্ন হয়েছে। তোমরা অনুরূপিত দাও, আমি আত্মগোপন ক’বি, যাতে পাণ্ডবরা আমাকে দেখতে না পায়। দুর্যোধন বললেন, নবব্যায়, ভয় পেয়ো না, তুমি ক্ষত্রিয় বীরগণের মধ্যে থাকলে কে তোমাকে আক্রমণ করবে? আমবা সসৈন্যে তোমাকে বক্ষা করব। তুমি স্বয়ং রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর, তবে পাণ্ডবদের ভয় কবছ কেন?

রাত্রিকালে জয়দ্রথ দুর্যোধনের সঙ্গে দ্রোণের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ক’বে বললেন, আচার্য, অস্ত্রশিক্ষায় অর্জুন আর আমার প্রভেদ কি তা জানতে ইচ্ছা করি। দ্রোণ বললেন, বৎস, আমি তোমাদের সমভাবেই শিক্ষা দিযেছি, কিন্তু যোগাভ্যাস ও কষ্টভোগ ক’বে অর্জুন অধিকতর শক্তিমান হয়েছেন। তথাপি তুমি ভয় শেযো না, আমি তোমাকে নিশ্চয় রক্ষা করব। আমি এমন ব্যদ্ব রচনা করব যা অর্জুন ভেদ করতে পারবেন না। তুমি স্বধর্ম অনুসারে যদ্বধ কর। মনে রেখো, আমবা কেউ চিরকাল বাঁচব না, কালবশে সকলেই নিজ নিজ কর্ম সহ পরলোকে যাব। দ্রোণের কথা শুনে জয়দ্রথ আশ্বস্ত হলেন এবং ভয় ত্যাগ করে যদ্বধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে মন্ত্রণা না ক’রেই প্রতিজ্ঞা করেছ যে কাল জয়দ্রথকে বধ করবে; এই দুর্যোধনের জন্য যেন আমরা উপহাসাস্পদ না হই। আমি কৌরবশিবিরে যে চর পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে শুনিয়েছি, কর্ণ

ভূরিশ্রবা অশ্বখ্যামা বৃষসেন কৃপ ও শল্য এই ছ জন জয়দ্রথের সঙ্গে থাকবেন। এদের জয় না করলে জয়দ্রথকে পাবে না। অর্জুন বললেন, আমি মনে করি, এদের মিলিত শক্তি আমাব অর্ধেকের তুল্য। মধুসূদন, তুমি দেখো, কাল আমি দ্রোণাদির সমক্ষেই জয়দ্রথের মূণ্ড ভূপাতিত করব। কাল সকলেই দেখবে, ক্ষীবান্ধভোজী পাশাচাবী জয়দ্রথ আমার বাণে বিদীর্ণ হয়ে রণভূমিতে পতিত হয়েছে। দিব্যধনু গান্ধীব, আমি যোদ্ধা, আর তুমি সারথি থাকলে কি না জয় কবা যায়? কৃষ্ণ, কাল প্রভাতেই যাতে আমার রথ সজ্জিত থাকে তা দেখো। এখন তুমি তোমার ভগিনী সুভদ্রা এবং আমাব পুত্রবধূ উত্তরাকে সান্ধ্বনা দাও, উত্তরার সহচরীদের শোক দূর কর।

কৃষ্ণ দঃখিতমনে অর্জুনের গৃহে গিয়ে সুভদ্রাকে বললেন, বাৰ্ষ্ণেয়ী (১), তুমি আব বধূ উত্তরা কুমার অভিন্নান্দ্রব জন্য শোক করো না, কালবশে সকল প্রাণীরই এই গতি হয়। মহৎ কুলে জাত ক্ষত্রিয় বীরের এরূপ মরণই উপযুক্ত। পিতাব ন্যায় পবাক্রান্ত মহাবথ অভিন্নান্দ্র বীরের অভিলষিত গতি লাভ কবেছেন। তপস্যা ব্রহ্মচর্য বেদাধ্যয়ন ও প্রজ্ঞা দ্বারা সাধুজন যেখানে যেতে চান তোমার পুত্র সেখানে গেছেন। তুমি বীরপ্রসবিনী বীবপত্নী বীরবান্ধবা, শোক করো না, তোমাব তনয় পরমা গতি পেয়েছেন। বালকহন্তা পাপী জয়দ্রথ তাব কর্মেব উপযুক্ত ফল পাবে, অমবাবতীতে আশ্রয় নিলেও সে অর্জুনের হাতে নিষ্কৃতি পাবে না। তুমি কালই শুনবে, জয়দ্রথের মূণ্ড ছিন্ন হয়ে সমন্তপঙ্ককেব বাইরে নিষ্কপ্ত হয়েছে। রাজ্ঞী, তুমি পুত্রবধূকে আশ্বস্ত কর, কাল তুমি বিশেষ প্রিয় সংবাদ শুনবে, তোমাব পতি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তাব অন্যথা হবে না।

পুত্রশোকাকর্তা সুভদ্রা বিলাপ কবতে লাগলেন, হা পুত্র, তুমি এই মন্দভাগিনী ক্রোড়ে এসে পিতৃতুল্য পবাক্রান্ত হয়েও কেন নিহত হ'লে? তুমি সুখভোগে অভ্যস্ত ছিলে, উত্তম শয্যায় শূতে, আজ কেন বাণবিন্ধ হয়ে ভূশয়ন কবেছ? বরনারীগণ যে মহাবাহুর সেবা কবত, আজ শৃগালরা কেন তাব কাছে বয়েছে? ভীমার্জুন বৃষ্ণি পাণ্ডাল কেকয় মৎস্য প্রভৃতি বীরগণকে যিক, তাঁরা তোমাকে রক্ষা করতে পারলেন না! হা বীর, তুমি স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায় দেখা দিয়ে বিনষ্ট হ'লে! তোমার এই শোকাবহদলা তরুণী ভার্যাকে কি করে

(১) বৃষ্ণিবংশজাতা।



অর্জুন শিবমন্ড জপ করতে করতে নিদ্রিত হলেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, কৃষ্ণ তাঁর কাছে এসে বলছেন, তোমার বিষাদের কারণ কি তা বল। অর্জুন উত্তর দিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে কাল সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করব, কিন্তু কৌরবপক্ষের মহারথগণ এবং বিশাল সেনা তাঁকে বেঁটেন করে থাকবে। কি করে তাঁকে আমি দেখতে পাব? এখন সূর্যাস্তও শীঘ্র হয়। কেশব, আমার প্রতিজ্ঞারক্ষা হবে না, আমি জীবিত থাকতেও পারব না।

কৃষ্ণ বললেন, যদি পাশদূপত অস্ত্র তোমার জানা থাকে তবে তুমি কাল জয়দ্রথকে বধ কবতে পারবে। যদি জানা না থাকে তবে মনে মনে ভগবান বৃষভধ্বজের ধ্যান ও মন্ত্রজপ কর। অর্জুন আচমন করে ভূমিতে বসে একাগ্রমনে ধ্যান করতে লাগলেন। ব্রাহ্মমহর্ষিতে তিনি দেখলেন, কৃষ্ণ তাঁর দক্ষিণ হস্ত ধরে আছেন, তাঁবা আকাশমার্গে বায়ুবেগে গিয়ে হিমালয় অতিক্রম করে মহামন্দের পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে শূলপাণি জটধারী গৌবর্গ মহাদেব, পার্বতী ও প্রমথগণ রয়েছেন, গীত বাদ্য নৃত্য হচ্ছে, ব্রহ্মবাদী মূর্নিগণ স্তব করছেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করে সনাতন ব্রহ্ম স্বরূপ মহাদেবকে প্রণাম করলেন, মহাদেব সহাস্যে স্বাগত জানালে কৃষ্ণাঙ্গন কৃতাজলি হয়ে স্তব করলেন। অর্জুন দেখলেন, তিনি যে পূজা করেছিলেন তার উপহার মহাদেবের নিকট এসেছে। মহাদেবের কৃপায় অর্জুন পাশদূপত অস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা কবলেন। তার পর কৃষ্ণাঙ্গন মহাদেবকে বন্দনা করে শিবিরে ফিরে এলেন।

রাত্রি প্রভাত হ'লে বৈতালিকদের স্তব ও গীতবাদ্যের ধ্বনিতে যুদ্ধার্থীদের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। সুশিক্ষিত পরিচারকগণ কষা দ্রব্যে গাত্রমার্জন করে মন্ত্রপুত চন্দনাদিষু জলে তাঁকে স্থান করিয়ে দিলে। জলশোষণের জন্য যুদ্ধার্থীর একটি শিখিল উষ্ণীষ পরলেন এবং মালা ও কোমল বস্ত্র ধারণ করে যথাবিধি হোম করলেন। তার পর মহার্ষি অলংকারে ভূষিত হয়ে কৃষ্ণ বিরাট দ্রুপদ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীম প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হলেন। যুদ্ধার্থীর বললেন, জনার্দন, তুমি সকল আপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর, পাণ্ডবগণ অগাধ কুরুসাগরে নিমগ্ন হচ্ছে, তুমি তাদের হাণ কর। শঙ্খচক্রগদাধর দেবেশ পুরুষোত্তম, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা সত্য কর। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, অর্জুনের তুল্য ধনুর্ধর ত্রিলোকে নেই, সমস্ত দেবতা যদি জয়দ্রথের রক্ষক হন তথাপি অর্জুন আজ তাঁকে বধ করবেন।

এমন সময়ে অর্জুন এসে বললেন, মহারাজ, কেশবের অনুগ্রহে আমি এক

আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি। অর্জুনের মহাদেবদর্শনের বৃত্তান্ত শুনে সকলে ভূতলে মস্তক রেখে প্রণত হয়ে সাধু সাধু বলতে লাগলেন। তার পর অর্জুন বললেন, সাত্যকি, শৃভলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, আজ আমি নিশ্চয় জয়ী হব। আজ কৃষ্ণ আর আমি তোমাদের কাছে থাকব না, তুমি সর্বপ্রযত্নে রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করো।

## ॥ জয়দ্রথবধপর্বাধ্যায় ॥

### ১২। জয়দ্রথের অভিমুখে কৃষ্ণার্জুন

(চতুর্দশ দিনের যুদ্ধ)

প্রভাতকালে দ্রোণ জয়দ্রথকে বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে ছ ক্রোশ দূরে সসৈন্যে থাকবে, ভূরিপ্রবা কর্ণ অশ্বখামা শল্য বৃষসেন ও কৃপ তোমাকে রক্ষা করবেন। দ্রোণ চক্রশকট বাদ্য রচনা কবলেন। এই বাদ্যের পশ্চাতে পদ্ম নামক এক গর্ভবাদ্য এবং তার মধ্যে এক সূচীবাদ্য নির্মিত হ'ল। কৃতবর্মা সূচীবাদ্যের সম্মুখে এবং বিশাল সৈন্যে পরিবেষ্টিত জয়দ্রথ এক পার্শ্বে রইলেন। দ্রোণাচার্য চক্রশকট বাদ্যের মুখে রইলেন।

পান্ডবসৈন্য বাদ্যবন্দ্য হ'লে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, দুর্যোধন-ভ্রাতা দূর্মর্ষণ যেখানে রয়েছে সেখানে রথ নিয়ে চল, আমি এই গজসৈন্যে ভেদ করে শত্রু-বাহিনীতে প্রবেশ করব। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে দূর্মর্ষণ পরাজিত হচ্ছেন দেখে দুর্যোধান সসৈন্যে অর্জুনকে বেঁটন কবলেন, কিন্তু তাঁর শরবর্ষণে নিপীড়িত ও হস্ত হয়ে শকটবাদ্যের মধ্যে দ্রোণের নিকট আশ্রয় নিলেন। অর্জুন দুর্যোধানের সৈন্য ধ্বংস করে দ্রোণের কাছে এলেন এবং কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে কৃতাজলি হয়ে বললেন, ভগবান, আমাকে আশীর্বাদ করুন, আপনার অনুগ্রহে আমি এই দুর্যোধন বাহিনীতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার পিতৃতুল্য, ধর্মরাজ ও কৃষ্ণের ন্যায় মাননীয়, অশ্বখামার তুল্যই আমি আপনার রক্ষণীয়। আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। ঈষৎ হাস্য করে দ্রোণ বললেন, অর্জুন, আমাকে জয় না করে জয়দ্রথকে জয় করতে পারবে না।

দ্রোণের সঙ্গে অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ হ'ল। কিছু কাল পরে কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, নক্ষত্র কালক্ষেপ করো না, এখন দ্রোণকে ছাড়। অর্জুন চলে যাচ্ছেন দেখে দ্রোণ আহ্বাসে বললেন, পান্ডুপুত্র, কোথায় যাছ? শত্রুজয় না করে তুমি তো



যুদ্ধে বিরত হও না। অর্জুন বললেন, আপনি আমার গুরু, শত্রু নন; আপনাকে পরাজিত করতে পাবে এমন পদার্থও কেউ নেই।

অর্জুন জয়দ্রথের দিকে সত্বর চললেন, পাণ্ডাবীর যুদ্ধামন্য ও উত্তমৌজা তাঁর রক্ষক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। কৃতবর্মা ও কাশ্ব্যাজদেশীয় শত্রুতায়ুধ অর্জুনকে বাধা দিতে লাগলেন। ববৃণপদ্র রাজা শত্রুতায়ুধ কৃষ্ণকে গদাঘাত করলেন, কিন্তু সেই গদা ফিরে এসে শত্রুতায়ুধকেই বধ করলে। অর্জুনের শরাঘাতে কাশ্ব্যাজরাজপদ্র সন্দীক্ষিণ, শত্রুতায়ুধ ও অচ্যুতায়ুধ নিহত হলেন। তাব পর বহু সহস্র যবন পারদ শক দরদ পদ্রু প্রভৃতি সৈন্য অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। এইসকল মদ্রিভীতমস্তক, অর্ধমদ্রিভীতমস্তক, শ্মশ্রুদারী, অপবিত্র, কুটিলানন স্লেচ্ছ সৈন্য অর্জুনের বাণে নিপীড়িত হয়ে পালিয়ে গেল।

কৌরবসৈন্য ভণন হচ্ছে দেখে দুর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আজর্ষ, অর্জুন আপনার সৈন্য ভেদ করায় জয়দ্রথের রক্ষকগণ সংশযাপন্ন হয়েছেন, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে জীবিত অবস্থায় অর্জুন আপনাকে অতিক্রম করতে পারবেন না। আমি জানি আপনি পাণ্ডবদের হিতেই রত আছেন। আমি আপনাকে উত্তম বৃত্তি দিয়ে থাকি, যথার্থ্য তুচ্ছ রাখি, কিন্তু আপনি তা মনে রাখেন না। আমাদের আগ্রসে থেকেই আপনি আমাদের অপ্রিয় কর্ম করছেন, আপনি যে মর্দুলিষ্ঠ ক্ষত্রের তুল্য তা আমি বঝতে পারি নি। আমি বর্দ্বিহীন, তাই জয়দ্রথ যখন চলে যেতে চেয়েছিলেন তখন আপনার ভরসায় তাঁকে বারণ করেছিলাম। আমি আর্ত হয়ে প্রলাপ বকাছি, ক্রুদ্ধ হবেন না, জয়দ্রথকে রক্ষা করুন।

দ্রোণ বললেন, রাজা, তুমি আমার কাছে অশ্বখামার সমান। আমি সত্য বলছি শোন। কৃষ্ণ সারাথিশ্রেষ্ঠ, তাঁব অশ্বসকল শীঘ্রগামী, অল্প ফাঁক পেলেও তা দিবে অর্জুন শীঘ্র যেতে পারেন। তুমি কি দেখতে পাও না আমার বাণ অর্জুনের রথের এক ক্রোশ পিছনে পড়ে? আমার বয়স হয়েছে, শীঘ্র যেতে পারি না। আমি বলছি যে যদ্বিষ্ঠিরকে ধরব, এখন তাঁকে ছেড়ে আমি অর্জুনের কাছে যেতে পারি না। অর্জুন আর তুমি একই বংশে জন্মেছ, তুমি বীর কৃতী ও দক্ষ, তুমিই শত্রুতার সৃষ্টি করেছ। ভয় পেয়ো না, তুমি নিজেই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

দুর্যোধন বললেন, আজর্ষ, আপনাকে যে অতিক্রম করেছে সেই অর্জুনের সঙ্গে আমি কি করে যুদ্ধ করব? দ্রোণ বললেন, তোমার দেহে আমি এই কাণ্ডনময় কবচ বেঁধে দিচ্ছি, কৃষ্ণ অর্জুন বা অন্য কোনও যোদ্ধা এই কবচ ভেদ

করতে পারবেন না। বৃষভের পূর্বে মহাদেব এই কবচ ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের কাছ থেকে যথাক্রমে অঙ্গিরা, তৎপুত্র বৃহস্পতি, অশ্বিনবেশ্য ঋষি এবং পরিশেষে আমি এই কবচ পেয়েছি। কবচ ধারণ করে দুর্যোধন অর্জুনের অভিমুখে গেলেন। পান্ডবগণ তিন ভাগে বিভক্ত কৌরবসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

সূর্য যখন অস্তাচলের অভিমুখী হলেন কৃষ্ণার্জুন তখনও জয়দ্রথের দিকে যাচ্ছিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুরবিন্দ অর্জুনকে বাধা দিতে এসে নিহত হলেন। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, আমার অশ্বসকল বাণে আহত ও ক্লান্ত হয়েছে, জয়দ্রথও দূরে রয়েছে। তুমি অশ্বদের শূদ্রদ্বা কর, আমি শূদ্রসৈন্য নিবারণ করব। এই বলে অর্জুন রথ থেকে নামলেন এবং অস্ত্রাঘাতে ভূমি ভেদ করে জলাশয় সৃষ্টি করলেন। সহাস্যে সাধু সাধু বলে কৃষ্ণ অশ্বদের পরিচর্যা করে এবং জল খাইয়ে সুস্থ করলেন, তার পর পুনর্বাব বেগে রথ চালালেন। অর্জুন কৌরবসৈন্য আলোড়ন করতে করতে অগ্রসর হলেন এবং কিছু দূর গিয়ে জয়দ্রথকে দেখতে পেলেন।

দ্রোণের সৈন্য অতিক্রম করে অর্জুন জয়দ্রথের অভিমুখে যাচ্ছেন দেখে দুর্যোধন সবেগে এসে অর্জুনের বথের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ বললেন, ধনঞ্জয়, ভাগ্যক্রমে দুর্যোধন তোমার বাণের পথে এসে পড়েছেন, এখন ঠেকে বধ কর। অর্জুন ও দুর্যোধন পরস্পরের প্রতি শরাঘাত করতে লাগলেন। অর্জুনের বাণ নিষ্ফল হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ বললেন, জলে পাথর ভাসার ন্যায় অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার দেখছি, তোমার বাণে দুর্যোধনের কিছুই হচ্ছে না। তোমার গান্ধীবীর শক্তি ও বাহুবল ঠিক আছে তো? অর্জুন বললেন, আমার মনে হয় দুর্যোধনের দেহে দ্রোণ অভেদ্য কবচ বেঁধে দিয়েছেন, এর বন্ধনরীতি আমিও ইন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি। কিন্তু দুর্যোধন স্ত্রীলোকের ন্যায় এই কবচ বৃথা ধারণ করে আছে, কবচ থাকলেও ওকে আমি পরাজিত করব। অর্জুন শরাঘাতে দুর্যোধনের ধনু ও হস্তাবরণ ছিন্ন করলেন এবং অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলেন। দুর্যোধনকে মহাবিপদে পতিত দেখে ভূরিপ্রবা কর্ণ কৃপ শল্য প্রভৃতি সসৈন্যে এসে অর্জুনকে বেষ্টিত করলেন। পান্ডবগণকে ডাকবার জন্য অর্জুন বার বার তাঁর ধনুতে টংকাব দিলেন, কৃষ্ণও পাণ্ডজন্য বাজালেন।

এই সময়ে দ্রোণের নিকটস্থ কৌরবযোদ্ধাদের সঙ্গে পান্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাদের ঘোর যুদ্ধ হচ্ছিল। ঘণ্টোৎকচ অলম্বুষ রাক্ষসকে বধ করলেন। পান্ডব

ও পাণ্ডালগণ দ্রোণের শরাঘাতে নিপীড়িত হ'তে লাগলেন। সহসা পাণ্ডাজন্যের ধ্বনি ও কৌরবগণের, সিংহনাদ শব্দে যুদ্ধার্থীর বললেন, নিশ্চয় অর্জুন বিপদে পড়েছেন। সাত্যকি, তোমার চেয়ে সূহৃৎসু কৈউ নেই। তুমি সত্বর গিয়ে অর্জুনকে রক্ষা কব, শত্রুসৈন্য তাঁকে বেষ্টিত করেছে।

সাত্যকি বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশ পালনে আমি সর্বদা প্রস্তুত, কিন্তু অর্জুন আমার উপরে আপনার রক্ষাব ভার দিয়ে গেছেন, আমি চ'লে গেলে দ্রোণ আপনাকে অনায়াসে বন্দী করবেন। যদি কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন এখানে থাকতেন তবে তাঁকে আপনার রক্ষার ভাব দিয়ে আমি যেতে পাবতাম। অর্জুনের জন্য আপনি ভয় পাবেন না, কর্ণ প্রভৃতি মহারথের বিক্রম অর্জুনের ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। যুদ্ধার্থীর বললেন, অর্জুনের কাছে তোমাব যাওয়াই আমি উচিত মনে করি। ভীমসেন আমাকে রক্ষা করবেন, তা ছাড়া ঘটোৎকচ বিবাত দ্রুপদ শিখণ্ডী নকুল সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্নও এখানে আছেন।

যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সাত্যকি ভীমকে বললেন, রাজা যুদ্ধার্থীবকে রক্ষা ক'বো, এই তোমার প্রধান কর্তব্য। পাপী জয়দ্রথ নিহত হ'লে আমি ফিরে এসে ধর্মরাজকে আলিঙ্গন কবব। সাত্যকি কুরুসৈন্য বিদারণ ক'বে অগ্রসর হলেন। দ্রোণ তাঁকে নিবারণ করবার চেষ্টা ক'রে বললেন, তোমাব গদ্রু অর্জুন কাপদবৃষের ন্যায় যুদ্ধে বিবত হয়ে আমাকে প্রদাক্ষিণ ক'রে চ'লে গেছেন। তুমিও যদি সত্বর চ'লে না যাও তবে আমার কাছে নিশ্চয় পাবে না। সাত্যকি বললেন, ভগবান, আমি ধর্মরাজের আদেশে আমার গদ্রু অর্জুনের কাছে যাচ্ছি, আপনার মঙ্গল হ'ক, আমি আর বিলম্ব করব না। এই বলে সাত্যকি দ্রোণকে প্রদাক্ষিণ ক'রে বেগে অগ্রসর হলেন। তাঁকে বাধা দেবার জন্য দ্রোণ ও কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকির শরাঘাতে রাজা জলসম্ব ও সুদর্শন নিহত হলেন। দ্রোণের সারথি নিপাতিত হ'ল, তাঁর অশ্বসকল উদ্ভ্রান্ত হয়ে রথ নিয়ে ঘুরতে লাগল। তখন কৌরববীরগণ সাত্যকিকে ত্যাগ ক'রে দ্রোণকে রক্ষা করলেন, দ্রোণ বিক্ষতদেহে তাঁর বৃদ্ধস্বারে ফিরে গেলেন।

দুর্যোধনেব যবন সৈন্য সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। তাদের লৌহ ও কাংস্যনির্মিত বর্ম এবং দেহ ভেদ ক'রে সাত্যকির বাণসকল ভূমিতে প্রবেশ করতে লাগল। যবন কাম্বোজ কিরাত ও বর্বর সৈন্যের মতদেহে রণভূমি আচ্ছন্ন হ'ল। পর্বতবাসী পাষাণযোদ্ধারা সাত্যকির উপর শিলাবর্ষণ করতে এল, কিন্তু শরাঘাতে ছিন্নবাহু হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেল।

সাত্যকির পরাক্রমে ভীত হয়ে অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে দ্রুপদশাসন দ্রোণের কাছে চলে এলেন। দ্রোণ বললেন, দ্রুপদশাসন, তোমাদের রথসকল দ্রুতবেগে চলে আসছে কেন? জয়দ্রথ জীবিত আছেন তো? রাজপুত্র ও মহাবীর হাষে তুমি রণস্থল ত্যাগ করলে কেন? তুমি দ্রুতসভায় দ্রৌপদীকে বলোঁছিলে যে পাণ্ডবগণ ষণ্ডতিল (১) তুল্য, তবে এখন পালিয়ে এলে কেন? তোমার অভিমান দর্প আর বীরগর্জন কোথায় গেল? দ্রোণের ভৎসনা শুনে দ্রুপদশাসন আবার সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন কিন্তু পবাজিত হয়ে প্রস্থান করলেন।

অপরাহ্নকালে পরকেশ শ্যামবর্ণ দ্রোণ আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তিনি পঁচাশি বৎসবের বৃদ্ধ হ'লেও ষোল বৎসরের যুবকের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। তাঁর শরাঘাতে কেকয়রাজগণেব জ্যেষ্ঠ বৃহৎক্ষত্র, শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্ম নিহত হলেন।

### ১৩। কর্ণের হস্তে ভীমের পরাজয় — ভূরিপ্রবা-বধ

(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ)

কৃষ্ণার্জুনকে দেখতে না পেয়ে এবং গান্ধীবীর শব্দ শুনতে না পেয়ে যুধিষ্ঠির উদ্বেগ্ন হলেন। তিনি ভীমকে বললেন, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার কোনও চিহ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি না, কৃষ্ণও পাণ্ডজন্য বাজাচ্ছেন। নিশ্চয় ধনঞ্জয় নিহত হয়েছেন এবং কৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধ করছেন। তুমি সত্বর অর্জুন আর সাত্যকির কাছে যাও। ভীম বললেন, কৃষ্ণার্জুনের কোনও ভয় নেই, তথাপি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করে আমি যাচ্ছি। যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার ভার ধৃষ্টদ্যুম্নকে দিয়ে ভীম অর্জুনের অভিযুদ্ধে যাত্রা করলেন, পাণ্ডাল ও সোমক সৈন্যগণ তাঁর সঙ্গে গেল।

ভীমের ললাটে লৌহবাণ দিয়ে আঘাত করে দ্রোণ সহাস্যে বললেন, কুন্তীপুত্র, আজ আমি তোমার শত্রু, আমাকে পরাস্ত না করে তুমি এই বাহিনী ভেদ করতে পারবে না। ভীম বললেন, ব্রহ্মবন্দু (নীচ ব্রাহ্মণ), আপনার অনুমতি না পেয়েও অর্জুন এই বাহিনী ভেদ করে গেছেন। আমি আপনার শত্রু ভীমসেন,

(১) যে তিলের অঙ্কুর হয় না, অর্থাৎ নন্দসক।

অর্জুনের মত দয়ালু নই, আপনাকে সম্মানও করি না। এই বলে ভীম গদাঘাতে দ্রোণের অশ্ব সারথি ও রথ বিনষ্ট করলেন। দ্রোণ অন্য রথে উঠে ব্যূহস্বারে চলে গেলেন। ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্যোধনের ভ্রাতা বিন্দ অন্তর্বিন্দ সূর্যমু ও সদর্শন নিহত হলেন। কৌববগণকে পবাস্ত ক'বে ভীম সত্ত্বর অগ্রসর হলেন এবং কিছ্র দূর গিয়ে অর্জুনকে দেখতে পেয়ে সিংহনাদ করলেন। কৃষ্ণার্জুনও সিংহনাদ ক'বে উত্তর দিলেন। এই গর্জন শব্দে যুদ্ধিষ্ঠির আনন্দিত হলেন।

দুর্যোধন দ্রোণের কাছে এসে বললেন, আচার্য, অর্জুন সাত্যকি ও ভীম আপনাকে অতিক্রম ক'বে জয়দ্রথের অভিমন্যুখে গেছেন। আমাদের যোদ্ধারা বলছেন, ধনুর্বেদেব পারগামী দ্রোণেব এই পরাজয় বিশ্বাস করা যায় না। আমি মন্দভাগ্য, এই যুদ্ধে নিশ্চয় আমার নাশ হবে। আপনাব অভিপ্রায় কি তা বলুন। দ্রোণ বললেন, পাণ্ডবপক্ষের তিন মহাবথ আমাদের অতিক্রম করে গেছেন, আমাদের সেনা সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রান্ত হয়েছে। এখন জয়দ্রথকে রক্ষা করাই প্রধান কর্তব্য। বৎস, শকুনির বদ্বিধিতে যে দ্যুতক্রীড়া হয়েছিল তাতে জয়-পরাজয় কিছ্রই হয় নি, এই রণস্থলেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে। তোমরা জীবনের মমতা ত্যাগ করে জয়দ্রথকে রক্ষা কব। দ্রোণের উপদেশে দুর্যোধন তাঁর অনুরূচরদেব নিয়ে সত্ত্বর প্রস্থান কবলেন।

কৃষ্ণার্জুনেব অভিমন্যুখে ভীমকে যেতে দেখে কর্ণ তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান ক'বে বললেন, ভীম, তোমার শত্রুরা যা স্বপ্নেও ভাবে নি তুমি সেই কাজ করছ, পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'বে চলে যাচ্ছ। ভীম ফিবে এসে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কর্ণ মৃদুভাবে এবং ভীম পদুর্বেব শত্রুতা স্মরণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের আদেশে তাঁর নয় ভ্রাতা দুর্যজ দুর্মুখ চিত্র উপচিত্র চিত্রাক্ষ চারুচিত্র শবাসন চিত্রায়ু ও চিত্রবর্মা কর্ণকে সাহায্য করতে এলেন, কিন্তু ভীম সকলকেই বধ করলেন। তাব পব দুর্যোধনের আর সাত ভ্রাতা শত্রুজয় শত্রুসহ চিত্র চিত্রায়ুধ দৃঢ় চিত্রসেন ও বিকর্ণ যুদ্ধ করতে এলেন এবং তাঁরাও নিহত হলেন। এইরূপে ভীম একত্রিশ জন ধাতরাস্ত্রকে নিপাতিত করলেন।

কর্ণের শরাঘাতে ভীমের ধনু ছিন্ন এবং রথের অশ্বসকল নিহত হ'ল। ভীম রথ থেকে নেমে খড়্গ ও চর্ম নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কর্ণ ভীমের চর্ম ছেদন করলেন, ক্রুদ্ধ ভীম তাঁর খড়্গ নিক্ষেপ করে কর্ণের ধনু ছেদন করলেন। কর্ণ অন্য ধনু নিলেন, নিরস্ত্র ভীম হস্তীর মৃতদেহ ও ভগ্ন রথের স্তূপের মধ্যে আশ্রয় নিলেন এবং হস্তীর দেহ নিক্ষেপ করে যুদ্ধ করতে

লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে ভীম মর্ছিতপ্রায় হলেন। কুন্তীর বাক্য স্মরণ ক'রে কর্ণ ভীমকে বধ করলেন না, কেবল ধনুর্ অগ্রভাগ দিয়ে 'স্পর্শ' ক'রে বার বার সহাস্য বললেন, ওরে তব্রক (১) ওঁদারক সংগ্রামকাতর মড়, তুমি অস্ত্রবিদ্যা জান না, আর যুদ্ধ ক'রো না। যেখানে বহুবিধ খাদ্যপানীয় থাকে সেখানেই তোমার স্থান, তুমি রণভূমির অযোগ্য। বৎস বৃকোদর, তুমি বনে গিয়ে মর্দন হয়ে ফলমূল খাও গে, কিংবা গৃহে গিয়ে পাচক আর ভৃত্যদের তাড়না কব। আমার মত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তোমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। তুমি কৃষ্ণার্জুনের কাছে যাও, কিংবা গৃহে যাও। বালক, তোমার যুদ্ধেব প্রয়োজন কি? ভীম বললেন, কেন মিথ্যা গর্ব কবছ, আমি তোমাকে বহুবার পরাজিত করেছি। ইন্দ্রেরও জয়-পবাজয় হয়েছিল। নীচকুলজাত কর্ণ, তুমি আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ কর, আমি তোমাকে কীচকের ন্যায় বিনষ্ট করব।

এই সময়ে অর্জুন কর্ণের প্রতি শরবর্ষণ কবতে লাগলেন। ভীমকে ত্যাগ ক'রে কর্ণ দুর্যোধনাদির কাছে গেলেন, ভীমও সাত্যকির রথে উঠে অর্জুনের অভিমুখে চললেন। ভূরিপ্রবা সাত্যকিকে বাধা দিতে এলেন এবং কিছু কাল ঘোর যুদ্ধের পর সাত্যকিকে ভূপাতিত ক'রে তাঁকে পদাঘাত করলেন এবং মৃন্ডচ্ছেদের উদ্দেশ্যে তাঁর কেশগুচ্ছ ধরলেন। তখন কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন তীক্ষ্ণ শরে ভূরিপ্রবার দক্ষিণ হস্ত কৈটে ফেললেন। ভূরিপ্রবা বললেন, কৌন্তেয়, তুমি অতি নৃশংস কর্ম করলে, আমি অন্যেব সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলাম, সেই সময়ে আমার বাহু ছেদন করলে! এরূপ অস্ত্রপ্রয়োগ কে তোমাকে শিখিয়েছেন, ইন্দ্র রুদ্র দ্রোণ না কৃপ? তুমি কৃষ্ণের উপদেশে সাত্যকিকে বাঁচাবার জন্য এরূপ করেছ। বৃষ্ণ ও অশ্বক বংশের লোকেরা ব্রাত্য, নিন্দাহর্ম্য কর্ম করাই ওদের স্বভাব, সেই বংশে জাত কৃষ্ণের কথা তুমি শুনলে কেন? এই বলে মহাবীরা ভূরিপ্রবা বাঁ হাতে ভূমিতে শর বিছিয়ে প্রায়োপবেশনে বসলেন এবং ব্রহ্মলোকে যাবার ইচ্ছায় ষোণস্থ হয়ে মহোপনিষৎ ধ্যান করতে লাগলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, তুমি নিরস্ত্র সাত্যকিকে বধ করতে গিয়েছিলে, নিরস্ত্র বালক অভিমন্যুকে তোমরা হত্যা করেছ, কোন ধার্মিক লোক এমন কর্মের প্রশংসা করেন?

ভূরিপ্রবা ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করলেন এবং ছিন্ন দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তে ধরে অর্জুনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, আমার ভ্রাতাদের

উপর যেমন প্রীতি, তোমার উপরেও সেইরূপ প্রীতি আছে। তুমি উশীনরপুত্র শিবি রাজার ন্যায় শূন্যলোকে যাও। কৃষ্ণ বললেন, ভূরিপ্রবা, তুমি দেবগণের বাঞ্ছিত আমার লোকে যাও, গরুড়ে আরোহণ করে বিচরণ কর। এই সময়ে সাত্যকি চৈতন্যলাভ করে ভূমি থেকে উঠলেন এবং ঋতুগ নিয়ে ভূরিপ্রবার শিরুশ্ছেদ কবতে উদ্যত হলেন। সমস্ত সৈন্য নিন্দা করতে লাগল, কৃষ্ণ অর্জুন ভীম কৃপ অশ্বত্থামা কর্ণ দ্রুপদ প্রভৃতি উচ্চস্বরে বারণ করতে লাগলেন, তথাপি সাত্যকি যোগমগ্ন ভূরিপ্রবার মস্তক ছেদন করলেন।

সাত্যকি বললেন, ওহে অধার্মিকগণ, তোমরা আমাকে 'মেরো না, মেরো না' বলে নিষেধ করছিলে, কিন্তু সুভদ্রার বালক পুত্র যখন নিহত হয় তখন তোমাদের ধর্ম কোথায় ছিল? আমার এই প্রতিজ্ঞা আছে—যে আমাকে যুদ্ধে নিষ্পিষ্ট করে পদাঘাত করবে সে মর্দনিব ন্যায্য ব্রতপরাযণ হ'লেও তাকে আমি বধ করব। আমি ভূবিপ্রবাকে বধ করে উচিত কার্য করেছি, অর্জুন এর বাহু কেটে আমাকে বণ্ডিত করেছেন।

যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাষ্ট্র সজ্জকে বললেন, বহুবৃদ্ধজয়ী সাত্যকিকে ভূবিপ্রবা কি করে ভূপাতিত কবতে পেরেছিলেন? সজ্জ বললেন, যযাতিব জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশে দেবুমীড় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্রের নাম শুর, শুরেব পুত্র মহাযশা বসুদেব। যদুর বংশে মহাবীর শিনিও জন্মেছিলেন। দেবকের কন্যা দেবকীর যখন স্বয়ংবর হয় তখন শিনি সেই কন্যাকে বসুদেবের জন্য সবলে হরণ করেন। কুরুবংশীয় সোমদন্ত তা সহিলেন না, শিনির সঙ্গে বাহুবৃদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। শিনি সোমদন্তকে ভূপাতিত করে পদাঘাত করলেন এবং অসি উদ্যত করে কেশ ধরলেন, কিন্তু পরিশেষে দয়া করে ছেড়ে দিলেন। তার পর সোমদন্ত মহাদেবকে আরাধনায় তুষ্ট করে বর চাইলেন—ভগবান, এমন পুত্র দিন যে শিনির বংশধরকে ভূমিতে ফেলে পদাঘাত করবে। মহাদেবের বরে সোমদন্ত ভূরিপ্রবাকে পুত্ররূপে পেলেন। এই কাণ্ডেই ভূরিপ্রবা শিনির পৌত্র সাত্যকিকে নিগৃহীত করতে পেরেছিলেন।

## ১৪। জয়দ্রথবধ

(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ)

“ অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, সূর্যাস্তের আর বিলম্ব নেই, জয়দ্রথের কাছে রথ নিয়ে চল, আমি যেন প্রতিজ্ঞা রক্ষা কবতে পারি। অর্জুনকে আসতে দেখে দুর্যোধন কর্ণ বৃষসেন শল্য অশ্বত্থামা কৃপ এবং শ্বৈর্য জয়দ্রথ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, দিনের অল্পই অবশিষ্ট আছে, জয়দ্রথকে যদি সূর্যাস্ত পর্যন্ত রক্ষা করা যায় তবে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে, সে অগ্নিপ্রবেশ করবে। অর্জুন মরলে তাব দ্রাতারাও মরবে, তার পর আমরা নিষ্কণ্টক হয়ে পৃথিবী ভোগ কবব। কর্ণ, তোমরা সকলে আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশেষ যত্ন সহকারে যুদ্ধ কর। কর্ণ বললেন, ভীম আমার দেহ ক্ষতিবিস্তৃত করেছে, যুদ্ধে থাকা কর্তব্য সেজন্যই আমি এখানে আছি, কিন্তু আমার অঙ্গসকল অচল হয়ে আছে; তথাপি আমি যথাশক্তি যুদ্ধ করব। মহারাজ, তোমার জন্য আমি পদ্রুপকার আশ্রয় করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু জয় দৈবের অধীন।

তীক্ষ্ণ শরাঘাতে অর্জুন বিপক্ষের সৈন্য হস্তী ও অশ্ব সংহার করতে লাগলেন এবং ভীমসেন ও সাত্যকি কতৃক রক্ষিত হয়ে ক্রমশ জয়দ্রথের নিকটস্থ হলেন। দুর্যোধন কর্ণ কৃপ প্রভৃতি অর্জুনকে বেষ্টিত করলেন কিন্তু অর্জুনের প্রচণ্ড বাণবর্ষণে তাঁরা আকুল হয়ে সরে গেলেন। অর্জুনের শরাঘাতে জয়দ্রথের সারাথির মূণ্ড এবং রথের বরাহদ্বজ ভূপাতিত হ’ল। সূর্য দ্রুতগতিতে অস্তাচলে যাচ্ছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, ভীত জয়দ্রথকে ছ জন মহারথ রক্ষা করছেন, এঁদের জয় না করে কিংবা ছলনা ভিন্ন তুমি জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে না। আমি যোগবলে সূর্যকে আবৃত করব, তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে ভেবে জয়দ্রথ আর আত্মগোপন করবেন না, সেই অবকাশে তুমি তাঁকে প্রহার করো।

যোগীশ্বর হরি যোগযুক্ত হয়ে সূর্যকে তমসাজ্জ্বল করলেন। সূর্যাস্ত হয়েছে, এখন অর্জুন অগ্নিপ্রবেশ করবেন—এই ভেবে কৌরবযোদ্ধারা হত্ত হলেন। জয়দ্রথ উদ্বিগ্ন হয়ে সূর্য দেখতে পেলেন না। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, জয়দ্রথ ভয়মুক্ত হয়ে সূর্য দেখছেন, দুরাত্মাকে বধ করবার এই সময়।

কৃপ কর্ণ শল্য দুর্যোধন প্রভৃতিকে শরাঘাতে বিতাড়িত করে অর্জুন



জয়দ্রথের প্রতি ধাবিত হলেন। ধূলি ও অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হওয়ায় যোদ্ধারা কেউ কাকেও দেখতে পেলেন না, অশ্বারোহী গজারোহী ও পদাতি সৈন্য অর্জুনের বাণে বিদারিত হয়ে পালাতে লাগল। কৃষ্ণ পদনবার বললেন, অর্জুন, জয়দ্রথের শিবশ্ছেদ কর, সূর্য অস্তে যাচ্ছেন। যা করতে হবে শোন।—বুখ্যাত রাজা বৃদ্ধক্ষত্র জয়দ্রথের পিতা। পদ্রের জন্মকালে তিনি এই দৈববাণী শুনেনিছিলেন যে বণস্থলে কোনও শত্রু এর শিরশ্ছেদন করবে। পদ্রবৎসল বৃদ্ধক্ষত্র এই অভিশাপ দিলেন—যে আমার পদ্রের মস্তক ভূমিতে ফেলবে তার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। তার পব যথাকালে জয়দ্রথকে রাজপদ দিয়ে বৃদ্ধক্ষত্র বনগমন করলেন, এখন তিনি সমন্তপশুকেব বাইবে দৃষ্ণকর তপস্যা করছেন। অর্জুন, তুমি অশ্রুতশক্তিসম্পন্ন কোনও দিব্য অস্ত্র দিয়ে জয়দ্রথের মৃন্ড কেটে বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে ফেল। যদি ভূমিতে ফেল তবে তোমাব মস্তক বিদীর্ণ হবে।

ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করে অর্জুন এক মন্ত্রসিদ্ধ বজ্রতুল্য বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ শোন পক্ষীবা ন্যায় দ্রুতবেগে গিল্পে জয়দ্রথের মৃন্ড ছেদন করে আকাশে উঠল। অর্জুনের আরও কতকগুলি বাণ সেই মৃন্ড উর্ধ্ব বহন করে নিয়ে চলল, অর্জুন পদনবার ছয় মহাবথের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের বৈবাহিক রাজা বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যাবন্দনা করছিলেন। সহসা কৃষ্ণকেশ ও কুন্ডলে শোভিত জয়দ্রথের মস্তক তাঁব ক্রোড়ে পতিত হ'ল। বৃদ্ধক্ষত্র হস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, তখন তাঁর পদ্রের মস্তক ভূমিতে পড়ল, তাঁর নিজের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হ'ল।

তাব পর কৃষ্ণ অন্ধকার অপসাবিত করলেন। কৌরবগণ বদ্বলেন বাসুদেবের মায়াবলে এমন হয়েছে। দুর্যোধন ও তাঁব ভ্রাতারা অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। কৃষ্ণ অর্জুন ভীম সাত্যকি প্রভৃতি শশ্বধর্ন করলেন, সেই নিনাদ শ্রুনে যদ্বিষ্ঠির বদ্বলেন যে জয়দ্রথ নিহত হয়েছে।

### ১৫। দুর্যোধনের ক্ষোভ

দুর্যোধন বিষন্নমনে দ্রোণকে বললেন, আচার্য, আমাদের কিরূপ ধ্বংস হচ্ছে দেখুন। পিতামহ ভীষ্ম, মহাবীর জলসন্ধ, কাম্বোজরাজ সন্দর্ক্ষণ, রাক্ষস-রাজ অলম্বদ্ব, মহাবল ভূরিপ্রবা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, এবং আমার অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়েছে। আমি লোভী পাপী ধর্মনাশক, তাই আমার জয়ভিলাষী যোদ্ধারা

ষমালয়ে গেছেন। পাণ্ডব আর পাণ্ডালদের যুদ্ধে বধ করে আমি শান্তিলাভ করব কিংবা নিজে নিহত হয়ে বীরলোকে যাব। আমি সহায়হীন, সকলে পাণ্ডবদের হিতকামনা যেমন করেন তেমন আমার কবেন না। ভীষ্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দিলেন, অর্জুন আপনার শিষ্য তাই আপনিও যুদ্ধে উপেক্ষা করছেন। আমার আর জীবনে প্রয়োজন নেই। পাণ্ডবগণের আচার্য, আপনি আমাকে মরণের অনুমতি দিন।

দ্রোণ বললেন, তুমি আমাকে বাক্যবাণে পীড়িত করছ কেন? আমি সর্বদাই বলে থাকি যে সব্যসাচীকে জয় করা অসম্ভব। তোমরা জয়দ্রুথকে রক্ষা করবার জন্য অর্জুনকে বেণ্টন করেছিলে; তুমি কর্ণ কৃপ শল্য ও অশ্বথামা জীবিত থাকতে জয়দ্রুথ নিহত হলেন কেন? তিনি অর্জুনের হাতে নিস্তার পান নি, আমিও নিজের জীবন বক্ষার উপায় দেখছি না। আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে আছি, এর উপর তুমি তীক্ষ্ণ বাক্য বলছ কেন? যখন ভূরিপ্রবা আর সিংধুরাজ জয়দ্রুথ নিহত হয়েছেন তখন আর কে অবশিষ্ট থাকবে? দুর্যোধন, আমি সমস্ত পাণ্ডববৈন্য ধ্বংস না করে বর্ম খুলব না। তুমি অশ্বথামাকে বলে সে জীবিত থাকতে যেন সৌম্যকগণ রক্ষা না পায়। তোমার বাক্যে পীড়িত হয়ে আমি শূরবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করছি; যদি পার তবে কোঁরবৈন্য রক্ষা করো, আজ রাগিতেও যুদ্ধ হবে। এই বলে দ্রোণ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের প্রতি ধাবিত হলেন।

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, দ্রোণ যদি পথ ছেড়ে না দিতেন তবে অর্জুন কি বাহু ভেদ করতে পাবত? সে চিরকালই দ্রোণের প্রিয় তাই যুদ্ধ না করেই দ্রোণ তাকে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন। প্রাণরক্ষার জন্য জয়দ্রুথ গৃহে যেতে চেয়েছিলেন, দ্রোণ তাঁকে অভয় দিলেন, কিন্তু আমার নিগূণতা দেখে অর্জুনকে বাহুস্বার ছেড়ে দিলেন। আমরা অনাৰ্য দুরাত্মা, তাই আমাদের সমক্ষেই আমার চিত্রসেন প্রভৃতি ভ্রাতারা ভীমের হাতে বিনষ্ট হয়েছেন।

কর্ণ বললেন, তুমি আচার্যের নিন্দা করো না, এই ব্রাহ্মণ জীবনের আশা ত্যাগ করে যথাশক্তি যুদ্ধ করছেন। তিনি স্থবির, শীঘ্রগমনে অক্ষম, বাহু-চালনাতেও অশক্ত হয়েছেন। অস্ত্রবিশারদ হ'লেও তিনি পাণ্ডবদের জয় করতে পারবেন না। দুর্যোধন, আমরাও যথাশক্তি যুদ্ধ করছিলাম তথাপি সিংধুরাজ নিহত হয়েছেন, এজন্য মনে করি দৈবই প্রবল। আমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে শঠতা করছি, বিষ দিয়েছি, জতুগৃহে অগ্নি দিয়েছি, দ্রুতে পরাজিত করেছি, রাজনীতি

অনুসারে বনবাসে পাঠিয়েছি, কিন্তু দৈবের প্রভাবে সবই নিষ্ফল হয়েছে। তুমি ও পাণ্ডবরা মরণপণ করে সর্বপ্রযত্নে যুদ্ধ কর, দৈব তার নিজ মাগেই চলবে। সৎ বা অসৎ সকল কার্যের পরিণামে দৈবই প্রবল, মানুষ নির্দ্রিত থাকলেও অন্যান্য-কর্মী দৈব জেগে থাকে।

## ॥ ঘটোটেকচবধপর্বাদ্যায় ॥

### ১৬। সোমদন্ত-বাহুবীক-বধ — কৃপ-কর্ণ-অশ্বখামার কলহ

(চতুর্দশ দিনের আবও যুদ্ধ)

সন্ধ্যাকালে ভীরুর গ্রাসজনক এবং বীরের হর্ষবধক নিদারুণ রাতিযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, পাণ্ডব পাণ্ডাল ও সৃঙ্গয়গণ মিলিত হয়ে দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ কবতে লাগলেন।

ভূবিশ্রবার পিতা সোমদন্ত সাত্যকিকে বললেন, তুমি ক্ষত্রধর্ম ত্যাগ করে দস্যুর ধর্মে রত হ'লে কেন? বৃষ্ণবংশে দ্বাজন মহারথ ব'লে খ্যাত, প্রদ্যুম্ন ও তুমি। দক্ষিণবাহুবীক প্রাষোপবেশনে উপবিষ্ট ভূবিশ্রবাকে তুমি কেন হত্যা কবলে? আমি শপথ করছি, অর্জুন যদি বক্ষা না করেন তবে এই বাণি অতীত না হ'তেই তোমাকে বধ করব নতুবা ঘোর নবকে যাব। সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে সোমদন্ত মর্দিত হ'লেন, তাঁর সারথি তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল। \*

অশ্বখামার সঙ্গে ঘটোটেকচের ভীষণ যুদ্ধ হ'তে লাগল। ঘটোটেকচপুত্র অঞ্জনপর্বা অশ্বখামা কর্তৃক নিহত হ'লেন। ঘটোটেকচ বললেন, দ্রোণপুত্র, তুমি আজ আমার হাতে রক্ষা পাবে না। অশ্বখামা বললেন, বৎস, আমি তোমার পিতার তুল্য, তোমার উপর আমার অধিক ক্রোধ নেই। ঘটোটেকচ রুদ্ধ হয়ে মায়াযুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর অনুচর এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসকে অশ্বখামা বিনষ্ট করলেন। সোমদন্ত আবার যুদ্ধ করতে এসে ভীমের পরিঘ ও সাত্যকির বাণের আঘাতে নিহত হ'লেন। সোমদন্তের পিতা বাহুবীকরাজ অত্যন্ত রুদ্ধ হয়ে ভীমকে আক্রমণ করলেন, গদাঘাতে ভীম তাঁকে বধ করলেন।

দুর্বোধন কর্ণকে বললেন, মিত্রবৎসল কর্ণ, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ আমার বোম্বাদের বেষ্টন করেছেন, তুমি ওদের রক্ষা কর। কর্ণ বললেন, আমি

জীবিত থাকতে তুমি বিবাদগ্রস্ত হইয়ো না, সমস্ত পাণ্ডবদের আমি জয় করব। কৃপাচার্য ঈষৎ হাস্য করে বললেন, ভাল ভাল! কেবল কথ্যেই যদি কার্যসিদ্ধি হ'ত, তবে তুমি দুর্যোধনের সেনা রক্ষা করতে পারতে। সূতপুত্র, তুমি সর্বত্রই পাণ্ডুরদের হাতে পরাজিত হয়েছ, এখন বৃথা গর্জন না করে যুদ্ধ কর। কর্ণ ব্রহ্ম হয়ে বললেন, বীরগণ বর্ষার মেঘের ন্যায় গর্জন করেন, এবং যথাকালে রোপিত বীজের ন্যায় শীঘ্র ফলও দেন। তাঁরা যদি যুদ্ধের ভার নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন তাতে আমি দোষ দেখি না। ব্রাহ্মণ, পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতিকে মারবার সংকল্প করে যদি আমি গর্জন করি তবে আপনার তাতে কি ক্ষতি? আপনি আমার গর্জনের ফল দেখতে পাবেন, আমি শত্রুবধ করে দুর্যোধনকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দেব। কৃপ বললেন, তুমি প্রলাপ বকছ, কৃষ্ণ ও অর্জুন যে পক্ষে আছেন সেই পক্ষে নিশ্চয় জয় হবে। কর্ণ সহাস্যে বললেন, ব্রাহ্মণ, আমার কাছে ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শক্তি অস্ত্র আছে, তার দ্বাবাই আমি অর্জুনকে বধ কব। আপনি ব্রহ্ম, যুদ্ধে অক্ষম, পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহযুক্ত, সেজন্য মোহবশে আমাকে অবজ্ঞা করেন। দুর্যোধন ব্রাহ্মণ, যদি পুনর্বীর আমাকে অপ্রিয় বাক্য বলেন তবে খড়্গ দিয়ে আপনার জিহবা ছেদন করব। আপনি বণস্থলে কৌরবসেনাকে ভয় দেখিয়ে পাণ্ডবদের স্তূতি করতে চান!

মাতুল কৃপাচার্যকে কর্ণ ভৎসনা করছেন দেখে অশ্বখামা খড়্গ উদ্যত করে বেগে উপস্থিত হলেন। তিনি দুর্যোধনের সমক্ষেই কর্ণকে বললেন, নরোধম, তুমি নিজের বীরত্বের দর্পে অন্য কোনও ধনুর্ধরকে গণনা কর না! অর্জুন যখন তোমাকে পরাস্ত করে জয়দ্রথকে বধ করেছিলেন তখন তোমার বীরত্ব আর অস্ত্র কোথায় ছিল? আমার মাতুল অর্জুন সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন তাই তুমি ভৎসনা করছ! দুর্যোধন, আজ আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব। এই বলে অশ্বখামা কর্ণের প্রতি ধাবিত হলেন, তখন দুর্যোধন ও কৃপ তাঁকে নিবারণ করলেন। দুর্যোধন বললেন, অশ্বখামা, প্রসন্ন হও, সূতপুত্রকে ক্ষমা কর। কর্ণ কৃপ দ্রোণ শল্য শকুনি আর তোমার উপর মহৎ কাষের ভার রয়েছে। মহামনা শান্তস্বভাব কৃপাচার্য বললেন, দুর্যোধন সূতপুত্র, আমরা তোমাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু অর্জুন তোমার দর্প চূর্ণ করবেন।

তার পর কর্ণ ও দুর্যোধন পাণ্ডবযোদ্ধাদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে রত হলেন। অশ্বখামা দুর্যোধনকে বললেন, আমি জীবিত থাকতে তোমার যুদ্ধ করা উচিত নয়; তুমি ব্যস্ত হইয়ো না, আমিই অর্জুনকে নিবারণ করব। দুর্যোধন

বললেন, বিজ্ঞপ্রেষ্ঠ, দ্রোণাচার্য পদুত্তের ন্যায় পাণ্ডবদের রক্ষা করেন, তুমিও তাদের উপেক্ষা ক'রে থাক। অশ্বখামা, প্রসন্ন হও, আমার শত্রুদের নাশ কর। অশ্বখামা বললেন, তোমার কথা সত্য, পাণ্ডবরা আমার ও আমার পিতার প্রিয়। আমরাও তাঁদের প্রিয়, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়। আমরা প্রাণের ভয় ত্যাগ ক'রে যথার্থই যুদ্ধ করি।

দুর্যোধনকে আশ্বস্ত ক'রে অশ্বখামা রণস্থলে গেলেন এবং বিপক্ষ যোদ্ধাগণকে নিপীড়িত কবতে লাগলেন।

### ১৭। কৃষ্ণার্জুন ও ঘটোটকচ

(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ)

গাঢ় অন্ধকারে বিমূঢ় হয়ে সৈন্যরা পরস্পরকে বধ করেছে দেখে দুর্যোধন তাঁর পদাতিদের বললেন, তোমরা অস্ত্র ত্যাগ ক'রে হাতে জ্বলন্ত প্রদীপ নাও। পদাতিবা প্রদীপ ধবলে যুদ্ধভূমির অন্ধকার দূর হ'ল। পাণ্ডববাও পদাতি সৈন্যের হাতে প্রদীপ দিলেন। প্রত্যেক হস্তীব পৃষ্ঠে, সাত, বথে দশ, অশ্বে দুই, এবং সেনাব পাশ্বে পশ্চাতে ৫ ধ্বজেও প্রদীপ দেওয়া হ'ল।

সেই নিদারুণ বাহিযুদ্ধে এক বাব পাণ্ডবপক্ষের অন্য বাব কৌরবপক্ষের জয় হ'তে লাগল। স্বয়ংবরসভায় যেমন বিবাহার্থীদের নাম ঘোষিত হয় সেইরূপ রাজারা নিজ নিজ নাম ও গোত্র শুনিয়ে বিপক্ষকে প্রহাণ করতে লাগলেন। অর্জুনের প্রবল শরবর্ষণে কৌরবসৈন্য ভয়াবহ হয়ে পালাচ্ছে দেখে দুর্যোধন দ্রোণ ও কর্ণকে বললেন, অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করেছে সেজন্য রুদ্ধ হয়ে আপনারাই রাত্রিকালে এই যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন। পাণ্ডবসৈন্য আমাদের সৈন্য সংহার করছে; আর আপনারা অক্ষমের ন্যায় তা দেখছেন। হে মাননীয় বীরস্বয়, যদি আমাকে ত্যাগ করাই আপনাদের ইচ্ছা ছিল তবে আমাকে আশ্বাস দেওয়া আপনাদের উচিত হয় নি। আপনাদের অভিপ্রায় জানলে এই সৈন্যক্ষয়কর যুদ্ধ আরম্ভ করতাম না। যদি আমাকে ত্যাগ করতে না চান তবে যুদ্ধে আপনাদের বিরুদ্ধ প্রকাশ করুন। দুর্যোধনের বাক্যরূপ কশাঘাতে দ্রোণ ও কর্ণ পদাহত সর্পের ন্যায় উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধ করতে গেলেন।

কর্ণের শরবর্ষণে আকুল হয়ে পাণ্ডবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে যুধিষ্ঠির

অর্জুনকে বললেন, আমাদের যোদ্ধারা অন্যের ন্যায় বশুদেবের ডাকছে, কর্ণের শরসম্মান আর শরত্যাগের মধ্যে কোনও অবকাশ দেখা যাচ্ছে না, নিশ্চয় আজ ইনি আমাদের সংহার করবেন। ধনঞ্জয়, কর্ণের বধের জন্য যা কবা উচিত তা কর। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, আমাদের রথীরা পালাচ্ছেন আব কর্ণ নির্ভয়ে তাঁদের শরাঘাত করছেন, এ আমি সহিতে পারছি না। মধুসূদন, শীঘ্র কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল, হয় আমি তাঁকে মারব না হয় তিনি আমাকে মারবেন।

কৃষ্ণ বললেন, তুমি অথবা বান্ধব ঘটোৎকচ ভিন্ন আব কেউ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না। এখন তাঁর সঙ্গে তোমার যুদ্ধ কবা আমি উচিত মনে করি না, কারণ তাঁর কাছে ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত্র আছে, তোমাকে মারবার জন্য কর্ণ এই ভয়ংকর অস্ত্র সর্বদা সঙ্গে রাখেন। অতএব ঘটোৎকচই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুক। ভীমসেনের এই পদ্রুপ কাছে দৈব বান্ধব ও আস্রব সর্বপ্রকার অস্ত্রই রয়েছে, সে কর্ণকে জয় কববে তাতে আমার সংশয় নেই।

কৃষ্ণের আহ্বান শুনে দীপ্তকুণ্ডলধারী সশস্ত্র মেঘবর্ণ ঘটোৎকচ এসে অভিবাদন করলেন। কৃষ্ণ সহাস্য বললেন, পদ্রুপ ঘটোৎকচ, এখন একমাত্র তোমারই বিক্রমপ্রকাশের সময় উপস্থিত হয়েছে। তোমার আত্মীয়গণ বিপৎসাগরে নিমগ্ন হয়েছেন, তুমি তাঁদের রক্ষা কব। কর্ণ পাণ্ডবসৈন্য নিপীড়িত কবছেন, ক্ষত্রিয় বীরগণকে হনন করছেন, এই নিশীথকালে পাণ্ডালবা সিংহের ভয়ে মৃগের ন্যায় পালিয়ে যাচ্ছে। তোমার নানাবিধ অস্ত্র ও বান্ধবসী মায়া আছে, আব বান্ধবগণ রাগিতেই অধিক কলবান হয়।

অর্জুন বললেন, ঘটোৎকচ, আমি মনে করি সর্বসৈন্যমধ্যে তুমি, দাত্যাক আর ভীমসেন এই তিন জনই শ্রেষ্ঠ। তুমি এই বাগ্মিতে কর্ণের সঙ্গে সৈবধ যুদ্ধ কর, সাত্যাক তোমার পৃষ্ঠবন্ধক হবেন।

ঘটোৎকচ বললেন, নবশ্রেষ্ঠ, আমি একাকীই কর্ণ দ্রোণ এবং অন্য ক্ষত্রিয় বীরগণকে জয় করতে পারি। আমি এমন যুদ্ধ করব যে লোকে চিবকাল তার কথা বলবে। কোনও বীরকে আমি ছাড়ব না, ভয়ে কৃতাজলি হ'লেও নয়, বান্ধব-ধর্ম অনুসারে সকলকেই বধ করব। এই বলে ঘটোৎকচ কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন।

## ১৮। ঘটোৎকচবধ

(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ)

ঘটোৎকচের দেহ বিশাল, চক্ষু লোহিত, শ্মশ্রু পিঙ্গল, মূখ আকর্ণ-বিস্তৃত, দন্ত করাল, অঙ্গ নীলবর্ণ, মস্তক বৃহৎ, তার উপরে বিকট কেশচূড়া। তাঁর দেহে কাংস্যনির্মিত উজ্জ্বল বর্ম, মস্তকে শূদ্র কিরীট, কর্ণে অবগবর্ণ কুণ্ডল। তাঁর বৃহৎ বথ ভল্লুকচর্মে আচ্ছাদিত এবং শত অশ্বে বাহিত। সেই রথেব আকাশস্পর্শী ধ্রুজেব উপব এক ভীষণ মাংসাশী গৃধ্র বসে আছে।

কর্ণ ও ঘটোৎকচ শরক্ষেপণ করতে করতে পরস্পরের দিকে ধাবিত হলেন। কিছুক্ষণ পবে ঘটোৎকচ মায়াদুন্দ্ব আবম্ভ করলেন। ঘোরদর্শন রাক্ষস সৈন্য আবির্ভূত হয়ে শিলা লৌহচক্র ভোমব শূল শতঘ্নী পটিশ প্রভৃতি বর্ষণ কবতে লাগল, কৌব যোদ্ধারা ভীত হয়ে পশ্চাৎপদ হলেন, কেবল কর্ণ অবিচলিত থেকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। শরবিম্ব হয়ে ঘটোৎকচের দেহ শজারুর ন্যায় কণ্টকিত হ'ল। একবার দৃশ্য হয়ে, আবার অদৃশ্য হয়ে, কখনও আকাশে উঠে, কখনও ভূমি বিদীর্ণ করে ঘটোৎকচ যুদ্ধ করতে লাগলেন। সহসা তিনি নিজেকে বহু বদূপে বিভক্ত করলেন, সিংহ ব্যাঘ্র তরঙ্গ সর্প, তীক্ষ্ণচণ্ড পক্ষী, রাক্ষস পিশাচ কুরূব বৃক প্রভৃতি আবির্ভূত হয়ে কর্ণকে ভক্ষণ করতে গেল। শরাঘাতে কর্ণ তাদের একে একে বধ করলেন।

অলায়ুধ নামে এক বাক্ষস দুর্যোধনের কাছে এসে বললে, মহারাজ, হিড়িম্ব বক ও কিম্বীর আমার বন্ধু ছিলেন, ভীম তাঁদের বধ কবেছে, কন্যা হিড়িম্বাকে ধর্ষণ কবেছে। আমি আজ কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে হত্যা করে ভক্ষণ কবব। দুর্যোধনের অনুমতি পেয়ে অলায়ুধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল। ঘটোৎকচ তার মৃণ্ড কেটে দুর্যোধনের দিকে নিক্ষেপ কবলেন। তাঁর মায়াসুত রাক্ষসগণ অগণিত সৈন্য বধ করতে লাগল। কুরুবীরগণ রণে ভগ্ন দিয়ে বললেন, কৌরবগণ, পালাও, ইন্দ্রাদি দেবতার পাণ্ডবদের জন্য আমাদের বধ করছেন।

চক্রযুদ্ধ একটি শতঘ্নী নিক্ষেপ করে ঘটোৎকচ কর্ণের চার অশ্ব বধ করলেন। কৌরবগণ সকলে কর্ণকে বললেন, তুমি শীঘ্র শক্তি অস্ত্রে এই রাক্ষসকে বধ কর, নতুবা আমরা সসৈন্যে বিনষ্ট হব। কর্ণ দেখলেন, ঘটোৎকচ সৈন্যসংহার করছেন, কৌরবগণ হস্ত হয়ে আত্ননাদ করছেন। তখন তিনি ইন্দ্রপ্রদত্ত বেজয়ন্তী

শক্তি নিলেন। অর্জুনকে বধ করবার জন্য কর্ণ বহু বৎসর এই অস্ত্র সম্বন্ধে রেখেছিলেন। এখন তিনি কৃতান্তেব জিহবাব ন্যায় লৌলহান, উষ্কার ন্যায় দীপ্যমান, মৃত্যুব ভাগিনী ব ন্যায় ভীষণ সেই শক্তি ঘটোৎকচেব প্রতি নিক্ষেপ কবলেন। ঘটোৎকচ ভীত হয়ে নিজের দেহ বিন্ধ্য পর্বতেব ন্যায় বৃহৎ ক'বে বেগে পিছলে স'রে গেলেন। কর্ণেব হস্তনিষ্কান্ত শক্তি ঘটোৎকচের সমস্ত মায়া ভস্ম ক'রে এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ ক'বে আকাশে নক্ষত্রগণেব মধ্যে চ'লে গেল। মরণকালে ঘটোৎকচ আব এক আশ্চর্য কার্য কবলেন। তিনি পর্বত ও মেঘেব ন্যায় বিশাল দেহ ধারণ ক'বে আকাশ থেকে পতিত হলেন; তাঁব প্রাণহীন দেহেব ভাবে কৌরববাহিনীর এক অংশ নিষ্পেষিত হ'ল।

কৌরবগণ হ'ষ্ট হয়ে সিংহনাদ ও বাদ্যধ্বনি করতে লাগলেন, কর্ণ বৃহহস্তা ইন্দ্রের ন্যায় পূজিত হলেন।

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পান্ডবগণ শোকে অশ্রুমোচন কবতে লাগলেন, কিন্তু কৃষ্ণ হ'ষ্ট হয়ে সিংহনাদ ক'রে অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি অশ্বেব রশ্মি সংযত ক'রে রথের উপর নৃত্য কবতে লাগলেন এবং বাব বার তাল ঠ'কে গর্জন কবলেন। অর্জুন অপ্রীত হয়ে বললেন, মধুসূদন, আমরা শোকগ্রস্ত হয়েছি, তুমি অসময়ে হর্ষপ্রকাশ কবছ। তোমাব এই অধীরতাব কারণ কি?

কৃষ্ণ বললেন, আজ কর্ণ ঘটোৎকচেব উপর শক্তি নিক্ষেপ কবেছেন, তার ফলে তিনি নিজেই যুদ্ধে নিহত হবেন। ভাগ্যক্রমে কর্ণেব অক্ষস কবচ আব কুণ্ডল দ্ব'ব হয়েছে, ভাগ্যক্রমে ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শক্তিও ঘটোৎকচকে মেবে অপসৃত হয়েছে। অর্জুন, তোমাব হিতের জন্যই আমি জরাসন্ধ শিশুপাল আর একলব্যকে একে একে নিহত কবিযেছি, হিড়িম্ব কিম্বী'ব বক অলায়ুধ এবং উগ্রকর্মা ঘটোৎকচকেও নিপাতিত কবিযেছি। অর্জুন বললেন, আমার হিতের জন্য কেন? কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, জরাসন্ধ শিশুপাল আর একলব্য না মরলে এখন ভয়ের কাবণ হতেন, দুর্যোধন নিশ্চয় তাঁদের বরণ করতেন এবং তাঁরাও এই যুদ্ধে কুরুপক্ষে যেতেন। নরশ্রেষ্ঠ, তোমার সহায়তায দেবদেবীদের বিনাশ এবং জগতের হিতসাধনের জন্য আমি জন্মেছি। হিড়িম্ব বক আর কিম্বীরকে ভীমসেন মেবেছেন, ঘটোৎকচ অলায়ুধকে মেবেছে, কর্ণ ঘটোৎকচের উপর শক্তি নিক্ষেপ করেছেন। কর্ণ যদি বধ না করতেন তবে আমিই ঘটোৎকচকে বধ করতাম, কিন্তু তোমাদেব প্রীতির জন্য তা করি নি। এই রাক্ষস ব্রাহ্মণশ্বেষী যজ্ঞশ্বেষী ধর্মনাশক পাপাত্মা, সেজন্যই



কৌশলে তাকে নিপাতিত করিযেছি, ইন্দ্রের শক্তিও ব্যথিত করিযেছি। আমিই কর্ণকে বিমোহিত কৰ্বেছিলাম, তাই তিনি তোমাব জন্য বশ্কিত শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ কৰেছেন।

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির কাতর হয়েছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, ভবতশ্রেষ্ঠ, আপনি শোক কৰবেন না, এব্দুপ বিহবলতা আপনাব যোগ্য নয়। আপনি উঠুন, যুদ্ধ কবুন, গব্দবুভাব বহন কবুন। আপনি শোকাবুল হ'লে আমাদেব জয়লাভ সংশযেব বিষয় হবে। যুধিষ্ঠির হাত দিযে চোখ মূর্ছে বললেন, মহাবাহু, যে লোক উপকাব মনে বাখে না তাব ব্রহ্মহত্যাব পাপ হয়। আমাদেব বনবাসকালে ঘটোৎকচ বলক হ'লেও বহু সাহায্য কৰেছিল। অর্জুনের অন্দুপস্থিতকালে সে কাম্যক বনে আমাদেব কাছে ছিল, যখন আমবা গঙ্গামাদন পর্বতে যাই তখন তাব সাহায্যই আমরা অনেক দর্গম স্থান-পাব হ'লে পেৰেছিলাম, পবিশ্রান্তা পাণ্ডালীকেও সে পৃষ্ঠে বহন কৰেছিল। এই যুদ্ধে সে আমাব জন্য বহু দঃসাধ্য কর্ম কৰেছে। সে আমাব ভক্ত ও প্রিয় ছিল, তাব জন্য আমি শোকার্ত হয়েছি। জনার্দন, তুমি ও আমবা জীবিত থাকতে এবং অর্জুনেব সমক্ষে ঘটোৎকচ কেন কর্ণেব হাতে নিহত হ'ল? অর্জুন অল্প কাবণে জয়দ্রুথকে বধ কৰেছেন, তাতে আমি বিশেষ প্রীত হই নি। যদি শত্রুবধ করাই ন্যায্য হয় তবে আগে দ্রোণ ও কর্ণকেই বধ কবা উচিত, এরাই আমাদেব দঃখের মূল। যেখানে দ্রোণ আব কর্ণকে মারা উচিত সেখানে অর্জুন জয়দ্রুথকে মেৰেছেন। মহাবাহু ভীমসেন এখন দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ কবছেন, আমি নিজেই কর্ণকে বধ কবতে যাব।

যুধিষ্ঠিব বেগে কর্ণেব দিকে যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যাসদেব এসে তাঁকে বললেন, যুধিষ্ঠির, ভাগ্যক্রমে অর্জুন কর্ণের সঙ্গে শ্বৈরথ যুদ্ধ কবেন নি তাই তিনি ইন্দ্রদত্ত শক্তিব প্রহার থেকে মুক্তি পেযেছেন। ঘটোৎকচ নিহত হওয়ায় অর্জুন রক্ষা পেযেছেন। বৎস, ঘটোৎকচের জন্য শোক ক'রো না, তুমি ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ কব। আব পাঁচ দিন পরে তুমি পৃথিবীর অধিপতি হবে। তুমি সর্বদা ধর্মেব চিন্তা কর, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হয়। এই বলে ব্যাস অন্তর্হিত হলেন।

## ॥ দ্রোণবধপর্বাধ্যায় ॥

### ১৯। দ্রুপদ-বিরাত-বধ — দুর্যোধনের বাল্যস্মৃতি

(পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধ)

দুসই ভয়ংকর রাত্রি অর্ধভাগ অতীত হ'লে সৈন্যবা পরিশ্রান্ত ও নিদ্রাতুৰ হয়ে পড়ল। অনেকে অস্ত্র ত্যাগ ক'বে হস্তী ও অশ্বের পৃষ্ঠে নিদ্রিত হ'ল। অনেকে নিদ্রান্ধ হয়ে শত্রু মনে ক'রে স্বপক্ষকেই বধ কবতে লাগল। তাদের এই অবস্থা দেখে অর্জুন সর্ব দিক নিনাদিত ক'রে উচ্চস্ববে বললেন, সৈন্যগণ, রণভূমি ধুঁকি। ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে, তোমাদের বাহন এবং তোমরা শ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ হইয়েছ, যদি ইচ্ছা কব তবে এই রণভূমিতে কিছু কাল নিদ্রা যাও। চন্দ্রোদয় হ'লে কুরুপাণ্ডবগণ বিশ্রামেব পর আবার যুদ্ধ করবে। অর্জুনের এই কথা শুনে কৌরবসৈন্যারা চিৎকার ক'রে বললে, কর্ণ, কর্ণ, রাজা দুর্যোধন, পাণ্ডবসেনা যুদ্ধে বিরত হয়েছে, আপনারাও বিবত হ'ন। তখন দুই পক্ষই যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়ে অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগল। সমস্ত সৈন্য নিদ্রামগ্ন হওয়ায় বোধ হ'ল যেন কোনও নিপুণ চিত্রকর পটের উপর তাদের চিত্রিত কবেছে।

কিছু কাল পরে মহাদেবেব বৃষভেব ন্যায়, মদনেব শবাসনের ন্যায়, নব-বধূর ঈষৎ হাস্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ মনোহর চন্দ্র ক্রমশ উদিত হলেন। তখন অন্ধকাব দূর হ'ল, সৈন্যগণ নিদ্রা থেকে উঠে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল।

দুর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আমাদের শত্রুরা যখন শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে বিশ্রাম করছিল তখন আমরা তাদের লক্ষ্য রূপে পেয়েছিলাম। তাবা ক্ষমার যোগ্য না হ'লেও আপনার প্রিয়কামনায় তাদের ক্ষমা করেছি। পাণ্ডবরা এখন বিশ্রাম ক'রে বলবান হয়েছে। আমাদের তেজ ও শক্তি ক্রমশই কমছে, কিন্তু আপনার প্রশ্রয় পেয়ে পাণ্ডবদের ক্রমশ বলবৃদ্ধি হচ্ছে। আপনি সর্বাস্তাবিৎ, দিব্য অস্ত্র গ্রিভূবন সংহার করতে পারেন, কিন্তু পাণ্ডবগণকে শিষ্য জ্ঞান ক'রে অথবা আমার দূর্ভাগ্যক্রমে আপনি তাদের ক্ষমা ক'রে আসছেন। দ্রোণ বললেন, আমি স্থবির হয়েও যথাশক্তি যুদ্ধ করছি, অতঃপর বিজয়লাভেব জন্য হীন কাষও করব, ভাল হ'ক মন্দ হ'ক তুমি যা চাও তাই আমি করব। আমি শপথ করছি, যুদ্ধে সমস্ত পাণ্ডাল বধ না ক'রে আমার বর্ম খুলব না।

রাত্রির তিন মূহূর্ত অবশিষ্ট থাকতে পুনর্বীর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল।

দ্রোণ কৌরবসেনা দুই ভাগে বিভক্ত করলেন এবং এক ভাগ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ক্রমশ অব্যুত্থাদে চন্দ্রের প্রভা ক্ষীণ হ'ল। বিবাট ও দ্রুপদ সন্মেন্যে দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। দ্রোণের শরাঘাতে দ্রুপদের তিন পৌত্র নিহত হলেন। চৌদ কৈকয় সৃঞ্জয় ও মৎস্য সৈন্যগণ পবাহৃত হ'ল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর দ্রোণ ভল্লের আঘাতে দ্রুপদ ও বিবাটকে বধ কবলেন।

ভীমসেন উগ্রবাক্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, কোন্ ক্ষত্রিয় দ্রুপদের বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে এবং সর্বাঙ্গবিশাবদ হয়ে শত্রুকে দেখেও উপেক্ষা কবে? কোন্ পদ্ব্যধ বাজসভাষ শপথ ক'বে পিতা ও পুত্রগণেব হত্যা দেখেও শত্রুকে পবিত্যাগ কবে? এই বলে ভীম শবক্ষপণ কবতে কবতে দ্রোণসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁর অনুসরণ কবলেন।

কিছুক্ষণ পরে সূর্যোদয় হ'ল। যোদ্ধাবা বর্মাবৃতদেহে সহস্রাশু আদিত্যেব উপাসনা করলেন, তাব পব আবার যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যাকিকে দেখে দুর্যোধন বললেন, সখা, ক্রোধ লোভ ক্ষত্রিয়াচাব ও পৌবুধকে ধিক—আমবা পবস্পবেব প্রতি শবসন্ধান করছি। বাল্যকালে আমবা পবস্পবেব প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিলাম, এখন এই বণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হয়ে গেছে। সাত্যাকি, আমাদের সেই বাল্যকালেব খেলা কোথায় গেল, এই যুদ্ধই বা কেন হ'ল? যে ধনেব লোভে আমরা যুদ্ধ কবাছি তা নিয়ে আমবা কি করব? সাত্যাকি সহাস্যে উত্তর দিলেন, রাজপুত্র, আমবা যেখানে একসঙ্গে খেলতাম এ সেই সভামন্ডপ নয়, আচার্যের গৃহও নয়। ক্ষত্রিয়দেব স্বভাবই এই, তাবা গুরুজনকেও বধ করে। যদি আমি তোমাব প্রিয় হই তবে শীঘ্র আমাকে বধ কর, যাতে আমি পদ্যলোকে যেতে পারি, মিত্রদের এই ঘোব বিপদ দেখতে আমি আর ইচ্ছা কবি না। এই বলে সাত্যাকি দুর্যোধনের প্রতি ধাবিত হলেন এবং সিংহ ও হস্তীর ন্যাষ দৃজনে যুদ্ধে রত হলেন।

## ২০। দ্রোণের ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ

(পঞ্চদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

দ্রোণের শরবৃষ্টিতে পাণ্ডবসেনা নিরন্তর নিহত হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, হাতে ধনুর্বাণ থাকলে দ্রোণ ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়, কিন্তু যদি অস্ত্র ত্যাগ করেন তবে মানুষ্যও ঠেকে বধ করতে পারে। তোমরা এখন ধর্মের দিকে

দৃষ্টি না দিয়ে জয়ের উপায় স্থির কর, নতুবা দ্রোণই তোমাদের সকলকে বধ করবেন। আমার মনে হয়, অশ্বখামার মৃত্যুসংবাদ পেলে উনি আব যুদ্ধ করবেন না, অতএব কেউ ঠুকে বলুক যে অশ্বখামা যুদ্ধে হত হয়েছেন।

কৃষ্ণের এই প্রস্তাব অর্জুনের বদ্বিচকব হ'ল না, কিন্তু আব সকলেই এতে মত দিলেন, যদুধিষ্ঠিরও নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্মত হলেন। মালববাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বখামা নামে এক হস্তী ছিল। ভীম তাকে গদাঘাতে বধ কবলেন এবং দ্রোণের কাছে গিয়ে লজ্জিতভাবে উচ্চস্বরে বললেন, অশ্বখামা হত হয়েছে। বালুকাম্ব তটভূমি যেমন জলে গলিত হয়, ভীমসেনের অপ্রিয় বাক্য শ্রুনে সেইবদ্বপ দ্রোণের অঙ্গ অবসন্ন হ'ল। কিন্তু তিনি পুত্রের বীবস্ত্র জানতেন, সেজন্য ভীমের কথায় অধীৰ হলেন না, ধৃষ্টদ্যুম্নের উপব ভীক্ষু বাণ ক্ষেপণ কবতে লাগলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের বৃত্ত ও সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট হ'ল, তখন ভীম তাঁকে নিজেব বধে তুলে নিয়ে বললেন, তুমি ভিন্ন আব কেউ আচার্যকে বধ কবতে পাববে না, তোমাব উপরেই এই ভাব আছে, অতএব শীঘ্র ঠুকে মাববার চেষ্টা কব।

দ্রোণ ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। বিশ হাজাব পাণ্ডাল রথী, পাঁচ শ মংস্য সৈন্য, ছ হাজাব সৃঞ্জয় সৈন্য, দশ হাজাব হস্তী এবং দশ হাজাব অশ্ব নিপাতিত হ'ল। এই সময়ে বিশ্বামিত্র জমদগ্নি ভবম্বাজ গৌতম বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ অগ্নিদেবকে পুৰোবর্তী কবে সঙ্কল্পদেহে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বললেন, দ্রোণ, তুমি অধর্মযুদ্ধ করছ, তোমাব মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে। তুমি বেদবেদাঙ্গবিৎ সত্যধর্মে নিবত ব্রাহ্মণ, এবদ্বপ ক্রুব কর্ম করা তোমার উচিত নয়। যাবা ব্রহ্মাস্ত্রে অনভিজ্ঞ এমন লোককে তুমি ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে মারছ, এই পাপকর্ম আর করো না, শীঘ্র অস্ত্র ত্যাগ কব।

যুদ্ধে বিরত হয়ে দ্রোণ বিষন্নমনে যদুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, অশ্বখামা হত হয়েছেন কিনা। দ্রোণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ত্রিলোকের ঐশ্বর্ষের জন্যও যদুধিষ্ঠির মিথ্যা বলবেন না। কৃষ্ণ উদ্ভবিন্ন হয়ে যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, দ্রোণ যদি আর অধর্ দিন যুদ্ধ করেন তবে আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হবে। আমাদের রক্ষার জন্য এখন আপনি সত্য না বলে মিথ্যাই বলুন, জীবনরক্ষার জন্য মিথ্যা বললে পাপ হয় না। ভীম বললেন, মালববাজ ইন্দ্রবর্মাব অশ্বখামা নামে এক হস্তী ছিল, সে আমাদের সৈন্য মথিত কবছিল সেজন্য তাকে আমি বধ করেছি। তার পর আমি দ্রোণকে বললাম, ভগবান, অশ্বখামা হত হয়েছেন, আপনি যুদ্ধ থেকে বিরত হ'ন; কিন্তু উনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। মহারাজ, আপনি

গোবিন্দের কথা শুনুন, দ্রোণকে বলুন যে অশ্বখামা মবেছেন। আপনি বললে দ্রোণ আব যুদ্ধ কববেন না।

কৃষ্ণের প্ররোচনায, ভীমের সমর্থনে, এবং দ্রোণবধের ভবিষ্যত জেনে যুধিষ্ঠির সম্মত হলেন। তাঁর অসত্যভাষণেব ভয় ছিল, জগলাভেবও আগ্রহ ছিল। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, 'অশ্বখামা হতঃ' — অশ্বখামা হত হয়েছেন, তাঁর পব অক্ষটম্বে বললেন, 'ইতি কুঞ্জবঃ' — এই নামেব হস্তী। যুধিষ্ঠিরেব বথ পূর্বে ভূমি থেকে চাব আঙুল উপবে থাকত, এখন মিথ্যা বলাব পাপে তাঁর ব্রাহ্মনসকল ভূমি স্পর্শ করলে।

মহর্ষিদের কথা শুনেন দ্রোণের ধাবণা জন্মোছিল যে তিনি পান্ডবদের নিকট অপবাধী হয়েছেন। এখন তিনি পদ্বৈব নৃত্যসংবাদে শোকে অভিভূত এবং ধৃষ্টদ্যুমনকে দেখে উদ্ভিগ্ন হলেন, আব যুদ্ধ কবতে পারলেন না। এই সময়ে ধৃষ্টদ্যুমন — যাকে দ্রুপদ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থেকে দ্রোণবধের নিমিত্ত লাভ কবেছিলেন — একটি সদৃশ দীর্ঘ ধনুতে আশীবিষতুল্য শব সন্ধান কবলেন। দ্রোণ সেই শব নিবাবণেব চেষ্টা কবলেন, কিন্তু তাব উপযুক্ত অস্ত্র তাঁর সন্ধান হ'ল না। দ্রোণেব কাছে গিয়ে ভীম ধীবে ধীবে বললেন, যে হীন ব্রাহ্মণগণ স্লকর্মে তুষ্ট না থেকে অস্ত্রশিক্ষা কবেছে, তাবা যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হ'ত তবে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় পেত না। এই সৈন্যরা নিজের বৃত্তি অনুসাবে যুদ্ধ করছে, কিন্তু আপনি অগ্রাহ্যণেব বৃত্তি নিয়ে এক পদ্বৈব জন্য বহু প্রাণী বধ করছেন, আপনার লজ্জা হচ্ছে না কেন? যাঁর জন্য আপনি অস্ত্রধারণ ক'বে আছেন, যাঁর অপেক্ষায় আপনি জীবিত আছেন, সেই পদ্বৈ আজ রণভূমিতে শূন্যে আছে। ধর্মরাজের বাক্যে আপনি সন্দেহ করতে পারেন না।

দ্রোণ শবাসন ত্যাগ ক'রে বললেন, কর্ণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্যোধন, তোমরা যথাসক্তি যুদ্ধ কর, পান্ডবদের আব তোমাদের মঙ্গল হ'ক, আমি অস্ত্র ত্যাগ করলাম। এই বলে তিনি উচ্চস্বরে অশ্বখামাকে ডাকলেন, তার পর সমস্ত অস্ত্র রথের মধ্যে রেখে যোগস্ব হয়ে সর্বপ্রাণীকে অভয় দিলেন। এই অবসর পেয়ে ধৃষ্টদ্যুমন তাঁর রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং খড়্গ নিয়ে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হলেন। দুই পক্ষের সৈন্যরা হাহাকার ক'রে উঠল। দ্রোণ যোগস্ব হয়ে মৃথ কিঞ্চিৎ উন্নত ক'রে নিম্নালিতনেত্র পরমপদ্রুঘ বিষ্ণুকে ধ্যান করতে লাগলেন এবং ব্রহ্মস্বরূপ একাক্ষর ওম-মন্ত্র স্মরণ করতে করতে ব্রহ্মলোকে যাত্রা করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর দেহ থেকে দিব্য জ্যোতি নিগত হয়ে উষ্কার ন্যায় নিমেষমধ্যে

অন্তর্হিত হ'ল। দ্রোণের এই ব্রহ্মলোকযাত্রা কেবল পাঁচজন দেখতে পেলেন—  
কৃষ্ণ কৃপ যুধিষ্ঠির অর্জুন ও সঞ্জয়।

দ্রোণ রজ্ঞাতদেহে নিরস্ত হয়ে রথে বসে আছেন দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর প্রতি  
ধাবিত হলেন। 'দ্রুপদপুত্র, আচার্যকে জীবিত ধরে আন, বধ ক'বো না'—  
উচ্চস্বরে এই বলে অর্জুন তাঁকে নিবারণ করতে গেলেন, তথাপি ধৃষ্টদ্যুম্ন  
প্রাণহীন দ্রোণের কেশ গ্রহণ ক'বে শিরশ্ছেদ কবলেন এবং খড়্গ ঘর্ণিত ক'বে  
সিংহনাদ করতে লাগলেন। তাব পব তিনি দ্রোণের মৃণ্ড তুলে নিষে কৌবব-  
সৈন্যাগণের সম্মুখে নিক্ষেপ কবলেন।

দ্রোণের মৃত্যুর পর কৌববসৈন্য ভগ্ন হ'ল। কুব্জপক্ষেব বাজাবা দ্রোণেব  
দেহের জন্য বণস্থলে অব্বেষণ করলেন, কিন্তু বহু কবন্ধেব মধ্যে তা দেখতে  
পেলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন ক'বে ভীম বললেন, সূতপুত্র কর্ণ আব  
পাপী দুর্যোধন নিহত হ'লে আবাব তোমাকে আলিঙ্গন কবব। এই বলে ভীম  
হৃষ্টচিত্তে তাল ঠুকে পৃথিবী কম্পিত করতে লাগলেন।

## ॥ নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বাদ্যায় ॥

### ২১। অশ্বখামার সংকল্প — ধৃষ্টদ্যুম্ন-সাত্যকির কলহ

দ্রোণেব মৃত্যুর পব কৌববগণ ভীত হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ শল্য  
কৃপ দুর্যোধন দুর্যোধন প্রভৃতি রণস্থল থেকে চলে এলেন। অশ্বখামা তখনও  
শিখণ্ডী প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। কৌববসৈন্যের ভগ্ন দেখে তিনি  
দুর্যোধনের কাছে এসে বললেন, রাজা, তোমার সৈন্য পালাচ্ছে কেন? তোমাকে  
এবং কর্ণ প্রভৃতিকে প্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছি না, কোন মহাবধ নিহত হয়েছেন?  
দুর্যোধন অশ্বখামার প্রশ্নেব উত্তর দিতে পারলেন না, তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'ল।  
তখন কৃপাচার্য দ্রোণের মৃত্যুর ব্তান্ত জানালেন। অশ্বখামা বাব বাব চক্ষু মূছে  
ক্লোথে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার পিতা অস্ত্র ত্যাগ করার পর নীচাশয়  
পান্ডবগণ যে ভাবে তাঁকে বধ করেছে এবং ধর্মধ্বজী নৃশংস অনার্য যুধিষ্ঠিব  
যে পাপকর্ম করেছে তা শুনলাম। ন্যায়যুদ্ধে নিহত হওয়া দুঃখজনক নয়, কিন্তু  
সকল সৈন্যের সমক্ষে পিতার কেশাকর্ষণ করা হয়েছে এতেই আমি মর্মান্তিক কণ্ট  
পাচ্ছি। নৃশংস দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন শীঘ্রই এর দারুণ প্রতিফল পাবে। যে

মিথ্যাবাদী পাণ্ডব আচার্যকে অস্তুত্যাগ করিয়েছে, আজ রণভূমি সেই যুদ্ধার্থিত্বের রক্ত পান করবে। আমি এমন কর্ম করব যাতে পরলোকগত পিতার নিকট ঋণমুক্ত হতে পারি। আমার কাছে যে অস্ত্র আছে তা পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী বা সাত্যকি কেউ জানেন না। আমার পিতা নারায়ণেব পূজা ক'রে এই অস্ত্র পেয়েছিলেন। অস্ত্রদানকালে নারায়ণ বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ, এই অস্ত্র সহসা প্রয়োগ কববে না। শত্রুসংহার না করে এই অস্ত্র নিবৃত্ত হয় না। এতে কে নিহত হবে না তা পূর্বে জানা যায় না, যাবা অবধ্য তারাও নিহত হ'তে পারে। কিন্তু বথ ও অস্ত্র ত্যাগ ক'বে শবণাগত হ'লে এই মহাস্ত্র থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। দুর্যোধন, আজ আমি সেই নারায়ণাস্ত্র দিয়ে পাণ্ডব পাণ্ডাল মৎস্য ও কেকয়গণকে বিদ্রাবিত কবব। গুরুহত্যাকাব্যী পাপিষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন আজ রক্ষা পাবে না। -

দ্রোণপুত্রের এই কথা শুনে কৌববসৈন্য আশ্বস্ত হয়ে ফিবে এল, কৌবব, শিবিরে শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজতে লাগল। অশ্বখামা জলস্পর্শ ক'বে নারায়ণাস্ত্র প্রকাশিত কবলেন। তখন সগর্জনে বায়ু বইতে লাগল, পৃথিবী কম্পিত ও মহাসাগর বিক্ষুব্ধ হ'ল, নদীস্রোত বিপরীতগামী হ'ল, সূর্য মলিন হলেন।

কৌববশিবিরে তুমুল শব্দ শুনে যুদ্ধার্থিত্ব অর্জুনকে বললেন, দ্রোণাচার্যের নিধনের পব কৌবববা হতাশ হয়ে বণস্থল থেকে পালিয়েছিল, এখন আবার ওদের ফিরিয়ে আনলে কে? ওদের মধ্যে ওই লোমহর্ষকব নিনাদ হচ্ছে কেন? অর্জুন বললেন, অশ্বখামা গর্জন করছেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েই উচ্চৈঃশ্রবাস ন্যায় হ্রোষাব কবেছিলেন সেজন্য তাঁর নাম অশ্বখামা। ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার গুরুব কেশাকর্ষণ কবেছিলেন, অশ্বখামা তা ক্ষমা করবেন না। মহারাজ, আপনি ধর্মজ্ঞ হয়েও রাজ্যলাভের জন্য মিথ্যা বলে মহাপাপ করেছেন। বালিবধের জন্য রামের যেমন অকীর্তি হয়েছে সেইবদ্র দ্রোণবধের জন্য আপনার চিরস্থায়ী অকীর্তি হবে। এই পাণ্ডুপুত্র সর্বধর্মসম্পন্ন, এ আমার শিষ্য, এ মিথ্যা বলবে না—আপনার উপর দ্রোণেব এই বিশ্বাস ছিল। আপনি অস্তুত্যাগী গুরুকে অধর্ম অনুসাবে হত্যা করিয়েছেন, এখন যদি পারেন তো সকলে মিলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করুন। যিনি সর্বভূতে প্রীতিমান সেই অতিমানুষ অশ্বখামা পিতার কেশাকর্ষণ শুনে আজ আমাদের সংহার করবেন। আমাদের বয়সের অধিকাংশই অতীত হয়েছে, এখন যে অল্পকাল অবশিষ্ট আছে তা অধর্মচরণের জন্য বিকারগ্রস্ত হ'ল। যিনি স্নেহের জন্য এবং ধর্মত পিতার তুল্য ছিলেন, অল্প কাল রাজ্যভোগের লোভে তাঁকে আমরা হত্যা করিয়েছি। হা, আমরা মহৎ পাপ করেছি!

ভীমসেন ব্রহ্ম হযে বললেন, অর্জুন, তুমি অরণ্যবাসী ব্রতধারী মূনীর ন্যায় ধর্মকথা বলছ। কৌরবগণ অধর্ম অনুসারে ধর্মরাজ বৃধিস্থিরের বাজ্য হরণ কবেছে, দ্রোণদীব কেশাকর্ষণ কবেছে, আমাদের তের বৎসব নির্বাসিত করেছে, এখন আমরা সেইসকল দৃষ্কার্ণব প্রতিশোধ নিচ্ছি। তুমি ক্ষত্রধর্ম না বৃথে আমাদের ক্ষতস্থানে ক্ষাব দিচ্ছ। তোমরা চাব ভ্রাতা না হয় ব্রহ্ম ক'বো না, আমি একাই গদাহস্তে অশ্বখামাকে জয় কবব।

বৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনকে বললেন, ব্রাহ্মণদের কার্য যজন যাজন অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ। দ্রোণ তাব কি কবেছেন? তিনি স্বধর্ম ত্যাগ কবে ক্ষত্রিয়বৃত্তি নিয়ে অলৌকিক অস্ত্রে আমাদের ধ্বংস কবাচ্ছিলেন। সেই নীচ ব্রাহ্মণকে যদি আমরা কুটিল উপায়ে বধ ক'বে থাকি তবে কি অন্যায় হয়েছে? দ্রোণকে মন্থবাব জনমই যজ্ঞাঙ্গি থেকে দ্রুপদপুত্ররূপে আমাব উৎপত্তি। সেই নৃশংসকে আমি নিপাতিত কবাচ্ছি, তাব জন্য আমাকে অভিনন্দন কবছ না কেন? তুমি জয়দ্রথের মৃন্ড নিষাদের দেশে নিক্ষেপ কবাচ্ছিলে, কিন্তু আমি দ্রোণের মৃন্ড সেবূপে নিক্ষেপ কবি নি, এই আমাব দৃষ্টান্ত। ভীষ্মকে বধ কবলে যদি অধর্ম না হয় তবে দ্রোণের বধে অধর্ম হবে কেন? অর্জুন, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব মিথ্যাবাদী নন, আমিও অধার্মিক নই, আমাবা শিষ্যদ্রোহী পাপীকেই মেবাচ্ছি।

ধৃষ্টদ্যুম্নেব কথা শ্রুনে অর্জুন বললেন, ধিক ধিক! বৃধিস্থিবাদি, কৃষ্ণ, এবং আব সকলে জঞ্জিত হলেন। সাত্যকি বললেন, এখানে কি এমন কেউ নেই যে এই অকলাগভারী নবধর্ম ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করে? ক্ষুদ্রমতি, তোমাব জিহবা আর মস্তক বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন? কুলাঙ্গার, গুরুহত্যা ক'রে তোমার উদ্ভর্তন ও অশস্তন সাত পুরুষকে তুমি নরকস্থ কবেছ। ভীষ্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দিবাচ্ছিলেন, এবং তোমাব ভ্রাতা শিখণ্ডীই তাঁকে বধ করেছে। তুমি যদি আবাব এপ্রকাব কথা বল তবে গদাঘাতে তোমাব মস্তক চূর্ণ কবব।

সাত্যকিও ভৎসনা শ্রুনে ধৃষ্টদ্যুম্ন হেসে বললেন, তোমাব কথা শ্রুনাচ্ছি, ক্ষমাও কবাচ্ছি। সাত্যকি, তোমাব কেশাগ্র থেকে নখাগ্র পর্যন্ত নিন্দনীয়, তথাপি আমার নিন্দা কবছ। সকলে বাবণ করলেও তুমি প্রাযোপবিস্তি ছিন্নবাহু ভূরিপ্রবার শিরশ্ছেদ করেচ্ছিলে। তাব চেযে পাপকর্ম আর কি হ'তে পারে? ধৃষ্টদ্যুম্নের তিরস্কার শ্রুনে সাত্যকি বললেন, আমি আর কিছু বলতে চাই না, তুমি বধের যোগ্য, তোমাকে বধ কবব।

সাত্যকি গদা নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবিত হলেন, তখন কৃষ্ণের ইঙ্গিতে



ভীমসেন সাত্যকিকে জড়িয়ে ধরে নিবস্ত কবলেন। সহদেব মিষ্টবাক্যে বললেন, নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি, অন্ধক বুষ্ণি ও পাণ্ডাল ভিন্ন আমাদের মিত্র নেই। আপনাবা, আমরা এবং ধৃষ্টদ্যুমন সকলেই পরস্পরের মিত্র, অতএব ক্ষমা কবুন। ধৃষ্টদ্যুমন সহাস্যে বললেন, ভীম, শিনির পৌত্রটাকে ছেড়ে দাও, আমি তীক্ষ্ণ শরের অঘাতে ওর ক্রোধ, যদুন্মেষ ইচ্ছা আব জীবন শেষ ক'বে দেব, ও মনে কবেছে আমি ছিন্নবাহু ভূবিপ্রবা।

সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুমন বুষ্ণের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন, তখন কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির অনেক চেষ্টায় তাঁদের শান্ত করলেন।

## ২২। অশ্বখামার নারায়ণাস্ত্র মোচন

(পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধান্ত)

প্রলয়কালে যমের ন্যায় অশ্বখামা পাণ্ডবসৈন্য সংহাব করিতে লাগলেন। তাঁর নারায়ণাস্ত্র থেকে সহস্র সহস্র দীপ্তমুখ সর্পের ন্যায় বাণ এবং লৌহগোলক শতঘণ্টা শব্দে গদা ও ক্ষুব্ধার চক্র নির্গত হ'ল, পাণ্ডবসৈন্য কণ্ঠবাশির ন্যায় দম্ব হতে লাগল। সৈন্যগণ জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাচ্ছে এবং অর্জুন উদাসীন হয়ে আছেন দেখে যুধিষ্ঠির বললেন, ধৃষ্টদ্যুমন, তুমি পাণ্ডাল সৈন্য নিয়ে পালাও, সাত্যকি, তুমি বুষ্ণি-অন্ধক সৈন্য নিয়ে গৃহে চলে যাও; ধর্ম্মাশ্রয়ী বাসুদেব খা কর্তব্য মনে করেন করবেন। আমি সকল সৈন্যকে বলছি—যুদ্ধ ক'বো না, আমি দ্রাতাদের সঙ্গে অগ্নিপ্রবেশ কবব। ভীষ্ম ও দ্রোণ রূপ দৃষ্টব সাগর পার হয়ে এখন আমরা অশ্বখামা রূপ গোপপদে নিমজ্জিত হব। আমি শত্ৰুভাষ্যক্ষী আচার্যকে নিপাতিত করিযেছি, অতএব অর্জুনের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। এই দ্রোণ যুদ্ধে অপটু বালক অভিমন্যুকে হত্যা করিয়েছেন; দ্রুতসভায় নিগৃহীত দ্রৌপদীর প্রশ্ন শুনে নীরব ছিলেন; পরিশ্রান্ত অর্জুনকে মাঝবাব জন্য দুর্যোধন যখন যুদ্ধে যান তখন ইনিই তাঁর দেহে অক্ষয় কবচ বেঁধে দিয়েছিলেন, ব্রহ্মাস্ত্র অনভিজ্ঞ পাণ্ডালগণকে ইনি ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে নিপাতিত করেছিলেন; কৌবল্যগণ যখন আমাদের নির্বাসিত করে তখন ইনি আমাদের যুদ্ধে কবতে দেন নি, আমাদের সঙ্গে বনেও যান নি। আমাদের সেই পরম সুহৃৎ দ্রোণাচার্য নিহত হয়েছেন, অতএব আমরাও সমাশ্ববে প্রাণত্যাগ করব।

কৃষ্ণ সম্বর এসে দুই হাত তুলে সৈন্যগণকে বললেন, তোমরা শীঘ্র অস্ত্রত্যাগ কর, বাহন থেকে নেমে পড়, নারায়ণাস্ত্র নিবারণের এই উপায়। ভীম বললেন, কেউ অস্ত্রত্যাগ ক'রো না, আমি শরাঘাতে অশ্বখামার অস্ত্র নিবারিত করব। এই বলে তিনি রথারোহণে অশ্বখামার দিকে ধাবিত হলেন। অশ্বখামাও হাস্যমুখে অভিভাষণ ক'রে অনলোদ্গারী বাণে ভীমকে আচ্ছন্ন করলেন।

পাণ্ডবসৈন্য অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে হস্তী অশ্ব ও বথ থেকে নেমে পড়ল, তখন অশ্বখামার নারায়ণাস্ত্র কেবল ভীমের দিকে ঝেতে লাগল। কৃষ্ণ ও অর্জুন সম্বর রথ থেকে নেমে ভীমেব কাছে গেলেন। কৃষ্ণ বললেন, পাণ্ডুপুত্র, এ কি করছেন? বাবণ করলেও যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হচ্ছেন না কেন? যদি আজ জয়ী হওয়া সম্ভবপব হ'ত তবে আমবা সকলেই যুদ্ধ কবতাম। শ্বেদন, পাণ্ডবপক্ষেব সকলেই বথ থেকে নেমেছেন। এই বলে কৃষ্ণ ও অর্জুন সবলে ভীমকে রথ থেকে নামালেন এবং তাঁর অস্ত্র কেড়ে নিলেন। ভীম ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন, নারায়ণাস্ত্রও নিবৃত্ত হ'ল।

হতাশিষ্ট পাণ্ডবসৈন্য আবার যুদ্ধে উদ্যত হয়েছে দেখে দুর্যোধন বললেন, অশ্বখামা, আবার অস্ত্র প্রয়োগ কব। অশ্বখামা বিষণ্ণ হয়ে বললেন, রাজা, এই নারায়ণাস্ত্র দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করলে প্রয়োগকারীকেই বধ করে। নিশ্চয় কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে এই অস্ত্র নিবারণের উপায় বলেছেন, নতুবা আজ সমস্ত শত্রু ধ্বংস হ'ত। তখন দুর্যোধনেব অনুরোধে অশ্বখামা অন্য অস্ত্র নিয়ে আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে পরাস্ত ক'রে মালববাজ সুদর্শন, পুরুবংশীয় বৃষ্ণকৃষ্ণ ও চৈদি দেশের যুবরাজকে বধ করলেন। তার পর তিনি অর্জুনের দিকে ভয়ংকর আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ ক'রে অশ্বখামার অস্ত্র ব্যর্থ ক'রে দিলেন।

এই সময়ে সিন্ধুজলদবর্গ সর্ববেদের আধার সাক্ষাৎ ধর্ম সন্দর্শ মহর্ষি ব্যাস আবির্ভূত হলেন। অশ্বখামা কাতর হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, আমার অস্ত্র মিথ্যা হ'ল কেন? কৃষ্ণাৰ্জুনের মায়ার না দৈব ঘটনায় এমন হ'ল? কৃষ্ণ ও অর্জুন মানুষ্য হয়ে আমার অস্ত্র থেকে কি ক'রে নিস্তার পেলেন?

ব্যাসদেব বললেন, স্বয়ং নারায়ণ মায়ার দ্বারা জগৎ মোহিত ক'রে কৃষ্ণরূপে বিচরণ করছেন। তাঁর তপস্যার ফলে তাঁরই তুল্য নর-ঋষি জন্মেছিলেন, অর্জুন সেই নরের অবতার। অশ্বখামা, তুমিও রুদ্রের অংশে জন্মেছ। কৃষ্ণ অর্জুন ও তোমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে, তোমরা বহু কর্ম যোগ ও তপস্যা করেছ,

যুগে যুগে কৃষ্ণার্জুন শিবলিঙ্গের পূজা করেছেন, তুমি শিবপ্রতিমার পূজা করোছ।  
কৃষ্ণ রত্নের ভক্ত এবং রত্ন হ'তেই তাঁর উৎপত্তি।

ব্যাসের বাক্য শ্রবণে অশ্বখামা রত্নকে নমস্কার করলেন এবং কেশবের  
প্রতি শ্রদ্ধাবান হলেন। তিনি রোমাঞ্চিতদেহে মহর্ষি ব্যাসকে অভিবাদন করে  
কৌববগণের নিকট ফিরে গেলেন। সে দিনের যুদ্ধ শেষ হ'ল।

### ২৩। মহাদেবের মাহাত্ম্য

ব্যাসদেবকে দেখে অর্জুন বললেন, মহামুনি, আমি যুদ্ধ করবাব সময়  
দেখেছি এক অগ্নিপ্রভ পদ্ব্যধ প্রদীপ্ত শূল নিয়ে আমার আগে আগে যাচ্ছন,  
এবং যে দিকে যাচ্ছন সেই দিকেই শত্রুরা পবাভূত হচ্ছে। তাঁর চরণ ভূমিস্পর্শ  
কবে না, তিনি শূলও নিক্ষেপ কবেন না, অথচ তাঁব শূল থেকে সহস্র সহস্র শূল  
নির্গত হয়। তাঁব প্রভাবেই শত্রু পবাভূত হয়, কিন্তু লোকে মনে করে আমিই  
পবাভূত কবেছি। এই শূলধারী সূর্যসমিভ পদ্ব্যধশ্রেষ্ঠ কে তা বলুন।

ব্যাস বললেন, অর্জুন, তুমি মহাদেবকে দেখেছ। তিনি প্রজাপতিগণের  
প্রধান, সর্বলোকেশ্বর, ঈশান, শিব, শংকর, ত্রিলোচন, রত্ন, হব, স্থানন্দ, শম্ভু,  
স্বয়ম্ভু, ভূতনাথ, বিশেষ্বর, পশুপতি, সর্ব, ধৃজিটি, বৃষধ্বজ, মহেশ্বর, পিনাকী,  
গ্রাম্বক। তাঁব বহু পারিষদ আছেন, তাঁদের নানা বৃপ—বামন, জটাধারী, মূণ্ডিত-  
মস্তক, মহাদর, মহাকাষ, মহাকর্ণ, বিকৃতমুখ, বিকৃতচরণ, বিকৃতকেশ। তিনিই  
যুদ্ধে তোমাব আগে আগে যান। তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও। পদ্ব্যকালে প্রজাপতি  
দক্ষ এক যজ্ঞ করেছিলেন, মহাদেবের ক্রোধে তা পণ্ড হয়। পরিশেষে দেবতারা  
তাকে প্রণিপাত করে তাঁব শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁব জন্য বিশিষ্ট যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট  
করে দিলেন। তখন মহাদেব প্রসন্ন হলেন। পদ্ব্যকালে কমলাক্ষ তারকাঙ্ক ও  
বিদ্যাম্বালী নামে তিন অসুর ব্রহ্মার নিকট বব পেয়ে নগরতুল্য বৃহৎ তিন বিমানে  
আকাশে ঘুরে বেড়াত। এই বিমানের একটি স্বর্ণময়, আর একটি রজতময়, আর  
একটি লৌহময়। এই ত্রিপদ্রাসদেব উপদ্রবে পীড়িত হয়ে দেবতারা মহাদেবের  
শরণাপন্ন হলেন। মহাদেব ত্রিশূলের আঘাতে সেই ত্রিপদ্র বিনষ্ট করলেন। সেই  
সময়ে ভগবতী উমা গুণশিখায়ুক্ত একটি বালককে কোলে নিয়ে দেবগণকে জিজ্ঞাসা  
করলেন, কে এই বালক? ইন্দ্র অসুয়াবশে বালকের উপর বজ্রপ্রহার করতে গেলেন,  
মহাদেব ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত করে দিলেন। তার পর পিতামহ ব্রহ্মা মহেশ্বরকে

শ্রেষ্ঠ জেনে বন্দনা করলেন, দেবতারাও বৃদ্ধ ও উমাকে প্রসন্ন কবলেন। তখন ইন্দ্রের বাহু পূর্ববৎ হ'ল। পাণ্ডুনন্দন, আমি সহস্র বৎসবেও মহাদেবের সমস্ত গুণ বর্ণনা করতে পারি না। বেদে এর শতরূদ্রিয স্তোত্র এবং অনন্তরূদ্র নামে উপাসনামন্ত আছে। জয়দ্রথবধের পূর্বে তুমি কৃষ্ণের প্রসাদে স্বপ্নযোগে এই মহাদেবকেই দেখেছিলে। কৌন্তেয়, যাও, যুদ্ধ কর, তোমার পবাজয় হবে না, মন্ত্রী ও রক্ষক রূপে স্বয়ং জনার্দন তোমার পার্শ্বে রয়েছেন।

## কর্ণপর্ব

### ১। কর্ণের সেনাপতিত্বে অভিষেক

দ্রোণপুত্র অশ্বখামা মনে কবোঁছিলেন যে নাৰায়ণাস্ত্র দ্বাৰা সমস্ত পাণ্ডববাহিনী ধ্বংস কৰবেন। তাঁৰ সে সংকল্প ব্যৰ্থ হ'ল। মধ্যাহ্নকালে দূৰ্বোধন যুদ্ধবিবৰ্তনৰ আদেশ দিয়ে নিজ শিবিৰে ফিৰে এলেন। তিনি কোমল আশ্ৰয়গ্ৰস্ত সূতৰশয়্যাৰ উপৰিষ্ট হয়ে স্বপক্ষীয় মহাধনুৰ্ধৰগণকে মধুৰবাক্যে অনুৰণ কৰে বললেন, হে বৰ্দ্ধমান বাজগণ, আপনাবা অৰিগণৰে নিজৰে নিজৰ মত বলাই, এ অবস্থায় আমাৰ কি কৰা উচিত।

দূৰ্বোধনেৰ কথা শুনে বাজাবা যুদ্ধসূচক নানাপ্ৰকাৰ ইঙ্গিত কৰলেন। অশ্বখামা বললেন, পণ্ডিতগণেৰ মতে কাৰ্যসিদ্ধিৰ উপায় এই চাৰিটি—কাৰ্যে অনুৰাগ, উদ্যোগ, দক্ষতা ও নীতি, কিন্তু সবই দৈবেৰ অধীন। আমাদেৰ পক্ষে যেসকল অনুৰক্ত উদ্যোগী দক্ষ ও নীতিজ্ঞ দেৱতুল্য মহাবীৰ ছিলেন তাঁৰা হত হয়েছেন; তথাপি আমাদেৰ হতাশ হওয়া উচিত নয়, কাৰণ উপযুক্ত নীতিৰ প্ৰয়োগে দৈবকেও অনুকূল কৰা যায়। আমাৰা কর্ণকে সেনাপতি কৰে শত্ৰুকুল মণ্ডিত কৰব। ইনি মহাবীৰ, অস্ত্ৰবিশাৰদ, যুদ্ধে দূৰ্ধৰ, এবং কৃতান্তেৰ ন্যায় অসহনীয়। ইনিই যুদ্ধে শত্ৰুজয় কৰবেন।

দূৰ্বোধন আশ্বস্ত ও প্ৰীত হয়ে কর্ণকে বললেন, মহাবীৰ, আমি তোমাৰ বীৰ্য এবং আমাৰ প্ৰতি সৌহাৰ্দ জানি। ভীষ্ম আৰু দ্রোণ মহাধনুৰ্ধৰ হ'লেও বৃষ্ণ এবং ধনঞ্জয়েৰ পক্ষপাতী ছিলেন, তোমাৰ কথাতেই আমি তাঁদেৰ সেনাপতিত্ব পদ দিয়েছিলাম। তাঁৰা নিহত হয়েছেন, এখন তোমাৰ তুল্য অন্য যোদ্ধা আমি দেখিছ না। তুমি জয়ী হৰে তাতে আমাৰ সন্দেহ নেই, অতএব তুমি আমাৰ সৈন্য-চালনাৰ ভাৰ নাও, নিজেই নিজেকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত কৰ। সূতপুত্ৰ, তুমি সম্মুখে থাকলে অজুন যুদ্ধ কৰতেই চাইবে না। কর্ণ বললেন, মহাবীৰ, আমি পুত্ৰসমেত পাণ্ডবগণ ও জনাৰ্দনকে জয় কৰব। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমাৰ সেনাপতি হব; ধৰ্মে নাও যে পাণ্ডবৰা পৰাজিত হয়েছ।

তাৰ পৰা দূৰ্বোধন ও অন্যান্য ৰাজাবা ক্ষৌৰবশ্ৰে আচ্ছাদিত তাম্ৰময় আসনে

কর্ণকে বসালেন, এবং জলপূর্ণ স্বর্ণময় ও মৃন্ময় কুম্ভ এবং মণিমন্ডিতাভূষিত গজদন্ত, গণ্ডারশৃঙ্গ ও মহাবৃষের শৃঙ্গে নির্মিত পাঠ দ্বারা শাস্ত্রাবধি অনুসারে আভিষিক্ত করলেন। বান্দীগণ ও ব্রাহ্মণগণ বললেন, রাধেয় কর্ণ, সূর্য যেমন উদিত হয়ে, অন্ধকার নষ্ট করেন, আপনি সেইরূপ পান্ডব ও পাণ্ডালগণকে ধ্বংস করুন। পেচক যেমন সূর্যের প্রথর রশ্মি সহিতে পাবে না, কৃষ্ণ ও পান্ডবরাও সেইরূপ আপনার শরবর্ষণ সহিতে পারবেন না। বজ্রধর ইন্দ্রের সম্মুখে দানবদের ন্যায় পান্ডব ও পাণ্ডালগণও আপনার সম্মুখে দাঁড়াতে পারবেন না।

## ২। অশ্বখামার পরাজয়

(ষোড়শ দিনের যুদ্ধ)

পবদিন সূর্যোদয় হ'লে কর্ণ যুদ্ধসজ্জাব আদেশ দিলেন। তখন হস্তী অশ্ব ও বর্মাবৃত রথ সকল প্রস্তুত হ'ল, যোদ্ধারা পরস্পরকে ডাকতে লাগলেন। কর্ণ শঙ্খধ্বনি করতে করতে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তাঁর রথ শ্বেতপতাকায় ভূষিত এবং বহু ধনু তুণীব গদা শতঘণ্টা শক্তি শূল তোমর প্রভৃতি অস্ত্র সমান্বিত। রথধ্বজের উপর লাঞ্ছনাস্বরূপ গজবান্ধনবস্কু ছিল। বলাকাবর্ণ চাব অশ্ব সেই রথ বহন করে নিয়ে চলল। কর্ণ মকববাহু রচনা করে স্বয়ং তার মুখে রইলেন এবং শকুনি, তৎপত্র উল্লুক, অশ্বখামা, দুর্যোধনাদি, নারায়ণী সেনা সহ কৃতবর্মা, ত্রিগর্ত ও দাক্ষিণাত্য সৈন্য সহ কৃপাচার্য, মদ্রদেশীয় বৃহৎ সৈন্য সহ শল্য, সহস্র রথ ও তিন শত হস্তী সহ সুর্যেণ, এবং বিশাল বাহিনী সহ রাজা চিত্র ও তাঁর ভ্রাতা চিত্রসেন সেই বৃহৎ বিভিন্ন অংশ রক্ষা করতে লাগলেন।

কর্ণকে সৈন্যে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, মহাবাহু, কৌরববাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীরগণ হত হয়েছেন, কেবল নিকৃষ্ট যোদ্ধারা অবশিষ্ট আছেন। সূতপত্র কর্ণই ও পক্ষের একমাত্র মহাধনুর্ধর, তাঁকে বধ করে তুমি বিজয়ী হও। যে শল্য ম্বাদশ বৎসর আমার হৃদয়ে বিশ্ব আছে তা কর্ণ নিহত হ'লে উদ্ধৃত হবে, এই বৃক্কে তুমি ইচ্ছামত বৃহৎ রচনা কর। তখন অর্জুন অর্ষচন্দ্রবাহু রচনা করলেন, তাঁর বাম পার্শ্বে ভীমসেন, দক্ষিণে ধৃষ্টদ্যুম্ন, এবং মধ্যদেশে যুধিষ্ঠির ও তাঁর পশ্চাতে অর্জুন নকুল সহদেব রইলেন। দ্রুই পাণ্ডালবীর যুধামন্যু ও উত্তমোজ্জা এবং অন্যান্য যোদ্ধারা বৃহৎ উপযুক্ত স্থানে অবস্থান করলেন।

দুই পক্ষে শত্ৰু ভেরী পণব প্রভৃতি রণবাদ্য বেজে উঠল, জয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। অশ্বের হুঁষা, হস্তীর বৃহত্তরদ্বনি, এবং রথচক্রের ঘর্ষর শব্দে সর্ব দিক নিনাদিত হ'ল। গজাবোহী ভীমসেন ও কুল্লত দেশের রাজা ক্ষেমধর্তি সৈন্যে পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ক্ষেমধর্তি ভীমের গদাহাতে নিহত হলেন। কর্ণের সঙ্গে নকুল, অশ্বখামার সঙ্গে ভীম, কেকযদেশীয় বিন্দ অনুবিন্দেব সঙ্গে সাত্যকি, অর্জুনপুত্র শ্রুতকর্মার সঙ্গে অভিসাববাজ চিত্রসেন, যুধিষ্ঠিরপুত্র প্রতিবিন্দ্যের সঙ্গে চিত্র, দুর্যোধনের সঙ্গে যুধিষ্ঠির, সংশতকর্ণের সঙ্গে অর্জুন, কৃপাচার্যের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যাম্ন, কৃতবর্মার সঙ্গে শিখণ্ডী, শল্যেব সঙ্গে সহদেবপুত্র শ্রুতসেন, এবং দ্রুপদাশনের সঙ্গে সহদেব ঘোব যুদ্ধ কবতে লাগলেন।

সাত্যকির শরাঘাতে অনুবিন্দ এবং অসির আঘাতে বিন্দ নিহত হলেন। শ্রুতকর্মা ভল্লের আঘাতে চিত্রসেনেব মস্তক ছেদন কবলেন। প্রতিবিন্দ্যের তোমবের আঘাতে চিত্র নিহত হলেন। ভীমেব প্রচণ্ড বল এবং অশ্বখামাব আশ্চর্য অস্ত্রশিক্ষা দেখে আকাশচারী সিংহ চাবণ মহর্ষি ও দেবগণ সাধু সাধু বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বখামা ও ভীম পরস্পরেব শরাঘাতে অচেতন হয়ে নিজ নিজ রথের মধ্যে পড়ে গেলেন, তাঁদের সারথিবা বথ সর্কিয়ে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পবে অশ্বখামা পুনর্বীর রণভূমিতে এসে অর্জুনকে যুদ্ধ আহ্বান করলেন। অর্জুন তখন সংশতকদের সঙ্গে যুদ্ধ কবছিলেন। কৃষ্ণ অশ্বখামার কাছে রথ নিয়ে গিয়ে বললেন, অশ্বখামা, আপনি স্থিৰ হয়ে অস্ত্রপ্রহার করুন এবং অর্জুনেব প্রহার সহ্য কবুন, উপজীবীদের ভূর্ত্বপণ্ড শোধ করবার এই সময় (১)। ব্রাহ্মণদের বাদানুবাদ সূক্ষ্ম, কিন্তু ক্ষত্রিয়েব জয়পরাজয় স্থূল অস্ত্রে সাধিত হয়। আপনি মোহবশে অর্জুনের কাছে যে সংকাব চেয়েছেন তা পাবার জন্য স্থিৰ হয়ে যুদ্ধ করুন। 'তাই হবে' — এই বলে অশ্বখামা অনেক-গুণি নারাচ নিক্ষেপ ক'বে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিন্দ করলেন। অর্জুনও তাঁর গাণ্ডীব ধনু থেকে নিরন্তর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কলিঙ্গ বণ্ণ অঙ্গ ও নিষাদ বীরগণ ঐরাবততুলা হস্তীর দল নিয়ে অর্জুনের প্রতি ধাবিত হলেন, কিন্তু বিধ্বস্ত হয়ে পলায়ন করলেন।

অশ্বখামার লৌহময় বাণের আঘাতে কৃষ্ণ ও অর্জুন রক্তাক্ত হলেন, লোকে

(১) অর্থাৎ যুদ্ধ ক'রে আপনার অমদাতা কৌরবদের ঋণ শোধ করুন।

মনে করলে তাঁরা নিহত হয়েছেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুমি অসাবধান হয়ে আছ কেন, অশ্বখামাকে বধ কব। প্রতিবার না কবলে বার্যদ্বয় যেমন কষ্টকর হয়, অশ্বখামাকে উপেক্ষা কবা সেইরূপ বিপজ্জনক হবে। তখন অর্জুন সাবধানে শবক্ষিপণ কবে অশ্বখামার চন্দনচর্চিত দুই বাহু বক্ষ মস্তক ও উরুদ্বয় বিম্ব কবলেন। অশ্বখামার বথের অশ্বসকল আহত হয়ে বথ নিয়ে সরেগে দূরে চলে গেল। অর্জুনের শবাঘাতে অভিভূত ও নিবৃত্তসাহ হয়ে অশ্বখামা আর যুদ্ধ কবতে ইচ্ছা কবলেন না, কৃষ্ণার্জুনের জয় হয়েছে দেখে কর্ণের সৈন্যমাধ্যে প্রবেশ কবলেন।

### ৩। দন্ডধার-দন্ড-বধ — রণভূমির ভীষণতা

(ষোড়শ দিনের আরও যুদ্ধ)

মগধরাজ দন্ডধার পাণ্ডবসেনার উত্তর দিকে রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতি বিনষ্ট করছিলেন। আতর্নাদ শুনে কৃষ্ণ বথ ফিবিষে নিয়ে অর্জুনকে বললেন, বাজা দন্ডধার অস্ত্রবিদ্যায় ও পবারুমে ভগদত্তের চেয়ে নিকৃষ্ট নন, তাঁর হস্তীও বিপক্ষসেনা মর্দন কবে। অতএব তুমি আগে তাঁকে বধ কবে তার পব সংশতকদের সঙ্গে যুদ্ধ কবো। এই বলে কৃষ্ণ অর্জুনের বথ দন্ডধারের কাছে নিয়ে গেলেন। দন্ডধার তখন শবাঘাতে পাণ্ডবসৈন্য সংহার কবছিলেন, তাঁর হস্তীও চবণ ও শৃঙ্গের প্রহাবে বথ অশ্ব গজ ও সৈন্য মর্দন কবছিল। অর্জুন ক্ষুব্ধ হইয়া তিন বাণে দন্ডধারের বাহুদ্বয় ও মস্তক ছেদন কবলেন এবং হস্তী ও হস্তিচালককেও নিপাতিত করলেন। মগধবাজকে নিহত দেখে তাঁর ভ্রাতা দন্ড হস্তিপৃষ্ঠে এসে কৃষ্ণার্জুনকে আক্রমণ কবলেন, কিন্তু তিনিও অর্জুনের অর্ধচন্দ্র বাণে ছিন্নবাহু ছিন্নমুণ্ড হলেন। তার পব অর্জুন ফিরে গিয়ে পুনর্বার সংশতকদের বধ কবতে লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুমি খেলা কবছ কেন, সংশতকদের বিনষ্ট কবে কর্ণবধে সুর্যাস্ত হও।

অর্জুন অবশিষ্ট সংশতকগণকে বধ কবলেন (১)। শবক্ষিপণে অর্জুনের ক্ষিপ্ততা দেখে গোবিন্দ বললেন, আশ্চর্য! তার পব তিনি রথের শ্বেতবর্ণ চার অশ্ব চালিত করলেন। হংস যেমন সরোবরে যায় সেইরূপ অশ্বগণ্ডাল শত্রুসৈন্যমাধ্যে প্রবেশ করলে। সংগ্রামভূমি দেখতে দেখতে কৃষ্ণ বললেন, পার্থ, দুর্যোধনের জন্যই

(১) কিন্তু এব পবেও সংশতকরা যুদ্ধ কবেছে।



পৃথিবীর রাজাদের এই ভীষণ ক্ষয় হচ্ছে। দেখ, চতুর্দিকে স্বর্ণভূষিত ধনুর্বাণ তোমর প্রাস চর্ম প্রভৃতি বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে, জ্যাভিলাষী অস্ত্রধারী যোদ্ধারা প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু তাদের জীবিতের ন্যায় দেখাচ্ছে। বীৰগণের কুণ্ডলভূষিত চন্দ্রবদন এবং শ্মশ্রুশিখিত মৃদুশব্দে যুদ্ধস্থল আবৃত হয়েছে, ভূমিতে শোণিতের কদম্ব রয়েছে, চারিদিকে জীবিত মানুষ কাতর শব্দ করছে। আত্মবীণা অস্ত্র ভ্যাগ ক'বে সবোদনে জলসেক ক'বে আহতদের পরিচর্যা ক'বে। কেউ কেউ মৃত বীরগণকে আচ্ছাদিত ক'বে আবার যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, কেউ কেউ অচেতন প্রিয় বন্ধুকে আলিঙ্গন ব'বছে। অর্জুন, তুমি এই মহাযুদ্ধে যে বর্ম ক'বেছ তা তোমাবই অথবা দেববাজেবই যোগ্য।

## ৪। পান্ড্যরাজবধ — দ্রুপদাশাসনের পরাজয়

(ষোড়শ দিনের আবণ্ড যুদ্ধ)

লোকবিশ্রুত বীরশ্রেষ্ঠ পান্ড্যরাজ পান্ডবপক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। ইনি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অর্জুন কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণকে নিজের স্নানকক্ষ মনে ক'বতেন না, ভীষ্ম-দ্রোণের সঙ্গে নিজের তুলনা সইতে প'বতেন না। এই মহাবীরবান সর্বাস্ত্র-বিশাবদ পান্ড্য পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় বর্ণের সৈন্য বধ করছিলেন। অশ্বখামা তাঁর কাছে গিয়ে মিস্ট্রবাক্যে সহাস্যে যুদ্ধে আহ্বান ক'বলেন। দ্রুপদে তুমুল যুদ্ধ হ'ল। আট গবদুতে টানে এমন আটখানা গাড়িতে যত অস্ত্র ধবে, অশ্বখামা তা চার দণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ ক'বলেন। দ্রোণপুত্রের সেই বাণবর্ষণ বায়বাস্ত্রে অপসারিত ক'বে পান্ড্যরাজ আনন্দে গর্জন করতে লাগলেন। অশ্বখামা পান্ড্যের রথ অশ্ব সার্বাধি এবং সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট ক'বলেন, কিন্তু শত্রুকে আয়ত্তিতে পেতেও বধ ক'বলেন না। এই সময়ে একটি চালকহীন সদৃশজিত বলশালী হস্তী সবেগে পান্ড্যরাজের কাছে এসে পড়ল। সিংহ যেমন পর্বতশৃঙ্গে ওঠে, গজযুদ্ধপটু পান্ড্য সেইবদ প সেই মহাগজের পৃষ্ঠে চড়ে বসলেন এবং সিংহনাদ ক'বে অশ্বখামার প্রতি একটি তোমর নিক্ষেপ ক'বলেন। তোমরের আঘাতে অশ্বখামার মণিমুগ্ধভূষিত কিরীট বিদীর্ণ হয়ে ভূপাতিত হ'ল। তখন অশ্বখামা পদাহত সপের ন্যায় কুন্ড হয়ে শরাঘাতে হস্তীব পদ ও শৃঙ্গ এবং পান্ড্যরাজের বাহু ও মস্তক ছেদন করলেন, পান্ড্যের ছয় অন্তরকেও বধ করলেন।

পান্ড্যরাজ নিহত হ'লে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, আমি যুদ্ধার্থিতর ও অন্যান্য পান্ডবদের দেখছি না, ওদিকে কর্ণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন, অশ্বখামাও সজ্জগণকে বধ করছেন এবং আমাদের হস্তী অশ্ব রথ পদাতি মর্দন করছেন। অর্জুন বললেন, হৃষীকেশ, শীঘ্র বধ চালাও।

কৌরব ও পান্ডবগণ যুদ্ধে মিলিত হলেন। প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য অঙ্গ বঙ্গ পদ্ম মগধ তাম্রলিপ্ত মেকল কোশল মদ্র দশার্ণ নিষধ ও কলিঙ্গ দেশের গজযুদ্ধ-বিশাবদ যোদ্ধারা পাণ্ডালসৈন্যের উপর অস্ত্রবর্ষণ করতে লাগলেন। সাত্যাকি নাবাচেব আঘাতে বঙ্গবাজকে হস্তী থেকে নিপাতিত কবলেন। নকুল অর্ধচন্দ্র বাণে অঙ্গরাজপুত্রের মস্তক ছেদন কবলেন। পান্ডবগণের বাণবর্ষণে বিপক্ষেব বহু হস্তী নিহত হ'ল। সহদেবের শরাঘাতে দ্রুপদাশন জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে গেলেন তাঁব সারথি অত্যন্ত ভীত হয়ে রথ নিয়ে পালিয়ে গেল।

#### ৫। কর্ণের হস্তে নকুলের পরাজয় — যুদ্ধান্তে প্রভৃতির যুদ্ধ

(ষোড়শ দিনেব আরও যুদ্ধ)

নকুল কৌরবসেনা মখন কবছেন দেখে কর্ণ যুদ্ধ হয়ে বাধা দিতে এলেন। নকুল সহাস্যে তাঁকে বললেন, বহুদিন পরে দেবতাবা আমার উপর সদয় হয়েছেন, তুমি আমার সমক্ষে এসেছ। পাপী, তুমিই সমস্ত অনর্থ শত্রুতা ও কলহের মূল, আজ তোমাকে সমরে বধ করে কৃতার্থ ও বিগতজন্ম হব। কর্ণ বললেন, ওহে বীর, আগে তোমার পৌরুষ দেখাও তার পর গর্ব কবো। বৎস, বীরগণ কিছু না বলেই যথাসক্তি যুদ্ধ করেন, তুমিও তাই কব, আমি তোমাব দর্প চূর্ণ কবব। তাব পর নকুল ও কর্ণ পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। দুই পক্ষের সৈন্য শরাঘাতে নিপীড়িত হয়ে দূরে সরে গিয়ে দর্শকের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল। কর্ণের বাণে সমস্ত আকাশ মেঘাবৃতের ন্যায় ছায়াময় হ'ল। কর্ণ নকুলের চার অশ্ব, রথ পতাকা গদা খড়্গ চর্ম প্রভৃতি বিনষ্ট করলেন, নকুল রথ থেকে নেমে একটা পরিষ নিয়ে দাঁড়ালেন। কর্ণের শরাঘাতে সেই পরিষও নষ্ট হ'ল, তখন নকুল ব্যাকুল হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ বেগে পিছনে গিয়ে তাঁর জ্যা সমেত বৃহৎ ধনু নকুলের গলায় লাগিয়ে সহাস্যে বললেন, তুমি যে মিথ্যা বাক্য বলেছিলে, এখন বার বার আহত হবার পর আবার তা বল দেখি! বৎস, তুমি বলবান কৌরবদের

সঙ্গে যুদ্ধ করো না, নিজের সমান যোদ্ধাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করো; আমার কাছে পরাজয়ের জন্য লজ্জিত হয়ো না। মাদ্রীপুত্র, এখন গৃহে যাও অথবা কৃষ্ণার্জুনের কাছে যাও। বীৰ ও ধৰ্ম্মজ্ঞ কর্ণ নকুলকে বধ করতে পারতেন, কিন্তু কুন্তীর অনুরোধ শ্রবণ ক'বে মদ্রি দিলেন। দ্রুপদসন্তান নকুল কলসে বদ্ধ সপের্ত ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে তাঁর রথে উঠলেন। কর্ণ তখন পাণ্ডালসৈন্যদের দিকে গেলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর পাণ্ডালসৈন্য বিধ্বস্ত হ'ল, হতাবশিষ্ট পাণ্ডালবীরগণ বেগে পালাতে লাগলেন, কর্ণও তাঁদের পিছনে ধাবিত হলেন।

বৈশ্যগর্ভজাত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুয়ুৎসু পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন (১)। তিনি দুর্যোধনের বিশাল বাহিনী মথন কবছেন দেখে শকুনিপুত্র উল্লুক তাঁকে আক্রমণ করলেন। যুয়ুৎসু অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হ'ল, তিনি অন্য রথে উঠলেন। বিজয়ী উল্লুক তখন পাণ্ডাল ও সঞ্জয়গণকে বধ করতে গেলেন।

দুর্যোধনভ্রাতা শ্রুতকর্মা নকুলপুত্র শতানীকেব অশ্ব রথ ও সারথি বিনষ্ট করলেন, শতানীক ভগ্ন বথে থেকেই একটি গদা নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে শ্রুতকর্মাও অশ্ব বধ সারথি বিনষ্ট হ'ল। তখন বথহীন দুই বীৰ পবনপরকে দেখতে দেখতে রণভূমি থেকে চ'লে গেলেন।

ভীমের পুত্র সদাসোম শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। শকুনির শরাঘাতে সদাসোমের অশ্ব সারথি রথ ও ধন প্রভৃতি নষ্ট হ'ল, সদাসোম তখন ভূমিতে নেমে যমদণ্ডতুল্য খড়্গ ঘোরাতে লাগলেন। তিনি চতুর্দশ প্রকার মণ্ডলাকারে বেগে বিচরণ ক'বে দ্রান্ত উদ্ভ্রান্ত আবিম্ব আপন্নত বিপ্লবিত স্তম্ভ সন্মুখ সমুদীর্ণ প্রভৃতি গতি দেখালেন। শকুনি তীক্ষ্ণ ক্ষুব্ধপ্রব আঘাতে সদাসোমের খড়্গ স্খিণ্ড করলেন, সদাসোম তাঁর হস্তধৃত খড়্গাংশ নিক্ষেপ করে শকুনির ধন ছেদন করলেন। তার পর শকুনি অন্য ধন নিয়ে পাণ্ডবসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হলেন।

কৃপাচার্যের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ হচ্ছিল। কৃপের শরাঘাতে আহত ও অবসন্ন হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের কাছে চ'লে গেলেন, তখন কৃপ শিখণ্ডীকে আক্রমণ করলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর শিখণ্ডী শরাঘাতে মর্দিত হলেন, তাঁর সারথি রণভূমি থেকে সত্তর রথ সরিয়ে নিয়ে গেল।

## ৬। পান্ডবগণের জয়

(ষোড়শ দিনের যুদ্ধান্ত)

কৌরবসৈন্যের সঙ্গে ত্রিগর্ত শিবি শাল্ব সংশ্লিষ্ট ও নাবাষণ সৈন্যগণ, এবং ভ্রাতা ও পুত্রগণে বেষ্টিত হয়ে ত্রিগর্তবাজ স্দুশর্মা অর্জুনের অভিমুখে চললেন। পুত্রগণ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হয় সেইবদ পুত্রসহস্র যোদ্ধা অর্জুনের বাণে বিনষ্ট হলেন, তথাপি তাঁরা সবে গেলেন না। রাজা শত্রুঞ্জয় এবং স্দুশর্মার ভ্রাতা সৌশ্রুতি নিহত হলেন। স্দুশর্মার আব এক ভ্রাতা সত্যসেন তোমরের আঘাতে কৃষ্ণের বাম বাহু বিদ্ধ করলেন, কৃষ্ণ হাত থেকে কশা ও বশ্মি পড়ে গেল। অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শানিত ভল্লের আঘাতে সত্যসেনের মস্তক ছেদন এবং শরবাঘাতে তাঁর ভ্রাতা চিত্রসেনকে বধ কবলেন। তার পব অর্জুন ইন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ কবলেন, তা থেকে বহু সহস্র বাণ নির্গত হয়ে শত্রুবাহিনী ধ্বংস কবতে লাগল। কৌরবপক্ষীয় প্রায় সকল সৈন্য যুদ্ধে বিমুগ্ধ হয়ে পালিয়ে গেল।

বণভূমির অন্য দিকে যুদ্ধিষ্ঠির ও দুর্যোধন পবস্পরের প্রতি বাণবর্ষণ করছিলেন। যুদ্ধিষ্ঠির দুর্যোধনের চাব অশ্ব ও সারথি বধ কবে তাঁর বথধ্বজ ধনু ও খড়্গ ভূপাতিত কবলেন। দুর্যোধন বিপন্ন হয়ে বথ থেকে লাফিয়ে নামলেন, তখন কর্ণ অশ্বখামা কৃপ প্রভৃতি তাঁকে বক্ষা কবতে এলেন, পান্ডবগণও যুদ্ধিষ্ঠিরের কাছে এসে তাঁকে বেষ্টিত কবলেন। দুই পক্ষে ভয়ংকর যুদ্ধ হতে লাগল, বণভূমিতে শতসহস্র কবন্ধ উঠিত হ'ল। কর্ণ পাণ্ডালগণকে, ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত-গণকে, এবং ভীমসেন কুবুসৈন্য ও সমস্ত হস্তিসৈন্য বধ কবতে লাগলেন। দুর্যোধন পুনর্বীর যুদ্ধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধে বত হলেন এবং দুজনে বৃষের ন্যায় গর্জন কবে পবস্পরকে শবাঘাতে ক্ষতিবিক্ষত কবলেন। অবশেষে কলহের অন্ত করবার জন্য দুর্যোধন গদাহস্তে ধাবিত হলেন, যুদ্ধিষ্ঠির প্রজ্জ্বলিত উল্কাব ন্যায় দীপ্যমান একটি বৃহৎ শক্তি অস্ত্র দুর্যোধনের প্রতি নিক্ষেপ কবলেন। সেই অস্ত্রে দুর্যোধনের মর্মস্থান বিদ্ধ হ'ল, তিনি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে গেলেন। ভীম নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ কবে বললেন, মহাবাজ, দুর্যোধন আপনাব বধ্য নয়। তখন যুদ্ধিষ্ঠির যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন।

কর্ণের সঙ্গে সাত্যকির যুদ্ধ হ'চ্ছিল। সাযংকালে কৃষ্ণাৰ্জুন যথাবিধি আত্মকৃত্য ও শিবপূজা কবে কৌরবসৈন্যের দিকে এলেন। তখন দুর্যোধন

অশ্বখামা কৃতবর্মা কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে অর্জুন সাতারিক ও অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের ঘোষ যুদ্ধ হ'তে লাগল। অর্জুনের বাণবর্ষণে কোঁববসৈন্য বিধ্বস্ত হ'ল। কিছুকাল পরে সূর্য অস্তাচলে গেলেন, অন্ধকার ও ধূলিতে সমস্তই দৃষ্টির অগোচর হ'ল। বাহিষদ্যুধেব ভয়ে কোঁববযোদ্ধগণ তাঁদের সেনা অপসারিত কবলেন, বিজয়ী পাণ্ডবগণ হুস্টমনে শিবিরে ফিরে গেলেন। তা'র পর বৃদ্ধের ক্রীড়াভূমিতুলা সেই ঘোর রণস্থলে বাক্ষস পিশাচ ও শ্বাপদগণ দলে দলে আসতে লাগল।

#### ৭। কর্ণ-দুর্যোধন-শল্য-সংবাদ

শত্রুর হস্তে পবাজিত প্রহৃত ও বিধ্বস্ত হয়ে কোঁববগণ ভগ্নদন্ত হতবিস পদাহত সর্পেব ন্যায় শিবিরে ফিরে এসে মন্ত্রণা কবতে লাগলেন। কর্ণ হাতে হাত ঘষে দুর্যোধনকে বললেন, মহাবাজ, অর্জুন দৃঢ় দক্ষ ও দৈর্ঘ্যশালী, আবার কৃষ্ণ তাকে কালোপযোগী মন্ত্রণা দিখে থাকেন। আজ সে অতর্কিতে অশ্বপ্রয়োগ ক'বে আমাদের বশিত কবেছে, কিন্তু কাল আমি তা'র সকল সংকল্প নষ্ট কবব।

পর্বদিন প্রভাতকালে কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, দ্রাজ আমি হয় অর্জুনকে বধ কবব নতুবা তা'র হাতেই নিহত হব। আমি আ'ব অর্জুন এপর্যন্ত নানা দিকে ব্যাপ্ত হিলাম, সেজন্য আমাদে'ব যুদ্ধে মিলনই হয় নি। আমাদে'ব পক্ষে'ব প্রধান বীরগণ হত হয়েছেন, ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত্রও আ'ব আমা'ব নেই; তথাপি অস্টাবদ্যায় শৌর্ষে ও জ্ঞানে সব্যসাচী আমা'ব সমকক্ষ নয়। যে ধনু'ব দ্বা'বা ইন্দ্র দৈত্যগণকে জয় কবেছিলেন, ইন্দ্র যে ধনু' পবশ্দুবামকে দিখেছিলেন, যা'ব দ্বা'রা পবশ্দুবাম একুশ বার পৃথিবী জয় করেছিলেন, যা' পবশ্দুবাম আমাকে দান কবেছেন, বিজয়-নামক সেই ভয়ংকর দিব্য ধনু' গান্ডীব ধনু' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সেই ধনু'ব দ্বা'বা আমি যুদ্ধে অর্জুনকে বধ কবব। কিন্তু যে যে বিষয়ে আমি অর্জুনে'ব তুলনা'য় হীন তাও আমা'ব অবশ্য বলা উচিত। অর্জুনে'ব ধনু'তে দিব্য জ্যা আছে, তা'ব দৃ'ই অক্ষয় তৃণীব আছে, আ'বাব গোবিন্দ তার সারথি ও রক্ষক। তা'ব অগ্নিদত্ত দিব্য অচ্ছেদ্য রথ আছে, তা'ব অশ্বসকল মনে'ব ন্যায় দ্রুতগামী, এ'বং বণধনু'জের উপ'ব যে বান'ব আছে তাও ভয়ংকর। এইসকল বিষয়ে আমি অর্জুন অপেক্ষা হীন, তথাপি তা'ব সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছা ক'বি। শল্য কৃষ্ণের সমান, তিনি যদি আমা'র সা'রথি হন তবে নিশ্চয় তোমা'ব বিজয়লাভ হবে। আরও, বহু শকট আমা'ব

বাণ ও নারাচ বহন ক'বে চলুক, উত্তম অশ্বযুক্ত বহু রথ আমার পশ্চাতে থাকুক। শল্যের সমান অশ্বতত্ত্বজ্ঞ কেউ নেই, তিনি আমার সারথি হ'লে ইন্দ্রাদি দেবগণও আমার সম্মুখীন হ'তে পারবেন না।

দুর্যোধন বললেন, কর্ণ, তুমি যা চাও তা সমস্তই হবে। তার পর দুর্যোধন শল্যের কাছে গিয়ে সর্বিনয়ে বললেন, মদ্রবাজ, কর্ণ আপনাকে সারথি রূপে বরণ করতে চান। আমি মস্তক অবনত ক'বে প্রার্থনা করছি, ব্রহ্মা যেমন সারথি হয়ে মহাদেবকে রক্ষা করেছিলেন, কৃষ্ণ যেমন সর্ব বিপদ থেকে অর্জুনকে রক্ষা করছেন, আপনিও সেইরূপ কর্ণকে রক্ষা কবন। পাণ্ডবরা ছল ক'রে মহাধনুর্ধর বৃদ্ধ ভীষ্ম ও দ্রোণকে হত্যা করেছে, আমাদের বহু যোদ্ধা যথাশক্তি যুদ্ধ ক'রে স্বর্গে গৈছেন। পাণ্ডবরা বলবান স্থিরচিত্ত ও যথাথবিক্রমশালী, আমাদের অবশিষ্ট সৈন্য যাতে তারা নষ্ট না করে আপনি তা কবন। আমাদের সেনার প্রধান বীরগণ নিহত হয়েছেন, কেবল আমার হিতৈষী মহাবল কর্ণ আছেন এবং সর্বলোকমহাবথ আপনি আছেন। মহারাজ শল্য, জয়লাভ সম্বন্ধে কর্ণের উপর আমার বিপুল আশা আছে, কিন্তু আপনি ভিন্ন আর কেউ তাঁর সারথি হ'তে পারেন না। অতএব, কৃষ্ণ যেমন অর্জুনের, আপনি সেইরূপ কর্ণের সারথি হ'ন। অরুণের সঙ্গে সূর্য যেমন অন্ধকর বিনষ্ট করেন সেইরূপ আপনি কর্ণের সহিত মিলিত হয়ে অর্জুনকে বিনষ্ট কবন।

কুল ঐশ্বর্য শাস্ত্রজ্ঞান ও বলের জন্য শল্যের গর্ব ছিল। তিনি দুর্যোধনের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে প্রকৃতি ক'রে হাত নেড়ে বললেন, মহারাজ, এমন কর্মে তুমি আমাকে নিযুক্ত কবতে পার না, উচ্চ জাতি নীচ জাতির দাসত্ব করে না। আমি উচ্চবংশীয়, মিত্ররূপে তোমার কাছে এসেছি; তুমি যদি আমাকে কর্ণের বশবর্তী কর তবে নীচকে উচ্চ কবা হবে। ক্ষত্রিয় কখনও সূতজাতির আজ্ঞাবহ হ'তে পারে না; আমি রাজর্ষিকুলজাত, মূর্খাভিষিক্ত (১), মহারথ ব'লে খ্যাত, বিন্দগণ আমার স্তুতি করে। আমি সূতপুত্রের সারথ্য করতে পারি না। দুর্যোধন, তুমি আমার অপমান করছ, কর্ণকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করছ। কর্ণ আমার ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। আমি সামান্য লোক নই, তোমার পক্ষে যোগ দিতে আমি স্বয়ং আসি নি, অপমানিত হয়ে আমি যুদ্ধ করতে পারি না। গান্ধারীর

---

(১) মাথায় জল দিবে বাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। আর এক অর্থ—  
ব্রাহ্মণ পিতা ও ক্ষত্রিয়া মাতার পুত্র।

পুত্র, অনুমতি দাও আমি গৃহে ফিরে যাই। এই কথা বলে শল্য রাজাদের মধ্য থেকে উঠে গমনে উদাত হলেন।

তখন দুর্যোধন সসম্মানে শল্যকে ধরে সিবিনয়ে মিষ্টবাক্যে বললেন, মদ্রেস্বর শল্য, আপনি যা বললেন তা যথার্থ, কিন্তু আমাব অভিপ্রায় শুনুন। কর্ণ বা অন্য কোনও বাজা আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন, কৃষ্ণও আপনার বিক্রম সহিতে পারবেন না। আপনি যুদ্ধে শত্রুদের শল্যস্বরূপ, সেজন্যই আপনার নাম শল্য। রাধেয় কর্ণ বা আমি আপনার অপেক্ষা বীর্যবান নই, তথাপি আপনাকে যুদ্ধে সারাথি রূপে বরণ করছি; কাবণ, আমি কর্ণকে অর্জুন অপেক্ষা অধিক মনে করি এবং লোকে আপনাকে বাসুদেব অপেক্ষা অধিক মনে করে। কৃষ্ণ যেরূপ অশ্বহৃদয় জানেন, আপনি তার ম্বিগুণ জানেন।

শল্য বললেন, বীর দুর্যোধন, তুমি এই সৈন্যমাধ্যে আমাকে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলছ সেজন্য আমি প্রীত হয়েছি। যশস্বী কর্ণ যখন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন আমি তাঁর সারথ্য করব, কিন্তু এই নিয়ম থাকবে যে আমি তাঁকে যা ইচ্ছা হয় তাই বলব (১)।

দুর্যোধন ও কর্ণ শল্যের কথা মেনে নিয়ে বুললেন, তাই হবে।

#### ৮। ত্রিপদুরসংহার ও পরশুরামের কথা

দুর্যোধন বললেন, মদ্রবাজ, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতাকে দেবাসুদুর-যুদ্ধের যে ইতিহাস বলেছিলেন তা শুনুন। দৈত্যগণ দেবগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হ'লে তারকাসুরের তিন পুত্র তাবাক্ষ কমলাক্ষ ও বিদ্যাসুন্দারী কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করলে। ব্রহ্মা বর দিতে এলে তিন ভ্রাতা এই বর চাইলে, তারা যেন সর্বভূতের অবধ্য হয়। ব্রহ্মা বললেন, সকলেই অমরত্ব পেতে পারে না, তোমরা অন্য বর চাও। তখন তারকের পুত্রেরা বহু বার মন্ত্রণা ক'বে বললে, প্রপিতামহ, আমরা তিনটি কামগামী নগরে বাস করতে ইচ্ছা করি যেখানে সর্বপ্রকার অভীষ্ট বস্তু থাকবে, দেব দানব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি যা বিনষ্ট করতে পারবে না, এবং আভিচারিক ক্রিয়া, অস্ত্রশাস্ত্র বা ব্রহ্মশাপেও যার হানি হবে না। আমরা এই তিন পুরে অবস্থান করে জগতে বিচরণ করব। সহস্র বৎসর পরে

(১) উৎকলপর্ব ৩-পরিচ্ছেদে শল্য-যুধিষ্ঠিরের আলাপ দ্রষ্টব্য।

আমরা তিন জনে মিলিত হব, তখন আমাদের ত্রিপদ এক হয়ে যাবে। ভগবান, সেই সময়ে যে দেবশ্রেষ্ঠ সন্মিলিত ত্রিপদকে এক বাণে ভেদ করতে পাবেন তিনিই আমাদের মৃত্যুর কারণ হবেন। ব্রহ্মা 'তাই হবে' বলে প্রস্থান করলেন।

তাবকপদগ্রগণ ময় দানবকে ত্রিপদনির্মাণের ভাব দিলে। ময় দানব তপস্যার প্রভাবে একটি স্বর্গের, একটি বৌপ্যের এবং একটি কৃষ্ণলোহের পদ নির্মাণ করলেন। প্রথম পদটি স্বর্গে, দ্বিতীয়টি অন্তরীক্ষে এবং তৃতীয়টি পৃথিবীতে থাকত। এই পদত্রয়ের প্রত্যেকটি চক্রযুক্ত, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে শত যোজন, এবং বৃহৎ প্রাকার তোষণ প্রাসাদ মহাপথ প্রভৃতি সমন্বিত। তারকাঞ্চ স্বর্ণময় পদে, কমলাক্ষ যৌপ্যময় পদে, এবং বিদ্যুন্মাবনী লৌহময় পদে বাস করতে লাগল। দেবগণ কর্তৃক বিভাজিত কোটি কোটি দৈত্য এসে সেই ত্রিপদদুর্গে আশ্রয় নিলে। ময় দানব তাদের সকল মনস্কাম ভাষাবলে সিদ্ধ করলেন। তাবকাক্ষে হবি নামে এক পদ 'হ্রল, সে ব্রহ্মার নিকট বস পেয়ে প্রত্যেক পদে মৃতসঞ্জীবনী পুষ্কবিণী নির্মাণ করলে। মৃত দৈত্যগণকে সেইসকল পুষ্কবিণীতে নিক্ষেপ করলে তারা পূর্বের রূপে ও বেশে জীবিত হয়ে উঠত।

সেই দর্পিত তিন দৈত্য ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে দেবগণ ঋষিগণ পিতৃগণ এবং ত্রিলোকের সকলের উপর উৎপীড়ন করতে লাগল। ইন্দ্র ত্রিপদের সকল দিকে বজ্রাঘাত করলেন কিন্তু ভেদ করতে পাবেন না। তখন দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা বললেন, এই ত্রিপদ কেবল একটি বাণে ভেদ করা যায়, কিন্তু ঈশান ভিন্ন আর কেউ তা পাবেন না, অতএব তোমরা তাঁকে যোদ্ধা রূপে বরণ কর। দেবতারা বৃষভধ্বজ মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে স্তবে তুষ্ট করলেন। মহেশ্বর অভয় দিলে ব্রহ্মা তাঁর প্রদত্ত বরের কথা জানিয়ে বললেন, শূলপাণি, আপনি শরণাপন্ন দেবগণের উপর প্রসন্ন হয়ে দানবগণকে বধ করুন। মহাদেব বললেন, দানবরা প্রবল, আমি একাকী তাদের বধ করতে পাব না; তোমরা সকলে মিলিত হয়ে আমার অর্ধ তেজ নিয়ে তাদের জয় কর। দেবগণ বললেন, আমাদের যত তেজোবল, দানবদেবও তত, অথবা আমাদের দ্বিগুণ। মহাদেব বললেন, সেই পাপীরা তোমাদের কাছে অপরাধী সৈন্য সর্বপ্রকারে বধ্য; তোমরা আমার তেজোবলের অর্ধেক নিয়ে শত্রুদের বধ কর। দেবগণ বললেন, মহেশ্বর, আমরা আপনার তেজের অর্ধ ধারণ করতে পারব না, অতএব আপনিই আমাদের সকলের অর্ধ তেজ নিয়ে শত্রুবধ করুন।

শংকর সম্মত হয়ে দেবগণের অর্ধ তেজ নিলেন। তার ফলে তাঁর বল সকলের



অপেক্ষা অধিক হ'ল এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হলেন। তখন দেবতাদের নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণকর্ণা মহাদেবের বথ নির্মাণ কবলেন। পৃথিবী দেবী, মন্দব পর্বত, দিগ্বিদিক, নক্ষত্র ও গ্রহগণ, নাগবাণী বাসুদেব, হিমালয় পর্বত, বিদ্যা গিবি, সপ্তর্ষিমন্ডল, গঙ্গা সবস্বতী ও সিংধু নদী, শত্রু ও কৃষ্ণ পক্ষ, বারি ও দিন, প্রভৃতি দিবে বথের বিভিন্ন অংশ নির্মিত হ'ল। চন্দ্রসূর্য চক হলেন এবং ইন্দ্র বরুণ যম ও কুবের এই চার লোকপাল অশ্ব হলেন। বর্নকর্ণাত সন্মোহন বথের ধনুজদণ্ড এবং ভিড়িভূষিত মেঘ পতাকা হ'ল। মহাদেব সংবৎসরকে ধনু এবং কালবার্ষিকে জ্যা কবলেন। বিষ্ণু অগ্নি ও চন্দ্র মহাদেবের বাণ হলেন।

খড়্গ বাণ ও শবাসন হাতে নিয়ে মহাদেব সহাস্যে দেবগণকে বললেন, সার্থী কে হবেন? আমাব চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠতব তাঁকেই তোমরা সার্থী কব। তখন দেবতারা ব্রহ্মাকে বললেন, প্রভু, আপনি ভিন্ন আমরা সার্থী দের্য্যি না, আপনি সর্বগুণযুক্ত এবং দেবগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনিই মহাদেবের অশ্বচালনা কবুন। লোকপূজিত ব্রহ্মা সম্মত হয়ে বথে উঠলেন, অশ্বসকল মস্তক নত কবে ভূমি স্পর্শ কবলে। ব্রহ্মা অশ্বদেব উঠিয়ে মহাদেবকে বললেন, আরোহণ কবুন। মহাদেব বথে উঠে ইন্দ্রাদি দেবগণকে বললেন, তোমরা এমনি কথা বলবে না যে দানবদের বধ কবুন, কোনও প্রকার দ্বন্দ্ব কববে না। তাব পব তিনি সহাস্যে ব্রহ্মাকে বললেন, যেখানে দৈত্যরা আছে সেদিকে সাবধানে অশ্বচালনা কবুন।

ব্রহ্মা ত্রিপদের অভিন্নদেহে বথ নিয়ে চললেন। মহাদেবের ধনুজাগ্রে স্থিত বৃষভ ভয়ংকর গর্জন কবে উঠল, সকল প্রাণী ভীত হ'ল, ত্রিভুবন কাঁপতে লাগল, বিবিধ ঘোর দর্শন দেথা গেল। সেই সময়ে বাণস্থিত বিষ্ণু অগ্নি ও চন্দ্র এবং বথাবত ব্রহ্মা ও রুদ্রের ভাবে এবং ধনুৰ বিক্ষোভে বথ ভূমিতে বসে গেল। নারায়ণ বাণ থেকে নির্গত হয়ে বৃষের বদ পধাণ কবে সেই মহাবথ ভূমি থেকে তুললেন। তখন ভগবান বদ্র বৃষবৃষী নারায়ণের পৃষ্ঠে এক চবণ এবং অশ্বের পৃষ্ঠে অন্য চবণ রেখে দানবপদর নিবীক্ষণ কবলেন, এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও বৃষের খুর স্বেদা বিভক্ত কবলেন। সেই অবধি অশ্বজাতির স্তন লুপ্ত হ'ল এবং গোজাতির খুর বিভক্ত হ'ল। মহাদেব তাঁর ধনুতে জ্যোবোপণ এবং পাশুপত অস্ত্র যোগ কবে অপেক্ষা করছিলেন এমন সময়ে দানবদের তিন পদ একত্র মিলিত হ'ল। দেবগণ সিন্ধগণ ও মহর্ষিগণ জয়ধ্বনি কবে উঠলেন, মহাদেব তাঁর দিবা ধনু আকর্ষণ করে ত্রিপদ লক্ষ্য কবে বাণ মোচন কবলেন। তুমুল আত্ননাদ উঠল, ত্রিপদ আকাশ থেকে পড়তে লাগল এবং দানবগণের সহিত দংশ হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে

নিষ্কিন্ত হ'ল। মহেশ্বর তখন হা হা শব্দে তাঁর ক্রোধজনিত অগ্নিকে নির্বাপিত করে বললেন, ত্রিলোক ভস্ম করে না।

উপাখ্যান শেষ করে দুর্যোধন শল্যকে বললেন, লোকস্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মা যেমন রুদ্রের সারথী করেছিলেন সেইরূপ আপনিও কর্ণের সারথী করুন। কর্ণ রুদ্রের তুল্য এবং আপনি ব্রহ্মার সমান। আপনার উপরেই কর্ণ ও আমরা নির্ভর করছি, আমাদের রাজ্য ও বিজয়লাভও আপনার অধীন। আর একটি ইতিহাস বলছি শুনুন, যা কোনও ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমাব পিতাকে বলেছিলেন।—

ভৃগুর বংশে জমদগ্নি নামে এক মহাতপা ঋষি জন্মেছিলেন, তাঁর একটি তেজস্বী গৃধ্রবান পুত্র ছিল যিনি রাম (পরশুরাম) নামে বিখ্যাত। এই পুত্রের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, রাম, তুমি কি চাও তা আমি জানি। অপার ও অসমর্থকে আমাব অস্ত্রসকল দান করবে; তুমি যখন পবিত্র হবে তখন তোমাকে অস্ত্রদান করব। তার পর ভার্গব পরশুবাম বহু বৎসব তপস্যা ইন্দ্রিয়দমন নিয়ম-পালন পূজা হোম প্রভৃতিব ম্বারা মহাদেবের আরাধনা করলেন। মহাদেব বললেন, ভার্গব, তুমি জগতের হিত এবং আমার প্রীতির নিমিত্ত দেবগণের শত্রুদের বধ কর। পরশুবাম বললেন, দেবেশ, আমাব কি শক্তি আছে? আমি অশিক্ষাহীন, আর দানবগণ সর্বাস্ত্রবিশ্বরদ ও দূর্ধর্ষ। মহাদেব বললেন, তুমি আমার আজ্ঞায় যাও, সকল শত্রু জয় হবে তুমি সর্বগুণান্বিত হবে। পরশুরাম দৈত্যগণকে যুদ্ধে আহ্বান করে বজ্রতুল্য অস্ত্রের প্রহাবে তাদের বধ করলেন। যুদ্ধকালে পরশুবামের দেহে যে ক্ষত হয়েছিল মহাদেবের করস্পর্শে তা দূর হ'ল। মহাদেব তুষ্ট হয়ে বললেন, ভৃগুনন্দন, দানবদের অস্ত্রাঘাতে তোমার শরীরে যে পীড়া হয়েছিল তাতে তোমার মানব কর্ম শেষ হয়ে গেছে। তুমি আমার কাছ থেকে অভীষ্ট দিবা অস্ত্রসমূহ নাও।

তার পর মহাতপা পরশুরাম অভীষ্ট দিব্যাস্ত্র ও বর লাভ করে মহাদেবের অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করলেন। মহারাজ শল্য, পরশুরাম প্রীত হয়ে মহাত্মা কর্ণকে সমগ্র ধনুর্বেদ দান করেছিলেন। কর্ণের যদি পাপ থাকত তবে পরশুরাম তাঁকে দিব্যাস্ত্র দিতেন না। আমি কিছতেই বিশ্বাস করি না যে কর্ণ সূতকুলে জন্মেছেন; আমি মনে করি তিনি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন দেবপুত্র, পরিচয়গোপনের নিমিত্ত পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। সূতনারী কি করে কবচকুণ্ডলধারী দীর্ঘবাহু সুবীজ্য মহারথের জননী হতে পারে? মৃগী কি ব্যাঘ্র প্রসব করে?

## ৯। কর্ণ-শল্যের যুদ্ধযাত্রা

শল্য বললেন, ব্রহ্মা ও মহাদেবেব এই দিব্য আখ্যান আমি বহুবীর শুনছি, কৃষ্ণও তা জানেন। কর্ণ যদি কোনও প্রকারে অর্জুনকে বধ করতে পারেন তবে শত্ৰুচক্রগদাধারী কেশব নিজেই যুদ্ধ করে তোমার সৈন্য ধ্বংস করবেন। কৃষ্ণ ব্রহ্ম হ'লে কোনও বাজা তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারবেন না।

দুর্যোধন বললেন, মহাবাহু শল্য, আপনি কর্ণকে অবজ্ঞা করবেন না, ইনি অস্ত্রবিশাবদগণের শ্রেষ্ঠ, এ'র ভয়ংকর জ্যানির্ঘোষ শূনে পাণ্ডবসৈন্য দশ দিকে পালায়। ঘটোৎকচ যখন রাত্রিকালে মায়াযুদ্ধ করছিল তখন কর্ণ তাকে বধ করেছিলেন। সেদিন অর্জুন ভয়ে কর্ণের সম্মুখীন হয় নি। কর্ণ ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে ভীমসেনকে আকর্ষণ করে বলেছিলেন, মৃত্যু ওদারিক। ইনি দুই মাদ্রীপুত্রকে জয় ক'বেও কোনও কাণে তাদের বধ করেন নি। ইনি বৃষ্ণিবংশীয় বীবশ্রেষ্ঠ সাতাতিককে বধহীন কবেছেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতিকে বহুবীর পবাজিত করেছেন। কর্ণ ব্রহ্ম হ'লে বজ্রপাণি ইন্দ্রকেও বধ করতে পারেন, পাণ্ডববা কি ক'বে তাঁকে জয় করবে? বীর শল্য, বাহুবলে আপনার সমান কেউ নেই। অর্জুন নিহত হ'লে যদি কৃষ্ণ পাণ্ডবসৈন্য বৃষ্ণা কবতে পারেন তবে কর্ণের মৃত্যু হ'লে আপনিই আমাদের সৈন্য রক্ষা করবেন।

শল্য বললেন, গান্ধারীপুত্র, তুমি সৈন্যগণের সম্মুখে আমাকে কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেছ, এতে আমি প্রীত হইছি, আমি কর্ণের সার্বথি হব। কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, মদ্ররাজ বিশেষ হৃষ্টচিত্তে এ কথা বলছেন না, তুমি মধুবাক্যে ঠুকে আরও কিছু বল। দুর্যোধন মেঘগম্ভীরস্বরে শল্যকে বললেন, পদ্রুদ্যবায়, কর্ণ আজ যুদ্ধে আর সকলকে বিনষ্ট ক'রে অর্জুনকে বধ করতে ইচ্ছা করেন; আমি বার বার প্রার্থনা করছি, আপনি তাঁর অশ্বচালনা করুন। কৃষ্ণ যেমন পার্থের সর্চিব ও সার্বথি, আপনিও সেইরূপ সর্বপ্রকারে কর্ণকে রক্ষা করুন। শল্য তৃপ্ত হয়ে দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে বললেন, রাজা, তোমার যা কিছু প্রিয়কর্ম সে সমস্তই আমি করব। কিন্তু তোমাদের হিতকামনায় আমি কর্ণকে প্রিয় বা অপ্রিয় যে কথা বলব তা কর্ণকে আর তোমাকে সহিতে হবে। কর্ণ বললেন, মদ্ররাজ, ব্রহ্মা যেমন মহাদেবের, কৃষ্ণ যেমন অর্জুনের, সেইরূপ আপনি সর্বদা আমাদের হিতে রত থাকুন।

শল্য কর্ণকে বললেন, আশ্বনিন্দা আশ্বপ্রশংসা পরনিন্দা ও পরস্তুতি—এই

চতুর্বিধ কার্য সজ্জনের অকর্তব্য, তথাপি তোমার প্রত্যয়ের জন্য আমি নিজের প্রশংসাবাক্য বলছি। অশ্বচালনা, অশ্বতত্ত্বের জ্ঞানে এবং অশ্বচাঁকৎসায় আমি মার্ভল-এ ন্যায় ইন্দ্রের সার্থী হ'বার যোগ্য। সূতপুত্র, তুমি উদ্ভবিন হযো না, অজ্ঞান সহিত যুদ্ধের সময় আমি তোমার বথ চালাব।

পৰ্বদিন প্রভাতকালে পথ প্রস্তুত হ'লে শল্য ও বর্ণ তাতে আবোহণ কবলেন। দুর্যোধন বললেন, অধিবথপুত্র মহাবীর কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণ যে দুষ্কব কর্ম ক'বতে পারেন নি তুমি তা সম্পন্ন কব। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী কব, অথবা অর্জুন ভীম নকুল ও সহদেবকে বধ কব এবং সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য ভক্ষসাৎ কব। তখন সহস্র সহস্র তুবী ও ভেবী মেঘগর্জনের ন্যায় বেজে উঠল। কর্ণ শল্যকে বললেন, মহাবাহু, আপনি অশ্বচালনা কবুন, আজ আমি ধনঞ্জয়, ভীমসেন, দুই মাদ্রীপুত্র ও বাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ কবব। আজ অর্জুন আমার বাহুবল দেখবে, পাণ্ডবদেব বিনাশ এবং দুর্যোধনের জন্মের নিমিত্ত আজ আমি শত শত সহস্র সহস্র অতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করব।

শল্য বললেন, সূতপুত্র, পাণ্ডবরা মহাধনুর্ধর, তুমি তাঁদের অবজ্ঞা কবছ কেন? যখন তুমি বজ্রনাদতুল্য গান্ধীবের নিষেঁষ শুনবে তখন আর এমন কথা বলবে না। যখন দেখবে যে পাণ্ডবগণ বাণবর্ষণ ক'রে আকাশ মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় ছায়ায় কবছেন, ক্ষিপ্ৰহস্তে শত্রুসৈন্য বিদীর্ণ কবছেন, তখন আর এমন কথা বলবে না। শল্যের কথা অগ্রাহ্য ক'বে কর্ণ বললেন, চলুন।

### ১০। কর্ণ-শল্যের কলহ

কর্ণ যুদ্ধ কবতে যাচ্ছেন দেখে কৌরবগণ হুট্ট হলেন। সেই সময়ে ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বিনা মেঘে বজ্রপাত, কর্ণের অশ্বসকলের পদস্খলন, আকাশ হ'তে অশ্ববর্ষণ প্রভৃতি নানা দুর্নিমিত্ত দেখা গেল, কিন্তু দৈববশে মোহগ্রস্ত কৌরবগণ সে সকল গ্রাহ্য কবলেন না, কর্ণের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করতে লাগলেন।

অভিমাণে দর্পে ও ক্রোধে যেন জ্বলে উঠে কর্ণ শল্যকে বললেন, আমি যখন ধনু হাতে নিষে বথে থাকি তখন বজ্রপাণি ক্রুদ্ধ ইন্দ্রকেও ভয় করি না, ভীষ্মপ্রমুখ বীরগণের পতন দেখেও আমার স্থৈর্য নষ্ট হয় না। আমি জানি যে কর্ম অনিত্য, সেজন্য ইহলোকে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আচার্য দ্রোণের নিধনের পব কোন লোক নিঃসংশয়ে বলতে পারে যে কাল সুর্যোদয়ের সময় সে বে'চে

থাকবে? মদ্ররাজ, আপনি সত্ত্বর পান্ডব পাণ্ডাল ও সৃজয়গণের দিকে রথ নিয়ে চলুন, আমি তাদের যুদ্ধে বধ করব অথবা দ্রোণেব ন্যায় যমলোকে যাব। পরশুর্দেয়াম আমাকে এই ব্যাঘ্রচর্মাবৃত উত্তম রথ দিযেছেন। এর চক্রে শব্দ হয় না, এতে তিনটি স্বর্ণময় কোষ এবং তিনটি রজতময় দণ্ড আছে, চারটি উত্তম অশ্ব এর বাহন। বিচিত্র ধনু, ধ্বজ, গদা, ভয়ংকর শর, উজ্জ্বল অসি ও অন্যান্য অস্ত্র এবং ঘোর শব্দকাবী শূভ্র শঙ্খও তিনি আমাকে দিযেছেন। এই বথে আরুঢ় থেকৈ আজ আমি অর্জুনকে মারব, কিংবা সর্বহব মৃত্যু যদি তাকে ছেড়ে দেন তবে আমিই ভীষ্মব পথে যমলোকে যাব।

শল্য বললেন, কর্ণ, থাম থাম, আব আত্মপ্রশংসা ক'বো না, তুমি অতিরিক্ত ও অযোগ্য কথা বলছ। কোথায় পদ্ব্যধশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, আব কোথায় পদ্ব্যধর্ম তুমি! অর্জুন ভিন্ন আর কে ইন্দ্রপদবীৰ তুল্য দ্বারকা থেকে কৃষ্ণভাগিনী সুদ্রভ্রাকে হবণ করতে পারেন? কোন পদ্ব্যধ কিবাতবেশী মহাদেবকে যুদ্ধে আহবান করতে পারেন? তোমার মনে পড়ে কি, ঘোষযাত্রাব সময় যখন গন্ধর্ব্বা দুর্যোধনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন অর্জুনই তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন? সেই যুদ্ধে প্রথমেই তুমি পালিয়েছিলে এবং পান্ডবগণই কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে মর্দিত দিযেছিলেন। তোমবা যখন সৈন্যে ভীষ্ম দ্রোণ ও অশ্বখামার সঙ্গে রিরাটেব গব্দ চুরি করতে গিয়েছিলে তখন অর্জুনই তোমাদের জয় করেছিলেন, তুমি তাঁকে জয় কর নি কেন? সূতপুত্র, ঘোর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে, যদি পালিয়ে না যাও তবে আজ তুমি মববে।

কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শল্যকে বললেন, হয়েছে হয়েছে, অর্জুনের এত প্রশংসা কবছেন কেন? সে যদি যুদ্ধে আজ আমাকে জয় করতে পারে তবেই আপনার প্রশংসা সার্থক হবে। 'তাই হবে' ব'লে শল্য আর উত্তর দিলেন না, কর্ণের ইচ্ছানুসাবে রথচালনা করলেন। পান্ডবসৈন্যের নিকটে এসে কর্ণ বললেন, অর্জুন কোথায়? অর্জুনকে যে দৌখিয়ে দেবে আমি তাব অভীষ্ট পূরণ করব, তাকে একটি রত্নপূর্ণ শকট দেব, অথবা এক শত দৃশ্যবতী গাভী ও কাংস্যের দোহনপাত্র দেব, অথবা এক শত গ্রাম দেব। সে যদি চায় তবে সালংকাবা গীতবাদ্য-নিপুণা এক শত সুন্দরী যুবতী বা হস্তী রথ অশ্ব বা ভারবাহী ব্য্ধ অথবা অন্য যে বস্তু তার কাম্য তা দেব।

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন ও তাঁর অনুচরগণ হস্ট হলেন। শল্য হাস্য করে বললেন, সূতপুত্র, তোমাকে হস্তী বা সুবর্ণ বা গাভী কিছুই দিতে হবে না, তুমি পদ্রস্কার না দিয়েই ধনঞ্জয়কে দেখতে পাবে। পূর্বে মূর্খের ন্যায় বিস্তর

খন তুমি অপায়ে দান করেছে, তাতে বহুবিধ যজ্ঞ করতে পারতে। তুমি বৃথা কৃষ্ণার্জুনকে বধ করতে চাচ্ছ, একটা শৃগাল দুই সিংহকে বধ করেছে এ আমরা শুনিনি। গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে সাঁতার দেবার অথবা পর্বতের উপর থেকে পড়বার ইচ্ছা যেমন, তোমার ইচ্ছাও তেমন। যদি মঙ্গল চাও তবে সমস্ত যোদ্ধা এবং বান্ধব সৈন্যে সুরক্ষিত হয়ে ধনঞ্জয়েব সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেয়ো। যদি বাঁচতে চাও তবে আমার কথায় বিশ্বাস কর।

কর্ণ বললেন, আমি নিজের বাহুবলে নির্ভর করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কবতে ইচ্ছা করি। আপনি মিত্রবৃন্দ পী শত্রু তাই আমাকে ভয় দেখাতে চান। শল্য বললেন, অর্জুনের হস্তনিষ্কপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ যখন তোমাকে বিন্ধ কববে তখন ওঁতমার অনুতাপ হবে। মাতার ক্রোড়ে শূন্যে বালক যেমন চন্দ্রকে হরণ কবতে চায়, সেইবৃন্দ তুমি মোহগ্রস্ত হয়ে অর্জুনকে জয় করতে চাচ্ছ। তুমি ভেক হয়ে মহামেঘ স্ববৃন্দ অর্জুনের উদ্দেশ্যে গর্জন করছ। গৃহবাসী কুরুব যেমন বনস্থিত ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য কবে ডাকে তুমি সেইবৃন্দ নরব্যাঘ্র ধনঞ্জয়কে ডাকছ। মৃত, তুমি সর্বদাই শৃগাল, অর্জুন সর্বদাই সিংহ।

কর্ণ স্থির করলেন, বাক্শল্যের জন্যই এঁর নাম শল্য। তিনি বললেন, শল্য, আপনি সর্বগুণহীন, অতএব গুণাগুণ বন্ধনেন কি করে? কৃষ্ণের মাহাত্ম্য আমি যেমন জানি আপনি তেমন জানেন না; আমি নিজের ও অর্জুনের শক্তি জেনেই তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান কবাছি। আমার এই চন্দনচূর্ণে পূজিত সপত্নীল্য বিষমদুঃখ ভয়ংকর বাণ বহু বৎসর ধরে তুণের মধ্যে পড়ে আছে, এই বাণ নিয়েই আমি কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। পিতৃষসার পুত্র এবং মাতুলের পুত্র এই দুই ভ্রাতা (অর্জুন ও কৃষ্ণ) এক সূত্রে গ্রথিত দুই মণির তুল্য। আপনি দেখবেন দৃজনেই আমাব বাণে নিহত হবেন। কুদেশজাত শল্য, আজ কৃষ্ণার্জুনকে বধ করে আপনাকেও সবান্ধবে বধ করব। দ্রুপদ্বিষ্ণু ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গাব, আপনি সুহৃৎ হয়ে শত্রুর ন্যায় আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন! আপনি চুপ করে থাকুন, সহস্র বাসুদেব বা শত অর্জুন এলেও আমি তাঁদের বধ করব। আবালবৃন্দবনিতা সকলেই যে গাথা গান করে এবং পূর্বে ব্রাহ্মণগণ রাজার নিকট যা বলেছিলেন, দুরাশ্রয় মদ্রদেশ-বাসীদের সেই গাথা শুনুন। — মদ্রকগণ তুচ্ছভাবী নরাধম মিথ্যাবাদী কুটিল এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত দৃষ্টস্বভাব। তারা পিতা পুত্র মাতা শ্বশুর শাশুড়ী মাতুল জামাতা কন্যা পৌত্র বান্ধব বয়স্য অভ্যাগত দাস দাসী প্রভৃতি স্ত্রীপুরুষ মিলিত হয়ে শত্ৰু (ছাত্ত) ও মৎস্য খায়, গোমাংসের সহিত মদ্যপান করে, হাসে, কাঁদে,

অসম্বন্ধ গান গায় এবং কামব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। মদ্রকের সঙ্গে শত্রুতা বা মিত্রতা করা অনুচিত, তারা সর্বদাই কলুষিত। বিবাহচিকিৎসকগণ এই মন্ত্র পাঠ করে বর্ষিচকদংশনের চিকিৎসা করে থাকেন। — রাজা স্বয়ং যাজক হ'লে যেমন হবি নষ্ট হয়, শত্রুযাজী ব্রাহ্মণ এবং বেদবিশ্বেষী লোকে যেমন পতিত হয়, সেইবদ প মদ্রকের সংসর্গে লোকে পতিত হয়। হে বর্ষিচক, আমি অথর্বোক্ত মন্ত্রে শান্তি কবিছি — মদ্রকের প্রণয় যেমন নষ্ট হয় সেইবদ প তোমার বিষ নষ্ট হ'ল।

তাব পুত্র কর্ণ বললেন, মদ্রদেশের স্ত্রীলোকে মদ্যপানে মত্ত হয়ে পুত্র ত্যাগ করে নৃত্য কবে, তাবা অসংযত স্বেচ্ছাচাৰিণী। যারা উষ্ট্র ও গর্দভের ন্যায় দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করে সেই ধর্মভ্রষ্ট নির্লজ্জ স্ত্রীদেব পুত্র হয়ে আপনি ধর্মের কথা বলতে চান! মদ্রদেশের নারীদের কাছে কেউ যদি কাজিক(১) বা সুবীক(২) চায় তবে তাবা নিতম্ব আকর্ষণ ক'বে বলে, আমি পুত্র বা পতি দিতে পারি কিন্তু কাজিক দিতে পারি না। আমরা শুনছি, মদ্রনারীবা কম্বল (৩) পবে, তাবা গোবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, নির্লজ্জ, উদরপরায়ণ ও অশুচি। মদ্র সিংহ ও সৌবীর এই তিনটি পাপদেশ, সেখানকাব লোকেরা স্লেচ্ছ ও ধর্মজ্ঞানহীন। নিশ্চয় পাণ্ডবরা আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাবার জন্য আপনাকে পাঠিয়েছে। শল্য, আপনি দুর্যোধনের মিত্র, আপনাকে হত্যা কবলে। নিন্দা হবে, এবং আমাদের ক্ষমাগুণও আছে; এই তিন কারণে আপনি এখনও জীবিত আছেন। যদি আবার এবদ প কথা বলেন তবে এই বজ্রতুলা গদাৰ আঘাতে আপনার মস্তক চূর্ণ কবব।

### ১১। কাক ও হংসের উপাখ্যান

শল্য বললেন, কর্ণ, তোমাকে মদ্যপের ন্যায় প্রমাদগ্রস্ত দেখছি, সৌহাৰ্দের জন্য আমি তোমার চিকিৎসা করব। তোমার হিত বা অহিত যা আমি জানি তা অবশ্যই আমার বলা উচিত। একটি উপাখ্যান বলছি শোন।—

সমুদ্রতীরবর্তী কোনও দেশে এক ধনবান বৈশ্য ছিলেন, তাঁর বহু পুত্র ছিল। সেই পুত্রেরা তাদের ভুক্তাবশিষ্ট মাংসসম্বন্ধ অন্ন দধি ক্ষীর প্রভৃতি এক কাককে খেতে দিত। উচ্ছিন্নভোজী সেই কাক গর্বিত হয়ে অন্য পক্ষীদের অবজ্ঞা

(১) প্রচলিত অর্থ কাঁজি বা আমনি; এখানে বোধ হয় যেনো মদ বা পচাই অর্থ।

(২) মদ্য বিশেষ।

(৩) পশমী কাপড়।

করত। একদিন গরুড়ের ন্যায় দ্রুতগামী এবং চক্রবাকের ন্যায় বিচিহ্নদেহ কতকগুলি হংস বেগে উড়ে এসে সমুদ্রের তীরে নামল। বৈশ্যপুত্রেরা কাককে বললে, বিহংগম, তুমি ওই হংসদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তখন সেই উচ্ছ্রষ্টভোজী কাক সগর্বে হংসদের কাছে গিয়ে বললে, চল, আমরা উড়ব। হংসেরা বললে, আমরা মানস সর্বোত্তরে থাকি, ইচ্ছানুসারে সর্বত্র বিচরণ করি, বহুদূর যেতে পারি, সেজন্য পক্ষীদের মধ্যে আমরা বিখ্যাত। দুর্মতি, তুমি কাক হয়ে কি ক'রে আমাদের সঙ্গে উড়বে?

‘কাক বললে, আমি এক শ এক প্রকার ওড়বার পদ্ধতি জানি এবং প্রত্যেক পদ্ধতিতে বিচিহ্ন গতিতে শত যোজন যেতে পারি। আজ আমি উন্মীলিত অবদীপ্ত প্রদীপ্ত দীপ্ত নিদীপ্ত সংদীপ্ত তিৰ্য্গদীপ্ত পরিদীপ্ত প্রভৃতি বহুপ্রকার গতিতে উড়ব, তোমরা আমার শক্তি দেখতে পাবে। বল, এখন কোন্ গতিতে আমি উড়ব, তোমরাও আমার সঙ্গে উড়ে চল। একটি হংস হাস্য ক'বে বললে, সকল পক্ষী যে গতিতে ওড়ে আমি সেই গতিতেই উড়ব, অন্য গতি জানি না। রক্তচক্ষু কাক, তোমার যেমন ইচ্ছা সেই গতিতে উড়ে চল।

হংস ও কাক পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'বে উড়তে লাগল, হংস একই গতি এবং কাক বহুপ্রকার গতি দেখাতে দেখাতে চলল। হংস নীরব রইল, দর্শকদের বিস্মিত করবার জন্য কাক নিজের গতির বর্ণনা করতে লাগল। অন্যান্য কাকেরা হংসদের নিন্দা করতে করতে একবার বৃক্ষের উপর উড়ে বসল, আবার নীচে নেমে এল। হংস মৃদু গতিতে উড়ে কিছুকাল কাকের পিছনে রইল, তার পর দর্শক কাকদের উপহাস শ্রুনে বেগে সমুদ্রের উপর দিগ্বে পশ্চিম দিকে উড়ে চলল। কাক প্রান্ত ও ভীত হয়ে ভাবতে লাগল, কোথাও স্রোত বা বৃক্ষ নেই, আমি কোথায় নামব? হংস পিছনে ফিরে দেখলে, কাক জলে পড়ছে। তখন সে বললে, কাক, তুমি বহুপ্রকার গতির বর্ণনা করেছিলে, কিন্তু এই গৃহ্য গতির কথা তো বল নি! তুমি পক্ষ ও চণ্ড দিগ্বে বার বার জলস্পর্শ করছ, এই গতির নাম কি?

পরিশ্রান্ত কাক জলে পড়তে পড়তে বললে, হংস, আমরা কাক রূপে সৃষ্ট হয়েছি, কা কা রব ক'রে বিচরণ করি। প্রাণরক্ষার জন্য আমি তোমার শরণ নিলাম, আমাকে সমুদ্রের তীরে নিয়ে চল। প্রভু, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর, যদি ভালয় ভালয় নিজের দেশে ফিরতে পারি তবে আর কাকেও অবজ্ঞা করব না। কাকের এই বিলাপ শ্রুনে হংস কিছু না বলে তাকে পা দিয়ে উঠিয়ে পিঠে তুলে নিলে এবং দ্রুতবেগে উড়ে তাকে সমুদ্রতীরে রেখে অভীষ্ট দেশে চলে গেল।

উপাখ্যান শেষ ক'রে শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি সেই উচ্ছ্রষ্টভোজী কাকের



তুল্য; ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের উচ্ছিষ্টে পালিত হয়ে তোমার সমান এবং তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সকল লোককে তুমি অবজ্ঞা ক'রে থাক। কাক যেমন শেষকালে বৃদ্ধি ক'রে হংসের শরণ নিয়েছিল তুমিও তেমন কৃষ্ণার্জুনের শরণ নাও।

## ১২। কর্ণের শাপবৃত্তান্ত

কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ ও অর্জুনের শক্তি আমি যথার্থরূপে জানি, তথাপি আমি নির্ভয়ে তাঁদের সপে যুদ্ধ করব। কিন্তু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পরশুরাম আমাকে যে শাপ দিয়েছিলেন তার জন্যই আমি উদ্‌বিশ্ন হয়ে আছি। পূর্বে আমি দিব্যাস্ত্র শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণেব ছদ্মবেশে পরশুরামের নিকট বাস করতাম। একদিন গুরুদেব আমার উরুতে মস্তক রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন সেই সময়ে অর্জুনের হিতকামী দেববাজ ইন্দ্র এক বিকট কীটেব রূপ ধারণ ক'রে আমার উরু বিদীর্ণ করলেন। সেখান থেকে অত্যন্ত রক্তস্রাব হ'তে লাগল, কিন্তু গুরুর নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে আমি নিশ্চল হয়ে রইলাম। জাগরণের পর তিনি আমার সহিষ্ণুতা দেখে বললেন, তুমি ব্রাহ্মণ নও, সত্য বল তুমি কে। তখন আমি নিজের যথার্থ পরিচয় দিলাম। পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে এই শাপ দিলেন — সূত, তুমি কপট উপায়ে আমার কাছে যে অস্ত্র লাভ করেছ, কার্যকালে তা তোমার স্মরণ হবে না, মৃত্যুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে মনে পড়বে; কারণ, বেদমন্ত্রযুক্ত অস্ত্র অরাজ্যের নিকট স্থায়ী হয় না।

তার পর কর্ণ বললেন, আজ যে তুমুল সংগ্রাম আসন্ন হয়েছে তাতে সেই অস্ত্রই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত হ'ত। কিন্তু আজ আমি অন্য অস্ত্র স্মরণ করছি যার দ্বারা অর্জুন প্রভৃতি শত্রুকে নিপাতিত কবব। আজ আমি অর্জুনেব প্রতি যে ব্রাহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করব তার শক্তি ধাবণাতীত। যদি আমার রথচক্র গর্তে না পড়ে তবে অর্জুন আজ অদ্বিতীয় পাবে না। মদ্ররাজ, পূর্বে অস্ত্রাভ্যাসকালে অসাধনভাবে ফলে আমি এক ব্রাহ্মণের হোমধেনুর বৎসকে শরাঘাতে বধ করেছিলাম। তার জন্য তিনি আমাকে শাপ দিয়েছিলেন—যুদ্ধকালে তোমার মহাভয় উপস্থিত হবে এবং রথচক্র গর্তে পড়বে। আমি সেই ব্রাহ্মণকে বহু ধেনু, বৃষ হস্তী দাসদাসী সদৃশসজ্জিত গৃহ এবং আমার সমস্ত ধন দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি প্রসন্ন হলেন না। শল্য, আপনি আমার নিন্দা করলেও সৌহারদের জন্য এইসব কথা বললাম। আপনি জানবেন যে কর্ণ ভয় পাবার জন্য জন্মগ্রহণ

করে নি, বিক্রমপ্রকাশ ও যশোলাভের জন্যই জন্মেছে। সুহস্র শল্যের অভাবেও আমি শত্রুজয় করতে পারি।

শল্য বললেন, তুমি বিপক্ষদের উদ্দেশে যা বললে তা প্রলাপ মাত্র। আমি সহস্র কর্ণ ব্যতীত যুদ্ধে শত্রুজয় করতে পারি।

শল্যের নিষ্ঠুর কথা শুনে কর্ণ আবার মদ্রদেশেব নিন্দা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, কোনও ব্রাহ্মণ আমাব পিতাব নিকট বাহীক (১) ও মদ্র দেশেব এই কুৎসা করেছিলেন। — যে দেশ হিমালয় গঙ্গা সম্বতী যমুনা ও কুব্জক্ষেত্রের বিভির্ভাগে, এবং যা সিন্ধু শতদ্রু বিপাশা ইবাবতী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মধ্যে অবস্থিত, সেই ধর্মহীন অশুচি বাহীক দেশ বর্জন করবে। জর্তীক নামক বাহীক-দেশবাসীর আচরণ অতি নিন্দিত, তাবা গুড়ের মদ্য পান কবে, লস্কনের সহিত গোমাংস খায়, তাদের নাবীবা দৃশ্যবিহা ও অশ্লীলভাষণী। আরট্ট নামক বাহীকগণ মেঘ উষ্ট্র ও গর্দভের দৃশ্য পান কবে এবং জাবজ পদ্র উৎপাদন করায়। কোনও এক সতী নারীব অভিশাপের ফলে সেখানকাব নাবীবা বহুভোগ্যা, সেদেশে ভাগিনেয়ই উত্তরাধিকারী হয়, পদ্র নয। পাণ্ডনদ প্রদেশের আবট্টগণ কৃতঘ্ন পরম্পাপহারী মদ্যপ গুব্দপঙ্কীগামী নিষ্ঠুরভাষী গোঘাতক, তাদের ধর্ম নেই, অধর্মই আছে।

শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি যে দেশের রাজা সেই অঙ্গদেশেব লোকে আত্মবকে পরিত্যাগ কবে, নিজের স্ত্রীপদ্র বিক্রয় কবে। কোনও দেশেব সকল লোকেই পাপাচরণ করে না, অনেকে এমন সচ্চরিত্র যে দেবতারাও তেমন নন।

তার পর দুর্যোধন এসে মিত্ররূপে কর্ণকে এবং স্বজনরূপে শল্যকে কলহ থেকে নিবৃত্ত করলেন। কর্ণ হাস্য করে শল্যকে বললেন, এখন রথ চালান।

### ১৩। কর্ণের সহিত যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের যুদ্ধ

(সপ্তদশ দিনের যুদ্ধ)

বাহু রচনা করে কর্ণ পাণ্ডববাহিনীর দিকে অগ্রসর হলেন। কৃপ ও কৃতবর্মা বাহুর দক্ষিণে রইলেন। পিশাচের ন্যায় ভীষণদর্শন দুর্জয় অম্বারোহী গান্ধার সৈন্য ও পার্বত সৈন্য সহ শকুনি ও উল্লুক তাঁদের পার্শ্ব রক্ষা করতে

লাগলেন। চৌত্রিশ হাজার সংশস্তকের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ব্যুহেব বামে রইলেন এবং তাঁদের পার্শ্বে কাম্বোজ শক ও যবন যোদ্ধারা অবস্থান করলেন। ব্যুহের মধ্য দেশে কর্ণ এবং পশ্চাতে দ্রুপদাশন রইলেন।

পূর্বাকালে বেদমন্ত্রে উদ্দীপিত অগ্নি যে বথের অশ্ব হযোছিল, য়ে রথ ব্রহ্মা ঈশান ইন্দ্র ও বরুণকে পর পব বহন কর্বেছিল, সেই আদিম আশ্চর্য রথে কৃষ্ণার্জুন আসছেন দেখে শল্য বললেন, কর্ণ, শ্বেত অশ্ব যার বাহন এবং কৃষ্ণ যার সারথি সেই রথ আসছে। তুমি যার অনুসন্ধান করছিলে, কর্মবিপাকেব ন্যায্য দুর্নিবাব সেই অর্জুন শত্রুবধ কবতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন। দেখ, নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, একটা ঘোরদর্শন মেঘতুলা কবন্ধ সূর্যমণ্ডল আবৃত করে রয়েছে, বহু সহস্র কক্ষ ও গৃধ্র সমবেত হয়ে ঘোব রব করছে। অর্জুনেব গাণ্ডীব আকৃষ্ট হয়ে ক্জন করছে, তাঁব হস্তনিষ্কান্ত তীক্ষ্ণ শবজাল শত্রু বিনাশ কবছে। নিহত রাজাদেব মৃণ্ডে রণভূমি আবৃত হযেছে, আবোহীব সহিত অশ্বগণ মৃদুর্ঘ্ন হয়ে ভূমিতে শূদ্র্যে পড়ছে, নিহত হস্তীব পর্বতের ন্যায্য পতিত হচ্ছে। রাধেয কর্ণ, কৃষ্ণ যার সারথি এবং গাণ্ডীব যার ধনু, সেই অর্জুনকে যদি বধ কবতে পার তবে তুমিই আমাদেব রাজা হবো।

এই সময়ে সংশস্তকগণের আহবানে অর্জুন তাদের সঙ্গে যুদ্ধে বত হলেন। কর্ণ বললেন, শল্য, দেখুন, মেঘ যেমন সূর্যকে আবৃত কবে, সংশস্তকগণ সেইবদ প অর্জুনকে ঘিরে অদৃশ্য কবে ফেলেছে। অর্জুন যোদ্ধাগবে নিমগ্ন হযেছে, এই তার শেষ। শল্য বললেন, জল দ্বারা কে বরুণকে বধ করতে পাবে? কাষ্ঠ দ্বারা কে অগ্নি নির্বাণ করতে পারে? কোন লোক বায়ুকে ধরে রাখতে বা মহার্ঘ্য পান করতে পারে? যুদ্ধে অর্জুনের নিগ্রহ আমি সেইরূপই অসম্ভব মনে কবি। তবে কথা ব'লে যদি তোমাব পরিতোষ হয় তবে তাই বল।

কর্ণ ও শল্য এইরূপ আলাপ করছিলেন এমন সময়ে দুই পক্ষের সেনা গণ্ণায়মদ্রনার ন্যায় মিলিত হ'ল। রুদ্র যেমন পশুসংহার করেন অর্জুন সেইরূপ তাঁব চতুর্দিকের শত্রু বধ করতে লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে বহু পাণ্ডববীর নিহত হলেন, তাঁদের সৈন্যমধ্যে হাহাকার উঠল। পাণ্ডববাহিনী ভেদ কবে কর্ণ বহু বধ হস্তীব অশ্ব ও পদাতি নিয়ে যুদ্ধিষ্ঠিরের নিকটে এলেন। শিশুগণ্ডীব ও সাত্যাকির সহিত পাণ্ডবগণ যুদ্ধিষ্ঠিরকে বেষ্টিন করলেন। সাত্যাকি কর্তৃক প্রেরিত হযে দ্রুপদ অশ্ব ও নিষাদ দেশীয় পদাতি সৈন্যরা কর্ণকে মারবার জন্য সবেগে এল, কিন্তু শরাহত হযে ছিন্ন শালবনের ন্যায় ভূপতিত হ'ল। পাণ্ডব, পাণ্ডাল ও

কেকয়গণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে যুদ্ধিষ্ঠির কর্ণকে বললেন, সূতপুত্র, তুমি সর্বদাই অর্জুনের সহিত স্পর্ধা কর, দুর্বোধনেব মতে চ'লে সর্বদাই আমাদের শত্রুতা কর। তোমার যত বীৰ্য আর পাণ্ডবদের উপর যত বিশ্বেষ আছে আজ সে সমস্তই দেখাও। আজ মহাযুদ্ধে তোমার যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা দূর করব। এই বলে যুদ্ধিষ্ঠির কর্ণকে আক্রমণ করলেন। তাঁর বজ্রতুল্য বাণের প্রহারে কর্ণের বাম পার্শ্ব বিদীর্ণ হ'ল, কর্ণ মর্দ্বীত হয়ে রথের মধ্যে প'ড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পবে সংজ্ঞালাভ ক'রে কর্ণ যুদ্ধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক পাণ্ডালবীর চন্দ্রদেব ও দণ্ডধারকে বধ করলেন এবং যুদ্ধিষ্ঠিরের বর্ম বিদীর্ণ করলেন। রক্তাক্তদেহে যুদ্ধিষ্ঠির এক শক্তি ও চার তোমর নিক্ষেপ করলেন। কর্ণ ভয়ের আঘাতে যুদ্ধিষ্ঠিরের রথ নষ্ট করলেন। তখন যুদ্ধিষ্ঠির অন্য রথে উঠে যুদ্ধে বিমুখ হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ দ্রুতবেগে এসে যুদ্ধিষ্ঠিরের স্কন্ধ স্পর্শ ক'রে বললেন, ক্ষত্রিয়বীর প্রাণরক্ষার জন্য কি ক'রে রণস্থল ত্যাগ করতে পারেন? আপনি ক্ষত্রধর্মে পটু নন, বেদাধ্যয়ন আর যজ্ঞ ক'রে ব্রাহ্মণের শক্তিই লাভ করেছেন। কুন্তীপুত্র, আর যুদ্ধ করবেন না, বীরগণের কাছে যাবেন না, তাঁদের অপ্রিয় বাক্যও বলবেন না।

যুদ্ধিষ্ঠির লজ্জিত হয়ে সবে এলেন এবং কর্ণের বিরুদ্ধে দেখে নিজ পক্ষের যোদ্ধাদের বললেন, তোমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে আছ কেন, শত্রুদের বধ কব। তখন ভীমসেন প্রভৃতি কৌরবসৈন্যের প্রতি ধাবিত হলেন। তুমুল যুদ্ধে সহস্র সহস্র হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি বিনষ্ট হ'তে লাগল। অসংখ্য সন্মুখ সমরে নিহত বীরগণকে বিমানে তুলে স্বর্গে নিয়ে চলল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে বীরগণ স্বর্গলাভের ইচ্ছায় ত্রান্বিত হয়ে পরস্পরকে বধ করতে লাগলেন। ভীম সাত্যকি প্রভৃতি যোদ্ধাদের শরাঘাতে আকুল হয়ে কৌরবসৈন্য পালাতে লাগল। তখন কর্ণের আদেশে শল্য ভীমের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। শল্য বললেন, দেখ, মহাবাহু ভীম কিরূপ ব্রহ্ম হয়ে আসছেন, ইনি দীর্ঘকালসম্প্রতি ক্রোধে নিশ্চয় তোমার উপর মৃত্যু করবেন। কর্ণ বললেন, মদ্ররাজ, আপনার কথা সত্য, কিন্তু দণ্ডধারী যমের সঙ্গে ভীম কি ক'রে যুদ্ধ করবেন? আমি অর্জুনকে চাই, ভীমসেন পরাস্ত হ'লে অর্জুন নিশ্চয় আমার কাছে আসবেন।

কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ভীমের শরাঘাতে কর্ণ অচেতন হয়ে রথের মধ্যে ব'সে পড়লেন, শল্য তাঁকে রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তখন ভীমসেন বিশাল কৌরববাহিনী নিপীড়িত করতে লাগলেন, পুরাকালে ইন্দ্র যেমন দানবগণকে করেছিলেন।

## ১৪। অশ্বখামা ও কর্ণের সহিত যুদ্ধাশিষ্ঠের ও অর্জুনের যুদ্ধ

(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

দুর্যোধন তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, কর্ণ বিপৎসাগরে পড়েছেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে তাকে রক্ষা কর। তখন ধৃতবাস্ত্রপুত্রগণ সকল দিক থেকে ভীমকে আক্রমণ করলেন। ভীমের ভল্ল ও নাবাচের আঘাতে দুর্যোধনের ভ্রাতা বিবিশ্বদ্যু বিকট সহ ক্রোধ নন্দ ও উপনন্দ নিহত হলেন। কর্ণ ভীমের ধনু ও রথ বিনষ্ট করলেন, ভীম গদা নিয়ে শত্রুসৈন্য বধ কবতে লাগলেন।

এই সময়ে সংশতক কোশল ও নারায়ণ সৈন্যেব সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হচ্ছিল। সংশতকগণ অর্জুনের রথ ঘিরে ফেলে তাঁর অশ্ব রথচক্র ও রথদণ্ড ধরে সিংহনাদ করতে লাগল। কষেকজন কৃষ্ণের দূই বিশাল বাহু ধরল। দুষ্ট হস্তী যেমন চালককে নিপাতিত করে, কৃষ্ণ সেইরূপ তাঁর বাহুদ্বয় সম্মেলন করে সংশতকগণকে নিপাতিত করলেন। অর্জুন নাগপাশ অস্ত্র প্রয়োগ করে অন্যান্য সংশতকদের পাদবন্ধন কবলেন, তাবা সর্পবেষ্টিত হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল। তখন মহারথ সুশর্মা গরুড় অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, সর্পগণ ভয়ে পালিয়ে গেল। অর্জুন ঐন্দ্র অস্ত্র মোচন করলেন, তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত হয়ে শত্রুসৈন্য সংহার করতে লাগল। সংশতকদেব চোন্দ হাজার পদাতি, দশ হাজার রথী এবং তিন হাজার গজারোহী যোদ্ধা ছিল, তাদের মধ্যে দশ হাজার অর্জুনের শরাঘাতে নিহত হ'ল।

কৌরবসৈন্য অর্জুনের ভয়ে অবসন্ন হয়েছে দেখে কৃতবর্মা কৃপ অশ্বখামা কর্ণ শকুনি উলুক এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে দুর্যোধন তাদের রক্ষা করতে এলেন। শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অশ্বখামা শরাঘাতে আকাশ আচ্ছন্ন করে পাণ্ডবসৈন্য বধ করছেন দেখে সাতাকি, যুদ্ধাশিষ্ঠ, প্রতিবিন্দ্য প্রভৃতি পাঁচ সহোদর এবং অন্যান্য বহু বীর সকল দিক থেকে তাকে আক্রমণ করলেন। তিমির আলোড়নে নদীমুখ যেমন হয়, দ্রোণপুত্রের প্রতাপে পাণ্ডবসৈন্য সেইরূপ বিক্ষোভিত হ'ল। যুদ্ধাশিষ্ঠের ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বখামাকে বললেন, পুরুষব্যাস, তোমার প্রীতি নেই, কৃতজ্ঞতাও নেই, তুমি আমাকেই বধ করতে চাচ্ছ। ব্রাহ্মণের কার্য তপ দান ও অধ্যয়ন; তুমি নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ তাই ক্ষত্রিয়ের কার্য করছ। অশ্বখামা একটু হাসলেন, কিন্তু যুদ্ধাশিষ্ঠের অনুরোধ ন্যায্য ও সত্য জেনে কোনও

উত্তর দিলেন না, তাঁকে শরবর্ষণে আচ্ছন্ন করলেন। তখন যদুধিষ্ঠির সঙ্কর রণভূমি থেকে চলে গেলেন।

দুর্যোধনের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুমন ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের রথ নষ্ট হওয়ায় তিনি অন্য রথে উঠে চলে গেলেন। তখন কর্ণ ধৃষ্টদ্যুমনকে আক্রমণ করলেন। সিংহ যেমন ভীত মৃগযুথকে করে, কর্ণ সেইরূপ পাণ্ডাল-রথিগণকে বিদ্রাবিত করতে লাগলেন। তখন যদুধিষ্ঠির পুনর্বার রণস্থলে এসে শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদী পুত্রপুত্র, এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্ণকে বেটন করলেন। অন্যত্র বাহ্যিক কেকয় মদ্র সিন্ধু প্রভৃতি দেশের সৈন্যের সঙ্গে ভীমসেন একাকী যুদ্ধ করতে লাগলেন।

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, জনার্দন, এই সংশ্লিষ্টক সৈন্য ভণ্ড হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, এখন কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল। অর্জুনের বানবধূজ রথ কৃষ্ণ কর্তৃক চালিত হয়ে মেঘগন্ডীরশব্দে কৌরববাহিনীর মধ্যে এল। অশ্বখামা অর্জুনকে বাধা দিতে এলেন এবং শত শত বাণ নিক্ষেপ করে কৃষ্ণার্জুনকে নিশ্চেষ্ট করলেন। অশ্বখামা অর্জুনকে অতিক্রম করছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তোমার বীর্য ও বাহুবল পূর্বের ন্যায় আছে কি? তোমার হাতে গান্ধীব আছে তো? গুবুপুত্র মনে করে তুমি অশ্বখামাকে উপেক্ষা করো না। তখন অর্জুন স্ববাসিত হয়ে চোদ্দটা ভল্লের আঘাতে অশ্বখামার ধূজ পতাকা রথ ও অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করলেন। অশ্বখামা সংজ্ঞাহীন হলেন, তাঁর সারথি তাঁকে রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

এই সময়ে যদুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দুর্যোধনাদির ঘোর যুদ্ধ হচ্ছিল। কৌবররা যদুধিষ্ঠিরকে ধরবার চেষ্টা করছে দেখে ভীম নকুল সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুমন বহু সৈন্য নিয়ে তাঁকে রক্ষা করতে এলেন। কর্ণ বাণবর্ষণ করে সকলকেই নিরস্ত করলেন, যদুধিষ্ঠিরের সৈন্য বিধ্বস্ত হয়ে পালাতে লাগল। কর্ণ তিনটি ভল্ল নিক্ষেপ করে যদুধিষ্ঠিরের বক্ষ বিদ্ধ করলেন। ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠির রথে বসে পড়ে তাঁর সারথিকে বললেন, যাও। তখন দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা যদুধিষ্ঠিরকে ধরবার জন্য সকল দিক থেকে ধাবিত হলেন, কেকয় ও পাণ্ডালবীরগণ তাঁদের বাধা দিতে লাগলেন। যদুধিষ্ঠির ক্ষতিবিক্ষতদেহে নকুল ও সহদেবের মধ্যে থেকে শিবিরে ফিরছিলেন, এমন সময় কর্ণ পুনর্বার তাঁকে তিন বাণে বিদ্ধ করলেন, যদুধিষ্ঠির এবং নকুল-সহদেবও কর্ণকে শরাহত করলেন। তখন যদুধিষ্ঠির ও নকুলের অশ্ব বধ করে কর্ণ ভল্লের আঘাতে যদুধিষ্ঠিরের শিরশ্রাণ নিপাতিত করলেন। যদুধিষ্ঠির ও নকুল আহতদেহে সহদেবের রথে উঠলেন।

মাতুল শল্য অনুকম্পাপরবশ হয়ে কর্ণকে বললেন, তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ না করে যুঁধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করছ কেন? এতে তোমার অস্ত্রশস্ত্রের ব্যথা ক্ষয় হবে, তুণীর বাণশূন্য হবে, সারাধি ও অশ্ব শ্রান্ত হবে, তুমিও ত্যাগহত হবে; এমন অবস্থায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কবতে গেলে লোকে তোমাকে উপহাস করবে। তুমি অর্জুনকে মারবে বলেই দুর্যোধন তোমার সম্মান কবেন, যুঁধিষ্ঠিরকে মেবে তোমার কি হবে? ওই দেখ, ভীমসেন দুর্যোধনকে গ্রাস করছেন, তুমি দুর্যোধনকে বক্ষা কর। তখন যুঁধিষ্ঠির ও নকুল-সহদেবকে ত্যাগ ক'বে কর্ণ সত্ত্বর দুর্যোধনের দিকে গেলেন।

যুঁধিষ্ঠির লজ্জিত হয়ে ক্ষতবিক্ষতদেহে সেনানিবেশে ফিরে এলেন এবং রথ থেকে নেমে শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর দেহে যেসকল শল্য বিন্ধ ছিল তা তুলে ফেলা হ'ল, কিন্তু তাঁর মনের শল্য দূর হ'ল না। তিনি নকুল-সহদেবকে বললেন, তোমরা শীঘ্র ভীমসেনের কাছে যাও, তিনি মেঘের ন্যায় গর্জন করে যুদ্ধ করছেন।

এদিকে কর্ণ তাঁর বিজয় নামক ধনু থেকে ভার্গবাস্ত্র মোচন করলেন, তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত হয়ে পান্ডবসৈন্য সংহাব কবতে লাগল। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, কর্ণের ভার্গবাস্ত্রের শক্তি দেখ, আমি কোনও প্রকারে এই অস্ত্র নিবারণ কবতে পারব না, কর্ণের সহিত যুদ্ধে পালাতেও পাব না। কৃষ্ণ বললেন, রাজা যুঁধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আশ্বাস দাও, তার পব ফিরে গিয়ে কর্ণকে ধ্বংস করবে। কৃষ্ণের উদ্দেশ্য—কর্ণকে যুদ্ধে নিযুক্ত রেখে পবিশ্রান্ত করা, এজন্যই তিনি অর্জুনকে যুঁধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে চললেন।

### ১৫। যুঁধিষ্ঠিরের কট্যবাক্য

যেতে যেতে ভীমকে দেখে অর্জুন বললেন, রাজার সংবাদ কি? তিনি কোথায়? ভীম বললেন, কর্ণের বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ধর্মরাজ এখান থেকে চলে গেছেন, হয়তো কোনও প্রকারে বেঁচে উঠবেন। অর্জুন বললেন, আপনি শীঘ্র গিয়ে তাঁর অবস্থা জানুন, আমি এখানে শত্রুদের রোধ করে রাখব। ভীম বললেন, তুমিই তাঁর কাছে যাও, আমি গেলে বীরগণ আমাকে ভীত বলবেন। অর্জুন

বললেন, সংশ্লষ্টকদের বধ না ক'রে আমি যেতে পারি না। ভীম বললেন, ধনঞ্জয়, আমিই সমস্ত সংশ্লষ্টকের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তুমি যাও।

শত্রুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ভীমসেনকে রেখে এবং তাঁকে উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ দ্রুতবেগে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে রথ নিয়ে এলেন। যুধিষ্ঠির একাকী শূন্যে ছিলেন, কৃষ্ণার্জুন তাঁর পাদবন্দনা করলেন। কর্ণ নিহত হয়েছেন ভেবে ধর্মরাজ হর্ষগদগদকণ্ঠে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে বললেন, তোমাদের দুজনকে দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি, তোমরা অক্ষতদেহে নিবাপদে সর্বাস্ত্রবিশারদ মহারথ কর্ণকে বধ কবেছ তো? কৃতান্ততুল্য সেই কর্ণ আজ আমার সঙ্গে ঘোব যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাতে আমি কাতর হই নি। সাত্যাকি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণকে জয় ক'রে তাঁদের সমক্ষেই কর্ণ আমাকে পরাভূত করেছিলেন, আমাকে বহু নিষ্ঠুর বাক্য বলেছিলেন। ধনঞ্জয়, আমি ভীমেব প্রভাবেই জীবিত আছি, এ আমি সহিতে পারছি না। কর্ণের ভয়ে আমি তের বৎসর রাগিতে নিদ্রা যেতে পারি নি, দিনেও সুখ পাই নি, সকল সময়েই আমি জগৎ কর্ণময় দেখি। সেই বীর আমাকে অশ্ব ও রথ সমেত জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন, আমার এই ধিকৃৃত জীবনে ও রাজ্যে কি প্রয়োজন? ভীষ্ম দ্রোণ আর কৃপের কাছে আমি যে লাঞ্ছনা পাই নি আজ সূতপুত্রের কাছে তা পেয়েছি। অর্জুন, তাই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কিপ্রকারে কর্ণকে বধ ক'রে নিরাপদে ফিরে এসেছ তা সবিস্তারে বল। কর্ণ তোমাকে বধ করবেন এই আশাতেই ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রেরা কর্ণের সম্মান করতেন; সেই কর্ণ তোমার হাতে কি ক'রে নিহত হলেন? যিনি বলেছিলেন, 'কৃষ্ণ, তুমি দুর্বল পরিত্যক্ত দীনপ্রকৃতি পাণ্ডবদের ত্যাগ করছ না কেন?' যে দুরাশ্রয় দ্যুতসভায় হাস্য ক'রে দুর্য্যাসনকে বলেছিল, 'যাজ্ঞসেনীকে সবলে ধ'রে নিয়ে এস'—সেই পাপবান্ধব কর্ণ শবাঘাতে বিদীর্ণদেহ হয়ে শূন্যে আছে তো?

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আমি সংশ্লষ্টকদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম সেই সময়ে অশ্বখামা আমার সম্মুখে এলেন। আর্টীট শকট তাঁর বাণ বহন করছিল। আমার সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি সেই সমস্ত বাণই নিক্ষেপ করলেন। তথাপি আমার শরাঘাতে তাঁর দেহ শঙ্করুর ন্যায় কণ্টকিত হ'ল, তিনি রুধিরাস্ত্রদেহে কর্ণের সৈন্যমধ্যে আশ্রয় নিলেন। তখন কর্ণ পশ্চাৎ জন রথীর সঙ্গে আমার কাছে এলেন। আমি কর্ণের সহচরদের বিনষ্ট ক'রে সত্বর আপনাকে দেখবার জন্য এসেছি। আমি শুনছি, অশ্বখামা ও কর্ণের সহিত যুদ্ধে আপনি আহত হয়েছেন, সে কারণে উপযুক্ত সময়েই আপনি ব্রহ্মস্বভাব কর্ণের কাছ থেকে চ'লে এসেছেন। মহারাজ,



যুদ্ধকালে আমি কর্ণের আশ্চর্য ভাগবান্দ দেখেছি, কর্ণের আক্রমণ সহিতে পারেন এমন যোদ্ধা সৃষ্টিগর্ভের মধ্যে নেই। আপনি আসুন, দেখবেন আজ আমি রণস্থলে কর্ণের সহিত মিলিত হব। যদি আজ কর্ণকে সবাশ্ববে বধ না করি তবে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারীর যে কষ্টকর গতি হয়, আমার যেন তাই হয়। আপনি জয়াশ্রীবাদ করুন, যেন আমি সন্তপ্ত ও শত্রুগণকে সসৈন্যে বধ করতে পারি।

কর্ণ সন্মুখশবীরে আছেন জেনে শরাঘাতে পীড়িত যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, বৎস, তোমার সৈন্যরা পালিয়েছে, তুমি তাদের পিছনে ফেলে এসেছ। কর্ণবধে অক্ষম হয়ে তুমি ভীমকে ত্যাগ করে ভীত হয়ে চলে এসেছ। অর্জুন, তুমি কুন্তীর গর্ভকে হেয় কবেছ। আমরা তোমার উপর অনেক আশা রেখেছিলাম, কিন্তু অতিপদুশালী বৃক্ষ যেমন ফল দেয় না সেইরূপ আমাদের আশা বিফল হয়েছে। ভূমিতে উত্ত বীজ যেমন দৈবকৃত বৃষ্টির প্রতীক্ষায় জীবিত থাকে, আমবাও সেইরূপ রাজ্যলাভের আশায় তের বৎসর তোমার উপর নির্ভর করেছিলাম, কিন্তু এখন তুমি আমাদের সকলকেই নবকে নিমজ্জিত কবেছ। মন্দবৃদ্ধি, তোমার জন্মের পর কুন্তী আকাশবাণী শুনিয়েছিলেন, ‘এই পুত্র ইন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালী ও সর্বশত্রুজয়ী হবে, মদ্র কলিঙ্গ ও কেকয়গণকে জয় করবে, কৌরবগণকে বধ করবে।’ শতশৃঙ্গ পর্বতের শিখরে তপস্বীগণ এই দৈববাণী শুনিয়েছিলেন, কিন্তু তা সফল হ’ল না, অতএব দেবতারাও অসত্য বলেন। আমি জানতাম না যে তুমি কর্ণের ভয়ে অভিভূত। কেশব যার সারথি সেই বিশ্বকর্মা-নির্মিত শব্দহীন কপিধ্বজ রথে আরোহণ করে এবং স্বর্ণমণ্ডিত খড়্গ ও গান্ধীবধন ধারণ করে তুমি কর্ণের ভয়ে পালিয়ে এলে! দুরাশ্রা, তুমি যদি কেশবকে ধন্য দিয়ে নিজে সারথি হ’তে তবে বজ্রধর দেববাজ ইন্দ্র যেমন বহুবধ করিয়েছিলেন সেইরূপ কেশব কর্ণকে বধ করতেন। তুমি যদি রাধেয় কর্ণকে আক্রমণ করতে অসমর্থ হও তবে তোমার চেয়ে অস্বাভিচারদ অন্য রাজাকে গান্ধীবধন দাও। দুরাশ্রা, তুমি যদি পঞ্চম মাসে গর্ভচ্যুত হ’তে কিংবা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না কবতে তবে তাই তোমাব পক্ষে শ্রেয় হ’ত, তা হ’লে তোমাকে যুদ্ধ থেকে পালাতে হ’ত না। তোমার গান্ধীবকে ধিক, তোমার বাহুবল ও বাণসমূহকে ধিক, তোমার কপিধ্বজ ও অগ্নিদন্ত, রথকেও ধিক।

### ১৬। অর্জুনের ক্রোধ—কৃষ্ণের উপদেশ

যদুধিষ্ঠিরের তিরস্কার শুনে অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর খড়্গ ধারণ করলেন। চিত্তজ্ঞ কেশব বললেন, ধনঞ্জয়, তুমি খড়্গ হাতে নিলে কেন? যদুশ্বেষ যোগ্য কোনও লোককে এখানে দেখছি না, এখন ভীমসেন দুর্যোধনাদিকে আক্রমণ কবেছেন, তুমি রাজা যদুধিষ্ঠিরকে দেখতে এসেছ, তিনিও কুশলে আছেন। এই নৃপশ্রেষ্ঠকে দেখে তোমার আনন্দই হওয়া উচিত, তবে ক্রোধ হ'ল কেন? তোমার অভিপ্রায় কি?

সপের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে যদুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে অর্জুন বললেন, আমার এই গদ্য প্রতিজ্ঞা আছে, যে আমাকে বলবে, ‘অন্য লোককে গান্ধীব দাও’, তার আমি শিরশ্ছেদ করব। গোবিন্দ, তোমাব সমক্ষেই বাজা যদুধিষ্ঠির আমাকে তাই বলেছেন। আমি ধর্মভীরু সেজন্য একে বধ ক'বে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব, সত্যের নিকট ঋণমুক্ত হব। তুমিই বল এ সময়ে কি কর্তব্য। জগৎপিতা, তুমি ভূত ভবিষ্যৎ সবই জান, আমাকে যা বলবে তাই আমি কবব।

কৃষ্ণ বললেন, ধিক ধিক! অর্জুন, আমি বদ্বোধি তুমি বশ্বেষ নিকট উপদেশ লাভ কব নি, তাই অকালে ক্রুদ্ধ হয়েছ। তুমি ধর্মভীরু কিন্তু অপণ্ডিত; যাঁরা ধর্মের সকল বিভাগ জানেন তাঁরা এমন করেন না। যে লোক অকর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্তব্য কর্মে বিবত থাকে সে পদ্রুমাধম। আমার মতে প্রাণিবধ না করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বরং অসত্য বলবে কিন্তু প্রাণিহিংসা করবে না। যিনি জ্যেষ্ঠ-প্রভাতা, ধর্মজ্ঞ ও রাজা, নীচ লোকের ন্যায় তুমি তাঁকে কি ক'রে হত্যা করতে পার? তুমি বালকের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করেছিলে, এখন মৃঢ়তার বশে অধর্ম কার্ষে উদ্যত হয়েছ। ধর্মের সূক্ষ্ম ও দ্রব্ধ তত্ত্ব না জেনেই তুমি গদ্রুহত্যা করতে যাচ্ছ। ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম, যদুধিষ্ঠির, বিদ্রব বা যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্মতত্ত্ব বলতে পারেন, আমি তাই বলছি শোন।—

সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্বিদ্যাতে পরম্।

তত্ত্বেনৈব সদৃজ্ঞেয়ং পশ্য সতামনদীপ্তিতম্॥

ভবেৎ সত্যমবস্তব্যং বস্তব্যমনৃতং ভবেৎ।

যদ্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যগ্ণাপ্যনৃতং ভবেৎ॥

—সত্য বলাই ধর্মসংগত, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুর নেই; কিন্তু জানবে যে সত্যানুসারে কর্মের অনুষ্ঠান উচিত কিনা তা স্থির করা অতি দ্রুত। যেখানে

মিথ্যাই সত্যতুল্য হিতকর এবং সত্য মিথ্যাতুল্য অহিতকর হয়, সেখানে সত্য বলা অনুচিত, মিথ্যাই বলা উচিত।—

বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে

প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে।

বিপ্রস্য চার্থে হনুতং বদেত

পশ্যান্তান্যাহনুপাতকানি॥

—বিবাহকালে, রতিসম্বন্ধে, প্রাণসংশয়ে, সর্বস্বনাশের সম্ভাবনায়, এবং ব্রাহ্মণের উপকারার্থে মিথ্যা বলা যেতে পারে; এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না।(১)

তার পর কৃষ্ণ বললেন, শিক্ষিত জ্ঞানী লোকে নিদারুণ কর্ম করেও মহৎ পুণ্যের অধিকারী হতে পাবেন, যেমন বলাক নামক ব্যাধ অন্ধকে হত্যা করে হয়েছিল। আবার, মৃত অপরাধিত ধর্মকামীও মহাপাপগ্রস্ত হতে পারেন, যেমন কৌশিক হয়েছিলেন।—

পূর্বকালে বলাক নামে এক ব্যাধ ছিল, সে বৃথা পশুবধ করত না, কেবল স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা প্রভৃতির জীবনযাত্রানির্বাহের জন্যই করত। একদা সে বনে গিয়ে কোনও মৃগ পেল না, অবশেষে সে দেখলে, একটি শ্বাপদ জলপান করছে। এই পশুর চক্ষু ছিল না, ঘ্রাণশক্তিই তাব দৃষ্টিব কাজ করত। বলাক সেই অদৃষ্টপূর্ব অন্ধ পশুকে বধ কবলে আকাশ থেকে তার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হ'ল। তার পর সেই ব্যাধকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য একটি মনোবম বিমান এল, তাকে অসরারা গীত-বাদ্য করছিল। অর্জুন, সেই পশু সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট করবার ইচ্ছায় তপস্যা ক'বে অভীষ্ট বব পেয়েছিল, কিন্তু ব্রহ্মা তাকে অন্ধ ক'বে দেন। সেই সর্বপ্রাণিহিংসক শ্বাপদকে বধ ক'রে বলাক স্বর্গে গিয়েছিল।

কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রামের অদূরে নদীর সংগমস্থলে বাস করতেন। তিনি তপস্বী কিন্তু অল্পপণ্ড ছিলেন। তাঁর এই বৃত্ত ছিল যে সর্বদাই সত্য বলবেন, সেজন্য তিনি সত্যবাদী বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। একদিন কয়েকজন লোক দস্যুর ভয়ে কৌশিকের তপোবনে আশ্রয় নিলে। দস্যুরা খুঁজতে খুঁজতে কৌশিকের কাছে এসে বললে, ভগবান, কয়েকজন লোক এদিকে এসেছিল, তারা কোন পথে গেছে যদি জানেন তো বলুন। সত্যবাদী কৌশিক বললেন, তারা

(১) আদিপর্ব ১২-পরিচ্ছেদে অনুদ্রুপ শ্লোক আছে।

বহু-বক্ষ-লতা-গুচ্ছ-সমাকীর্ণ এই বনে আশ্রয় নিয়েছে। তখন নিষ্ঠুর দস্যুদ্বা সেই লোকদের খুঁজে বার করে হত্যা করলে। মৃদু কৌশিক ধর্মের সন্ধ্যা তত্ত্ব জানতেন না, তিনি তাঁবু দুর্ভিক্ষের জন্য পাপগ্রস্ত হয়ে কষ্টময় নবকে গিয়েছিলেন।

উপাখ্যান শেষ করে কৃষ্ণ বললেন, কেউ কেউ তর্ক দ্বারা দুর্বোধ পরমজ্ঞান লাভ কববার চেষ্টা করে, আবাব অনেকে বলে ধর্মের তত্ত্ব শ্রুতিতেই আছে। আমি এই দুই মতেব কোনওটিব দোষ ধরাছি না, কিন্তু শ্রুতিতে সমস্ত ধর্মের বিধান নেই, সেজন্য প্রাণিগণেব অভ্যুদয়ের নিমিত্ত প্রবচন রচিত হয়েছে।—

যৎ সাদাহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ।

অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥

ধারণাম্ধর্মমিত্যাহর্ধর্মো ধারণতে প্রজাঃ ।

যৎ স্যাম্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥

—যে কর্মে হিংসা নেই তা নিশ্চয়ই ধর্ম; প্রাণিগণের অহিংসাব নিমিত্ত ধর্মপ্রবচন রচিত হয়েছে। ধারণ (রক্ষা) করে এজন্যই ‘ধর্ম’ বলা হয়; ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ করে; যা ধারণ করে তা নিশ্চয়ই ধর্ম।—

অবশ্যং কৃজিতব্যে বা শঙ্করন্ বাপ্যকৃজতঃ ।

শ্রেয়স্শতান্নতং বস্তুং তৎ সত্যমবিচারিতম্ ॥

—যেখানে অবশ্যই কিছু বলা প্রয়োজন, না বলা শঙ্কাজনক, সেখানে মিথ্যাই বলা শ্রেয়, সে মিথ্যাকে নিবিচারে সত্যের সমান গণ্য করতে হবে।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, যদি মিথ্যা শপথ করে দস্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তবে ধর্মতত্ত্বজ্ঞানীরা তাতে অধর্ম দেখতে পান না, কারণ উপায় থাকলে দস্যুকে কখনও ধন দেওয়া উচিত নয়। ধর্মের জন্য মিথ্যা বললে পাপ হয় না। অর্জুন, আমি তোমাকে সত্য-মিথ্যার স্বরূপ বুঝিয়ে দিলাম, এখন বল যুধিষ্ঠিরকে বধ করা উচিত কিনা।

অর্জুন বললেন, তোমার শাক্য মহাপ্রাজ্ঞ মহামতি পুরুষের যোগ্য, আমাদেরও হিতকর। কৃষ্ণ, তুমি আমাদের মাতার সমান, পিতার সমান, আমাদের পরম গতি। আমি দুর্বোধ যে ধর্মরাজ আমার অবধ্য। এখন তুমি আমার সংকল্পের বিষয় শুনলে অনুগ্রহ করে উপদেশ দাও। তুমি আমার এই প্রতিজ্ঞা জান—কেউ যদি আমাকে বলে, ‘অপর লোক তোমার চেয়ে অস্বাভিমান বা বীর্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি তাকে গান্ধীব দাও,’ তবে আমি তাকে বধ করব। ভীমেরও প্রতিজ্ঞা আছে—যে তাঁকে

তব্রক (১) বলবে তাকে তিনি বধ করবেন। তোমার সমক্ষেই যদ্বিষ্ঠির একাধিক বার আমাকে বলেছেন, 'গান্ডীব অন্য লোককে দাও'। কিন্তু যদি তাঁকে বধ করিতবে আমি অঙ্গকালও জীবিত থাকতে পারব না। কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এমন বদ্বিষ্ঠি দাও যাতে আমার সত্যরক্ষা হয় এবং যদ্বিষ্ঠির ও আমি দুজনেই জীবিত থাকি। ..

কৃষ্ণ বললেন, কর্ণের সহিত যুদ্ধ ক'বে যদ্বিষ্ঠিব প্রান্তে দর্শিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, সেজন্যই স্ফোভ ও ক্রোধেব বশে তোমাকে অনুচিত বাক্য বলেছেন। এ'ব এই উদ্দেশ্যও আছে যে কুপিত হ'লে তুমি কর্ণকে বধ কববে। ইনি এও জানেন যে তুমি ভিন্ন আর কেউ কর্ণের বিক্রম সহিতে পারে না। যদ্বিষ্ঠির অবধ্য, তোমার প্রতিজ্ঞাও পালনীয়। যে উপায়ে ইনি জীবিত থেকেই মৃত হবেন তা বলাচ্ছি শোন। মাননীয় লোকে যত কাল সম্মান লাভ করেন তত কালই জীবিত থাকেন; যখন তিনি অপমানিত হন তখন তাঁকে জীবন্ত বধ করা যায়। রাজা যদ্বিষ্ঠির তোমাদের সকলের নিকট সর্বদাই সম্মান পেয়েছেন, এখন তুমি তাঁর কিঞ্চিৎ অপমান কর। পুজনীয় যদ্বিষ্ঠিরকে 'তুমি' বল, যিনি প্রভু ও গুরুজন তাঁকে তুমি বললে অবধেই তাঁর বধ হয়। এই অপমানে ধর্মরাজ নিজেকে নিহত মনে করবেন, তাব পব তুমি চবণবন্দনা ক'বে এবং সান্ন্যাস দিয়ে তাঁর প্রতি পূর্ববৎ আচরণ করবে। প্রজাবান বাজা যদ্বিষ্ঠিব এতে কখনই কুপিত হবেন না। সত্যভঙ্গ ও ভ্রাতৃবধেব পাপ থেকে এইবদূপে মুক্ত হয়ে তুমি হৃষ্টচিত্তে সূতপুত্রকে বধ কর।

### ১৭। অর্জুনের সত্যরক্ষা—যদ্বিষ্ঠিরের অনুতাপ

অর্জুন যদ্বিষ্ঠিবকে বললেন, রাজা, আমাকে কটুবাক্য ব'লো না, ব'লো না; তুমি বণভূমি থেকে এক ক্রোশ দূরে রয়েছ। ভীম আমার নিন্দা করতে পারেন, কারণ তিনি শ্রেষ্ঠ বীরগণের সঙ্গে সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করছেন। ভরতনন্দন, পণ্ডিতগণ বলেন, ব্রাহ্মণের বল বাক্যে আর ক্ষত্রিয়ের বল বাহুতে; কিন্তু তোমারও বল বাক্যে, এবং তুমি নিষ্ঠুর। আমি কিরূপ তা তুমি জান। স্ত্রী পুত্র ও জীবন দিয়েও আমি সর্বদা তোমার ইচ্ছাসাধনের চেষ্টা করি। তথাপি তুমি যখন আমাকে বাক্যবাণে আঘাত করছ তখন বদ্বিষ্ঠি তোমার কাছে আমাদের কোনও সুখলাভের আশা নেই। তুমি দ্রোণদীর শয্যায় শয়নে আমাকে অবজ্ঞা ক'রো না; তোমার জন্যই আমি মহাবলগণকে

(১) গোফদাড়হীন, মাকুল। দ্রোণপর্ব ১৩-পরিচ্ছেদে কর্ণ ভীমকে তব্রক বলেছেন।

বধ করেছি, তাতেই তুমি নিঃশঙ্ক ও নিষ্ঠুর হয়েছ। অধিরাজের পদ পেয়ে তুমি যা করেছ তার আমি প্রশংসা করতে পারি না। তোমার দ্যুতাসক্তির জন্য আমাদের রাজ্য-নাশ হয়েছে, আমরা বিপদে পড়েছি। তুমি অল্পভাগ্য, এখন ক্রুব বাক্যের কশাঘাতে আমাদের ক্রুদ্ধ করে না।

যুধিষ্ঠিরকে এইপ্রকার পরুষ বাক্য বলে অর্জুন অনুতপ্ত হলেন এবং নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে অসি কোষমুগ্ধ কবলেন। কৃষ্ণ বললেন, একি, তুমি আবার অসি নিষ্কাশিত করলে কেন? অর্জুন বললেন, যে শবীবো আমি অহিত আচরণ করেছি সে শরীর আমি নষ্ট কবব। কৃষ্ণ বললেন, বাজা যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' সম্বোধন করেছ সেজন্য মোহগ্রস্ত হ'লে কেন? তুমি আত্মহত্যা কবতে যাচ্ছ? যদি তুমি সত্যরক্ষার নিমিত্ত জ্যোতি দ্রাতাকে বধ কবতে তবে তোমার কি অবস্থা হ'ত? পার্থ, ধর্মের তত্ত্ব সুস্ফুট ও দৃষ্টিশীল, বিশেষত অজ্ঞ লোকের কাছে। আমি যা বলছি শোন। আত্মহত্যা করলে তোমাব দ্রাতৃহত্যাব চেষ্টা গৃহ্যতর পাপ হবে। এখন তুমি নিজের মুখে নিজের গুণকীর্তন কব, তাতেই আত্মহত্যা হবে।

তখন ধনঞ্জয় তাঁব ধনু নমিত করে যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন, মহারাজ, শুনুন—পিনাকপাণি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর্ধর কেউ নেই। আমি মহাদেবের অনুমতিতে ক্ষণমধ্যে চবাচব সহ সমস্ত জগৎ বিনষ্ট কবতে পাবি। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে আমিই সকল দিক ও দিকপালগণকে জয় করে আপনার বশে এনেছিলাম। আমার দণ্ডেই আপনার দিব্য সভা নির্মিত এবং রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছিল। আমার দক্ষিণ হস্তে বাণ, বাম হস্তে বাণযুক্ত বিস্তৃত ধনু, এবং দুই পদতলে রথ ও ধ্বজ অঙ্কিত আছে, আমার তুল্য পুরুষ যুদ্ধে অজেয়। সংশতকদের অল্পই অবশিষ্ট আছে, শত্রুসৈন্যের অর্ধ ভাগ আমি বিনষ্ট করেছি। আমি অস্ত্র স্ৱারাই অস্ত্রজ্ঞদেব বধ কবি, অস্ত্রপ্রয়োগে বিপক্ষ সৈন্য ভস্মসাৎ করি না। কৃষ্ণ, শীঘ্র চল, আমবা বিজয়বথে চড়ে সূত্বে বধ কবতে যাই। আমাদের রাজ্য আজ সুখলাভ করুন, আমি কর্ণকে বিনষ্ট করব। আজ কর্ণের মাতা অথবা কুন্তী পুত্রহীনা হবেন, আমি সত্য বলছি — কর্ণকে বধ না করে আমার কবচ খুলব না।

এই কথা বলে অর্জুন তাঁব খড়্গ কোষবদ্ধ করে ধনু ত্যাগ করলেন এবং লজ্জায় নতমস্তকে কৃতাজলিপদে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, প্রসন্ন হ'ন, যা বলোছি তা ক্ষমা করুন, পবে আপনি আমার উদ্দেশ্য বুদ্ধিতে পারবেন, আপনাকে নমস্কার করছি। আমি ভীমকে যুদ্ধ থেকে মুক্ত করতে এবং সূতপুত্রকে বধ করতে

এখনই যাচ্ছি। সত্য বলছি, আপনার প্রিয়সাধনের জন্যই আমার জীবন। এই বলে অর্জুন যদুধিষ্ঠিরের পাদস্পর্শ করে যদুধিষ্ঠিরের জন্য দণ্ডায়মান হলেন।

ধর্মবাজ যদুধিষ্ঠির শয্যা থেকে উঠে দণ্ডায়মান মনে বললেন, অর্জুন, আমি অসাধু কর্ম করেছি, তার জন্যই তোমরা বিপদগ্রস্ত হয়েছ। আমি কুলনাশক পদুদ্রাধম, তুমি আমায় শিরশ্ছেদ কর। আমার ন্যায় পাপী মদুদ্রাধম অলস ভীষ্ম নিষ্ঠুর পদুদ্রাধমের অনুসরণ ক'বে তোমাদের কি লাভ হবে? আমি আজই বনে যাব, মহাত্মা ভীষ্মসেই তোমাদের যোগ্য রাজা, আমার ন্যায় ক্রীবেব আবাব বার্জকার্য কি? তোমার পদুদ্রাধম বাক্য আমি সহিতে পাবিছ না, অপমানিত হয়ে আমার জীবনধাবণের প্রয়োজন নেই।

অর্জুনের প্রতিজ্ঞারক্ষার বিষয় যদুধিষ্ঠিরকে বদ্বিধি দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, মহাবাজ, আমি আর অর্জুন আপনার শরণাগত, আমি প্রণত হয়ে প্রার্থনা করছি, ক্ষমা করুন, আজ রণভূমি পাপী কর্ণের বক্তৃতা পান করবে। ধর্মবাজ যদুধিষ্ঠির সসম্মুখে কৃষ্ণকে উঠিয়ে কৃতজ্ঞালি হয়ে বললেন, গোবিন্দ, আমরা অজ্ঞানে মোহিত হয়েছিলাম, ঘোব বিপৎসাগর থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করেছ।

অর্জুন সবোদনে যদুধিষ্ঠিরের চরণে পড়লেন। ভ্রাতাকে সন্মুখে উঠিয়ে আলিঙ্গন ক'বে যদুধিষ্ঠিরও বোদন করতে লাগলেন। তার পব অর্জুন বললেন, মহাবাজ, আপনার পাদস্পর্শ ক'বে প্রতিজ্ঞা করছি, আজ কর্ণকে বধ না ক'রে আমি যদুধিষ্ঠির থেকে ফিরব না। যদুধিষ্ঠির প্রসন্নমনে বললেন, অর্জুন, তুমি যশস্বী হও, অক্ষয় জীবন ও অভীষ্ট লাভ কর, সর্বদা জয়ী হও, তোমার শত্রুও ক্ষয় হ'ক।

### ১৮। অর্জুন-কর্ণের অভিযান

(সপ্তদশ দিনের আবও যদুধিষ্ঠির)

কৃষ্ণের আজ্ঞায় দারুণ অর্জুনের ব্যাঘ্রচর্মাবৃত রথ সজ্জিত করলে। যথার্থি স্বস্ত্যয়নের পর কৃষ্ণের সহিত অর্জুন সেই বথে উঠে রণভূমির অভিমুখে চললেন। সেই সময়ে সকল দিক নির্মল হ'ল, চাষ (নীলকণ্ঠ), শতপত্র (কাঠোঁকবা) ও ক্রৌঞ্চ (কোঁচ বক) প্রভৃতি শৃঙ্গশূচক পক্ষী অর্জুনকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। কক্ষ গৃধ্র বক শ্যেন বায়স প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী খাদ্যের লোভে আগে আগে যেতে লাগল।

কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তোমার সমান যোদ্ধা পৃথিবীতে নেই, তথাপি তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা করো না। আজ যদুধিষ্ঠির সপ্তদশ দিন চলছে, তোমাদের এবং শত্রু-

পক্ষের বিপদে সৈন্যের এখন অল্পই অবশিষ্ট আছে। কৌরবপক্ষে এখন পাঁচ মহারথ জীবিত আছেন — অশ্বখামা কৃতবর্মা, কর্ণ, শল্য ও কৃপ। অশ্বখামা তোমার মাননীয় গুরুদ্রোণের পুত্র, কৃপ তোমার আচার্য, কৃতবর্মা তোমার মাতৃকুলেব বান্ধব, মহারাজ শল্য তোমার বিমাতার ভ্রাতা, এই কারণে এদের উপর তোমার দয়া থাকতে পারে, কিন্তু পাপমতি ক্ষত্রিয় কর্ণকে আজ তুমি সম্বরণ বধ কব। জতুগৃহদাহ, দ্যুতঞ্জীড়া, এবং দুর্যোধন তোমাদের উপর যত উৎপীড়ন করেছেন সে সমস্তেরই মূল দুর্যোধন কর্ণ। অর্জুন বললেন, গোবিন্দ, ভূতভবিষ্যদ্বিৎ তুমি যখন আমার সহায় তখন কর্ণের কথা দূরে থাক, ত্রিলোকের সকলকেই আমি পবলোকে পার্থক্যে পারি।

এই সময়ে ভীম তুমুল যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর সার্বথি বিশোককে বললেন, আমি সর্বাধিকে শত্রুদেব রথ ও ধ্বজাগ্র দেখে উদ্ভিগ্ন হয়েছি। অর্জুন এখনও এলেন না, ধর্মরাজও আহত হয়ে চলে গেছেন। এঁরা জীবিত আছেন কিনা জানি না। যাই হ'ক, এখন আমি শত্রুসৈন্য সংহার করব, তুমি দেখে বল আমার কত বাণ অবশিষ্ট আছে। বিশোক বললেন, পাণ্ডুপুত্র, আপনার এত অস্ত্র আছে যে ছয় গোধকট তা বহন করতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে সহস্র সহস্র অস্ত্র নিক্ষেপ করুন।

কিছুক্ষণ পবে বিশোক বললে, ভীমসেন, আপনি গান্ধীব আকর্ষণের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? আপনার অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে, হস্তিসৈন্যের মধ্য থেকে অর্জুনের ধ্বজাগ্রে ওই ভয়ংকর বানর দেখা যাচ্ছে, তিনি কৌরবসৈন্য বিনষ্ট করতে করতে আপনার কাছে আসছেন। ভীম হুটু হয়ে বললেন, বিশোক, তুমি যে প্রিয়সংবাদ দিলে তাব জন্য আমি তোমাকে চোন্দটি গ্রাম, এক শ দাসী এবং কুড়িটি রথ দেব।

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, পাণ্ডালসৈন্যেরা কর্ণের ভয়ে পালাচ্ছে, তুমি শীঘ্র কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল, নতুবা তিনি পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণকে নিঃশেষ করবেন। অর্জুনের রথ দেখতে পেয়ে শল্য বললেন, কর্ণ, ওই দেখ অর্জুন আসছেন, তাঁর ভয়ে কৌরবসেনা সর্ব দিকে ধাবিত হচ্ছে, কিন্তু তিনি সমস্ত সৈন্য বর্জন করে তোমার দিকেই আসছেন। রাধেয়, তুমি কৃষ্ণাৰ্জুনকে বধ করতে সমর্থ, তুমি ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বখামা ও কৃপাচার্যের সমান। আমাদের পক্ষের রাজারা অর্জুনের ভয়ে পালাচ্ছেন,



তুমি ভিন্ন আর কেউ এদের ভয় দূর করতে পারবে না। এই যুদ্ধে কৌরবগণ তোমাকেই স্বীকৃতি দিয়া আশ্রয় মনে করেন। কর্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি ঐখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন, আমাব মনের মত কথা বলছেন, ধনঞ্জয়েব ভয়ও ত্যাগ করেছেন। আজ আমার বাহুবল দেখুন, আমি একাকীই পাণ্ডবগণের মহাচন্দ্র ধ্বংস করব এবং পদ্রুপবায় কৃষ্ণার্জুনকেও বধ করব। এই দুই বীরকে না মেরে আমি ফিরব না।

এই সময়ে দুর্যোধন কৃপ কৃতবর্মা শকুনি অশ্বখামা প্রভৃতিকে দেখে কর্ণ বললেন, আপনাবা সকল দিক থেকে কৃষ্ণার্জুনকে আক্রমণ করুন, তাঁরা পরিশ্রান্ত ও ক্ষতিবিক্ষত হ'লে আমি অনায়াসে তাঁদের বধ করব। কর্ণের উপদেশ অনুসারে কৌরবপক্ষীয় মহাবীরগণ সৈন্যে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। অর্জুনের বাণবর্ষণে কৌরবসৈন্য নিষ্পিষ্ট ও বিধ্বস্ত হ'তে লাগল, যারা ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন তারাও পবাণ্ডুমুখ হ'ল। কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'লে অর্জুন ভীমের কাছে এলেন এবং তাঁকে যুদ্ধাশিরের কুশলসংবাদ জানিয়ে অন্যত্র যুদ্ধ করতে গেলেন।

দুর্যোধনের কনিষ্ঠ দশ জন অর্জুনকে পরিবেষ্টন করলেন, কিন্তু অর্জুন ভক্তের আঘাতে সকলেরই শিরশ্ছেদ করলেন। নব্বই জন সংশতক বথী অর্জুনকে বাধা দিতে এলেন, কিছ্রক্ষণ যুদ্ধের পর তাঁরাও নিহত হলেন।

## ১১। দুর্যোধনবধ — ভীমের প্রতিজ্ঞাপালন

(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

কর্ণ পাণ্ডালগণের সহিত যুদ্ধ করছিলেন। তাঁর শরাঘাতে খৃষ্টদ্যুম্নের এক পুত্র নিহত হ'লে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, পার্থ, কর্ণ পাণ্ডালগণকে নিঃশেষ করছেন, তুমি স্বয়ং তাঁকে বধ কর। অর্জুন কিছ্রদূর অগ্রসর হ'লে মহাবীর ভীমসেন পদনব্বাব তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং পশ্চাতে থেকে অর্জুনের পৃষ্ঠরক্ষা করতে লাগলেন।

এই সময়ে দুর্যোধন নির্ভয়ে শরক্ষেপণ করতে করতে ভীমের নিকটস্থ হলেন। হস্তিনী দেখলে দুই মদমত্ত হস্তীর ঘেমন সংঘর্ষ হয় সেইরূপ ভীম ও দুর্যোধন পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের ধনু ও ধ্বজ ছিন্ন এবং সারথি নিহত হ'ল। তখন দুর্যোধন নিজেই রথ চালাতে লাগলেন এবং অন্য ধনু নিয়ে ভীমকে শরাহত করলেন। বাহু প্রসারিত ক'বে ভীম প্রাণশূন্যের ন্যায় রথের মধ্যে শূন্যে পড়লেন এবং কিছ্রক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করে গর্জন করে

উঠলেন। দৃঃশাসন ভীমসেনকে আবার শরাঘাতে নিপীড়িত কবতে লাগলেন। ক্রোধে জ্বলে উঠে ভীম বললেন, দ্রুপদা, আজ যুদ্ধে তোমাব বস্ত্র পান কবব। দৃঃশাসন মহাবেগে একটি শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ কবলেন, উগ্রমর্দিত ভীমও তাঁর ভীষণ গদা ঘূর্ণিত ক'বে প্রহার কবলেন। গদাব প্রহারে শক্তি ভগ্ন হ'ল, দৃঃশাসন মস্তকে আহত হষে দশ ধনু (চল্লিশ হাত) দ্রুবে নিক্ষিপ্ত হলেন, তাঁব অশ্ব ও বথও বিনষ্ট হ'ল।

দৃঃশাসন বেদনায ছটফট কবতে লাগলেন। তখন ভীমসেন নিরপবাধা বজ্রম্বলা পতিকর্তৃক অবক্ষিতা দ্রৌপদীব কেশগ্রহণ বস্ত্রহরণ প্রভৃতি দৃঃশ স্মরণ ক'বে ঘূর্তিসক্ত হ্রুতাশনেব ন্যায় জ্বলে উঠলেন এবং কর্ণ দ্রুঘোধন কূপ অশ্বখামা ও কৃতবর্মাকে বললেন, ওহে যোদ্ধাগণ, আজ আমি পাপী দৃঃশাসনকে হত্যা করছি, পারেন তো একে বক্ষা কবুন। এই বলে ভীম তাঁব রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। সিংহ যেমন দ্বাগজকে ধবে, বৃকোদব ভীম সেইবদূপ কম্পমান দৃঃশাসনকে আক্রমণ ক'বে গলায় পা দিয়ে চেপে ধবলেন, এবং তীক্ষ্ণ অসি দিয়ে তাঁব বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে ঈষদক্ষ রক্ত পান কবলেন। তাব পর ভূপতিত দৃঃশাসনেব শিরশ্ছেদ ক'রে রক্ত চাখতে চাখতে বললেন,

স্তন্যস্য মাতুমধুসর্পিষোৰ্বা  
 মাধবীকপানস্য চ সংকৃতস্য।  
 দিব্যস্য বা তোষরসস্য পানাত্  
 পষোদধিভ্যাং মথিতাক্ষ মদুখ্যাৎ॥  
 অন্যানি পানানি চ যানি লোকে  
 সুধামৃতস্বাদুবসানি তেভ্যঃ।  
 সৰ্বেভ্য এবাধিকো বসোহযং  
 মতো মমাদ্যাহিতলোহিতস্য॥

—মাতার স্তনদুগ্ধ, মধু, ঘৃত, উত্তম মাধবীক মদ্য, দিব্য জল, মথিত দুগ্ধ ও দধি, এবং অন্যান্য অমৃততুল্য যত পানীয় পৃথিবীতে আছে, সে সমস্তের চেয়ে আজ এই শত্রুবস্ত্র অধিক সুস্বাদু মনে হচ্ছে।

তাব পর দৃঃশাসনকে গতাসু দেখে উগ্রকর্মা ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন হাস্য ক'রে বললেন, আর আমি কি করতে পারি, মৃত্যু তোমাকে রক্ষা করেছে।

রক্তপায়ী ভীমকে যাবা দেখছিল তারা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল। তাদের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ল, অশ্বদুট আতর্নাদ করতে করতে অধর্নিমীলিত—

নেত্রে তাবা ভীমকে দেখতে লাগল। এ মানুষ নয়, রাক্ষস — এই বলে সৈন্যগণ ভয়ে পালিয়ে গেল। কর্ণভ্রাতা চিত্রসেনও পালাচ্ছিলেন, পাণ্ডালবীর যুদ্ধামন্য তাকে শরাঘাতে বধ করলেন।

উপস্থিত বীৰগণের সমক্ষে দ্রুশাসনের বক্তে অঞ্জলি পূর্ণ করে ভীম সগর্জনে বললেন, পুরুষাধম, এই আমি তোমাব কণ্ঠবৃদ্ধির পান করছি, এখন আবার আমাকে 'গব্দ গব্দ' বল দেখি। দ্যুতসভাষ আমাদের পবাজয়ের পব যারা 'গব্দ গব্দ' বলে নৃত্য করিছিল, এখন প্রতিনৃত্য ক'বে তাদেরই আমরা 'গব্দ গব্দ' বলব। তার পর রক্তাক্তদেহে মৃত্যু থেকে বক্ত ক্ষবণ কবতে করতে ঈষৎ হাস্য ক'বে ভীমসেন কৃষ্ণার্জুনকে বললেন, আমি দ্রুশাসন সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা কবেছিলাম তা আজ পূর্ণ হ'ল। এখন দ্বিতীয় যজ্ঞপশু দ্রুশোধনকেও বাল দেব, এবং কৌববগণের সমক্ষে সেই দুরাশ্রাব মস্তক চবণ দিযে মর্দন করে শান্তিলাভ করব। এই বলে মহাবল ভীমসেন বৃহহস্তা ইন্দ্রের ন্যায় সহস্র সিংহনাদ কবলেন।

## ২০। কর্ণবধ

(সপ্তদশ দিনের আবও যুদ্ধ)

দ্রুশাসনবধের পব ভীম ধৃতরাষ্ট্রের আরও দশ পুত্রকে ভগ্নের আঘাতে যমালয়ে পাঠালেন। কর্ণপুত্র বৃষসেন প্রবল বিক্রমে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সঙ্গে বহুক্ষণ যুদ্ধ করে অর্জুনের বাণে নিহত হলেন।

পুত্রশোকাত কর্ণ ক্রোধে বস্তনযন হয়ে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদেবের ন্যায় অর্জুন ও কর্ণকে যুদ্ধে সম্মাগত দেখে সমস্ত ভুবন যেন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দুই বীষের পক্ষপাতী হ'ল। নক্ষত্রসমেত আকাশ ও আদিভাগ্য কর্ণের পক্ষে গেলেন, অসুর বান্দস প্রেত পিশাচ, বৈশ্য শূদ্র সূত ও সংকব জাতি, শৃগালকুক্কুরাদি, ক্ষুদ্র সর্প প্রভৃতি কর্ণের পক্ষপাতী হ'ল। বিশালা পৃথিবী, নদী সমুদ্র পর্বত বক্ষাদি, উপনিষৎ উপবেদ মন্ত্র ইতিহাসাদি সমেত চতুর্বেদ, বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ, মাঙ্গলিক পশুপক্ষী, এবং দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ অর্জুনের পক্ষ নিলেন।

ব্রহ্মা মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যুদ্ধ দেখতে এলেন। ইন্দ্র ও সূর্য নিজ নিজ পুত্রের জয়কামনায় বিবাদ করতে লাগলেন। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর বললেন,

অর্জুনের জয় হবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ ইনি খাণ্ডবদাহ করে অগ্নিকে তুষ্ট করিয়েছেন, স্বর্গে ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন, কিরাতরূপী বৃষধ্বজকে তুষ্ট করেছিলেন, এবং স্বয়ং বিষ্ণু এবং সারথি। মহাবীর কর্ণ বসুদলোকে বা বায়ুদলোকে যান, কিংবা ভীষ্ম-দ্রোণের সঙ্গে স্বর্গে থাকুন, কিন্তু কৃষ্ণার্জুনই বিজয়লাভ করুন।

অর্জুনের শত্রুস্থিহত মহাকর্ষ লক্ষ্য দিয়ে সবেগে কর্ণের ধ্বজেব উপবে পড়ল এবং কর্ণের লাঞ্ছন হস্তিবন্ধনবজ্রদ্বারা আক্রমণ করলে। কৃষ্ণ ও শল্য পবনপবকে নখনবাণে বিম্ব করতে লাগলেন। অর্জুন চললেন, কৃষ্ণ, আজ তুমি কর্ণপক্ষীদের বিধবা দেখবে, ষণ্মুণ্ড হয়ে অভিমন্যুজননী সুভদ্রা, তোমার পিতৃশাসা কুন্তী, বাণ্মদুখী দ্রোণদী, এবং ধর্মবাজ যুধিষ্ঠিরকে আজ তুমি সান্ত্বনা দেবে।

কর্ণ ও অর্জুন পবনপবের প্রতি নানাপ্রকার ভয়ানক মহাস্র নিষ্ক্ষেপ করতে লাগলেন। উভয়পক্ষে হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি বিধ্বস্ত হয়ে সর্বাদিকে ধাবিত হ'ল। অর্জুনের শবাসাতে অসংখ্য কৌববযোদ্ধা প্রাণত্যাগ করলেন। তখন অশ্বখামা দুর্যোধনের হাত ধ'বে বললেন, দুর্যোধন, প্রসন্ন হও, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিবোধ ত্যাগ কর, যুদ্ধকে থিক। আমি বারণ করলে অর্জুন নিবৃত্ত হবেন, কৃষ্ণও বিবোধ ইচ্ছা করেন না। সন্ধি করলে পাণ্ডববা সর্বদাই তোমার অনুরাগত হয়ে থাকবেন। তুমি যদি শান্তি কামনা কর তবে আমি কর্ণকেও নিবৃত্ত করব।

দুর্যোধন দুর্যোধনমনে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সখা, তোমার কথা সত্য, কিন্তু দুর্যোধন ভীম ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্যোধনকে বধ ক'বে যা বলেছে তা আমার হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে আছে, তুমিও তা শুনছে, অতএব শান্তি কি ক'বে হবে? পূর্বের বহু শত্রুতা স্মরণ ক'বে পাণ্ডববা আমাকে বিশ্বাস করবে না। কর্ণকেও তোমার বারণ করা উচিত নয়। আজ অর্জুন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে আছে, কর্ণ বলপ্রয়োগে তাকে বধ করবেন।

অর্জুন ও কর্ণ আগ্নেয় বাবুণ বাঘবা প্রভৃতি নানা অস্ত্র পরস্পরের প্রতি নিষ্ক্ষেপ করতে লাগলেন। অর্জুনের ঐন্দ্রাস্র কর্ণের ভাগবাস্ত্রে প্রতিহত হয়েছে দেখে ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার সমক্ষেই পাপী সূতপুত্রের বাণে বহু পাণ্ডাল বীর কেন নিহত হলেন? তুমিই বা তার দশটা বাণে বিম্ব হ'লে কেন? তুমি যদি না পাব তবে আমিই তাকে গদাঘাতে বধ করব। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, আজ তোমার সকল অস্ত্র কর্ণের অস্ত্রে নিবাবিত হচ্ছে কেন? তুমি কি মোহগ্রস্ত হয়েছ তাই কৌরবদের আনন্দধ্বনি শুনতে পাচ্ছ না? যে ধৈর্যবলে তুমি রাক্ষস ও অসুরদের

সংহাব করোঁছিলে সেই ধৈর্য বলে আজ তুমি কর্ণকেও বধ কব। নতুবা আমার ক্ষুদ্রমার  
সুদর্শনচক্র দিয়ে শত্রুই মণ্ডুচ্ছেদ কব।

অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, সুতপুত্রের বধ এবং লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত আমি  
এক উগ্র মহাস্ত্র প্রয়োগ করব, তুমি অনমতি দাও, দেবগণ অনমতি দিন। • এই  
বলে অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র নামস্পর্শ করে শত্রুই অসহ্য ব্যাঘ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু  
কর্ণ বাণবর্ষণ করে সেই অস্ত্র প্রতিহত করলেন। ভীমের উপদেশে অর্জুন আর এক  
ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তা থেকে শত শত শূল পবন চক্র নাবাচ নির্গত হয়ে  
শত্রুসৈন্য বধ করতে লাগল। এই সময়ে যদ্যুধিষ্ঠির সুবর্ণ বর্ম ধারণ করে কর্ণার্ত্রনের  
যুদ্ধ দেখতে এলেন, ভিষগুণের মন্ত্র ও ঔষধের গুণে তিনি শল্যমুক্ত ও  
বেদনাশূন্য হয়েছিলেন।

অত্যন্ত আকর্ষণ কবায় অর্জুনের গান্ডীবধনুর গুণ ছিন্ন হ'ল, সেই  
অবসবে কর্ণ এক শত ক্ষুদ্রক বাণে অর্জুনকে আচ্ছন্ন করলেন এবং কৃষ্ণকেও ষাটটি  
নারাচ দিয়ে বিম্ব কবলেন। কৃষ্ণার্ত্রন পরাভূত হয়েছেন মনে করে কোবনসৈন্য  
করতলধনি ও সিংহনাদ করতে লাগল। গান্ডীবে নতুন গুণ পাবিয়ে অর্জুন  
ক্ষণকালমধ্যে বাণে বাণে অশ্বকাণ কবে ফেললেন এবং কর্ণ শল্য ও সমস্ত কোব-  
যোদ্ধাকে বিম্ব কবে কর্ণের চক্রবক্ষক পাদবক্ষক অগবক্ষক ও পৃষ্ঠবক্ষক যোদ্ধাদের  
বিনষ্ট কবলেন। হতাবশিষ্ট কোবববীবগণ কর্ণকে ফেলে পালাতে লাগলেন,  
দুর্যোধনের অনুরোধেও তাঁরা বইলেন না।

খান্ডবদাহের সময় অর্জুন যার মাত্রাকে বধ করেছিলেন সেই তক্ষকপুত্র  
অশ্বসেন (১) এতদিন পাতালে শূন্যে ছিল। বধ অশ্ব ও হস্তীব মর্দনে ভূতল কম্পিত  
হওয়ায় অশ্বসেন উঠে পড়ল এবং মাতৃবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য শররূপ ধারণ  
করে কর্ণের তুণে প্রবিষ্ট হ'ল। ইন্দ্র ও লোকপালগণ হাহাকার করে উঠলেন। কর্ণ  
না জেনেই সেই শর তাঁর ধনুতে যোগ করলেন। শল্য বললেন, এই শরে অর্জুনের  
গ্রীবা ছিন্ন হবে না, তুমি এমন শর সুস্থান কর যাতে তাঁর শিরশ্ছেদ হয়। কর্ণ  
বললেন, আমি দুবার শরসুস্থান করি না — এই বলে তিনি শর মোচন করলেন।  
সেই ভীমদর্শন অত্যুজ্জ্বল শর সশব্দে নির্গত হয়ে যেন সীমন্ত রচনা করে আকাশ-  
পথে জ্বলতে জ্বলতে বেতে লাগল। তখন কংসরিপু মাধব অবলীলাক্রমে তাঁর

পায়ের চাপে অর্জুনের রথ মাটিতে এক হাত (১) বসিয়ে দিলেন, রথের চার অশ্ব জানু-  
ম্বা বা ভূমি স্পর্শ কবলে। নাগবাণের আঘাতে অর্জুনের জগদ্বিখ্যাত স্বর্ণকিবীট  
দগ্ধ হয়ে মস্তক থেকে পড়ে গেল।

শবরূপী মহানাগ অশ্বসেন পুনর্বার কর্ণের তুণে প্রবেশ করতে গেল।  
কর্ণের প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, তুমি না দেখেই আমাকে মোচন করেছিলে সেজন্য  
অর্জুনের মস্তক হরণ কবতে পারি নি, আবার লক্ষ্য করে আমাকে নিক্ষেপ কর,  
তোমার আর আমার শত্রুকে বধ করব। অশ্বসেনের ইতিহাস শুনে কর্ণ বললেন,  
অন্যের শক্তি অবলম্বন করে আমি জয়ী হ'তে চাই না, নাগ, যদি শত অর্জুনকেও  
বধ করা যায়, তথাপি এই শব আমি পুনর্বীর প্রয়োগ করব না, অতএব তুমি প্রসন্ন  
হয়ে চ'লে যাও। তখন অশ্বসেন অর্জুনকে মাঝবাহু জন্য নিজেই ধাবিত হ'ল। কৃষ্ণ  
অর্জুনকে বললেন, তুমি এই মহানাগকে বধ কর, খাণ্ডবদাহকালে তুমি এম শত্রুতা  
করেছিলে; ওই দেখ, আকাশচ্যুত প্রজ্জ্বলিত উল্কার ন্যায় তোমার দিকে আসছে।  
অর্জুন ছয় বাণের আঘাতে অশ্বসেনকে কেটে ভূপাতিত কবলেন। তখন পুরুষোত্তম  
কৃষ্ণ স্বয়ং দুই হাতে টেনে অর্জুনের বধ ভূমি থেকে তুললেন।

অর্জুন শরাঘাতে কর্ণের মণিভূষিত স্বর্ণকিবীট, কুণ্ডল ও উজ্জ্বল বর্ম  
বহু খণ্ডে ছেদন কবলেন এবং বর্মহীন কর্ণকে ক্ষতবিক্ষত কবলেন। বায়ু-গিত্ত-কফ-  
জনিত জ্বরে আক্রান্ত রোগীর ন্যায় কর্ণ বেদনা ভোগ করতে লাগলেন। তার পর  
অর্জুন যমদণ্ডতুল্য লৌহময় বাণে তাঁর বক্ষস্থল বিদ্ধ কবলেন। কর্ণের মূর্খি শিথিল  
হ'ল, তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করে অবশ হয়ে টলতে লাগলেন। সংস্রবাব পুরুষশ্রেষ্ঠ  
অর্জুন সেই অবস্থায় কর্ণকে মারতে ইচ্ছা কবলেন না। তখন কৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে  
বললেন, পাণ্ডুপুত্র, তুমি প্রমাদগ্রস্ত হচ্ছ কেন? বৈশ্বিমান লোকে দুর্বল বিপক্ষকে  
অবসব দেন না, বিপদগ্রস্ত শত্রুকে বধ করে ধর্ম ও যশ লাভ করেন। তুমি ঘরাশ্রিত  
হও, নতুবা কর্ণ সবল হয়ে আবার তোমাকে আক্রমণ কববেন। কৃষ্ণের উপদেশ  
অনুসারে অর্জুন শবাঘাতে কর্ণকে আচ্ছন্ন করলেন, কর্ণও প্রকৃতিস্থ হয়ে  
কৃষ্ণাঙ্গকে শরবিদ্ধ কবতে লাগলেন।

কর্ণের মৃত্যু আসন্ন হওয়ায় কাল অদৃশ্যভাবে তাঁকে ব্রাহ্মণের শাপের বিষয়  
জানিয়ে বললেন, ভূমি তোমার বথচক্র গ্রাস কবছে। তখন কর্ণ পরশুরামপ্রদত্ত ব্রাহ্ম  
মহাশত্রুর বিষয় ভুলে গেলেন, তাঁর বথও ভূমিতে মগ্ন হয়ে ঘুরতে লাগল। কর্ণ

(১) মূলে আছে 'কিষ্কুমাত্রম্', তা'র অর্থ এক হাত বা এক বিঘত।

বিষয় হয়ে দুই হাত নেড়ে বললেন, ধর্মজ্ঞগণ সর্বদাই বলেন যে ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করেন। আমরা যথাযোগ্য ধর্মাচরণ কবি, কিন্তু দেখছি ধর্ম ভক্তগণকে রক্ষা না কীরে বিনাশই করেন। তার পর কর্ণ অনববত শববর্ষণ করে অর্জুনের ধনুর্গুণে বাণ বার ছেদন কবতে লাগলেন। কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন এক ভয়ংকর লৌহময় দিব্যাস্ত্র মস্ত-পাঠ ক'বে তাঁর ধনুতে যোজনা করলেন। এই সময়ে কর্ণের রথচক্র আবণ্ড ভূপ্রবিষ্ট হ'ল। ক্রোধে অশ্রুপাত করে কর্ণ বললেন, পাণ্ডুপুত্র, মৃহদুঃকাল আপেক্ষা কর, দৈবক্রমে আমার রথের বাম চক্র ভূমিতে ব'সে গেছে। তুমি কাপুরুষেরা প্রতিসন্ধি ত্যাগ কব, সাধুস্বভাব বীরগণ যাচমান বা দৃঢ়শাপন্ন বিপক্ষেব প্রতি অস্ত্রক্ষেপণ করেন না। তোমাকে বা বাসুদেবকে আমি ভয় করি না, তুমি মহাকুলবিবর্ধন ক্ষত্রিয়-পুত্র, ধর্মোপদেশ স্বাধন ক'বে ক্ষণকাল ক্ষমা কর।

কৃষ্ণ বললেন, রাধেয়, অদৃষ্টের বশে এখন তুমি ধর্ম স্বাধন করছ। নীচ লোকে বিপদে পড়লে দৈবের নিন্দা ক'বে, নিজেব দুর্কর্মের নিন্দা করে না। তুমি যখন দুর্যোধন দুর্যশাসন আব শকুনির সঙ্গে মিলে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে দাওতসভায় আনিযেছিলে তখন তোমাব ধর্ম স্বাধন হয় নি। যখন অশ্বনিপুণ শকুনি অনভিজ্ঞ যদুধিষ্ঠিরকে জয় করেছিলেন তখন তোমাব ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তোমার সম্মতিতে দুর্যোধন ভীমকে বিষযুক্ত খাদ্য দিয়েছিল, জুড়ুগৃহে সন্ত পান্ডবদের যখন দংশন কববার চেষ্টা করেছিল, দুর্যশাসন কতৃক গৃহীতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে যখন তুমি উপহাস কবেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হ'লেও তোমরা যখন পান্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দাও নি, বহু মহারথের সঙ্গে মিলে যখন বালক অভিমন্যুকে হত্যা করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? এই সব সময়ে যদি তোমার ধর্ম না থাকে তবে এখন ধর্ম ধর্ম ক'রে তালু শূন্যে লাভ কি? আজ তুমি যতই ধর্মাচরণ কর তথাপি নিষ্ফল পাবে না।

বাসুদেবের কথা শুনে কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি ক্রোধে ওষ্ঠ স্পন্দিত করে ধনু তুলে নিয়ে অর্জুনকে মারবার জন্য একটি ভয়ংকর বাণ যোজনা করলেন। মহাসর্প যেমন বন্মীকে প্রবেশ ক'বে, কর্ণেব বাণ সেইবদ অর্জুনের বাহুমুখে প্রবেশ করলে। অর্জুনের মাথা ঘুরতে লাগল, দেহ কাঁপতে লাগল, হাত থেকে গান্ডীব পড়ে গেল। এই অবসরে কর্ণ রথ থেকে লাফিয়ে নেমে দুই হাত দিয়ে রথচক্র তোলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন অর্জুন সংজ্ঞালাভ ক'রে ক্ষুব্ধ বাণ দিয়ে কর্ণের রথভূষিত ধনুজ এবং তাব উপরিস্থ উজ্জ্বল হস্তিরজ্জ্বলাঙ্কন কেটে ফেললেন। তার পর তিনি তখন থেকে বহু অগ্নি ও

যমদেবের ন্যায় করাল অঞ্জলিক বাণ তুলে নিয়ে বললেন, যদি আমি তপস্যা ও যজ্ঞ ক'রে থাকি, গবুদ্বজনকে সন্তুষ্ট ক'রে থাকি, সুহৃদ্বগণের বাক্য শুনেন থাকি, তবে এই বাণ আমার শত্রুর প্রাণহরণ করুক।

অপবাহকালে অর্জুন সেই অঞ্জলিক বাণ দ্বারা কর্ণের মস্তক ছেদন করলেন। রক্তবর্ণ সূর্য যেমন অস্তাচল থেকে পতিত হন, সেইরূপ সেনাপতি কর্ণের উত্তমাঙ্গ ভূমিতে পতিত হ'ল। সকলে দেখলে, কর্ণের নিপতিত দেহ থেকে একটি তেজ আকাশে উঠে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ কবলে। কৃষ্ণ অর্জুন ও অন্যান্য পান্ডবগণ হৃষ্ট হয়ে শঙ্খধ্বনি কবলেন, পান্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ সিংহনাদ ও ত্র্যধ্বনি ক'বে বন্দ ও বাহু সঞ্চালন কবতে লাগল। বীৰ কর্ণ শোণিতান্তদেহে শরাচ্ছন্ন হয়ে ভূমিতে প'ড়ে আছেন দেখে মদ্রবাজ শল্য ধ্বজহীন বথ নিয়ে চ'লে গেলেন।

## ২১। দুর্যোধনের বিষাদ—যদ্যধিষ্ঠারের হর্ষ

(সপ্তদশ দিনের যুদ্ধান্ত)

হতবর্দ্ধি দুর্যোধন শল্য, দুর্যোধনের কাছে এসে বললেন, ভবতনন্দন, আজ কর্ণ ও অর্জুনের যে যুদ্ধ হয়েছে তেমন আর কখনও হয় নি। দৈবই পান্ডবদের রক্ষা করেছেন এবং আমাদের বিনষ্ট ক'বেছেন। শল্যের কথা শুনেন দুর্যোধন নিজের দুর্নীতির বিষয় চিন্তা ক'বে এবং শোকে অচেতনপ্রায় হয়ে বার বার নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তার পর তিনি সার্বথিকে বথ চালাবার আদেশ দিয়ে বললেন, আজ আমি কৃষ্ণ অর্জুন ভীম ও অবশিষ্ট শত্রুদের বধ ক'রে কর্ণের কাছে ঋণমুক্ত হব।

রথ অশ্ব ও গজ বিহীন পঁচিশ হাজার কোববপক্ষীয় পদাতি সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গ বল নিয়ে তাদের আক্রমণ করলেন। পদাতি সৈন্যের সঙ্গে ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করবার ইচ্ছায় ভীম রথ থেকে নামলেন এবং বৃহৎ গদা নিয়ে দণ্ডপাণি যমের ন্যায় সৈন্য বধ করতে লাগলেন। অর্জুন নকুল সহদেব ও সাত্যকিও যুদ্ধে রত হলেন। কৌরবসৈন্য ভ্রম্ন হয়ে পালাতে লাগল। তখন দুর্যোধন আশ্চর্য পৌবদ্ব দোষে একাকী সমস্ত পান্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি স্বপক্ষের পলায়মান যোদ্ধাদের বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, শোন, পৃথিবীতে বা পর্বতে এমন স্থান নেই যেখানে গেলে তোমরা পান্ডবদের হাত থেকে নিস্তার পাবে। ওদের সৈন্য অল্পই অবশিষ্ট আছে, কৃষ্ণাৰ্জুনও ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, আমরা



সকলে এখানে থাকলে নিশ্চয় আমাদের জয় হবে। কালান্তক যম সাহসী ও ভীরু উভয়েই বধ করেন, তবে ক্ষত্রিয়রতধারী কোন মৃত যুদ্ধ ভাগ করে? তোমরা পালালে নিশ্চয় ক্রুদ্ধশত্রু ভীমের হাতে পড়বে, তাব চেয়ে যুদ্ধ নিহত হয়ে স্বর্গলাভ করা শ্রেয়।

সৈন্যেরা দুর্যোধনের কথা না শুনে পালাতে লাগল। তখন ভীম ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় মন্ত্রাজ্ঞা শল্য দুর্যোধনকে বললেন, আমাদের অসংখ্য বথ অশ্ব গজ ও সৈন্য বিনষ্ট হয়ে এই রণভূমিতে পড়ে আছে। দুর্যোধন, নিবৃত্ত হও, সৈন্যেরা ফিরে যাক, তুমিও শিবিরে যাও, দিবাকর অস্তে যাচ্ছেন। রাজা, তুমিই এই লোক-ক্ষয়ের কারণ। দুর্যোধন 'হা কর্ণ, হা কর্ণ' বলে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। অশ্বখামা প্রভৃতি যোদ্ধারা দুর্যোধনকে বাব বাব আশ্বাস দিলেন এবং নর-অশ্ব-মাতঙ্গের রক্তে সিঁদ্ধ রণভূমি দেখতে দেখতে শিবিরে প্রস্থান করলেন। উত্তবৎসল রক্তবর্ণ ভগবান সূর্য কিবণজালে কর্ণের বৃধিবিস্তৃত দেহ স্পর্শ ক'বে গেল স্নানের ইচ্ছায় পশ্চিম সমুদ্রে গমন করলেন।

কর্ণপক্ষ যেমন পক্ষীদেব আশ্রয়, কর্ণ সেইবূপ প্রার্থীদেব আশ্রয় ছিলেন। সংস্খভাব প্রার্থীকে তিনি কখনও ফিবিষে দিতেন না। তাঁর সমস্ত বিত্ত এবং জীবন কিছুই ব্রাহ্মণকে অদেয় ছিল না। প্রার্থীগণের প্রিয় দানপ্রসঙ্গ সেই কর্ণ পার্থের হস্তে নিহত হয়ে পরমর্গতি লাভ করলেন।

যুধিষ্ঠির কর্ণার্জুনের যুদ্ধ দেখতে এসেছিলেন, কিন্তু পুনর্বীর কর্ণের বাণে আহত হয়ে নিজেই শিবিরে ফিরে যান। কর্ণবধের পর কৃষ্ণার্জুন তাঁর কাছে গেলেন এবং চবণবন্দনা ক'বে বিজয়সংবাদ দিলেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রীত হয়ে কৃষ্ণার্জুনের রথে উঠলেন এবং রণভূমিতে শয়ান পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণকে দেখতে এলেন। তার পর তিনি কৃষ্ণ ও অর্জুনের বহু প্রশংসা করে বললেন, গোবিন্দ, তের বৎসর পরে তোমার প্রসাদে আজ আমি সূখে নিদ্রা যাব।

# শল্যপর্ব

## ॥ শল্যবধপর্বাদ্যায় ॥

### ১। কৃপ-দুর্যোধন-সংবাদ

কৌরবপক্ষেব দুর্যোধন দেখে সংস্রভাব তেজস্বী বৃদ্ধ কৃপাচার্য কৃপাবিন্দু হয়ে দুর্যোধনকে বললেন, মহাবাজ, ক্ষত্রিযেব পক্ষে যুদ্ধধর্মই শ্রেষ্ঠ, পিতা পুত্র ভ্রাতা মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধী ও বান্ধবেব সঙ্গোও ক্ষত্রিযকে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধে মৃত্যুই ক্ষত্রিযেব পরমধর্ম এবং পলায়নই অধর্ম। কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথ, তোমার ভ্রাতাবা, এবং তোমার পুত্র লক্ষ্মণ, সকলেই গত হয়েছেন, আমবা কাকে আশ্রয় কবব? সাধুস্বভাব পাণ্ডবদেব প্রতি তোমাবা অকারণে অসদব্যবহার কবেছ, তাবই ফল এখন উপস্থিত হয়েছে। বৎস, যুদ্ধে সাহায্যের জন্য তুমি যেসকল যোদ্ধাকে আনিযেছ তাঁদের এবং তোমাব নিজেবও প্রাণসংশয় হয়েছে, এখন তুমি আত্মবক্ষা কব। বৃহস্পতিব নীতি এই—বিপক্ষেব চেযে ক্ষীণ হ'লে অথবা তার সমান হ'লে সন্ধি কববে, বলবান হ'লে যুদ্ধ কববে। আমরা এখন হীনবল, অতএব পাণ্ডবদের সঙ্গো সন্ধি কবাই উচিত। ধৃতবাস্তু ও কৃষ্ণ অনুরোধ কবলে দখাল্দু যুদ্ধিষ্ঠির নিশ্চয় তোমাকে বাহুপদ দেবেন, ভীম অর্জুন প্রভৃতিও সম্মত হবেন।

শোকাতুর্ব দুর্যোধন কিছুকাল চিন্তা ক'রে বললেন, সদৃহদের যা বলা উচিত আপনি তাই বলেছেন, প্রাণেব মাযা ত্যাগ ক'বে আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গো যুদ্ধও করেছেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, মর্মর্ষর যেমন ঔষধে বদ্বিচ হয় না সেইবদ আপনাব যুদ্ধি-সম্মত হিতবাব: আমাব ভাল লাগছে না। আমরা যুদ্ধিষ্ঠিবকে রাজ্য থেকে নিবাসিত কবেছিলাম, তাঁব প্রেরিত দূত কৃষ্ণকেও প্রতারিত কবেছিলাম, এখন তিনি আমার অনুরোধ শুনবেন কেন? আমবা অভিমন্যুকে বিনষ্ট কবেছি, কৃষ্ণ ও অর্জুন আমাদের হিতাচরণ করবেন কেন? কোপনস্বভাব ভীম উগ্র প্রতিজ্ঞা করেছে, সে মরবে তব্দ নত হবে না। যমতুলা নকুল-সহদেব অসি ও চর্ম ধারণ কবেই আছে; ধৃষ্টদ্যাম্ন ও শিখণ্ডীব সঙ্গোও আমাব শত্রুতা আছে। দ্রুতসভায সকলেব সমক্ষে যিনি নিষ্পত্তিত হয়েছিলেন সেই দ্রৌপদী আমার বিনাশ ও ভর্তৃগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উগ্র তপস্যা করছেন, তিনি প্রত্যহ হোমস্থানে শয়ন করেন। কৃষ্ণভগিনী সূতদ্রা অভিমান ও

দৰ্প ত্যাগ ক'বে সৰ্বদা দাসীৰ ন্যায় দ্রোপদীৰ সেবা কৰেন। এইসকল কাৰণে এবং বিশেষত অভিমদ্যবধেৰ ফলে যে বৈরানল প্রজ্জ্বলিত হয়েচে তা নিব্বাপিত হয় নি, অতএব কি ক'বে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি হবে? সাগবান্ধবা পৃথিবীর রাজা হয়ে আমি কি ক'বে পাণ্ডবদের প্রসাদে রাজ্য ভোগ বরব, দাসের ন্যায় যুদ্ধাধিষ্ঠেরেব উপজ্জনে যাব, আত্মীয়দের সঙ্গে দীনভাবে জীবিকানির্বাহ কবব? এখন ক্রীবেব ন্যায় আচৰণেব সম্ভব নয, আমাদেব যুদ্ধ কবাই উচিত। যে বীরগণ আমাৰ জন্য নিহত হয়েছেন তাঁদের উপকার স্বৰ্ণ ক'বে এবং তাঁদের স্থান শোধেব বাসনায আমাৰ রাজ্যের প্রতিও আব বৃদ্ধি নেই। পিতামহ ভ্রাতা ও পয়সাগণকে নিপাতিত ক'বে যদি আমি নিজের জীবন বক্ষা ক'বি তবে লোকে নিশ্চয় আমাৰ নিন্দা কববে। আমি যুদ্ধাধিষ্ঠাকে প্রণিপাত ক'বে রাজ্যলাভ কবতে চাই না, বং ন্যায়যুদ্ধে হত হয়ে স্বৰ্গলাভ কবব।

দুর্যোধনেব কথা শুনে ক্ষত্রিয়গণ প্রশংসা ক'বে সাধু সাধু বলতে লাগলেন এবং পরাজয়েব জন্য শোক না ক'বে যুদ্ধেব নিৰ্ভীক বাগ্ৰ চলেন। তাব পর তাঁরা বাহনদেব পৰিচর্যা ক'বে হিমালয়েব নিকটবর্তী বৃক্ষহীন সমতল প্রদেশে গেলেন এবং অবদূৰণ সবস্বতী নদীতে স্নান ও তাব জল পান কবলেন। সেখানে কিছুকাল থেকে তাঁরা দুর্যোধন কতৃক উৎসাহিত হয়ে বাগ্ৰবাসের জন্য শিৰীষে ফিরে এলেন।

## ২। শল্যের সেনাপতিত্বে অভিযেক

কৌৰবপক্ষীয় বীরগণ দুর্যোধনকে বললেন, মহাবাজ, আপনি সেনাপতি নিযুক্ত ক'বে যুদ্ধ কবুন, আমরা তৎকর্তৃক বক্ষিত হয়ে শত্রু জয় কবব। দুর্যোধন রথাবাহণে অশ্বখামার কাছে গেলেন— যিনি তেজে সূৰ্য্যতুলা, বুদ্ধিতে বৃত্তপতি-তুলা, যাঁব পিতা অযোনিজ এবং মাতাও অযোনিজা, গিনি রূপে অনুপম, সৰ্ববিদ্যার পারগামী এবং গুণেব সাগর। দুর্যোধন তাঁকে বললেন, গুরুপুত্র, এখন আপনিই আমাদেব পৰমগতি, আদেশ কবুন কে আমাদেব সেনাপতি হববন।

অশ্বখামা বললেন শল্যেব কুল বৃদ্ধ তেজ যশ স্ত্রী ও সৰ্বপ্রকার গুণই আছে, ইনিই আমাদেব সেনাপতি হন। এই কৃতজ্ঞ নরপতি নিজের ভাগিনেয়দেব ত্যাগ ক'রে আমাদের পক্ষে এসেছেন। ইনি মহাসেনার অধীশ্বব এবং দ্বিতীয় কার্তিকেব ন্যায় মহাবাহু। দুর্যোধন ভূমিতে দাঁড়িয়ে কৃতাজ্ঞালি হয়ে রথস্থ শল্যকে বললেন, মিত্রবৎসল, মিত্র ও শত্রু পৰীক্ষা কববার সময় উপস্থিত হয়েছে, আপনি আমাদের সেনার অগ্ৰে থেকে নেতৃত্ব করুন, আপনি রথস্থলে গেলে মন্দমতি পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণ এবং

তাদের অমাত্যবর্গ নিরুদ্যম হবে। মদ্রাধিপ শল্য উত্তর দিলেন, কুরুরাজ, তুমি আমাকে দিয়ে যা করাতে চাও আমি তাই করব, আমার বাজ্য ধন প্রাণ সবই তোমার প্রিয়সাধনের জন্য। দুর্যোধন বললেন, বীরশ্রেষ্ঠ অতুলনীয় মাতুল, আপনাকে সেনাপতিত্বে বরণ করছি, কার্তিক যেমন দেবগণকে রক্ষা করেছিলেন সেইবদ আপনি আমাদের রক্ষা করুন। শল্য বললেন, দুর্যোধন, শোন—কৃষ্ণ আর অর্জুনকে তুমি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মনে কর, কিন্তু তারা বাহুবলে কিছতেই আমার তুল্য নন। আমি ব্রহ্ম হলে সুবাসদ্র ও মানব সমেত সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি, পাণ্ডবরা তো দ্রুপের কথা। আমি সেনাপতি হয়ে জয়লাভ করব এতে সন্দেহ নেই।

দুর্যোধন শল্যকে যথাবিধি সেনাপতিব পদে অভিষিক্ত করলেন। সৈন্যেরা সিংহনাদ করে উঠল, নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি হ'ল, কৌবব ও মদ্রদেশীয় যোদ্ধারা হৃষ্ট হয়ে শল্যের স্তুতি করতে লাগলেন। সকলে সেই বাগ্মিতে স্নেহে নিদ্রা গেলেন।

পাণ্ডবশিবিরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, মাধব, দুর্যোধন মহাধনুর্ধর শল্যকে সেনাপতি কবেছেন। তুমিই আমাদের নেতা ও বক্ষক, অতএব এখন যা কর্তব্য তার ব্যবস্থা কর। কৃষ্ণ বললেন, ভরতনন্দন, আমি শল্যকে জানি, তিনি ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণের সমান অথবা তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শল্যের বল ভীষ্ম অর্জুন সাতাকি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর অপেক্ষা অধিক। পদ্রুপশ্রেষ্ঠ, আপনি বিক্রমে শাদলতুলা, আপনি ভিন্ন অন্য পদ্রুপ পৃথিবীতে নেই যিনি যুদ্ধে মদ্রবাজকে বধ করতে পারেন। তিনি দম্পর্কে মাতুল এই ভেবে দয়া করবেন না, ক্ষত্রধর্মকে অগ্রগণ্য করে শল্যকে বধ করুন। ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণরূপ সাগর উত্তীর্ণ হয়ে এখন শল্য-রূপ গোম্পদে নির্মজ্জিত হবেন না। এইপ্রকার উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ সাযংকালে তাঁর শিবিরে প্রস্থান করলেন। কর্ণবধে আনন্দিত পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণ সেই রাগিতে স্নেহে নিদ্রা গেলেন।

### ৩। শল্যবধ

(অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধ)

পরদিন প্রভাতে কৃপ কৃতবর্মা অশ্বখামা শল্য শকুনি প্রভৃতি দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই নিয়ম কবলেন যে তারা কেউ একাকী পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না, পরস্পরকে রক্ষা করে মিলিত হয়েই যুদ্ধ করবেন। শল্য সর্বভোক্ত

নামক বাদ্হ বচনা করলেন এবং মদ্রদেশীয় বীরগণ ও কর্ণপুত্রদের সঙ্গে বাদ্হের সম্মুখে রইলেন। ঐগতসৈন্য সহ কৃতবর্মা বাদ্হেব বামে, শক ও যবন সৈন্য সহ কৃপাচার্য দক্ষিণে, কাম্বোজ সৈন্য সহ অশ্বখামা পৃষ্ঠদেশে, এবং কুব্জবীরগণ সহ দুর্যোধন বাদ্হের মধ্যদেশে অবস্থান করলেন। পান্ডবগণও নিজেদের সৈন্য বাদ্হবন্ধ ও শ্বিধা বিভক্ত কবে অগ্রসর হলেন। কৌববপক্ষে এগার হাজার রথী, দশ হাজার সাত শ গজাবোহী, দশ লক্ষ অশ্বাবোহী ও তিন কোটি পদাতি, এবং পান্ডবপক্ষে ছ হাজার বথী, ছ হাজার গজাবোহী, দশ হাজার অশ্বাবোহী ও দশ কোটি পদাতি অবশিষ্ট ছিল।

দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কর্ণপুত্র চিত্রসেন সত্যসেন ও সুশর্মা নকুলেব হাতে নিহত হলেন। পান্ডবপক্ষের গজ অশ্ব বথী ও পদাতি সৈন্য শল্যের বাণে নিপীড়িত ও বিচলিত হ'ল। সহদেব শল্যের পুত্রকে বধ করলেন। ভীমের গদাঘাতে শল্যের চার অশ্ব নিহত হ'ল, শল্যও তোমর নিক্ষেপ করে ভীমের বক্ষ বিন্ধ করলেন। বৃকোদব অবিচলিত থেকে সেই তোমর টেনে নিলেন এবং তারই আঘাতে শল্যের সারথিব হৃদয় বিদীর্ণ করলেন। পবনপুত্রের প্রহারে দুর্জনেই আহত ও বিহবল হলেন, তখন কৃপাচার্য শল্যকে নিজেব রথে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। ক্ষণকাল পরে ভীমসেন উঠে দাঁড়ালেন এবং মন্তুর ন্যায় বিহবল হয়ে মদ্ররাজকে আবার যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

দুর্যোধনেব প্রাসের আঘাতে যাদববীর চৌকিতান নিহত হলেন। শল্যকে অগ্রবর্তী কবে কৃপাচার্য কৃতবর্মা ও শকুনি যুদ্ধাধিপতির সঙ্গে এবং তিন হাজার রথী সহ অশ্বখামা অর্জুনেব সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। যুদ্ধাধিপতি তাঁব ভ্রাতাদের এবং কৃষ্ণকে ডেকে বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ও অন্যান্য পবাক্রান্ত বহু রাজা কৌরবদের জন্য যুদ্ধ করে নিহত হয়েছেন, তোমরাও উৎসাহের সাহিত নিজ নিজ কর্তব্যে পদ্রুপকার দেখিয়েছ। এখন আমার ভাগে কেবল মহারথ শল্য অবশিষ্ট আছেন, আজ আমি তাঁকে যুদ্ধে জয় করতে ইচ্ছা করি। বীরগণ, আমার সত্য বাক্য শোন— আজ শল্য আমাকে বধ করবেন অথবা আমি তাঁকে বধ করব, আজ আমি বিজয়লাভ বা মৃত্যুর জন্য ক্ষুধার্তনিন্দাসারে মাতুলের সঙ্গে যুদ্ধ করব। রথযোদ্ধগণ (১) আমার রথে প্রচুর অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ রাখুক; সাত্যাকি দক্ষিণচক্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন বামচক্র, এবং অর্জুন আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন, ভীম আমার অগ্রে থাকুন; এতে

(১) যারা রথে যুদ্ধোপকরণ যোগান দেয়।

আমার শক্তি শল্য অপেক্ষা অধিক হবে। যুদ্ধাধিপতির প্রিয়কামিগণ তাঁর আদেশ পালন করলেন।

আমিষলোভী দুই শার্দূলের ন্যায় যুদ্ধাধিপতির ও শল্য বিবিধ বাণ দ্বারা পরস্পর প্রহার করতে লাগলেন, ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি এবং নকুল-সহদেবও শকুনি 'প্রভৃতি সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। কোববগণ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, কুন্তীপুত্র যুদ্ধাধিপতির যিনি পূর্বে মৃদু ও শান্ত ছিলেন, এখন তিনি দারুণ হয়েছেন, এবং ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে ভল্লের আঘাতে শতসহস্র যোদ্ধাকে বধ করছেন। যুদ্ধাধিপতির শল্যের চার অশ্ব ও দুই পৃষ্ঠসারথিকে বিনষ্ট করলেন, তখন অশ্বখামা বেগে এসে শল্যকে নিজের রথে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শল্য অন্য রথে চড়ে পুনর্বীর যুদ্ধাধিপতির সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন।

শল্যের চার বাণে যুদ্ধাধিপতির চার অশ্ব নিহত হ'ল, তখন ভীমসেনও শল্যের চার অশ্ব ও সারথিকে বিনষ্ট করলেন। শল্য রথ থেকে নেমে খড়্গ ও চর্ম নিয়ে যুদ্ধাধিপতির প্রতি ধাবিত হলেন, কিন্তু ভীমসেন শরাঘাতে শল্যের চর্ম এবং ভল্ল দ্বারা তাঁর খড়্গের মূর্ধি ছেদন করলেন। যুদ্ধাধিপতি তখন গোবিন্দের বাক্য শ্রবণ ক'বে শল্যবধে যত্নবান হলেন। তিনি অশ্বসারথিহীন রথে আরুঢ় থেকেই একটি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল মন্ডাসিদ্ধ শক্তি অস্ত্র নিলেন, এবং 'পাপী, তুমি হত হ'লে'—এই ব'লে বিস্ফাবিত দীপ্তনয়নে মদ্রবাজকে লক্ষ্য ক'রে নিক্ষেপ করলেন। প্রলম্বকালে আকাশ থেকে পতিত মহতী উল্কার ন্যায় সেই শক্তি অস্ত্র স্ফুটিল্পা ছড়াতে ছড়াতে মহাবেগে শল্যের অভিমুখে গেল, এবং তাঁর শূদ্র বর্ম ও বিশাল বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে জলের ন্যায় ভূমিতে প্রবিষ্ট হ'ল। বজ্রাহত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় শল্য বাহন প্রসারিত ক'রে ভূমিতে পড়ে গেলেন।

শল্য নিপতিত হ'লে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রথারোহণে যুদ্ধাধিপতির দিকে ধাবিত হলেন এবং বহু নারাচ নিক্ষেপ ক'রে তাঁকে বিম্ব করতে লাগলেন। যুদ্ধাধিপতির শল্যভ্রাতার ধনু ও ধ্বজ ছেদন ক'রে ভল্লের আঘাতে তাঁর মস্তক দেহচ্যুত কবলেন। কৌরবসৈন্য ভণ্ণ হয়ে হাহাকার ক'রে পালাতে লাগল।

শল্য নিহত হ'লে তাঁর অনুচর সাত শ রথী কৌরবসৈন্য থেকে বেঁচেয়ে এলেন। সেই সময়ে একটি পর্বতাকার হস্তীতে চড়ে দুর্যোধন সেখানে এলেন; একজন তাঁর মস্তকের উপর ছত্র ধরেছিল, আর একজন তাঁকে চামর বীজন করছিল। দুর্যোধন বার বার মদ্রযোদ্ধাদের বললেন, যাবেন না, যাবেন না। অবশেষে তাঁরা দুর্যোধনের অনুরোধে পুনর্বীর পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। শল্য হত

হয়েছেন এবং মদ্রদেশীয় মহাবথগণ ধর্মরাজকে পরীড়িত করছেন শুনেন অর্জুন সম্বর সেখানে এলেন, ভীম নকুল সহদেব সাত্যাকি প্রভৃতিও যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার জুনা বেঞ্জন করলেন। পাণ্ডবগণের আক্রমণে মদ্রবীরগণ বিনষ্ট হলেন, তখন দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্য ভীত ও চঞ্চল হয়ে পালাতে লাগল। বিজুষী পাণ্ডবগণ শত্ৰুধর্মি ও সিংহনাদ করতে লাগলেন।

### ৪। শাল্যবধ

(অষ্টাদশ দিনেব আবও যুদ্ধ)

মধ্যাহ্নকালে যুধিষ্ঠিব শল্যকে বধ কবলেন, কৌববসেনাও পুর্বার্জিত হয়ে যুদ্ধে পবাজুন্মুখ হ'ল। পাণ্ডব ও পাণ্ডাল সৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ ধৈর্যশালী যুধিষ্ঠিব জয়ী হলেন, দুর্যোধন বাজপ্ৰীহীন হলেন। আজ ধৃতবাস্তু পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনবেন এবং শোকাকুল হয়ে ভূমিতে পড়ে নিজেব পাপ স্বীকাব কববেন। আজ থেকে দুর্যোধন দাস হয়ে পাণ্ডবদেব সেবা করলেন এবং তাঁরা যে দংখ পেয়েছেন তা বদ্ববেন। যুধিষ্ঠির ভীমার্জুন নকুল-সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখাণ্ডী ও দ্রৌপদীর পণ্ডপুত্র যে পক্ষের যোদ্ধা সে পক্ষেব জয় হবে না কেন? জগন্নাথ জনার্দন কৃষ্ণ যাঁদের প্রভু, যাঁরা ধর্মকে আশ্রয় কবেছেন, সেই পাণ্ডবদেব জয় হবে না কেন?

ভীমসেনেব ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কৌরবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে দুর্যোধন তাঁব সারথিকে বললেন, তুমি ওই সৈন্যদেব পশ্চাতে ধীরে ধীরে রথ নিয়ে চল, আমি রণস্থলে থেকে যুদ্ধ করলে আমার সৈন্যেবা সাহস পেয়ে ফিরে আসবে। সারথি রথ নিয়ে চলল, তখন হস্তী অশ্ব ও রথবিহীন একুশ হাজার পদাতি এবং নানাদেশজাত বহু যোদ্ধা প্রাণের মায়্যা ত্যাগ ক'রে পুনর্বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। ভীমসেন তাঁর স্বর্ণমণ্ডিত বৃহৎ গদার আঘাতে সকলকেই নিঃশেষিত করলেন। দুর্যোধন তাঁর পক্ষেব অবশিষ্ট সৈন্যদেব উৎসাহ দিতে লাগলেন, তারা বার বার ফিরে এসে যুদ্ধে বত হ'ল, কিন্তু প্রতি বারেই বিধ্বস্ত হয়ে পালাল।

দুর্যোধনের একটি মহাবংশজাত প্রিয় হস্তী ছিল, গজশাস্ত্রজ্ঞ লোকে তার পরিচর্যা করত। স্লেচ্ছাধিপতি শল্য সেই পর্বতাকাব হস্তীতে চড়ে যুদ্ধ কবতে এলেন এবং প্রচণ্ড বাণবর্ষণ ক'রে পাণ্ডবসৈন্যদের ষমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। সকলে দেখলে, সেই বিশাল হস্তী একাই যেন বহু সহস্র হয়ে সর্বত্র বিচরণ করছে। পাণ্ডব-

সেনা বিমর্দিত হয়ে পালাতে লাগল। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন বেগে ধাবিত হয়ে বহু নারীচাক্ষুণ্য ক'রে সেই হস্তীকে বিম্ব করলেন। শাল্য অশ্বকুশ' প্রহার ক'রে হস্তীকে ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের দিকে চালিয়ে দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ভয় পেয়ে রথ থেকে নেমে পড়লেন, তখন সেই হস্তী শৃঙ্গ দ্বারা অশ্ব ও সারথি সমেত রথ তুলে নিয়ে ভূতলে ফেলে নিষ্পেষিত করলে। ভীম শিখণ্ডী ও সাত্যকি শরাঘাতে হস্তীকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাকে থামাতে পারলেন না। বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর পর্বত-শৃঙ্গাকার 'গদা' দিয়ে হস্তীর কুম্ভদেশে (মস্তকপার্শ্বস্থ দুই মাংসপিণ্ডে) প্রচণ্ড আঘাত করলেন। আতর্জনাদ ও রক্তবমন করে সেই গজেন্দ্র ভূপতিত হ'ল, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ভল্লের আঘাতে শাল্যের শিরশ্ছেদ করলেন।

### ৫। উল্লুক-শকুনি-বধ

(অষ্টাদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

মহাবীর শাল্য নিহত হ'লে কৌরবসৈন্য আবার ভগ্ন হ'ল। রুদ্রের ন্যায় প্রতাপবান দুর্যোধন তথাপি অদম্য উৎসাহে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, পাণ্ডবগণ মিলিত হয়েও তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতে পারলেন না। অশ্বখামা শকুনি উল্লুক এবং কৃপাচার্য ও পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের আদেশে সাত শ রথী যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণের হস্তে তাঁরা নিহত হলেন। তার পর বানা দিকে বিশৃঙ্খল ভাবে যুদ্ধ হ'তে লাগল। গান্ধাররাজ শকুনি দশ হাজার প্রাসধারণী অম্বারোহী সৈন্য নিয়ে এলেন, কিন্তু তাঁর বহু সৈন্য নিহত হ'ল। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলেন, তখন দুর্যোধন একটি অশ্বের পৃষ্ঠে চড়ে শকুনির কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্বখামা কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা তাঁদের রথারোহী যোদ্ধাদের ত্যাগ করে, শকুনি-দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হলেন।

ব্যাসদেবের বরে সজয় দিব্যচক্ষু লাভ করে কুরুরক্ষেত্রে যুদ্ধে উপস্থিত থাকতেন এবং প্রতিদিন যুদ্ধশেষে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধবৃত্তান্ত জানাতেন (১)। কৌরব-সৈন্য ক্ষীণ এবং শত্রুসৈন্যবর্ধিত হয়েছে দেখে সজয় ও চার জন যোদ্ধা প্রাণের মাল্য ত্যাগ করে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যদের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করলেন, কিন্তু

(১) ভীষ্মপর্ব ২-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।



অর্জুনের বাণে নিপীড়িত হয়ে অবশেষে যুদ্ধে বিরত হলেন। সাত্যাকির প্রহারে সঞ্জয়ের বর্ম বিদীর্ণ হ'ল, তিনি মর্ছিত হলেন, তখন সাত্যাকি তাঁকে বন্দী করলেন।

দুর্মর্ষণ শ্রুতান্ত জৈত্র প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের দ্বাদশ পুত্র ভীমসেনের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন, কিন্তু সকলেই নিহত হলেন। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রকেই বধ কবেছেন, যে দুর্জন (দুর্যোধন ও সুদর্শন) অবশিষ্ট আছে তাবাও আজ নিহত হবে। শকুনির পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত বথ, এক শত গজ ও এক সহস্র পদাতি, এবং কৌরবপক্ষে অশ্বখামা কৃপ সুশর্মা শকুনি-উলুক ও কৃতবর্মা এই ছ'জন বীর অবশিষ্ট আছেন; দুর্যোধনের এর অধিক বল নেই। মর্দু দুর্যোধন যদি যুদ্ধ থেকে না পালায় তবে তাকে নিহত ব'লেই জানবে।

তার পর অর্জুন ত্রিগর্তদেশীয় সত্যকর্মা সত্যকর্মা, সুশর্মা, সুশর্মার পুত্রতাল্লিশ জন পুত্র, এবং তাঁদের অনুচরদেব বিনষ্ট করলেন। দুর্যোধনভ্রাতা সুদর্শন ভীমসেন কর্তৃক নিহত হলেন। শকুনি, তাঁর পুত্র উলুক, এবং তাঁদের অনুচরগণ মৃত্যুপণ করে পাণ্ডবদের প্রতি ধাবিত হলেন। সহদেব ভগ্নের আঘাতে উলুকের শিরশ্ছেদ করলেন। শকুনি সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যে যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং একটি ভীষণ শক্তি অস্ত্র সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ কবলেন। সহদেব বাণম্বারা সেই শক্তি ছেদন করে ভগ্নের আঘাতে শকুনির মস্তক দেহচ্যুত করলেন। শকুনির অনুচরগণও অর্জুনের হস্তে নিহত হ'ল।

## ॥ হুদপ্রবেশপর্বাধ্যায় ॥

### ৬। দুর্যোধনের হুদপ্রবেশ

হতাবশিষ্ট কৌরবসৈন্য দুর্যোধনের বাক্যে উৎসাহিত হয়ে পুনর্বীর যুদ্ধে রত হ'ল, কিন্তু পাণ্ডবসৈন্যের আক্রমণে তারা একবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। দুর্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ধ্বংস হ'ল। পাণ্ডবসেনার দু হাজার বথ, সাত শ হস্তী, পাঁচ হাজার অশ্ব ও দশ হাজার পদাতি অবশিষ্ট রইল। দুর্যোধন যখন দেখলেন যে তাঁর সহায় কেউ নেই তখন তিনি তাঁর নিহত অশ্ব পরিত্যাগ ক'বে একাকী গদাহস্তে দ্রুতবেগে পর্বতমুখে প্রস্থান করলেন।

সঞ্জয়কে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহাস্যে সাত্যাকিকে বললেন, একে বন্দী করে কি

হবে, এব জীবনে কোনও প্রয়োজন নেই। সাত্যিক তখন খরধার খড়্গ তুলে সজয়কে বধ কবতে উদ্যত হলেন। সেই সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণশ্বৈপায়ন ব্যাস উপস্থিত হয়ে বললেন, সজয়কে মর্ন্তি দাও, একে বধ করা কখনও উচিত নয়। সাত্যিক কৃতাজ্জালি হয়ে ব্যাসদেবের আদেশ মেনে নিয়ে বললেন, সজয়, যাও, তোমার মঙ্গল হ'ক। বর্মহীন ও নিরস্ত্র সজয় মর্ন্তি পেয়ে সাযাহকালে রুধিরাক্তদেহে হস্তিনাপুরের দিকে প্রস্থান করলেন।

রুগ্ধস্থল থেকে এক ক্রোশ দূরে গিয়ে সজয় দেখলেন, দুর্যোধন ক্ষত-বিক্ষতদেহে গদাহস্তে একাকী বয়েছেন। দুর্যজনে অশ্রুপূর্ণনয়নে কাতরভাবে কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে বইলেন, তাব পব সজয় তাঁব বন্দন ও মর্ন্তিব বিষয় জানালেন। ক্ষণকাল পবে দুর্যোধন প্রকৃতিস্থ হয়ে তাঁব ভ্রাতৃগণ ও সৈন্যদের বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। সজয় বললেন, আপনাব সকল ভ্রাতাই নিহত হয়েছেন, সৈন্যও নষ্ট হয়েছে, কেবল তিন জন বথী (কৃপ, অশ্বথামা ও কৃতবর্মা) অবশিষ্ট আছেন; প্রস্থানকালে ব্যাসদেব আমাকে এই কথা বলেছেন। দুর্যোধন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সজয়কে স্পর্শ কবে বললেন, এই সংগ্রামে আমার পক্ষে তুমি ভিন্ন ম্বিতীয় কেউ জীবিত নেই, কিন্তু পাণ্ডববা সহ্যসম্পন্নই রয়েছে। সজয়, তুমি প্রজ্ঞাচন্দ্র রাজা ধৃতবাস্তুরকে বলবে, আপনাব পুত্র দুর্যোধন শ্বৈপায়ন হুদে আশ্রয় নিয়েছে। আমাব সূহৃৎ ভ্রাতা ও পুত্রেরা গত হয়েছে, রাজ্য পাণ্ডবরা নিয়েছে, এ অবস্থায় কে বেঁচে থাকে? তুমি আরও বলবে, আমি মহাযুদ্ধ থেকে মর্ন্ত হযে ক্ষতবিক্ষতদেহে এই হুদে সূতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে জীবিত বয়েছি।

এই কথা বলে রাজা দুর্যোধন শ্বৈপায়ন হুদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং মায়ী স্বারা তার জল স্তম্ভিত করে রইলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য অশ্বথামা ও কৃতবর্মা রথারোহণে সেখানে উপস্থিত হলেন। সজয় সকল সংবাদ জানালে অশ্বথামা বললেন, হা ধিক, রাজা দুর্যোধন জানেন না যে আমবা জীবিত আছি এবং তাঁব সঙ্গে মিলিত হয়ে শত্রুদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতেও সমর্থ আছি। সেই তিন মহারথ বহুক্ষণ বিলাপ করলেন, তার পর পাণ্ডবদের দেখতে পেয়ে বেগে শিবাবে চলে গেলেন।

সূর্যাস্ত হ'লে কৌরবশিবিরের সকলেই দুর্যোধনভ্রাতাদের বিনাশের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ভীত হ'ল। দুর্যোধনের অমাত্যগণ এবং বৈদ্যধারী নারীরক্ষকগণ রাজভাষীদের নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। শয্যা আস্তরণ প্রভৃতিও পাঠানো হ'ল। অন্যান্য সকলে অশ্বতরীয়ক্স রথে চড়ে নিজ নিজ পত্নী সহ প্রস্থান করলেন।

পূর্বে রাজপদুবীতে যেসকল নাবীকে সূর্যও দেখতে পেতেন না, তাঁদের এখন সকলেই দেখতে লাগল।

বৈশ্যাগভঁজাত ধৃতবাস্ত্রপদ্র যদুৎসু যিনি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, তিনিও যদুধিষ্ঠিরের অনুরোধ নিয়ে রাজভাষ্যাদেব সঙ্গে প্রস্থান করলেন। হুঁসিতনা- পদ্রবে এসে যদুৎসু বিদ্রুবকে সকল বস্ত্রান্ত জানালেন। বিদ্রুব বললেন, বৎস, কৌরবকুলেব এই ক্ষয়কালে তুমি এখানে এসে উপযুক্ত কার্যই কবেছ। হতভাগ্য অন্ধবাজেব তুমিই এখন একমাত্র অবলম্বন। আজ বিশ্রাম কবে কাল তুমি যদুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে যেয়ো।

## ৭। যদুধিষ্ঠিরের তর্জন

পাণ্ডবগণ অনেক অশ্বেষণ করেও দুর্যোধনকে কোথাও দেখতে পেলেন না। তাঁদের বাহনসকল পবিত্রান্ত হলে তাবা সৈন্য সহ শিবিরে চলে গেলেন। তখন কৃপ অশ্বখামা ও কৃতবর্মা ধীরে ধীরে হুদের কাছে গিয়ে বললেন, রাজা, ওঠ, আমাদের সহিত মিলিত হয়ে যদুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ কর। জয়ী হয়ে পৃথিবী ভোগ কর অথবা হত হয়ে স্বর্গলাভ কর। দুর্যোধন বললেন, ভাষ্যক্রমে আপনাদের জীবিত দেখছি। আপনারা পরিত্রান্ত হয়েছেন, আমিও ক্ষতিবিক্ষত হয়েছি, এখন যুদ্ধ কবতে ইচ্ছা করি না, বিশ্রাম করে ক্রান্তিহীন হয়ে শত্রুজয় করব। বীরগণ, আপনাদের মহৎ অন্তঃকরণ এবং আমার প্রতি পবন অনুবাহা আশ্চর্য নয়। আজ রাতে বিশ্রাম করে কাল আমি নিশ্চয় আপনাদের সহিত মিলিত হয়ে যুদ্ধ করব। অশ্বখামা বললেন, রাজা, ওঠ, আমি শপথ করছি আজই সৌম্য ও পাণ্ডালগণকে বধ করব।

এই সময়ে কয়েকজন ব্যাধ মাংসভাববহনে শ্রান্ত হয়ে জলপানের জন্য হুদের নিকটে উপস্থিত হ'ল। এরা প্রত্যহ ভীমসেনাকে মাংস এনে দিত। ব্যাধরা অন্তরাল থেকে দুর্যোধন অশ্বখামা প্রভৃতির সমস্ত কথা শুনলে। পূর্বে যদুধিষ্ঠির এদেব কাছে দুর্যোধন সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন। দুর্যোধন হুদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন জানতে পেলে তারা পাণ্ডবশিবিরে গেল। স্নাররক্ষীরা তাদের বাধা দিলে, কিন্তু ভীমের আদেশে তারা শিবিরে প্রবেশ করে তাঁকে সব কথা বললে। ভীম তাদের প্রচুর অর্থ দিলেন এবং যদুধিষ্ঠির প্রভৃতির দুর্যোধনের সংবাদ জানালেন। তখন পাণ্ডবগণ রথারোহণে সদলে সাগরতুল্য বিশাল সৈন্যপায়ন হুদের নিকটে উপস্থিত হলেন। শঙ্খনাদ, রথের ঘর্ষ ও সৈন্যদের কোলাহল শুনে কৃপাচার্য অশ্বখামা ও কৃতবর্মা

দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, পাণ্ডবরা আসছে, অনুমতি দাও আমরা এখন চ'লে যাই। তাঁরা বিদায় নিয়ে দূরে গিয়ে এক বটবৃক্ষের নীচে ব'সে দুর্যোধনের বিষয় ভাবতে লাগলেন।

হুদের তীরে এসে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, দেখ, দুর্যোধন দৈবী মায়ায় জল স্তম্ভিত ক'বে ভিতবে রয়েছে, এখন মানুষ হ'তে তার ভয় নেই; কিন্তু এই শট আমার কাছ থেকে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাবে না। কৃষ্ণ বললেন, ভরতনন্দন, মায়ার মারাই মায়াকে নষ্ট করতে হয়। আপনি কটু উপায়ে দুর্যোধনকে বধ করুন, এইরূপ উপায়েই দানবরাজ বলি বন্ধ হয়েছিলেন এবং হিবণ্যকশিপু বৃহ রাবণ তারকাসুর সন্দ-উপসন্দ প্রভৃতি নিহত হয়েছিলেন।

যুধিষ্ঠির সহাস্যে জলস্থ দুর্যোধনকে বললেন, সুরোধন, ওঠ, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমাব দর্প আর মান কোথায় গেল? যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা সজ্ঞনের ধর্ম নয়, স্বর্গপ্রদও নয়। তুমি পুত্র ভ্রাতা ও পিতৃগণকে নিপাতিত দেখেও যুদ্ধ শেষ না ক'রে নিজে বাঁচতে চাও কেন? বৎস, তুমি আত্মীয় বয়স্য ও বান্ধবগণকে বিনষ্ট করিয়ে হুদের মৃগ্যে লুপ্তিয়ে আছ কেন? দুর্যোধন, তুমি বীর নও তথাপি মিথ্যা বীরত্বের অভিমান কর। ওঠ, ভয় ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ কর; আমাদের পরাজিত ক'রে পৃথিবী শাসন কর, অথবা নিহত হয়ে ভূমিতে শয়ন কর।

দুর্যোধন জলের মধ্যে থেকে উত্তর দিলেন, মহারাজ, প্রাণিগণ ভয়ে অভিভূত হয় তা বিচিত্র নয়, কিন্তু আমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসি নি। আমার রথ নেই, তুণ নেই, আমার পাম্বরক্ষী সারথি নিহত হয়েছে, আমি মহারহীন একাকী, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য জলমধ্যে আশ্রয় নিয়েছি। ক্রান্তীপুত্র, আপনারা আশ্বস্ত হ'ন, আমি উঠে আপনাদের সকলের সঙ্গেই যুদ্ধ করব।

যুধিষ্ঠির বললেন, সুরোধন, আমরা আশ্বস্তই আছি। বহুক্ষণ তোমার অন্বেষণ করেছি, এখন জল থেকে উঠে যুদ্ধ কর। দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, যাদের জন্য কুরুবাজ্য আমার কাম্য, আমার সেই ভ্রাতারা সকলেই পরলোকে গেছেন; আমাদের খনরত্নের ক্ষয় হয়েছে, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ নিহত হয়েছেন, আমি বিধবা নারীর তুলা এই পৃথিবী ভোগ করতে ইচ্ছা কবি না। তথাপি আমি পাণ্ডব ও পাণ্ডালদের উৎসাহ ভঙ্গ ক'রে আপনাকে জয় কবাব আশা করি। কিন্তু পিতামহ ভীষ্মের পতন ও দ্রোণ-কর্ণের নিধনের পর আর যুদ্ধের প্রয়োজন দেখি না। আমার পক্ষের সকলেই বিনষ্ট হয়েছে। আমার আর রাজ্যের স্পৃহা নেই, আমি দুই খণ্ড মৃগচর্ম প'রে বনে যাব। মহারাজ, আপনি এই রিক্ত পৃথিবী যথাসুখে ভোগ করুন।

দুর্যোধনের করুণ বাক্য শ্রুনে যুধিষ্ঠির বললেন, বৎস, মাংসাশী পক্ষীর রবের ন্যায় তোমার এই আত্মপ্রলাপ আমার ভাল লাগছে না। তুমি সমস্ত পৃথিবী দান কবলেও আমি নিতে চাই না, তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত ক'বেই আমি এই বসুন্ধা ভোগ করতে ইচ্ছা করি। তুমি এখন রাজ্যে অধীশ্বব'নও, তবে দান কবতে চাচ্ছ কেন? যখন আমরা ধর্ম'নিসাবে শান্তিকামনায় রাজ্য চেয়েছিলাম তখন দাও নি কেন? মহাবল কৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রার্থনা কবেছিলেন তখন তাঁকে প্রত্যাখ্যান কবেছিলে, এখন তোমার চিত্তবিস্রম হ'ল কেন? সূচীর অগ্রে যেটুকু ভূমি ধরে তাও তুমি দিতে চাও নি, এখন সমস্ত পৃথিবী ছেড়ে দিচ্ছ কেন? পাপী, তোমার জীবন এখন আমার হাতে। তুমি আমাদের বহু অনিষ্ট কবেছ, তুমি জীবনধারণের যোগ্য নও, এখন উঠে যুদ্ধ কর।

## ॥ গদাযুদ্ধপর্বাদ্যায় ॥

### ৮। গদাযুদ্ধের উপক্রম

দুর্যোধন পূর্বে কখনও ভৎসনা শোনেন নি, সকলের কাছেই তিনি রাজসম্মান পেতেন। ছত্রের ছায়া এবং সূর্যের অম্প কিরণেও যাঁর কণ্ঠ হ'ত, সমস্ত লোক যাঁর প্রসাদের উপব নির্ভর করত, এখন অসহায় সংকটাপন্ন অবস্থায় তাঁকে যুধিষ্ঠিরের কটুবাক্য শ্রুতে হ'ল। দুর্যোধন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাত নেড়ে বললেন, রাজা, আপনাদের সহৃৎ রথ বাহন সবই আছে; আমি একাকী, শোকাক্ত, রথবাহনহীন। আপনারা সশস্ত্র, রথারোহী এবং বহু; যদি আপনারা সকলে আমাকে বেঁচেন করেন তবে নিরস্ত্র পাদচারী একাকী আমি কি ক'বে যুদ্ধ করব? আপনারা একে একে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। রাগিশেষে সূর্য যেমন সমস্ত নক্ষত্র বিনষ্ট করেন, আমিও সেইরূপ নিরস্ত্র ও রথহীন হ'বেও নিজের তেজে রথ ও অশ্ব সমেত আপনাদের সকলকেই বিনষ্ট করব।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহু সুর্যোধন, ভাগ্যক্রমে তুমি ক্ষত্রধর্ম বদ্বোছ এবং তোমার যুদ্ধে মতি হয়েছে। তুমি বীর এবং যুদ্ধ করতেও জান। মনোমত অস্ত্র নিয়ে তুমি আমাদের এক এক জনের সঙ্গেই যুদ্ধ কর, আমরা আর সকলে দর্শক হয়ে থাকব। আমি তোমার ইন্টের জন্য আরও বলাছি, তুমি আমাদের মধ্যে কেবল একজনকে বধ করলেই কুরুরাজ্য লাভ করবে; আর যদি নিহত হও তবে স্বর্গে

যাবে। দুর্যোধন বললেন, একজন বীরই আমাকে দিন; আমি এই গদা নিলাম, আমার প্রতিশ্রুতীও গদা নিয়ে পাদচারী হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন।

উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সহিতে পাবে না দুর্যোধন সেইরূপ যুধিষ্ঠিরের বাক্যে বার বার আহত হয়ে অসহিষ্ণু হলেন। তিনি জল আলোড়িত করে নাগরাজের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে কাণ্ডনবলয়মণ্ডিত বৃহৎ লৌহগদা নিয়ে হুদ থেকে উঠলেন। বজ্রধর ইন্দ্রের ন্যায় এবং শূলপাণি মহাদেবের ন্যায় দুর্যোধনকে দেখে পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণ হৃষ্ট হয়ে কবতালি দিতে লাগলেন। উপহাস মনে করে দুর্যোধন সক্রোধে ওষ্ঠদংশন করে বললেন, পাণ্ডবগণ, তোমরা শীঘ্রই এই উপহাসের প্রতিফল পাবে, পাণ্ডালদের সঙ্গে সদ্য যমালয়ে যাবে।

তার পর রক্তাক্তদেহ দুর্যোধন মেঘমন্দ্রস্বরে বললেন, যুধিষ্ঠির, আমি অবশ্যই আপনাদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু আপনি জানেন যে একজনের সঙ্গে এককালে বহুলোকের যুদ্ধ উচিত নয়। যুধিষ্ঠির বললেন, সুর্যোধন, যখন অনেক মহারথ মিলে অভিন্যাকে বধ করেছিল তখন তোমার এই বৃদ্ধি হয় নি কেন? লোকে বিপদে পড়লেই ধর্মের সম্মান করে, কিন্তু সম্পদের সময় তাঁরা পরলোকেব ম্বার রুদ্ধ দেখে। বীর, তুমি বর্ম ধারণ কর, কেশ বন্ধন কর, যুদ্ধের যে উপকরণ তোমার নেই তাও নাও। আমি পুনর্বীর বলছি, পণ্ডপাণ্ডবের মধ্যে যার সঙ্গে তোমার ইচ্ছা তাঁরই সঙ্গে যুদ্ধ কর; তাঁকে বধ করে কুরুরাজ্যের অধিপতি হও, অথবা নিহত হয়ে স্বর্গে যাও। তোমার জীবনবক্ষা ভিন্ন আর কি প্রযোজ্য করব বল।

দুর্যোধন স্বর্ণময় বর্ম ও বিচিত্র শিবস্ট্রাণ ধারণ করে গদাহস্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কৃষ্ণ বুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, দুর্যোধন যদি আপনার সঙ্গে অথবা অর্জুন নকুল বা সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান তবে কি হবে? আপনি কেন এই দুঃসাহসের কথা বললেন — ‘আমাদের মধ্যে একজনকে বধ করেই কুরুরাজ্যের অধিপতি হও’? ভীমসেনকে বধ করবার ইচ্ছা দুর্যোধন তের বৎসর একটা লৌহমূর্তির উপর গদাপ্রহার অভ্যাস করেছেন। ভীমসেন ভিন্ন দুর্যোধনের প্রতিযোগী দেখছি না, কিন্তু ভীমও গদাযুদ্ধশিক্ষায় অধিক পরিপ্রমত্ত করেন নি। আপনি শকুনির সঙ্গে দ্যুতক্রীড়া করে যেমন বিষম কার্য করেছিলেন, আজও সেইরূপ করছেন। ভীম অধিকতর বলবান ও সহিষ্ণু, কিন্তু দুর্যোধন অধিকতর কৃতী; বলবান অপেক্ষা কৃতীই শ্রেষ্ঠ। মহারাজ, আপনি শত্রুকে সন্নিবিষ্ট দিয়েছেন, আমাদের বিপদে ফেলেছেন। গদাহস্ত দুর্যোধনকে জয় করতে পারেন

এমন মানুষ বা দেবতা আমি দেখি না। আপনারা কেউ ন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনকে জয় করতে পারবেন না। পাণ্ডু ও কুন্তীব পুত্রগণ নিশ্চয়ই রাজ্যভোগের জন্য লুপ্ত হন নি, দীর্ঘকাল বনবাস ও ভিক্ষার জন্যই স্তূট হয়েছেন।

ভীম বললেন, মধুসূদন, তুমি বিষয় হলো না, আজ আমি দুর্যোধনকে বধ করব তাতে সন্দেহ নেই। আমার গদা দুর্যোধনের গদার চেয়ে দেড় গুণ ভারী, অতএব তুমি দুর্যোধনকে ক'রো না। দুর্যোধনের কথা দূবে থাক, আমি দেবগণ এবং ত্রিলোকের সঞ্চলের সঙ্গোই যুদ্ধ করতে পারি। বাসুদেব হৃষ্ট হয়ে বললেন, মহাবাহু, আপনাকে আশ্রয় ক'বেই ধর্মবাজ শত্রুহীন হয়ে রাজলক্ষ্মী লাভ ক'রবেন তাতে সন্দেহ নেই। বিষ্ণু যেমন দানবসংহার ক'বে শচীপতি ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য দিয়েছিলেন, আপনিও সেইরূপ দুর্যোধনকে বধ ক'বে ধর্মবাজকে সসাগবা পৃথিবী দিন।

ভীম গদাহস্তে দণ্ডায়মান হয়ে দুর্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। মন্ত হস্তী যেমন মন্ত হস্তীর অভিমুখে যায়, দুর্যোধন সেইরূপ ভীমের কাছে গেলেন। ভীম তাঁকে বললেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র আব তুমি যেসব দক্ষুত করেছ তা এখন স্মরণ কর। দুর্যোধন, তুমি সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে কষ্ট দিয়েছিলে, শকুনির বদ্বিশ্বেতে যুদ্ধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ায় জয় করেছিলে, নিবপবাস পাণ্ডবদের প্রতি বহু দুর্ব্যবহার ক'রেছিলে, তাব মহৎ ফল এখন দেখ। তোমার জন্যই আমাদের পিতামহ ভীষ্ম শবশয্যায় প'ড়ে আছেন, দ্রোণ কর্ণ শল্য শকুনি, তোমার বীর ভ্রাতা ও পুত্রেরা, এবং তোমার পক্ষের রাজাবা সৈন্যে নিহত হয়েছেন। কুলঘা পুত্রদ্বন্দ্ব একমাত্র তুমিই এখন অবশিষ্ট আছ, আচ্ছ তোমাকে গদাঘাতে বধ করব তাতে সন্দেহ নেই।

দুর্যোধন বললেন, বৃকোদর, আত্মশ্লাঘা ক'বে কি হবে, আমার সঙ্গো যুদ্ধ কর, তোমার যুদ্ধপ্রীতি আজ দূর করব। পাপী, কোন্ শত্রু আজ ন্যায়যুদ্ধে আমাকে জয় করতে পাবে? ইন্দ্রও পাবেন না। কুন্তীপুত্র, শরৎকালীন মেঘেব ন্যায় বৃথা গর্জন ক'রো না, তোমার যত বল আছে তা আজ যুদ্ধে দেখাও।

এই সময়ে হলয়দ্বন্দ্ব বলরাম সেখানে উপস্থিত হলেন; তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে দুর্যোধন ও ভীম যুদ্ধে উদ্যত হয়েছেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ তাঁকে ষথার্থির্বাধ অর্চনা ক'রে বললেন, আপনি আপনার দুই শিষ্যের যুদ্ধকৌশল দেখুন। বলরাম বললেন, কৃষ্ণ, আমি পুণ্ড্রা নক্ষত্রে স্ৱারকা ত্যাগ ক'রেছি, তার পর বিয়াল্লিশ দিন গত হয়েছে, এখন প্রবণা নক্ষত্রে এখানে এসেছি। এই ব'লে নীলবসন শূদ্রকান্টি

বলরাম সকলকে যথাযোগ্য সম্মাননা আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন করে যুদ্ধ দেখবার জন্য উপবিষ্ট হলেন।

### ৯। বলরামের তীর্থভ্রমণ—চন্দ্রের যক্ষ্মা—একত ম্ৰিত দ্রিত

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, বলরাম পূর্বে কৃষ্ণকে বলেছিলেন যে তিনি ধৃতবাষ্ট্রপুত্র বা পাণ্ডুপুত্র কাকেও সাহায্য করবেন না, ইচ্ছানুসাবে দেশভ্রমণ করবেন; তবে আবার তিনি কুরুক্ষেত্রে কেন এলেন?

বৈশম্পায়ন বললেন, কৃতবর্মা যখন যাদবসৈন্য নিয়ে দুর্যোধনের পক্ষে গেলেন এবং কৃষ্ণ ও সাত্যকি পাণ্ডবপক্ষে গেলেন, তখন বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে তীর্থযাত্রায় নির্গত হলেন। তিনি বহু সর্বাঙ্গ রজত বস্ত্র অশ্ব হস্তী রথ গর্দভ উষ্ট্র প্রভৃতি সঙ্গে নিলেন, ঋষিক ও ব্রাহ্মণগণও তাঁর সঙ্গে যাত্রা করলেন। বলরাম সমুদ্র থেকে সরস্বতী নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে যেতে লাগলেন এবং দেশে দেশে প্রান্ত ও ক্রান্ত, শিশু ও বৃদ্ধ বহু লোককে এবং ব্রাহ্মণগণকে খাদ্য পানীয় ধনরত্ন ধেনু যানবাহন প্রভৃতি দান করলেন।

বলরাম প্রথমে পাবন প্রভাসতীর্থে গেলেন। পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রকে তাঁর সাতাশ কন্যা (নক্ষত্র) দান করেছিলেন। এই কন্যারা সকলেই অতুলনীয় রূপবতী ছিলেন, কিন্তু চন্দ্র সর্বদা রোহিণীর সঙ্গেই বাস করতেন। দক্ষের অন্য কন্যারা রুষ্ট হয়ে দক্ষের কাছে অভিযোগ করলেন। দক্ষ বহু বার চন্দ্রকে বললেন, তুমি সকল ভাষার সহিত সমান ব্যবহার করবে; কিন্তু চন্দ্র তা শুনলেন না। তখন দক্ষের অভিশাপে চন্দ্র যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলেন। চন্দ্রের ক্ষয় দেখে দেবতারা দক্ষকে বললেন, ভগবান, প্রসন্ন হ'ন, আপনার শাপে চন্দ্র ক্ষীণ হচ্ছেন, তার ফলে লতা ওষধি বীজ এবং প্রজাগণও ক্ষীণ হচ্ছে, আমরাও ক্ষীণ হচ্ছি। দক্ষ বললেন, আমার বাক্যের প্রত্যাহার হবে না। চন্দ্র সকল ভাষার সঙ্গে সমান ব্যবহার করুন, সবস্বতী নদীর প্রধান তীর্থ প্রভাসে অবগাহন করুন, তার পর পুনর্বীর বৃষ্টিলাভ করবেন; কিন্তু মাসার্থকাল তাঁর নিত্য ক্ষয় হবে এবং মাসার্থকাল নিত্য বৃষ্টি হবে। চন্দ্র পশ্চিম সমুদ্রে সরস্বতীর সংগমস্থলে গিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করুন তা হ'লে কাল্টি ফিরে পাবেন। চন্দ্র প্রভাসতীর্থে গেলেন এবং অমাবস্যা় অবগাহন করে ক্রমশ তাঁর শীতল কিরণ ফিরে পেলেন। তদবধি তিনি প্রীতি



অমাবস্যায় প্রভাসতীর্থে স্নান ক'রে বর্ধিত হন। চন্দ্র সেখানে প্রভা লাভ করেছিলেন এজন্যই 'প্রভাস' নাম।

তার পর বলরাম ক্রমশ উদপানতীর্থে গেলেন। সত্যযুগে সেখানে গৌতমের তিন পুত্র একত ম্বেত ও দ্বিত বাস করতেন। তাঁরা স্থির করলেন যে তাঁদের যজ্ঞমানদের কলছ থেকে বহু পশু সংগ্রহ করবেন এবং মহাফলপ্রদ যজ্ঞ ক'বে আনন্দে সোমবস পান করবেন। তিন ভ্রাতা বহু পশু লাভ ক'রে ফিরলেন, দ্বিত আগে আগে এবং একত ও ম্বেত পশুর দল নিয়ে পিছনে চললেন। দৃষ্টবৃদ্ধি একত ও ম্বেত পরামর্শ করলেন, দ্বিত যজ্ঞনিপুণ ও বেদজ্ঞ, সে বহু পশু লাভ করতে পারবে; আমবা দুজনে এইসকল পশু নিয়ে চ'লে যাই, দ্বিত একাকী যেখানে ইচ্ছা হয় যাক। রাত্রিকালে চলতে চলতে দ্বিত এক বৃক (নেকড়ে) দেখতে পেলেন এবং ভীত হয়ে পালাতে গিয়ে সরস্বতীতীরবর্তী এক অগাধ কূপে প'ড়ে গেলেন। তিনি আত্ননাদ করতে লাগলেন, একত ও ম্বেত শুনতে পেয়েও এলেন না, বৃকের ভয়ে এবং লোভের বশে পশু নিয়ে চ'লে গেলেন। দ্বিত দেখলেন, কূপের মধ্যে একটি লতা ঝুলছে। তিনি সেই লতাকে সোম, কূপের জলকে ঘৃত এবং কাকরকে শর্করা কম্পনা ক'রে যজ্ঞ কবলেন। তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বৃহস্পতি দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে কূপে নিকটে এলেন। দেবতারা বললেন, আমবা যজ্ঞেব ভাগ নিতে এসেছি। দ্বিত যথার্থি মন্ত্রপাঠ ক'রে যজ্ঞভাগ দিলেন। দেবগণ প্রীত হয়ে বর দিতে চাইলেন। দ্বিত বললেন, আপনারা আমাকে উদ্ধার করুন এবং এই বর দিন — যে এই কূপের জল স্পর্শ করবে সে সোমপায়ীদের গতি লাভ করবে। তখন কূপ থেকে উর্মিমতী সরস্বতী নদী উৎখিত হলেন, দ্বিত উৎক্লিষ্ট হয়ে তাঁরে উঠে দেবগণেব পূজা করলেন। তার পর তিনি তাঁর দুই লোভী ভ্রাতাকে শাপ দিলেন — তোমরা বৃকের ন্যায় দংশ্ট্রাযুক্ত ভীষণ পশু হবে, তোমাদের সন্তানগণ ভল্লুক ও বানর হবে।

### ১০। অসিতদেবল ও জৈগীষ্য — সারস্বত

বলরাম সন্তসারস্বত কপালমোচন প্রভৃতি সরস্বতীতীরস্থ বহু তীর্থ দর্শন ক'রে আদিত্যতীর্থে উপস্থিত হলেন। পূর্বাকালে তপস্বী অসিতদেবল গাহস্থ্য ধর্ম আশ্রয় ক'রে সেখানে বাস করতেন। তিনি সর্ববিষয়ে সমদর্শী ছিলেন,

নিত্য দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথির পূজা করতেন এবং সর্বদা ব্রহ্মচার্য ও ধর্মকার্যে রত থাকতেন। একদা ভিক্ষু জৈগীষব্য মুনী দেবলের আগ্রমে এলেন এবং যোগানিরত হয়ে সেখানেই বাস করতে লাগলেন। তিনি কেবল ভোজনকালে দেবলের নিকট উপস্থিত হতেন। দীর্ঘকাল পবে একদিন দেবল জৈগীষব্যকে দেখতে পেলেন না। দেবল ভাবলেন, আমি বহু বৎসব এই অলস ভিক্ষুর সেবা করেছি, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে কোনও আলাপ কবেন নি। আকাশচারী দেবল একটি কলস নিয়ে মহা-সমুদ্রে গেলেন এবং দেখলেন, জৈগীষব্য পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। দেবল বিস্মিত হলেন এবং স্নানাদির পব জলপূর্ণ কলস নিয়ে আগ্রমে ফিরে এসে দেখলেন, জৈগীষব্য নীরবে কাষ্ঠেব ন্যায ব'সে আছেন। মন্ত্রস্ত দেবল ভিক্ষু জৈগীষব্যের শক্তি পরীক্ষার জন্য আকাশে উঠলেন এবং দেখলেন, অন্তবীক্ষচাবী সিদ্ধগণ জৈগীষব্যের পূজা কবছেন। তার পব তিনি দেখলেন, জৈগীষব্য স্বর্গলোক পিতৃলোক যমলোক চন্দ্রলোক প্রভৃতি স্থানে এবং বহুবিধ যজ্ঞকারীদের লোকে গেলেন এবং অবশেষে অন্তর্হিত হলেন। দেবল জিজ্ঞাসা করলে সিদ্ধ যাস্তিকগণ বললেন, জৈগীষব্য শাস্বত ব্রহ্মলোকে গেছেন, সেখানে তোমার যাবার শক্তি নেই। দেবল তাঁর আগ্রমে ফিরে এলেন এবং সেখানে জৈগীষব্যকে দেখলেন। দেবল বিনয়ে অবনত হয়ে সেই মহা-মুনিকে বললেন, ভগবান, আমি মোক্ষধর্ম শিখতে ইচ্ছা করি। জৈগীষব্য যোগের বিধি এবং শাস্ত্রানুযায়ী কার্যকার্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। দেবল সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্প করলেন, তখন আগ্রমের সমস্ত প্রাণী, পিতৃগণ, এবং ফলমূল লতা প্রভৃতি সম্বোদনে বলতে লাগল, ক্ষুদ্র দুর্মতি দেবল সর্বভূতকে অভয় দিযেছিল তা ভুলে গেছে, সে নিশ্চয় আমাদের ছেদন কববে। মুনিসত্তম দেবল ভাবতে লাগলেন, মোক্ষধর্ম আর গাহস্থ্যধর্মের মধ্যে কোনটি শ্রেয়স্কব; অবশেষে তিনি মোক্ষধর্মই গ্রহণ ক'রে সিদ্ধিলাভ করলেন।

বৃহস্পতিকে পুরোবর্তী ক'রে দেবগণ ও তপস্বিগণ উপস্থিত হলেন এবং জৈগীষব্য ও দেবলের তপস্যার প্রশংসা করলেন। কিন্তু নারদ বললেন, জৈগীষব্যের তপস্যা বৃথা, কারণ তিনি তাঁর শক্তি দেখিয়ে দেবলকে বিস্মিত করেছেন। দেবতাবা বললেন, দেবর্ষি, এমন কথা বলবেন না, মহাত্মা জৈগীষব্যের তুল্য প্রভাব তপস্যা ও যোগসিদ্ধি আর কারও নেই।

তার পর বলরাম সোমতীর্থ দেখে সারস্বত মুনীর তীর্থে গেলেন।

পদ্মাকালে সরস্বতীতীবে তপস্যারত দধীচি মর্দনি অলম্বদ্বা অঙ্গরাকে দেখে বিচলিত হন, তার ফলে সরস্বতী নদীও গভীরে তাঁর একটি পদ্ম উৎপন্ন হন। প্রসবের পর সরস্বতী দধীচিকে সেই পদ্ম দান করলেন। দধীচি তুষ্ট হয়ে সরস্বতীকে বর দিলেন, তোমার জলে তর্পণ করলে দেবগণ পিতৃগণ গন্ধর্বগণ ও অঙ্গরোগণ হুঁত হবেন এবং সমস্ত পুণ্যনদীও মধ্যে ভূমি পুণ্যতমা হবে। দধীচি তাঁর পদ্মের নাম রাখলেন সাবস্বত। এই সময়ে দেবদানবের বিরোধ চলছিল। দধীচি দেবগণের হিতার্থে প্রাণত্যাগ করে তাঁর অস্থি দান করলেন, তাতে বজ্র চক্র গদা প্রভৃতি দিব্যাস্ত্র নির্মিত হ'ল এবং ইন্দ্র বজ্রাঘাতে দানবগণকে জয় করলেন।

কিছুকাল পরে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ভয়ংকর অনাবৃষ্টি হ'ল, মহর্ষিগণ ক্ষুধার্ত হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য নানাদিকে ধাবিত হলেন। সারস্বত মর্দনিও যাবার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু সরস্বতী তাঁকে বললেন, পদ্ম, যেয়ো না, তোমার আহ্বানের জন্য আমি উত্তম মৎস্য দেব। সাবস্বত তাঁর আশ্রমেই রইলেন, এবং মৎস্যভোজনে প্রাণধারণ ক'বে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ এবং বেদচর্চা করতে লাগলেন। অনাবৃষ্টি অতীত হ'লে মহর্ষিগণ দেখলেন তাঁরা বেদবিদ্যা ভুলে গেছেন। তাঁরা সারস্বত মর্দনির কাছে গিয়ে বললেন, আমাদের বেদ পড়াও। সারস্বত বললেন, আপনারা যথাবিধি আমার শিষ্য হ'ন। মহর্ষিরা বললেন, পদ্ম, তুমি ভেঁ বালক। সারস্বত বললেন, যাঁরা অবিধিপূর্বক অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ক'বেন তাঁরা উভয়েই পতিত এবং পরস্পরের শত্রু হন। বয়স পক্ককেশ বিস্ত বা বন্ধুবাহুলা থাকলেই লোকে বড় হয় না, যিনি বেদজ্ঞ তিনিই গুরু হবার যোগ্য। তখন ষাট হাজার মর্দনি সারস্বতের শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন।

### ১১। বৃদ্ধকন্যা সূদ্র—কুরুক্ষেত্র ও সমস্তপঞ্চক

তার পর বলরাম বৃদ্ধকন্যাশ্রম তীর্থে এলেন। কুণিগর্গ নামে এক মহাতপা ঋষি ছিলেন, তিনি সূদ্র নামে এক মানসী কন্যা উৎপন্ন করেছিলেন। কুণিগর্গ দেহত্যাগ ক'বলে অনিন্দিতা সূদ্ররী সূদ্র আশ্রম নির্মাণ করে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। বহুকাল পরে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন, কিন্তু বার্ষিক্য ও তপস্যার জন্য তিনি এমন ক্লেশ হয়ে গিয়েছিলেন যে এক পাও চলতে পারতেন না। তখন তিনি পরলোকগমনের ইচ্ছা করলেন। নারদ তাঁর কাছে এসে বললেন, অবিবাহিতা কন্যার স্বর্গলাভ কি করে হবে? তুমি কঠোর তপস্যা করেছ কিন্তু স্বর্গলোকের অধিকার পাও নি। সূদ্র ঋষিগণের কাছে গিয়ে বললেন, যিনি আমার

পাণিগ্রহণ করবেন তাঁকে আমার তপস্যার অর্ধভাগ দান করব। গালবের পুত্র প্রকৃৎশংগবান বললেন, সদ্ভদ্র, তুমি যদি আমার সঙ্গে এক রাত্রি বাস কর তবে তোমার পাণিগ্রহণ করব। সদ্ভদ্র সম্মত হ'লে গালবপুত্র যথাবিধি হোম ক'রে তাঁকে বিবাহ করলেন। সদ্ভদ্র দিব্যাভরণভূষিতা দিব্যমালাধারিণী বরবার্গিনী তরুণী হয়ে পতির সহিত রাত্রিবাস কবলেন। প্রভাতকালে তিনি বললেন, ব্রাহ্মণ, তুমি যে নিয়ম (শর্ত) করেছিলে তা আমি পালন করেছি; তোমার মঙ্গল হ'ক, এখন আমি যাব। গালবপুত্র সম্মতি দিলে সদ্ভদ্র আবার বললেন, এই তীর্থে যে দেবগণের তর্পণ ক'রে একরাত্রি বাস করবে সে আটান্ন বৎসর ব্রহ্মচর্য পালনের ফল লাভ করবে। এই ব'লে সাধবী সদ্ভদ্র দেহত্যাগ ক'রে স্বর্গে চলে গেলেন। গালবপুত্র তাঁর ভার্যার তপস্যার অর্ধভাগ পেয়েছিলেন; শোকে কাতর হয়ে তিনিও রূপবতী সদ্ভদ্রর অনুসরণ করলেন।

তার পর বলরাম সমস্তপণ্ডকে এলেন। ঋষিরা তাঁকে কুরুক্ষেত্রের এই ইতিহাস বললেন। — পদ্রাকালে রাজর্ষি কুরু সেই স্থান সর্বদা কৰ্ষণ করেন দেখে ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজা, এঁকি করছ? কুরু বললেন, এই ক্ষেত্রে যে মরবে সে পাপশূন্য পুণ্যময় লোকে যাবে। ইন্দ্র উপহাস ক'রে চলে গেলেন এবং তার পর বহুবীর এসে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন ও উপহাস করতে লাগলেন। দেবতাবা ইন্দ্রকে বললেন, রাজর্ষি কুরুকে বর দিয়ে নিবৃত্ত করুন; মানুষ যদি কুরুক্ষেত্রে মরলেই স্বর্গে যেতে পারে তবে আমরা আর যজ্ঞভাগ পাব না। ইন্দ্র কুরুর কাছে এসে বললেন, রাজা, আর পরিভ্রম ক'বো না, আমাব কথা শোন। যে লোক এখানে উপবাস ক'রে প্রাণত্যাগ করবে অথবা যুদ্ধে নিহত হবে সে স্বর্গে যাবে। কুরু বললেন, তাই হ'ক।

ঋষিরা বলরামকে আরও বললেন, ব্রহ্মাদি সূরশ্রেষ্ঠগণ এবং পুণ্যবান রাজর্ষিগণের মতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা পুণ্যস্থান পৃথিবীতে নেই। দেবরাজ ইন্দ্র এই গাথা গান করেছিলেন — কুরুক্ষেত্রে যে ধূলি ওড়ে তার স্পর্শেও পাপীরা পরমর্গাত পায়। তারন্তুক অরন্তুক রামহৃদ ও মচক্রকের মধ্যস্থানকেই কুরুক্ষেত্রের সমস্তপণ্ডক ও প্রজাপতির উত্তরবেদী বলা হয়।

তার পর বলরাম হিমালয়ের নিকটস্থ তীর্থসকল দেখে মিত্রাবরুণের পুণ্য

আশ্রমে এলেন এবং সেখানে ঋষি ও সিদ্ধগণের নিকট বিবিধ পবিত্র উপাখ্যান শুনলেন। সেই সময়ে জটামণ্ডলে আবৃত স্বর্ণকোপীনধারী নৃত্যগীতকুশল কলহাপ্রিয় দেবর্ষি নারদ কচ্ছপী বীণা নিয়ে উপস্থিত হলেন। বলরাম নারদের মূখে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেব বৃত্তান্ত এবং দুর্যোধন ও ভীমের আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ শুনলেন। তখন তিনি তাঁর অন্তঃস্বপ্নকে বিদায় দিয়ে বার বার পবিত্র সরস্বতী নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং দুই শিষ্যের যুদ্ধ দেখবার জন্য সত্বর রথারোহণে শৈবপার্বন হ্রদের নিকট উপস্থিত হলেন।

## ১২। দুর্যোধনের উন্নতভাগ

(অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধান্ত)

বলরাম যদুর্ধিষ্ঠরকে বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, আমি ঋষিদের কাছে শুনোঁড়ি যে কুবুদ্ধের অতি পুণ্যময় স্বর্গপ্রদ স্থান, সেখানে যারা যুদ্ধে নিহত হন তারা ইন্দের সহিত স্বর্গে বাস করবেন। অতএব এখান থেকে সমস্তপঙ্ককে (১) চলুন, সেই স্থান প্রজাপতির উত্তববেদী বলে প্রসিদ্ধ। তখন যদুর্ধিষ্ঠরাদি ও দুর্যোধন পদব্রজে গিয়ে সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে একটি পবিত্র উন্মত্ত স্থানে উপস্থিত হলেন।

অনন্তর দুর্যোধন ও ভীম পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং দুই বৃষেব ন্যায় গর্জন করে উন্মত্তবৎ আশ্ফালন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাগযুদ্ধের পর তুমুল গদাযুদ্ধ আবম্ভ হ'ল। দুই বীর পরস্পরের ছিদ্ৰানুসন্ধান করে প্রহার করতে লাগলেন। বিচিত্র গতিতে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করে, এগিয়ে গিয়ে, পিছনে হ'টে, একবার নীচু হয়ে, একবার লাফিয়ে উঠে তারা নানাপ্রকার যুদ্ধকৌশল দেখালেন। দুর্যোধন তাঁর গদা ধরিয়ে ভীমের মাথায় আঘাত করলেন; ভীম অবিচলিত থেকে প্রত্যাঘাত করলেন, কিন্তু দুর্যোধন ক্ষিপ্ৰগতিতে সরে গিয়ে ভীমের প্রহার ব্যর্থ করে দিলেন। তার পর ভীম বক্ষে আহত হয়ে মর্ছিতপ্রায় হলেন এবং কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে দুর্যোধনের পার্শ্বে প্রহার করলেন। দুর্যোধন বিহবল হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং আবার উঠে গদাঘাতে ভীমকে ভূপাতিত করলেন। ভীমের বর্ম বিদীর্ণ হ'ল; মহাহতকাল পরে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর রক্তাক্ত যুদ্ধ

(১) শৈবপার্বন হ্রদ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত নয়; সমস্তপঙ্ক কুরুক্ষেত্রেরই অংশ।

মুছলেন। তখন নকুল সহদেব ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি দুর্যোধনের দিকে খাবিত হইলেন। ভীম তাঁদের নিবৃত্ত ক'রে পদনবার দুর্যোধনকে আক্রমণ করলেন।

যুদ্ধ ক্রমশ দারুণ হইছে দেখে অর্জুন বললেন, জনার্দন, এই দুই বীরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? কৃষ্ণ বললেন, এ'রা দুজনেই সমান শিক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু ভীমসেন অধিক বলশালী এবং দুর্যোধন দক্ষতায় ও যত্নে শ্রেষ্ঠ। ভীম ন্যায়যুদ্ধে জয়লাভ করবেন না, অন্যায়যুদ্ধেই দুর্যোধনকে বধ করতে পারবেন। দ্যুতসভায় ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যুদ্ধে গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন; এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুন, মায়াবী দুর্যোধনকে মায়ী (কপটতা) ম্বারাই বিনষ্ট করুন। ভীম যদি কেবল নিজের বলের উপর নির্ভর ক'রে ন্যায়যুদ্ধ করেন তবে যুধিষ্ঠির বিপদে পড়বেন। ধর্মরাজের দোষে আবার আমরা সংকটে পড়েছি, বিজয়লাভ আসন্ন হইলেও সংশয়ের বিষয় হইছে। যুধিষ্ঠির নির্বোধের ন্যায় এই পণ করেছেন যে দুর্যোধন একজনকে বধ করতে পারলেই জয়ী হবেন। শত্রুচাচের রচিত একটি পদ্যাতন শ্লোক আছে — পরাজিত হতাবশিষ্ট যোদ্ধা যদি ফিরে আসে তবে তাকে ভয় করতে হবে, কারণ সে মরণ পণ ক'রে যুদ্ধ করবে।

অর্জুন তখন ভীমকে দেখিয়ে নিজের বাম উরুতে চপেটাঘাত করলেন। এই সময়ে ভীম ও দুর্যোধন দুজনেই পরিপ্রান্ত হইছিলেন। সহসা দুর্যোধনকে নিকটে পেয়ে ভীম মহাবেগে তাঁর গদা নিক্ষেপ করলেন, দুর্যোধন সত্তর স'রে গিয়ে ভীমকে প্রহার করলেন। ভীম রুধিরাক্তদেহে কিছুক্ষণ মর্দীর্হিতের ন্যায় রহিলেন, তার পর আবার দুর্যোধনের প্রতি খাবিত হলেন। ভীমের প্রহার ব্যর্থ কববার ইচ্ছায় দুর্যোধন লাফিয়ে উঠলেন, সেই অবসরে ভীম সিংহের ন্যায় গর্জন ক'রে গদাঘাতে দুর্যোধনের দুই উরু ভঙ্গ করলেন।

দুর্যোধন সশব্দে ভূতলে নিপতিত হলেন। তখন ধূলিবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি ও উল্কাপাত হ'ল, যক্ষ রাক্ষস ও পিশাচগণ অন্তরীক্ষে কোলাহল ক'রে উঠল, ঘোরদর্শন কবন্ধসকল নৃত্য করতে লাগল। ভূপতিত শত্রুকে ভৎসনা ক'রে ভীম বললেন, আমাদের শতটা দ্যুতক্রীড়া বা বগুনা নেই, আমরা আগুন লাগাই না, নিজের বাহু-বলেই শত্রুবধ করি। তার পর ভীম তাঁর বাঁ পা দিয়ে দুর্যোধনের মাথা মাড়িয়ে তাকে শঠ ব'লে তিরস্কার করলেন।

ক্ষুদ্রচেতা ভীমের আচরণে সোমকবীরগণ অসন্তুষ্ট হলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, ভীম, তুমি সং বা অসং উপায়ে শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছ, প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করেছে, এখন কান্ত হও। রাজা দুর্যোধন এখন হতপ্রায়, ইনি একাদশ অক্ষৌহিণী

সেনা ও কৌরবগণের অধিপতি, তোমার জ্ঞাতি, তুমি চরণ দিয়ে এঁকে স্পর্শ করো না। এঁর জন্য শোক করাই উচিত, উপহাস উচিত নয়। এঁব অমাত্য ভ্রাতা ও পুত্রগণ নিহত হয়েছেন, পিণ্ডলোপ হয়েছে; ইনি তোমার ভ্রাতা, এঁকে পদাঘাত করে, তুমি অন্যায় করেছে। তার পর যদ্বিষ্ঠির দুর্যোধনের কাছে গিয়ে সাশ্রুকণ্ঠে বললেন, বৎস, দুর্যোধন করো না, তুমি পূর্বকৃত কর্মের এই নিদারুণ ফল ভোগ করছ। তোমারই অপরাধে আমরা তোমার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিদের বধ করেছি। তুমি নিজেব জন্য শোক করো না, তুমি শ্লাঘ্য মৃত্যু লাভ করেছে; আমাদের অবস্থাই এখন শোচনীয় হয়েছে, কারণ প্রিয় বন্ধুদের হারিয়ে দীনভাবে জীবনযাপন করতে হবে। শোকাকুলা বিধবা বধুদেব আমি কি করে দেখব? রাজা, তুমি নিশ্চয় স্বর্গে বাস করবে, কিন্তু আমরা নারকী আখ্যা পেয়ে দারুণ দুর্যোধন ভোগ কবব।

### ১৩। বলরামের ক্রোধ — যদ্বিষ্ঠিরাদির ক্রোধ

বলরাম ক্রোধে উদ্‌বাহু হয়ে আর্ভকণ্ঠে বললেন, ধিক ধিক ভীম! ধর্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বৃকোদর নাভির নিম্নে গদাপ্রহার করেছে! এমন যুদ্ধ আমি মর্শি নি, মৃত ভীম নিজের ইচ্ছাতেই এই শাস্তাবিবদ্ধ যুদ্ধ করেছে। এই বলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলরাম তাঁর লাঙ্গল উদাত করে ভীমেব প্রতি ধাবিত হলেন। তখন কৃষ্ণ বিনয়ে অবনত হয়ে তাঁর স্থূল সুগোল বাহু দিয়ে বলরামকে জড়িয়ে ধরলেন। দিবাবসানে চন্দ্র ও সূর্য যেমন আকাশে শোভা পান, কৃষ্ণ ও শত্রু দুই যাদবশ্রেষ্ঠ সেইরূপ শোভা পেলেন। কৃষ্ণ বললেন, নিজের উন্নতি, মিত্রের উন্নতি, মিত্রের মিত্রের উন্নতি; এবং শত্রুর অবনতি, তার মিত্রের অবনতি, তার মিত্রের মিত্রের অবনতি — এই ছয় প্রকারই নিজের উন্নতি। পাণ্ডবরা আমাদের স্বাভাবিক মিত্র, আমাদের পিতৃম্বসার পুত্র, শত্রুরা এঁদের উপর অত্যন্ত পীড়ন করেছে। আপনি জানেন, প্রতিজ্ঞারক্ষাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ভীম দ্যুতসভায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন, মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্যোধনকে এইরূপ অভিশাপ দিয়েছিলেন, কলিযুগও আরম্ভ হয়েছে। অতএব আমি ভীমসেনের দোষ দেখি না। পুরুষশ্রেষ্ঠ, পাণ্ডবদের বান্ধবতাই আমাদের বান্ধব, অতএব আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না।

কৃষ্ণের মূখে ধর্মের ছলনা শুনে বলরাম অপ্রসন্নমনে বললেন, গোবিন্দ, ভীম ধর্মের পীড়ন করে সকলকেই ব্যাকুল করেছে। নায়কোন্মা রাজা দুর্যোধনকে অন্যায়াভাবে বধ করে ভীম কটুকোন্মা বলে খ্যাত হবে। সরলভাবে বন্ধু করার জন্য

দুর্যোধন শাম্বত স্বর্গ লাভ করবেন। ইনি রণযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিয়ে যজ্ঞান্ত-স্নানের যশ লাভ করেছেন। এই কথা বলে বলরাম তাঁর রথে উঠে স্ৱারকার অভিমুখে যাত্রা করলেন।

বলরাম চ'লে গেলে পাণ্ডব পাণ্ডাল ও যাদবগণ নিরানন্দ হয়ে রইলেন। যুধিষ্ঠির বিষন্ন হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, বৃকোদর দুর্যোধনের মাথায় পা দিয়েছেন তাতে আমি প্রীত হই নি, কুলক্ষয়েও আমি হৃষ্ট হই নি। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আমাদের উপর বহু অত্যাচার কবেছে, সেই দারুণ দংশন ভীমেব হৃদয়ে রয়েছে, এই চিন্তা করে আমি ভীমের আচরণ উপেক্ষা করলাম। ভীমেব কার্য ধর্মসংগত বা ধর্মবিরুদ্ধ যাই হ'ক, তিনি অমার্জিতবৃদ্ধি লোভী কামনার দাস দুর্যোধনকে বধ করে অভীষ্টলাভ কব'ন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে বাসুদেব সদঃখে বললেন, তাই হ'ক। তিনি ভীমকে প্রীত করবার ইচ্ছায় তাঁব সকল কার্যেব অনুমোদন কবলেন। অসন্তুষ্ট অর্জুন ভীমকে ভাল মন্দ কিছ'ই বললেন না। ভীম হৃষ্ঠচিন্তে উৎফুল্লনেত্রে কৃতাজলি হয়ে যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করে বললেন, মহারাজ, আজ পৃথিবী মণ্ডলময় ও নিষ্কণ্টক হ'ল, আপনি রাজ্যশাসন ও স্বধর্মপালন কব'ন। যুধিষ্ঠিব বললেন, আমরা কৃষ্ণের মতে চ'লেই পৃথিবী জয় করেছি। দুর্য' ভীম, ভাগ্যক্রমে তুমি মাতার নিকট এবং নিজের ক্রোধের নিকট ঋণমুক্ত হয়েছ, শত্রুনিপাত করে জয়ী হয়েছ।

### ১৪। দুর্যোধনের ভব'সনা

দুর্যোধনের পতনে পাণ্ডব পাণ্ডাল ও সৃজয় যোদ্ধারা হৃষ্ট হয়ে সিংহনাদ করে উত্তরায় নাড়তে লাগলেন। তাঁদের অনেকে ভীমকে বললেন, বীর, ভাগ্যবশে আপনি মত্ত হস্তীর ন্যায় পদ স্ৱারা দুর্যোধনের মস্তক মর্দন করেছেন, সিংহ যেমন মহিষের রক্ত পান করে সেইরূপ আপনি দুর্যোধনের রক্ত পান করেছেন। এই দেখ'ন, দুর্যোধন পতিত হ'লে আমাদের যে রোমহর্ষ হয়েছিল তা এখনও যায় নি।

এইপ্রকার অশোভন উক্তি শুনে কৃষ্ণ বললেন, বিনষ্ট শত্রুকে উগ্রবাক্যে আঘাত করা উচিত নয়। এই নিল'জ্জ লোভী পাপী দুর্যোধন যখন সুহৃদগণের উপদেশ লঙ্ঘন করেছিল তখনই এর মৃত্যু হয়েছে। এই নরাধম এখন অক্ষম হলে কান্তের ন্যায় প'ড়ে আছে, একে বাক্য স্ৱারা প্রীড়িত করে কি হবে?



দুর্যোধন দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন এবং প্রাণান্তকর যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে ভ্রুকৃতি করে কৃষ্ণকে বললেন, কংসদাসের পুত্র, অনায়াস যুদ্ধে আমাকে নিপাতিত করে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? তুমিই ভীমকে উরুভংগের প্রতিজ্ঞা মনে করিয়ে দিয়েছিলে, তুমি অর্জুনকে যা বলেছিলে তা কি আমি জানি না? তোমারই কট-নীতিতে আমাদের বহু সহস্র যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। তুমিই শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়ে অর্জুনের বাণে ভীষ্মকে নিপাতিত করেছ, অশ্বখামার মবণের মিথ্যা সংবাদ দিয়ে দ্রোণাচার্যকে বধ করিয়েছ, কর্ণ যখন তুমি থেকে রথচক্র তুলছিলেন তখন তুমিই অর্জুনকে দিয়ে তাঁকে হত্যা করেছ। আমাদের সঙ্গে ন্যায়যুদ্ধ কবলে তোমরা কখনও জয়ী হতে না।

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, গান্ধারীর পুত্র, তুমি পাপের পথে গিয়েই আত্মীয়বান্ধব সহ হত হয়েছ। ভীষ্ম পাণ্ডবদের অনিষ্টকামনায় যুদ্ধ করছিলেন সেজন্যই শিখণ্ডী কর্তৃক নিহত হয়েছেন। দ্রোণ স্বধর্ম ত্যাগ করে তোমার প্রীতির জন্য যুদ্ধ করছিলেন, তাই ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছেন। বহু ছিদ্র পেয়েও অর্জুন কর্ণকে মারেন নি, বীরোচিত উপায়েই তাঁকে মেরেছেন। অর্জুন নির্দিত কার্য করেন না, তাঁর দযাতেই তুমি এবং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বখামা প্রভৃতি বিবাতনগরে নিহত হও নি। তুমি আমাদের যেসব অকার্যের কথা বলেছ তা তোমাব জুপরাধের জন্যই আমরা করেছি। লোভের বশে এবং অতিরিক্ত শক্তিশাল্যে বাসনায তুমি যেসব দুষ্টকর্ম করেছ এখন তাবই ফল ভোগ কর।

দুর্যোধন বললেন, আমি যথাবিধি অধ্যয়ন দান ও সসাগরা পৃথিবী শালন করেছি, শত্রুদের মস্তকে অধিষ্ঠান করেছি, ক্ষত্রিয়ের অভীষ্ট মবণ লাভ করেছি, দেবগণের যোগ্য এবং নৃপগণের দুর্লভ বাজ্য ভোগ করেছি, শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য লাভ করেছি; আমার তুল্য আর কে আছে? কৃষ্ণ, সুহৃৎ ও ভ্রাতাদের সঙ্গে আমি স্বর্গে যাব। তোমাদের সংকল্প পূর্ণ হ'ল না, তোমরা শোকসন্তপ্ত হয়ে জীবনধারণ কর।

দুর্যোধনের উপর আকাশ থেকে পদ্পবর্ষিত হ'ল, অঙ্গরা ও গম্বর্বাগ গীতবাদ্য করতে লাগল, সিম্বগণ সাধু সাধু বললেন। দুর্যোধনই এইপ্রকার সম্মান দেখে কৃষ্ণ ও পাণ্ডব প্রভৃতি লজ্জিত হলেন। বিবর্ণ পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণ বললেন, দুর্যোধন ও ভীষ্মাদি বীরগণকে আপনারা ন্যায়যুদ্ধে বধ করতে পারতেন না। আপনারা হিতসাধনের জন্যই আমি কট উপায়ে এঁদের নিধন ঘটিয়েছি। শত্রু বহু বা প্রবল হ'লে বিবিধ কট উপায়ে তাদের বধ করতে হয়, দেবতারা এবং অনেক সংপদ্রব এইরূপ করেছেন। আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন সম্মানকালে বিপ্রায়

করতে ইচ্ছা করি, আপনারাও সকলে বিশ্রাম করুন। তখন পাণ্ডালগণ হুট করে শঙ্খধ্বনি করলেন, কৃষ্ণও পাণ্ডজন্য বাজালেন।

### ১৫। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-সকাশে কৃষ্ণ

সকলে নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান কবলে পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের শিবিরে গেলেন। স্ত্রীলোক, নন্দসক ও বৃদ্ধ অমাত্যগণ সেখানে ছিলেন। দুর্যোধনের পরিচরগণ কৃতাজলি হয়ে তাঁদের সম্মুখে এল। পাণ্ডবগণ রথ থেকে নামলে কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন তাঁর গান্ধী ও দুই অক্ষয় তুণ নামিয়ে নিলেন, তার পর কৃষ্ণ নামলেন। তখনই রথের ধ্বজাস্থিত দিব্যবানব অন্তর্হিত হ'ল, রথ ও অস্ত্রসকলও ভস্ম হয়ে গেল। বিস্মিত অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন, বহুবীধ অস্ত্রের প্রভাবে তোমার রথে পূর্বেই অগ্নিসংযোগ হয়েছিল, আমি উপবে থাকায় এত কাল দগ্ধ হয় নি। এখন তুমি কৃতকার্য হয়েছে, আমিও নেমেছি, সেজন্য রথ ভস্ম হয়ে গেল।

পাণ্ডবগণের যোদ্ধারা দুর্যোধনের শিবিরে অসংখ্য ধনবস্ত্র ও দাসদাসী পেয়ে কোলাহল করতে লাগলেন। কৃষ্ণের উপদেশে পঞ্চপাণ্ডব ও সাতার্তা শিবিরের বহির্দেশে নদীতীরে রাতিষাপনের আয়োজন করলেন। যদুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রমহিষী তপস্বিনী গান্ধারী পুত্রপৌত্রগণের নিধন পুনে নিশ্চয় আমাদের ভস্মসাৎ করবেন। তোমার অনুগ্রহেই আমাদের রাজ্য নিষ্কণ্টক হয়েছে, তুমি আমাদের জন্য বাব বার অস্ত্রাঘাত ও কঠোর বাক্যবন্দনা সয়েছ, এখন পুত্র-শোকাত্তা গান্ধারীর ক্রোধ শান্ত ক'রে আমাদের রক্ষা কর।

দারুকের রথে চড়ে কৃষ্ণ তখনই হস্তিনাপুরে গেলেন। সেখানে ব্যাসদেবকে দেখে তাঁর চরণবন্দনা ক'বে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে অভিবাদন করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধ'বে কৃষ্ণ সরোদনে বললেন, মহারাজ, কুলক্ষয় ও যুদ্ধ নিবারণের জন্য পাণ্ডবরা অনেক চেষ্টা কবেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নি। তাঁরা বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। যুদ্ধের পূর্বে আমি আপনার কাছে এসে পাণ্ডবদের জন্য পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলাম, কিন্তু লোভে বশে তাতেও আপনি সম্মত হন নি। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর প্রভৃতি সশ্রমের জন্য বার বার আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন, তাতেও ফল হয় নি। আপনি পাণ্ডবদের দোষী মনে করবেন না, এই কুলক্ষয় আপনার দোষেই ঘটেছে। এখন আপনার কুলরক্ষা পিণ্ডদান এবং পুত্রের করণীয় যা কিছু আছে তার ভার পাণ্ডবদের উপরেই পড়েছে। অতএব আপনি এবং গান্ধারী ক্রোধ ও শোক ত্যাগ

ক'রে তাঁদের প্রতিপালন করুন। আপনার প্রতি যদুর্ধ্বিনীর যে প্রীতি ও ভক্তি আছে তা আপনি জানেন। এখন তিনি শোকানলে দিবারাত্র দগ্ধ হচ্ছেন। আপনি পুত্রশোকে কাতর হয়ে আছেন সেজন্য তিনি লজ্জায় আপনার কাছে আসতে পারছেন না।

তার পর বাসুদেব গান্ধারীকে বললেন, সুবলনন্দিনী, আপনার তুল্য নারী পৃথিবীতে দেখা যায় না। দুই পক্ষের হিতের জন্য আপনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা আপনার পুত্রেরা পালন করেন নি। আপনি দুর্যোধনকে ভৎসনা ক'রে বলেছিলেন, মৃদু, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। কল্যাণী, আপনার সেই বাক্য এখন সফল হয়েছে, অতএব শোক করবেন না, পাণ্ডবদেব বিনাশকামনাও কববেন না। আপনি তপস্যার প্রভাবে ক্রোধদীপ্ত নয়ন দ্বারা চরাচর সহ সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করতে পারেন।

গান্ধাবী বললেন, কেশব, তুমি যা বললে তা সত্য। দ্রুপে আমার মন অস্থির হয়েছিল, তোমার কথায় শান্ত হ'ল। এখন তুমি আর পাণ্ডববাই এই পুত্রহীন বৃদ্ধ অন্ধ রাজার অবলম্বন। এই বলে গান্ধারী বস্ত্রে মৃদু ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধাবীকে সান্থনা দিতে দিতে কৃষ্ণের জ্ঞান হ'ল যে অশ্বথামা এক দৃষ্ট সংকল্প কবেছেন। তিনি তখনই গাগ্রোস্থান করলেন এবং ব্যাসদেবকে প্রণাম ক'রে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, আর শোক করবেন না। আমাব এখন স্মরণ হ'ল যে অশ্বথামা পাণ্ডবদেব বিনাশের সংকল্প কবেছেন, সেকারণে আমি এখন যাচ্ছি। ধৃতবাস্ত্র ও গান্ধাবী বললেন, কৃষ্ণ, তুমি শীঘ্র গিয়ে পাণ্ডবদের রক্ষাব ব্যবস্থা কর; আবার যেন তোমার সঙ্গ আমাদের দেখা হয়।

### ১৬। অশ্বথামার অভিষেক

কৃপাচার্য অশ্বথামা ও কৃতবর্মা দ্রুতমুখে দুর্যোধনের উদ্বভগের সংবাদ শুনে রথে চড়ে সত্বর তাঁর কাছে এলেন। অশ্বথামা শোকাক্ত হয়ে বললেন, হা মহারাজ, সসাগবা পৃথিবীর অধীশ্বব হ'য়ে এই নির্জন বনে একাকী পড়ে আছেন কেন? দুর্যোধন সাগ্রনয়নে বললেন, বীরগণ, কালধর্মে সমস্তই বিনষ্ট হয়। আমি কখনও যুদ্ধে বিমুদ্ব হই নি, পাপী পাণ্ডবগণ কপট উপায়ে আমাকে নিপাতিত কবেছে। ভাগ্যক্রমে আপনারা তিন জন জীবিত আছেন, আপনারা আমার জন্য দ্রুত করবেন না। যদি বেদবাক্য সত্য হয় তবে আমি নিশ্চয় স্বর্গলোকে যাব। আপনারা জয়লাভের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দৈবকে অতিক্রম করা অসাধ্য।

অশ্বখামা বললেন, মহারাজ, পাণ্ডবরা নিষ্ঠুর উপায়ে আমার পিতাকে বধ করেছে, কিন্তু তাঁর জন্য আমার তত শোক হয় নি যত তোমার জন্য হচ্ছে। আমি শপথ করছি, কৃষ্ণেব সমক্ষেই আজ সমস্ত পাণ্ডালদের যমালয়ে পাঠাব, তুমি আমাকে অনুমতি দাও।

দুর্যোধন প্রীত হয়ে কৃপকে বললেন, আচার্য, শীঘ্র জলপূর্ণ কলস আনুন। কৃপাচার্য কলস আনলে দুর্যোধন বললেন, ম্বিজশ্রেষ্ঠ, দ্রোণপুত্রকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করুন। অভিষেক সম্পন্ন হ'লে অশ্বখামা দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করলেন এবং সিংহনাদে সর্বদিক ধ্বনিত ক'বে কৃপ ও কৃতবর্মার সঙ্গে প্রস্থান করলেন। দুর্যোধন রক্তাশ্রুদেহে সেখানে শূন্যে সেই ঘোব রজনী যাপন করতে লাগলেন।(১)

# সৌপ্তিকপর্ব

॥ সৌপ্তিকপর্বাদ্যায় ॥

## ১। অশ্বখামার সংকল্প

কৃপাচার্য অশ্বখামা ও কৃতবর্মা কিছদূর গিয়ে এক ঘোর বনে উপস্থিত হলেন। অল্প কাল বিশ্রাম ক'বে এবং অশ্বদের জল খাইয়ে তাঁরা পদনব্বাব যাত্রা কবলেন এবং একটি বিশাল বটবৃক্ষের নিকটে এসে রথ থেকে নেমে সম্ভ্যাবন্দনা করলেন। ক্রমে বাণি গভীর হ'ল, কৃপ ও কৃতবর্মা ভূতলে শূন্যে নিদ্রিত হলেন। অশ্বখামার নিদ্রা হ'ল না, তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে সপের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, সেই বটবৃক্ষে বহু সহস্র কাক নিঃশব্দ হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে, এমন সময় এক ঘোবদর্শন কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ বৃহৎ পেচক এসে বিস্তর কাক বিনষ্ট করলে, তাহেব ছিন্ন দেহে ও অবয়বে বৃক্ষেব তলদেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

অশ্বখামা ভাবলেন, এই পেচক যথাকালে আমাকে শত্রুসংহাবেব উপযুক্ত উপদেশ দিবেছে। আমি বলবান বিজয়ী পাণ্ডবদেব সম্মুখযুদ্ধে বধ করতে পারব না। যে কার্য গহিত ব'লে গণ্য হয়, ক্ষত্রধর্মাবলম্বী মানুষের পক্ষে তাও করণীয়। এই-প্রকার শ্লেথ শোনা যায — পবিত্রান্ত, ভণ, ভোজনে রত, পলায়মান, আশ্রয়প্রবিন্ট, অধরায়ে নিদ্রিত, নায়কহীন, বিচ্ছিন্ন বা ম্বিধাযুক্ত শত্রুকে প্রহার করা বিধেয়। অশ্বখামা স্থির করলেন, তিনি সেই রাগিতেই পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণকে সন্মত অবস্থায় হত্যা করবেন।

দুই সপ্তাহীকে জাগরিত করিবে অশ্বখামা তাঁর সংকল্প জানালেন। কৃপ ও কৃতবর্মা লজ্জিত হয়ে উত্তর দিতে পারলেন না। ক্ষণকাল পরে কৃপ বললেন, কেবল দৈব বা ক্লেবল পদ্রুপকারে কার্য সিদ্ধ হয় না, দুইএর যোগেই সিদ্ধিলাভ হয়। কর্মদক্ষ লোক যদি চেষ্টা করেও কৃতকার্য না হয় তবে তার নিন্দা হয় না; কিন্তু অলস লোকে যদি কর্ম না করেও ফললাভ করে তবে সে নিন্দা ও বিম্বেষেব পাত্ত হয়। লোভী অদ্রুদর্শী দুরোধন হিতৈষী মিত্রদের উপদেশ শোনেন নি, তিনি অসাধু লোকদের মন্তণায় পাণ্ডবগণের সঙ্গে শত্রুতা করেছেন। আমরা সেই দংশীল পাপীর

অনুসরণ করে এই দারুণ দুর্দশায় পড়েছি। আমার বৃদ্ধি বিকল হয়েছে, কিসে ভাল হবে তা বুঝতে পারছি না। চল, আমরা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও মহার্মতি বিদুরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা যা বলবেন তাই আমাদের কর্তব্য হবে।

অশ্বত্থামা বললেন, নিপুণ বৈদ্য যেমন রোগ নিরূপণ করে ঔষধ প্রস্তুত করেন, সাধারণ লোকেও সেইরূপে কার্যসিদ্ধির উপায় নির্ধারণ করে, আবার অন্য লোকে তার নিন্দাও করে। যৌবনে, মধ্যবয়সে ও বার্ধক্যে মানুষ্যের বিভিন্ন বৃদ্ধি হয়, মহাবিপদে বা মহাসমৃদ্ধিতেও মানুষ্যের বৃদ্ধি বিকৃত হয়। আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে মন্দভাগ্যবশত ক্ষত্রিয় আশ্রয় করেছি; সেই ধর্ম অনুসারে আমি মহাত্মা পিতৃদেবের এবং রাজা দুর্যোধনের পথে যাব। বিজয়লাভে আনন্দিত শ্রান্ত পাণ্ডালগণ আজ যখন বর্ম খুলে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রামগ্ন থাকবে তখন আমি তাদের বিনষ্ট করব। পাণ্ডালগণের দেহে বণভূমি আচ্ছন্ন করে আমি পিতার নিকট ঋণমুক্ত হব। আজ বাহ্যিকভাবে আমি নিদ্রিত পাণ্ডাল ও পাণ্ডবপুত্রগণকে খড়্গাঘাতে বধ করব, পাণ্ডালসৈন্য সংহার করে কৃতকৃত্য ও সূখী হব।

কৃপ বললেন, তুমি প্রতিশোধের যে সংকল্প করেছে তা থেকে স্বেচ্ছা ইন্দ্রও তোমাকে নিবৃত্ত করতে পারবেন না। বৎস, তুমি বহুক্ষণ জেগে আছ, আজ রাগিতে বিশ্রাম কর; কাল প্রভাতে আমরা বর্মধারণ করে বথারোহণে তোমার সঙ্গে যাব, তুমি যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করে অনুচর সহ পাণ্ডালগণকে বিনষ্ট করো।

অশ্বত্থামা ঋদ্ধ হয়ে বললেন, আতুর, ক্রোধাবিশিষ্ট, অর্থচিন্তাকুল ও করোঁন্দ্রধারকামীর নিদ্রা কোথায়? আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ না করে জীবনধারণ করতে পারছি না। ভগ্নোদ্ধ রাজা দুর্যোধনের যে বিলাপ আমি শুনছি তাতে কার হৃদয় দংশন হয়? মাতুল, প্রভাতকালে বাসুদেব ও অর্জুন শত্রুদের রক্ষা করবেন, তখন তাবা ইন্দ্রেরও অজ্ঞেয় হবে। আমার ক্রোধ দমন করতে পারছি না, আমি যা ভাল মনে করছি তাই করব, এই রাগিতেই সূত শত্রুদের বধ করব, তার পর বিগতজন্ম হয়ে নিদ্রা যাব।

কৃপাচার্য বললেন, সূহৃৎগণ যখন পাপকর্ম করতে নিষেধ করেন তখন ভাগ্যবানই নিবৃত্ত হয়, ভাগ্যহীন হয় না। বৎস, তুমি নিজের কল্যাণের জন্যই নিজেকে সংযত কর, আমার কথা শোন, তা হলে পরে অনুতাপ করতে হবে না। সূত নিরস্ত্র অস্ত্ররহীন লোককে হত্যা করলে কেউ প্রশংসা করে না। পাণ্ডালরা আজ বাহ্যিকভাবে মৃতের ন্যায় অচেতন হয়ে নিদ্রা যাবে; সেই অবকাশে যে কুটিল লোক তাদের বধ করবে সে অগাধ নরকে নিমগ্ন হবে। তুমি অস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে খ্যাত,

অত্যন্ত পাপকর্মও তুমি কর নি; অতএব তুমি কাল প্রভাতে শত্রুগণকে যুদ্ধে জয় করো। শত্রু বশুতে যেমন রক্তবর্ণ, সেইরূপ তোমার পক্ষে গর্হিত কর্ম অসম্ভাবিত মনে করি।

অশ্বখামা বললেন, মাতুল, আপনার কথা সত্য, কিন্তু পাণ্ডবরা পূর্বেই ধর্মের সেতু শত খণ্ডে ভগ্ন করেছে। আমি আজ বারিতেই পিতৃহন্তা পাণ্ডালগণকে সন্দেহ অবস্থায় বধ করব, তার ফলে যদি আমাকে কীটপতঙ্গ হয়ে জন্মাতে হয় তাও শ্রেয়। আমার পিতা যখন অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছিল; আমিও সেইরূপ পাপকর্ম করব, বর্মহীন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় বধ করব, যাতে সেই পাপী অস্ত্রাঘাতে নিহত বীরের স্বর্গ না পায়। অশ্বখামা এই বলে বিপক্ষ-শিবিরের অভিমুখে যাত্রা করলেন, কৃপ ও কৃতবর্মাও নিজ নিজ রথে চড়ে অনুগমন করলেন।

## ২। মহাদেবের আবির্ভাব

শিবিরের স্ফারদেশে এসে অশ্বখামা দেখলেন, সেখানে এক মহাকায় চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান লোমহর্ষকর পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর পরিধান রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণসারমৃগচর্ম, গলদেশে সর্পের উপবীত, হস্তে নানাবিধ অস্ত্র উদ্যত হয়ে আছে। তাঁর দংষ্ট্রাকরাল মুখ, নাসিকা, কণ্ঠ ও সহস্র নেত্র থেকে অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে, তাব কারণে শত সহস্র শশ্যচক্রগদাধর বিষ্ণু আবির্ভূত হচ্ছেন।

অশ্বখামা নিঃশব্দ হয়ে সেই ভয়ংকর পুরুষের প্রতি বিবিধ দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু সেই পুরুষ সমস্ত অস্ত্রই গ্রাস করে ফেললেন। অস্ত্র নিঃশেষ হ'লে অশ্বখামা দেখলেন, অসংখ্য বিষ্ণুর আবির্ভাবে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তখন নিরস্ত্র অশ্বখামা কৃপাচার্যের বাক্য স্মরণ করে অনুতপ্ত হলেন এবং রথ থেকে নেমে প্রণত হয়ে শূলপাণি মহাদেবের উদ্দেশে স্তব করে বললেন, হে দেব, যদি আজ এই ঘোর বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হ'তে পারি তবে আপনাকে আমার এই পণ্ডভূতময় শরীর উপহার দেব।

তখন একটি কাণ্ডনময় বেদী আবির্ভূত হ'ল এবং তাতে অগ্নি জ্বলতে উঠল। নানারূপধারী বিকটাকার প্রমথগণ উপস্থিত হ'ল। তাদের কেউ ভেরী শব্দ মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাজাতে লাগল, কেউ নৃত্যগীতে রত হ'ল, কেউ লাফাতে

লাগল। সেই অসুখারী ভুতেরা অশ্বখামার তেজের পরীক্ষা এবং সূক্ষ্মত যোষ্মাদের হত্যা দর্শনের জন্য সর্ব দিকে বিচরণ করতে লাগল।

অশ্বখামা কৃতজ্ঞালি হয়ে বললেন, ভগবান, আমি অগ্নিরার কুলে জাত, আমার শরীর দিয়ে অগ্নিতে হোম করছি, আপনি এই বলি গ্রহণ করুন। এই বলে অশ্বখামা বেদীতে উঠে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। তিনি উর্ধ্ববাহু ও নিশ্চেষ্ট হয়ে আছেন দেখে মহাদেব প্রত্যক্ষ হয়ে সহাস্যে বললেন, কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার প্রিয় কেউ নেই, কারণ তিনি সর্বপ্রকারে আমার আরাধনা করেছেন। তাঁর সম্মান এবং তোমার পরীক্ষার জন্য আমি পাণ্ডালগণকে রক্ষা করছি এবং তোমাকে নানাপ্রকার মায়া দেখিয়েছি। কিন্তু পাণ্ডালগণ কালকবলিত হয়েছে, আজ তাদের জীবনান্ত হবে। এই বলে মহাদেব অশ্বখামার দেহে আবিষ্ট হলেন এবং তাঁকে একাট নিম্নল উত্তম খড়্গ দিলেন। অশ্বখামার তেজ বর্ধিত হ'ল, তিনি সম্যক বলশালী হয়ে শিবিরের অভিমুখে গেলেন, প্রমথগণ অদৃশ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে চলল।

### ৩। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীপুত্র প্রভৃতির হত্যা

কৃপ ও কৃতবর্মাকে, শিবিরে স্ফারদেশে দেখে অশ্বখামা প্রীত হয়ে মদুস্বরে বললেন, আমি শিবিরে প্রবেশ করে কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করব, আপনারা দেখবেন যেন কেউ জীবিত অবস্থায় আপনাদের নিকট মৃত্তি না পায়। এই বলে অশ্বখামা অম্বার দিয়ে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করলেন।

ধীরে ধীরে ভিতরে এসে অশ্বখামা দেখলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তম আস্তরণযুক্ত সুবাসিত শয্যায় নিদ্রিত রয়েছেন। অশ্বখামা তাঁকে পদাঘাতে জাগরিত করে কেশ ধরে ভূতলে নিষ্পষ্ট করতে লাগলেন। ভয়ে এবং নিদ্রার আবেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। অশ্বখামা তাঁর বৃকে আর গলায় পা দিয়ে চাপতে লাগলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বখামাকে নখাঘাত করে অস্পষ্টস্বরে বললেন, আচার্যপুত্র, বিলম্ব করবেন না, আমাকে অস্ত্রাঘাতে বধ করুন, তা হ'লে আমি পুণ্যলোকে যেতে পারব। অশ্বখামা বললেন, কুলাঙ্গার দুর্মতি, গুরুহত্যাকারী পুণ্যলোকে যায় না, তুমি অস্ত্রাঘাতে মরবার যোগ্য নও। এই বলে অশ্বখামা মমস্থানে গোড়ালির চাপ দিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে হত্যা করলেন।

অর্তনাদ শুনে স্ত্রী ও রক্ষীগণ জাগরিত হয়ে সেখানে এল, কিন্তু অশ্বখামাকে ভূত মনে করে ভয়ে কথা বলতে পারলে না। অশ্বখামা রথে উঠে



পান্ডবদের শিবিরে গেলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের নারীদের ক্রন্দন শুনে বহু যোদ্ধা সত্ত্বর এসে অশ্বখামাকে বেঁটান করলেন, কিন্তু সকলেই রুদ্রাস্ত্রে নিহত হলেন। তার পুত্র অশ্বখামা উত্তমোজা ও যুধামন্যুকে বধ করে শিবিরস্থ নিদ্রামগ্ন শ্রান্ত ও নিরস্ত্র সকল যোদ্ধাকেই হত্যা করলেন। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র কোলাহল শুনে জাগরিত হলেন এবং শিখণ্ডীর সঙ্গে এসে অশ্বখামার প্রতি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অশ্বখামা খড়্গের আঘাতে দ্রৌপদীর পুত্রগণকে একে একে বধ করলেন, শিখণ্ডীকেও শিখণ্ডিত করলেন।

শিবিরের রক্ষিণ দেখলে, রক্তবদনা রক্তবসনা রক্তমালাধারিণী পাশহস্ত্য কালরাগ্নিরূপা কালী তাঁর সহচরীদের সঙ্গে আবিস্কৃত হয়েছেন, তিনি গান করছেন এবং মানুষ হস্তী ও অশ্বসকলকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন। এই রক্ষীরা পূর্বে প্রতি রাগ্নিতে কালীকে এবং হত্যায় রত অশ্বখামাকে স্বপ্নে দেখত; এখন তারা স্বপ্ন স্মরণ করে বলতে লাগল, এই সেই।

অর্ধরাত্রের মধৌই অশ্বখামা পান্ডবশিবিরস্থ সমস্ত সৈন্য হস্তী ও অশ্ব বধ করলেন। যারা পালাচ্ছিল তারাও স্বেদদেশে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা কর্তৃক নিহত হ'ল। এই হত্যাকাণ্ড শেষ হ'লে অশ্বখামা বললেন, আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন শীঘ্র রাজা দুর্যোধনের কাছে চলুন, তিনি যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁকে প্রিয়সংবাদ দেব।

### ৪। দুর্যোধনের মৃত্যু

অশ্বখামা প্রভৃতি দুর্যোধনের কাছে এসে দেখলেন, তখনও তিনি জীবিত আছেন, অচেতন হয়ে রুদ্ধির বমন করছেন, এবং অতি কষ্টে মাংসাশী শ্বাপদগণকে তাড়চ্ছেন। অশ্বখামা করুণ বিলাপ করে বললেন, পুত্রবশেষ্ট দুর্যোধন, তোমার জন্য শোক করি না, তোমার পিতামাতার জন্যই শোক করছি, তাঁরা এখন ভিক্ষুকের ন্যায় বিচরণ করবেন। গান্ধারীপুত্র, তুমি ধন্য, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে ধর্মদ্বারা যুদ্ধ করে তুমি নিহত হয়েছ। কৃপাচার্য কৃতবর্মা আর আমাকে ধিক, আমরা তোমাকে অগ্রবর্তী করে স্বর্গে যেতে পারছি না। মহারাজ, তোমার প্রসাদে আমার পিতার ও কৃপের গৃহে প্রচুর ধনরত্ন আছে, আমরা বহু ঋণ করেছি, প্রচুর দক্ষিণাও দিয়েছি। তুমি চলে যাচ্ছ, পাপী আমরা কিপ্রকারে জীবনধারণ করব? তুমি স্বর্গে গিয়ে দ্রোণাচার্যকে জানিও যে আজ আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করেছি। তুমি

আমাদের হয়ে বাহুবীকরাজ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, ভূরিপ্রবা, ভগদত্ত প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করে কুশলজিজ্ঞাসা ক'রো। দুর্যোধন, সূতসংবাদ শোন — শত্রুপক্ষে কেবল পণ্ড-পাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যক এই সাত জন অবশিষ্ট আছেন; আমাদের পক্ষে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা আর আমি আছি। দ্রৌপদীর পণ্ডপুত্র, ধৃষ্টদ্যুমনের পুত্রগণ, এবং সমস্ত পাণ্ডাল ও মৎসাদেশীয় ষোম্ধা নিহত হয়েছে, হস্তী অশ্ব প্রভৃতির সহিত পাণ্ডব-শিবিরও ধ্বংস হয়েছে।

প্রিয়সংবাদ শুনে দুর্যোধন চৈতন্যালাভ ক'রে বললেন, আচার্যপুত্র, তুমি কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে যা করেছ, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ ও তা পারেন নি। আজ আমি নিজেকে ইন্দ্রের সমান মনে করছি। তোমাদের মঙ্গল হ'ক, স্বর্গে আমাদের মিলন হবে। এই ব'লে কুরুরাজ দুর্যোধন প্রাণত্যাগ ক'রে পুণ্যময় স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন, তাঁর দেহ ভূতলে প'ড়ে রইল।

## ॥ ঐষীকপর্বাদ্যায় ॥

### ৫। দ্রৌপদীর প্রায়োপবেশন

রাতি গত হ'লে ধৃষ্টদ্যুমনের সারথি যদুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে অশ্বখামার নৃশংস কর্মের বৃত্তান্ত জানালে। পুত্রশোকে আকুল হয়ে যদুধিষ্ঠির ভূপতিত হলেন, তাঁর ভ্রাতারা এবং সাত্যক তাঁকে ধরে ওঠালেন। যদুধিষ্ঠির বিলাপ ক'রে বললেন, লোকে পরাজিত হ'তে হ'তেও জয়লাভ করে, কিন্তু আমরা জয়ী হয়েও পরাজিত হয়েছি। যে রাজপুত্রেরা ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণের হাতে মর্দ্ধি পেয়েছিলেন তাঁরা আজ অসাবধানতার জন্য নিহত হলেন। ধনীর বণিকেরা যেমন সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে সতর্কতার অভাবে ক্ষুদ্র নদীতে নিমগ্ন হয়, ইন্দ্রতুল্য রাজপুত্র ও পৌত্রগণ সেইরূপ অশ্বখামার হাতে নিহত হলেন। এ'বা স্বর্গে গেছেন, দ্রৌপদীর জন্যই শোক করছি, সেই সাধনী কি ক'রে এই মহাদুঃখ সহিবেন? নকুল, তুমি মন্দভাগ্যা দ্রৌপদীকে মাতৃগণের সহিত এখানে নিয়ে এস। তার পর যদুধিষ্ঠির সূহৃদগণের সঙ্গে শিবিরে গিয়ে দেখলেন, তাঁদের পুত্র পৌত্র ও সখারা ছিন্নদেহে রক্তাক্ত হয়ে প'ড়ে আছেন। তিনি শোকে আকুল হয়ে অচেতনপ্রায় হলেন, সূহৃদগণ তাঁকে সাস্থ্যনা দিতে লাগলেন।

নকুল উপপ্লব্য নগর থেকে দ্রোপদীকে নিয়ে এলেন। দ্রোপদী বাতাহত কদলীতরুদ্র ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে পড়ে গেলেন, ভীমসেন তাঁকে ধরে উঠিয়ে সান্ধনা দিলেন। দ্রোপদী সরোদনে যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, রাজা, তুমি ক্ষত্রধর্ম অনুসারে পুত্রদের যমকে দান করেছ, এখন রাজ্য ভোগ কর। ভাগ্যক্রমে তুমি সীমগ্র পৃথিবী লাভ করেছ, এখন আর মন্ত্রমাতঙ্গগামী বীব অভিমন্যুকে তোমাব স্মরণ হবে না। আর যদি তুমি পাপী দ্রোণপুত্রকে যদুশ্বে বধ না কর তবে আমি এখানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব। পাণ্ডবগণ, তোমরা আমার এই প্রতিজ্ঞা জেনে রাখ। এই বলে দ্রোপদী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করলেন।

যদুধিষ্ঠির বললেন, কল্যাণী, তোমার পুত্র ও ভ্রাতারা ক্ষত্রধর্মানুসাবে নিহত হয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক করো না। দ্রোণপুত্র দুর্গম বনে চলে গেছেন, যদুশ্বে তাঁর নিপাত তুমি কি করে দেখতে পাবে? দ্রোপদী বললেন, রাজা, যদুশ্বে অশ্বখামার মস্তকে একটি সহজাত মণি আছে। তুমি সেই পাপীকে বধ করে তার মণি মস্তকে ধারণ কবে নিয়ে এস, তবেই আমি জীবনত্যাগে বিবত হব। তার পর দ্রোপদী ভীমসেনকে বললেন, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ করে আমাকে দ্রাণ কর। তুমি জতুগৃহ থেকে ভ্রাতাদেব উদ্ধার করেছিলে, হিড়িম্ব রাক্ষসকে বধ কবেছিলে, কীচকের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিলে, এখন দ্রোণপুত্রকে বধ কবে সদ্ধী হও।

মহাবল ভীমসেন তখনই ধনুর্বাণ নিয়ে রথারোহণে যাত্রা করলেন, নকুল তাঁর সারথি হলেন।

## ৬। ব্রহ্মশির অস্ত্র

ভীম চলে গেলে কৃষ্ণ যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, ভীমসেন আপনাকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা, ইনি বিপদের অভিমন্যুখে যাচ্ছেন, আপনি গুর সঙ্গ গেলেন না কেন? দ্রোণাচার্য তাঁর পুত্রকে যে ব্রহ্মশিব অস্ত্র দান কবেছেন তা পৃথিবী দংশ করতে পারে। অর্জুনকেও দ্রোণ এই অস্ত্র (১) শিখিয়েছেন। তিনি পুত্রদেব চপল স্বভাব জ্ঞানতেন সেজন্য অস্ত্রদানকালে বলেছিলেন, বৎস, তুমি যদুশ্বে অত্যন্ত বিপন্ন হলেও এই অস্ত্র প্রয়োগ করো না, বিশেষত মানুষ্যের উপর। তাব পব তিনি বলেছিলেন, তুমি কখনও সংপথে থাকবে না। আপনারা বনবাসে চলে গেলে অশ্বখামা

(১) বনপর্ব ১০-পরিচ্ছেদে আছে, অর্জুন মহাদেবের কাছে এই অস্ত্র পেয়েছিলেন।

স্বাক্ষরকায় এসে আমাকে বললেন, কৃষ্ণ, আমার ব্রহ্মাশির অস্ত্র নিয়ে তোমার সুদর্শন চক্র আমাকে দাও। আমি উত্তর দিলাম, তোমার অস্ত্র আমি চাই না, তুমি আমাব এই চক্র ধনুর্ শক্তি বা গদা যা ইচ্ছা হয় নিতে পার। অশ্বখামা সুদর্শন চক্র নিতে গেলেন, কিন্তু দু হাতে ধরেও তুলতে পারলেন না। তখন আমি তাঁকে বললাম, মৃদু ব্রাহ্মণ, তুমি যা চেয়েছ তা অর্জুন প্রদান বলরাম প্রভৃতিও কখনও চান নি। তুমি কেন আমার চক্র চাও? অশ্বখামা বললেন, কৃষ্ণ, এই চক্র পেলে সসম্মানে তোমার সঙ্গেই যুদ্ধ করতাম এবং সকলের অজেয় হতাম। কিন্তু দেখছি তুমি ভিন্ন আর কেউ এই চক্র ধারণ করতে পাবে না। এই বলে অশ্বখামা চলে গেলেন। তিনি ক্রোধী দুরাশ্বা চপল ও ক্রুর, তাঁর ব্রহ্মাশির অস্ত্রও আছে, অতএব তাঁর হাত থেকে ভীমকে রক্ষা করতে হবে।

তার পর কৃষ্ণ তাঁর গবুড়ধ্বজ রথে যুদ্ধার্থিত্ব ও অর্জুনকে তুলে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে ভীমকে দেখতে পেয়ে তাঁর পশ্চাতে গিয়ে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁরা দেখলেন, ক্রুবকর্মা অশ্বখামা কুশেব কৌপীন পরে ঘৃতাক্তদেহে ধূলি মেখে ব্যাস ও অন্যান্য ঋষিগণের মধ্যে বসে আছেন। ভীম ধনুর্বাণ নিয়ে অশ্বখামার প্রতি ধাবিত হলেন। কৃষ্ণাৰ্জুন ও যুদ্ধার্থিত্বকে দেখে অশ্বখামা ভয় পেলেন; তিনি ব্রহ্মাশির অস্ত্র প্রয়োগের ইচ্ছায় একটি ঈষীকা (কাশ তৃণ) নিক্ষেপ করে বললেন, পাণ্ডববা বিনষ্ট হ'ক। তখন সেই ঈষীকায় কালান্তক যমের ন্যায় অগ্নি উদ্ভূত হ'ল। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন অর্জুন, দ্রোণপ্রদত্ত দিব্যাস্ত্র এখনই নিক্ষেপ করে অশ্বখামার অস্ত্র নিবারণ কর।

অর্জুন বললেন, অশ্বখামার, আমাদের, এবং আর সকলের মঙ্গল হ'ক, অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র নিবারিত হ'ক। এই বলে তিনি দেবতা ও গবুড়জনের উদ্দেশে নমস্কার করে ব্রহ্মাশির অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তাঁর অস্ত্রও প্রলয়ান্নির ন্যায় জ্বলে উঠল। তখন সর্বভূতহিতৈষী নাবদ ও ব্যাসদেব দুই অগ্নিরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, বীরস্বয়, পূর্বে কোনও মহারথ এই অস্ত্র মানদুষেব উপর প্রয়োগ করেন নি; তোমরা এই মহাবিপজ্জনক কর্ম কেন করলে?

অর্জুন কৃতাজ্ঞা হলে বললেন, অশ্বখামার অস্ত্র নিবারণের জন্যই আমি অস্ত্র প্রয়োগ করেছি; যাতে সকলের মঙ্গল হয় আপনারা তা করুন। এই বলে অর্জুন তাঁর অস্ত্র প্রতিসংহার করলেন। তিনি পূর্বে ব্রহ্মচর্য ও বিবিধ ব্রত পালন করেছিলেন সেজন্যই ব্রহ্মাশির অস্ত্র প্রত্যাহার করতে পারলেন, কিন্তু অশ্বখামা তা পারলেন না। অশ্বখামা বিষন্ন হয়ে ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, আমি ভীমসেনের

ভয়ে এবং পাণ্ডবদের বধের নিমিত্ত এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছি, আমি ক্রোধের বশে পাপকার্য করেছি; কিন্তু এই অস্ত্র প্রতিসংহারের শক্তি আমার নেই। ব্যাসদেব বললেন, বৎস, অর্জুন তোমাকে মারবার জন্য ব্রহ্মাশির অস্ত্র প্রয়োগ কবেন নি, তোমার অস্ত্র নিবারণেব জন্যই করেছিলেন। পাণ্ডবগণ ও তাঁদের রাজ্য সর্বদাই তোমার রক্ষণীয়, আশ্রয় করাও তোমার কর্তব্য। তোমার মস্তকের মণি পাণ্ডবদের দান কব, তা হ'লে তাঁরা তোমার প্রাণ দান করবেন।

অশ্বত্থমা বললেন, ভগবান, পাণ্ডব আর কৌরবদের যত রত্ন আছে সে সমস্তের চেয়ে আমার মণির মূল্য অধিক, ধারণ করলে সকল ভয় নিবারিত হয়। আপনার আজ্ঞা আমাব অবশ্য পালনীয়, কিন্তু ব্রহ্মাশিব অস্ত্রের প্রত্যাহার আমার অসাধ্য, অতএব তা পাণ্ডবনাবীদের গর্ভে নিক্ষেপ করব। ব্যাসদেব বললেন, তাই কর।

কৃষ্ণ বললেন, এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ অর্জুনের পুত্রবধু উত্তবাকে বলেছিলেন, কুরুবংশ ক্ষয় পেলে পরীক্ষিৎ নামে তোমার একটি পুত্র হবে। সেই সাধু ব্রাহ্মণের বাক্য সফল হবে। অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কেশব, তুমি পক্ষপাত ক'রে যা বলছ তা সত্য হবে না, আমার বাক্যের অন্যথা হবে না। কৃষ্ণ বললেন, তোমার মহাস্ত্র অবার্থ হবে, উত্তরাব গর্ভস্থ শিশুও মরবে, কিন্তু সে আবার জীবিত হয়ে দীর্ঘায়ু পাবে। অশ্বত্থামা, তুমি কাপুরুষ, বহু পাপ কবেছ, বালকবধে উদাত হয়েছ; অতএব পাপকর্মের ফলভোগ কর। তুমি তিন সহস্র বৎসব জনহীন দেশে অসহায় ব্যাধিগ্রস্ত ও পৃথগোণিতগম্ভী হয়ে বিচরণ করবে। নরাদম, তোমার অস্ত্রাগ্নিতে উত্তরার পুত্র দম্ব হ'লে আমি তাকে জীবিত করব, সে কৃপাচার্যের নিদ্যট অস্ত্রাশিক্ষা ক'রে ষাট বৎসর কুরুরাজ্য পালন করবে।

অশ্বত্থামা ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, পুত্রবধুশ্রুত কৃষ্ণের বাক্য সত্য হ'ক, আমি আপনার কাছেই থাকব। তার পর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণকে মণি দিয়ে বনগমন করলেন। কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি ফিবে এলে ভীমসেন দ্রৌপদীকে বললেন, এই তোমার মণি নাও, তোমার পুত্রহন্তা পরাজিত হয়েছে, এখন শোক ত্যাগ কর। কৃষ্ণ যখন সন্ধিকামনার হস্তিনাপুরে যাচ্ছিলেন তখন তুমি এই তীর বাক্য বলেছিলেন— 'গোবিন্দ, আমার পতি নেই পুত্র নেই প্রাতা নেই, তুমিও নেই।' সেই কথা এখন স্মরণ কর। আমি পাপী দুর্যোধনকে বধ করেছি, দুর্যোধনের রক্ত পান করেছি; অশ্বত্থামাকেও জয় করেছি, কেবল ব্রাহ্মণ আর গুরুপুত্র বলে ছেড়ে দিয়েছি। তার বশ মণি এবং অস্ত্র নষ্ট হয়েছে, কেবল শরীর অবশিষ্ট আছে।

তার পর দ্রৌপদীর অনুরোধে যুধিষ্ঠির সেই মণি মস্তকে ধারণ ক'রে চন্দ্রহীত পর্বতের ন্যায় শোভান্বিত হলেন। পদ্মশোকাকর্তা দ্রৌপদীও গাত্রোত্থান করলেন।

### ৭। মহাদেবের মাহাত্ম্য

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, নীচস্বভাব পাপী অশ্বখামা কি ক'রে আমাদের মহাবল পদ্মগণ ও ধৃষ্টদ্যুমনাদিকে বিনষ্ট করতে সমর্থ হলেন? কৃষ্ণ বললেন, মহাদেবের শরণাপন্ন হয়েই তিনি একাকী বহু জনকে বধ কবতে পেরেছেন। তার পর কৃষ্ণ এই আখ্যান বললেন।—

পূরাকালে ব্রহ্মা মহাদেবকে প্রাণিসৃষ্টির জন্য অনুরোধ করেছিলেন। মহাদেব সম্মত হলেন এবং জলে মগ্ন হয়ে তপস্যা কবতে লাগলেন। দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর ব্রহ্মা তাঁর সংকল্প দ্বারা অপব এক স্রষ্টা উৎপন্ন করলেন। এই পদ্রুপ সন্তবিধ প্রাণী এবং দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করলেন। প্রাণীবা ক্ষুধিত হয়ে প্রজাপতিকেই খেতে গেল। তখন ব্রহ্মা প্রজাগণের খাদ্যের জন্য ওষধি ও অন্যান্য উদ্ভিদ, এবং প্রবল প্রাণীব ভক্ষ্য রূপে দুর্বলপ্রাণী নির্দেশ করলেন। তার পর মহাদেব জল থেকে উঠলেন, এবং বহুপ্রকার জীব সৃষ্ট হয়েছে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মাকে বললেন, অপর পদ্রুপ প্রজা উৎপাদন করেছে, আমি লিঙ্গ নিয়ে কি করব? এই বলে তিনি ভূমিতে লিঙ্গ ফেলে দিয়ে মৃগজবান পর্বতের পাদদেশে তপস্যা করতে গেলেন।

দেবযুগ অতীত হ'লে দেবতারা যজ্ঞ করবার ইচ্ছা করলেন। তাঁরা যথার্থ-রূপে রুদ্রকে জানতেন না সেজন্য যজ্ঞের হবি ভাগ করবার সময় রুদ্রের ভাগ রাখলেন না। রুদ্র রুষ্ট হয়ে পাঁচ হাত দীর্ঘ ধনু নিয়ে দেবগণের যজ্ঞে উপস্থিত হলেন। তখন চন্দ্রসূর্য অদৃশ্য হ'ল, আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল, দেবতারা ভয়ে অভিভূত হলেন। রুদ্রের শরাঘাতে বিম্ব হয়ে অগ্নির সহিত যজ্ঞ মৃগবৃপ ধারণ ক'রে আকাশে গেল, রুদ্র তার অনুসরণ করতে লাগলেন। যজ্ঞ নষ্ট হ'লে দেবতারা রুদ্রের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে প্রসন্ন ক'রে তাঁর জন্য হবির ভাগ নির্দেশ ক'রে দিলেন। রুদ্রের ক্রোধে সমস্ত জগৎ অসুস্থ হয়েছিল, তিনি প্রসন্ন হ'লে আবার সুস্থ হ'ল।

আখ্যান শেষ ক'রে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, অশ্বখামা যা করেছেন তা নিজের শক্তিতে করেন নি, মহাদেবের প্রসাদেই করতে পেরেছেন।

## স্ত্রীপর্ব

॥ জলপ্রাদানিকপর্বাধ্যায় ॥

১। বিদুরের সাম্ব্যনাদান

শত পুত্রের মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত শোকাকুল হলেন। সঞ্জয় তাঁকে বললেন, মহারাজ, শোক করছেন কেন, শোকের কোনও প্রতিকার নেই। এখন আপনি মৃত আশ্বাষসদৃহদৃগণের প্রেতকার্য কবান। ধৃতবাষ্ট্র বললেন, আমার সমস্ত পুত্র অমাত্য ও সুহৃৎ নিহত হয়েছেন, এখন আমি ছিন্নপক্ষ জরাজীর্ণ পক্ষীর ন্যায় হয়েছি, আমার চক্ষু নেই, রাজ্য নেই, বন্ধু নেই, আমার জীবনের আর প্রয়োজন কি?

ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস দেবার জন্য বিদুব বললেন, মহারাজ, শুষে আছেন কেন, উঠুন, সর্ব প্রাণীর গতিই এই। মানুষ শোক ক'বে মতজনকে ফিরে পায় না, শোক ক'বে নিজেও মবতে পারে না।—

সর্বৈ ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছয়াঃ।

সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মবগান্তাঃ জীবিতম্ ॥

অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গত্যাঃ।

ন তে তব ন তেষাং স্বং তত্র কা পরিবেদনা ॥ .

শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।

দিবসে দিবসে মৃত্যুমাশিস্তি ন পশিডতম্ ॥

ন কালস্য প্রিয়ঃ কশিচন স্বেষ্যঃ কুরুসত্তম।

ন মধ্যস্থঃ ক্ৰচিৎ কালঃ সর্বং কালঃ প্রকর্ষতি ॥

—সকল সঞ্জয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। মানুষ অদৃশ্য স্থান থেকে আসে, আবার অদৃশ্য স্থানেই চলে যায়; তারা আপনার নয়, আপনিও তাদের নয়; তবে কিসের খেদ? সহস্র সহস্র শোকের কারণ এবং শত শত ভয়ের কারণ প্রতিদিন মৃত লোককে

অভিভূত করে, কিন্তু পশ্চিমতকে করে না। কুরুশ্রেষ্ঠ, কালের কেউ প্রিয় বা অপ্রিয় নেই, কাল কারও প্রতি উদাসীনও নয়; কাল সকলকেই আকর্ষণ করে নিয়ে যায়।

তার পর বিদুর বললেন, গর্ভাধানের কিছু পরে জীব জরায়ুতে প্রবেশ করে, পঞ্চম মাস অতীত হ'লে তাব দেহ গঠিত হয়। অনন্তর সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়ে ভ্রূণরূপে সে মাংসশোণিতযুক্ত অপবিত্র স্থানে বাস করে। তাব পর বায়ুর বেগে সেই ভ্রূণ উর্ধ্বপাদ অধঃশিরা হয়ে বহু কষ্ট ভোগ ক'বে ষোনিম্বার দিয়ে নির্গত হয়। সেই সময়ে গ্রহগণ তাব কাছে আসে। ক্রমশ সে স্নরকর্মে বন্ধ হয় এবং বিবিধ ব্যাধি ও বিপদ তাকে আশ্রয় কবে, তখন হিতৈষী সুহৃৎগণই তাকে রক্ষা করেন। কালক্রমে যমদূতেরা তাকে আকর্ষণ কবে, তখন সে মবে। হা, লোকে লোভের বশে এবং ক্রোধ ও ভয়ে উন্মত্ত হয়ে নিজেকে বদ্বতে পারে না। সংকুলে জন্মালে নীচকুলজাতের এবং ধনী হ'লে দরিদ্রের নিন্দা করে, অন্যকে মর্খ বলে, নিজেকে সংযত করতে চায় না। প্রাজ্ঞ ও মর্খ, ধনবান ও নিধন, কুলীন ও অকুলীন, মানী ও অমানী সকলেই যখন পরিশেষে শ্মশানে গিয়ে শয়ন করে তখন দৃষ্টবদ্বি লোকে কেন পরস্পরকে প্রতারণিত কবে?

## ২। ভীষ্মের লোহমূর্তি

ব্যাসদেব ধৃতবাশ্ট্রের কাছে এসে বহু সান্নিধ্য দিয়ে বললেন, তুমি শোকে অভিভূত হয়ে বার বার মূর্ছিত হচ্ছে জানলে যদুধিষ্ঠিরও দঃখে প্রাণত্যাগ করতে পারেন। তিনি সকল প্রাণীকে কৃপা করেন, তোমাকে কববেন না কেন?। বিধির বিধানের প্রতিকার নেই এই বদ্বি আমার আদেশে এবং পাণ্ডবদের দঃখ বিবেচনা ক'বে তুমি প্রাণধারণ কব, তাতেই তোমার কীর্তি ধর্ম ও তপস্যা হবে। প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় যে পুত্রশোক উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞারূপ জল দিয়ে তাকে নির্বাণিত কর। এই বলে ব্যাসদেব প্রস্থান করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র শোক সংবরণ করে গান্ধারী, কুন্তী এবং বিধবা বধূদের নিয়ে বিদুরের সঙ্গে হস্তিনাপুর থেকে যাত্রা করলেন। সহস্র সহস্র নারী কাঁদতে কাঁদতে তাদের সঙ্গে চলল। এক ক্রোশ গিয়ে তারা কৃপাচার্য, অম্বথামা ও কৃতবর্মাকে দেখতে পেলেন। কৃপাচার্য জানালেন যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পণ্ড পুত্র প্রভৃতি সকলেই নিহত হয়েছেন। তার পর কৃপাচার্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্মা নিজের দেশে, এবং অম্বথামা ব্যাসের আশ্রমে চলে গেলেন।



ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুর থেকে নির্গত হয়েছেন শুনে যুধিষ্ঠিরাদি, কৃষ্ণ, সাত্যকি ও যদুযজ্ঞসদ তাঁর অনুগমন করলেন। দ্রোণদী ও পাণ্ডাবগণও সঙ্গে চললেন। পাণ্ডবগণ প্রণাম কবলে ধৃতরাষ্ট্র অপ্রীতমনে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করলেন এবং ভীমকে খুঁজতে লাগলেন। অম্ববাজের দৃষ্ট অভিসন্ধি বুঝে কৃষ্ণ তাঁর হাত দিয়ে ভীমকে সন্নিবেশ দিলেন এবং ভীমের লোহময় মর্দতি ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে রাখলেন। অযুত হস্তীর ন্যায্য বলবান ধৃতরাষ্ট্র সেই লোহমর্দতি আলিঙ্গন করে ভেঙে ফেললেন। বক্ষে চাপ লাগার ফলে তাঁর মৃদু থেকে রক্তপাত হ'ল, তিনি ভূমিতে পড়ে গেলেন; তখন সজয় তাঁকে ধরে তুললেন। ধৃতরাষ্ট্র সরোদনে উচ্চস্বরে বললেন, হা হা ভীম!

কৃষ্ণ বললেন, মহাবাজ, শোক করবেন না, আপনি ভীমকে বধ করেন নি, তাঁর প্রতিমর্দতিই চূর্ণ কবেছেন। দুর্যোধন ভীমের যে লোহমর্দতি নির্মাণ করিয়েছিলেন তাই আমি আপনার সম্মুখে বেখেছিলাম। আপনার মন ধর্ম থেকে চ্যুত হয়েছে তাই আপনি ভীমসেনকে বধ কবতে চান; কিন্তু তাঁকে মারলেও আপনার পুত্রেরা বেচে উঠবেন না। আপনি বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, পুত্রাণ ও রাজধর্মও শুনছেন, তবে স্বয়ং অপরাধী হয়ে এরূপ ক্রোধ কবেন কেন? আপনি আমাদের উপদেশ শোনেন নি, দুর্যোধনের বশে চলে নিবপদে পড়েছেন।

ধৃতবাস্ত্র বললেন, মাধব, তোমার কথা সত্য, পুত্রস্নেহই আমাকে ধৈর্যচ্যুত করেছিল। আমার ক্রোধ এখন দূর হয়েছে, আমি মধ্যম পাণ্ডবকে স্পর্শ করতে ইচ্ছা করি। আমার পুত্রেরা নিহত হয়েছে, এখন পাণ্ডুর পুত্রেরাই আমার স্নেহের পরিচয়। এই বলে ধৃতরাষ্ট্র ভীম প্রভৃতিকে আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন করলেন।

### ৩। গান্ধারীর ক্রোধ

তার পর পশুপাণ্ডব গান্ধারীর কাছে গেলেন। পুত্রশোকাকর্ষিতা গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে শাপ দিতে ইচ্ছা করেছেন জেনে দিব্যচক্ষুস্বান মনোভাবজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস তখনই উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর পুত্রবধূকে বললেন, গান্ধারী, তুমি পাণ্ডবদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে না। অষ্টাদশ দিন যুদ্ধের প্রতিনিধি দুর্যোধন তোমাকে বলত, মাতা, আমি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, আমাকে আশীর্বাদ করুন। তুমি প্রতিনিধি পুত্রকে বলতে, যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেই জয় হবে। কল্যাণী, তুমি চিরদিন সত্য কথাই বলেছ। পাণ্ডবরা অত্যন্ত সংশ্রাপন্ন হয়ে পরিশেষে তুমুল

যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, অতএব তাদের পক্ষেই অধিক ধর্ম আছে। মনস্বিনী, তুমি পূর্বে ক্ষমাশীল ছিলে, এখন ক্ষমা করছ না কেন? যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেরই জয় হয়েছে। তোমার পূর্ববাক্য স্মরণ করে পাণ্ডুপুত্রদের উপর ক্রোধ সংবরণ কর।

গান্ধারী বললেন; ভগবান, আমি পাণ্ডবদের দোষ দিচ্ছি না, তাদের বিনাশও কামনা করি না; পুত্রশোকে আমার মন বিহ্বল হয়েছে। দুর্যোধন শকুনি কর্ণ আর দ্রুপদাদির অপবাদেই কৌরবগণেব ক্ষয় হয়েছে। কিন্তু বাসুদেবের সমক্ষেই ভীম দুর্যোধনের নাভির নিন্দদেশে গদাপ্রহার করেছে, সেজন্যই আমার ক্রোধ বর্ধিত হয়েছে। যিনি বীম তিনি নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও যুদ্ধকালে কি করে ধর্মত্যাগ করতে পারেন?

ভীম ভীত হয়ে সানন্দে বললেন, দেবী, ধর্ম বা অধর্ম যাই হ'ক, আমি ভয়ের বশে আত্মরক্ষার জন্য এমন করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনাব পুত্রও পূর্বে অধর্ম অনুসারে যুদ্ধিষ্ঠিরকে পরাভূত করেছিলেন এবং সর্বদাই আমাদের সঙ্গে কপটচরণ করেছেন, সেজন্যই আমি অধর্ম করেছি। তিনি দ্রুতসভায় পাণ্ডালীকে কি বলেছিলেন তা আপনি জানেন; তার চেয়েও তিনি অন্যায় কার্য করেছিলেন— সভামধ্যে দ্রোপদীকে বাম উরু দোখিয়েছিলেন। রাজ্ঞী, দুর্যোধন নিহত হওয়ায় শত্রুতার অবসান হয়েছে, যুদ্ধিষ্ঠির রাজ্য পেয়েছেন, আমাদের ক্রোধও দূর হয়েছে।

গান্ধারী বললেন, বৃকোদর, তুমি দ্রুপদাদির রুদ্ধির পান ক'বে অতি গর্হিত অনার্যচিত্র নিষ্ঠুর কর্ম করেছে। ভীম বললেন, রক্ত পান করা অনুচিত, নিজের রক্ত তো নয়ই। ভ্রাতার রক্ত নিজের রক্তেরই সমান। দ্রুপদাদির রক্ত আমার দন্ত ও গুলির নীচে নামে নি, শত্রু আমার দুই হস্তই রক্তাক্ত হয়েছিল। যখন দ্রুপদাদির কেশাকর্ষণ করেছিল তখন আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তাই আমি ক্রত-ধর্মনিঃসারে পালন করেছি। আপনার পুত্রেরা যখন আমাদের অপকার করত তখন আপনি নিবারণ করেন নি, এখন আমাদের দোষ ধবা আপনার উচিত নয়।

গান্ধারী বললেন, বৎস, আমাদের শত পুত্রের একটিকেও অবশিষ্ট রাখলে না কেন? সে বৃদ্ধ পিতামাতার যষ্টিস্বরূপ হ'ত। তার পর গান্ধারী সক্রোধে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই রাজা যুদ্ধিষ্ঠিব কোথায়? যুদ্ধিষ্ঠির কাঁপতে কাঁপতে কৃতাজ্ঞ হলে বললেন, দেবী, আমিই আপনার পুত্রহন্তা নৃশংস যুদ্ধিষ্ঠির, আমাকে অভিশাপ দিন। গান্ধারী নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর চরণ ধারণের জন্য যুদ্ধিষ্ঠির অবনত হলেন, সেই সময়ে গান্ধারী তাঁর চক্ষুর আবরণবস্ত্রের অন্তরাল দিয়ে যুদ্ধিষ্ঠিরের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেখলেন; তার ফলে যুদ্ধিষ্ঠিরের সন্দেহ নশ

কুৎসিত হয়ে গেল। অনন্তর কৃষ্ণের পশ্চাতে অর্জুনও গান্ধারীর কাছে এলেন। অবশেষে গান্ধারী ক্রৌঞ্চমুস্ত হয়ে মাতাব ন্যায় পাণ্ডবগণকে এবং কুন্তী ও দ্রৌপদীকে সান্নিধ্য দিলেন।

## ॥ স্ত্রীবিলাপপর্বাধ্যায় ॥

### \* ৪। গান্ধারীর কুরূক্ষেত্র দর্শন — কৃষ্ণকে অভিশাপ

ব্যাসের আজ্ঞানুসারে ধৃতবাস্ত্র ও যদুধিষ্ঠিবাদি কৃষ্ণকে অগ্রবর্তী করে কৌরবনারীদের নিয়ে কুরূক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধের ক্রীড়াস্থানের ন্যায় সেই যদুমুখ্য দেখে নাবীবা উচ্চকণ্ঠে কাদতে কাদতে যান থেকে নামলেন।

গান্ধারী দূর থেকেই দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই ভীষণ রণভূমি দর্শন করলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, দেখ, একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি দুর্যোধন গদা আলিঙ্গন করে রক্তাক্তদেহে শূন্যে আছেন। আমার পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর এই যে, নারীরা নিহত পতিগণের পাবিত্র্য কবছেন। লক্ষ্যগণজননী দুর্যোধনপত্নী মস্তকে করাঘাত করে পতির বক্ষে পতিত হয়েছেন। আমার পতিপুত্রহীনা পুত্রবধূরা আলুলায়িতকেশে রণভূমিতে ধাবিত হচ্ছেন। মস্তকহীন দেহ এবং দেহহীন মস্তক দেখে অনেকে মর্দ্বীকৃত হয়ে পড়ে গেছেন। ওই দেখ, আমার পুত্র বিকর্ণের তরুণী পত্নী মাংসলোভী গৃহদের তাড়াবাব চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। কৃষ্ণ নারীদের দারুণ ক্রন্দনের নিনাদ শোন। স্বাপদগণ আমার পুত্র দুর্মুখের মৃত্যু অর্ধভাগ ভক্ষণ করেছে। কেশব, লোকে যাকে অর্জুন বা তোমার চেয়ে দেড়গুণ শৌর্যশালী বলত সেই অভিমন্যুও নিহত হয়েছেন, বিরাতদুহিতা বালিকা তাঁর শোকে আকুল হয়ে পতির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। উত্তরা বিলাপ করে বলছেন, বীর, তুমি আমাদের মিলনের ছ মাস পরেই নিহত হ'লে! ওই দেখ, মৎস্যরাজের কুলস্ট্রীগণ অভাগিনী উত্তরাকে সিরষে নিয়ে যাচ্ছেন। হাষ, কর্ণের পত্নী জ্ঞানশূন্য হয়ে ভূতলে পড়ে গেছেন, স্বাপদগণ কর্ণের দেহের অঙ্গপই অবশিষ্ট রেখেছে। গৃধ্র ও শৃগালগণ সিংহসৌবীর্যরাজ জয়দ্রথের দেহ ভক্ষণ করছে, আমার কন্যা দংশলা আত্মহত্যার চেষ্টা করছে এবং পাণ্ডবদের গালি দিচ্ছে। হা হা, ওই দেখ, দংশলা তার পতির মস্তক না পেয়ে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওখানে উষ্মরেতা সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম শরশয্যা শূন্যে আছেন। দ্রোণপত্নী কৃপা শোকে বিহবল হয়ে পতির সেবা

করছেন, জটধারী ব্রাহ্মণগণ দ্রোণের চিতা নির্মাণ করছেন। কৃষ্ণ, ওই দেখ, শকুনিকে শকুনগণ বেঁটন ক'রে আছে, এই দূর্বৃদ্ধিও অস্ট্রাঘাতে নিধনের ফলে স্বর্গে যাবেন!

তার পর গান্ধারী বললেন, মধুসূদন, তুমি কেন এই যুদ্ধ হ'তে দিলে? তোমার সামর্থ্য ও বিপুল সৈন্য আছে, উভয় পক্ষই তোমার কথা শুনত, তথাপি তুমি কুরুরুলের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তোমাকে এব ফল ভোগ করতে হবে। পতির শত্রুতা ক'রে আমি যে তপোবল অর্জন করেছি তার দ্বারা তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি—তুমি যখন কুরুপাণ্ডব জ্ঞাতিদেব বিনাশ উপেক্ষা কবেছ, তখন তোমার জ্ঞাতীগণকেও তুমি বিনষ্ট করবে। ছত্রিশ বৎসর পবে তুমি জ্ঞাতিহীন অমাত্যহীন পুত্রহীন ও বনচারী হয়ে অপকৃষ্ট উপায়ে নিহত হবে। আজ যেমন ভবতবংশেব নাবীরা ভূমিতে লুপ্ত হ'চ্ছে, তোমাদের নারীবাও সেইরূপ হবে।

‘মহামনা বাসুদেব ঈষৎ হাস্য ক'রে বললেন, দেবী, আপনি যা বললেন তা আমি জানি; যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্যই আপনি অভিশাপ দিলেন। বৃষ্ণবংশেব সংহাবকর্তা আমি ভিন্ন আব কেউ নেই। যাদবগণ মানুষ্য ও দেবদানবেব অবধ্য, তাঁরা পরস্পরের হস্তে নিহত হবেন। কৃষ্ণের এই উক্তি শ্রুনে পাণ্ডবগণ উদ্‌বিন ও জীবন সম্বন্ধে নিবান হ'লেন।

## ॥ শ্রীশ্রীপর্বাদ্যায় ॥

### ৫। মৃতসংকার — কর্ণের জন্মরহস্যপ্রকাশ

যদ্যধিষ্ঠিরের আদেশে ধৌম্য বিদুর সজ্জয় ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চন্দন অগ্নুরূপাঙ্কিত তৈল গন্ধদ্রব্য স্কোমবসন কাষ্ঠ ভগ্নরথ ও বিবিধ অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে সময়ে বহু চিতা নির্মাণ করলেন এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিহত আত্মীয়বৃন্দ ও অন্যান্য শত-সহস্র বীরগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করলেন। তার পর ধৃতবাস্তকে অগ্রবর্তী ক'রে যদ্যধিষ্ঠিরাদি গণ্ডাব তীরে গেলেন এবং ভূষণ উত্তরীয় ও উজ্জীষ খুলে ফেলে বীরপত্নীগণের সহিত তর্পণ কবলেন।

সহসা শোকাকুল হয়ে কুন্তী তাঁর পুত্রগণকে বললেন, অর্জুন যাকে বধ করেছেন, তোমরা যাকে সূতপুত্র এবং রাধার গর্ভজাত মনে কবতে, সেই মহাধনুর্ধর বীরলক্ষণান্বিত কর্ণের উদ্দেশেও তোমরা তর্পণ কর। তিনি তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সূর্যের ঔরসে আমার গর্ভে কবচকুণ্ডলধারী হয়ে জন্মেছিলেন।

কর্ণের এই জন্মরহস্য শুনে পাণ্ডবগণ শোকাভূত হলেন। ষড়্বিষ্ঠির বললেন, মাতা, যার বাহুর প্রতাপে আমরা তাপিত হতাম, বস্ত্রাবৃত অগ্নির ন্যায় কেন অল্পদিন তাঁকে গোপন করেছিলেন? কর্ণের মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকার্ত হয়েছি। অভিমন্যু, দ্রোণদীর পঞ্চ পুত্র, এবং পাণ্ডাল ও কৌববগণের বিনাশে যত দুঃখ পেয়েছি তার শতগুণ দুঃখ কর্ণের জন্য আমরা এখন ভোগ করছি। আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মিলিত হতাম তবে স্বর্গের কোনও বস্তু আমাদের অপ্রাপ্য হ'ত না, এই কুরুকুলনাশক ঘোর যুদ্ধও হ'ত না।

এইরূপ বিলাপ করে ষড়্বিষ্ঠির কর্ণপত্নীগণের সহিত মিলিত হয়ে কর্ণের উদ্দেশে তর্পণ করলেন।

# শান্তিপর্ব

॥ রাজধর্মানুশাসনপর্বাধ্যায় ॥

১। যুধিষ্ঠির-সকাশে নারদাদি

মৃতজনের তর্পণের পর পাণ্ডবগণ অশৌচমোচনের জন্য গঙ্গাতীরে এক মাস বাস করলেন। সেই সময়ে ব্যাস নারদ দেবল প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, স্নাতক ও গৃহস্থগণ তাঁদের সঙ্গে দেখা করে কুশলজিজ্ঞাসা কবলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমি ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহে এবং কৃষ্ণ ও ভীমার্জুনের শৌর্ষে পৃথিবী জয় করেছি, কিন্তু জ্ঞাতিক্ষয় এবং পুত্রদেব নিধনেব পব আমার এই জয়লাভ পবাজয়ের তুল্য মনে হচ্ছে। আমরা জানতাম না যে কর্ণ আমাদের দ্রাভা, কিন্তু কর্ণ তা জানতেন, কারণ আমাদের মাতা তাঁকে বলেছিলেন। তথাপি তিনি কৃতজ্ঞতা ও প্রতিশ্রুতিরক্ষার জন্য দুর্যোধনকে ত্যাগ করেন নি। আমাদের সেই সহোদর দ্রাভা অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়েছেন। দুর্যোধনের হিতৈষী কর্ণ যখন দাতুসভায় আমাদের কটুবাক্য বলেছিলেন তখন তাঁর চরণের সঙ্গে আমাদের জননীর চরণের সাদৃশ্য দেখে আমরা ক্রোধ দূর হয়েছিল, কিন্তু সাদৃশ্যেব কাবণ তখন বদ্বতে পাবি নি।

দেবর্ষি নারদ কর্ণের জন্ম ও অস্টাশিষ্কার ইতিহাস বিবৃত করে বললেন, কর্ণের বাহুবলের সাহায্যেই দুর্যোধন কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদেব কন্যাকে স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করেছিলেন। তার পর কর্ণ মগধরাজ জরাসন্ধকে বৈরথযুদ্ধে পবাজিত করলে জরাসন্ধ প্রীত হয়ে তাঁকে অঙ্গদেশের মালিনী নগরী দান কবেন। দুর্যোধনের কাছ থেকে তিনি চম্পা নগবী পালনের ভাব পেয়েছিলেন। পরশুবাম ও একজন ব্রাহ্মণ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, ইন্দ্র তাঁর কবচকুণ্ডল হরণ করেছিলেন, ভীষ্ম অপমানিত হয়ে তাঁকে অর্থরথ বলেছিলেন, শল্য তাঁর তেজোহানি করেছিলেন। এইসকল কাবণে এবং ঋতুদেবের কটুনক্টিব ফলে কর্ণ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, তাঁর জন্য শোক করা অনুচিত।

কুন্তী কাতর হয়ে বললেন, যুধিষ্ঠির, আমি কর্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, তাঁর জনক দিবাকরও স্বপ্নযোগে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, তথাপি আমরা তোমার সঙ্গে কর্ণের মিলন ঘটাতে পারি নি। যুধিষ্ঠির বললেন, কর্ণের

পরিচয় গোপন করে আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। মহাতেজা ষড়্ধিষ্ঠির দৃষ্টিতে-  
মনে অভিশাপ দিলেন—স্বীজাতি কিছুই গোপন করতে পারবে না।

## ২। ষড়্ধিষ্ঠিরের মনস্তত্ত্ব

শোকসন্তপ্ত ষড়্ধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, ক্ষত্রিয়চার পৌরুষ ও ক্রোধকে  
ধিক, যার ফলে আমাদের এই বিপদ হয়েছে। আমাদের জয় হয় নি, দুর্বোধনেবও  
জয় হয় নি; তাঁকে বধ করে আমাদের ক্রোধ দূর হয়েছে, কিন্তু আমি শোকে  
বিদীর্ণ হচ্ছি। ধনঞ্জয়, আমার রাজ্যে প্রযোজন নেই, তুমিই রাজ্যশাসন কর;  
আমি নিম্বল্শ্ব নির্মম হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য বনে যাব, চীর ও জটা ধারণ করে  
তপস্যা করব, ভিক্ষায়ে জীবিকানির্বাহ করব। বহু কাল পবে আমার পুঞ্জার উদয়  
হয়েছে, এখন আমি অব্যয় শাম্বত স্থান লাভ করতে ইচ্ছা করি।

অর্জুন অসহিষ্ণু হয়ে ঈষৎ হাস্য করে বললেন, আপনি অমানুষিক কর্ম  
সম্পন্ন করে এখন শ্রেষ্ঠ সম্পদ ত্যাগ করতে চান। যে ক্রীষ বা দীর্ঘসূত্রী তার  
রাজ্যভোগ কি করে হবে? আপনি রাজকূলে জন্মেছেন, সমগ্র বসুন্ধরা জয় করেছেন,  
এখন মৃত্যুর বশে ধর্ম ও অর্থ ত্যাগ করে বনে যেতে চাচ্ছেন। মহারাজ, অর্থ  
থেকেই ধর্ম কাম ও স্বর্গ হয়, অর্থ না থাকলে লোকের প্রাণঘাত্যও অসম্ভব হয়।  
দেবগণও তাঁদের জ্ঞাতি অসুরগণকে বধ করে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। রাজা  
যদি অন্যের ধন হরণ না করেন তবে কি করে ধর্মকার্য করবেন? এখন সর্বদক্ষিণা-  
যজ্ঞ যজ্ঞ করাই আপনার কর্তব্য, নতুবা আপনার পাপ হবে। মহারাজ, আপনি  
কুপথে যাবেন না।

ভীম বললেন, মহারাজ, আপনি মন্দবুদ্ধি বৈদ্যপাঠক ব্রাহ্মণের ন্যায় কথা  
বলছেন। আপনি আলস্যে দিনযাপন করতে চান তাই রাজধর্মকে অবজ্ঞা করছেন।  
আপনার এমন বুদ্ধি হবে জানলে আমরা বুদ্ধ করতাম না। আমাদেরই দোষ,  
বলশালী কৃতিবদ্য ও মনস্বী হয়েও আমরা একজন ক্রীষের বশে চলছি। বনে গিয়ে  
মৌনব্রত ও কপট ধর্ম অবলম্বন করলে আপনার মৃত্যুই হবে, জীবিকানির্বাহ হবে না।

নকুল-সহদেবও ষড়্ধিষ্ঠিরকে নানাপ্রকারে বোঝাচ্ছে চেষ্টা করলেন। তার পর  
দ্রৌপদী বললেন, মহারাজ, তোমার ভ্রাতারা চাতক পক্ষীর ন্যায় শব্দকণ্ঠে অনেক কথা  
বললেন, কিন্তু তুমি উত্তর দিয়ে এঁদের আনন্দিত করছ না।—

স স্বং প্রাতুনিমান্ দৃষ্ট্বা প্রতিনন্দস্ব ভারত।

ঋষভানিব সম্মুখান্ গজেন্দ্রান্ দর্জিতানিব॥

অমরপ্রতিমাঃ সৰ্বৈ শত্ৰুসাহাঃ পরন্তপাঃ ।  
 একোহপি হি স্খ্যায়ৈষাং মম স্যাদিত মে মতিঃ ॥  
 কিং পদনঃ পদ্রুখব্যাস পতয়ো মে নরষভাঃ ।  
 সমস্তানীন্দ্রিযাণীব শবীরস্য বিচেষ্টেনে ॥ ..  
 যেষাম্ভ্রান্তকো জ্যেষ্ঠঃ সৰ্বৈ তেহপ্যনুসারিণঃ ।  
 তবোন্মাদান্ মহারাজ সোন্মাদাঃ সৰ্বপান্ডবাঃ ॥  
 যদি হি সাদ্রনুন্মত্তা ভ্রাতরন্তে নরাধিপ ।  
 বন্ধনা জ্ঞাং নাস্তিকৈঃ সার্থং প্রশাসেযুর্বসুন্ধরাম্ ॥

—মন্তৃ বৃষ এবং উত্তেজিত গজেন্দ্রের তুল্য তোমার এই ভ্রাতাদের দেখে আনন্দিত হও ।  
 এ'র সকলেই দেবতুল্য, শত্ৰুর প্রতাপ সহিতে এবং তাদের নিগ্রহ করতেও পারেন ।  
 এ'দের যে-কোনও জন আমাকে স্খুখী কবতে পারেন, এই মনে করি । সমস্ত ইন্দ্রিয়  
 যেমন একযোগে শরীরক্রিয়া সম্পাদন কবে সেইরূপ আমার এই নরশ্রেষ্ঠ পতিগণ কি  
 একযোগে আমার স্খুখিবিধান কবতে পাবেন না ? যাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উন্মত্ত তাদের  
 অন্য ভ্রাতারাও তাই হয় । মহারাজ, তোমার উন্মত্ততার জন্য সকল পান্ডবই উন্মত্ত  
 হয়েছেন । তোমার ভ্রাতাবা যদি উন্মত্ত না হতেন তবে নাস্তিকদের সঙ্গে তোমাকে  
 বেঁধে রেখে তাঁরাই রাজ্যশাসন করতেন ।

অর্জুন পদনবার্ণব বললেন, মহারাজ, রাজদণ্ডই প্রজা শাসন কবে, ধর্ম অর্থ  
 কাম এই ত্রিবর্গকে দণ্ডই রক্ষা করে । রাজার শাসন না থাকলে লোক বিনষ্ট হয় ।  
 ধর্মত বা অধর্মত যে উপায়েই হ'ক আপনি এই রাজ্য লাভ কবেছেন, এখন শোক  
 ত্যাগ করে ভোগ করুন, যজ্ঞ ও দান করুন, প্রজাপালন ও শত্ৰুনাশ করুন ।

ভীম বললেন, আপনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ নরপতি, কাপদেবের ন্যায় মোহগ্রস্ত  
 হচ্ছেন কেন ? আপনি শত্ৰুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন, এখন নিজের  
 মনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন । পিতৃপিতামহের অনুসরণ করে রাজ্যশাসন ও অশ্বমেধ  
 যজ্ঞ করুন, আমরা এবং বাসুদেব আপনার কিংকর রয়েছি ।

যুধিষ্ঠির বললেন, ভীম, অজ্ঞ লোকে নিজের উদরের জন্যই প্রাণিহিংসা  
 করে, অতএব সেই উদরকে জয় কর, অম্পাহারে উদরাগ্নি প্রশমিত কর । রাজারা  
 কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না, কিন্তু সন্তোষসী অগ্নি তুষ্ট হন । অর্জুন, দুইপ্রকার  
 বেদবচন আছে—কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর । তুমি যুদ্ধশাস্ত্রই জান, ধর্মের সূক্ষ্ম  
 তত্ত্বে প্রবেশ করতে পারবে না । মোক্ষার্থিগণ সন্তোষ স্মারাই পরমগতি লাভ করেন ।



মহাতপা মহর্ষি দেবস্থান ও ব্যাসদেব বহু উপদেশ দিলেন, কিন্তু যদুধিষ্ঠিরের মন শান্ত হ'ল না। 'তিনি বললেন, বাল্যকালে যাব ক্রোড়ে আমি ঠুথলা করছি সেই ভীষ্ম আমার জন্য নিপাতিত হয়েছেন, আমার মিথ্যা কথার ফলে আচার্য দ্রোণ বিনষ্ট হয়েছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকেও আমি নিহত করিয়েছি, আমার রাজ্যলোভের জন্যই বালক অভিমন্যু প্রাণ দিয়েছে, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বিনষ্ট হয়েছে। আমি পৃথিবীনাশক পাপী, আমি ভোজন করব না, পান করব না, প্রায়োপবেশনে শরীর শুষ্ক করব। তপোধনগণ, আপনারা অনুমতি দিন, আমি এই কলেবর ত্যাগ করব।

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, মাধব, ধর্মপুত্র শোকার্ণবে মগ্ন হয়েছেন, তুমি এঁকে আশ্বাস দাও। যদুধিষ্ঠিরের চন্দনচর্চিত পাষাণতুল্য বাহু ধারণ করে কৃষ্ণ বললেন, পদ্রুশপ্রেষ্ঠ, শোক সংবরণ করুন, যারা যদুশ্বে মরেছেন তাঁদের আর ফিরে পাবেন না। সেই বীরগণ অস্ত্রপ্রহারে পুত হয়ে স্বর্গে গেছেন, তাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়। ব্যাসদেব বললেন, যদুধিষ্ঠিব, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারেই ক্ষত্রিয়দের বিনষ্ট কবেছ। যে লোক জেনে শূদ্রে পাপকর্ম কবে এবং তার পর নির্লজ্জ থাকে তাকেই পূর্ণ পাপী বলা হয়; এমন পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু তুমি শূদ্রস্বভাব, যা কবেছ তা দুর্যোধনাদিব দোষে অনিচ্ছায় করেছ এবং অনুতপ্তও হয়েছ। এরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ, তুমি সেই যজ্ঞ করে পাপমুক্ত হও।

তার পর ব্যাসদেব নানাপ্রকার পাপকর্ম এবং সে সকলের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিবৃত করলেন। যদুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, আমি রাজর্ষি, চতুর্বর্ণের ধর্ম, আপংকালোচিত ধর্ম প্রভৃতি সবিস্তাবে শুনতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বললেন, তুমি যদি সর্বপ্রকার ধর্ম জানতে চাও তবে কুরুপিতামহ ভীষ্মের কাছে যাও, তিনি তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করবেন। যদুধিষ্ঠির বললেন, আমি জ্ঞাতিসংহার করেছি, ছল করে ভীষ্মকে নিপাতিত করেছি, এখন কোন্ মূখে তাঁর কাছে গিয়ে ধর্মজিজ্ঞাসা করব?

কৃষ্ণ বললেন, নৃপপ্রেষ্ঠ, ভগবান ব্যাস যা বললেন তাই আপনি করুন। গ্রীষ্মকালের অন্তে লোকে খেমন মেঘের উপাসনা করে সেইরূপ আপনার প্রজারা, হতাবশিষ্ট রাজারা এবং কুরুজাণালবাসী ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের প্রজারা প্রার্থী রূপে আপনার কাছে সমবেত হয়েছেন। আপনি আমাদের সকলের প্রীতির নিমিত্ত লোকাহিতে নিযুক্ত হ'ন।

কৃষ্ণ, ব্যাস, দেবস্থান, ভ্রাতৃগণ, এবং অন্যান্য বহু লোকের অনুদয় শ্রুনে মহাযজ্ঞা যদ্যধিষ্ঠিরের মনস্তাপ দূর হ'ল, তিনি শান্তিলাভ করে নিজের কর্তব্যে অবহিত হলেন। তার পর ধৃতরাষ্ট্রকে পুরোবর্তী করে এবং সুহৃৎগণে পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মরাজ যদ্যধিষ্ঠির সমারোহ সহকারে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন।

### ৩। চার্বাকবধ — যদ্যধিষ্ঠিরের অভিষেক

রাজভবনে প্রবেশ করে যদ্যধিষ্ঠির দেবতা ও সমবেত ব্রাহ্মণগণের যথাবিধি অর্চনা করলেন। দুর্যোধনের সখা চার্বাক রাক্ষস ভিক্ষুর ছদ্মবেশে শিখা দণ্ড ও জপমালা ধারণ করে সেখানে উপস্থিত ছিল। ব্রাহ্মণদেব অনুমতি না নিষেই সে যদ্যধিষ্ঠিরকে বললে, কুন্তীপুত্র, এই ম্বিজগণ আমাব মনে তোমাকে বলছেন— তুমি জ্ঞাতিহন্তা কুন্পতি, তোমাকে ধিক। জ্ঞাতি ও গুরুজনদের হত্যা করে তোমার রাজ্যে কি প্রযোজন? মৃত্যুই তোমাব পক্ষে শ্রেয়। যদ্যধিষ্ঠির ব্যাকুল হয়ে বললেন, বিপ্রগণ, আমি প্রণত হয়ে বলছি, আপনারা প্রসন্ন হ'ন; আমার মরণ আসন্ন, আপনারা ধিক্কার দেবেন না।

ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানচক্ৰ দ্বারা চার্বাককে চিনতে পেরে বললেন, ধর্মরাজ, এ দুর্যোধনসখা চার্বাক রাক্ষস। আমরা আপনার নিন্দা করি নি, আপনার ভয় দূর হ'ক। তার পর সেই ব্রহ্মবাদী বিপ্রগণ ক্রোধে অধীর হয়ে হৃৎকার করলেন, চার্বাক দম্ব হয়ে ভূপতিত হ'ল।

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, পুরাকালে সত্যযুগে এই চার্বাক রাক্ষস বদরিকাশ্রমে তপস্যা করে ব্রহ্মার নিকট অভয়ব লাভ করেছিল। বর পেয়ে পাপী রাক্ষস দেবগণের উপর উৎপীড়ন করতে লাগল। দেবগণ শরণাপন্ন হ'লে ব্রহ্মা বললেন, ভবিষ্যতে এই রাক্ষস দুর্যোধন নামক এক রাজার সখা হবে এবং ব্রাহ্মণগণের অপমান করবে; তখন বিপ্রগণ রুষ্ট হয়ে পাপী চার্বাককে দম্ব করবেন। ভরত-শ্রেষ্ঠ, সেই পাপী চার্বাকই এখন ব্রহ্মভেজে বিনষ্ট হয়েছে। আপনার জ্ঞাতি ক্ষত্রিয়বীরগণ নিহত হয়ে স্বর্গে গেছেন, আপনি শোক ও শ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে এখন কর্তব্য পালন করুন।

তার পর যদ্যধিষ্ঠির হৃদ্যচিন্তে স্বর্ণময় পাঠে পূর্বমুখ হয়ে বসলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যকি তাঁর সম্মুখে এবং ভীম ও অর্জুন দুই পার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন। নকুল-সহদেবের সহিত কুন্তী এক স্বর্ণভূষিত গজদন্তের আসনে বসলেন। গান্ধারী যদ্যুৎসদ ও সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসন গ্রহণ করলেন। প্রজাবর্গ

নানাপ্রকার মাঙ্গলিক দ্রব্য নিয়ে ধর্মরাজকে দর্শন করতে এল। কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে পুরোহিত ধোম্য একটি বেদীর উপর ব্যাঘ্রচর্মাবৃত সর্বতোভদ্র নামক আসনে মহেশ্বা যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদর্শনিনী কৃষ্ণাকে বসিয়ে যথাবিধি হোম করলেন। কৃষ্ণ পাণ্ডজন্য শঙ্খ থেকে জল ঢেলে যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করলেন, প্রজাবৃন্দসহ ধৃতবীষ্মও জলসেক করলেন। পণব আনক ও দ্রুপদুভি বাজতে লাগল। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের প্রচুব দক্ষিণা দিলেন, তাঁরা আনন্দিত হয়ে স্বস্তি ও জয় উচ্চারণ করে রাজার প্রশংসা করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা ধন্য, কারণ, সত্য বা মিথ্যা যাই হ'ক, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ পাণ্ডবদেব গুণকীর্তন কবছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পিতা এক পরমদেবতা, আমি এর সেবা করব সেজন্য জ্ঞাতিতত্ত্বার পরেও প্রাণধারণ করে আছি। সুহৃদগণ, যদি আমার উপর তোমাদের অনুগ্রহ থাকে তবে তোমরা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পূর্বের ন্যায় ব্যবহাব করবে। ইনি তোমাদের ও আমার অধিপতি, সমস্ত পৃথিবী ও পাণ্ডবগণ এরই অধীন। আমার এই কথা তোমরা মনে রেখো।

পূরবাসী ও জনপদবাসীদের বিদায় দিয়ে যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তিনি বিদুরকে মন্ত্রণা ও সম্বিবিগ্রহাদির ভাব, সজ্জকে কর্তব্য-অকর্তব্য ও আয়ব্যয় নিরূপণের ভাব, নকুলকে সৈন্যগণের তত্ত্বাবধানের ভার, অর্জুনকে শত্রুরাজ্যের অবরোধ ও দ্রুপদমনের ভার, এবং পুরোহিত ধোম্যকে দেবতাব্রাহ্মণাদির সেবার ভার দিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে সহদেব সর্বদা নিকটে থেকে তাকে রক্ষা করতে লাগলেন। অন্যান্য কর্মে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত কছুর ধর্মরাজ বিদুর সজ্জ ও যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমার পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সকল কার্যে আপনারা অবহিত থাকবেন এবং পূরবাসী ও জনপদবাসীর কার্যও তাঁর অনুমতি নিয়ে করবেন।

যুধিষ্ঠির নিহত যোদ্ধাদের ঔর্ধ্বদৈহিক সকল কর্ম সম্পাদন ক'বে ধৃতরাষ্ট্র গাম্ভারী প্রভৃতি এবং পতিদ্রুহীনা নারীগণকে সসম্মানে পালন করতে লাগলেন। তিনি দরিদ্র অশ্ব প্রভৃতির ভরণপোষণের যথোচিত ব্যবস্থা করলেন এবং শত্রুজয়ের পর অপ্রতিম্বন্দ্বী হয়ে সুখে কালযাপন করতে লাগলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে যুধিষ্ঠির ভীমকে দুর্যোধনের ভবন, অর্জুনকে দ্রুপদাসনের ভবন, নকুলকে দ্রুপদর্শনের ভবন এবং সহদেবকে দ্রুপদুভির ভবন দান করলেন। তিনি পুরোহিত ধোম্য ও সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণকে বহু ধন দিলেন, ভৃত্য আশ্রিত অতিথি প্রভৃতিতে অভীষ্ট বস্তু দিয়ে তুষ্ট করলেন, কৃপাচার্যের জন্য

গদ্রুর উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন, এবং বিদ্রুর ও যদুৎসদকেও সম্মানিত করলেন।

### ৪। ভীষ্ম-সকাশে কৃষ্ণ ও যদুধিষ্ঠিরাদি

একদিন যদুধিষ্ঠির কৃষ্ণের গৃহে গিয়ে দেখলেন, তিনি পীত কৌষেয বস্ত্র পরে দিব্যাভরণে ভূষিত হয়ে বক্ষে কৌস্তুভ মণি ধারণ করে একটি বৃহৎ পর্বাঙ্কে আসীন রয়েছেন। ধর্মবাজ কৃতাজলি হয়ে সম্ভাষণ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ উত্তর দিলেন না, ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। যদুধিষ্ঠিব বললেন, কি আশ্চর্য, অমিতবিক্রম নম্রব, তুমি ধ্যান করছ! ত্রিলোকের মঙ্গল তো? ভগবান, তুমি নিবর্তনিক্ষম্প দীপ এবং পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হয়ে আছ। যদি গোপনীয় না হয় এবং আমি যদি শোনবার যোগ্য হই তবে তোমার এই ধ্যানের কাণ আমাকে বল।

ঈষৎ হাস্য করে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম আমাকে ধ্যান করছেন সেজন্য আমার মন তাঁর দিকে গিয়েছিল। এই পদ্রুৎশ্রেষ্ঠ স্বর্গে গেলে পৃথিবী চন্দ্রহীন রাত্রির তুল্য হবে। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে আপনার যা জনবাব আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদুধিষ্ঠিব বললেন, মাধব, তোমাকে অগ্রবর্তী ক'বে আমরা ভীষ্মের কাছে যাব। কৃষ্ণ সাত্যাকিকে আদেশ দিলেন, আমার রথ সজ্জিত করতে বল।

এই সময়ে দক্ষিণায়ন শেষ হয়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়েছিল। ভীষ্ম একাগ্রচিত্তে তাঁর আত্মাকে পবমাস্ত্রায় সমাবিষ্ট করে কৃষ্ণের ধ্যান করতে লাগলেন। ব্যাস নারদ অসিত বর্শিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বৃহস্পতি শত্রু কপিল বাস্মীকি ভার্গব কশ্যপ প্রভৃতি ভীষ্মকে বেটন করে বইলেন।

কৃষ্ণ সাত্যাকি, যদুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা, কৃপাচার্য, যদুৎসদ এবং সঞ্জয় রথারোহণে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দেখলেন, ওঘবতী নদীর তীরে পবিত্র স্থানে ভীষ্ম শরশয্যায শূন্যে আছেন, মদুনিগণ তাঁর উপাসনা করছেন। ব্যাসাদি মহর্ষিগণকে অভিবাদন করে কৃষ্ণ কিশিৎ কাতর হয়ে ভীষ্মকে তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। তার পর কৃষ্ণ বললেন, পদ্রুৎশ্রেষ্ঠ, আপনি যখন সুস্থদেহে সমৃদ্ধ রাজ্যে বাস করতেন তখন সহস্র নারীতে পরিবৃত হলেও আপনাকে উদ্ভৱেতা দেখেছি। আপনি ভিন্ন অপর কেউ মৃত্যুকে রোধ করে শরশয্যায শূন্যে থাকতে পারে এমন আমরা শুনিনি। সর্বপ্রকার ধর্মের তত্ত্ব আপনার জানা আছে; এই জ্যোত্সপান্ডব জ্যাতিবধের জন্য সন্তপ্ত হয়েছেন,

এ'র শোক আপনি দূর করুন। কুব্জপ্রবীর, আপনার জীবনের আর ছাপ্পান্ন (১) দিন অবশিষ্ট আছে, তার পবেই আপনি দেহত্যাগ করবেন। আপনি পবলুকে গেলে সমস্ত জ্ঞানই লুপ্ত হবে এই কাবণে যুধিষ্ঠিরাদি আপনার কাছে ধর্মজিজ্ঞাসা কবতে এসেছেন।

ভীষ্ম কৃতাজ্ঞলি হয়ে বললেন, নাবাষণ, তোমাব কথা শুনে আমি হর্ষে আন্দ্রত হয়েছি। বাক্পতি, তোমার কাছে আমি কি বলব? সমস্ত বস্তবাই তোমার বাক্যে নিহিত আছে। দুর্বলতার ফলে আমার বাক্যশক্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে, দিক আকাশ ও পৃথিবীর বোধও লোপ পেয়েছে, বেল তোমার প্রভাবেই জীবিত রয়েছে। কৃষ্ণ, তুমি শাস্বত জগৎকর্তা, গুরু উপস্থিত থাকতে শিষ্যতুল্য আমি কি কবে উপদেশ দেব?

কৃষ্ণ বললেন, গঙ্গানন্দন ভীষ্ম, আমার বরে আপনার লানি মোহ কণ্ঠ ক্ষুণ্ণপাপাসা কিছুই থাকবে না, সমস্ত জ্ঞান আপনাব নিকট প্রকাশিত হবে, ধর্ম ও অর্থের তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে, আপনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সর্ব জীবই দেখতে পাবেন। কৃষ্ণ এই কথা বললে আকাশ থেকে পদ্মপর্বাষ্ট হল, বিবিধ বাদ্য বেজে উঠল, অঙ্গরার গান করতে লাগল, সুগন্ধপর্শ সৃগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হ'ল। এই সময়ে পশ্চিম দিকের এক প্রান্তে অস্তগামী দিবাকর যেন বন দগ্ধ করতে লাগলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখে মহর্ষিগণ গায়োত্থান কবলেন, কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদিও ভীষ্মের নিকট বিদায় নিয়ে প্রস্থান কবলেন।

## ৫। রাজধর্ম

পর্বাদিন কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদি ও সাত্যকি পুনর্বাব ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন। নাবদপ্রমুখ মহর্ষিগণ এবং ধৃতবাস্ত্রও সেখানে এলেন। কৃষ্ণ কুশলপ্রশ্ন করলে ভীষ্ম বললেন, জনার্দন, তোমার প্রসাদে আমার সন্তাপ মোহ ক্রান্তি লানি সবই দূর হয়েছে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই আমি করতলস্থ ফলেব ন্যায় প্রত্যক্ষ দেখছি। সর্বপ্রকার ধর্ম আমার মনে পড়েছে, শ্রেয়স্কর বিষয় বলবার শক্তিও আমি পেয়েছি। এখন ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করুন।

(১) মলে আছে — ‘পঞ্চাশতং ষট্ চ কুব্জপ্রবীর শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য।’  
এব বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। অনুশাসনপর্ব ২১-পরিচ্ছেদে ভীষ্ম তাঁর মৃত্যুর সময়ে বলেছেন তিনি আটান্ন দিন শরশয্যায় শুয়ে আছেন।

কৃষ্ণ বললেন, পুত্রজনীয় গুরুদ্বন্দ্বজ্ঞান ও আত্মীয়-বান্ধব বিনষ্ট করে ধর্মরাজ লঙ্ঘিত হয়েছেন, অভিশাপের ভয়ে ইনি আপনার সম্মুখে আসতে পারছেন না। ভীষ্ম বললেন, পিতা পিতামহ দ্রোণ গুরু আত্মীয় এবং বান্ধবগণ যদি অন্যায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তবে তাঁদের বধ করলে ধর্মই হয়। তখন যুধিষ্ঠির সম্মুখে গিয়ে ভীষ্মের চরণ আরণ করলেন। ভীষ্ম আশীর্বাদ করে বললেন, বৎস, উপবিষ্ট হও, তুমি নির্ভয়ে আমাকে প্রশ্ন কর। যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, ধর্মজ্ঞরা বলেন যে নৃপতির পক্ষে রাজধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; এই ধর্ম জীবলোকের অবলম্বন। রশ্মি যেমন অশ্বকে, অশ্বকুশ যেমন হস্তীকে, সেইরূপ রাজধর্ম সকল লোককে নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব আপনি এই ধর্ম সম্বন্ধে বলুন।

ভীষ্ম বললেন, মহান ধর্ম, বিধাতা কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করে আমি শাস্ত্রবৃত্ত, ধর্ম বিবৃত করছি। কুরুশ্রেষ্ঠ, দেবতা ও ম্বেজগণের প্রীতিসম্পাদনের জন্য রাজা শাস্ত্রবিধি অনুসারে সকল কর্ম করবেন। বৎস যুধিষ্ঠির, তুমি সর্বদা উদ্যোগী হয়ে কর্ম করবে, পুরুষকায় ভিন্ন কেবল দৈবে রাজকর্ম সিদ্ধ হয় না। তুমি সকল কাৰ্যই সরলভাবে করবে, কিন্তু নিজের ছিদ্রগোপন, পরের ছিদ্রান্বেষণ, এবং মন্ত্রণাগোপন বিষয়ে সরল হবে না। ব্রাহ্মণকে শারীরিক দণ্ড দেবে না, গুরুদত্ত অপরাধ করলে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করবে। শাস্ত্রে ছয় প্রকার দুর্গ উক্ত হয়েছে, তার মধ্যে নবদুর্গই সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য; অতএব প্রজাগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে যাতে তাবা অনুরক্ত থাকে। রাজা সর্বদা মৃদু হবেন না, সর্বদা কঠোরও হবেন না, বসন্তকালীন সূর্যের ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ হবেন। গর্ভিণী যেমন নিজের প্রিয় বিষয় ত্যাগ করে গর্ভেরই হিতসাধন করে, রাজাও সেইরূপ নিজের হিতচিন্তা না করে প্রজাবই হিতসাধন করবেন। ভূতের সঙ্গে অধিক পরিহাস করবে না; তাতে তাবা প্রভুকে অবজ্ঞা করে, তিবস্কাব করে, উৎকোচ নিয়ে এবং বস্ত্রনার দ্বারা রাজকর্ম নষ্ট করে, প্রতিবৃদ্ধকে (জাল শাসনপ্রণালি) সাহায্যে রাজাকে জর্প করে। তাবা বেতনে সন্তুষ্ট থাকে না, বাজার অর্থ হরণ করে, লোককে বলে বেড়ায়, ‘আমরাই বাজাকে চালাচ্ছি।’

যুধিষ্ঠির, রাজ্যের সাতটি অঙ্গ আছে—স্বামী অমাত্য সূহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ ও সৈন্য। যে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, গুরু বা মিত্র হলেও তাকে বধ করতে হবে। রাজা কাকেও অত্যন্ত অবিশ্বাস বা অত্যন্ত বিশ্বাস করবেন না। তিনি সাধু লোকের ধন হরণ করবেন না, অসাধুরই ধন নেবেন এবং সাধু লোককে দান করবেন।

যাঁর রাজ্যে প্রজাগণ পিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করে সেই রাজাই শ্রেষ্ঠ।  
শত্ৰুচাৰ্য তাঁর রামচরিত আখ্যানে এই শ্লোকাটি বলেছেন —

রাজানং প্রথমং বিদেৎ ততো ভাৰ্য্যং ততো ধনম্।

রাজন্যসতি লোকস্য কুতো ভাৰ্য্য কুতো ধনম্॥

— প্রথমেই কোনও রাজার আশ্রয় নেবে, তার পর ভাৰ্য্যা আনবে, তার পর ধন আহরণ করবে; রাজা না থাকলে ভাৰ্য্যা কি করে ধনই বা কি করে থাকবে?

ভীষ্মের উপদেশ শুনে ব্যাসদেব কৃষ্ণ কৃপ সাত্যকি প্রভৃতি আনন্দিত হয়ে সাধু সাধু বললেন। যদ্যধিষ্ঠিতর সজলনযনে ভীষ্মের পাদস্পর্শ করে বললেন, পিঙ্গবাহু, সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, কাল আবার আপনার কাছে আসবে।

### ৬। বেণ ও পৃথু রাজার কথা

পরদিন যদ্যধিষ্ঠিরাদি পুনর্বার ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হলেন। ব্যাস প্রভৃতি ঋষি ও ভীষ্মকে অভিবাদনের পর যদ্যধিষ্ঠিতর প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, ‘রাজা’ শব্দের উৎপত্তি কি করে হ’ল তা বলুন। রাজা কি প্রকারে পৃথিবী রক্ষা করেন? লোকে কেন তাঁর অনুগ্রহ চায়?

ভীষ্ম বললেন, নবশ্রেষ্ঠ, সত্যযুগের প্রথমে যেভাবে রাজপদের উৎপত্তি হয় তা বলাই শোন। পুরাকালে রাজা ছিল না, রাজ্য ও দণ্ডও ছিল না, দণ্ডার্হ লোকও ছিল না, প্রজারা ধর্মনিদাসারে পরস্পরকে রক্ষা করত। ক্রমশঃ মোহের বশে লোকের ধর্মজ্ঞান নষ্ট হ’ল, বেদও লুপ্ত হ’ল, তখন দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা এক লক্ষ অখ্যায়যুক্ত একটি নীতিশাস্ত্র রচনা ক’বে তাতে ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ এবং মোক্ষবিষয়ক চতুর্থ বর্গ বিবৃত কবলেন। এই শাস্ত্রে তিন বেদ, আন্বীক্ষিকী (তর্কবিদ্যা), বার্তা (কৃষিবাণিজ্যাদি বৃত্তি), দণ্ডনীতি, সাম দান দণ্ড ভেদ উপেক্ষা এই পণ্ড উপায়, সন্ধিব্রহ্মহাদি, যুদ্ধ, দূর্গ, বিচারালয়ের কার্য, এবং আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। মানুষ অলপায়, এই বুঝে মহাদেব সেই নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করলেন, তার পর ইন্দ্র বৃহস্পতি ও যোগাচার্য শত্ৰু ক্রমশঃ আবও সংক্ষিপ্ত করলেন।

দেবগণ প্রজাপতি বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন, মানুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হবার যোগ্য তা বলুন। বিষ্ণু বিরজা নামে এক মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন। বিরজার অধস্তন পুরুষ যথাক্রমে কীর্তিমান কর্ম অনঙ্গ নীতিমান (যা অতিবল) ও বেণ।

বেণ অধার্মিক ও প্রজাপীড়ক ছিলেন, সেজন্য ঋষিগণ মন্ত্রপুত কুশ দিয়ে তাকে বধ করলেন। তার পর তাঁরা বেণের দক্ষিণ উরু মন্থন কবলেন, তা থেকে এক খর্বদেহ কদাকার দম্ভকাষ্ঠতুল্য পদ্রুশ উৎপন্ন হ'ল। ঋষিরা তাকে বললেন, 'নিষীদ' — উপবেশন কর। এই পদ্রুশ থেকে বনপর্বতবাসী নিষাদ ও শ্লেচ্ছ সকল উৎপন্ন হ'ল। তার পর ঋষিরা বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করলেন, তা থেকে ইন্দ্রিব ন্যায় রূপবান একটি পদ্রুশ উৎপন্ন হলেন। ইনি ধনুর্বাণধারী, বেদ-বেদাঙ্গ-ধনুর্বেদে পারদর্শী এবং দণ্ডনীতিজ্ঞ। দেবতা ও মহর্ষিগণ এই বেণপুত্রকে বললেন, তুমি নিজের প্রিয়-অপ্রিয় এবং কাম ক্রোধ লোভ মান ত্যাগ ক'রে সর্বজীবের প্রতি সমদর্শী হ'বে এবং ধর্মব্রহ্ম মানুষ্যকে দণ্ড দেবে; তুমি প্রতিজ্ঞা কব যে কাশ্মিনোবাক্যে বেদ-নির্দিষ্ট ও দণ্ডনীতিসম্মত ধর্ম পালন করবে, স্বিজগৎকে দণ্ড দেবে না এবং বর্ণসংকবদোষ নিবারণ কববে। বেণপুত্র প্রতিজ্ঞা কবলে শত্ৰুচাৰ্য তাঁর পুর্বোহিত হলেন, বালখিলা প্রভৃতি মূনিরা তাঁর মন্ত্রী হলেন এবং গর্গ তাঁর জ্যোতিষী হলেন।

এই বেণপুত্র পৃথু বিষ্ণু থেকে অষ্টম পদ্রুশ। পূর্বোৎপন্ন সূত ও মাগধ নামক দুই ব্যক্তি পৃথুর স্তুতিপাঠক হলেন। পৃথু সূতকে অনুপ-দেশ (কোনও জলময় দেশ) এবং মাগধকে মগধ দেশ দান করলেন। ভূপৃষ্ঠ অসমতল ছিল, পৃথু তা সমতল কবলেন। বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ঋষিগণ পৃথুকে পৃথিবীর বাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পৃথুর বাজঘ্রকালে জরা দর্ভিক্ষ ব্যাধি তস্কর প্রভৃতি ভয় ছিল না, তিনি পৃথিবী দোহন ক'রে সন্তদশ প্রকাব শস্য ও বিবিধ অভীষ্ট বস্তু উৎপাদন কবেছিলেন। ধর্মপরায়ণ পৃথু প্রজাবঞ্জন কবতেন সেজন্য 'রাজা', এবং ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত (বিনাশ বা ক্ষতি) থেকে গ্রাণ করতেন সেজন্য 'ক্ষত্রিয়' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর সময়ে মেদিনী ধর্মের জন্য প্রথিত (খ্যাত) হয়েছিলেন সেজন্যই 'পৃথিবী' নাম। পৃথুর রাজ্যে ধর্ম অর্থ ও শ্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যদুধিষ্ঠির, স্বর্গবাসী পুণ্যাত্মার যখন পুণ্যফলভোগ সমাপ্ত হয় তখন তিনি দণ্ডনীতিবিশাবদ এবং বিষ্ণুর মহত্ত্বযুক্ত হয়ে পৃথিবীতে রাজা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, নরদেব (রাজা) দেবতাবই সমান।

### ৭। বর্ণাশ্রমধর্ম — চরনিয়োগ — শত্ৰু

ভীষ্ম বললেন, ব্রাহ্মণের ধর্ম ইন্দ্রিয়দমন বেদাভ্যাস ও যাজ্ঞ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম দান যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন প্রজাপালন ও দৃষ্টের দমন; তিনি যাজ্ঞ ও অধ্যাপন করবেন না। বৈশ্যের ধর্ম দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, সদৃপায়ে ধনসঞ্চয়, এবং পিতৃ



ন্যায় পশুপালন। প্রজাপতি শব্দকে অপর তিন বর্ণের দাসরূপে সৃষ্টি কবেছেন, তিন বর্ণের সেবা কুরাই শব্দের ধর্ম। শব্দ ধনসম্বল করবে না, কারণ নীচ লোকে ধন দিয়ে উচ্চশ্রেণীর লোককে বশীভূত কবে, কিন্তু ধার্মিক শব্দ রাজার অনুমতিতে ধনসম্বল করতে পারে। শব্দের বেদে অধিকার নেই, ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা এবং তাঁদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞই শব্দের যজ্ঞ।

ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য — ব্রাহ্মণেব এই চার আশ্রম। মোক্ষকামী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্যেব পবেই ভৈক্ষ্য গ্রহণ কবতে পাবেন। ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণ চতুরাশ্রমের সবগুলি গ্রহণ করেন না। যে ব্রাহ্মণ দশচরিত্র ও স্বধর্মশ্রুতি তিনি বেদচর্চা করুন বা না করুন, তাঁকে শব্দের ন্যায় ভিন্ন পঙ্ক্তিতে খেতে দেবে এবং দেবকার্যে বর্জন করবে। যে শব্দ তার কর্তব্য কর্ম করেছে এবং সন্তানের জন্মক হয়েছে, সে যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও সদাচারী হয় তবে রাজ্য অনুমতি নিয়ে ভৈক্ষ্য ভিন্ন অন্য আশ্রমে প্রবেশ কবতে পারে।

যদ্বাঞ্ছিতর, সমস্ত জন্তুই পদাচিহ্ন যেমন হস্তীর পদাচিহ্ন লীন হয় সেইরূপ অন্য সমস্ত ধর্ম রাজধর্মে লীন হয়। সকল ধর্মেই মধ্যে রাজধর্মই প্রধান, তার দ্বারাই চতুর্বর্ণ পালিত হয়। সর্বপ্রকার ত্যাগই রাজধর্মে আছে এবং ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম। সর্বপ্রকার ভোগ উপদেশ ও বিদ্যা রাজধর্মে আছে, সকলেই রাজধর্মে আশ্রয়ে থাকে। রাজা যদি দণ্ড না দেন, তবে প্রবল মৎস্য যেমন দুর্বল মৎস্যকে ভক্ষণ করে সেইরূপ প্রবল লোকে দুর্বলের উপর পীড়ন করবে। বাজার ভয়েই প্রজারা পরস্পরকে সংহার করে না।

রাজা প্রথমেই ইন্দ্রিয় জয় করে আত্মজয়ী হবেন, তখন পব শত্রুজয় করবেন। যারা জড় অন্ধ বা বধিরেব ন্যায় দেখতে, এবং ক্ষুধা পিপাসা ও শ্রম সহিতে ক্ষুরে, এমন বিচক্ষণ লোককে পবীক্ষার পব গদ্যুতচব করবেন। অমাত্য মিত্র রাজপুত্র ও সামন্তবাজগণের নিকটে এবং নগরে ও জনপদে গদ্যুতচব রাখবেন। এই চরেবা যেন পরস্পরকে জানতে না পারে, এবং তাবা কি করছে তা দেখবার জন্য অপর লোক নিযুক্ত করতে হবে। যাঁরা সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ এমন লোককে রাজা বিচারক নিযুক্ত করবেন। ঋনি, লবণ-উৎপাদন, পাব-ঘাট, ধৃত বন্য হস্তী এবং অন্যান্য বিষয়ের শব্দক আদায়ের জন্য বিবস্ত লোক রাখবেন। প্রবল শত্রু আক্রমণ কবলে রাজা দুর্গমধ্যে আশ্রয় নেবেন এবং সমস্ত শস্য সংগ্রহ করবেন। দুর্গের মধ্যে আনা অসম্ভব হলে ক্ষেত্রের শস্য পুড়িয়ে ফেলবেন। নদীর সেতু ভেঙে ফেলবেন, পানীয় জল অপসৃত করবেন অথবা তাতে বিষ দেবেন।

মহর্ষি কশ্যপ পুত্রদ্বয়কে বলেছিলেন, পাপী লোকে যখন স্ত্রীহত্যা ও ব্রাহ্মণহত্যা করেও সভায় সাধুবাদ পায়, রাজাকেও উপেক্ষা করে, তখন রাজার ভয় উপস্থিত হয়। লোকে অত্যন্ত পাপ করলে বৃদ্ধদেহ উৎপন্ন হন, তিনি সাধু অসাধু সকলকেই সংহার করেন। এই বৃদ্ধ মানবগণের হৃদয়েই থাকেন এবং ইনিই নিজের ও পরের দেহ বিনষ্ট করেন।

তস্কর যদি প্রজার ধন হরণ কবে এবং রাজা তা উদ্ধার করতে না পারেন, তবে সেই অক্ষম রাজা নিজেব কোষ থেকেই প্রজার ক্ষতি পূরণ করবেন। ধর্মরাজ, তুমি যদি সর্বদাই মৃদুস্বভাব, অতিসৎ, অতিধার্মিক, ক্রীবতুল্য উদামহীন ও দয়ালু হও তবে লোকে তোমাকে মানবে না।

#### ৮। রাজার মিত্র — দণ্ডবিধি — রাজকর — যদ্বন্দ্বিতা

যদ্বিধিত্তর বললেন, পিতামহ, অন্যের সাহায্য না নিয়ে রাজকার্য সম্পাদন করা অসম্ভব। রাজার সিঁচি কিপ্রকার হবেন? কিপ্রকার লোককে রাজা বিশ্বাস করবেন?

ভীষ্ম বললেন, রাজার মিত্র চতুর্বিধ।— সমার্থ (যাঁর স্বার্থ রাজার স্বার্থের সমান), ভজমান (অনুগত), সহজ (আত্মীয়) এবং কৃত্রিম (অর্থ দ্বারা বশীভূত)। এ ভিন্ন রাজ্যে পশ্চিম মিত্র — ধর্মাত্মা; তিনি যে পক্ষে ধর্ম দেখেন সেই পক্ষেরই সহায় হন, সংশয়স্থলে নিবপেক্ষ থাকেন। বিজয়লাভের জন্য রাজা ধর্ম ও অধর্ম দুইই অবলম্বন করেন; তাঁর যে সংকল্প ধর্মবিরুদ্ধ তা ধর্মাত্মা মিত্রের নিকট প্রকাশ করবেন। পূর্বোক্ত চতুর্বিধ মিত্রের মধ্যে ভজমান ও সহজই শ্রেষ্ঠ, অপর দুজন আশঙ্কার পাত্র। একই কার্যের জন্য দু-তিন জনকে মন্ত্রী করা উচিত নয়, তাঁরা পরস্পরকে সহিতে পারবেন না।

কোনও রাজকর্মচারী যদি রাজধন চুরি করে, তবে যে লোক তা জানাবে তাকে রাজা রক্ষা করবেন, নতুবা চোর-কর্মচারী তাকে বিনষ্ট করবে। যিনি লজ্জাশীল ইন্দ্রিয়জয়ী সত্যবাদী সরল ও উচিতবক্তা, এমন লোকই সভাসদ হবার যোগ্য। সদবংশজাত বৃদ্ধমান রূপবান চতুর ও অনুরক্ত লোককে তোমার পরিজন নিযুক্ত করবে। অপরাধীকে তার অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেবে, ধনীর অর্থদণ্ড করবে এবং নিরর্থনকে কারাদণ্ড দেবে। দণ্ডবৃত্তগণকে প্রহার করে দমন করবে এবং

সংজ্ঞকে মিষ্ট বাক্যে এবং উপহার দিয়ে পালন করবে। রাজা সকলেরই বিশ্বাস জন্মাবেন, কিন্তু নিজে কাকেও বিশ্বাস কবেন না, পদ্রুকেও নয়।

রাজা ছয় প্রকার দুর্গের আশ্রয়ে নগর স্থাপন কবেন — মরুদুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মৃদুদুর্গ ও বনদুর্গ। প্রত্যেক গ্রামের একজন অধিপতি থাকবেন, তাঁর উপরে দশ গ্রামের এক অধিপতি, তাঁর উপরে বিশ গ্রামের, শত গ্রামের এবং সহস্র গ্রামের এক এক জন অধিপতি থাকবেন। এরা সকলেই নিজ নিজ অধিকারে উৎপন্ন খাদ্যের উপযুক্ত অংশ পাবেন। রাজা নানাবিধ কর আদায় করবেন, কিন্তু করভাবে প্রজাদের অবসন্ন কবেন না। ইন্দ্র যেমন ধারাল দাঁত দিয়ে ঘুমন্ত লোকের পায়ে মাংস কুবে কুবে খায়, পা নাড়লেও ছাড়ে না, রাজা সেইবদে প্রজাব কাছ থেকে ধীবে ধীবে কর আদায় কবেন। যদি শত্রুর আক্রমণে ভয় উপস্থিত হয় তবে রাজা সেই ভয়ে বিষয় প্রজাদের জানিয়ে বলবেন, 'তোমাদের বন্ধার জন্য আমি ধন প্রার্থনা করছি, ভয় দূর হ'লে এই ধন ফিরিয়ে দেব, শত্রু যদি তোমাদের ধন কেড়ে নেয় তবে তা আবার ফিরে পাবে না। তোমরা স্ত্রীপুত্রের জন্যই ধনসমৃদ্ধ ক'বে থাক, কিন্তু সেই স্ত্রীপুত্রই এখন বিনষ্ট হ'তে বসেছে, আপৎকালে খনন মায়া করা উচিত নয়।'

ক্ষত্রিয় রাজা বর্মহীন বিপক্ষকে আক্রমণ করবেন না। তিনি শত যোদ্ধার সঙ্গে শঠতার দ্বারা এবং ধার্মিক যোদ্ধার সঙ্গে ধর্মানুসারে যুদ্ধ কবেন। ভীত বা বিজিত লোককে প্রহর কবা উচিত নয়। বিখলিত বাণ বর্জনীয়, অসৎ লোককেই এবদে অস্ত্র প্রয়োগ কবে। যার অস্ত্র ভগ্ন হয়েছে বা বাহন হত হয়েছে, অথবা যে শবণাগত হয়েছে, তাকে বধ করবে না। আহত শত্রুর চিকিৎসা করবে অথবা তাকে নিজের গৃহে পাঠাবে। চিকিৎসার পর ক্ষত সেরে গেলে শত্রুকে মুক্তি দেবে।

চৈত্র বা অগ্রহায়ণ মাসেই সৈন্যসংজ্ঞা কবা প্রশস্ত; তখন শস্য পক্ক হয়, অধিক শীত বা গ্রীষ্ম থাকে না। বিপক্ষ বিপদগ্রস্ত হ'লে অন্য সময়েও সৈন্যসংজ্ঞা কবা যেতে পারে। বৃষ্টিহীন কালে বথাস্থবহুল সৈন্য এবং বর্ষাকালে পদাতি ও হস্তিবহুল সৈন্য প্রশস্ত। যদি শান্তিস্থাপন সাধ্য হয় তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অনুরূচিত। সাম দান ও ভেদ নীতি অসম্ভব হ'লেই যুদ্ধ বিশেষ। যুদ্ধকালে রাজা বলবেন, 'আমার লোকেরা বিপক্ষসৈন্য বধ করছে তা আমার প্রিয়কার্য নয় আহা, সকলেই বাঁচতে চায়।' শত্রুর সমক্ষে এইরূপ ব'লে রাজা গোপনে নিজের যোদ্ধাদের প্রশংসা করবেন, এতে হত ও হস্তা উভয়েরই সম্মান হবে।

যদ্বিধিষ্ঠির, আত্মকলহেব ফলে গণভেদ (১) ও বংশনাশ হয়, বাজ্যের মূল উচ্ছিন্ন হয়, সেজন্য তাব প্রতিবিধান কবা আবশ্যক। এই আভ্যন্তরীণ ভয়েব তুলনায় বাহ্য শত্রুব ভয় তুচ্ছ। স্বপক্ষের সংঘবন্ধতাই রাজ্যবক্ষাব শ্রেষ্ঠ উপায়।

### ৯। পিতা মাতা ও গদ্বব্দ — ব্যবহার — রাজকোষ

ভীষ্ম বললেন, পিতা মাতা ও গদ্বব্দব সেবাই পবম ধর্ম। দশ জন শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) অপেক্ষা পিতা শ্রেষ্ঠ, দশ পিতা বা সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষা মাতা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমার মতে পিতা মাতা অপেক্ষাও গদ্বব্দ শ্রেষ্ঠ। মানদ্বষেব নম্বব দেহ পিতা মাতা হ'তে উৎপন্ন, কিন্তু আচার্যেব উপদেশে যে জন্মলাভ হয় তা অজর অমব।

যদ্বিধিষ্ঠব, ক্রোধাবিষ্ট লোক যদি টিটিভ পক্ষীব ন্যায় ককর্শ বাক্য বলে তবে তা গ্রাহ্য কববে না। যে পদ্বষাধম নির্মিত কর্ম ক'বে আত্মপ্রশংসা কবে তাকেও উপেক্ষা করবে। দুষ্ট খলেব সঙ্গে বাক্যলাপ কবাও উচিত নয়। মনু বলেছেন, যার ম্বাবা প্রিয় বা অপ্ৰিয় সকল লোকেব প্রতিই অপক্ষপাতে দণ্ডপ্রয়োগ ক'বে প্রজাপালন করা যায় তারই নাম ধর্ম। দণ্ডেব ভয়েই লোকে পবম্পরেব হানি থেকে বিরত থাকে। সম্যকরূপে ধর্মের নির্ধাবণকেই ব্যবহার বলে। বাদী-প্রতিবাদীব মধ্যে একজন বিশ্বাস উৎপাদন ক'বে জয়ী হয়, অপব জন দণ্ডলাভ কবে; এই ব্যবহারশাস্ত্র রাজাদের জন্য বিশেষ আবশ্যক। ব্যবহার ম্বারা যা নির্ধাবিত হয় তাই বেদ, তাই ধর্ম, তাই সংপথ। যে রাজা ধর্মনিষ্ঠ তাঁব দৃষ্টিতে মাতা পিতা ভ্রাতা ভাষ্য পদুরোহিত কেউ দণ্ডেব বহির্ভূত নন।

বাজকোষ যদি ক্ষয় পায় তবে বাজার বলক্ষয় হয়। আপৎকালে অধর্মও ধর্মতুল্য হয় এবং ধর্মও অধর্মতুল্য হয়। সংকটে পড়লে ব্রাহ্মণ অযাজ্য লোকেবও যাজন করেন, অভোজ্য অন্নও ভোজন কবেন। সেইরূপ ক্ষত্রিয় রাজা আপৎকালে ব্রাহ্মণ ও তপস্বী ভিন্ন অন্যোব ধন সবলে গ্রহণ ক্ববতে পাবেন। অবণ্যাচারী মদ্বনি ভিন্ন আর কেউ হিংসা বর্জন ক'রে জীবিকানির্বাহ কবতে পাবে না। ধনবান লোকেব অপ্রাপ্য কিছু নেই, রাজকোষ পূর্ণ থাকলে রাজা সকল বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হন।

## ॥ আপদধর্মপর্বাধ্যায় ॥

### ১০! আপদগ্রস্ত রাজা — তিন মৎস্যের উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, যে রাজা অলস ও দুর্বল, যাবৎ ধনাগার শূন্য, মৎস্য প্রকাশ পেয়েছে এবং অমাত্য বা বিপদের বশীভূত হয়েছে, তিনি অন্য রাজার কৃত্রিম আশ্রয় হ'লে কি করবেন?

ভীষ্ম বললেন, বিপক্ষ রাজা যদি ধার্মিক ও শৃঙ্খলবান হ'লে তবে শীঘ্র সন্ধি করা উচিত। সন্ধি অসম্ভব হ'লে যুদ্ধই কর্তব্য। সৈন্য যদি অসুস্থ ও সংখ্যাক্রমে তবু অল্প সৈন্যেও পৃথিবী জয় করা যায়। যদি যুদ্ধ করা নিতান্ত অসম্ভব হয় তবে রাজা দুর্গ ত্যাগ করে কিছুকাল অন্য দেশে থাকবেন এবং পরে উপায় মন্ত্রণা করে পুনর্বার নিজ রাজ্য অধিকার করবেন।

শাস্ত্রে আছে, আপদগ্রস্ত রাজা স্বরাজ্য ও পবরাজ্য থেকে ধনসংগ্রহ করবেন এবং বিশেষত ধনী ও দণ্ডার্থী লোকের ধনই নেন। গ্রামবাসীরা যদি পবরাজ্যের নামে অভিযোগ করে তবে রাজা কাকেও পুরস্কার দেবেন না, তিরস্কারও করবেন না। কেবল সদুপায়ে বা কেবল নিষ্ঠুর উপায়ে ধনসংগ্রহ হয় না, মধ্যবর্তী উপায়ই প্রশস্ত। লোকে ধনহীন রাজাকে অবজ্ঞা করে। যখন যখন নারী লজ্জা আবরণ করে ধনও সেইরূপ রাজার সকল দোষ আবরণ করে। রাজা সর্বতোভাবে নিজের উন্নতির চেষ্টা করবেন, এবং ভগ্ন হবেন কিন্তু কখনও নত হবেন না। দস্যুরা যদি মর্ষাদায়ক (ভদ্রভাবাপন্ন) হয় তবে তাদের উচ্ছিন্ন না করে বশীভূত করাই উচিত। ক্ষত্রিয় রাজা দস্যু ও নিষ্কৃত্য লোকের ধন হরণ করতে পারেন। যিনি অসাধু লোকের অর্থ নিয়ে সাধুদের পালন করেন তিনিই পূর্ণ ধর্মজ্ঞ।

যুধিষ্ঠির, কার্যকার্যনির্ধারণ সম্বন্ধে আনি একটি উত্তম উপাখ্যান বলছি শোন। — কোনও জলাশয়ে তিনটি শকুল (শোল) মৎস্য বাস করত, তাদের নাম অনাগর্তবিধাতা (১), প্রত্যাৎপন্নমতি (২) ও দীর্ঘসূত্র (৩)। একদিন জেলেবা মাছ ধরবার জন্য সেই জলাশয় থেকে জল বার করে ফেলতে লাগল। ক্রমশ জল কমছে দেখে দীর্ঘদর্শী অনাগর্তবিধাতা তার দুই বন্ধুকে বললে, জলচরদের বিপদ উপস্থিত

(১) যে ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করে বা প্রস্তুত থাকে।

(২) যে পূর্বে প্রস্তুত না থেকেও কার্যকালে বুদ্ধি খাটিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে।

(৩) যে কাজ করতে দেরি করে, অলস।

হয়েছে, পালাবার পথ বন্ধ হবার আগেই অন্য জলাশয়ে চল; যে উপযুক্ত উপায়ে অনাগত অনিষ্টের প্রতিবিধান করে সে বিপন্ন হ'ল না। দীর্ঘসূত্র বললে, তোমার কথা যথার্থ, কিন্তু কোনও বিষয়ে স্ববান্ধব হওয়া উচিত নয়। প্রত্যুৎপন্নমতি বললে, কার্যকাল উপস্থিত হ'লে আমি কর্তব্যে অবহেলা করি না। তখন অনাগত-বিধাতা জলপ্রোতে নির্গত হয়ে অন্য এক জলাশয়ে গেল। জল বেরিয়ে গেলে জেলেরা নানা উপায়ে সমস্ত মাছ ধবতে লাগল, অন্য মাছের সঙ্গে দীর্ঘসূত্র এবং প্রত্যুৎপন্নমতিও ধরা পড়ল। জেলেরা যখন সমস্ত মাছ দাড়ি দিয়ে গাঁথাছিল তখন প্রত্যুৎপন্নমতি দাড়ি কামড়ে রইল, জেলেরা ভাবলে তাকেও গাঁথা হয়েছে। তাব পব জেলেরা দাড়িতে গাঁথা সমস্ত মাছ অন্য এক বৃহৎ জলাশয়ে ডুবিয়ে ধুতে লাগল, সেই সুযোগে প্রত্যুৎপন্নমতি পালিয়ে গেল। মন্দবৃদ্ধি দীর্ঘসূত্র বিনষ্ট হ'ল।

যুধিষ্ঠির, যে লোক মোহের বশে আসন্ন বিপদ বৃদ্ধিতে পাবে না সে দীর্ঘসূত্রের ন্যায় বিনষ্ট হয়। যে লোক নিজেকে চতুর মনে করে পূর্বেই প্রস্তুত না হয় সে প্রত্যুৎপন্নমতির ন্যায় সংশয়াপন্ন থাকে। অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি উভয়েই সূচী হ'তে পারে, কিন্তু দীর্ঘসূত্র বিনষ্ট হয়। যাঁরা বিচার ক'বে যুক্তি অনুসারে কার্য সম্পাদন করেন তাঁরাই সম্যক ফললাভ করেন।

### ১১। মার্জার-মুষ্ক-সংবাদ

ভীষ্ম রত্নলেন, অবস্থাভেদে অমিত্রও মিত্র হয়, মিত্রও অমিত্র হয়; দেশ কাল বিবেচনা করে স্থির কবতে হয় কে বিশ্বাসের যোগ্য এবং কার সঙ্গে বিবোধ করা উচিত। হিতার্থী পণ্ডিতগণের সঙ্গে চেষ্টা করে সন্ধি করা উচিত, এবং প্রাণরক্ষার জন্য শত্রুর সঙ্গেও সন্ধি করা বিধেয়। যিনি স্বার্থ বিচার ক'বে উপযুক্ত কালে অমিত্রের সঙ্গে সন্ধি এবং মিত্রের সঙ্গে বিরোধ করেন তিনি মহৎ ফল লাভ করেন। এক পুরাতন উপাখ্যান বলছি শোন।—

কোনও মহারণে এক বিশাল বটবৃক্ষ ছিল। পলিত নামে এক মুষ্ক সেই বটবৃক্ষের মূলে শতম্বার গর্ত নির্মাণ করে তাতে বাস করত। লোমশ নামে এক মার্জার সেই বটের শাখায় থাকত এবং শাখাবাসী পক্ষীদের ভক্ষণ করত। এক চন্ডাল পশুপক্ষী ধরবার জন্য প্রত্যহ সেই বৃক্ষের নীচে ফাঁদ পেতে রাখত। একদিন লোমশ সতর্কতা সত্ত্বেও সেই ফাঁদে পড়ল। চিরশত্রু বিভাল আবদ্ধ হ'লে মুষ্ক নির্ভয়ে বিচরণ করতে লাগল। সে দেখলে, ফাঁদের মধ্যে আমিশ খাদ্য রয়েছে;

তখন সে মনে মনে বিড়ালকে উপহাস ক'রে ফাঁদের উপর থেকে আমিষ খেতে লাগল। সেই সময়ে এক নকুল (বোঁজু) এবং এক পেচকও সেখানে উপস্থিত হ'ল। মৃষিক ভাবলে, এখন আমার তিন শত্রু সমাগত হয়েছে, আমি নীতিশাস্ত্র অনুসারে বিড়ালের সাহায্য নেব। এই মূঢ় বিড়াল বিপদে পড়েছে, প্রাণরক্ষার জন্য সে আমার সঙ্গে সন্ধি কববে। মৃষিক বললে, ওহে মার্জার, তুমি জীবিত আছ তো? ভয় নেই, তুমি রক্ষা পাবে; যদি আমাকে আক্রমণ না কব তবে আমি তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করব। আমিও সংকটাপন্ন, ওই নকুল আব পেচক লোলুপ হয়ে আমাকে দেখছে। তুমি আর আমি বহুকাল এই বটবৃক্ষের আশ্রয়ে বাস করছি তুমি শাখায় থাক, আমি মূলদেশে থাকি। যে কাকেও বিশ্বাস করে না এবং যাবে কেউ বিশ্বাস করে না, পশ্চিডতরা তেমন লোকের প্রশংসা করেন না। অতএব তোমা আর আমার মধ্যে প্রণয় হ'ক, তুমি যদি আমাকে রক্ষা কর তবে আমিও তোমাকে রক্ষা করব।

বৈদূর্ঘ্যলোচন মার্জার মৃষিককে বললে, সৌম্য, তোমার কল্যাণ হ'ক। যদি উদ্ধারের উপায় জ্ঞান তবে আর বিলম্ব ক'রো না, তুমি আর আমি দুজনেই বিপদাপন্ন, অতএব আমাদের সন্ধি হ'ক। মৃষ্টি পেলে আমি তোমার উপকার ভুলব না। আমি মান বিসর্জন দিয়ে তোমার শরণাপন্ন হ'লাম।

মৃষিক আশ্বস্ত হয়ে বিড়ালের বক্ষস্থলে লগ্ন হ'ল, তখন নকুল ও পেচক হতাশ হয়ে চ'লে গেল। মৃষিক ধীরে ধীরে বিড়ালের পাশ কাটতে লাগল। বিড়াল বললে, সখা, বিলম্ব করছ কেন? আমি যদি পূর্বে কোনও অপরাধ ক'বে থাকি তবে ক্ষমা কর, আমার উপর প্রসন্ন হও। মৃষিক উত্তর দিলে, সখা, আমি সময়স্ত। যদি অসময়ে তোমাকে বন্ধনমুক্ত করি তবে আমি তোমার কবলে পড়ব। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমার পাশের সমস্ত তন্তু কেটে ফেলছি, কেবল একটি অবশিষ্ট রেখিছ; চন্ডালকে আসতে দেখলেই তা কেটে ফেলব, তখন তুমি হস্ত হয়ে বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নেবে, আমিও গর্তে প্রবেশ করব।

রাগি প্রভাত হ'লে বিকটমূর্তি চন্ডাল কুকুরের দল নিয়ে উপস্থিত হ'ল। মৃষিক তখনই বিড়ালকে বন্ধনমুক্ত করলে, বিড়াল বৃক্ষশাখায় এবং মৃষিক তার গর্তে গেল। চন্ডাল হতাশ হয়ে চ'লে গেল। ভয়মুক্ত হয়ে বিড়াল মৃষিককে বললে, সখা, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, এখন বিপদ দূর হয়েছে, তবে আমার কাছে আসছ না কেন? তুমি সবান্ধবে আমার সঙ্গে এস, আমার আত্মীয়বন্ধগণ সকলেই

তোমার সম্মান করবে। তুমি বৃদ্ধিতে শত্রুচাৰ্য তুল্য; আমার অমাত্য হও এবং পিতার ন্যায় আমাকে উপদেশ দাও।

তখন সেই পলিত নামক মৃষিক বললে, হে লোমশ, মিত্রতা ও শত্রুতা স্থিৰ থাকে না, প্রয়োজন অনুসারে লোকে মিত্র বা শত্রু হয়; স্বার্থই বলবান। যে কারণে আমাদের সৌহার্দ্য হয়েছিল সেই কারণ আর নেই। এখন কিজন্য আমি তোমার প্রিয় হ'তে পারি? তুমি আমার শত্রু ছিলে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিত্র হয়েছিলে, এখন আবার শত্রু হ'লেছ। আমাকে ভক্ষণ করা ভিন্ন তোমার এখন অন্য কর্তব্য নেই। তোমার ভাৰ্য্যা আব পুত্ৰেবাই বা আমাকে নিষ্কৃতি দেবে কেন? সখা, তুমি যাও, তোমার কল্যাণ হ'ক। যদি কৃতজ্ঞ হ'তে চাও তবে আমি যখন অসতর্ক থাকব তখন আমার অনুসরণ ক'রো না, তা হ'লেই সৌহার্দ্য রক্ষা হবে।

উপাখ্যান শেষ ক'বে ভীষ্ম বললেন, যদুর্ধিষ্ঠিব, সেই মৃষিক দুর্বল হ'লেও এফাকী বৃদ্ধিবলে বহু শত্রুব হাত থেকে মৃত্তি পেয়েছিল। যারা পূর্বে শত্রুতা ক'রে আবার মৈত্রীব চেষ্টা কবে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের মধ্যে যে অধিক বৃদ্ধিমান সে অন্যকে বণ্ডনা করে, যে নিৰ্বোধ সে বণ্ডিত হয়।

## ১২। বিশ্বামিত্র-চণ্ডাল-সংবাদ

যদুর্ধিষ্ঠিব বললেন, পিতামহ, যখন ধর্ম লোপ পায়, লোকে পবস্পরকে বণ্ডনা করে, অনাবৃষ্টিব ফলে খাদ্যাভাব হয়, জীবিকার সমস্ত উপায় দস্যুব হস্তগত হয়, সেই আপৎকালে কিবূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা উচিত? ভীষ্ম বললেন, আমি এক ইতিহাস বলছি শোন।—

দ্রোতা ও ম্পার যুগের সন্ধিকালে শ্বাদশবর্ষব্যাপী ঘোর অনাবৃষ্টি হয়েছিল। কৃষি ও গোবক্ষা অসম্ভব হ'ল, চোর এবং বাজাদেব উৎপীড়নে গ্রাম নগর জনশূন্য হ'ল, গবাদি পশু নষ্ট হয়ে গেল, মানুষ ক্ষুধিত হয়ে পবস্পরের মাংস খেতে লাগল। সেই সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্ত্রীপুত্রকে কোনও জনপদে ফেলে বেথে ক্ষুধার্ত হয়ে নানা স্থানে পৰ্যটন করতে লাগলেন। একদিন তিনি চণ্ডালবসতিতে এসে দেখলেন, ভগ্ন কলস, কুঙ্করের চর্ম, শূকব ও গর্দভের অস্থি, এবং মৃত মনুষ্যের বস্ত্র চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। কোথাও কুঙ্কট ও গর্দভ ডাকছে, কোথাও চণ্ডালরা কলহ করছে। বিশ্বামিত্র খাদ্যের অন্বেষণ করলেন, কিন্তু কোথাও মাংস অন্ন বা ফলমূল পেলেন না; তখন তিনি দুর্বলজ্ঞ অবসন্ন হয়ে ভূপতিত হলেন। এমন সময়ে তিনি দেখতে



পেলেন, এক চন্ডালের গৃহে সদ্যোনিহৃত কুক্কুরের মাংস রয়েছে। বিশ্বামিত্র ভাবলেন, প্রাণবক্ষার জন্য চুরি করলে দোষ হবে না। রাত্রিকালে চন্ডালরা নিদ্রিত হ'লে বিশ্বামিত্র কুটীবে প্রবেশ করলেন। সেই কুটীরস্থ চন্ডাল জাগ্রতিত হয়ে বললে, কে তুমি মাংস চুরি করতে এসেছ? তোমাকে আর বাঁচতে হবে না।

বিশ্বামিত্র উদ্বেগিত হয়ে বললেন, আমি বিশ্বামিত্র, ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হ'য়ে তোমাব কুক্কুরের জঘনমাংস হরণ করতে এসেছি। আমার বেদজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে, আমি খাদ্যাখাদ্য বিচারে অক্ষম, অধর্ম জেনেও আমি চৌর্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অগ্নি যেমন সর্বভুক, আমাকেও এখন সেইবদূপ জেনো।

চন্ডাল সমস্ত্রমে শয্যা থেকে উঠে কৃতাজলি হয়ে বললে, মহর্ষি, এমন কার্য কববেন না যাতে আপনার ধর্মহানি হয়। পণ্ডিতদের মতে কুক্কুর শৃগালেবও অধম, আবাব তাব জঘনেব মাংস অন্য অঙ্গের মাংস অপেক্ষা অপবিত্র। আপনি ধর্মবিক্রমণেব অগ্রগণ্য, প্রাণবক্ষাব জন্য অন্য উপায় অবলম্বন কবুন। বিশ্বামিত্র বললেন, আমার অন্য উপায় নেই। প্রাণবক্ষার জন্য যে কোনও উপায় বিধেয়, সবল হইবে ধর্মচরণ কবলেই চলবে। বেদবদূপ অগ্নি আমার বল, তারই প্রভাবে আমি অভক্ষ্য মাংস খেয়ে ক্ষুধাশান্তি কবব। চন্ডাল বললে, এই কুক্কুরমাংসে আয়ুর্বাধি হয় না, প্রাণ তুণ্ড হয় না। পশুনখ প্রাণীব মধ্যে শশকাদি পশু পশুই স্বিজ্জাতিবু ভক্ষ্য, অতএব আপনি অন্য খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করুন, অথবা ক্ষুধাব বেগ দমন ক'রে ধর্মরক্ষা কবুন।

বিশ্বামিত্র বললেন, এখন আমার পক্ষে মৃগমাংস আর কুক্কুরমাংস সমান। আমার প্রাণসংশয় হয়েছে, অসং কার্য করলেও আমি চন্ডাল হইয়া যাব না। চন্ডাল বললে, ব্রাহ্মণ কুকর্ম করলে তাঁর ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়, এজন্য আমি আপনাকে নিবাবণ কবাছি। নীচ চন্ডালের গৃহ থেকে কুক্কুরমাংস হরণ কবলে আপনাব চরিত্র দূষিত হবে, আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। বিশ্বামিত্র বললেন, ভেকের চিংকার শুনে বৃষ জলপানে বিরত হয় না; তোমাব উপদেশ দেবার অধিকাব নেই।

বিশ্বামিত্র চন্ডালের কোনও আপত্তি মানলেন না। মাংস নিষে বনে চ'লে গেলেন। আগে দেবগণকে তুণ্ড ক'রে তার পর সপরিবাবে মাংস ভোজন কববেন এই স্থির ক'রে তিনি যথাবিধি অগ্নি আহরণ ও চরু (১) পাক ক'বে দেবগণ ও পিতৃগণকে আহ্বান করলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রচুর বারিবর্ষণ ক'রে ওষধি ও প্রজাগণকে সঞ্জীবিত করলেন। বিশ্বামিত্রের পাপ নষ্ট হ'ল, তিনি পরমগতি লাভ কবলেন।

আখ্যান শেষ করে ভীষ্ম বললেন, চরদ্র অস্বাদ না নিয়েই বিশ্বামিত্র দেবগণ ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করেছিলেন। বিপদাপন্ন হ'লে বিশ্বান লোকের যেকোনও উপায়ে আত্মরক্ষা করা উচিত; জীবিত থাকলে তিনি বহু পুণ্য অর্জন ও শৃঙ্খলাভব করতে পারবেন।

যদুধিষ্ঠির বললেন, আপনি যে অশ্রুশ্রবণ ঘোর কর্ম কর্তব্য বলে নির্দেশ করলেন তা শুনে আমি বিবাদগ্রস্ত ও মোহাচ্ছন্ন হয়েছি, আমার ধর্মজ্ঞান শিথিল হচ্ছে। আপনার কথিত ধর্মে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। ভীষ্ম বললেন, আমি তোমাকে বেদাদি শাস্ত্র থেকে উপদেশ দিচ্ছি না, পণ্ডিতগণ বদ্বিধবলে আপৎকালের কর্তব্য নির্ণয় কবেছেন। ধর্মই কেবল এক অংশ আশ্রয় করা উচিত নয়, রাজধর্মের বহু শাখা। উগ্র কর্ম সাধনের জন্য বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি কবেছেন। শৃঙ্খলার বলেছেন, আপৎকালে অশিষ্ট লোকের নিগ্রহ এবং শিষ্ট লোকের পালনই ধর্ম।

### ১৩। খড়্গের উৎপত্তি

খড়্গযদুধিষ্ঠিরদ নকুল বললেন, পিতামহ, ধনুই শ্রেষ্ঠ প্রহরণ রূপে গণ্য হয়, কিন্তু আমার মতে খড়্গই প্রশংসার যোগ্য। খড়্গধারী বীর ধনুর্ধর ও গদা-শক্তির শত্রুগণকে বাধা দিতে পারেন। আপনার মতে কোন অস্ত্র উৎকৃষ্ট? কে খড়্গ উদ্ভাবন করেছিলেন?

ভীষ্ম বললেন, পদ্বাকালে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ বিরোচন বালি প্রভৃতি দানবেন্দ্রগণ অধর্মবত হয়েছিলেন। প্রজারক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্যগণের সঙ্গে হিমালয়শৃঙ্গে গিয়ে সেখানে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। সেই যজ্ঞে হুতাশন থেকে এক আশ্চর্য ভূত উৎপন্ন হ'ল, তার বর্ণ নীলোৎপলতুল্য, দন্তসকল তীক্ষ্ণ, উদব কৃশ, দেহ অতি উন্নত। এই দূর্ধর্ষ অমিততেজা ভূতের উত্থানে বসুন্ধরা বিচলিত এবং মহাসাগর বিক্ষুব্ধ হ'ল, উষ্ণাপাত এবং নানাপ্রকার দর্শন দেখা গেল। ব্রহ্মা বললেন, জগতের রক্ষা এবং দানবগণের বিনাশের নিমিত্ত আমি অসি নামক এই বীর্ষবান ভূতকে চিন্তা করেছিলাম। ক্ষণকাল পরে সেই ভূত কালান্তকতুল্য ভীষণ খরধার নির্মল নিস্তিংগ(১)রূপে প্রকাশিত হ'ল। ব্রহ্মা সেই অধর্মনিবারক তীক্ষ্ণ অস্ত্র ভগবান রুদ্রকে দিলেন। রুদ্র সেই খড়্গের আঘাতে সমস্ত দানব বিনষ্ট করলেন এবং জগতে ধর্ম সংস্থাপন করে মঙ্গলময় শিবরূপ ধারণ করলেন। তার পর তিনি

(১) যে খড়্গ লম্বায় ত্রিশ আঙুলের বেশী।

সেই রুধিরাক্ত অসি ধর্মপালক বিষ্ণুকে দিলেন। বিষ্ণুর কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে মরীচি, মহর্ষিগণ, ইন্দ্র, লোকপালকৃষ্ণ, সূর্যপুত্র মনু, মনুর পুত্র ক্ষুদ্রপ, তার পুত্র ইক্ষ্বাকু পদ্রুরবা প্রভৃতি, তার পর ভরস্বাজ, দ্রোণ, এবং পবিশেষে কৃপাচার্য সেই অস্ত্র পেয়েছিলেন। কৃপেব কাছ থেকে তুমি ও তোমার জ্ঞাতারা সেই পরম অসি লাভ কবেছ। মাদ্রীপুত্র, সকল প্রহরণেব মধ্যে খড়্গই প্রধান। ধনুর্বে উদ্ভাবক বেণপুত্র পুথুর্বা, যিনি ধর্মানুসারে প্রজাপালন এবং পৃথিবী দোহন ক'বে বহু শস্য উৎপাদন করোছিলেন; ত্রুতএব ধনুও আদরণীয়। যদুধিষ্মারদ বীবগণেব সর্বদা অসির পূজা করা উচিত।

### ১৪। কৃতঘ্না গৌতমের উপাখ্যান

ভীষ্মের কথা শেষ হ'লে যদুধিষ্ঠির গৃহে গেলেন এবং বিদুব. ও ভ্রাতাদের সঙ্গে ধর্ম অর্থ ও কাম সম্বন্ধে বহু আলাপ করলেন। পবদিন তাঁরা পদনবার ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন।

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, কিপ্রকার লোক সাধু? কার সঙ্গে পবম প্রীতি হয়? বর্তমান কালে এবং ভবিষ্যতে কারা হিতকারী হয়? আমার মনে হয়, হিতবাক্য শোনে এবং হিতকার্য করে এমন সূহৃৎ দুর্লভ। ভীষ্ম বললেন, যারা লোভী ক্রুব ধর্মত্যাগী শঠ অলস কুটিল গদুর্বপস্বীধর্ষক বন্ধুপবিত্যাগী নিলজ্জ নাস্তিক অসত্যভাষী দুষ্টশীল নৃশংস, যে মিথের অপকার কবে, অপবের অর্থ কামনা করে, অকারণে ক্রোধ এবং হঠাৎ বিরোধ করে, যারা সুবাপাষী প্রসন্নহিংসাপরাধিণ কৃতঘ্না এবং জনসমাজে নিন্দিত, এমন লোকের সঙ্গে মিথ্রতা কবা উচিত নয়। যাঁরা সংকুলজাত জ্ঞানী রূপবান গুণবান অলোভী কৃতজ্ঞ সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় ও জনসমাজখ্যাত, তাঁরাই রাজ্যেব মিথ্র হবার যোগ্য। যাঁরা কষ্টস্বীকার ক'রেও সূহৃৎদেব কার্য করেন, তাঁরাই বিশ্বস্ত ও ধার্মিক হন এবং সূহৃৎগণেব প্রতি সর্বদা অনুবক্ত থাকেন। কৃতঘ্না ও মিথ্রঘাতক নবাপমগণ সকলেবই বর্জনীয়। আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন।—

গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষাব জন্য এক ভদ্রস্বভাব দস্যুব গৃহে এসেছিলেন। দস্যু তাঁকে নৃতন বস্ত্র এবং একটি বিধবা যুবতী দান কবলে। গৌতম দস্যুদের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন এবং তাদেরই তুল্য হিংস্র ও নির্দয় হলেন। কিছুকাল পরে এক শৃঙ্খলস্বভাব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই দস্যুগ্রামে এলেন; ইনি গৌতমের স্বদেশবাসী ও সখা ছিলেন। গৌতমের স্কন্ধে নিহত হংসের ডার, হস্তে ধনুর্বাণ

এবং তাঁর রাক্ষসের ন্যায় রুধিরাক্ত দেহ দেখে নবাগত ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি প্রসিদ্ধ বেদব্রত বিপ্লব বংশে জন্মগ্রহণ করে এমন কুলাঙ্গার হয়েছ কেন? গৌতম বললেন, আমি দরিদ্র ও বেদজ্ঞানশূন্য, অভাবে পড়ে এমন হয়েছি। আজ তুমি এখানে থাক, কাল আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব। দয়ালু ব্রাহ্মণ সন্মত হয়ে সেখানে রাতিযাপন করলেন, কিন্তু গৌতম বাব বার অনুবোধ করলেও আহার কবলেন না।

পরদিন ব্রাহ্মণ চলে গেলে গৌতমও সাগবেব দিকে যাত্রা কবলেন। তিনি একদল বধিকের সঙ্গে নিলেন, কিন্তু বন্য হস্তী আক্রমণে বহু বণিক বিনষ্ট হ'ল, গৌতম একাকীই অবগ্যপথে যেতে লাগলেন এবং এক সুবন্য সমতল প্রদেশে উপস্থিত হ'লেন। সেখানে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখে গৌতম তাব পাদদেশে সুখে নিদ্রা গেলেন। সন্ধ্যাকালে সেখানে রহস্যর প্রিয় সখা কশ্যপপুত্র পক্ষিশ্রেষ্ঠ নাড়ীজঘ্ন নামক বকবাজ রহস্যলোক থেকে অবতীর্ণ হলেন। ইনি ধরাতলে রাজধর্মা নামে বিখ্যাত ছিলেন। রাজধর্মী গৌতমকে বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনার কুশল তো? আপনি আমার আলয়ে অতিথি হয়েছেন, আজ এখানেই রাতিযাপন করুন।

রাজধর্মী গঙ্গা থেকে নানাপ্রকার মৎস্য এনে অতিথিকে খেতে দিলেন। গৌতমকে ধনাভিলাষী জেনে রাজধর্মী পরদিন প্রভাতকালে বললেন, সৌম্য, আপনি এই পথ দিয়ে যান, তিন যোজন দূরে আমার সখা বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসরাজকে দেখতে পাবেন; তিনি আপনার সকল অভিলাষ পূর্ণ করবেন।

বিরূপাক্ষ গৌতমকে সসম্মানে গ্রহণ করে তাঁর পবিচয় জিজ্ঞাসা কবলেন। গৌতম কেবল তাঁর গোত্র জানালেন, আর কিছুই বললেন না। বিরূপাক্ষ বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনার নিবাস কোথায়? কোন্ গোত্রে বিবাহ করেছেন? সত্য বলুন, ভয় করবেন না। গৌতম বললেন, আমার জন্ম মধ্যদেশে, এখন শবরালয়ে থাকি; আমি এক বিধবা শূদ্রাকে বিবাহ করেছি। রাক্ষসরাজ বিষন্ন হয়ে ভাবলেন, ইনি কেবল জাতিতেই ব্রাহ্মণ; যাই হ'ক, আমার সহৃৎ মহাত্মা বকরাজ একে পাঠিয়েছেন, অতএব একে আমি তুষ্ট করব। আজ কার্তিকী পূর্ণিমা, সহস্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে একেও ভোজন করাব, তার পব ধনদান করব।

ব্রাহ্মণভোজনের পর বিরূপাক্ষ সকলকেই স্বর্ণময় ভোজনপাত্র এবং প্রচুর ধনরত্ন দক্ষিণা দিলেন। সকলে সন্তুষ্ট হয়ে প্রস্থান করলেন, গৌতম তাঁর স্বর্ণের ভার কষ্টে বহন করে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পূর্বোক্ত বটবৃক্ষের নিকট ফিরে এলেন। মিতবৎসল বিহগশ্রেষ্ঠ রাজধর্মী পক্ষন্দারা বীজন করে গৌতমের শ্রান্তি দূর করলেন এবং ভোজনের আয়োজন করে দিলেন। ভোজনকালে গৌতম ভাবলেন,

আমি অনেক সুবর্ণ পেয়েছি, বহু দূরে আমাকে যেতে হবে, পথের জন্য খাদ্য-সামগ্রী কিছই নেই। এই বকরযজ্ঞের দেহে প্রচুর মাংস আছে, একেই বধ করে নিয়ে যাব। রাজধর্মী বটবৃক্ষের নিকটে অগ্নি জেদলে তারই নিকটে নিজের ও গোতমের শয্যে ব্যবস্থা করলেন। রাত্রিকালে দুবাক্ষা গোতম রাজধর্মীকে বধ করলেন এবং তাঁর পক্ষ মাংস ও সুবর্ণভার নিয়ে দ্রুতবেগে প্রস্থান কবলেন।

পরদিন রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ তাঁর পুত্রকে বললেন, বৎস, আজ আমি রাজধর্মীকে দেখি নি, তিনি প্রতিদিন প্রভাতকালে ব্রহ্মাকে বন্দনা করিতে যান আমাকে না দেখে গৃহে ফেরেন না। তুমি তাঁর খোঁজ নিয়ে এস। দুরাচার গোত- তাঁর কাছে গেছে সেজন্য আমি উদ্বেগিত হয়েছি। বিরূপাক্ষের পুত্র তাঁর অনুচরকে নিয়ে বটবৃক্ষের কাছে গিয়ে রাজধর্মীর অস্থি দেখতে পেলেন। তাব পব তি দ্রুতবেগে গিয়ে গোতমকে ধরে ফেললেন এবং তাঁকে মেঘব্রজ নগরে বিরূপাক্ষের কাছে নিয়ে গেলেন। রাজধর্মীর মৃতদেহ দেখে সকলেই কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। বিরূপাক্ষ বললেন, এই পাপাত্মা গোতমকে এখনই বধ কব, এর মাংস বাক্ষসবা খাক। বাক্ষসবা বিনীত হয়ে বললে, মহাবাজ, একে দস্যব হাতে দিন, এর পাপদেহ আমরা খেতে পারব না। বিরূপাক্ষের আদেশে রাক্ষসবা গোতমকে খণ্ড খণ্ড করে দস্যবদের দিলে, কিন্তু দস্যবও খেতে চাইল না। মিথ্রদ্রোহী কৃতঘ্ন নৃশংস লোক কীটেরও অভক্ষ্য।

বিরূপাক্ষ ষথার্বিধ রাজধর্মীর প্রেতকার্য করলেন। সেই সময়ে দক্ষকন্যা পদ্মিনী সুরভি উর্ধ্ব আবির্ভূত হলেন, তাঁর মদ্য থেকে দ্রুতক্ষেন্ন নিঃসৃত হয়ে চিতার উপর পড়ল। বকবাজ রাজধর্মী পুনর্জীবিত হলেন। তখন ইন্দ্র এসে বললেন, পুরাকালে রাজধর্মী একবার ব্রহ্মার সভায় যান নি; ব্রহ্মা বদন্ত হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তারই ফলে রাজধর্মীর নিধন হয়েছিল।

রাজধর্মী ইন্দ্রকে বললেন, দেবরাজ, যদি আমার উপর দয়া থাকে তবে আমার প্রিয় সখা গোতমকে পুনর্জীবিত কবুন। গোতম জীবন লাভ কবলে রাজধর্মী তাঁকে আলিঙ্গন করে ধনরত্নের সহিত বিদায় দিলেন এবং পুর্বের ন্যায় ব্রহ্মার সভায় গেলেন। গোতম শবরালয়ে ফিরে এলেন এবং পুনর্ভূ (স্বিতীয়বার বিবাহিতা) শূদ্রা পত্নীর গর্ভে দক্ষকৃতকারী বহু পুত্রের জন্ম দিলেন। দেবগণের শাপে কৃতঘ্ন গোতম মহানরকে গিয়েছিলেন।

আখ্যান শেষ করে ভীষ্ম বললেন, কৃতঘ্ন লোকের যশ সন্ধান ও আগ্রহ নেই, তারা কিছতেই নিষ্কৃতি পায় না। মিথ্র হতে সম্মান ও সর্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু

লাভ করা যায়, বিপদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। বিচক্ষণ লোকে মিত্রের সমাদর করেন এবং মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্ন নরাধমকে বর্জন করেন।

## ॥ মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায় ॥

### ১৫। আত্মজ্ঞান — ব্রাহ্মণ-সেনজিৎ-সংবাদ

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি রাজধর্মের অন্তর্গত আপদধর্ম বিবৃত করেছেন, এখন যে ধর্ম সকলের পক্ষেই শ্রেয় তাব উপদেশ দিন। ধনক্ষয় হ'লে অথবা স্ত্রীপুত্রাদির মৃত্যু হ'লে যে বদ্বিষ্ম দ্বারা শোক দূর করা যায় তাব সম্বন্ধেও বলুন।

ভীষ্ম বললেন, ধর্মের নানা দ্বার আছে, ধর্মকার্য কখনও বিফল হয় না। লোকের যে বিষয়ে নিষ্ঠা হয় তাকেই সে শ্রেয় জ্ঞান করে, অন্য বিষয়ে তার প্রবৃত্তি হয় না। সংসার অসার এই জ্ঞান হ'লে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন বদ্বিষ্মমান লোকের আত্মমোক্ষের জন্য যত্ন করা উচিত। শোকনিবারণের উপায় আত্মজ্ঞান লাভ। আমি এক প্রাচীন কথা বলছি 'শোন।—

রাজা সেনজিৎ পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁকে এই কথা বলে প্রবোধ দিবেছিলেন।—রাজা, তুমি নিজেই শোচনীয়, তবে অন্যের জন্য শোক করছ কেন? আমি মনে করি, আমার আত্মাও আমার নয়, 'আবার সমগ্র পৃথিবীই আমার। এইরূপ বদ্বিষ্ম থাকায় আমি হৃষ্ট হই না ব্যথিতও হই না। মহাসাগরে যেসকল কান্দু ভাসে তারা কখনও মিলিত হয় কখনও পৃথক হয়; জীবগণের মিলনবিচ্ছেদও সেইরূপ। পুত্রাদির উপর স্নেহ করা উচিত নয়, কারণ বিচ্ছেদ অনিবার্য। তোমার পুত্র অদৃশ্য স্থান থেকে এসেছিল, আবার অদৃশ্য স্থানেই চ'লে গেছে; সে তোমাকে জানত না, তুমিও তাকে জানতে না, তবে কেন শোক করছ? বিষয়বাসনা থেকেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। সুখের অন্তে দুঃখ এবং দুঃখের অন্তে সুখ হয়, সুখদুঃখ চক্রের ন্যায় আবর্তন করে। জীবন ও শরীর একসঙ্গেই উৎপন্ন নয়, একসঙ্গেই বিনষ্ট হয়। তৈলকার যেমন তৈলবস্ত্রে তিল নিপীড়িত করে, অজ্ঞানসম্ভূত ক্রুশসকল সেইরূপ জীবগণকে সংসারচক্রে নিপীড়িত করে। মানব স্ত্রীপুত্রাদির জন্য পাপকর্ম করে, কিন্তু সে একাকীই

ইহলোকে ও পরলোকে পাপের ফল ভোগ করে। বুদ্ধি থাকলেই ধন হয় না, ধন থাকলেই সুখ হয় না—

যে চ মৃত্যুতমা লোকে যে চ বুদ্ধিঃ পরং গতাঃ।  
 তে নরাঃ সুখমেধন্তে ক্লিষ্টাত্যন্তরিতো জনঃ॥...  
 যে চ বুদ্ধিসুখং প্রাপ্তা দ্বন্দ্বাতীতা বিমৎসরাঃ।  
 তামৈবার্থা ন চানর্থ্য ব্যথয়ন্তি কদাচন॥  
 অথ যে বুদ্ধিমপ্রাপ্তা ব্যতিক্রান্তাশ্চ মৃত্যুতাম্।  
 তেহতিবেলং প্রহৃষ্যন্তি সন্তাপমদুঃখান্তি চ॥ .  
 সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি ব্যাপ্রিয়ম্।  
 প্রাপ্তং প্রাপ্তমদুঃখসীত হৃদয়েনাপবাজিতঃ॥

— জগতে যারা মৃত্যুতম এবং যারা পবনবুদ্ধি লাভ কবেছে তারাই সুখভোগ করে, যারা মধ্যবর্তী তারা ক্লেশ পায়। যাঁরা রাগশ্বেষাদির অতীত এবং অসুখাশুদ্য হয়ে পবনবুদ্ধিজনিত সুখ লাভ কবেছেন, অর্থ ও অনর্থ (ইষ্ট ও অনিষ্ট) তাঁদের কদাচ ব্যাধিত কবে না। আব, যাঁরা পবনবুদ্ধি লাভ কবেন নি অথচ মৃত্যুতম অতিক্রম কবেছেন, তাঁরাই অত্যন্ত হর্ষ ও অত্যন্ত সন্তাপ ভোগ কবেন। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, যাই উপস্থিত হ'ক, অপরাজিত (অনিভূত) হয়ে হৃদয়ে মেনে নেবে।

ব্রাহ্মণের নিকট এইপ্রকার উপদেশ পেয়ে সেনাজিৎ শান্তিলাভ করলেন।

### ১৬। অজগরব্রত — কামনাভ্যাগ

ভীষ্ম বললেন, শম্পাক নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীর আচরণে এতই অসবস্ত্রের অভাবে কষ্ট পেয়ে সম্যাস নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, মানদুঃখ জন্মাবধি যে সুখদুঃখ ভোগ করে, সে সমস্ত যদি সে দৈবকৃত মনে করে তবে হৃষ্ট বা ব্যাধিত হয় না। যাঁর কিছুই নেই তিনি সুখে শয়ন করেন, সুখে উত্থান করেন; তাঁর শত্রু হয় না। রাজ্যের তুলনায় অকিঞ্চনতারই গুণ অধিক। বিদেহরাজ জনক বলেছিলেন, আমার বিস্তারিত অন্ত নেই, তথাপি আমার কিছুই নেই; মিথিলারাজ্য দম্ব হয়ে গেলেও আমার কিছু নষ্ট হয় না।

দানবরাজ প্রহ্লাদ এক ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, আপনি নির্লোভ শূদ্রস্বভাব দয়ালু জিতেন্দ্রিয় অসুয়াহীন মেধাবী ও প্রাজ্ঞ, তথাপি বালকের ন্যায় বিচরণ করেন। আপনি লাভালাভে তুষ্ট বা দুঃখিত হন না, ধর্ম অর্থ ও কামেও আপনি

উদাসীন। আপনার তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র ও আচরণ কিরূপ তা আমাকে বলুন। ব্রাহ্মণ বললেন, প্রহ্লাদ, অজ্ঞাত কারণ থেকে জীবগণের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়; মহাকায় ও সূক্ষ্ম, স্থাবর ও জঙ্গম সকল জীবেরই মৃত্যু হয়, আকাশচারী জ্যোতিষ্কগণেও পতন হয়। সকলেই মৃত্যুর বশীভূত এই জেনে আমি সদুখে নিদ্রা যাই। যদি লোকে দেয় তবে উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রচুরপরিমাণে খাই, না পেলে অভুক্ত থাকি। কখনও অশ্নের কণা, কখনও পিণ্যাক (তিলের খোল), কখনও পলাশ খাই; কখনও পৰ্য্যঙ্কে কখনও ভূমিতে শুই; কখনও চীর কখনও মহামদ্য বস্ত্র পরি। স্বধর্ম থেকে চ্যুত না হয়ে রাগশ্বেবাদি ত্যাগ করে পবিত্রভাবে আমি অজগবন্ত আচরণ করছি। অজগব সর্প যেমন দৈবক্রমে লম্ব খাদ্যে তুষ্ট থাকে, আমিও সেইরূপ যদৃচ্ছাগত বিষয়েই তুষ্ট থাকি। আমার শয়ন ভোজনের নিয়ম নেই, আমি সূত্বের অনিত্যতা উপলব্ধি করে পবিত্রভাবে আত্মনিষ্ঠ হয়ে এই অজগবন্ত পালন করছি।

যদ্বিষ্ঠিব, কশ্যপবংশীয় এক ঋষিপুত্র কোনও বৈশ্যের রথের নীচে পড়ে আহত হয়েছিলেন। ক্ষুধা ও ক্রন্দন হয়ে তিনি প্রাণত্যাগের সংকল্প করলেন। তখন ইন্দ্র শৃঙ্গালের রূপ ধারণ করে তাঁর কাছে এসে বললেন, তুমি দুর্লভ মানব-জন্ম, ব্রাহ্মণ ও বেদবিদ্যা লাভ করেছ। তোমার দশ-অঙ্গুলিযুক্ত দুই হস্ত আছে, তার দ্বারা সকল কর্ম কবতে পার। সৌভাগ্যক্রমে তুমি শৃঙ্গাল কীট মূষিক সর্প বা ভেক হও নি, মনুষ্য এবং ব্রাহ্মণ হয়েছ; এতেই তোমার সন্তুষ্টি থাকা উচিত। আমার অবস্থা দেখ, আমার হস্ত নেই, দংশক কীটাদি তাড়াতে পারি না; আবার আমার চেয়েও নিকৃষ্ট জীব আছে। অতএব তুমি নিজের অবস্থায় তুষ্ট হও। যিনি কামনা বোধ করতে পাবেন তিনি ভয় থেকে মুক্ত হন। মানুষ্য যে বস্তুর সসজ্জ নয় তাতে তার কামনা হয় না। মদ্য ও লটবাক (চড়াই) পক্ষীর মাংস অপেক্ষা উত্তম ভক্ষ্য কিছুই নেই, কিন্তু তুমি এই দুইএর স্বাদ জান না এজন্য তোমার কামনা নেই। অতএব ভক্ষণ স্পর্শন দর্শন দমিত করাই শ্রেয়স্কর। তুমি প্রাণবিসর্জনের সংকল্প ত্যাগ করে ধর্মচরণে উদ্যোগী হও। এইপ্রকার উপদেশ দিয়ে ইন্দ্র রূপ ধারণ করলেন, তখন ঋষিপুত্র দেবরাজকে পূজা করে স্বগৃহে চলে গেলেন।

### ১৭। সৃষ্টিতত্ত্ব—সদাচার

যদ্বিষ্ঠিব বললেন, পিতামহ, স্থাবরজঙ্গম সমেত এই জগৎ কি থেকে সৃষ্ট হ'ল, প্রলয়কালে কিসে লয় পাবে, মৃত্যুর পরে জীব কোথায় যায়, এইসব



আমাকে বলুন। ভীষ্ম বললেন, ভরম্বাজের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি ভৃগু যা বলেছিলেন শোন। — মানস নামে এক দেব আছেন তিনি অনাদি অজর অমর অব্যক্ত শাস্বত অক্ষয় অব্যয়; তাঁ হ'তেই সমস্ত জীব সৃষ্ট হয় এবং তাঁতেই লীন হয়। সেই দেবই মহৎ অহংকার আকাশ সলিল প্রভৃতির মূল কাবণ। মানসদেবের সৃষ্ট পদ্ম হ'তে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েই 'সোহং' বলেছিলেন, সেজন্য তিনি অহংকার নামে খ্যাত হয়েছেন। পর্বত মৌদীনী সাগর আকাশ বায়ু অগ্নি চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি তাঁরই অঙ্গ। অহংকারের যিনি স্রষ্টা, সেই আত্মভূক্ত দৃষ্টের আদিদেবই ভগবান অনন্ত-বিস্তৃত।

আকাশেব অন্ত নেই। যে স্থান থেকে চন্দ্রসূর্য ও দেখা যায় না সেখানে স্বয়ংদীপ্ত দেবগণ বিবাজ কবেন। পৃথিবীর অন্তে সমুদ্র, তার পব তুল্লিকা তাব পর সলিল, তার পব অগ্নি। আবাব বসাতলেব পব সলিল, তাব পব সপ লোক, তার পর পুনর্বার আকাশ জল প্রভৃতি। এই সকলের তত্ত্ব দেবগণেরও দৃষ্টের।

জীবের বিনাশ নেই, দেহ নষ্ট হ'লে জীব দেহান্তবে যায়। কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে গেলে অগ্নি যেমন অদৃশ্যভাবে আকাশ আশ্রয় কবে, শবীবত্যাগেব পব জীবও সেইবূপ আকাশের ন্যায় অবস্থান কবে। শরীববদ্যপী অন্তরাত্মাই দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি কার্য নির্বাহ করেন এবং সূক্ষদৃঃখ অনুভব কবেন।

সত্যই ব্রহ্ম ও তপস্যা, সত্যই প্রজাগণকে সৃষ্টি ও পালন করে। ধর্ম ও অর্থ হ'তেই সূত্বের উৎপত্তি হয়, যার শাবীরক ও মানসিক দৃঃখ নেই সেই সূত্ব অনুভব কবে। স্বর্গে নিত্য সূত্ব, ইহলোকে সূক্ষদৃঃখ দুইই আছে, নরকে কেবল দৃঃখ। সূত্বই পবমপদার্থ।

যদুধিষ্ঠিব বললেন, পিতামহ, আমি সদাচারেব বিধি শুনতে ইচ্ছা করি। ভীষ্ম বললেন, সদাচারই সাধুদেব লক্ষণ, অসাধুরা দুরাচার। প্রাতঃকালে শৌচের পর দেবতাদের তর্পণ করে নদীতে অবগাতন কবে। সূর্যোদয় হ'লে নিদ্রা যাবে না। সায়াংকালে ও প্রাতঃকালে পূর্ব- ও পশ্চিম-মুখ হয়ে সাবিত্রীমন্ত্র জপ করবে। হস্ত পদ মুখ আদ্র করে মৌনী হয়ে ভোজন করবে। অতিথি স্বজন ও ভৃত্যদের সঙ্গে সমানভাবে ভোজন কবাই প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট জননীর হৃদয়ের ন্যায় অমৃততুল্য। যিনি মাংসভক্ষণ ত্যাগ করেছেন তিনি যজ্ঞে সংস্কৃত মাংসও খাবেন না। উদীয়মান সূর্য এবং নন্দা পরম্পরকে দেখবে না। সূর্যের অভিমুখে

মদ্যভ্যাগ, নিজের পদ্রুপ দর্শন এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গে একত্র শয়ন ও ভোজন করবে না। জ্যেষ্ঠদের 'তুমি' বলবে না।

তার পর যদুধিষ্ঠিরের অনুরোধে ভীষ্ম অধ্যাত্মযোগ, ধ্যানযোগ, জপানুষ্ঠান ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে সবিস্তারে বললেন।

### ১৮। বরাহরূপী বিষ্ণু—যজ্ঞে অহিংসা—প্রাণদণ্ডের নিন্দা

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, কৃষ্ণ তিষ্ণগ্‌যোনিতে বরাহরূপে কেন জন্মেছিলেন তা শুনতে ইচ্ছা করি। ভীষ্ম বললেন, পদ্বাকালে নরক প্রভৃতি বজ্রদর্পিত অসুরগণ দেবগণের সমৃদ্ধি দেখে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। তাদের উৎপীড়নে বসুদেবতাভারাক্রান্ত ও কাতর হলেন। তখন ব্রহ্মা দেবগণকে আশ্বাস দিলেন যে বিষ্ণু দানবগণকে সংহার করবেন। তার পর মহাতেজা বিষ্ণু বরাহের মূর্তি ধারণ করে ভূগর্ভে গিয়ে দানবদের প্রতি ধাবিত হলেন। তাঁর নিনাদে ঐলোক বিষ্ণুস্থ হ'ল, দানবগণ বিষ্ণুতেজে মোহিত ও গতাসু হয়ে পতিত হ'ল। মহর্ষিগণ স্তব করলে বরাহরূপী বিষ্ণু রসাতল থেকে উত্থিত হলেন। সেই মহাযোগী ভূতভাবন পশ্চাৎ বিষ্ণুব প্রভাবে সকলের ভয় ও শোক দূর হয়েছিল।

তার পর যদুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বিবিধ দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত করে অহিংসা সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন।—পদ্বাকালে রাজা বিচক্ষু গোমেধ-যজ্ঞে নিহত বৃষের দেহ দেখে এবং গোসকলের আত্নাদ শব্দে কাতর হয়ে এই আশীর্বাদ করেছিলেন—গোজাতির স্থিতি হ'ক। যারা মূঢ় ও সংশয়গ্রস্ত নাস্তিক তাঁরাই যজ্ঞে পশুবধের প্রশংসা করে। ধর্মাত্মা মনু সকল কর্মে অহিংসারই উপদেশ দিয়েছেন। সর্বভূতে অহিংসাই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। ধূর্তরাই সূরা মৎস্য মাংস মধু ও কুশরাস্য ভোজন প্রবর্তিত করেছে, বেদে এসকলের বিধান নেই। সকল যজ্ঞেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান জেনে ব্রাহ্মণগণ পায়স ও পদ্মপ ম্বারাই অর্চনা করেন। শত্ৰুস্বভাব মহাত্মাদের মতে যা কিছু উত্তম গণ্য হয় তাই দেবতাকে নিবেদন করা যেতে পারে।

যদুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও লোককে বধদণ্ড না দিয়েও রাজা কোন উপায়ে প্রজ্ঞাশাসন করতে পারেন? ভীষ্ম বললেন, আমি এক পদ্রুতন ইতিহাস বলছি শোন।—দ্যুমৎসেনের আজ্ঞায় বধদণ্ডের যোগ্য কল্কজ্ঞন

অপবোধীকে সত্যবানের নিকট আনা হ'লে সত্যবান বললেন, পিতা, অবস্থা বিশেষে ধর্ম অধর্মরূপে এবং অধর্ম ধর্মরূপে গণ্য হয়, কিন্তু বধ কখনই ধর্ম হ'তে পারে না। দ্যুমৎসেন বললেন, দস্যুদের বধ না কবলে নানা দোষ ঘটে, দুষ্টের দমনের নিমিত্ত বধদণ্ড আবশ্যিক, নতুবা ধর্মরক্ষা হয় না। অন্য উপায় যদি তোমার জ্ঞানা থাকে তো বল।

সত্যবান বললেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকে ব্রাহ্মণের অধীন কবা কর্তব্য। কেউ যদি ব্রাহ্মণের বাক্য না শোনে তবে ব্রাহ্মণ বাজাকে জ্ঞানাবেন, তখন রাজা তাকে দণ্ড দেবেন। অপবোধীর কর্ম নীতিশাস্ত্র অনুসারে বিচার না ক'রে বধ দেওয়া অন্যায্য। একজনকে বধ করলে তাব পিতা মাতা পত্নী পুত্র প্রভৃতিরও সংশয় হয়। অসাধুলোকেও পরে সচ্চরিত্র হ'তে পারে, অসাধুও সাধু হ'তে পারে, অতএব সমূলে সংহার কবা অকর্তব্য। অপরাধের শাস্তি অন্য হ'তে পারে, যথা ভয়প্রদর্শন, বন্ধন (কারাদণ্ড), বিরূপকরণ প্রভৃতি। অপবোধী যদি পুরোহিতের শরণাগত হয়ে বলে — আব এমন কর্ম কবব না, তবে তাকে প্রথম বারে মার্জনা কবাই উচিত। মান্যগ্য লোকের প্রথম অপবোধ ক্ষমার্হ, বার বার অপরাধ দণ্ডনীয়।

দ্যুমৎসেন বললেন, পূর্বে লোকেবা সদৃশ্য সত্যনিষ্ঠ ও মৃদুস্বভাব ছিল, ধিক্কাবেই তাদের যথেষ্ট দণ্ড হ'ত। তাব পব বাগদণ্ড (তিবন্ধক) ও অর্থদণ্ড প্রচলিত হয়, সম্প্রতি বধদণ্ড প্রবর্তিত হয়েছে। এখন অপবোধীকে বধদণ্ড দিয়েও অন্যান্য লোককে দমন করা যায় না। কথিত আছে, দস্যু কারও আত্মীয় নয়, তার সঙ্গে কোনও লোকের সম্বন্ধ নেই। যাবা শ্মশান থেকে শবের হস্তাদি এবং ভূতাবিষ্ট লোকেব ধন হরণ করে, শপথ করিয়ে তাদের শাসন করা যায় না।

সত্যবান বললেন, যদি অহিংস উপায়ে অসাধুকে সাধু করা অসাধ্য হয় তবে যজ্ঞ দ্বারা তাদের সংহার করুন। কিন্তু যদি ভয় দোঁখিয়ে শাসন করা সম্ভবপর হয় তবে ইচ্ছাপূর্বক বধ কবা অকর্তব্য। রাজা সদাচারী হ'লে প্রজাও সেইরূপ হয়, শ্রেষ্ঠ লোকে যেমন আচরণ করেন ইতর লোকে তারই অনুসরণ করে। যে রাজা নিজেকে সংযত না ক'রে অন্যকে শাসন করতে যান তাঁকে লোকে উপহাস করে। নিজের বন্ধু ও আত্মীয়কেও কঠোর দণ্ড দিয়ে শাসন করা উচিত। আয়ু, শক্তি ও কাল বিচার ক'রে রাজা দণ্ডবিধান করবেন। জীবগণেব প্রতি অনুকম্পা ক'রে স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন, যিনি সত্যধর্মী (ব্রহ্মলাভেচ্ছ) তিনি মহৎ কর্মের ফল কদাচ ত্যাগ করবেন না।

## ১৯। বিষয়তৃষ্ণা—বিষ্ণুর মাহাত্ম্য—জন্মের উৎপত্তি

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আমরা অতি পাপী ও নিষ্ঠুর, অর্থেব নিমিত্ত আত্মীয়গণকে সংহার কৰেছি। যাতে অর্থতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় তার উপায় বলুন।

ভীষ্ম বললেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মান্ডব্যকে বিদেহরাজ জনক এই কথা বলেছিলেন। — আমরা কিছুই নেই, তথাপি সুখে জীবনযাপন করি। মিথিলা দংশ হয়ে গেলেও আমরা কিছু নষ্ট হয় না। সকল সমৃদ্ধিই দংশের কারণ। সমস্ত ঐহিক সুখ এবং স্বর্গীয় সুখ তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখেব ষোড়শাংশেব একাংশও নয়। বৃষেব দেহবৃদ্ধি সঙ্গে যেমন তাব শৃঙ্গও বৃদ্ধি পায়, সেইবদূপ ধনবৃদ্ধির সঙ্গে বিষয়তৃষ্ণাও বর্ধিত হয়। সামান্য বস্তুতেও যদি মমতা হয় তবে তা নষ্ট হলে দংশ হয়; অতএব কামনা ত্যাগ করাই উচিত। জ্ঞানী লোকে সর্বভূতকে আপনাব তুল্য মনে কবেন এবং কৃতকৃত্য ও বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে সবই ত্যাগ করতে পারেন। মন্দবৃদ্ধি লোকের পক্ষে যা ত্যাগ কবা দঃসাধ্য, দেহ জীর্ণ হ'লেও যা জীর্ণ হয় না, যা আমবণস্থায়ী বোগেব তুল্য, সেই বিষয়তৃষ্ণাকে যিনি ত্যাগ কবেন তিনিই সুখী হন।

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, লোকে আমাদের ধন্য ধন্য বলে, কিন্তু আমাদের চেয়ে দঃখী কেউ নেই। কবে আমরা রাজ্য ত্যাগ করে সম্মাসধর্ম গ্রহণ কবতে পারব যাতে সকল দঃখেব অবসান হবে?

ভীষ্ম বললেন, মহারাজ, ঐশ্বর্যকে দোষজনক মনে ক'রো না। তোমরা ধর্মজ্ঞ, ঐশ্বর্য সত্ত্বেও শমদমাদি সাধন দ্বাবা যথাকালে মোক্ষলাভ কববে। উদযোগী পদুরূষের অবশ্যই ব্রহ্মলাভ হয়। পদুরাকালে দৈত্যরাজ বৃহৎ যখন নির্জিত রাজ্য-হীন ও অসহায় হয়ে শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করছিলেন তখন শত্রুচাৰ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা কৰেছিলেন, দানব, তুমি পরাজিত হয়েছ কিন্তু দঃখিত হও নি কেন? বৃহৎ বললেন, আমি সংসাব ও মোক্ষের তত্ত্ব জানি সেজন্য আমার শোক বা হর্ষ হয় না। পূর্বে আমি ত্রিলোক জয় কৰেছিলাম, তপস্যা দ্বারা ঐশ্বর্য লাভ কৰেছিলাম, কিন্তু আমার কর্মদোষে সব নষ্ট হয়েছ। এখন আমি ধৈর্য অবলম্বন করে শোকহীন হয়েছি। ইন্দ্রব সহিত যুদ্ধের সময় আমি ভগবান হরিনারায়ণ সনাতন বিষ্ণুকে দেখেছিলাম, যার কেশ মঙ্গুত্বের ন্যায় পীতবর্ণ, শ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ, যিনি সর্বভূতের পিতামহ। আমার সেই পদ্যের ফল এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে,

তাবই প্রভাবে আপনাকে প্রশ্ন করছি — ব্রহ্ম কোথায় অবস্থান করেন? জীব কি প্রকাবে ব্রহ্ম লাভ করে?

এই সময়ে মহামুনি সনৎকুমার সেখানে উপস্থিত হলেন। শূদ্র তাঁকে বললেন, আপনি এই দানববাজের নিকট বিষ্ণুব্রহ্মাণ্ড কীর্তন কবুন। সনৎকুমার বললেন, মহাবাহু, এই জগৎ বিষ্ণুতেই অবস্থান করছে, তিনিই সমস্ত সৃষ্টি এবং লয় করেন। তপস্যা ও যজ্ঞ দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না, যিনি হিন্দুসংখ্যম ও চিত্তশোধন করেছেন, যাঁব বুদ্ধি নির্মল হয়েছে, তিনিই পবলোকে মোক্ষলাভ করেন। স্বর্ণকাব যেমন বহুবাব অগ্নিতে নিক্ষেপ কবে অতি যত্নে স্বর্ণ শোধন করে, জীবও সেইবদ বহুবাব জন্মগ্রহণ কবে কর্ম দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করে। যেমন অল্প পদ্মের সংস্পর্শে তিলসর্বপাদি নিজ গন্ধ ত্যাগ কবে না, কিন্তু বাব বাব বহু পদ্মের সংস্পর্শে নিজ গন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে পদ্মগন্ধে বাসিত হয়, সেইবদ বহুবাব জন্মগ্রহণ কবে মানুষ আসক্তিজানিত দোষ থেকে মুক্ত হয়। যাঁব চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে তিনি মন দ্বারা অনুসন্ধান কবে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাব এবং অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করেন।

সনৎকুমারের উপদেশ শোনাব পর দানববাজ ব্রহ্ম যোগস্থ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে পরমগতি লাভ করলেন।

যদুধিষ্ঠিব বললেন, পিতামহ, সনৎকুমার যাঁর কথা বলেছিলেন, এই জনার্দন কৃষ্ণই কি সেই ভগবান? ভীষ্ম বললেন, এই মহাত্মা কেশব সেই পবনপুত্রের অষ্টমাংশ। ইনিই জগতের স্রষ্টা এবং প্রলয়কালে সমস্ত বিনষ্ট হলে ইনিই পুনর্বীর জগৎ সৃষ্টি করেন; এই বিচিত্র বিশ্ব এতেই অবস্থান কবেছে। ধর্মরাজ, তোমরা শূদ্ধ ও উচ্চ বংশে জন্মেছ, ব্রতপালনও কবেছ। মৃত্যুব পবে তোমরা দেবলোকে যাবে, তার পর আবার মর্ত্যলোকে আসবে; পুনর্বীর দেবলোকে সুখ-ভোগ কবে সিদ্ধগণের পদ লাভ করবে। তোমাদের ভয় নেই, সকলে সুখে কালযাপন কব।

যদুধিষ্ঠিব বললেন, পিতামহ, ব্রহ্ম ধার্মিক ও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তিনি ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হলেন কি করে? ভীষ্ম বললেন, যুদ্ধকালে ব্রহ্মের অতি বিশাল মূর্তি দেখে ভয়ে ইন্দ্রের উরুস্তম্ভ হয়েছিল। তিনি ব্রহ্ম কর্তৃক নিপীড়িত হয়ে মর্ছিত হলে বিশষ্ট তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করলেন। তার পর ইন্দ্রাদি দেবগণ ও

মহর্ষিগণ বৃষবধের জন্য মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব ইন্দ্রের দেহে নিজের তেজ এবং বৃহের দেহে জ্বররোগ সংক্রামিত ক'রে বললেন, দেবরাজ, এখন তুমি বজ্র দ্বারা তোমার শত্রুকে বধ কর। তখন ইন্দ্র বজ্রপ্রহার ক'রে বৃহকে পাতিত করলেন। মহাদেব যখন দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করছিলেন তখন তাঁর ঘর্মবিন্দু থেকে একটি পদ্রুঘ উৎপন্ন হয়েছিল, তারই নাম জব। ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব জবকে নানা-প্রকারে বিভক্ত করেছিলেন। হস্তিমস্তকেব তাপ, পর্বতের শিলাজতু, জলের শৈবাল, ভূজগেব মিমৌক, গোজাতিব খুবরোগ, ভূমিব উষবতা, পশুব দৃষ্টিরোধ, অশ্বেব গলবোগ, ময়ূরের শিখোদ্ভেদ, কোকিলেব নেত্রবোগ, মেঘের পিণ্ডভেদ, শূক্রেব হিঙ্গা, এবং শাদ্দলের শ্রম, এই সকলকে জবর বলা হয়।

## ২০। দক্ষযজ্ঞ

মহাভাবতবস্তা বৈশম্পায়নকে জনমেজয় বললেন, মহর্ষি, বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রচেতার পুত্র প্রজাপতি দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে নষ্ট এবং পুনর্বীর অনর্দীক্ষিত হয়েছিল তা আপনি বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন, পুরাকালে হিমালয় পর্বতের পৃষ্ঠে পবিত্র গঙ্গাম্বারে দক্ষ প্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন কবেছিলেন। সেই যজ্ঞে দেব দানব গন্ধর্ব, আদিভাগব বসুগণ রুদ্রগণ প্রভৃতি, ইন্দ্রাদি দেবগণ, এবং ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণ ও গিতৃগণ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। জবায়ুজ অন্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ জীবও সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। সমাগত সকলকে দেখে দধীচি মূর্খ হয়ে বললেন, যে অনর্দীক্ষিত মহেশ্বর রুদ্র পূজিত হন না তা যজ্ঞও নয় ধর্মও নয়। ঘোর বিপদ আসন্ন হয়েছে, মোহবশে তা কেউ বুঝতে পারছে না। এই বলে মহাযোগী দধীচি ধ্যাননেত্রে হরপার্বতী এবং তাঁদের নিকটে উপবিষ্ট নারদকে দেখলেন। দধীচি বললেন, সকলে একযোগে মন্ত্রণা করে মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেন নি। তখন তিনি যজ্ঞস্থান থেকে স'রে গিয়ে বললেন, যে লোক অপূজ্যের পূজা করে এবং পূজ্যের পূজা করে না সে নরহত্যার সমান পাপ করে। আমি সত্য বলছি, এই যজ্ঞে জগৎপতি যজ্ঞভোক্তা পশুপতি আসছেন, তোমরা সকলেই দেখতে পাবে।

দক্ষ বললেন, এখানে শূলপাণি জটাজুটধারী একাদশ রুদ্র উপস্থিত রয়েছেন, আমি মহেশ্বর রুদ্রকে চিনি না। দধীচি বললেন, তোমরা সকলে মন্ত্রণা

ক'রেই তাঁকে বর্জন করেছে। শংকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আমি জানি না। তোমার এই বিপদল যজ্ঞ প'ন্ড হবে। দক্ষ বললেন, যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুই যজ্ঞভাগ গ্রহণের অধিকারী; আমি এই সূবর্ণপাত্রে রক্ষিত মন্ডপদ হবি তাঁকেই নৈবেদন করব।

এই সময়ে কৈলাসশিখরে দেবী ভগবতী ক্ষুদ্র হয়ে বললেন, আমি, কিরূপ দান ব্রত বা তপস্যা করব যার ফলে আমার পতি যজ্ঞের অর্থ বা একতৃতীয়া ভাগ পেতে পাবেন? মহাদেব বললেন, দেবী, তুমি কি আমাকে জান না? তোমার মোহেব জনাই ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং ত্রিলোক মোহাবিষ্ট হয়েছে। সকল যজ্ঞ আমারই স্তব করা হয়, আমার উদ্দেশ্যেই সামগান হয়, ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণগণ আমাবই অর্চনা করেন, অধ্বয়ুগণ আমাকেই যজ্ঞভাগ দেন। দেবী বললেন, অতি প্রাকৃত (অশিক্ষিত গ্রাম্য) লোকেও স্ত্রীলোকের কাছে নিজের প্রশংসা ও গর্ব করে। মহাদেব বললেন, আমি আত্মপ্রশংসা করছি না, যজ্ঞেব জন্য আমি যা সৃষ্টি করছি দেখ। এই বলে মহাদেব তাঁর মূখ থেকে এক ঘোবদর্শন বোমহর্ষকব পদ্রুশ সৃষ্টি করলেন; তাঁর মূখ অতি ভয়ংকর, শরীব অশ্নিশিখায় ব্যাপ্ত, বহু হস্তে বহু আয়ুধ। বীবভদ্র নামক এই পদ্রুশ কৃতাজলি হয়ে বললেন, কি আজ্ঞা করছেন? মহেশ্বর বললেন, দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস কর।

বীরভদ্র তাঁর রোমকূপ থেকে রোম্য নমক শব্দ্রতুল্য অসংখ্য গণদেবতা সৃষ্টি করে তাদের নিয়ে যজ্ঞস্থলে যাত্রা করলেন। মহেশ্বরীও ভীমবৃপা মহাকালীর মূর্তি ধারণ করে বীরভদ্রের অনুগমন করলেন। এ'রা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হ'লে দেবগণ হস্ত হলেন, পর্বত বিদীর্ণ ও বসুন্ধরা কম্পিত হ'ল, বায়ু ঘর্ণিত এবং সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হ'তে লাগল, সমস্ত জগৎ তিমিরাচ্ছন্ন হ'ল। বীরভদ্রের অনুচবুগণ যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ চূর্ণ উৎপাটিত ও দগ্ধ ক'বে সকলকে প্রহাব কবতে লাগল। তারা অন্ন মাংস পায়স প্রভৃতি খেয়ে ও নষ্ট ক'রে, দেবসৈন্যগণকে ভয় দেখিয়ে হতবৃদ্ধি ক'রে, এবং সূরনারীদের ছুড়ে ফেলে দিয়ে খেলা করতে লাগল। রুদ্রকর্মী বীরভদ্র যজ্ঞস্থল দগ্ধ এবং যজ্ঞের(১) শিরশ্ছেদন করে ঘোর সিংহনাদ করলেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ ও প্রজাপতি দক্ষ কৃতাজলি হয়ে বললেন, আপনি কে? বীরভদ্র উত্তর দিলেন, আমি রুদ্র নই, ইনিও দেবী ভগবতী নন; আমরা ভোজনের জন্য বা তোমাদের দেখতে এখানে আসি নি, এই যজ্ঞ নষ্ট করতেই এসেছি। ভগবতীকে ক্ষুদ্র দেখে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমি রুদ্রকোপে উৎপন্ন বীরভদ্র,

ইনি ভগবতীর কোপ হ'তে বিনিঃসৃত ভদ্রকালী। দক্ষ, তুমি দেবদেব উমাপতিব শরণ নাও, 'অন্য দেবতাব নিকট বরলাভ অপেক্ষা মহাদেবের ক্রোধে পড়াও ভাল।

দক্ষ প্রাণিপাত ক'বে মহেশ্বরের স্তব কবতে লাগলেন। তখন সহস্র সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান মহাদেব অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠিত হয়ে সহাস্যমুখে দক্ষকে বললেন, বল, কি চাও। দক্ষ ভয়ে আকুল হয়ে সাশ্রুনয়নে বললেন, ভগবান, এই যজ্ঞেব জন্য বহু যত্নে আমি যেসকল উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম তা দক্ষ ভক্ষিত ও নাশিত হয়েছে, যদি 'প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই বব দিন — আমাব যজ্ঞ যেন নিষ্ফল না হয়। ভগবান বিবদাম্বল বললেন, তথাস্তু। তখন দক্ষ নতজানু হয়ে অষ্টোত্তর সহস্র 'নাম পাঠ ক'রে ভগবান বৃষভধ্বজেব স্তব করলেন।

## ২১। আসক্তিভাগ — শৃঙ্খের ইতিহাস

যদুধিষ্ঠিব বললেন, পিতামহ, আমার ন্যায় রাজারা কিরূপে আসক্তি থেকে মুক্ত হ'তে পাবেন তা বলুন। ভীষ্ম বললেন, সগবের প্রশ্নের উত্তবে অরিশটনেমি যা বলেছিলেন শোন।—মোক্ষসুখই প্রকৃত সুখ, স্নেহপাশে বন্ধ মূঢ় লোকে তা বুঝতে পাবে না। যখন দেখবে যে পুত্রেরা যৌবন পেয়েছে এবং জীবিকানির্বাহে সমর্থ হয়েছে তখন তাদের বিবাহ দেবে, এবং নিজের সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যথাসুখে বিচরণ কববে। পুত্রবৎসলা বৃন্দা ভার্যাকেও গৃহে রেখে মোক্ষেব অন্বেষণে যজ্ঞবান হবে। পুত্র থাকুক বা না থাকুক, প্রথমে যথাবিধি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ কবার পর সংসার ভাগ ক'খে নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ কববে। যদি মোক্ষের অভিলাষ থাকে তবে আমাব অভাবে পবিবাববর্গ কি ক'বে জীবিকানির্বাহ করবে—এমন চিন্তা করবে না। জীব স্বয়ং উৎপন্ন হয়, স্বয়ং বর্ধিত হয়, এবং স্বয়ং সুখদুঃখ ভোগ ক'রে পারিশেষে মৃত্যুব কবলে পড়ে। সকল জীবই পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে বিধাতা কর্তৃক বিহিত ভিক্ষা লাভ কবে। মানুষ মৃৎপিণ্ডেব তুল্য এবং সর্বদা পরতন্ত্র, তার পক্ষে স্বজনপোষণের চিন্তা কবা বৃথা। মরণেব পব তুমি স্বজনের সুখদুঃখ কিছুই জানতে পারবে না; তোমাব জীবদ্দশায় এবং তোমাব মরণের পর তারা স্বকর্ম অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ কববে, এই বুঝে তুমি নিজের হিতের চেষ্টা কর। জঠরাগ্নিই ভোক্তা এবং ভোজ্য অন্ন সোম স্বরূপ — এই জ্ঞান যার হয়, এবং যিনি নিজেকে এই দুই হ'তে স্বতন্ত্র মনে করেন, যিনি সুখদুঃখে লাভালাভে জয়পবাজযে সমবদ্বিষ্ট, যিনি জানেন যে ইহলোকে অর্থ দর্লভ এবং ক্রেশই সুলভ, তিনিই মনুস্তিলাভ করেন।



যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, পিতৃমহ, দেবর্ষি উশনা (শুক্ৰ) কেন দেবতাদের বিপক্ষে থেকে অসুদ্রদের প্রিয়সাধন করতেন, তাঁর শুক্ৰ নাম কেন হ'ল, তিনি (গ্রহরূপে) আকাশের মধ্যদেশে যেতে পারেন না কেন, এইসকল বিবৃত ক'বে আপনি আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। ভীষ্ম বললেন, বিষ্ণু শুক্ৰের মাতা (১) কে বধ কর্ণেছিলেন সেজন্য শুক্ৰ দেবস্বৈষী হন। একদিন তিনি যোগবলে কুবেরকে বন্ধ ক'বে তাঁর সমস্ত ধন হরণ করলেন। কুবেরের অভিযোগ শুনে মহাদেব শূলহস্তে শুক্ৰকে মাঝে এলেন, তখন শুক্ৰ শূলের অগ্রভাগে আশ্রয় নিলেন। মহাদেব শুক্ৰকে ধ'বে মূখে পদরে গ্রাস ক'বে ফেললেন। তা'র পর তিনি মহাহুদেব জলমধ্যে দশ কোটি বৎসর তপস্যা করলেন, তাঁর জঠরে থাকায় শুক্ৰেরও উৎকর্ষলাভ হ'ল। মহাদেব জল থেকে উঠলে শুক্ৰ বহির্গত হবার জন্য বার বার প্রার্থনা কবলেন, অবশেষে মহাদেব বললেন, তুমি আমার শিশ্ন দিবে নির্গত হও। শিশ্নপথে নির্গত হওয়ায় উশুনান নাম শুক্ৰ হ'ল এবং তিনি আকাশের মধ্যস্থলে যেতে অসমর্থ হলেন। শুক্ৰকে দেখে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর শূল উদ্যত কবলেন। তখন ভগবতী বললেন, শুক্ৰ এখন আমার পত্ন হ'ল, তোমার উদব থেকে যে বহির্গত হয়েছে সে বিনষ্ট হ'তে পাবে না। মহাদেব সহাস্যে বললেন, শুক্ৰ যেখানে ইচ্ছা যেতে পাবেন।

## ২২। সুলভা-জনক-সংবাদ

যদ্বিধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম সাংখ্য যোগ গৃহস্থাস্রম তপস্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়ে সুলভা ও জনকেব এই প্রাচীন ইতিহাস বললেন।—সত্যযুগে মিথিলায় জনক (২) নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর অন্য নাম ধর্মধনুজ। তিনি সম্রাস্যধর্ম মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে রাজ্য-শাসন কবতেন। সুলভা নামে এক ভিক্ষুকী (সন্ন্যাসিনী) রাজর্ষি জনকেব খ্যাতি শুনে তাঁকে পবীক্ষা করবার সংকল্প কবলেন এবং যোগবলে মনোহর রূপ ধারণ ক'রে মিথিলার রাজসভায় উপস্থিত হলেন। তাঁর সৌন্দর্য দেখে রাজা বিস্মিত হলেন এবং

---

(১) ভৃগুপত্নী। দেবগণের আক্রমণ থেকে বক্ষা পাবার জন্য অসুদ্রগণ এ'র আশ্রমে শরণ নিয়েছিলেন। দেবতারা সেখানে প্রবেশ কবতে পাবেন নি, এজন্য বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে ভৃগুপত্নীর শিরশ্ছেদ করেন।

(২) মিথিলার সকল রাজাকেই জনক বলা হ'ত।

পাদ্য অর্ঘ্য আসন ভোজ্য প্রভৃতি দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। তাব পর সুলভা যোগবলে নিজের সত্ত্ব বৃদ্ধি ও চক্ষু জনকেব সত্ত্ব বৃদ্ধি ও চক্ষুতে স্নিগ্ধিষ্ঠ করলেন (১)।

সুলভার অভিপ্রায় বদ্বতে পেরে জনক তাঁকে নিজের মনোমধ্যে গ্রহণ ক'রে সূহাসৌ বললেন, দেবী, তুমি' কার কন্যা, কোথা থেকে এসেছ? তোমাব সম্মানের জন্য আমি নিজের তত্ত্বজ্ঞানলাভেব বিষয় বলছি শোন। বৃন্দ মহাত্মা পণ্ডিথ আমার গদ্ব, তাঁর কাছেই আমি সাংখ্য যোগ ও রাজধর্ম এই ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব শিখেছি। আসক্তি মোহ' ও সন্দ্বদ্বঃখাদি ব্বন্ধ থেকে মদ্ব হয়ে আমি পরমবৃদ্ধি গাভ করেছি। যদি একজন আমার দক্ষিণ বাহুতে চন্দন লেপন করে এবং অপর একজন আমার বাম বাহু ছেদন কবে তবে দ্বজনকেই আমি সমদৃষ্টিতে দেখব। নিঃব্ব হ'লেই মোক্ষলাভ হয় না, ধনী হ'লেও হয় না, জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। সন্ন্যাসিনী, তোমাকে সদ্ধুমারী সন্দ্বনী ও যবতী দেখছি, তুমি যোগসিদ্ধি কিনা সে বিষয়ে আমার সংশয় হচ্ছে। কাব সাহায্যে তুমি আমার বাজ্য ও বাজভবনে এসেছ, কোন উপায়ে আমার হৃদয়ে প্রবেশ কবেছ? তুমি ব্রাহ্মণী, আমি ক্ষত্রিয়; তুমি সন্ন্যাসিনী হয়ে মোক্ষের অব্বেষণ করছ, আমি গৃহস্থাপ্রমে আছি; আমাদের মিলন হ'তে পারে না। যদি তোমার পতি জীবিত থাকেন তবে আমার পক্ষে তুমি অগম্য পরপত্নী। তুমি আমাকে পবাজিত ক'রে নিজের উন্নতি কৃবতে চাছ। স্ত্রী-পদ্বষেব যদি পরস্পরের প্রতি অনদ্বাগ থাকে তবেই তাদের মিলন অমৃততুল্য হয়, নতুবা তা বিষতুল্য। অতএব আমাকে ত্যাগ ক'রে তোমার সন্ন্যাসধর্ম পালন কর।

জনকের কথায় বিচলিত না হয়ে সুলভা বললেন, মহারাজ, যেমন কাস্টের সঙ্গে লাক্ষা এবং ধূলির সঙ্গে জলবিদ্ব, সেইরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এবং পণ্ড ইন্দ্রিয় প্রাণীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না, ইন্দ্রিয়গণেরও নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। চক্ষু নিজেকে দেখে না, কর্ণ নিজেকে শোনে না, একত্র হ'লেও পরস্পরকে জানতে পারে না। তুমি যদি নিজেকে এবং অন্যকে সমান জ্ঞান কব তবে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করছ কেন? এই বস্তু আমার, এই বস্তু আমার নয় — এই ব্বন্ধ থেকে তুমি যদি মদ্ব হয়ে থাক, তবে তোমার প্রশ্ন নিরর্থক। তুমি মোক্ষের অধিকারী না হয়েই নিজেকে মদ্ব মনে কর। কুপথ্যভোজ্যর যেমন ঔষধসেবন, সমদৃষ্টিহীন লোকের মোক্ষের অভিমান সেইরূপ বৃথা। তুমি যদি জীবব্বদ্ধ হও তবে আমার সংস্পর্শে তোমার কি অপকার হবে?

(১) অর্থাৎ সুলভা তাঁব সদ্ধুমারীর দ্বারা জনকের দেহে ভ্রম করলেন।

পদ্মপত্রে জলের ন্যায় আমি নির্লিপ্তভাবে তোমার দেহে আছি; এতে যদি তোমার স্পর্শজ্ঞান হয় তবে শশিখেব উপদেশ বৃথা হয়েছে। আমি তোমার সজাতি, রাষ্ট্রাধিপতি প্রধানের বংশে আমি জন্মেছি, আমার নাম সদলভা। যোগ্য পতি না পাওয়ায় আমি মোক্ষধর্মের সন্ধানে সন্ন্যাসিনী হয়েছি, সেই ধর্ম জন্মবার জন্যই তোমার কাছে এসেছি। নগবন্ধে শূন্য গৃহ পেলে ভিক্ষুক যেমন সেখানে রাত্রিযাপন করে, সেইবদ্প আমি তোমার শরীরে এক রাত্রি বাস করব। মিথিলারাজ, তোমার কাছে আমি সম্মান ও আতিথ্য পেয়েছি; তোমার শরীরের মধ্যে এক রাত্রি শয়ন করে কাল আমি প্রস্থান করব।

সদলভার যুক্তিসম্মত ও অর্থযুক্ত বাক্য শুনে জনক রাজা উত্তর না দিয়ে নীববে রইলেন।

### ২৩। ব্যাসপুত্র শূক—নারদের উপদেশ

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, ব্যাসের পুত্র ধর্মাত্মা শূক কিপ্রকারে জন্মগ্রহণ ও সিংহলাভ করেছিলেন তা বলুন। ভীষ্ম বললেন, পূর্বকালে মহাদেব ও শৈলরাজসুতা ভবানী ভীমদর্শন ভূতগণে পরিবেষ্টিত হয়ে সূর্যমুখী শূঙ্গে বিহার করতেন। ব্যাসদেব পুত্রকামনায় সেখানে তপস্যায় রত হয়ে মহাদেবের আবাধনা কবতে লাগলেন। মহেশ্বর প্রসন্ন হয়ে বললেন, তুমি অগ্নি বায়ু জল ভূমি ও আকাশের ন্যায় পবিত্র পুত্র লাভ করবে, সে ব্রহ্মপরায়ণ হবে নিজ তেজে ত্রিলোক আবরণ করে যশস্বী হবে।

বরলাভ করে ব্যাস অগ্নি উৎপাদনের জন্য দুই খণ্ড অবগি কাষ্ঠ নিয়ে মন্থন করতে লাগলেন। সেই সময়ে ঘটাতী অঙ্গবাকে দেখে ব্যাস কামাধিষ্ট হলেন। তখন ঘটাতী শূক পক্ষিণীর রূপ ধারণ করলেন। ব্যাস মনঃসংযম করতে পারলেন না, তাঁর শূক্ অরগিকাশ্চৈব উপর স্থলিত হ'ল; তথাপি তিনি মন্থন করতে লাগলেন। সেই অরগিতে শূকদেব জন্মগ্রহণ কবলেন। শূক্কে মন্থনে উৎপন্ন এজন্য তাঁর নাম শূক হ'ল। তখন গঙ্গা মূর্তিমতী হয়ে সূর্যমুখীভাবে এসে শিশূকে স্নান কবালেন, শূক্কে জন্য আকাশ থেকে ব্রহ্মচারীর ধাবণীয় দণ্ড ও কৃষ্ণাজিন পতিত হ'ল এবং দিব্য বাদ্যধ্বনি ও গন্ধর্ব-অঙ্গরাদের নৃত্যগীত হতে লাগল। মহাদেব ভগবতীর সঙ্গে এসে সদ্যোজাত মূর্নিপুত্রের উপনয়ন-সংস্কার করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে কমণ্ডলু ও দিব্যবস্ত্র দিলেন। বহু সহস্র হংস, শতপত্র (কাঠঠোকরা), সারস, শূক,

চাষ (নীলকণ্ঠ) প্রভৃতি শৃভসূচক পক্ষী বালককে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। জন্মমাত্র সমস্তুত বেদ শ্রুকের আয়ত্ত হ'ল। তিনি বৃহস্পতির নিকট সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন।

শ্রুদেব তাঁর পিতাকে বললেন, আপনি মোক্ষধর্মের উপদেশ দিন। ব্যাস তাঁকে নিখিল যোগ ও কাপিল (সাংখ্য) শাস্ত্র শিখিয়ে বললেন, তুমি মিথিলায় জনক রাজার কাছে যাও, তিনি তোমাকে মোক্ষধর্মের উপদেশ দেবেন। শ্রুদেব সন্মোহ-শৃঙ্গ থেকে যাত্রা ক'বে ইলাবৃতবর্ষ হরিবর্ষ ও হৈমবতবর্ষ অতিক্রম করলেন এবং চীন হৃণ প্রভৃতি দেশ দেখে ভারতবর্ষে আর্ষাবর্তে এলেন। তাব পর মিথিলার রাজ-ভবনে উপস্থিত হয়ে দুই কক্ষা (মহল) অতিক্রম ক'বে তিনি অমবাবতীতুলা তৃতীয় কক্ষায় প্রবেশ কবলেন। সেখানে পঞ্চাশ জন বৃপবতী বাবাংগনা তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা ক'বে সন্স্বাদু অন্ন নিবেদন কবলে। জিতোন্দ্রিয় শ্রুদেব সেইসকল নারীগণে পরিবৃত্ত হ'বে নির্বিকারচিত্তে এক দিবসরাত্র যাপন কবলেন।

পারদিন জনক বাজা মস্তকে অর্ঘ্য ধারণ ক'রে তাঁব গুরুপুত্র শ্রুদেবের কাছে এলেন। যথার্থি সংবর্ধনা ও কুশলজিজ্ঞাসার পব শ্রুদেবের প্রশ্নেব উত্তবে জনক ব্রাহ্মণের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। শ্রুদেব বললেন, মহারাজ, যাব মনে রাগস্বেবাদি ম্বল্ল নেই এবং শাস্বত জ্ঞানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, তাকেও কি ব্রহ্মচর্য গাহ'স্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে বাস কবতে হ'বে? জনক বললেন, জ্ঞানবিজ্ঞান বিনা মোক্ষ হয় না এবং গুরুব উপদেশ ভিন্ন জ্ঞানলাভও হয় না। যাতে লোকাচার ও কর্মকান্ডেব উচ্ছেদ না হয় সেজন্যই ব্রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রম বিহিত হয়েছে। একে একে চাব আশ্রমের ধর্ম পালন ক'রে ক্রমশ শ্রুভাশ্রুভ কর্ম ত্যাগ করক্ মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু বহু জন্মের সাধনার ফলে যার চিত্তশুদ্ধি হয়েছে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ করেন, তাঁর অপব তিন আশ্রমের প্রয়োজন হয় না।

তাব পর জনক মোক্ষবিষয়ক বহু উপদেশ দিলেন। শ্রুদেব আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে কৃতার্থ হয়ে হিমালয়েব পূর্ব দিকে তাঁব পিতাব নিকট উপস্থিত হলেন। ব্যাসদেব সেখানে সন্মন্ত বৈশম্পায়ন জৈমিনি ও পৈল এই চাব শিষ্যের সঙ্গে শ্রুদেবকেও বেদাধ্যয়ন করাতে লাগলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে শিষ্যগণ এই বর প্রার্থনা কবলেন, ভগবান, আমরা চার জন এবং গুরুপুত্র শ্রুদেব—এই পাঁচ জন ভিন্ন আর কেউ যেন বেদের প্রতিষ্ঠাতা না হয়। ব্যাসদেব সম্মত হয়ে বললেন, তোমরা উপযুক্ত শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিয়ে বেদের বহু প্রচার কর; শিষ্য ব্রতচারী ও পুণ্যাত্মা ভিন্ন অন্য কোনও লোককে, এবং চরিত্র পরীক্ষা না ক'রে বেদশিক্ষা দান করবে না।

শিষ্যগণ তুষ্ট হয়ে পুষ্পরকে আলিঙ্গন এবং ব্যাসকে প্রণাম ক'রে প্রস্থান করলেন এবং অগ্নিহোত্রাদির মন্ত্র রচনা, যজ্ঞানুষ্ঠান ও অধ্যাপনা ক'বে বিখ্যাত হলেন।

শিষ্যগণ চলে গেলে ব্যাসদেব তাঁর পুত্রের সঙ্গে নীরবে বসে বইলেন। সেই সময়ে নারদ এসে বললেন, হে বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি, বেদধর্নি শুনছি না কেন, তুমি নীরবে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছ কেন? ব্যাস বললেন, শিষ্যগণের বিচ্ছেদে আমার মন নিবানন্দ হয়েছে। নারদ বললেন, বেদেব দোষ বেদপাঠ না ক'রা, ব্রাহ্মণের দোষ ব্রত না করা, পৃথিবীর দোষ বাহীক (১) দেশ, স্ত্রীলোকের দোষ কৌতুহলী। অতএব তুমি পুত্রের সঙ্গে বেদধর্নি কর, রাক্ষসভয় দূর হ'ক।

নারদের বাক্যে হৃষ্ট হয়ে ব্যাসদেব তাঁর পুত্রের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বেদপাঠ ক'রতে লাগলেন। সেই সময়ে প্রলয়বেগে বায়ু বইতে লাগল, অনধ্যাকাল বিবেচনা ক'বে ব্যাস তাঁর পুত্রকে নিবারণ কবলেন। শুকদেব তাঁর পিতাকে বললেন, এই বায়ু কোথা থেকে এল? আপনি বায়ুর বিষয় বলুন। ব্যাসদেব তখন সমান উদান ব্যান অপান ও প্রাণ এই পাঁচ বায়ুর ক্রিয়া বিবৃত ক'বে তাদের অন্য পাঁচ নাম বললেন--সংবহ উদ্‌বহ বিবহ আবহ ও প্রবহ। তিনি আরও দুই বায়ুর নাম বললেন--পবিবহ ও পবাবহ। তার পব তিনি বললেন, এই সকল বায়ু দ্বারা ইন্দ্ৰেব সঞ্চার, বিদ্যুৎপ্রকাশ, সমুদ্র হ'তে জলশোষণ, মেঘেব উৎপত্তি, বাবিবর্ষণ, ঝঞ্ঝা ঝড়ুতি সাধিত হয়।

বায়ুবেগ শান্ত হ'লে ব্যাসদেব তাঁর পুত্রকে আবার বেদপাঠেব অনুর্তিত দিযে গগায স্নান কবতে গেলেন। শুকদেব নাবদকে বললেন, দেবর্ষি, ইহলোকে যা হিতকর আপনি তাব সম্বন্ধে উপদেশ দিন। নারদ বললেন, পুর্বীকালে ভগবান সনৎকুমার এই বাক্য বলেছিলেন।—

শাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।

শাস্তি রাগসমং দঃখং শাস্তি ভ্যাগসমং সুখম্ ॥

নিত্যং ক্রোধাৎ তপো রক্ষিচ্ছ্রয়ং বক্ষিচ্চ মংসরাং।

বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামাশ্বানং তু প্রমাদতঃ ॥

আনঃশংস্যাং পবো ধর্মঃ ক্ষমা চ পরগং বলম্।

আশ্বজ্ঞানং পবং জ্ঞানং ন সত্যাদ্ বিদ্যাতে পবম্ ॥

সত্যস্য বচনং শ্রেষঃ সত্যাদ্যপি হিতং বদেৎ।

যদ্ভূর্তাহতমতান্তমেতৎ সত্যং মতো মম ॥

(১) কৰ্পপর্ব ১২-পরিচ্ছেদে বাহীকদেশের নিন্দা আছে।

—বিদ্যার তুল্য চক্ষু নেই, সত্যের তুল্য তপস্য নেই, আসক্তির তুল্য দঃখ নেই, ত্যাগের তুল্য সন্ধ্য নেই। ক্রোধ হ'তে তপস্যাকে, পরশ্রীকাতবতা হ'তে নিজের শ্রীকে, মান-অপমান হ'তে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ হ'তে আত্মাকে সর্বদা বক্ষা করবে। অনর্শংসতাই পবন ধর্ম, ক্ষমাই পবন বল, আত্মজ্ঞানই পবন জ্ঞান; সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছই নেই। সত্যবাক্য শ্রেয়, কিন্তু সত্য অপেক্ষাও হিতবাক্য বলবে; যা প্রাণিগণেব অত্যন্ত হিতকর তাই আমাব মতে সত্য।—

ন হিংস্যাং সর্বভূতানি মৈরাষণগতশ্চরেৎ।

নেদং জন্ম সমাসাদ্য বৈবং কুবীর্ত কেনচিৎ ॥ .

মৃতং বা যদি বা নষ্টং যোহতীতমনুশোচাতি।

দঃখেন লভতে দঃখং শ্বাবনর্থো প্রপদ্যতে ॥

ভৈষজ্যমেতদ্ দঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ।

চিন্ত্যমানং হি ন ব্যোতি ভূষচাপি প্রবৰ্ধতে ॥

—কোনও প্রাণীর হিংসা করবে না, সকলের প্রতি মিত্রতুল্য আচরণ করবে; এই মানবজন্ম পেয়ে কারও সঙ্গে শত্রুতা কববে না। যদি কেউ মরে, বা কোনও বস্তু নষ্ট হয়, তবে সেই অতীত বিষয়ের জন্য যে শোক করে সে দঃখ হ'তেই দঃখ পেয়ে ম্বিগ্ধ অনর্থ ভোগ কৰে। 'চিন্তা না করাই দঃখনিবারণের ঔষধ, চিন্তা করলে দঃখ কমে না, আরও বেড়ে যায়।—

ব্যার্থিভির্মথ্যমানানাং ত্যক্তাং বিপদং ধনম্।

বৈদনাং নাপকর্ষন্তি যতমানাশ্চিকিৎসকাঃ ॥

তে চার্তিনিপদৃণা বৈদ্যাঃ কুশলাঃ সম্ভূতোষধাঃ।

ব্যার্থিভিঃ পরিকৃষ্যন্তে মৃগা ব্যার্থেবিবাদিতাঃ ॥ ..

কে বা ভূবি চিকিৎসন্তে বোগার্তান্ মৃগপক্ষিগঃ।

শ্বাপদানি দ্বিদ্ভাংশ্চ প্রাযো নার্তা ভবন্তি তে ॥

ঘোবানপি দ্বাবাধর্ষান্ নৃপতীনুগ্রতেজসঃ।

আক্রম্যাদদতে রোগাঃ পশূন্ পশুগুণা ইব ॥

—ব্যার্থিতে ক্লিষ্ট হয়ে যাদের বিপদ ধন ত্যাগ করতে হয়, চিকিৎসকগণ যত ক'রেও তাদের মনোবেদনা দূর করতে পারেন না। অর্তিনিপদৃণ অভিজ্ঞ বৈদ্যগণ, যারা ঔষধ সঞ্চয় ক'রে রাখেন, ব্যাধ কতৃক নিপীড়িত মৃগের ন্যায় তাঁরাও ব্যার্থি দ্বারা আক্রান্ত হন। পৃথিবীতে রোগার্ত মৃগ পক্ষী শ্বাপদ ও দরিদ্র লোককে কে চিকিৎসা করে?

এবা প্রায়ই পীড়িত হয় না। পশু যেমন প্রবলতর পশু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, অতি দুর্ধর্ষ উগ্রতেজা নৃপীতিও সেইরূপ রোগের কবলে পড়েন।

দেবর্ষি নারদ শৃকদেবকে এইপ্রকার অনেক উপদেশ দিলেন। শৃকদেব ভাবলেন, স্ত্রীপুত্রাদি পালনে বহু ক্লেশ, বিদ্যার্জনেও বহু শ্রম; অল্প আয়াসে কি ক'বে আমি শাস্বত স্থান লাভ করব যেখান থেকে আর সংসারে ফিরে আসতে হবে না? শৃকদেব স্থির করলেন, তিনি যোগবলে দেহ ত্যাগ ক'বে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করবেন। তিনি নারদেব অনুমতি নিয়ে ব্যাসদেবের কাছে গেলেন। ব্যাস বললেন, পুত্র, তুমি কিছুক্ষণ এখানে থাক, তোমাকে দেখে আমার চক্ষু তৃপ্ত হ'ক। শৃকদেব উদাসীন স্নেহশূন্য ও সংশয়মুক্ত হয়ে পিতাকে ত্যাগ ক'বে কৈলাস পর্বতের উপরে চলে গেলেন। সেখান থেকে তিনি যোগাবলম্বন ক'রে আকাশে উঠে সূর্যের অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্ব গিয়ে ব্রহ্মলোকে লাভ করলেন।

ব্যাসদেব স্নেহবশত পুত্রের অনুগমন করলেন এবং সবোদনে উচ্চস্ববে শৃক ব'লে ডাকতে লাগলেন। সর্বব্যাপী সর্বাঙ্গা সর্বতোমুখ শৃক স্থাবরজঙ্গম অনুমানীত ক'বে 'ভোঃ' শব্দে উত্তর দিলেন। তদবধি গিরিগহবর প্রভৃতিতে কিছু বললে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

শৃকদেব অন্তর্হিত হ'লে ব্যাসদেব পর্বতশিখরে ব'সে তাঁর পুত্রের বিষয় চিন্তা কবতে লাগলেন। সেই সময়ে মন্দাকিনীতীরে যে অশ্বারোহী নগ্ন হয়ে ক্লীড়া ক'বছিল তাবা ব্যাসকে দেখে রুত ও লজ্জিত হ'ল, কৈউ জলমধ্যে লীন হয়ে বইল, কেউ গুহ্মের অন্তরালে গেল, কেউ পবিধে বস্ত্র গ্রহণে ভবান্বিত হ'ল। এই ক্ষেত্রে পুত্রের অনাসক্তি এবং নিজের আসক্তি ব'লে ব্যাসদেব প্রীত (১) ও লজ্জিত হলেন। অনন্তর পিনাকপাণি ভগবান শংকর আবির্ভূত হয়ে পুত্রবিরহকাতর ব্যাসদেবকে সান্থনা দিবে বললেন, তোমার পুত্রের ও তোমার কর্তী চিবকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। মহামুনি, তুমি আমার প্রসাদে সর্বদা সর্বদ নিজ পুত্রের ছায়া দেখতে পাবে।

## ২৪। উল্লসিতধারীর উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি মোক্ষধর্ম বিবৃত কবেছেন, এখন আশ্রমবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে বলুন। ভীষ্ম বললেন, সকল আশ্রমের জন্যই স্বর্গদায়ক

(১) ব্যাস জানতেন যে অশ্বারোহী জিহেষ্ঠির নির্বিকার শৃকের সমক্ষে লজ্জিত হ'ত না।

ও মোক্ষফলপ্রদ ধর্ম বিহিত আছে। ধর্মের বহু ম্ভার, ধর্মানুষ্ঠান কখনও বিফল হয় না। যাব যে ধর্মে নিষ্ঠা, সেই ধর্মই তিনি অবলম্বন করেন। পুরাকালে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রকে যে উপাখ্যান বলেছিলেন তা শোন। —

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মহাপদ্ম নগরে এক ধার্মিক জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ বাস করতেন, তাঁর অনেক পুত্র ছিল। তাঁর এই ভাবনা হ'ল — বেদোক্ত ধর্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম, এবং শিষ্টাচারসম্মত ধর্ম, এই তিনের মধ্যে কোনটি তাঁর পক্ষে শ্রেয়। একদিন তাঁর গৃহে একজন ব্রাহ্মণ অতিথি এলে তিনি যথাবিধি সংস্কার করে গিজেব সংশয়ব বিষয় জানালেন। অতিথি বললেন, এ সম্বন্ধে আমিও কিছু স্থির করতে পারি নি। কেউ মোক্ষের প্রশংসা করেন, কেউ বা যজ্ঞ, বানপ্রস্থ, গার্হস্থ্য, রাজধর্ম, গৃহধর্মাদি ধর্ম, বাকুসংযম, পিতামাতার সেবা, অহিংসা, সত্যকথন, সম্মুখবুদ্ধি মরণ, অথবা উজ্জ্বলিতকৈশ্রেষ্ঠ মার্গ মনে করেন। আমার গৃহধর্ম নিকট শুনোছি, নৈমিষক্ষে গৌমতীতীরে নাগাহবয় (নাগ নামক) নগর আছে, সেখানে পদ্মনাভ নামে এক মহানাগ বাস করেন। তাঁর কাছে গেলে তিনি তোমার সংশয় ভঞ্জন কববেন।

পরদিন অতিথি চ'লে গেলে ব্রাহ্মণ নাগনগরের অভিমুখে যাত্রা কবলেন এবং বহু বন তীর্থ সর্বোত্তম পুত্রিত অতিক্রম ক'বে পদ্মনাভের পত্নীর নিকট উপস্থিত হলেন। ধর্মপবায়ণ নাগপুত্রী বুললেন, আমার পতি সূর্যের রথ বহন করবার জন্য গেছেন, সাত আট দিন পরে ফিবে আসবেন। ব্রাহ্মণ বললেন, আমি গৌমতীতীরে যাচ্ছি, সেখানে অম্পাহারী হয়ে তাঁর প্রতীক্ষা কবব। পদ্মনাভ যথাকালে তাঁর ভবনে ফিবে এলে নাগপুত্রী তাঁকে জানালেন যে তাঁর দর্শনার্থী এক ব্রাহ্মণ গৌমতীতীবে অনাহারে রযেছেন, বহু অনুবোধেও তিনি আহার করেন নি, তাঁর কি প্রয়োজন তাও বলেন নি। পদ্মনাভ তখনই ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, আমার নাম ধর্মারণ্য; কৃষক যেমন জলধবের প্রতীক্ষা কবে সেইব'প আমি এত দিন তোমার প্রতীক্ষা কবেছি। আমার প্রয়োজনের কথা পরে বলব, এখন তুমি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও — তুমি পর্যায়ক্রমে সূর্যের একচক্র রথ বহন করতে যাও, সেখানে আশ্চর্য বিষয় কি দেখেছ?

পদ্মনাভ বললেন, ভগবান রবি বহু আশ্চর্যের আধাব। দেবগণ ও সিদ্ধ মূর্নিগণ তাঁর সহস্র রশ্মি আগ্রয় ক'বে বাস করেন, তাঁর প্রভাবেই সমীরণ প্রবাহিত হয়, বর্ষায় বারিপাত হয়; তাঁর মণ্ডলমধ্যবর্তী তেজোময় মহান আত্মা সর্বলোক নিরীক্ষণ করেন। তিনি বর্ষিত জল পবিত্র কিরণ ম্বারা আট মাস পুনর্বাব গ্রহণ করেন, তাঁর জনাই এই বসুধারা বীজ ধারণ করে, তাঁর মধ্যে অনাদি অনন্ত পুরুষোত্তম



নিরাজ কবেন। এইসকল অপেক্ষা আশ্চর্য আর কি আছে? তথাপি আরও আশ্চর্য যা দেখেছি তা শুনুন। একদিন মধ্যাহ্নকালে যখন ভাস্কর সর্বলোক তাপিত করছিলেন তখন তাঁর অভিমুখে দ্বিতীয় আদিত্যতুল্য দীপ্তমান অপব এক পদ্রুশকে আমি যেতে দেখলাম। সূর্যদেব তাঁর দিকে দৃষ্টি হস্ত প্রসারিত ক'বে সংবর্ধনা করলেন, সেই তেজোময় পদ্রুশও সসম্মানে নিজের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রে সূর্যের রশ্মি-মণ্ডলে প্রবিষ্ট হলেন। উভয়ের মধ্যে কে সূর্য তা আর বোঝা গেল না। আমরা সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভগবান, দ্বিতীয়সূর্যতুল্য ইনি কে? সূর্য বললেন, ইনি অগ্নিদেব নন, অসুদ বা পদ্মগণও নন, ইনি উজ্জ্বলিত (১)-ব্রতধারী সমাধিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, অনাসক্ত এবং সর্বভূতাহিতে বত হয়ে ফলমূল জীর্ণপত্র জল ও বায়ু ভক্ষণ ক'রে প্রাণধারণ কবতেন। মহাদেবকে তুষ্ট ক'রে ইনি এখন সূর্যমণ্ডলে এসেছেন।

ব্রাহ্মণ বললেন, নাগ, তোমার কথা আশ্চর্য বটে। আমি প্রীত হয়েছি, তোমার কথায় আমি পথের সন্ধান পেয়েছি, তোমার মঙ্গল হ'ক, আমি এখন প্রস্থান কবব। পদ্মনাভ বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কোন্ প্রয়োজনে আপনি এসেছিলেন তা না বলেই যাবেন? বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট পথিকের ন্যায় আমাকে একবার দেখেই চ'লে যাওয়া আপনার উচিত নয়। আমি আপনার প্রতি অনুবক্ত, আপনিও নিশ্চয় আমাকে স্নেহ করেন, আমার অনুচরগণও আপনার অনুগত, তবে কেন যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন? ব্রাহ্মণ বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ ভূজঙ্গম, তোমার কথা যথার্থ। তুমিও যে, আমিও সে, তোমার আমার এবং সর্বভূতের একই সত্তা। তোমার কথায় আমার সংশয় দূর হয়েছে, আমি পবমার্থলাভের উপায় স্বল্প উজ্জ্বলিতই গ্রহণ করব। তোমার মঙ্গল হ'ক, আমি কৃতার্থ হয়েছি। এই বলে ব্রাহ্মণ প্রস্থান কবলেন এবং ভৃগুবংশ-জাত চাবনের নিকট দীক্ষা নিয়ে উজ্জ্বলিত অবলম্বন করলেন।

(১) ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি খুঁটে নেওয়া; অর্থাৎ অত্যল্প উপকরণে জীবিকানির্বাহ।

# অনুশাসনপর্ব

## ১। গৌতমী, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু ও কাল

যদিধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি বহুপ্রকার শান্তিবিষয়ক কথা বলেছেন, কিন্তু জ্ঞাতবিশ্বজনিত পাপেব ফলে আমার মন শান্ত হচ্ছে না। আপনাকে শবে আবৃত স্কৃতবিষ্কৃত ও রুধিবাস্তু দেখে আমি অবসন্ন হচ্ছি। আমরা যে নিন্দিত কর্ম করছি তার ফলে আমাদের গতি কিপ্রকার হবে? দুর্যোধনকে ভাগ্যবান মনে করি, তিনি আপনাকে এই অবস্থায় দেখছেন না। বিধাতা পাপকর্মের জন্যই নিশ্চয় আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যদি আমাদের প্রিয়কামনা করেন তবে এমন উপদেশ দিন যাতে পরলোকে পাপমুক্ত হ'তে পারি। ভীষ্ম বললেন, মানুষ্যেব আত্মা বিধাতাব অধীন, তাকে পাপপুণ্যের কাষণ মনে কবছ কেন? আমরা যে কর্ম করি তাব হেতু অতি সুক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর। আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলাছি শোন।—

গৌতমী নামে এক বৃক্ষা ব্রাহ্মণী ছিলেন, তাঁর পুত্র সর্পেব দংশনে হতচেতন হয়। অর্জুনক নামে এক ব্যাধ ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পকে পাশবশ্ব করে গৌতমীর কাছে এনে বললে, এই সর্পাধম্ আপনার পুত্রহন্তা, বলুন একে কি ক'বে বধ করব; একে অগ্নিতে ফেলব, না খণ্ড খণ্ড করে কাটব? গৌতমী বললেন, অর্জুনক, তুমি নির্বোধ, এই সর্পকে মেরো না, ছেড়ে দাও। একে মা বলে আমার পুত্র বেঁচে উঠবে না, একে ছেড়ে দিলে তোমাও কোনও অপকার হবে না। এই প্রাণবান জীবকে হত্যা করে কে অনন্ত নরকে যাবে?

ব্যাধ বললে, আপনি যে উপদেশ দিলেন তা প্রকৃতিস্থ মানুষ্যের উপযুক্ত, কিন্তু তাতে শোকার্তের সান্ধ্বনা হয় না। যারা শান্তিকামী তারা কালবশে এমন হয়েছে এই ভেবে শোক দমন করে, যারা প্রতিশোধ বোঝে তারা শত্রুনাশ ক'রেই শোকমুক্ত হয়, এবং অন্য লোকে মোহবশে সর্বদাই বিলাপ করে। অতএব এই সর্পকে বধ করে আপনি শোকমুক্ত হ'ন। গৌতমী বললেন, যাবা আমার ন্যায় ধর্মনিষ্ঠ তাদের শোক হয় না; এই বালক নির্যাতির বশেই প্রাণত্যাগ করেছে, সেজন্য আমি সর্পকে বধ করতে পারি না। ব্রাহ্মণের পক্ষে কোপ অকর্তব্য, তাতে কেবল যাতনা হয়।

তুমি এই সৰ্পকে ক্ষমা ক'রে মৃত্তি দাও। ব্যাধ বললে, একে মারলে বহু লোকের প্রাণবক্ষা হবে, অপরাধীকে বিনষ্ট করাই উচিত।

ব্যাধ বার বার অনুরোধ কবলেও গৌতমী সৰ্পবধে সম্মত হলেন না। তখন সেই সৰ্প মৃদুস্ববে মনুষ্যভাষায় ব্যাধকে বললে, মূৰ্খ অজ্ঞানক, আমাব কি দ্বোষ? আমি পরাধীন, ইচ্ছা ক'রে এই বালককে দংশন ক'বি নি, মৃত্যু কৰ্ত্তক প্রেবিত হয়ে ক'বেছি, যদি পাপ হয়ে থাকে তবে মৃত্যুবই হয়েছে। ব্যাধ বললে, অন্যে বশবতী হ'লেও তুমি এই পাপকার্যেব কাৰণ, সেজন্য বধযোগ্য। সৰ্প বললে, কেবল আমিই কাৰণ নই, বহু কাৰণেব সংযোগে এই কাৰ্য হয়েছে। ব্যাধ বললে, তুমিই এই বালকের প্রাণনাশেব প্রধান কারণ, অতএব বধযোগ্য।

সৰ্প ও ব্যাধ যখন এইব্দপ বাদানুবাদ ক'বছিল তখন স্বয়ং মৃত্যু সেখানে আবির্ভূত হয়ে বললেন, ওহে সৰ্প, আমি কাল কৰ্ত্তক প্রেবিত হয়ে তোমাকে প্রেবণ ক'বেছি, অতএব তুমি বা আমি এই বালকেব বিনাশেব কাৰণ নই। জগতে স্থাবর জঙ্গম সূর্য চন্দ্র বিষ্ণু ইন্দ্র জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি সমস্তই কালেব অধীন, অতএব তুমি আমাব উপর দোষাবোপ কবতে পাব না। সৰ্প বললে, আপনাকে আমি দোষী বা নির্দোষ বলছি না, আমি আপনাব প্রেবণায় দংশন ক'বেছি — এই কথাই বলছি; দোষ নির্ধারণ আমাব কাৰ্য নয। ব্যাধ, তুমি মৃত্যুব কথা শুনলে, এখন আমাকে মৃত্তি দাও। ব্যাধ বললে, তুমি যে নির্দোষ তাব প্রমাণ হ'ল না, তুমি ও মৃত্যু উভয়েই এই বালকের বিনাশেব কারণ, তোমাদের ধিক।

এমন সময় স্বয়ং কাল আবির্ভূত হয়ে ব্যাধকে বললেন, আমি বা মৃত্যু বা এই সৰ্প কেউ অপরাধী নই, এই শিশু নিজ কৰ্মফলেই বিনষ্ট হয়েছে। কুন্ডকার যেমন মৃৎপিণ্ড থেকে ইচ্ছানুসারে বস্ত্র উৎপাদন কবে, মানুষও সেইব্দপ আত্মকৃত কৰ্মের ফল পায়। এই শিশু নিজেই তার বিনাশের কারণ।

গৌতমী বললেন, কাল বা সৰ্প বা মৃত্যু কেউ এই বালকেব বিনাশেব কারণ নয, নিজ কৰ্মফলেই এ বিনষ্ট হয়েছে, আমিও নিজ কৰ্মফলে পদহীন হয়েছি। অতএব কাল ও মৃত্যু এখন প্রস্থান করুন। তুমিও সৰ্পকে মৃত্তি দাও। গৌতমী এইব্দপ বললে কাল ও মৃত্যু চলে গেলেন, ব্যাধ সৰ্পকে ছেড়ে দিলে, গৌতমীও শোকশূন্য হলেন।

উপাখ্যান শেষ ক'রে ভীষ্ম বললেন, মহারাজ, যুদ্ধে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁরা সকলেই কালের প্রভাবে নিজ কৰ্মের ফল পেয়েছেন, তোমার বা দুর্যোধনেব কৰ্মের জন্য তাঁদের মরণ হয় নি। অতএব তুমি শোক ত্যাগ কর।

## ২। সন্দর্শন-ওঘবতীর অতিথিসংকার

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, গৃহস্থ ধর্মপরায়ণ হয়ে কি ক'রে মৃত্যুকে জয় করতে পারে তা বলুন। ভীষ্ম বললেন, আমি এক ইতিহাস বলছি শোন। — গাৰ্হিস্পতী নগবীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় দুর্যোধন নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তাঁর ঔরসে দেবনদী নর্মদার গর্ভে সন্দর্শনা নামে এক পরমরূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান অগ্নিদেবের অভিলাষ জেনে রাজা তাঁকে কন্যাদান কবলেন এবং শৃঙ্খল-স্বরূপ এই বঁর পেলেন যে অগ্নি সর্বদা গাৰ্হিস্পতীতে অধিষ্ঠিত থাকবেন। সহদেব যখন দক্ষিণ দিক জয় কবতে গিয়েছিলেন তখন তিনি সেই অগ্নি দেখেছিলেন (১)। অগ্নিদেবের ঔরসে সন্দর্শনাব এক পুত্র হ'ল, তাঁর নাম সন্দর্শন। সন্দর্শনের সঙ্গে নৃগ বাজার পিতামহ ওঘবানের কন্যা ওঘবতীর বিবাহ হ'ল।

সন্দর্শন পত্নীর সঙ্গে কুব্জক্ষেত্রে বাস কবতে লাগলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে গৃহস্থাপ্রদে থেকেই মৃত্যুকে জয় কববেন। তিনি ওঘবতীকে বললেন, তুমি অতিথিকে সর্বপ্রকায়ে তুষ্ট রাখবে, এমন কি প্রয়োজন হলে নির্বীচারে নিজেকেও দান করবে। আমি গৃহে থাকি বা না থাকি তুমি কখনও অতিথিসেবাষ অবহেলা করবে না। কল্যাণী, অতিথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। ওঘবতী তাঁর মস্তকে অঞ্জলি রেখে বললেন, তোমার আদেশ অবশ্যই পালন করব।

একদিন সন্দর্শন কার্ঠ সংগ্রহ করতে গেলে স্বয়ং ধর্ম ব্রাহ্মণের বেশে ওঘবতীর কাছে এসে বললেন, আমি তোমার অতিথি, যদি গাৰ্হিস্পত্যধর্মে তোমার আস্থা থাকে তবে আমাব সৎকাব কর। ওঘবতী আসন ও পাদ্য দিযে বললেন, বিপ্র. আপনার কি প্রয়োজন? ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম বললেন, তোমাকেই আমার প্রয়োজন। ওঘবতী অন্যান্য অভীষ্ট বস্তুব প্রলোভন দেখালেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তখন তিনি পতির আজ্ঞা স্মরণ ক'রে সলজ্জভাবে বললেন, তাই হ'ক, এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গে সহাস্যে অন্য গৃহে গেলেন।

সন্দর্শন ফিরে এসে পত্নীকে দেখতে না পেয়ে বার বার ডাকতে লাগলেন। ওঘবতী তখন ব্রাহ্মণের বাহুপাশে বন্ধ ছিলেন এবং নিজেকে উজ্জিষ্ট মনে ক'রে পতির আহ্বানের উত্তর দিলেন না। সন্দর্শন আবার বললেন, আমাব সাধবী পতিব্রতা সরলা পত্নী কোথায় গেল, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমার কিছুই নেই। তখন কুটীরের

ভিতৰ থেকে ব্ৰাহ্মণ বললেন, অগ্নিপুত্ৰ সদৃশৰ্শন, আমি অতিথি ব্ৰাহ্মণ তোমাৰ গৃহে এসেছি, তোমাৰ ভাৰ্ষণী আমাৰ প্ৰাৰ্থনা পূৰণ কৰেছন; তোমাৰ যা উচিত মনে হয় কৰ।

সদৃশৰ্শনেৰ পশ্চাতে লৌহমদুগবধাৰী মৃত্যু অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা কৰিছিলেন, তিনি স্থিৰ কৰিছিলেন, সদৃশৰ্শন যদি অতিথিসংকাৰত পালন না কৰেন তৰে তাকে বধ কৰবেন। অতিথিৰ কথা শুনে সদৃশৰ্শন বিস্মিত হলেন, এবাৰ ঈৰ্ষা ও ক্ৰোধ ত্যাগ কৰে বললেন, ম্বিজশ্ৰেষ্ঠ, আপনাৰ মদুগত সম্পন্ন হ'ক, আমাৰ প্ৰাণ পত্নী এবং আবু যা কিছু আছে সবই আমি অতিথিকে দান কৰতে পাৰি। আমি সত্য কথা বলেছি, এই সত্যবাবা দেবতারা আমাকে পালন কৰুন অথবা দহন কৰুন। তখন সেই অতিথি ব্ৰাহ্মণ কুটীৰ থেকে বেরিয়ে এসে ত্রিলোক অনুদানিত কৰে বললেন, আমি ধৰ্ম, তোমাকে পৰীক্ষা কৰবাৰ জন্য এসেছি। মৃত্যু সৰ্বদা তোমাৰ বন্ধু অনুসন্ধান কৰিছিলেন, তাকে তুমি জয় কৰেছ। নবশ্ৰেষ্ঠ, ত্রিলোকে এমন কেউ নেই যে তোমাৰ পতিব্ৰতা সাধনী পত্নীৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰতে পাৰে। ইনি তোমাৰ এবং নিজের গুণে বন্ধিতা, ইনি যা বলবেন তাৰ অন্যথা হবে না। এই ব্ৰহ্মবাদিনী নিজ তপস্যাব প্ৰভাবে অৰ্ধশৰীৰে ম্বাবা ওঘবতী নদী হয়ে লোকপাবন কৰবেন এবং অৰ্ধশৰীৰে তোমাৰ অনুগমন কৰবেন। তুমিও সশৰীৰে এই সঙ্গে শাম্ভব সনাতন লোক লাভ কৰবে। তুমি মৃত্যুকে পৰাজিত কৰেছ, বীৰ্যবলে পশুভূতকে অতিক্ৰম কৰেছ, গৃহস্থ ধৰ্ম ম্বাৰা কাম ক্ৰোধ জয় কৰেছ ' অনন্তৰ দেবদাজি ইন্দু শত্ৰুবৰ্ণ সহস্ৰ অশ্ব যোজিত বথে সদৃশৰ্শন ও ওঘবতীকে তুলে নিয়ে প্ৰস্থান কৰলেন।

ভীষ্ম যদুৰ্ধিষ্ঠকে বললেন, গৃহস্থের পক্ষে অতিথিই পবিত্ৰদেবতা, অতিথি পূজিত হ'লে যে শত্ৰুচিন্তা করেন তাৰ ফল শত যজ্ঞেবও অধিক। সাধুস্বভাব অতিথি যদি সমাদৰ না পান তৰে তিনি নিজের পাপ গৃহস্থকে দিয়ে এবং তাৰ পুণ্য ত্বিষে প্ৰস্থান করেন। বৎস, গৃহস্থ সদৃশৰ্শন যে প্ৰকাৰে মৃত্যুকে পৰাস্ত কৰিছিলেন তাৰ পুণ্যময় আখ্যান তোমাকে বললাম।

### ৩। কৃতজ্ঞ শত্ৰু — দৈব ও পদুৰূষকাৰ — ভগ্নাস্বনের স্তম্ভাভাৰ

যদুৰ্ধিষ্ঠ বললেন, পিতামহ, আপনি অনুকম্পা-ধৰ্মের ও ভক্তজনেৰ গুণ-বৰ্ণনা কৰুন। ভীষ্ম বললেন, আমি একটি উপাখ্যান বলছি শোন। — কাশীৰাজ্যের অরণ্যে এক ব্যাধ মৃগবধের জন্য বিবলিস্ত বাণ নিক্ষেপ কৰেছিল, কিন্তু লক্ষ্যভ্ৰষ্ট

হয়ে সেই বাণ একটি বিশাল বৃক্ষে বিম্ব হ'ল। সেই বৃক্ষের কোটরে একটি শূকপক্ষী বহু কাল থেকে বাস করত। বিষেব প্রভাবে বৃক্ষ ফলপত্রহীন ও শূক হযে গেল, কিন্তু আশ্রয়দাতার প্রতি ভক্তির জন্য শূক সেই বনস্পতিকে ত্যাগ করলে না, অনাহারে ক্ষীণদেহে সেখানেই রইল। দেবরাজ ইন্দ্র সেই উদারস্বভাব কৃতজ্ঞ সমবায়ী শূকের আচরণে আশ্চর্য হলেন এবং রাহুণের বেশে উপস্থিত হয়ে বললেন, পক্ষিশ্রেষ্ঠ শূক, তুমি এই ফলপত্রহীন শূক তবু ত্যাগ ক'বে অন্যত্র যাচ্ছ না কেন? এই মহাবণ্যে আশ্রয়যোগ্য আবও তো অনেক বৃক্ষ আছে। শূক বললে, দেববাজ, আমি এখানেই জন্মেছি এবং নিরাপদে প্রতিপালিত হয়েছি। আমি এই বৃক্ষেব ভক্ত, এব দৃঢ়ত্বে দৃঢ়ীকৃত এবং অনন্যাগতি। আপনি ধর্মজ্ঞ হযে কেন আমাকে অন্যত্র যেতে বলছেন? এই বৃক্ষ যখন সুস্থ ছিল তখন আমি এব আশ্রয়ে ছিলাম, আজ আমি কি ক'রে একে ছেড়ে যেতে পারি? শূকের কথা শুনে ইন্দ্র অতিশয় প্রীত হলেন এবং তার প্রার্থনায় অমৃত সেচন ক'বে বৃক্ষকে পুনর্জীবিত কবলেন।

ভীষ্ম যদ্বিষ্ঠিবকে বললেন, মহাবাজ, বৃক্ষ যেমন শূককে আশ্রয় দিয়ে উপকৃত হয়েছিল, লোকেও সেইরূপ ভক্তজনকে আশ্রয় দিয়ে সর্ব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ কবে।

যদ্বিষ্ঠিব বললেন, পিতামহ, দৈব ও পদ্রুশকার এই দুইএব মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? ভীষ্ম বললেন, এ সম্বন্ধে লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিশিষ্টকে যা বলেছিলেন শোন। — কৃষ্ণ তার ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে সেইরূপ ফল উৎপন্ন হয়; মানুষ্যও তার সংকর্ম ও অসংকর্ম অনুসারে বিভিন্ন ফল লাভ করে। ক্ষেত্র ব্যতীত ফল উৎপন্ন হয় না, পদ্রুশকার ব্যতীত দৈবও সিদ্ধ হয় না। পান্ডিতগণ পদ্রুশকারকে ক্ষেত্রেব সহিত এবং দৈবকে বীজের সহিত তুলনা কবেন। যেমন ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগে, সেইরূপ পদ্রুশকার ও দৈবের সংযোগে ফল উৎপন্ন হয়। ক্রীব পতির সহিত স্ত্রীব সহবাস যেমন নিষ্ফল, কর্ম ত্যাগ ক'বে দৈবের উপর নির্ভরও সেইরূপ। পদ্রুশকার দ্বাবাই লোকে স্বর্গ, ভোগ্য বিষয় ও পান্ডিত্য লাভ করে। কৃপণ ক্রীব নিষ্কর্ম অকর্মকাবী দুর্বল ও যত্নহীন লোকেব অর্থলাভ হয় না। পদ্রুশকার অবলম্বন ক'রে কর্ম করলে দৈব তার সহায়ক হয়, কিন্তু কেবল দৈবে কিছুই পাওয়া যায় না। পদ্রুশ্যই দেবগণের আশ্রয়, পদ্রুশ্যকর্ম দ্বাবা সমস্তই পাওয়া যায়, পদ্রুশ্যশীল লোকে দৈবকেও অতিক্রম কবেন। দৈবের প্রভু নেই, শিষ্য যেমন গুরুব অনুসরণ করে দৈব সেইরূপ পদ্রুশ্যকারের অনুসরণ করে।

যদিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, স্ত্রীপদ্রুদেষের মিলনকালে কার স্পর্শসুখ অধিক হয়? ভীষ্ম বললেন, আমি এক পদ্রুতান ইতিহাস বলছি শোন। — ভগ্নাস্বন নামে এক ধার্মিক রাজর্ষি পদ্রুতকামনায অগ্নিষ্টুত যজ্ঞ কবে শত পদ্রু লাভ করোঁছিলেন। এই যজ্ঞে কেবল অগ্নিবই স্তুতি হয় একুণ্য ইন্দ্র ব্রহ্ম হয়ে রাজর্ষির হিঙ্গ্র অনেবষণ কবতে লাগলেন। একদিন ভগ্নাস্বন মৃগয়া কবতে গেলে ইন্দ্র তাঁকে বিমোহিত কবলেন। রাজা দিগ্ভ্রান্ত শ্রান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি সরোবর দেখতে পেলেন। তিনি তাঁব অশ্বকে জল খাইয়ে নিজে সরোবরে অবগাহন কবলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্ত্রীপদ্রুপ পেলেন। নিজের পদ্রুপান্তব দেখে রাজা অতিশয় লজ্জিত ও চিন্তাকুল হলেন এবং কোনও প্রকায়ে অশ্বের পৃষ্ঠে উঠে রাজপদ্রুবীতে ফিবে গেলেন। তাঁব পত্নী পদ্রুগণ ও অন্যান্য সকলে তাঁকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে এবং সকল ঘটনা বিবৃত ক'লে রাজা তাঁর পদ্রুদের বললেন, আমি বনে যাব, তোমরা সদভাবে থেকে একত্র রাজ্য ভোগ কর।

স্ত্রীপদ্রুপী ভগ্নাস্বন বনে এসে এক তাপসের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন। সেই তাপসের ঔরসে রাজার গর্ভে এক শ পদ্রু হ'ল। তিনি এই পদ্রুদের নিয়ে পদ্রুজাত পদ্রুদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমরা আমার পদ্রুয় অবস্থান পদ্রু, আমি স্ত্রী হবার পর এরা জন্মেছে। তোমরা এই ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্য ভোগ কব। ভগ্নাস্বনের উপদেশ অনুসারে তাঁর দুই শত পদ্রু একত্র রাজ্য ভোগ করতে লাগল। ইন্দ্র ভাবলেন, আমি এই রাজর্ষি'ব অপকাব করতে গিয়ে উপকাবই করোঁছি। তিনি ব্রাহ্মণের বেশে রাজপদ্রুদের কাছে গিয়ে বললেন, যারা এক পিতৃব পদ্রু তাদের মধ্যেও সৌভ্রাত থাকে না; কশ্যপের পদ্রু স্দ্র ও অস্দ্রবণের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। তোমরা রাজর্ষি ভগ্নাস্বনের পদ্রু, আর এরা একজন তপস্বীর পদ্রু; এরা তোমাদের পৈতৃক রাজ্য ভোগ করছে কেন? ইন্দ্রের কথা শুনে রাজপদ্রুদের মধ্যে ভেদবৃদ্ধি হ'ল, তাঁরা যুদ্ধ ক'রে পরস্পরকে বিনষ্ট কবলেন।

পদ্রুদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভগ্নাস্বন কাঁদতে লাগলেন। তখন ইন্দ্র তাঁব কাছে এসে বললেন, তুমি আমাকে আহবান না ক'বে আমার অপ্রিয় অগ্নিষ্টুত যজ্ঞ করোঁছিলে সেজন্য আমি তোমাকে নির্ধারিত কবোঁছি। ভগ্নাস্বন পদানত হয়ে ক্ষমা চেয়ে ইন্দ্রকে প্রসন্ন করলেন। ইন্দ্র বললেন, আমি তুষ্ট হয়েছি; বল, তোমার কোন পদ্রুদের পদ্রুজীবন চাও — তোমার ঔরস পদ্রুদের, না গর্ভজাত পদ্রুদের? তাপসী-বেশী ভগ্নাস্বন কৃতাজ্জলি হয়ে বললেন, আমার স্ত্রী লাভের পব যাবা জন্মেছিল তাদেরই জীবিত করুন। ইন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন, এই পদ্রুরা তোমার পদ্রুয়

অবস্থার পদ্যদের চেয়ে প্রিয় হ'ল কেন? ভগ্নাস্বন বললেন, দেবরাজ, পদ্রুঘ অপেক্ষা স্ত্রীর স্নেহই অধিক। ইন্দ্র প্রীত হয়ে বললেন, সত্যবাদিনী, আমার বরে তোমাব সকল পদ্রুঘই জীবিত হ'ক। এখন তুমি পদ্রুঘ বা স্ত্রী কি চাও বল। রাজা বললেন, আমি স্ত্রীরূপেই থাকতে চাই। ইন্দ্র কারণ জিজ্ঞাসা কবলে বাজা বললেন, দেবরাজ, স্ত্রীপদ্রুঘের সংযোগকালে স্ত্রীবই অধিক স্নেহ হয়, আমি স্ত্রীভাবেই তুষ্ট আছি। ইন্দ্র 'তাই হ'ক' বলে চলে গেলেন।

### ৪। হরপার্বতীর নিকট কৃষ্ণের বরলাভ

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি জগৎপতি মহেশ্বর শম্ভুর নামসকল বলুন। ভীষ্ম বললেন, তাঁর নামকীর্তন আমার সাধ্য নয়। এই মহাবাহু কৃষ্ণ বদরিকাশ্রমে তপস্যা ক'বে মহাদেবকে তুষ্ট করেছিলেন, ইনিই তাঁর নাম ও গুণাবলী কীর্তন কবুন।

ভীষ্মের অনুরোধ শুনে বাসুদেব বললেন, রহস্য ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং মহর্ষিগণও মহাদেবের সকল তত্ত্ব জানেন না, মানুষ কি ক'বে জানবে? আমি তাঁর কথা কিষ্টিং বলছি শুনুন। অনন্তর কৃষ্ণ জলস্পর্শ ক'বে শূচি হয়ে বলতে লাগলেন। — একদা জাম্ববতী আমাকে বললেন, তুমি পূর্বে মহাদেবের আবাধনা কবেছিলে, তার ফলে বৃদ্ধিগণীর্ষ গর্ভে চাবুদেষ্ণ সূচ্যার চাবুবেশ যশোধব চাবুশ্রবা চারুশা প্রদ্যম্ন ও শম্ভু এই আট জন পদ্রু জন্মেছে; তাদের তুল্য একটি পদ্রু আমাকেও দাও। জাম্ববতীর অনুরোধ শুনে আমি পিতা মাতা, বাজা আহুক (১) ও বলরাম প্রভৃতিব অনুরোধ শুনে আমি পিতা মাতা, বাজা আহুক (১) ও বলরাম প্রভৃতিব অনুরোধ নিয়ে গবুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ ক'বে হিমালয় পর্বতে গেলাম। সেখানে মহর্ষি ব্যাসপাদেব পদ্রু উপমন্ডুর আশ্রমে গিয়ে তাঁকে আমার অভিলাষ জানালে তিনি বললেন, তুমি যাকে চাচ্ছ সেই ভগবান মহেশ্বর সপত্নীক এখানেই থাকেন। বাল্যকালে আমি ক্ষীরায় খেতে চাইলে জননী আমাকে বলেছিলেন, বৎস, আমার বনবাসী তাপস, আমাদের গাভী নেই, ক্ষীরায় কোথায় পাব? যদি শংকরকে প্রসন্ন করতে পার তবেই তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তার পর আমি বহু কাল তপস্যা ক'রে মহাদেবকে তুষ্ট কবলাম। তাঁর প্রসাদে আমি অজর অমর সর্বস্ত ও সুদর্শন হয়েছি এবং বন্ধুগণের সহিত অমৃততুল্য ক্ষীরায় ভোজন করতে পারি। মহাদেব সর্বদা আমার আশ্রমের নিকটে অবস্থান করেন। মাধব, আমি দিব্যনেত্রে

(১) উগ্রসেনের পিতা, অথবা উগ্রসেন।



দেখছি তুমি ছ মাস পরে তাঁর দর্শন পাবে এবং হরপার্বতীর নিকট চম্বিশটি বর লাভ করবে।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, মদুনিবর উপমন্যুর ইতিহাস শ্রুনে আমি তাঁর কাছে দীক্ষা নিলাম এবং মস্তকমুণ্ডন করে ঘৃতাঙ্কুদেহে দন্ত-কুশ-চীর-মেখলা ধারণ করে, কঠোব তপস্যা করতে লাগলাম। ছ মাস পরে মহাদেব পার্বতীর সহিত আবির্ভূত হলেন। আমি চবণে পতিত হয়ে স্তব কবলে মহাদেব প্রসন্ন হলেন এবং আমার প্রার্থনা শ্রুসে আর্টিটি বর দিলেন — ধর্মো দৃঢ়নিষ্ঠা, যদুশ্চে শত্রুনাশেক শক্তি, শ্রেষ্ঠ যশ, পরম বল, যোগসিদ্ধি, লোকপ্ৰিয়তা, মহাদেবের নৈকট্য, এবং শত শত পুত্র। তাব পর জগন্মাতা ভবানীও প্রীত হয়ে আমার প্রার্থনায় আর্টিটি বর দিলেন — স্বিজগণেব প্রতি অক্লোষ, পিতাব অনুগ্রহ, শত পুত্র, পবম ভোগ, কুলে প্রীতি, মাতাব প্রসাদ, শান্তিলাভ, এবং দক্ষতা। তিনি আমাকে আরও বললেন, তুমি মহা-প্রভাবান্বিত হবে, মিথ্যা বলবে না, তোমার এক হাজার ষোল ভাষা হবে, তোমার প্রতি তাদেব প্রীতি থাকবে, তোমাব ধনধান্যাদি অক্ষয় হবে, তুমি বন্ধুদেব অতিশয় প্রিয় হবে, তোমাব শবীর কমলীয় হবে, এবং তোমার গৃহে প্রত্যহ সাত হাজার অতিথি ভোজন করবে। তাব পব আমি উপমন্যুব কাছে ফিবে এসে তাঁকে বব-প্রান্তর সংবাদ দিলাম, তিনি প্রীত হয়ে মহাদেবেব মাহাত্ম্য এবং স্থির, স্থাণু, প্রভু, প্রবব, বরদ, বব, সর্বাঙ্গ্য প্রভৃতি অষ্টোত্তব শত নাম কীর্তন কবলেন। হব-পার্বতীর আরাধনা করেই আমি জাম্ববতীর পুত্র শাম্বকে পেয়েছিলাম।

### ৫। অষ্টাবক্রেব পরীক্ষা

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, পাণিগ্রহণকালে যে ‘সহধর্ম’ বলা হয় তাব উদ্দেশ্য কি? পতিপত্নীর এক সঙ্গে ঋষিপ্রোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, না প্রজাপতি-বিহিত সন্তানোৎপাদন, না অসুদ্রধর্মাদুযায়ী কেবল ইন্দ্রিয়সেবা? ভীষ্ম বললেন, আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলাছি শোন। — বদান্য নামক ঋষিব কন্যা সুপ্রভাব বৃপগুণে মদুশ হয়ে অষ্টাবক্রে তাব পাণি প্রার্থনা কবেছিলেন। বদান্য বললেন, আমি তোমাকে কন্যা দান করব, কিন্তু প্রথমে তুমি উত্তব দিকে যাত্রা করবে এবং হিমালয় পর্বত ও কুবেরভবন অতিক্রম করে ভগবান রুদ্রেব আবাস দেখে এক রমণীয় বনে উপস্থিত হবে। সেখানে এক বৃদ্ধা তপস্বিনী আছেন; তুমি তাঁর সঙ্গো দেখা করে ফিবে এলে আমার কন্যাকে পাবে।

অষ্টাবক্র উত্তর দিকে যাত্রা করলেন এবং হিমালয় পার হয়ে এক হ্রদের নিকটে এসে বৃন্দ্র ও রুদ্রাণীর পূজা কবলেন। তার পর এক দৈব বৎসব (মানুষের ৩৬০ বৎসর) কুবেরের আতিথ্য ভোগ করে কৈলাস মন্দের ও সন্মেরু পর্বত অতিক্রম করলেন এবং রমণীয় বনের মধ্যে একটি দিব্য আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেই আশ্রমে কুবেরাণীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটি কাশ্মিনময় ভবন ছিল। অষ্টাবক্র সেই ভবনের দ্বাবে এসে বললেন, আমি অতিথি এসেছি। তখন সার্বাটী বৃন্দবতী মনোহাবিণী কন্যা এসে তাঁকে বললে, ভগবান, ভিতরে আসুন। অষ্টাবক্র মৃদু হসে ভবনের অভ্যন্তরে গেলেন এবং দেখলেন সেখানে এক বৃন্দা রমণী শূদ্র বসন পরে সর্বাভরণে ভূষিত হয়ে পর্যাঙ্কে বসে আছেন। পবনপব অভিবাদনের পব বৃন্দা অষ্টাবক্রকে বললেন, আপনি বসুন। অষ্টাবক্র বললেন, এইসকল নাবীদের মধ্যে যিনি জ্ঞানবতী ও শান্ত-প্রকৃতি তিনি, এখানে থাকুন, আব সকলে নিজ নিজ গৃহে চলে যান। কন্যারা অষ্টাবক্রকে প্রদক্ষিণ করে চলে গেল, কেবল বৃন্দা বইলেন।

অষ্টাবক্র শয্যায় শূদ্রে বৃন্দাকে বললেন, রাত্রি গভীর হয়েছে, তুমিও শোও। বৃন্দা অন্য এক শয্যায় শুলেন, কিন্তু কিছু কাল পরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে মহর্ষির শয্যায় এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। অষ্টাবক্র কাষ্ঠপ্রাচীরের ন্যায় নির্বিকার হয়ে আছেন দেখে বৃন্দা দর্শিত হয়ে বললেন, বিপ্রর্ষি, প্রফুল্ল হও, আমার মনোরথ পূর্ণ হবে। তোমার তপস্যা সফল হয়েছে, তুমি আমার এবং এই সমস্ত ধনের প্রভু। অষ্টাবক্র বললেন, আমি পবদারগমন করি না। আমি বিষয়ভোগে অনর্লভজ্ঞ, ধর্মপুলনের জন্যই সন্তান কামনা করি, পুত্রলাভ হলে আমার সদর্গতি হবে। তুমি ধর্ম স্মরণ কর, অন্যায় উপবোধ করো না; যদি তোমার অন্য প্রার্থনা কিছু থাকে তো বল। বৃন্দা বললেন, তুমি এখানে বাস কর, ক্রমশ দেশ কাল বৃদ্ধি হইত স্থিতি কবতে পাববে এবং কৃতকৃত্য হবে। অষ্টাবক্র সম্মত হয়ে সেখানেই রইলেন, কিন্তু সেই বৃন্দার জীর্ণ দেহ দেখে তাঁর কিছুমাত্র অনুব্রাগ হ'ল না। তিনি ভাবতে লাগলেন, ইনিই কি এই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শাপের ফলে বিরূপা হয়েছেন?

পর্বাদিন বৃন্দা অষ্টাবক্রের সর্বদেহে তৈল মর্দন করে তাঁকে সযত্নে স্নান করিয়ে দিলেন এবং অমৃততুল্য স্নাদু অন্ন খেতে দিলেন। রাত্রিকালে তাঁরা পূর্বের ন্যায় পৃথক শয্যায় শুলেন এবং অর্ধরাতে বৃন্দা পুনর্বার মহর্ষির শয্যায় এলেন। মহর্ষি বললেন, পরদারে আমার আসক্তি নেই, তুমি নিজের শয্যায় যাও, তোমার মগ্গ হ'ক। বৃন্দা বললেন, আমি স্বতন্ত্রা, কারও পক্ষী নই; যদি অন্য স্ত্রীর সংসর্গে আপত্তি থাকে তবে আমাকে বিবাহ কর। মহর্ষি বললেন, নারীর স্বাতন্ত্র্য কোনও

কালে নেই; কৌমাৰে পিতা, যৌবনে পতি এবং বার্ধক্যে পুত্র তাকে রক্ষা করে। বৃদ্ধা বললেন, আমি কন্যা, ব্রহ্মচর্য পালন কবি, আমাকে বিবাহ কর, প্রত্যাখ্যান ক'বে না।

সহসা বৃদ্ধার বৃৎপান্তব হ'ল, তিনি সৰ্বাভবগভূষিতী পবনবৃৎপবতী বন্দ্যার আকৃতি ধারণ কবলেন। অষ্টাবক্ৰ আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, মহর্ষি বদান্য আমাকে পবীক্ষার জন্য এখানে পাঠিয়েছেন, তাঁর দূহিতাকে ত্যাগ ক'রে কি এই পবনাসুন্দরী কন্যাকেই গ্রহণ কবব? আমার কামদমনেব শক্তি ও ধৈর্য আছে, আমি সত্য থেকে চ্যুত হব না। তিনি সেই কন্যাকে বললেন, তুমি কিজন্য নিজের রূপ পরিবর্তন কবলে সত্য বল। কন্যা বললেন, সত্যবিক্রম ব্রাহ্মণ, আমি উত্তর দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মহর্ষি বদান্যের অনুরোধে তোমাকে পবীক্ষা কবছিলাম, তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। জেনে রাখ যে স্ত্রীজাতি চপলা, স্থবিরী স্ত্রীও কামজব্বব হয়। দেবতাবা তোমার উপব প্রসন্ন হয়েছেন, তুমি নির্বিঘ্নে গৃহে ফিবে যাও এবং বাঞ্ছিতা কন্যাকে বিবাহ ক'বে পুত্রলাভ কর।

তাঁব পব অষ্টাবক্ৰ বদান্যের কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন, বদান্য তুষ্ট হয়ে তাঁব কন্যাকে দান কবলেন। অষ্টাবক্ৰ শূভনক্ষত্রযোগে সুপ্ৰভাকে বিবাহ ক'রে নিজ আশ্রমে সুখে বাস করতে লাগলেন। (১)।

## ৬। ব্রহ্মহত্যাভূল্যাপ — গঙ্গামাহাত্ম্য — মতঙ্গ

যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, ব্রহ্মহত্যা না করলেও কোন কৰ্মে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়? ভীষ্ম বললেন, ব্যাসদেবের কাছে আমি যা শুনোছি তাই বলছি। — যে লোক ভিক্ষা দেব ব'লে ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে প্রত্যাখ্যান করে, যে দূর্বদ্বিধি বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে, পিপাসার্ত গোসমূহের জলপানে যে বাধা দেয়, শ্রুতি বা মর্দনিপ্রণীত শাস্ত্র যে অনভিজ্ঞতার জন্য দূষিত কবে, বৃৎপবতী দূহিতাকে যে উপষক্ত পাণ্ডে সম্প্রদান না কবে, ম্বিজাতিকে যে অধার্মিক মৃঢ় অকারণে মৰ্মান্তিক দণ্ড দেয়, যে লোক চক্ষুহীন পঙ্গু বা জড়ের সর্বস্ব হরণ করে, যে মৃঢ়

(১) যদ্বিধিষ্ঠিরের প্রশ্নের সঙ্গে এই উপাখ্যানের কি সম্বন্ধ তা স্পষ্ট নয়। বোধ হয় প্রতিপাদ্য এই যে, প্রজাপতিবিহিত সন্তানোৎপাদনের জন্যই সহর্ষাশ্রম প্রয়োজন।

আশ্রমে বনে গ্রামে বা নগরে অগ্নিপ্রদান করে — তারা সকলেই ব্রহ্মহত্যাকারীর সমান।

যদুধিষ্ঠির বললেন, কোন্ দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বত শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়? কোন্ নদী পুণ্যতমা? ভীষ্ম বললেন, এক সিন্ধু ব্রাহ্মণ এক শিলবৃন্তি (উষ্ণবৃন্তি) ব্রাহ্মণকে যা বলেছিলেন শোন। — সেই দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বতই শ্রেষ্ঠ যাব মধ্য দিয়ে সরিদ্‌বরা গঙ্গা প্রবাহিত হন। তপস্যা ব্রহ্মচর্য যজ্ঞ ও দানের যে ফল, গঙ্গার আরাধনাতেও সেই ফল। যারা প্রথম বয়সে পাপকর্ম করে পবে গঙ্গাব সেবা কবে তাবাও উত্তম গতি পায়। হংসাদি বহুবিধ বিহঙ্গে সমাকীর্ণ গোস্ঠসম্মিত গঙ্গাকে দেখলে লোকে স্বর্গও বিস্মৃত হয়। গঙ্গাদর্শন গঙ্গাজলস্পর্শ ও গঙ্গায় অবগাহন কবলে উর্ধ্বতন ও অধস্তন সাত পদবৃষের সদৃশ হয়।

যদুধিষ্ঠির বললেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র কোন্ উপায়ে ব্রাহ্মণকে পেতে পারে? ভীষ্ম বললেন, ব্রাহ্মণ্য অতি দুর্লভ, বহুবার জন্মগ্রহণের পর লোকে ব্রাহ্মণ হতে পারে। আমি এক পুরাতন ইতিহাস বলছি শোন। — কোনও ব্রাহ্মণের মতঙ্গ নামে একটি গুণবান পুত্র ছিল। একদিন ব্রাহ্মণ তাঁর পুত্রকে যজ্ঞের নিমিত্ত উপকরণ সংগ্রহ কবে আনতে বললেন। মতঙ্গ একটি গর্দভযোজিত রথে যাত্রা করলেন, কিন্তু অল্পবয়স্ক গর্দভ নিজের জননীর কাছে রথ নিয়ে চলল। মতঙ্গ রুষ্ট হয়ে গর্দভের নাসিকায় বাব বাব কষাঘাত করতে লাগলেন। গর্দভ যখন তার মাড়ার কাছে উপস্থিত হ'ল তখন পুত্রের নাসিকায় ক্ষত দেখে গর্দভী বললে, বৎস, দৃষ্টান্ত হ'য়ে না, এক চন্ডাল তোমাকে চালিত করছে, ব্রাহ্মণ এমন নিষ্ঠুর হয় না। এই পাপী নিজ জাতির স্বভাব পেয়েছে, শিশুর উপর এর দয়া নেই। মতঙ্গ রথ থেকে নেমে গর্দভীকে বললেন, কল্যাণী, আমাকে চন্ডাল বলছ কেন, আমার মাতা কি করে দুষিত হয়েছেন সত্য বল। গর্দভী বললে, তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্র নাপিতের ঔরসে জন্মেছ, এজন্য তুমি ব্রাহ্মণ নও, চন্ডাল।

মতঙ্গ তখনই গৃহে ফিরে এসে পিতাকে গর্দভীর বাক্য জানালেন এবং ব্রাহ্মণ্য লাভের উদ্দেশ্যে অরণ্যে তপস্যা করতে গেলেন। তিনি সহস্রাধিক বৎসর কঠোর তপস্যা করলেন। ইন্দ্র বাব বার এসে তাঁকে বললেন, তুমি চন্ডাল হয়ে জন্মেছ, ব্রাহ্মণ্য পেতে পার না, অন্য বর চাও। অবশেষে মতঙ্গ যখন বুঝলেন যে ব্রাহ্মণ্য-লাভ অসম্ভব তখন তিনি ইন্দ্রকে বললেন, আপনার বরে আমি যেন কামচারী কামরূপী বিহগ্ন হই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলেই যেন আমার পূজা করে, আমার

কীর্তি যেন অক্ষয় হয়। ইন্দ্র বললেন, বৎস, তুমি ছন্দোদেব নামে খ্যাত এবং কামিনীগণের পূজনীয় হবে, ত্রিলোকে অতুল কীর্তি লাভ কববে।

### ৭। দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন — বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্বলাভ

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, শুনোছি রাজা বীতহব্য ক্ষত্রিয় হয়েও বিশ্বামিত্রেব ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব পেয়েছিলেন। আপনি তাঁর ইতিহাস বলুন। ভীষ্ম বললেন, মনু'র পুত্র শর্যাতির বংশে রাজা বৎস জন্মগ্রহণ কবেন, বৎসেব দুই পুত্র, হৈহয় বা বীতহব্য, এবং তালজঙ্ঘ। বীতহব্যের দশ পত্নীর গর্ভে এক শ বেদজ্ঞ ও অস্ত্রবিশাবদ পুত্র জন্মেছিলেন, তাঁরা কাশীবাজ হর্ষস্বকে এবং পরে তাঁর পুত্র সন্দেবকে যুদ্ধে বধ কবেন। তার পর সন্দেবের পুত্র দিবোদাস বারাগম্ভীর বাজা হলেন এবং গঙ্গার উত্তর ও গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অমাব্যবতীর ন্যায় সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন কবলেন। বীতহব্যের পুত্রগণ আবার আক্রমণ করলে মহাবাজ দিবোদাস তাঁদের সঙ্গে সহস্র দিন ঘোর যুদ্ধ কবলেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হয়ে পলায়ন কবলেন এবং বৃহস্পতিপুত্র ভবম্বাজেব শরণাগত হলেন। ভবম্বাজ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে এক যজ্ঞ করলেন, তা'র ফলে দিবোদাসের প্রতর্দন নামে একটি পুত্র হ'ল।

প্রতর্দন জন্মগ্রহণ ক'বেই ব্রহ্মোদশবর্ষীসেব ন্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। তিনি সমস্ত বেদ ও ধনুর্বেদে শিক্ষিত হ'লে ভবম্বাজ যোগবলে তাঁর দেহে প্রস্রুত হয়ে সর্বলোকের তেজ সমাবিষ্ট করলেন। দিবোদাস তাঁর পরাক্রান্ত পুত্রকে দেখে হৃষ্ট হয়ে তাঁকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তা'র পর পিতা'র আজ্ঞায় প্রতর্দন গঙ্গা পা'ব হয়ে বীতহব্যের নগর আক্রমণ কবলেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বীতহব্যের পুত্রগণ ছিন্নমস্তক হয়ে পতিত হলেন। তখন বীতহব্য পলায়ন ক'রে মহর্ষি ভৃগু'র শরণ নিলেন। প্রতর্দন বীতহব্যের অনুসরণ ক'বে ভৃগু'র আশ্রমে এলেন। যথার্থি'র সৎকা'র ক'বে ভৃগু বললেন, মহারাজ, কি প্রয়োজন বল। প্রতর্দন বললেন, মহর্ষি, এখানে বীতহব্য আশ্রয় নিয়েছেন, আপনি তাঁকে ত্যাগ কবুন, তাঁর শত পুত্র আমার পিতৃকুল ও কাশীবাজ্য ধ্বংস করেছে। আমি তাদের বিনষ্ট কবোঁছি, এখন বীতহব্যকে বধ করলেই পিতৃগণের নিকট স্বর্ণমুক্ত হব। ধর্মাত্মা ভৃগু শরণাগত বীতহব্যের প্রতি কৃপাবিষ্ট হয়ে বললেন, এখানে কোনও ক্ষত্রিয় নেই, সকলেই ব্রাহ্মণ। প্রতর্দন হৃষ্ট হয়ে ভৃগু'র পাদস্পর্শ ক'রে বললেন, ভগবান, তাই হ'ক, তাতেই আমি কৃতকৃত্য

হয়েছি, বীৰ্যবান বীতহব্যকে জাতিভ্যাগে বাধ্য করেছি। আপনি প্রসন্ন হয়ে অনুমতি দিন, আমি এখন ফিরে যাই।

সৰ্প যেমন বিষ উদ্‌গার করে সেইবদ্প বীতহব্যের উদ্দেশে এই কঠোর বাক্য বলে প্রতদিন প্রস্থান করলেন। ভৃগুব বাক্যপ্রভাবে বীতহব্য ব্রহ্মর্ষি ও ব্রহ্মবাদী হয়ে গেলেন। গৃৎসমদ নামে তাঁর এক রূপবান পুত্র হয়েছিল, অসুন্দর বা তাঁকে ইন্দ্র মনে করে নিপীড়িত করেছিল। স্বর্গবেদে গৃৎসমদেব কথা আছে। তাঁর অশ্বতনু প্ৰদাশ পদ্মবর্ষ প্রমতি, তাঁর পুত্র বদ্বদ, যিনি প্রমদবরাকে বিবাহ করেছিলেন। রুবদ্ব পুত্র শুনক, তাঁর পুত্র মহাত্মা শৌনক। ভৃগুব অনুরূপে বীতহব্য ও তাঁর বংশধরগণ সকলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ করেছিলেন।

#### ৮। ব্রাহ্মণসেবা — সংপাত্র ও অসংপাত্র

যদ্বিধিষ্ঠিব বললেন, শিতামহ, রাজাদের পক্ষে কোন কার্য সৰ্বাপেক্ষা ফলপ্রদ? ভীষ্ম বললেন, ব্রাহ্মণসেবাই রাজার শ্রেষ্ঠ কার্য। একদিন ইন্দ্র জটধারী ও ভঙ্গলিপ্ত হয়ে ছন্দ্রবেশে অসুন্দরবাজ শম্ভবেব কাছে এসে বললেন, তুমি কিরূপ আচরণের ফলে স্বজাতীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছ? শম্ভর বললেন, আমি ব্রাহ্মণদের ঈর্ষা করি না, তাঁদের শাস্ত্রীয় কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি, তাঁদের মতেই চলি। আমি ব্রাহ্মণদের নিকট অপরাধী হই না, সর্বদা তাঁদের পূজা করি। মধুর্মাঙ্ককা যেমন চক্রমধ্যে মধুনিষেক করে, তাবা সেইবদ্প আমাকে সদৃশপদে তুলত করেন। তাঁরা যা বলেন সমস্তই আমি মেধা দ্বারা গ্রহণ করি। এই কারণেই আমি তারাগণের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় অসুন্দরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্য হই।

যদ্বিধিষ্ঠিব বললেন, অপরিচিত, দীর্ঘকাল আগ্রহ, এবং দূরদেশ হতে অভ্যাগত, এই ত্রিবিধ মনুষ্যের মধ্যে কাকে সংপাত্র মনে করা উচিত? কাকে দান করলে উত্তম ফল হয়? ভীষ্ম বললেন, তুমি যে ত্রিবিধ মনুষ্যের কথা বললে তাঁরা সকলেই সংপাত্র, তাঁদের কেউ গৃহস্থ, কেউ সন্ন্যাসী। তাঁদের সকলেই প্রার্থনা পূরণ করা কর্তব্য, কিন্তু ভৃত্যদের পীড়ন করে দান করা অনুচিত। স্বাভাবিক পুরোহিত আচার্য শিষ্য কুটুম্ব বান্ধব যদি শাস্ত্রজ্ঞ ও অসুয়াশূন্য হন তবে সকলেই দানেব যোগ্য পাত্র। সাবধানে পবীক্ষার পর দান করা উচিত। যার অক্লেশ সত্য-নিষ্ঠা অহিংসা তপস্যা সরলতা অনভিমান লজ্জা সহিষ্ণুতা জিতেন্দ্রিয়তা ও মনঃসংযম আছে এবং যিনি অকার্য করেন না তিনিই সম্মানের পাত্র। যে বেদ ও

শাস্ত্র মানে না এবং সৰ্ববিষয়ে নিয়মহীন সে অসংপাঠ। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাভিমানেী ও বেদনিগ্ৰহক, নিবৰ্থক তব্ৰবিদ্যাৰ অনুবক্ত, সভায় হেতুবাদ দ্বাৰা জয়ী হ'তে চায়, যে বটুভাষী বহুবক্তা ও মূঢ়, তাকে কুন্ধবেব ন্যায অস্পৃশ্য জ্ঞান করা উচিত।

## ৯। স্ত্রীজাতিৰ কুৎসা — বিপদলৈ গদুৰুপন্নীৰক্ষা

যদুধিষ্ঠিৰ বললেন, পিতামহ, শোনা যায স্ত্রীজাতি লঘুচিত্ত এবং সকল দোষেৰ মূল। আপনি তাৰেৰ স্বভাব সম্বন্ধে বলুন। ভীষ্ম বললেন, আমি তোমাকে নাবদ ও পুণ্ডচলী (বেশ্যা) পণ্ডচুড়াৰ কথা বলাছি শোন। — একদিন নাবদ বিচৰণ করতে কবতে ব্রহ্মলোকবাসিনী অম্ৰসা পণ্ডচুড়াকে দেখতে পেলেন। নাবদ বললেন, সুন্দৰী, স্ত্রীজাতিৰ স্বভাব কিপ্রকার তা আমি তোমাৰ কাছে শুনতে ইচ্ছা কৰি। পণ্ডচুড়া বললেন, আমি স্ত্রী হয়ে স্ত্রীজাতিৰ নিন্দা কবতে পাব না, এমন অনুবোধ কৰা আপনাৰ উচিত নয়। নাবদ বললেন, তোমাৰ কথা যথার্থ, কিন্তু মিথ্যা বললেই দোষ হয়, সত্য কথায দোষ নেই। তখন চান্দহাসিনী পণ্ডচুড়া বললেন, দেৱীৰ্ষ, নাৰীদেৱ এই দোষ যে তাৰা সদ্বংশীয়ীয়া রূপবতী ও মধবা হ'লেও সদাচাৰ লঙ্ঘন কৰে। তাৰেৰ চেয়ে পাৰ্শ্বিষ্ট কেউ নেই, তাৰ, সকল দোষেৰ মূল। ধনবান রূপবান ও বশীভূত পতিৰ জন্যও তাৰা প্ৰতীক্ষা কবতে পাবে না, যে পদুৰুষ আছে গিষে কিণ্ডিও চাটুৰাক্য বলে তাকেই কামনা কৰে। উপযাচক পদুৰুষেৰ অভাবে এবং পৰিজনদেব ভয়েই নাৰীৰা পতিৰ বশে থাকে। তাৰেৰ অগ্ন্যা কেউ নেই, পদুৰুষেৰ বয়স বা বৃদ্ধ তাৰা বিচাৰ কৰে না। রূপযৌবনবতী সদুবেশা বৈবৰিণীকে দেখলে কুলস্ত্ৰীয়াও সেইবৃদ্ধ হ'তে ইচ্ছা কৰে। পদুৰুষ না পেলে তৰা পৰম্পৰেৰ সাহায্যে কামনা পূৰণ কৰে। সদুৰূপ পদুৰুষ দেখলেই তাৰেৰ ইন্দ্রিয়-বিকার হয়। যম পবন মৃত্যু পাতাল বড়বানল ক্ষুবধাৰা বিষ সৰ্প ও আঁশ—এই সমস্তই একাধাৰে নাৰীতে বৰ্তমান।

প্ৰসঙ্গাত্মমে ভীষ্ম বললেন, পদুৰাকালে বিপদলৈ যেনপ্ৰকাৰে তাঁৰ গদুৰুপন্নীকে বক্ষা কৰেছিলেন তা বলাছি শোন। — দেৱশৰ্মা নামে এক ঋষি ছিলেন, তাঁৰ পন্নীৰ নাম রুচি। অতুলনীয়া সুন্দৰী রুচিৰ উপৰ ইন্দ্রের লোভ ছিল। দেৱশৰ্মা স্ত্ৰীচৰিত্ৰ ও ইন্দ্রের পৰম্ভালালসা জ্ঞানতেন্ৰু সেজন্য রুচিকে সাবধানে রক্ষা কৰতেন। একদিন তিনি তাঁৰ প্ৰিয়শিষ্য বিপদলৈকে বললেন, আমি যজ্ঞ করতে যাছি, তুমি

তোমার গদ্রুপস্বরীকে সাবধানে রক্ষা করবে। সুরেশ্বর ইন্দ্র রুচিকে সর্বদা কামনা করেন; তিনি বহুপ্রকার মায়া জানেন, বজ্রধারী কিরীটী, চুড়াল, জটীচীরধাবী, কুরূপ, রূপবান, যদুবা, বংশ, ব্রাহ্মণ বা অন্য বর্ণ, পশুপক্ষী ও মক্ষিকামশকাতির রূপ ধারণ করতে পারেন। তিনি বায়ুবৃপেও এখানে আসতে পারেন। দৃষ্ট মুকুন্দর যেমন যজ্ঞেব ঘৃত লেহন কবে, সেইবৃপ দেববাজ যেন রুচিকে উচ্ছ্রিত না করেন।

দেবশর্মা চ'লে গেলে বিপদুল ভাবলেন, মায়াবী ইন্দ্রকে নিবারণ করা আমাব পক্ষে দূঃসাধ্য, আমি পৌবুয় ম্বাবা গদ্রুপস্বরীকে বক্ষা করতে পারব না। অতএব আমি যোগবলে এ'র শবীরে প্রবেশ করে পদ্মপত্রে জলবিন্দুব ন্যায় নির্লিপ্ত হর্ষে অবস্থান কবব, তাতে আমাব অপবাধ হবে না। এইবৃপ চিন্তা ক'বে মহাতপা বিপদুল রুচির নিকটে বসলেন এবং নিজেব নেত্রবশ্মি রুচির নেত্রে সংযোজিত ক'বে বায়ু যেমন আকাশে যায় সেইবৃপ গদ্রুপস্বরীব দেহে প্রবেশ কবলেন। বৃচি স্তম্ভিত হয়ে রইলেন, তাঁর দেহমধ্যে বিপদুল ছায়াব ন্যায় অবস্থান করতে লাগলেন।

এমন সময় ইন্দ্র লোভনীয় বৃপ ধারণ ক'বে সেখানে এসে দেখলেন, আলেখ্যে চিত্রিত মূর্তির ন্যায় বিপদুল স্তম্ভনেত্রে বসে আছেন, তাঁর নিকটে পূর্ণচন্দ্রনিভাননা পদ্মপলাশাক্ষী বৃচিও রয়েছে। ইন্দ্রেব বৃপ দেখে বিস্মিত হয়ে রুচি দাঁড়িয়ে উঠে বলবার চেষ্টা কবলেন, 'তুমি কে?' কিন্তু পারলেন না। ইন্দ্র মধুরবাক্যে বললেন, সুন্দরী, আমি ইন্দ্র, কামার্ত হয়ে তোমাব কাছে এসেছি, আমাব অভিলাষ পূর্ণ কব। রুচিকে নিশ্চেষ্ট ও নির্বিকার দেখে ইন্দ্র আবার তাঁকে আহ্বান কবলেন, রুচিও উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন। তখন বিপদুল গদ্রুপস্বরীর মূত্র দিয়ে বললেন, কিজন্য এসেছ? এই বাক্য নিগত হওয়ায় রুচি লজ্জিত হলেন, ইন্দ্রও উদ্বিস্ত হলেন। তার পর দেববাজ দিব্যদৃষ্টি ম্বাবা দেখলেন, মহাতপা বিপদুল দর্পগুণ প্রতীবিস্মের ন্যায় রুচিব দেহমধ্যে রয়েছে। ইন্দ্র শাপেব ভয়ে হস্ত হয়ে কাঁপতে লাগলেন। বিপদুল তখন নিজেব দেহে প্রবেশ ক'বে বললেন, অজিতেন্দ্রিয় দ্রবৃদ্বিশ্বী পাপাত্মা পুরন্দব, তুমি দেবতা আর মানুষ্যেব পূজা অধিক দিন ভোগ কববে না; গোতমের শাপে তোমাব সর্বদেহে যোনিচিহ্ন হয়েছিল তা কি ভুলে গেছ? আমি গদ্রুপস্বরীকে রক্ষা করছি, তুমি দ্রব হও, আমাব গদ্রু তোমাকে দেখলে এখনই দংশ ক'বে ফেলবেন। তুমি নিজেকে অমর ভেবে আমাকে অবজ্ঞা করো না, তপস্যার অসাধ্য কিছু নেই।

ইন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না, লজ্জিত হয়ে তখনই অস্তিত্ব হারালেন।



ক্ষণকাল পরে দেবশৰ্মা যজ্ঞ সমাপ্ত করে ফিরে এলেন এবং সকল বৃত্তান্ত শ্রুনে প্রীত হয়ে বিপদকে এই বর দিলেন যে তাঁর ধৰ্মে একান্ত নিষ্ঠা হবে। তার পর গদ্বদ্ব অনুরূপ নিয়ে বিপদ কঠোর তপস্যায় রত হলেন এবং কীর্তি ও সিদ্ধি লাভ কবে স্পর্ধিত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন।

কিছুকাল পবে অঙ্গরাজ চিত্রবৰ্ণের পত্নী প্রভাবতী এক মহোৎসবে তাঁর ভগিনী বদ্রিচকে নিমন্ত্রণ করলেন। এই সময়ে আকাশগামিনী এক দিব্যাঙ্গনার অংগ থেকে কতকগুলি পদ্ম ভূপতিত হ'ল। বদ্রিচ সেই পদ্মে তাঁর কেশকলাপ ভূষিত কবে ভগিনী প্রভাবতীর নিমন্ত্রণ বক্ষা করলেন। প্রভাবতী বদ্রিচকে বললেন, আমাকে এইব্দ পদ্ম আনিযে দাও। দেবশৰ্মার আদেশে বিপদ সেই ভূপতিত অঙ্গান পদ্ম সংগ্রহ কবে অঙ্গরাজধানী চম্পানগরীতে যাত্রা করলেন। স্নেহে যেতে তিনি বনমধ্যে দেখলেন, এক নরমিথুন (নবনাৰী) পরস্পরের হাত ধবে ঘূৰছে এবং একজন অন্যজনের চেয়ে শীঘ্র চলছে বলে কলহ কবছে। অবশেষে তাৰা এই শপথ কবলে — আমাদেব মধ্যে যে মিথ্যা বলছে সে যেন পবলোকে বিপদেব ন্যায় দুর্গতি পায়। এই কথা শ্রুনে বিপদ চিন্তিত হলেন এবং আৰও কিছুদূৰ গিয়ে দেখলেন, ছ জন লোক স্বৰ্ণ ও বৌদ্য নিৰ্মিত পাশা নিয়ে খেলছে। তাৰাও শপথ কবলে — আমাদেব মধ্যে যে অন্যায় কববে সে যেন বিপদেব গতি পায়। তখন বিপদেব মনে পড়ল, তিনি যে গদ্বদ্বপত্নীৰ দেহে প্রবেশ কবেছিলেন তা গদ্বদ্বকে জানান নি। বিপদ পদ্ম নিয়ে চম্পানগরীতে এলে দেবশৰ্মা বললেন, তুমি পথে যাঁদের দেখেছ তাঁরা তোমাৰ কাৰ্য জানেন, আমি আৰু রুচিও জানি। সেই মিথুন যাঁৰা চক্ৰবৰ্ত্তন করেন তাঁৰা অহোৱাত, এবং পাশবীড়ারত ছয় পদ্বদ্ব ছয় ঋতু। এঁৰা সকলেই তোমাৰ দৃষ্কৃত জানেন। মানদ্ব নিৰ্জনে দৃষ্কৰ্ম কবলেও দিবাৱাত ও ছয় ঋতু তা দেখেন। তুমি রুচিকে রক্ষা করে হৃষ্ট ও গৰিত হৰ্ষোছলে, কিন্তু ব্যাভিচাৰ আশঙ্কা কবে আমাকে সব কথা জানাও নি, এই অপবাধ তোমাকে তাঁৰা স্মরণ কবিয়ে দিয়েছেন। তুমি অন্য উপায়ে দূৰ্ব্বস্তা রুচিকে বক্ষা করতে পারবে না বদ্বে তাঁৰ শরীরে প্রবেশ করেছিলে, কিন্তু তাতে তোমাৰ কোনও পাপ হয় নি। বৎস, আমি প্রীত হয়েছি, তুমি স্বৰ্ণলোক লাভ করে সদ্ব্য হবে।

আখ্যান শেষ করে ভীষ্ম বললেন, য্ধর্ষিত্তর, স্ত্রীলোককে সৰ্বদা রক্ষা করা উচিত। সাধনী ও অসাধনী দুইপ্রকার স্ত্রী আছে, লোকমাতা সাধনী স্ত্রীগণ এই পৃথিবী ধারণ করেন। দৃষ্করিণী কুলনাশিনী অসাধনী স্ত্রীদের গাঠলক্ষণ দেখলেই

চেনা যায়, তাদের সাবধানে রক্ষা করতে হয়, নতুবা তারা বাড়িচারিণী হয় এবং পাণহীন করে।

### ২০। বিবাহভেদ — দ্ৰুহিতার অধিকার — বর্ণসংকর — পদ্রুভেদ

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, কিব্দপ পাত্রে কন্যাদান কর্তব্য? ভীষ্ম বললেন, স্বভাব চরিত্র বিদ্যা কুল ও কার্য দেখে গৃণবান পাত্রে কন্যাদান করা উচিত। এইব্দপ বিবাহের নাম ব্রাহ্মবিবাহ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই বিবাহই প্রশস্ত। বরকন্যার পরস্পরের ইচ্ছায় বিবাহকে গান্ধর্ব বলা হয়। ধন দিয়ে কন্যা ক্রয় ক'বে যে বিবাহ হয় তার নাম আসদুব। আত্মীয়বর্গকে হত্যা ক'বে বোবদ্যমানা কন্যাব সহিত বিবাহের নাম রাক্ষস। শেষোক্ত দ্ৰুহী বিবাহ নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণাদি প্রত্যেক বর্ণের পদ্রু তার সর্গের বা নিম্নবর্তী অন্যায় বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সর্গী পত্নীই শ্রেষ্ঠ। ত্রিশ বৎসরের পাত্র দশ বৎসরের কন্যাকে এবং একুশ বৎসরের পাত্র সাত বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করবে। (১) ঋতুমতী হ'লে কন্যা তিন বৎসর বিবাহের জন্য অপেক্ষা করবে, তার পব সে স্বয়ং পতি অন্তেষণ ক'বে নেবে। মন্ত্রপাঠ ও হোম ক'বে কন্যা সম্প্রদান করলে বিবাহ সিদ্ধ হয়, কেবল বাগদান করলে বা পণ নিলে হয় না। সপ্তপদীগমনের পর পাণিগ্রহণমন্ত্র সম্পূর্ণ হয়।

যদুধিষ্ঠির বললেন, যদি কন্যা থাকে তবে অপদ্রু ব্যক্তির ধন আর কেউ পেতে পারে কি? ভীষ্ম বললেন, দ্ৰুহিতা পদ্রুর সমান, তার পৈতৃক ধন আর কেউ নিতে পারে না। পদ্রু থাক বা না থাক, মাতার যৌতুকধনে কেবল দ্ৰুহিতারই অধিকার। অপদ্রু ব্যক্তির দৌহিত্রও পদ্রুর সমান অধিকারী।

যদুধিষ্ঠির বললেন, আপনি বর্ণসংকরের উৎপত্তি ও কর্মের বিষয় বলুন। ভীষ্ম বললেন, পিতা যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে ব্রাহ্মণীর পদ্রু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ার পদ্রু মর্ধাভিষিক্ত, বৈশ্যার পদ্রু অশ্বষ্ঠ, এবং শূদ্রার পদ্রু পারশব নামে উক্ত হয়। পিতা যদি ক্ষত্রিয় হয় তবে ক্ষত্রিয়ার পদ্রু ক্ষত্রিয়, বৈশ্যার পদ্রু মাহিষ্য, এবং শূদ্রার পদ্রু উগ্র নামে কথিত হয়। পিতা বৈশ্য হ'লে বৈশ্যার পদ্রুকে বৈশ্য এবং শূদ্রার পদ্রুকে

---

(১) ১৬-পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে বয়স্ক কন্যাকেই বিবাহ করা বিধি লোকের উচিত।

দৰণ বলা হয়। শূদ্র-শূদ্রার পুত্র শূদ্রই হয়। নিম্নবর্ণের পিতা ও উচ্চবর্ণের মাতার সন্তান নিম্নদনীয় হয়। ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণীর পুত্র সূত, তাদের কর্ম রাজাদের স্তুতিপাঠ। বৈশ্য-ব্রাহ্মণীর পুত্র বৈদেহক বা মোদুগল্য, তাদের কর্ম অশ্বপুত্র-শ্রম, তাদের উপনয়নাদির সংস্কার নেই। শূদ্র-ব্রাহ্মণীর পুত্র চণ্ডাল, তাবা ফুলের, বলশ্চ, গ্রামেব বহির্দেশে বাস কবে এবং ঘাতক (জল্লাদ)এব কর্ম কবে। বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ার পুত্র বাক্যজীবী বন্দী বা মাগধ। শূদ্র-ক্ষত্রিয়ার পুত্র মৎসজীবী নিষাদ। শূদ্র-বৈশ্যার পুত্র আয়োগব (সুত্রধব)। শাস্ত্রে কেবল চতুর্বর্ণেব ধর্ম নির্দিষ্ট আছে, বর্ণসংকব জাতিব ধর্মের বিধান নেই, তাদের সংখ্যাবও ইয়ত্তা নেই।

তাব পব ভীষ্ম বললেন, ঔবসজাত পুত্র আত্মস্ববদূপ। পতিব অনম্মতিতে অন্য কর্তৃক উৎপাদিত সন্তানেব নাম নিবদুজ, বিনা অনম্মতিতে সন্তান হলে তার নাম প্রসূতিজ। বিনামূল্যে প্রাপ্ত অপবেব পুত্র দত্তকপুত্র, মূল্য, ম্বারা প্রাপ্ত কৃতকপুত্র। গর্ভবতী স্ত্রীর বিবাহেব পব যে পুত্র হয় তার নাম অধ্যোদ। অবিবাহিত কুমারীব পুত্র কানীন।

### ১১। চ্যবন ও নহুষ

যদুধিষ্ঠিব বললেন, পিতামহ, যাদেব সগে একত্র বাস কবা যায় তাদের উপব কিরূপ স্নেহ হয়? ভীষ্ম বললেন, আমি এক ইতিহাস বলছি শোন। — পুরাকালে ভৃগুবংশজাত মহর্ষি চ্যবন ব্রতধারী হয়ে ম্বাদশ বৎসব গঙ্গাযমুনাব জলমধ্যে বাস করেছিলেন। তিনি সর্বভূতেব বিশ্বাসভাজন ছিলেন, মৎস্যাদি জলচর নির্ভয়ে তাঁর ওষ্ঠ আশ্রয় কবত। একদিন ধীবরগণ জাল ফেলে বহু মৎস্য ধরলে, সেই সগে চ্যবনকেও তাবা জালবদ্ধ কবে তাঁবে তুলল। তাঁর পিঙ্গলবর্ণ শ্মশ্রু, মস্তকেব জটা এবং শৈবাল-শঙ্খ-গম্বুক-শিঙিত দেহ দেখে ধীবরগণ কৃতাজলিপদুটে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। মৎস্যদের মরণাপন্ন দেখে চ্যবন কৃপাবিষ্ট হয়ে বাব বার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ধীবরগণ বললে, মহামুনি, আমাদেব অজ্ঞানকৃত পাপ ক্ষমা করুন, আদেশ কবুন আমবা আপনাব কি প্রযকার্ষ করব। চ্যবন বললেন, আমি এই মৎস্যদের সগে একত্র বাস করেছি, এদের ত্যাগ কবতে পারি না; আমি মৎস্যদের সগেই প্রাণত্যাগ কবব বা বিক্ৰীত হব।

ধীবরগণ অত্যন্ত ভীত হযে রাজা নহুষের কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালে। অমাত্য ও পুরোহিতের সগে নহুষ সক্ষর এসে চ্যবনকে বললেন,

শ্বিজোত্তম, আপনার কি প্রিয়কার্য করব বলুন। চ্যবন বললেন, এই মৎস্যজীবীরা অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছে, তুমি এদের মৎস্যেব মৃদ্যা এবং আমারও মৃদ্যা দাও। নহুষ সহস্র মৃদ্রা দিতে চাইলে চ্যবন বললেন, আমার মৃদ্যা সহস্র মৃদ্রা নয়, তুমি বিবেচনা ক'বে উপযুক্ত মৃদ্যা দাও। নহুষ ক্রমে ক্রমে লক্ষ মৃদ্রা, কোটি মৃদ্রা, অর্ধ বাজ্য ও সমগ্র রাজ্য দিতে চাইলেন, কিন্তু চ্যবন তাতেও সম্মত হলেন না। নহুষ দৃষ্টিত ও চিন্তাকুল হলেন। এমন সময়ে এক গোগভর্জাত ফলমৃদলাশী তপস্বী এসে নহুষকে বললেন, মহাবাজ, ব্রাহ্মণ আব গো অমৃদ্যা, আপনি এই ব্রাহ্মণের মৃদ্য-স্বরূপ একটি গাভী দিন। নহুষ তখন হৃষ্ট হয়ে চ্যবনকে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, গাভ্যেস্থান করুন, আপনাকে আমি গাভী দ্বারা ক্রয় কবলাম। চ্যবন তুষ্ট হয়ে বললেন, এখন তুমি যথাথই আমাকে ক্রয় কবেছ। গোধন তুল্য কোনও ধন নেই; গোমাহাষ্য কীর্তন ও শ্রবণ, গোদান এবং গোদর্শন কবলে সর্বপাপনাশ ও কল্যাণ হয়। গাভী লক্ষ্মীর মূল এবং স্বর্গের সোপান স্বরূপ। গাভী থেকেই যজ্ঞীয় হবি উৎপন্ন হয়। সমগ্র গোমাহাষ্য বলা আমার সাধ্য নয়।

ধীবরগণ চ্যবনকে বললে, ভগবান, আপনি প্রসন্ন হয়ে এই গাভী গ্রহণ করুন। চ্যবন বললেন, ধীবরগণ, আমি এই গাভী নিলাম, তোমরা পাপমুক্ত হয়ে এই মৎস্যদের সঙ্গে স্বর্গে যাও। তাব পব চ্যবন নহুষকে আশীর্বাদ ক'বে নিজ আশ্রমে চলে গেলেন।

## ১২। চ্যবন ও কুশিক

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, পবশুবাম ব্রহ্মর্ষির বংশে জন্মে ক্ষত্রধর্মী হলেন কেন? আবার, ক্ষত্রিয় কুশিকের বংশে জন্মে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ কি ক'রে হলেন? ভীষ্ম বললেন, ভৃগুনন্দন চ্যবন জানতেন যে কুশিকবংশ থেকে তাঁর বংশে ক্ষত্রাচার সংক্রামিত হবে, সেজন্য তিনি কুশিকবংশ দম্ব করতে ইচ্ছা করলেন। চ্যবন কুশিকের কাছে গিয়ে বললেন, মহাবাজ, আমি তোমার সঙ্গে বাস করতে চাই। কুশিক তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ ক'বে বললেন, আমার রাজ্য ধন ধেনু সমস্তই আপনার। চ্যবন বললেন, আমি ওসব চাই না, আমি এক ব্রতের অনুষ্ঠান করব, তুমি ও তোমার মহিষী অকুণ্ঠিত হয়ে আমার পরিচর্যা কর। কুশিক সানন্দে সম্মত হয়ে তাঁকে একটি উত্তম শয়নগৃহে নিয়ে গেলেন। সুদীপ্ত হ'লে চ্যবন আহারের পর শয্যা শূন্যে বললেন, তোমরা আমাকে জাগিও না, নিরন্তর পদসেবা কর। কুশিক

ও তাঁর মহিষী আহারনিদ্রা ত্যাগ করে চাবনের পদসেবা করতে লাগলেন। একুশ দিন পবে চাবন শয্যা থেকে উঠে শয়নগৃহ থেকে নিষ্কান্ত হলেন, কুশিক ও তাঁর মহিষী অত্যন্ত প্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হ'লেও পিছনে পিছনে গেলেন। ক্ষণকাল পরে চাবন অন্তর্হিত হলেন।

সম্প্রদায় কুশিক অন্বেষণ ক'বে কোথাও চাবনকে পেলেন না, তখন তাঁরা শয়নগৃহে এসে দেখলেন, মহর্ষি শয্যাশূন্যে আছেন। কুশিক ও তাঁর মহিষী নিপীড়িত হয়ে পুনর্বাব পদসেবায় বত হলেন। আবার একুশ দিন পবে চাবন উঠে বললেন, আমি স্নান কবব, আমার দেহে তৈলমর্দন কব। সম্প্রদায় কুশিক চাবনের দেহে মহামূল্য শতপাক তৈল মর্দন কবতে লাগলেন। তাব পর চাবন স্নানশালায় গিয়ে স্নান ক'বে আবার অন্তর্হিত হলেন। পুনর্বাব আবির্ভূত হয়ে তিনি সিংহাসনে বসলেন এবং অন্ন আনবাব আদেশ দিলেন। অন্ন মাংস, শাক পিষ্টক ফল প্রভৃতি আনা হ'লে চাবন তাঁর শয্যা-আসনাদির সঙ্গে সমস্ত ভোজ্যদ্রব্যে অগ্নিদান ক'বে আবার অন্তর্হিত হলেন এবং পর্বদিন দেখা দিলেন।

এইব'পে অনেক দিন গেল, চাবন কুশিকেব কোনও রম্ভ (হ্রুটি) দেখতে পেলেন না। একদিন তিনি বললেন, তুমি ও তোমাব মহিষী আমাকে রথে বহন ক'বে নিষে চল: পথে যাবা প্রার্থী হয়ে আসবে তাদেব, আমি প্রচুর ধনরত্ন দিতে ইচ্ছা কবি, তুমি তার আয়োজন কর। রাজা ও মহিষী বথ টানতে লাগলেন, বাজভূত্যগণ ধনবস্ত্র নিষে পশ্চাতে চলল। চাবনের কষাঘাতে সম্প্রদায় কুশিক ক্ষত-বিক্ষত হলেন, পদবাসিগণ শোকাকুল হয়েও শাপভয়ে নীবব রইল। অজস্র ধন দান কবার পর চাবন রথ থেকে নেমে বললেন, মহাবাজ, তোমাদের উপব আমি প্রীত হয়েছি, বর চাও। এই ব'লে তিনি রাজা ও মহিষীর দেহ হাত দিয়ে স্পর্শ কবলেন। কুশিক বললেন, মহর্ষি, আপনার প্রসাদে আমাদের শ্রান্তি ও বেদনা দূর হয়েছে। চাবন বললেন, এখন তোমরা গৃহে যাও, আমি কিছুকাল এই গঙ্গাতীরে বাস করব, তোমরা কাল আবার এসো। দৃষ্টিত হয়ো না, শীঘ্রই তোমাদের সকল কামনা পূর্ণ হবে।

পর্বদিন প্রভাতে কুশিক ও তাঁর মহিষী গঙ্গাতীরে এসে দেখলেন, সেখানে গন্ধর্বনগর তুল্য কাণ্ডনময় প্রাসাদ, রমণীয় পর্বত, পদ্মশোভিত সরোবব, চিত্রশালা, তোরণ, বহুবৃক্ষসমাবৃত উদ্যান প্রভৃতি সৃষ্ট হয়েছে। কুশিক ভাবলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না সশরীরে পরমলোক লাভ করেছি, না উত্তরকুব্জ বা অমরাবতীতে এসেছি? কিছুকাল পরে সেই কানন প্রাসাদ প্রভৃতি অদৃশ্য হয়ে গেল, গঙ্গাতীর

পূর্বের ন্যায় নীরব হ'ল। কুশিক তাঁর মহিষীকে বললেন, তপোবলেই এইসকল হ'তে পারে, ত্রিলোকের রাজ্য অপেক্ষা তপস্যা শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি চাবনের কি আশ্চর্য শক্তি! ব্রাহ্মণরা সর্বাধিক পবিত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন; রাজ্য সহজেই পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণ অতি দুর্লভ।

কুশিক ও তাঁর মহিষীকে ডেকে চাবন বললেন, মহারাজ, তুমি ইন্দ্রিষ ও মন জয় করেছ, এখন কঠোর পরীক্ষা থেকে মুক্ত হ'লে। আমি প্রীত হয়েছি, বর চাও। কুশিক বললেন, ভৃগুশ্রেষ্ঠ, আপনাব নিকটে থেকে অগ্নিমধ্যবতী ব্যক্তিব ন্যায় আমবা যে দংশ হই নি এই ষথেষ্ট। যদি প্রীত হয়ে থাকেন তো বলুন, আপনি যেসকল অশ্লীল কার্য করেছেন তার উদ্দেশ্য কি? চাবন বললেন, মহাবাজ, আমি ব্রহ্মাব নিকট শুনছিলাম যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধেব ফলে কুলসংকব হবে, তোমাব এক তেজস্বী বলবান পুত্র জন্মাবে। তোমার বংশ দংশ করবার জন্যই আমি এখানে এসেছিলাম, কিন্তু বহু উৎপীড়ন ক'বেও তোমাকে রুদ্ধ কবতে পারি নি, অভিষাপ দেবার কোনও ছিদ্রও পাই নি। তোমাদের প্রীতির জন্যই এই কানন সৃষ্টি কবেছিলাম, তাতে তোমরা ক্ষণকাল সশরীরে স্বর্গসুখ অনুভব কবেছ। রাজা, তুমি ব্রাহ্মণ ও তপশ্চর্যার আকাঙ্ক্ষা কবেছ তাও আমি জানি। ব্রাহ্মণ অতি দুর্লভ, ঋষি ও তপস্বি আবও দুর্লভ। তথাপি তোমাব কামনা সিদ্ধ হবে, তোমার অধস্তন তৃতীয় পুত্র (বিশ্বামিত্র) ব্রাহ্মণ লাভ কবেন। ক্ষত্রিয়গণ ভৃগুবংশীয়দেব যজ্ঞমান, তথাপি তারা দৈববশে ভৃগুবংশীয়গণকে বধ কবে। তাব পর আমাদের ভৃগুবংশে উর্ব (ওর্ব) (১) নামে এক মহাতেজস্বী পুত্র জন্মাবেন, তাঁব পুত্র ঋচীক সমস্ত ধনবৈদ্য আয়ত্ত করবেন এবং পুত্র জমদগ্নিকে তা দান কবেন। জমদগ্নির সহিত তোমার পুত্র গাধির কন্যার বিবাহ হবে, তাঁদেব পুত্র মহাতেজা পরশুরাম (১) ক্ষত্রাচাবী হবেন। গাধিব পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ লাভ কবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে চাবন তীর্থযাত্রায় গেলেন।

### ১০। দানধর্ম — অপালক রাজা — কপিলা — লক্ষ্মী ও গোময়

যদিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম তপস্যা ও বিবিধ ব্রতচরণের ফল এবং ধেনু ভূমি জল সুবর্ণ অন্ন মৃগমাংস ঘৃত দুগ্ধ তিল বস্ত্র শয্যা পাদুকা প্রভৃতি

দানের ফল সর্বিস্তাবে বিবৃত ক'রে বললেন, যাচক অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান করা শ্রেয়, যাচকরা দস্যুর ন্যায় দাতাকে উদ্‌বিশ্ব কবে। যদ্বিধিষ্ঠির, তোমার স্বজ্যে যদি অযাচক দ্বিভ্র ব্রাহ্মণ থাকেন তবে তুমি তাঁদের ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় ন্যায় জ্ঞান করবে, তাঁদের সেবা অবশ্য কর্তব্য।

তার পর ভীষ্ম বললেন, রাজাদের যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত, কিন্তু প্রজাপীড়ন কবে নয়। যে রাজা বালকেবা স্বাদু খাদ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু খেতে পায় না, ব্রাহ্মণাদি প্রজাবা ক্ষুধায় অবসন্ন হয়, পতিপুত্রদেবগণের মধ্যে থেকে যোগ্যদ্যমান্য বর্ণী সবলে অপহৃত হয়, সে রাজার জীবনে ধিক। যিনি প্রজা রক্ষা করতে পাবেন না, সবলে ধন হরণ করেন, সেই নিদর্শ কলিতুল্য রাজাকে প্রজাগণ নিলিহিত হয়ে বধ করবে। যিনি প্রজাবক্ষার আশ্বাস দিয়ে বক্ষা করেন, না সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুরুবীর ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত। মনুস্মৃতি অনুসারে প্রজার পাপ ও পুণ্যের চতুর্থাংশ রাজাতে সংক্রামিত হয়।

তার পর ভীষ্ম গোদানের ফল সর্বিশেষ কীর্তন ক'রে বললেন, গোসমূহের মধ্যে কপিলাই শ্রেষ্ঠ। প্রজাসৃষ্টির পর প্রজাপতি দক্ষ অমৃত পান করেছিলেন, তাঁর উদ্‌গার থেকে কামধেনু স্রবভী উৎপন্ন হয়। স্রবভীই স্রবধরণী কপিলা গাভীর দেব জন্ম দিয়েছিলেন। একদা কপিলাদেব দুঃশয্যের মহাদেবের মস্তকে পতিত হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হন, তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে কপিলাদেব গাঠ বিবিধবর্ণ হয়েছে। প্রজাপতি দক্ষ তাঁকে বলোছিলেন, আপনি অমৃতে অভিষিক্ত হয়েছেন। দক্ষ মহাদেবকে একটি বৃষভ ও কতকগুলি গাভী দিয়েছিলেন, সেই বৃষভ মহাদেবের বাহন ও লাঞ্ছন হল।

যদ্বিধিষ্ঠিব, আমি এক পুরাতন ইতিহাস বলছি শোন।—একদিন লক্ষ্মী মনোহরবেশে গাভীদের নিকটে এলে তাবা জিজ্ঞাসা কবলে, দেবী, তুমি কে? তোমার বৃষের তুলনা নেই। লক্ষ্মী বললেন, আমি লোককান্তা শ্রী; আমি দৈত্যদের ত্যাগ কবেছি সেজন্য তাবা বিনষ্ট হয়েছে, আমার আগ্রহে দেবতারা চিবকাল স্নানভোগ করছেন। গোগণ, আমি তোমাদের দেহে নিত্য বাস কবতে ইচ্ছা করি, তোমরা শ্রীযুক্ত হও। গাভীরা বললে, তুমি অস্থিরা চপলা, বহুলোকেব অনুব্রতা, আমরা তোমাকে চাই না। আমরা সকলেই কান্তিমতী, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। লক্ষ্মী বললেন, অনাহৃত হয়ে যে আসে তার অপমান লাভ হয় — এই প্রবাদ সত্য। মনুষ্য দেব দানব গন্ধর্বাদি উগ্র তপস্যা দ্বারা আমার সেবা করেন; অতএব তোমরাও

আমাকে গ্রহণ কর, ত্রিলোকে কেউ আমার অপমান করে না। তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান কবলে আমি সকলের নিকট অবজ্ঞাত হব, অতএব তোমরা প্রসন্ন হও, আমি তোমাদের শরণাগত। তোমাদের দেহের কোনও স্থান কুৎসিত নয়, আমি তোমাদের অধোদেশেও বাস করতে সম্মত আছি। তখন গাভীরা মন্ত্ৰণা ক'বে বললে, কল্যাণী যশস্বিনী, তোমাব সম্মানবক্ষা আমাদের অবশ্য কৰ্তব্য; তুমি আমাদের পবিত্র পদবীষ ও মূত্রে অবস্থান কর। লক্ষ্মী তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমাদের মঙ্গল হ'ক, আমি সম্মানিত হয়েছি।

### ১৪। দানের অপাত্ত — বশিষ্ঠাদির লোভসংবরণ

যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে ভীষ্ম শ্রাম্ধকর্মের বিধি সবিস্তারে বর্ণনা ক'বে বললেন, দৈব ও পিতৃকার্যে দানের পূর্বে ব্রাহ্মণদের কুল শীল বিদ্যা ইত্যাদি বিচার করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ ধূর্ত ভ্রূণহত্যাকাৰী যক্ষ্মারোগী পশুপালক বিদ্যাহীন কুসীদজীবী বা বাজভৃত্য, যে পিতাব সহিত বিবাদ করে, যার গৃহে উপপতি আছে, যে চোর পারদারিক শূদ্রযাজক বা শস্ত্রজীবী, যে কুকুব নিষে মৃগয়া কবে, যাকে কুকুব দংশন করেছে, যে দ্রোণ্ড, দ্রাতার পূর্বে বিবাহ করেছে, যে কুশীলব (নেট) বা কৃষিজীবী, যে কররেখা ও নক্ষত্রাদি দেখে শূভাশুভ নির্ণয় করে, এমন ব্রাহ্মণ অপাণ্ডুস্তেয, এদের দান করা উচিত নয়। দানগ্রহণও দোষজনক; যে ব্রাহ্মণ গৃণবান্বে দান গ্রহণ করেন তিনি অস্পদোষী হন, যিনি নিগূণের দান নেন তিনি পাপে নিমগ্ন হন। আমি এক পদবাতন ইতিহাস বলছি শোন। —

কশ্যপ অত্রি বশিষ্ঠ ভরদ্বাজ গৌতম বিশ্বামিত্র জমদগ্নি এবং বশিষ্ঠপত্নী অবদ্বন্দ্বতী ব্রহ্মলোক লাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা ক'রে পৃথিবী পর্যটন করছিলেন। গণ্ডা নামে এক কিংকবী এবং তার স্বামী পশুসখ নামক শূদ্র ঋষিদের পরিচর্যা কবত। এই সময়ে অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্যাভাবে লোকে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। শিবিপুত্র শৈব্য-বৃষাদিভি এক যজ্ঞ ক'রে ঋত্বিগ্গণকে নিজ পুত্র দক্ষিণা-স্বৰূপ দিয়েছিলেন; সেই পুত্র অকালে প্রাণত্যাগ করলে মহর্ষিগণ নিজের জীবনরক্ষার জন্য তাঁর দেহ স্থালীতে পাক করতে লাগলেন। তা দেখতে পেয়ে শৈব্য বললেন, আপনারা এই অভক্ষ্য বস্তু ত্যাগ করুন, আপনাদের পুত্রের জন্য যা চান তাই আমি দেব। ঋষিরা বললেন, রাজাদের দান গ্রহণ করলে আপাতত সদ্ধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তা বিষত্বলা, দানপ্রতিগ্রহের ফলে সমস্ত তপস্যা নষ্ট হয়। যারা



যাচক তাদেরই তুমি দান কর। এই ব'লে ঋষিরা অন্যত্র চ'লে গেলেন, তাঁরা যা পাক ক'বেছিলেন তা প'ড়ে রইল।

রাজা শৈব্যের আদেশে তাঁর ঋণ্ডারীরা বন থেকে উড়ুম্বর (ডুমুর) ফল সংগ্রহ ক'বে ঋষিদের দিতে লাগলেন। কিছুদিন পরে রাজা ফলের মধ্যে স্দবর্ণ পুঁরে পাঠিয়ে দিলেন। মহর্ষি অত্রি সেই ফল গন্ধুভাব দেখে বললেন, আমবা ন্নিবোঁধ নই, এই স্দবর্ণময় ফল নিতে পারি না। ঋষিরা সেই স্থান ত্যাগ ক'বে অন্যত্র চ'লে গেলেন। দান প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় শৈব্য ক্রুদ্ধ হয়ে এক যজ্ঞ কবলেন। যজ্ঞাগ্নি থেকে যাতুধানী নামে এক ভয়ংকরী কৃত্যা উৎখিত হ'ল। রাজা সেই কৃত্যাকে বললেন, তুমি অত্রি প্রভৃতি সাত জন ঋষি, অবদ্বন্দ্বতী, তাঁদের দাস পশুসখ এবং দাসী গন্ডাব কাছে যাও, তাদের নাম জেনে নিষে সকলকে বিনষ্ট কর।

ঋষিবা এক বনে ফলমূল খেয়ে বিচরণ করছিলেন। একদিন তাঁরা দেখলেন, এক স্থূলকায় পবিত্রাজক কুকুব নিষে তাঁদের দিকে আসছেন। অরদ্বন্দ্বতী ঋষিদের বললেন, আপনাদের দেহ এমন পুষ্টি নয়। ঋষিরা বললেন, আমবা খাদ্যাভাবে ক্লশ হয়েছি, আমাদের নিত্যকর্মও করতে পারি না; এই পবিত্রাজকেব অভাব নেই সেজন্য সে ও তাব কুকুর স্থূলদেহ। তাব পব সেই পবিত্রাজক নিকটে এসে ঋষিদের করস্পর্শ ক'বে বললেন, আমি আপনাদের পরিচর্যা করব। একদিন সকলে এক মনোহর সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেন, যাতুধানী ও রক্ষা করছিলেন। ঋষিবা মৃগাল নিতে গেলে যাতুধানী বললে, আগে তোমরা নিজেদেব নাম ও তাব অর্থ বল তাব পব মৃগাল নিও। ঋষিগণ অবদ্বন্দ্বতী গন্ডা ও পশুসখ নিজ নিজ নাম ও তাঁর অর্থ জানালে যাতুধানী প্রত্যেককে বললে, তোমাব নামের অর্থ বদ্বন্দ্বলীম না, যা হ'ক, তুমি সরোবরে নামতে পার। অবশেষে পবিত্রাজক বললেন, এ'বা সকলে যথেকারে নিজ নিজ নাম জানালেন আমি তেমন পারব না, আমার নাম শুনঃসখসখ (যম বা ধর্মের সখা)। যাতুধানী বললে, তোমার বাক্য সন্দিশ, পদনবাব নাম বল। পবিত্রাজক বললেন, আমি একবাব নাম বলিছি তথাপি তুমি বদ্বন্দ্বতে পারলে না, অতএব এই ত্রিদণ্ডেব আঘাতে তোমাকে বধ কবব। এই ব'লে তিনি যাতুধানীর মস্তকে আঘাত কবলেন, সে ভূপতিত হয়ে ভস্মসাৎ হ'ল।

ঋষিরা তখন মৃগাল তুলে ভীরে রাখলেন এবং পদনবাব জলে নেমে তর্পণ কবতে লাগলেন। জল থেকে উঠে তাঁরা মৃগাল দেখতে পেলেন না। তখন তাঁরা প্রত্যেকে শপথ ক'রে অপহরণকারীর উদ্দেশে অভিশাপ দিলেন। পরিশেষে শুনঃসখ এই শপথ করলেন — যে চুপ্তি করেছে সে বেদজ্ঞ বা ব্রহ্মচর্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে

কন্যাদান করুক এবং অথর্ববেদ অধ্যয়ন ক'বে স্নান করুক। ঋষিরা বললেন, তুমি যে শপথ কবলে তা সকল ব্রাহ্মণেরই অভীষ্ট, তুমিই আমাদের ম'ণাল চুরি কবেছ। শূর্নঃসখ বললেন, আপনাদের কথা সত্য, আপনাদের পবীক্ষার জন্যই এমন ক'বেছি। এই যাতুধানী রাজা শৈব্য-বৃষাদিভ'র আজ্ঞায় আপনাদের বধ করতে এসেছিল; আমি ইন্দ্র, আপনাদের রক্ষা করেছি। আপনারা সর্ববিধ প্রলোভন প্রত্যাখ্যান ক'রে ক্ষুধা সহ্য ক'বেছেন, সেজন্য সর্বকামপ্রদ অক্ষয় লোক লাভ করবেন। তখন সকলে আনন্দিত হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে গেলেন।

### ১৫। ছত্র ও পাদুকা — পদ্প ধূপ ও দীপ

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, শ্রাম্ভাদিতে যে ছত্র ও পাদুকা দেওয়া হয় তাব প্রবর্তন কি প্রকাবে হ'ল? ভীষ্ম বললেন, একদা জ্যৈষ্ঠ মাসে মধ্যাহ্নকালে মহর্ষি জমদগ্নি ধনু ম্বারা শব নিক্ষেপ ক'রে ক্রীড়া করছিলেন, তাঁর পত্নী বেণুকা সেই শর তুলে এনে দিচ্ছিলেন। প্রথর বোঁদ্রে বেণুকার কণ্ট হ'তে লাগল। তাঁর বিলম্ব দেখে জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার শর আনতে বিলম্ব হ'ল কেন? বেণুকা বললেন, সূর্যকিবণে আমার মস্তক ও চরণ সন্তপ্ত হয়েছিল, আমি বৃক্ষেব ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। জমদগ্নি দিব্য ধনু ও বহু শব নিয়ে সূর্যকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। তখন দিবাকর ব্রাহ্মণের বেশে এসে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, সূর্য আকাশে থেকে কিরণ ম্বারা রস আকর্ষণ ক'বেন এবং বর্ষায় সেই রস বর্ষণ ক'বেন, তা থেকে অন্ন উৎপন্ন হ'য়। সূর্যকে নিপাতিত ক'বে তোমার কি লাভ হ'বে? সূর্য আকাশে স্থিতি থাকেন না, তাঁকে তুমি কি ক'রে বিম্ব করবে? জমদগ্নি বললেন আমি জ্ঞাননৈষ্ঠ ম্বারা তোমাকে জানি, মধ্যাহ্নে তুমি অর্ধ নিমেষ কাল স্থিতি থাক, সেই সময়ে তোমাকে বিম্ব ক'ব। সূর্য বললেন, আমি তোমার শরণ নিলাম। জমদগ্নি সহাস্যে বললেন, তবে তোমার ভয় নেই; কিন্তু এমন উপায় ক'ব যাতে লোকে বৌদ্ধতাপিত পথ দিয়ে বিনা কষ্টে যেতে পারে। তখন সূর্য জমদগ্নিকে ছত্র ও পাদুকা দিয়ে বললেন, মহর্ষি, এই দুইএব ম্বারা আমার তাপ থেকে মস্তক ও চরণ রক্ষিত হবে।

আখ্যান শেষ ক'বে ভীষ্ম বললেন, যদুধিষ্ঠির, সূর্যই ছত্র ও পাদুকার প্রবর্তক, ব্রাহ্মণদের দান করলে মহান ধর্ম হয়। তার পর ভীষ্ম দেবার্চনায় পদ্প ধূপ ও দীপের উপযোগিতা প্রসঙ্গে বললেন, পদ্প মনকে আহ্বাদিত করে সেজন্য

তাব নাম সন্মনাঃ। কণ্টকহীন বৃক্ষের শ্বেতবর্ণ পুষ্পই দেবতাদের প্রীতিকর। পদ্মাদি জলজ পুষ্প গন্ধর্ব নাগ ও যক্ষগণকে প্রদেয়। কটু ও কণ্টকময় ওষধি এবং বহুবর্ণ পুষ্প শত্রুদের অভিচারেব জন্য অথর্ববেদে নির্দিষ্ট হয়েছে। ধূপ তিন প্রকার, গদগ্গদল প্রভৃতিকে নিষাস, কাষ্ঠময় ধূপকে সাবী, এবং মিশ্রিত উপাদান থেকে প্রস্তুত ধূপকে কৃত্রিম বলে। নিষাসেব মধ্যে গদগ্গদল শ্রেষ্ঠ, সাবী ধূপের মধ্যে অগদ্ব শ্রেষ্ঠ। শল্লকী (১) ও তজ্জাতীয় নিষাসেব ধূপ দৈতাদেব প্রিয়। সর্জবস (ধূনা) ও গন্ধকাষ্ঠ প্রভৃতির সংযোগে যে কৃত্রিম ধূপ হয় তা দেব দানব মানব সকলেরই প্রীতিকর। দীপ দান করলে মানুষ্যেব তেজ বৃদ্ধি পায়, উত্তবায়ণের ব্যাগ্রতে দীপদান কর্তব্য।

### ১৬। সদাচার — ভ্রাতার কর্তব্য

যদ্বিষ্ঠিব বললেন, পিতামহ, মানুষকে শতায়ু ও শতবীৰ্য বলা হয়, তবে অকালমৃত্যু হয় কেন? কি করলে মানুষ আয়ু কীর্তি ও শ্রী লাভ করতে পারে? ভীষ্ম বললেন, যারা দুর্য্যাকার তারা দীৰ্ঘ আয়ু পায় না, যে নিজের হিত চায় তাকে সদাচার পালন কবতে হবে। প্রত্যহ ব্রাহ্ম মনোহৃত্যে উঠে ধর্মার্থচিন্তা ও আচমন করে বৃত্তাজলি ও পূর্বমুখ হয়ে পূর্বসন্ধ্যার উপাসনা কববে। উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্য দেখবে না; রাহুগ্রস্ত, জলে প্রতিফলিত এবং আকাশমধ্যগত সূর্যের দিকেও দৃষ্টিপাত করবে না। মূত্র-পূর্বীষ দেখবে না, স্পর্শও কববে না। একাকী অথবা অজ্ঞাত বা নীচজাতীয় লোকের সঙ্গে চলবে না। ব্রাহ্মণ গো রাজা বৃদ্ধ ভারবাহী গর্ভিণী ও দুর্বলকে পথ ছেড়ে দেবে। অন্যেব ব্যবহৃত পাদুকা ও বস্ত্র পববে না। বৃথা মাংস এবং পৃষ্ঠদেশের মাংস খাবে না। সশব্দে ভোজন করবে না। মর্মভঙ্গী বাক্য বলবে না; মূখ থেকে যে বাক্যবাণ নির্গত হয় তা কেবল মর্মস্থলেই বিদ্ধ হয়, তাব আঘাতে লোকে দিব্যাব্রত দগ্ধ পায়। কুঠাব প্রভৃতিতে ছিন্ন বন আবার অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু দুর্বাক্যজনিত হৃদয়ের ক্ষত সারে না। বাণ নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র দেহ থেকে উদ্ধার করা যায়, কিন্তু বাকশল্য হৃদয় থেকে তুলে ফেলা যায় না। হীনাকাঙ্গ অতিরিক্তাকাঙ্গ বিদ্যাহীন রূপহীন নির্ধন বা দুর্বল লোককে উপহাস কববে না। পিষ্টক মাংস পায়স প্রভৃতি উত্তম খাদ্য দেবতার উদ্দেশেই প্রস্তুত করবে, কেবল নিজের জন্য নয়। গর্ভিণী স্ত্রীতে গমন করবে না। পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে মস্তক

(১) শলই, লবান বা শিল্পীরস জাতীয়।

রেখে শয়ন করবে। ক্ষেত্রে বা গ্রামের নিকটে মলত্যাগ করবে না। ভোজনের পব  
কিণ্ণং খাদ্য অবশিষ্ট রাখবে। আদ্র্চরণে ভোজন করবে, কিন্তু শয়ন করবে না।  
বৃন্দকে অভিবাদন করবে এবং স্বয়ং আসন দেবে; বিবস্ত্র হয়ে স্নান বা শয়ন করবে  
না। উচ্ছ্রিত হয়ে (এঁটো মূখে) অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করবে না। গদ্রদ্র সংগে  
বিতর্ক বা গদ্রদ্রনিন্দা করবে না। সংকুলজাতা সুলক্ষণা বয়স্কা কন্যাকেই বিবাহ  
করা বিজ্ঞ লোকের উচিত। নিম্নমিত না হয়ে কোথাও যাবে না। মাতা পিতা প্রভৃতি  
গদ্রদ্রজনের আজ্ঞা পালন করবে, তাঁদের উপদেশ বিচার করবে না। বেদ অস্ত্রবিদ্যা  
অশ্ব-হস্তা-আরোহণ ও রথচালন শিক্ষা করবে। ঋতুব পঞ্চম দিনে 'গর্ভাধান' হ'লে  
কন্যা এবং ষষ্ঠ দিনে পুত্র হয় এই বৃন্দে পত্নীব সহবাস কববে। যথার্থজ্ঞি যজ্ঞ স্রাবা  
দেবতাদের আবাহনা করবে। যদ্র্ধিষ্ঠিব, তুমি সদাচার সম্বন্ধে আর যা জানতে চাও  
তা বেদজ্ঞ বৃন্দদের জিজ্ঞাসা ক'বো। সদাচারই ঐশ্বর্য কীর্তি আয়ু ও ধর্মের মূল।

তার পর ভীষ্ম ভ্রাতার কর্তব্য সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন। — গদ্রদ্র  
যেমন শিষ্যের প্রতি সেইরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের প্রতি ব্যবহার করবেন। শত্রুবা  
যাতে ভ্রাতাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সতর্ক থাকবেন।  
তিনি পৈতৃক অংশ থেকে কনিষ্ঠগণকে বর্ণিত করবেন না। কনিষ্ঠ যদি দ্রুক্ষ্ম কবে  
তবে তার যাতে মঙ্গল হয় এমন চেষ্টা করবেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সং বা অসং যাই হ'ন,  
কনিষ্ঠের তাঁকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতৃ-  
স্থানীয় হন, অতএব তাঁর আশ্রয়েই বাস করা কর্তব্য। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও জ্যেষ্ঠা  
ভ্রাতৃজায়া স্তন্যদায়িনী মাতার সমান।

### ১৭। মানসতীর্থ — বৃন্দপতির উপদেশ

যদ্র্ধিষ্ঠির প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম উপবাসের গদ্রবর্ণনার পর তীর্থ সম্বন্ধে  
বললেন, পৃথিবীর সকল তীর্থই ফলপ্রদ, কিন্তু মানসতীর্থই পবিত্রতম। ধৈর্য্য তাব  
হৃদ, বিমল সত্য তাব অগাধ জল; এই তীর্থে স্নান করলে অনর্থিষ্ট ঋজুতা মদ্রুতা  
অহিংসা অনিষ্টবতা শান্তি ও ইন্দ্রিয়দমনশক্তি লাভ হয়। জল দিয়ে দেহ ধৌত  
কবলেই স্নান হয় না, যিনি ইন্দ্রিয় দমন করেছেন তাঁকেই যথার্থ স্নাত বলা যায়।  
তাঁর বাহ্য ও অভ্যন্তর শুদ্ধি হয়। মানসতীর্থে ব্রহ্মজ্ঞান রূপ সলিল স্রাবা স্নানই  
তত্ত্বদর্শীদের মতে শ্রেষ্ঠ।

যদ্র্ধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, মানদ্র'কি জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করে, কিরূপ

কাৰ্য্যের ফলে স্বৰ্গে বা নরকে যায়? ভীষ্ম বললেন, ওই ভগবান বৃহস্পতি আসছেন, ইনিই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। বৃহস্পতি উপস্থিত হয়ে যদুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনে বললেন, মহারাজ, মানুষ একাকীই জন্মায়, মরে, দৃগতি থেকে উদ্ধার পায়, এবং দৃগতি ভোগ কবে; পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু কেউ তার সহায় নয়। আত্মীয়স্বজন ক্ষণকাল রোদন করে মৃতব্যক্তির দেহ কাষ্ঠ-লোষ্ট্রেব ন্যায় ত্যাগ করে চলে যায়, কেবল ধর্মই অনুগমন করেন। মৃত্যু পব জীব অন্য দেহ গ্রহণ করে, পশুভূতস্থ দেবতাবা তার শূভাশুভ কর্মসকল দর্শন করেন। মানুষ য়ে অন্ন ভোজন কবে তাতে পশুভূত পবিত্র হলে রেতঃ উৎপন্ন হয়, জীব তা আশ্রয় করে স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং যথাকালে প্রসূত হয়ে সংসারচক্রে ক্রেশ ভোগ কবে। যে ব্যক্তি জন্মাবধি যথাশক্তি ধর্মাচরণ করে সে নিত্য সূখী হয়, যে অধর্মিক সে যমালয়ে যায় এবং তিৰ্ণ্গয়োন লাভ করে; যে ধর্ম ও অধর্ম দুইপ্রকার আচরণ করে সে সুখের পর দুঃখ ভোগ কবে। যে ব্যক্তি মোহবশে অধর্ম কবে পবে অনুতাপ্ত হয় তাকে দৃষ্কৃতেব ফল ভোগ করতে হয় না। যাব মনে যত অনুতাপ হয় তাব তত পাপক্ষয় হয়। ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট নিজের কর্ম ব্যক্ত করলে অধর্মজনিত অপবাদ শীঘ্র দূর হয়। অহিংসাই ধর্মসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। যিনি সকল প্রাণীকে নিজের তুল্য জ্ঞান করেন, যিনি ক্রোধ ও আঘাতের প্রবৃত্তি জয় কবেছেন, তিনি পবলোকে সুখলাভ করেন।

### ১৮। মাংসাহার

বৃহস্পতি চলে গেলে যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি বহুবার বলেছেন যে অহিংসা পরম ধর্ম; আপনার কাছে এও শুনেছি যে পিতৃগণ আমিষ ইচ্ছা করেন সেজন্য প্রাণ্ডে বহুবিশ মাংস দেওয়া হয়। হিংসা না করলে মাংস কোথায় পাওয়া যাবে? ভীষ্ম বললেন, যারা সৌন্দর্য স্বাস্থ্য আয়ু বৃদ্ধি বল ও স্মরণশক্তি চান তাঁরা হিংসা ত্যাগ করেন। স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন, যিনি মাংসাহার ও পশুহত্যা করেন না তিনি সর্ব জীবের মিত্র ও বিশ্বাসের পাত্র। নারদ বলেছেন, যে পরের মাংস দ্বারা নিজের মাংস বৃদ্ধি করতে চায় সে কষ্ট ভোগ করে। মাংসাশী লোক যদি মাংসাহার ত্যাগ করে তবে সে ফল পায়, বেদাধ্যয়ন ও সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেও সেরূপ ফল পেতে পারে না। মাংসভোজনে আসক্তি জন্মালে তা ত্যাগ করা কঠিন; মাংসবর্জন-ব্রত আচরণ করলে সকল প্রাণী অভয় লাভ

করে। যদি মাংসভোজী না থাকে তবে কেউ পশুহনন করে না, মাংসখাদকের জন্যই পশুহত্যাক হয়েচে। মন্দ বলেছেন, যজ্ঞাদি কর্মে এবং শ্রাম্বে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে মন্দ্রপদ সংস্কৃত মাংস নিবেদিত হয় তা পবিত্র হ'ব স্বরূপ, তা ভিন্ন অন্য মাংস বৃথা মাংস এবং অভক্ষ্য।

যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, মাংসাশী লোকে পিষ্টক শাক প্রভৃতি স্বাদু খাদ্য অপেক্ষা মাংসই ইচ্ছা করে; আমিও মনে করি মাংসের তুল্য সরস খাদ্য কিছই নেই। অতএব আপনি মাংসাহার ও মাংসবর্জনের দোষগুণ বলুন। ভীষ্ম বললেন, তোমার কথা সত্য, মাংস অপেক্ষা স্বাদু কিছই নেই। কৃশ দুর্বল ইন্দ্রিয়সেবী ও পথশ্রান্ত লোকের পক্ষে মাংসই শ্রেষ্ঠ খাদ্য, তাতে সদ্য বলবৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়। কিন্তু যে লোক পবমাংস স্বাভাবিক নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায় তাব অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও নৃশংসতর কেউ নেই। বেদে আছে, পশুগণ যজ্ঞেব নিমিত্ত সৃষ্ট হয়েছে, অতএব যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কারণে পশুহত্যা বান্ধবের কার্য। পুরাকালে অগস্ত্য অরণ্যেব পশুগণকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিছিলেন, সেজন্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মৃগয়া প্রশংসনীয়। লোকে মরণ পুণ করে মৃগয়া প্রবৃত্ত হয়, হয় পশু মরে নতুবা মৃগয়াকাবী মবে; দুইএরই সমান বিপদের সম্ভাবনা, এজন্য মৃগয়া দোষ হয় না। কিন্তু সর্বভূতে দয়ার তুল্য ধর্ম নেই, দয়ালু তপস্বীদের ইহলোকে ও পরলোকে জয় হয়। প্রাণদানই শ্রেষ্ঠ দান; আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর কিছই নেই, অতএব আত্মবান মানবের সকল প্রাণীকেই দয়া করা উচিত। যারা পশুমাংস খায়, পরজন্মে তারা সেই পশু কর্তৃক ভক্ষিত হয়। আমাকে (মাং) সে (সঃ) পূর্বজন্মে খেয়েছে, অতএব আমি তাকে খাব — ‘মাংস’ শব্দের এই তাৎপর্য।

### ১৯। ব্রাহ্মণ-রাক্ষস-সংবাদ

যদ্বিধিষ্ঠিব বললেন, পিতামহ, সাম (তোষণ) ও দান এই দুইএব মধ্যে কোন উপায় শ্রেষ্ঠ? ভীষ্ম বললেন, কেউ সাম দ্বারা কেউ দান দ্বারা প্রসাদিত হয়, লোকের প্রকৃতি বদলে সাম বা দান অবলম্বন করতে হয়। সাম দ্বারা দূরন্ত প্রাণীকেও বশ করা যায়। একটি উপাখ্যান বলাচ্ছি শ্রীমান। — এক সুবত্তা ব্রাহ্মণ জনহীন বনে এক ক্ষুধার্ত রাক্ষসের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ হতবৃদ্ধি ও ব্রত না হয়ে রাক্ষসকে মিষ্টবাক্যে সম্বোধন করলেন। রাক্ষস বললে, তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তবে তোমাকে ছেড়ে দেব; আমি কিজন্ম পাশুভূষণ ও কৃশ হয়ে

যাচ্ছ তা বল। ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন, রাক্ষস, তুমি বিদেশে বন্দুহীন হয়ে বিষয় ভোগ করছ এজন্য পান্ডুবর্ণ ও কৃশ হচ্ছে। তোমার মিত্রগণ তোমার নিকট সদ্ব্যবহার পেয়েও তোমার প্রতি বিমুখ হয়েছে। তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট লোকেও ধনবান হয়ে তোমাকে অবজ্ঞা করছে। তুমি যাদেব উপকার করেছিলে তারা এখন তোমাকে গ্রাহ্য করে না। তুমি গদুগবান বিনয়সম্পন্ন ও প্রাজ্ঞ, কিন্তু দেখছ যে গদুগহীন অজ্ঞ লোকে সম্মানিত হচ্ছে। কোনও শত্রু মিত্ররূপে এসে তোমাকে বণ্টনা কবেছে। নিজের গদুগ প্রকাশ ক'বেও তুমি অমং লোকের কাছে মর্যাদা পাও নি। তোমার ধন বৃদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান নেই, কেবল তেজস্বিতার প্রভাবে তুমি মহান হ'তে চাচ্ছ। তুমি বনবাসী হয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা কর, কিন্তু তোমার বান্ধবদেব তাতে সম্মতি নেই। এক ধনী সুবদুপ যদ্বা তোমার প্রতিবেশী, সে তোমার প্রিয়া পত্নীকে কামনা করে। তুমি লজ্জার বশে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করতে পার না। কোনও চিবাভিলষিত ফল তুমি লাভ করতে পার নি। অপরাধ না ক'রেও তুমি অকাবণে অন্যের অভিশাপ পেয়েছ। পাপীদের উন্নতি এবং সাধুদের দূর্দশা দেখে তোমার দুঃখ হয়। সুহৃদুগুণের অনুবোধে তুমি পরস্পর-বিরোধী লোকদেব তুষ্ট করতে চেষ্টা কবেছ। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের কুকর্ম এবং জ্ঞানী লোকের ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব দেখে তুমি ক্ষুব্ধ হয়েছ।, রাক্ষস, এইসকল কারণে তুমি পান্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছ।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে বাক্ষস তুষ্ট হ'ল এবং তাঁকে বহু অর্থ দিয়ে ছেড়ে দিলে।

## ২০। দ্বিবিধ প্রমাণ — ভীষ্মোপদেশের সমাপ্তি

যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, প্রত্যক্ষ ও আগম (শ্রুতি) এই দুই প্রমাণের কোনটি শ্রেষ্ঠ? ভীষ্ম বললেন, পণ্ডিতাভিমানী হেতুবাদীরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ মানে না; তাদের এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। আগমই প্রধান প্রমাণ, কিন্তু অনলস ও অভিনিবিষ্ট না হ'লে তা স্থির করা দুঃসাধ্য। যারা শিষ্টাচারহীন, বেদ ও ধর্মের বিম্বেষী, তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যারা সাধু, শাস্ত্রচর্চায় যাদের বৃদ্ধি বিশদৃশ্য হয়েছে, তাঁদের কাছেই সংশয়ভঞ্নের জন্য যাওয়া উচিত। বেদ, প্রত্যক্ষ ও শিষ্টাচার — এই তিনটিই প্রমাণ। যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, তবে ধর্মও কি তিন-প্রকার? ভীষ্ম বললেন, ধর্ম একই, তার প্রমাণ তিনপ্রকার হ'তে পারে। তর্কস্বারা

ধর্ম জানতে চেষ্টা ক'রো না, প্রমাণের যে নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে তার দ্বারাই নিজের সংশয় দূর করতে পারবে। অহিংসা সত্য অক্লেধ ও দান — এই চারটিই সনাতন ধর্ম, তুমি এই ধর্মের অনুষ্ঠান করবে। পিতৃপিতামহের অনুসরণ ক'রে ব্রাহ্মণদেব সেবা কর, তাঁরাই তোমাকে ধর্মের উপদেশ দেবেন।

ভীষ্ম এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে নানাবিষয়ক উপদেশ দিয়ে নীরব হলেন। যে ক্ষত্রবীরগণ তাঁর নিকটে সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা ক্ষণকাল চিত্তাধিপতির ন্যায় নিশ্চল হয়ে রইলেন। তার পর মহর্ষি ব্যাস শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে বললেন, গণ্ধানন্দন, কুরুবাজ্র যুধিষ্ঠির এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন; তুমি অনুমতি দাও, তিনি তাঁর ভ্রাতৃগণ, কৃষ্ণ ও উপস্থিত রাজগণের সঙ্গে হস্তিনাপুরে ফিরে যাবেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে মধুবাক্যে বললেন, মহাবাজ, তুমি এখন অমাত্যগণের সঙ্গে নগরে যাও, তোমার মনস্তাপ দূর হ'ক। তুমি শ্রম্ভাসহকারে যযাতির ন্যায় বহু যজ্ঞ ক'রে প্রচুর দক্ষিণা দাও, দেবগণ ও পিতৃগণকে তুষ্ট কব, প্রজাগণের মনোরঞ্জন এবং সুহৃদগণের সম্মান কর। পক্ষীরূপে ফলবান বৃক্ষ আশ্রয় করে, তোমাব সুহৃদগণ সেইরূপ তোমাকে আশ্রয় করুন। সুখের উত্তরায়ণ আরম্ভ হ'লে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হবে, তখন তুমি আবার এসো। যুধিষ্ঠির সম্মত হলেন এবং ভীষ্মকে অভিবাদনের পর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে অগ্রবর্তী ক'রে সকলের সঙ্গে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।

## ২১। ভীষ্মের স্বর্গারোহণ

যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে এসে পুরবাসী ও জমপদবাসীদের যথোচিত সম্মান ক'রে গৃহগমনের অনুমতি দিলেন এবং পতিপুত্রহীনা নারীদের প্রচুর অর্থ দিয়ে সান্ত্বনা করলেন। পঞ্চাশ দিন পরে তিনি স্মরণ করলেন যে ভীষ্মব কাছে তাঁর যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে। তখন তিনি অন্তোষ্টি ক্রিয়ার জন্য ঘৃত মালা ক্ষৌমবস্ত্র চন্দন অগুরু প্রভৃতি এবং বিবিধ মহর্ষি রত্ন পাঠিয়ে দিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে অগ্রবর্তী ক'রে রাজকগণের সঙ্গে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণ বিদুর যদুৎসু ও সাত্যকি তাঁর অনুসরণ করলেন। তাঁরা কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ব্যাসদেব নারদ ও অসিতদেবল



তার কাছে বসে আছেন এবং নান্দ দেশ হ'তে আগত রাজা ও রক্ষীগণ তাঁকে রক্ষা ক'বছেন।

সকলকে অভিবাদন ক'রে যদুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বললেন, জাহ্নবীন্দন, আমি যদুধিষ্ঠির, আপনাকে প্রণাম করছি। মহাবাহু, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? বৃন্দন এখন আমি আপনার কি করব। আমি অগ্নি নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়াছি; আচার্য ঋষিক ও ব্রাহ্মণগণ, আমার ভ্রাতৃগণ, আপনার পুত্র জনেশ্বর ধৃতবাস্ত, এবং অনাত্যসহ বাসুদেবও এসেছেন। কুব্জশ্রেষ্ঠ, আপনি চক্ষু উন্মীলন ক'রে সকলকে দেখুন। আপনার অন্ত্যেষ্টির জন্য যা আবশ্যিক সমস্তই আমি আয়োজন করছি।

ভীষ্ম সকলের দিকে চেয়ে দেখলেন, তার পব যদুধিষ্ঠিরের হাত ধরে স্নেহগম্ভীর স্ববে বললেন, কুন্তীপুত্র, তুমি উপযুক্ত কালে এসেছ। আমি আর্টন বার্ম এই তীক্ষ্ণ শবশয্যায় শূন্যে আছি, বোধ হচ্ছে যেন শত বর্ষ গত হইয়াছে। এখন চান্দ্র মাঘ মাসেব তিন ভাগ অতীত হইয়াছে, শুক্লপক্ষ চলছে। তার পব ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, রাজা, তুমি ধর্মজ্ঞ, শাস্ত্রবিৎ বহু ব্রাহ্মণের সেবা ক'বেছ, বেদ ও ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব তুমি জান; তোমার শোক ক'বা উচিত নয়, যা ভবিষ্য তাই ঘটেছে। পাণ্ডুব পুত্রেরা ধর্মত তোমার পুত্রতুল্য, তুমি ধর্মনিঃসাবে এদের পালন ক'ব। ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠির শূন্যস্বভাব গদুবৎসল ও অহিংস, ইনি তোমার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া চলবেন। তোমাব পুত্রেরা দুর্য্যাক্রোধী মৃদু ঈর্ষান্বিত ও দূর্বৃত্ত ছিল, তাদের জন্য শোক ক'রো না।

অনন্তর ভীষ্ম কৃষ্ণকে বললেন, হে দেবদেবেশ সুরাসুববিন্দিত শংখচক্র-গদাধর দ্বিবিক্রম ভগবান, তোমাকে নমস্কাব। তুমি সনাতন পরমাত্মা, আমি তোমার একান্ত ভক্ত; পদবোত্তম, তুমি আমাকে দ্রাণ কর, তোমার অনুগত পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর। আমি দূর্বোধ দুর্যোধনকে বলেছিলাম —

যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

— যে পক্ষে কৃষ্ণ সেই পক্ষে ধর্ম, যেখানে ধর্ম সেখানে জয়॥ আমি দাব বার তাকে সন্ধি কবতে বলেছিলাম, কিন্তু সেই মৃদু আমার কথা শোনে নি, পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে নিহত করিয়ে নিজে নিহত হইয়াছে। কৃষ্ণ, এখন আমি কলেবর ত্যাগ ক'বব, তুমি আশ্রয় কর যেন আমি পরমর্গত পাই।

কৃষ্ণ বললেন, ভীষ্ম, আমি আশ্রয় দিচ্ছি আপনি বসুগণের লোকে যান। রাজর্ষি, আপনি নিম্পাপ, পিতৃভক্ত, মিত্রী মার্কণ্ডেয় তুল্য; মৃত্যু ভূতের ন্যায় আপনার বশবর্তী হইয়া আছে। তার পর ভীষ্ম সকলকে সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন

ক'রে যদ্বিধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, ব্রাহ্মণগণ — বিশেষত আচার্য ও ঋষিগণ, তোমার পুজনীয়।

শান্তনুপুত্র ভীষ্ম সমবেত কুরুগণকে এইরূপ বলে নীরব হলেন, তার পর যথাক্রমে মলাধারাদিতে তাঁর চিত্ত নিবেশিত করলেন। তাঁর প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হয়ে যেমন উর্ধ্বগামী হ'তে লাগল সেই সঙ্গে তাঁর শরীর ক্রমশ বাণমুদ্র ও ব্যথাহীন হ'ল। তার পর তাঁর প্রাণ ব্রহ্মবশ্ত ভেদ ক'রে মহা উল্কার ন্যায় আকাশে উঠে অন্তর্হিত হ'ল। পদ্পবৃষ্টি ও দেবদুন্দভির ধ্বনি হ'তে লাগল, সিন্ধ ও মহর্ষিগণ সাধু সাধু বলতে লাগলেন। ভীষ্ম এইরূপে স্বর্গারোহণ করলে পাণ্ডবগণ বিদূর ও যদুৎসু চিত্তা রচনা করলেন, যদ্বিধিষ্ঠির ও বিদূর তাঁকে ক্ষোমিত বস্ত্র পরিয়ে দিলেন, যদুৎসু তাঁর উপবে ছত্র ধারণ কবলেন, ভীমার্জুন শত্রু চামর বীজন করতে লাগলেন, নকুল-সহদেব উষ্ণীষ পরিয়ে দিলেন, ধৃতবাস্তব ও যদ্বিধিষ্ঠির তাঁর পাদদেশে রইলেন। কৌববনারীগণ ভীষ্মের আপাদমস্তক তালপত্র (পাখা) দিয়ে বীজন কবতে লাগলেন। হোম ও সামগানের পর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি ভীষ্মের দেহ চন্দনকাষ্ঠে অগ্নির প্রভৃতি ম্বারা আচ্ছাদিত ক'বে অগ্নিদান করলেন। অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষ হ'লে সকলে ভাগীরথীতীরে গিয়ে যথাবিধি তর্পণ করলেন।

সেই সময়ে দেবী ভাগীরথী জল থেকে উঠে সরোদনে বললেন, কৌরবগণ, আমার পুত্র রাজ্যোচিত গুণসম্পন্ন প্রজাবান ও মহাকুলজাত ছিলেন; পরশুরামের নিকট যিনি পরাজিত হন নি, তিনি শিখণ্ডীর দিব্য অস্ত্রে নিহত হয়েছেন। আমার হৃদয় লৌহময়, তাই প্রিয়পুত্রের মরণে বিদীর্ণ হয় নি। ভাগীরথীর এইরূপ বিলাপ শুনে কৃষ্ণ বললেন, দেবী, শোক ত্যাগ কব, তোমার পুত্র পরমলোকে গেছেন। শিখণ্ডী তাঁকে বধ করেন নি, তিনি ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ ক'রে অর্জুন কতৃক নিহত হয়ে বসুতোকে গেছেন।

# আশ্বমেধিকপর্ব

॥ আশ্বমেধিকপর্বাধ্যায় ॥

১। যদ্বিষ্ঠির পদনবার মনস্তাপ

ভীষ্মের উদ্দেশে তর্পণের পর ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্তী ক'বে যদ্বিষ্ঠির গঙ্গার তীরে উঠলেন এবং ব্যাকুল হয়ে অশ্রুপূর্ণনয়নে ভূপতিত হলেন। 'ভীম তাঁকে তুলে ধবলে কৃষ্ণ বললেন, মহাবাজ, এমন কববেন না। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পদ্ব্যশ্রেষ্ঠ, ওঠ, তোমাব কর্তব্য পালন কর; তুমি ক্ষত্রধর্মাদুসারে পৃথিবী জয় কবেছ, এখন দ্রাভা ও সুহৃদ্বর্গের সঙ্গে ভোগ কব। তোমার শোকের কাণণ নেই, গান্ধাবী ও আমারই শোক কবা উচিত, আমাদের শতপুত্র স্বপ্নলব্ধ শনের ন্যায় বিনষ্ট হয়েছে। দিবাদশী বিদুব আমাকে বলেছিলেন — মহাবাজ, দুর্যোধনের অপবাধে আপনার কুলক্ষয় হবে; তাকে ত্যাগ কবুন, কর্ণ আব শকুনির সঙ্গে তাকে মিশতে দেবেন না, ধর্মাত্মা যদ্বিষ্ঠিবকে বাজ্যে অভিষিক্ত কবুন, আব তা যদি ইচ্ছা না কবেন তবে স্বয়ং রাজ্যভাব গ্রহণ কবুন। 'দীর্ঘদশী' বিদুবের এই উপদেশ আমি শুনি নি সেজন্যই শোকসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। এখন তুমি এই দুর্যোধন বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

যদ্বিষ্ঠির নীরব হয়ে আছেন দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, মহাবাজ, অত্যন্ত শোক করলে পবলোকগত আত্মীয়গণ সন্তপ্ত হন। আপনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়ে বিবিধ যজ্ঞ করুন, দেবগণ ও পিতৃগণকে তুষ্ট কবুন, অন্নাদি দান ক'রে অর্তিধ ও দরিদ্রগণকে তুষ্ট করুন। যারা যদ্বিষ্ঠির মরেছেন তাঁদের আর আপনি দেখতে পাবেন না, অতএব শোক করা বৃথা। যদ্বিষ্ঠির উত্তর দিলেন, গোবিন্দ, আমার উপর তোমার প্রীতি ও অনুরূপা আছে তা জানি; তুমি সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও, পিতামহ ভীষ্ম ও পদ্ব্যশ্রেষ্ঠ কর্ণের মৃত্যুর জন্য আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।

ব্যাসদেব বললেন, বৎস, তোমার বৃদ্ধি পরিপক্ক নয়, তাই বালকের ন্যায় মোহগ্রস্ত হচ্ছে, আমরা বার বার বৃথাই তোমাকে প্রবোধ দিয়েছি। তুমি ক্ষত্রিয়ের

ধর্ম জ্ঞান, মোক্ষধর্ম রাজধর্ম দানধর্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে উপদেশও সবিস্তারে শুনেন; তথাপি তোমার সংশয় দূর হয় নি, তাতে মনে হয় 'আমাদের উপদেশে তোমার শ্রদ্ধা নেই, তোমার স্মরণশক্তিও নেই।' সর্বধর্মের তত্ত্ব জেনেও কেন তুমি অজ্ঞেয় ন্যায় মোহগ্রস্ত হচ্ছ? • যদি নিজেকে পাপী মনে কর তবে আমি পাপনাশের উপায় বলছি শোন। তপস্যা যজ্ঞ ও দান কবলে পাপমুক্ত হওয়া যায়, অতএব তুমি দশবথপুত্র রাম এবং তোমার পূর্বপুরুষ দক্ষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভবতের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'বে প্রচুর দান কর।

যদুধিষ্ঠির বললেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে রাজারা নিশ্চয় পাপমুক্ত হন; কিন্তু আমাব এমন বিত্ত নেই যা দান ক'রে জ্ঞাতবধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। এখন যে অল্পবয়স্ক নির্ধন রাজাবা আছেন তাঁদের কাছেও আমি কিছু চাইতে পারব না। ব্যাসদেব ক্ষণকাল চিন্তা ক'বে বললেন, কুন্তীপুত্র, তোমার শূন্য কোষ আবার পূর্ণ হবে। মবন্ত রাজা তাঁর যজ্ঞে যে বিপুল ধন ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন তা হিমালয় পর্বতে রয়েছে; সেই ধন তুমি নিয়ে এস। যদুধিষ্ঠির বললেন, মবন্ত রাজার যজ্ঞে কি ক'রে ধন সংগৃহীত হয়েছিল? তিনি কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন?

## ২। মরুত ও সংবর্ত

ব্যাসদেব বললেন, সত্যযুগে মনু দণ্ডধর রাজা ছিলেন, তাঁর প্রপৌত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুব শত পুত্র হয়েছিল, সকলকেই তিনি রাজপদে অভিষিক্ত করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিংশেব পৌত্র খনীনের সকলকে উৎপীড়িত করতেন সেজন্য প্রজারা তাঁকে অপসারিত ক'বে তাঁর পুত্র সুবর্চাকে রাজা করেছিল। সুবর্চা পরম ধার্মিক ও প্রজারঞ্জক ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তাঁর কোষ ও অশ্বগজাদি ক্ষয় পাওয়ায় সামন্তরাজগণ তাঁকে নিষাতিত কবতে লাগলেন। তখন তিনি তাঁর হস্তে ফুৎকার দিয়ে সৈন্যদল সৃষ্টি ক'বে বিপক্ষ রাজগণকে পরাস্ত করলেন। এই কারণে তিনি করম্মম (১) নামে খ্যাত হন। ত্রেতাযুগেব প্রারম্ভে তাঁর অবিষ্কিৎ নামে একটি সর্বগুণাম্বিত পুত্র হয়েছিল। অবিষ্কিৎের পুত্র মহাবলশালী মিত্রতীয় বিষ্ণু স্বরূপ রাজচক্রবর্তী মরুত। ধর্মাত্মা মরুত হিমালয়ের উত্তরস্থ মেরু পর্বতে এক

যজ্ঞেব অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর আজ্ঞায় স্বর্ণকাবগণ স্বর্ণময় কুন্ড পাত্র স্থালী ও আসন এত প্রস্তুত করেছিল যে তাব সংখ্যা হয় না।

বৃহস্পতি ও সংবর্ত দুজনেই মহর্ষি অগ্নিবাব পুত্র, কিন্তু তাঁরা পৃথক থাকতেন এবং পবস্পর স্পর্শ করতেন। বৃহস্পতিবো উৎপাদনে সংবর্ত সূর্যস্ব ভ্যাগ ক'বে দিগম্বব হণে বনে গিয়ে বাস কবতে লাগলেন। এই সময়ে অসুরবিজয়ী ইন্দ্র বৃহস্পতিকে নিজের পুত্রবোহিত কবলেন। মহর্ষি অগ্নিবাব কবন্ধমেব কুল-পুত্রবোহিত ছিলেন। কবন্ধমেব পৌত্র মহাবাজ মবুন্তের প্রতি ঈর্ষান্বিত হ'য়ে ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বললেন, আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর, আব মবুন্ত কেবল পৃথিবীর বাজা; আপনি আমাদের দুজনের পৌত্রবোহিত্য করতে পাবেন না। বৃহস্পতি বললেন, দেববাজ, আশ্বস্ত হও, আমি প্রতিজ্ঞা কবাছি মর্ত্যবাসী মবুন্তেব পৌত্রবোহিত্য কবব না।

মবুন্ত তাঁব যজ্ঞেব আযোজন ক'বে বৃহস্পতিব কাছে এসে বললেন, ভগবান, আপনি পুর্বে আমাকে যে উপদেশ দিযেছিলেন তদনুসাবে আমি যজ্ঞেব সমস্ত উপকরণ সংগহ কবেছি, আমি আপনাব যজমান, আপনি আমার যজ্ঞ সম্পাদন কবুন। বৃহস্পতি বললেন, মহাবাজ, আমি দেববাজ ইন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিযেছি যে মনুষ্যের যাজন কবব না, অতএব তুমি অন্য কাকেও পৌত্রবোহিত্যে ববণ কব। মবুন্ত লজ্জিত ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে ফিবে গেলেন এবং পথে দেবর্ষি নাবদকে দেখতে পেলেন। নাবদ তাঁকে বললেন, মহাবাজ, অগ্নিরার কনিষ্ঠ পুত্র ধর্মাত্মা সংবর্ত দিগম্বব হ'য়ে উন্মত্তেব ন্যায় বিচরণ করছেন, মহেশ্ববের দর্শন কামনায় তিনি এখন বারাণসীতে আছেন। তুমি সেই পুত্রবাব শ্বাবদেশে একটি মৃতদেহ রাখ; সংবর্ত সেই মৃতদেহ দেখে যেখানেই যান তুমি তাঁর অনুগমন কববে এবং কোনও নিজর্জন স্থানে কৃতাজলি হ'য়ে তাঁর শবণ নেবে। তিনি জিজ্ঞাসা কবলে বলবে — নারদ আপনাব সম্ধান বলেছেন। যদি তিনি আমাকে অন্তেষণ কবতে চান তবে বলবে যে নারদ অগ্নিপ্রবেশ করেছেন।

নারদের উপদেশ অনুসাবে মরুন্ত বারাণসীতে গেলেন এবং পুত্রবাব শ্বাবদেশে একটি শব রাখলেন। সেই সময়ে সংবর্ত সেখানে এলেন এবং শব দেখেই ফিরলেন। মরুন্ত কৃতাজলি হ'য়ে তাঁব অনুসরণ ক'রে এক নিজর্জন স্থানে উপস্থিত হলেন। রাজাকে দেখে সংবর্ত তাঁর গাত্রে ধূলি কদর্ম স্নেহ্যা ও নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করতে লাগলেন, তথার্টিপ রাজা নিরস্ত হলেন না। পরিশেষে সংবর্ত বললেন, সত্য বল কে তোমাকে আমার সম্ধান দিযেছে। মরুন্ত বললেন,

আপনি আমার গুরুপুত্র, আমি আপনার পরম ভক্ত; দেবর্ষি নারদ আপনার সম্মান দিয়েছেন। সংবর্ত বললেন, নারদ জানেন যে আমি যাজ্ঞিক; তিনি এখন কোথায়? মরুস্ত বললেন, তিনি অগ্নিপ্রবেশ করেছেন। সংবর্ত তুষ্ট হয়ে বললেন, আমি তোমার যজ্ঞ করতে পারি। তার পর তিনি কঠোব বাক্যে ভৎসনা করে বললেন, আমি ঋয়রোগগ্রস্ত বিকৃতবেশধারী অস্থিৰমতি; আমাকে দিয়ে যজ্ঞ করাতে চাও কেন? আমার অগ্রজ বৃহস্পতির কাছে যাও, তিনি আমার সমস্ত যজ্ঞমান দেবতা ও গৃহস্থিত সামগ্রী নিয়েছেন, এখন আমার শবীর ভিন্ন নিজের কিছু নেই। তিনি আমার পূজনীয়, তাঁর অনুমতি বিনা আমি তোমার যজ্ঞ কবতে পারব না।

মবদন্ত জানালেন যে বৃহস্পতি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন সংবর্ত বললেন, আমি তোমার যজ্ঞ সম্পাদন করব, কিন্তু তাতে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি তোমার উপব ক্রুদ্ধ হবেন। তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আমাকে পরিত্যাগ কববে না। মবদন্ত শপথ করলে সংবর্ত বললেন, হিমালয়ের পশ্চিমে মৃগুবান নামে একটি পর্বত আছে, শূলপাণি মহেশ্বর উমাব সহিত সেখানে বিহাব কবেন, বৃদ্ধ সাধ্য প্রভৃতি গণদেব এবং ভূত পিশাচ গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষসাদি তাঁকে উপাসনা কবেন। সেই পর্বতের চতুর্পার্শ্বে সূর্যরশ্মির ন্যায় দীপ্যমান সুবর্ণের আকব আছে। তুমি সেখানে গিয়ে মহাদেবের শবগাপন্ন হও, তিনি প্রসন্ন হলে তুমি সেই সুবর্ণ লাভ করবে।

সংবর্তের উপদেশ অনুসারে মরুস্ত মৃগুবান পর্বতে গেলেন এবং মহাদেবকে তুষ্ট কবে সেই সুবর্ণবাশি নিয়ে যজ্ঞের আয়োজন কবতে লাগলেন। তাঁর আদেশে শিল্পীগণ বহু সুবর্ণময় আধার নির্মাণ করলে। মবদন্তের সম্মুখের সংবাদ পেয়ে বৃহস্পতি সন্তুষ্ট হলেন, তাঁর শরীর কৃশ ও বিবর্ণ হ'তে লাগল। তিনি ইন্দ্রকে বললেন, যে উপায়ে হ'ক সংবর্ত ও মরুস্তকে দমন কর। ইন্দ্রের আদেশে বৃহস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে অগ্নিদেব যজ্ঞস্থলে এসে মরুস্তকে বললেন, মহারাজ, ইন্দ্র তোমার প্রতি তুষ্ট হয়েছেন, তাঁর আদেশে আমি বৃহস্পতিকে এনেছি, ইনিই যজ্ঞ সম্পাদন কবে তোমাকে অমরত্ব দেবেন। মরুস্ত বললেন, সংবর্তই আমার যাজ্ঞন কবেন; আমি কৃতাজলিপুটে নিবেদন করছি, বৃহস্পতি দেবরাজের পুরোহিত, আমার ন্যায় মানুষের যাজ্ঞন করা তাঁর শোভা পায় না। অগ্নি মরুস্তকে প্রলোভিত করবার বহু চেষ্টা করলেন; তখন সংবর্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, অগ্নি, তুমি চলে যাও, আবার যদি বৃহস্পতিকে নিয়ে এখানে আস তবে তোমাকে ভস্ম করব।

অগ্নি ফিরে এলে ইন্দ্র তাঁর কথা শুনে বললেন, তুমিই তো সকলকে দম্ব

কর, তোমাকে সংবর্ত কি ক'রে ভুস্ম করবেন? তোমার কথা অশ্রমেয়। তার পর ইন্দ্র গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে মরুস্তের কাছে পাঠালেন। ধৃতরাষ্ট্র নিজের পরিচয় দিয়ে মরুস্তকে বললেন, মহারাজ, তুমি যদি বৃহস্পতিকে পুরোহিত না কর তবে ইন্দ্র তোমাকে বজ্রপ্রহার করবেন; ওই শোন, তিনি আকাশে সিংহনাদ করছেন। স্ত্রুবর্ত মরুস্তকে বললেন, তুমি নিশ্চিত থাক, আমি সংস্ৰম্ভনীর বিদ্যা দ্বারা তোমার ভয় নিবারণ করব। এই বলে সংবর্ত মন্ত্রপাঠ ক'রে ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করলেন।

অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন, মরুস্ত ও স্ত্রুবর্ত তাঁদের যথোচিত সংবর্ধনা করলেন। মরুস্ত বললেন, দেববাজ, আপনাকে নমস্কার করছি, আপনার আগমনে আমার জীবন সফল হ'ল। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তোমার গৃহ মহাতেজা সংবর্তকে আমি জানি, এ'ব আহ্বানেই আমি ক্রোধ ত্যাগ ক'বে এখানে এসেছি। সংবর্ত বললেন, দেববাজ, যদি প্রীত হয়ে থাকেন তবে আপনিই এই যজ্ঞের বিধান দিন এবং যজ্ঞভাগ নির্দেশ করুন। তখন ইন্দ্রের আদেশে দেবগণ অতি বিচিত্র ও সমৃদ্ধ যজ্ঞশালা নির্মাণ করলেন; মহাসমারোহে মরুস্তের যজ্ঞ অনর্দিত হ'ল। ইন্দ্র বললেন, মরুস্ত, আমরা তোমার পূজায় তুষ্ট হয়েছি; এখন ব্রাহ্মণগণ অগ্নির জন্য লোহিতবর্ণ, বিশ্বদেবগণের জন্য বিবিধবর্ণ, এবং অন্যান্য দেবগণের জন্য উচ্ছিন (উৎ-শিন) নীলবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) পবিত্র বস বধ করুন। যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে মরুস্ত ব্রাহ্মণগণকে রাশি রাশি সুবর্ণ দান করলেন। তার পব তিনি প্রভূত বিস্তৃত কোষমধ্যে রক্ষা ক'রে গৃহবর আদেশে স্বেভবনে ফিবে এলেন এবং সসাগবা পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন।

এই ইতিহাস শেষ ক'রে ব্যাস বললেন, যদৃধিস্তির, তুমি মরুস্তের সঞ্চিত সুবর্ণরাশি নিয়ে এসে যজ্ঞ ক'বে দেবগণকে তৃপ্ত কর।

### ৩। কামগীতা

কৃষ্ণ যদৃধিস্তিরকে বললেন, সর্বপ্রকার কুটিলতাই মৃত্যুজনক এবং সবলতাই ব্রহ্মলাভের পন্থা;—জ্ঞাতব্য বিষয় শুধু এই, অন্য আলোচনা প্রলাপ মাত্র। মহারাজ, আপনার কার্য শেষ হয় নি, সকল শত্রুকেও আপনি জয় করেন নি, কারণ নিজের অভ্যন্তরস্থ অহংবৃদ্ধি রূপ শত্রুকে আপনি জানতে পারছেন না। বোধ হয় সুখ-দুঃখাদির দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াই আপনার স্বভাব। আপনি যেসকল কষ্ট ভোগ করছেন তা স্মরণ না ক'রে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। এই যুদ্ধ একাকী

করতে হয়, এতে অশ্ব অন্তর বা বন্ধুর প্রয়োজন নেই। যদি নিজের মনকে জয় করতে না পারেন তবে আপনার অতি দুরবস্থা হবে। অতএব আপনি শোক ত্যাগ করে পিতৃপিতামহের অনুবর্তী হয়ে রাজ্যশাসন করুন। আমি পুরাবিৎ পণ্ডিত-গণের কথিত কামগীতা বলছি শুনুন।—

\* কামনা বলেছেন, অনুপযুক্ত উপায়ে কেউ আমাকে বিনষ্ট করতে পারে না; যে অশ্ব দ্বারা লোকে আমাকে জয় করতে চেষ্টা কবে সেই অশ্বই আমার প্রভাবে বিফল হয়। যজ্ঞ দ্বারা যে আমাকে জয় করতে চায় তাব মনে আমি জগ্গমস্থ ব্যক্ত জীবাত্মা রূপে প্রকাশ পাই। বেদ-বেদাঙ্গ সাধন কবে যে আমাকে জয় করতে চায় তাব মনে স্থাবরস্থ অব্যক্ত জীবাত্মা রূপে আমি অধিষ্ঠান করি। ধৈর্য দ্বারা যে আমাকে পবাস্ত কবতে চায় তাব মনে আমি ভাব রূপে অবস্থান করি, সে আমার অস্তিত্ব জানতে পারবে না। যে তপস্যা কবে, তাব মনে আমি তপ রূপেই থাকি। যে মোক্ষমার্গ অবলম্বন কবে তাকে উদ্দেশ্য করে আমি হাস্য ও নৃত্য করি। আমি সনাতন এবং সর্বপ্রাণীর অবধ্য।

তার পব কৃষ্ণ বললেন, মহাবাজ, আপনি শোক সংবরণ করুন, নিহত বন্ধুগণকে বার বার স্মরণ কবে বৃথা দুঃখভোগ করবেন না; কামনা ত্যাগ কবে বিবিধ-দক্ষিণায়ুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তার ফলে ইহলোকে কীর্তি এবং পরলোকে উত্তম গািত লাভ করবেন।

কৃষ্ণ ব্যাস দেবস্থান নারদ প্রভৃতির উপদেশ শুনে যুধিষ্ঠিরের মন শান্ত হ'ল। তিনি বললেন, আমি মবদন্তেব সুবর্ণবাশি সংগ্রহ কবে অশ্বমেধ যজ্ঞ করব। আপনাদেব বাক্যে আমি আশ্বাসিত হয়েছি; ভাগ্যহীন পদব্রষ আপনাদেব ন্যায় উপদেষ্টা লাভ কবতে পারে না।

## ॥ অনুগীতাপর্বাধ্যায় ॥

### ৪। অনুগীতা

একদা এক রমণীয় স্থানে বিচরণ করতে করতে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, কেশব, সংগ্রামের সময় আমি তোমার মাহাত্ম্য জেনেছিলাম, তোমার দিব্য রূপ ও ঐশ্বর্যও দেখেছিলাম। তুমি সুহৃদভাবে আমাকে পূর্বে যে সকল উপদেশ দিয়েছিলেন আমি বদ্বিশ্র দোষে তা ভুলে গেছি। তুমি শীঘ্রই স্মরকায় ফিরে যাবে,



সেজন্য এখন আবার সেই উপদেশ শুনতে ইচ্ছা করি। অর্জুনকে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণ বললেন, আমি তোমাকে নিগূঢ় সনাতন ধর্মতত্ত্ব এবং শাম্বত লোক স্নানবশে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু বৃদ্ধির দোষে তুমি তা গ্রহণ কবতে পার নি, এতে আমি দুঃখিত হয়েছি। আমি যোগযুক্ত হয়ে পূর্বে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করেছিলাম এখন আর তা বলতে পারব না। যাই হ'ক, এক সিংহ ব্রাহ্মণ ধর্মাত্মা কশ্যপকে সেই উপদেশ দিয়েছিলেন তাই আমি বলছি শোন।—

মন্দ্র পদ্যাকর্মে'র ফলে উত্তম গতি পাষ এবং দেবলোকে সুখভোগ করে, কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী নয়। অতি কষ্টে উত্তম লোক লাভ হ'লেও তা থেকে বার বার পতন হয়। দেহধারী জীব বিপবীত বৃদ্ধি বশে অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয়; সে অতিভোজন করে বা অনাহারে থাকে, পব-পরবিবোধী বস্তু ভোজন ও পান কবে, ভুক্ত খাদ্য জীর্ণ না হতেই আবার খায়, দিবসে নিদ্রা যায়, অতিরিক্ত পরিশ্রম বা স্ত্রীসংসর্গের ফলে দুর্বল হয়। এইরূপে সে ব্যয়পিপত্তাদি প্রকোপিত করে এবং পরিশেষে প্রাণান্তকর রোগের কবলে পড়ে। কেউ কেউ উদ্বন্ধনাদির দ্বারা আত্মহত্যা কবে।

দেহত্যাগের সময় শরীরস্থ উষ্মা ব্যয় দ্বারা প্রকোপিত হয়ে মর্মস্থান ভেদ কবে, তখন জীবাশ্মা বেদনাগ্রস্ত হয়ে দেহ থেকে নিগূত হন। সকল জীবই বার বার জন্মমৃত্যু ভোগ করে; মৃত্যুকালে যেমন জন্মকালেও তেমন ক্লেশ পাষ। সনাতন জীবাশ্মাই দেহের মধ্যে থেকে সকল কার্য সম্পাদন করেন। মৃত্যু হ'লেও তাঁর কৃত কর্মসকল তাঁকে ত্যাগ করে না, সেই কর্মবন্ধনের ফলে জীবের আবার জন্ম হয়। চক্ষুস্থান লোকে দেখে — অন্ধকারে খদ্যোত কখনও প্রকাশিত হচ্ছে কখনও লীন হচ্ছে, সেইরূপ সিংহ পদ্রুপ স্তানচক্ষু দ্বারা জীবের জন্ম মরণ ও পুনর্ব্যাকর্গভ-প্রবেশ দেখতে পান। সংসার রূপ কর্মভূমিতে শূভাশুভ কর্ম করে কেউ এখানেই ফলভোগ করে, কেউ পদ্যাবলে স্বর্গে যায়, কেউ অসৎ কর্মের ফলে নরকে পতিত হয়; সেই নরক থেকে মনুস্তিলাভ অতি দূরূহ। মৃত্যুর পর পদ্যাত্মারা চন্দ্র সূর্য অথবা নক্ষত্রলোকে যান, কর্মক্ষয় হ'লে আবার তাঁরা মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন; এইরূপ যাতায়াত বার বার ঘটে। স্বর্গেও উচ্চ মধ্যম ও নীচ স্থান আছে।

শুদ্ধ ও শোণিত সংযুক্ত হয়ে স্ত্রীজাতির গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে জীবের কর্মানুসারে দেহে পরিণত হয়। দেহের অধিষ্ঠাতা জীবাশ্মা অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য, ইনি কোনও বিষয়ে লিপ্ত হন না। ইন্দ্রিই শাম্বত ব্রহ্ম এবং সর্বপ্রাণীর বীজস্বরূপ; এর প্রভাবেই প্রাণীরা জীবিত থাকে। বহি যেমন অনদ্রপ্রবিষ্ট হয়ে লৌহপিণ্ডকে

তাপিত করে, সেইরূপ জীবাত্মা দেহকে সচেতন করেন। দীপ যেমন গৃহকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ চেতনা শরীরকে সংবেদনশীল করে।

যত কাল মোক্ষধর্মের উপলব্ধি না হয় তত কাল জীব জন্মজন্মান্তরে শূভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে তার ফলভোগ করে। দান ব্রত ব্রহ্মচর্য বেদাভ্যাস প্রশান্ততা অনুকম্পা সংযম অহিংসা, পরধনে অলোভ, মনে মনেও প্রাণিগণের অহিত না করা, পিতামাতার সেবা, গুরুদেবতা ও অতিথিব পূজা, শূচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, এবং শূভজনক কর্মের অনুষ্ঠান — সাধুদেব এইসকল স্বভাবসিদ্ধ। এইরূপ সদাচারেই ধর্ম বর্ধিত হয় এবং প্রজা চিবকাল পালিত হয়। সদাচারপরায়ণ সাধু অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, তিনি শীঘ্র মুক্তিলাভ করেন। যিনি বদ্বৈছেন যে সুখদুঃখ অনিত্য, শরীর অপবিত্র বস্তুব সমাধি, বিনাশ কর্মেই ফল, এবং সকল সুখই দুঃখ, তিনি এই ঘোব সংসারসাগর উত্তীর্ণ হতে পারেন। জন্মমরণশীল রোগসংকুল প্রাণিসমূহের দেহে যিনি একই চৈতন্যময় সত্ত্ব দেখেন তিনি পবন পদের অব্বেষণ করলে সিদ্ধিলাভ করেন।

যিনি সকলের মিত্র, সর্ব বিষয়ে সহিষ্ণু, শান্ত ও জিতেন্দ্রিয়, যাব ভয় ক্রোধ অভিমান নেই, যিনি পবিত্রস্বভাব এবং সর্বভূতের প্রতি আশ্রয় আচরণ করেন, জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ প্রিয়-অপ্রিয় সমান জ্ঞান করেন, যিনি অপরের দ্রব্য কামনা করেন না, কার্কেও অবজ্ঞা করেন না, যার শত্রু-মিত্র নেই, সন্তানে আসক্তি নেই, যিনি আকাঙ্ক্ষান্য এবং ধর্ম-অর্থ-কাম পরিহাব করেছেন, যিনি ধার্মিক নন অধার্মিকও নন, যার চিত্ত প্রশান্ত হয়েছে, তিনি আত্মাকে উপলব্ধি কবে মুক্তিলাভ করেন। যিনি বৈরাগ্যযুক্ত, সতত আত্মদোষদর্শী, আত্মাকে নিগূঢ় অথচ গূঢ়ভোক্তা রূপে দেখেন, শারীরিক ও মানসিক সকল সংকল্প ত্যাগ করেছেন, তিনিই ইন্দ্রিয়হীন অনলের ন্যায় ক্রমশ নির্বাণ লাভ করেন। যিনি সর্বসংস্কারযুক্ত নির্বন্ধ, এবং কিছুই নিজের বলে মনে করেন না, তিনিই সনাতন অক্ষয় ব্রহ্ম লাভ করেন। তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে একান্তমনে যোগরত হলে হৃদয়মধ্যে পরমাত্মার দর্শন পাওয়া যায়। যেমন স্বপ্নে কিছু দেখলে জাগরণের পরেও তার জ্ঞান থাকে, সেইরূপ যোগাবস্থায় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করলে যোগভঙ্গের পরেও সেই উপলব্ধি থাকে।

তার পর কৃষ্ণ বিবিধ উপাখ্যানের প্রসঙ্গে, সবিস্তারে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিবৃত করছেন। পরিশেষে তিনি বললেন, ধনঞ্জয়, তোমার প্রাণিতর জন্য এইসকল নিগূঢ় বিষয় বললাম; তুমি আমার উপদিষ্ট ধর্ম আচরণ কর, তা হলে সকল পাপ থেকে

মৃত্ত হযে মোক্ষলাভ কববে। ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি বহু কাল আমার পিতাকে দেখি নি, এখন তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছা কবি। অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এখন হস্তিনাপুরেও চল, রাজা যদুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে তুমি স্মারকায় যোগো।

### ৫। কৃষ্ণের স্মারকযাত্রা — মরুভাসী উত্শ্ব

কৃষ্ণ স্মারকায় যেতে চান শূনে যদুধিষ্ঠির বললেন, পদুণ্ডবীকাক্ষ, তোমার মঙ্গল হ'ক, তুমি বহু দিন পিতামাতাকে দেখ নি, এখন তাঁদের কাছে মাওয়া তোমার কর্তব্য। স্মারকযাত্রী পদুণ্ডবীতে গিয়ে তুমি আমার মাতুল বসুদেব, দেবী দেবকী, এবং বলদেবকে আমাদের অভিবাদন জানিও, আমাকে ও আমার ভ্রাতৃগণকে নিত্য স্মরণে বেথো, আমার অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় আবার এখানে এসো।

ধৃতবাশ্ট্র, গান্ধারী, পিতৃশ্বসা কুন্তী ও বিদুর প্রভৃতির নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ তাঁর ভাগিনী সুভদ্রার সঙ্গে বখাবোহণে যাত্রা কবলেন। বিদুর ভীমার্জুনাদি ও সাত্যকি তাঁর পশ্চাতে গেলেন। কিছু দূর গিয়ে তিনি বিদুর প্রভৃতির নিকট নিবর্তিত কবে দারুক ও সাত্যকিকে বললেন, স্বগে রথ চালাও। কৃষ্ণ ও অর্জুন বহুক্লেশে পবনপবে দিকে চেয়ে রইলেন, তাব পর রথ দৃষ্টিপথের বাহিবে গেলে অর্জুনাদি হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

কৃষ্ণের যাত্রাপথে বহুপ্রকার শূভ লক্ষণ দেখা গেল। বায়ু সবেগে প্রবাহিত হয়ে রথের সম্মুখস্থ পথের ধূলি কঙ্কর ও কণ্টক দূর কবলেন, ইন্দ্র সুগন্ধ বারি ও দিব্য পদুম বর্ষণ করতে লাগলেন। কিছু দূর যাবার পব কৃষ্ণ মরুপ্রদেশে উপস্থিত হয়ে মর্দিনশ্রেষ্ঠ উত্শ্বের দর্শন পেলেন। পবনপর অভিবাদন ও কুশলজিজ্ঞাসার পর উত্শ্ব বললেন, শৌরি, তোমার যজ্ঞে কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে সৌভ্রাতৃ স্থাপিত হয়েছে তো? কৃষ্ণ বললেন, আমি সন্ধির জন্য বহু চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তা সফল হয় নি। বদ্বিধি বা বল স্মারক দৈবকে অতিক্রম করা যায় না; ধৃতরাষ্ট্রের পদুগণ সবান্ধবে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ কবেছেন, কেবল পণ্ডপাণ্ডব জীবিত আছেন, তাঁদেরও পদুগ্রহ নিহত হয়েছে। উত্শ্ব ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি সমর্থ হয়েও কুরুপদুগবগণকে রক্ষা কর নি, তোমার মিথ্যাচারের জন্যই কুরুকুল বিনষ্ট হয়েছে, আমি তোমাকে শাপ দেব। বাসুদেব বললেন, আমি অনুন্নয় করছি, শাপ দেবেন না। অল্প তপস্যার প্রভাবে আমাকে কেউ পরাভূত করতে পারেন না। আমি জানি যে

আপনি কৌমার ও ব্রহ্মচর্য পালন ক'রে তপসীসম্বল হয়েছেন, গদ্ররূকেও তুষ্ট করেছেন; আশ্বনার তপস্যা আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা করি না।

তার পর কৃষ্ণ তাঁর দিব্য ঐশ্বর্য সকল বিবৃত করলেন এবং উত্শ্কেব অনুরোধে বিশ্বরূপ দেখালেন। উত্শ্কেব বিস্ময়াপন্ন হয়ে বললেন, হে বিশ্বকর্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বসম্ভব, তোমাকে নমস্কার কবি, তুমি পদম্বয় দ্বারা পৃথিবী, মস্তক দ্বারা গগন; জঠর দ্বারা দ্যুলোক-ভুলোকের মধ্যদেশ, এবং ভূজ দ্বারা দিক্‌সমূহ ব্যাপ্ত ক'রে আছ; দেব, তোমার এই মহৎ রূপ সংবরণ ক'বে পূর্বরূপ ধারণ কব। কৃষ্ণ পূর্বরূপে গ্রহণ ক'রে প্রসন্ন হয়ে বললেন, মহর্ষি, আপনি অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন। উত্শ্কেব বললেন, পদ্ব্যষোত্তম, তোমার যে রূপ দেখেছি তাই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত বর। যদি নিতান্তই বর দেওয়া কর্তব্য মনে কব তবে এই বর দাও যেন এই মরুভূমিতে ইচ্ছানুসাবে জল পেতে পারি। কৃষ্ণ বললেন, জলেব প্রযোজন হ'লেই আমাকে স্মরণ কববেন। এই ব'লে কৃষ্ণ প্রস্থান কবলেন।

কিছু কাল পবে একদিন উত্শ্কেব মরুভূমিতে চলতে চলতে তৃষিত হইল কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। তখন এক দিগম্বর মলিনদেহ চন্ডাল তাঁর কাছে উপস্থিত হ'ল, তার সঙ্গে কুকুরেব দল, হাতে খড়্গ ও ধনুর্বাণ; তার অধোদেশে জলস্রোত (প্রস্রাব) প্রবাহিত হচ্ছে। চন্ডাল সহাস্যে বললে, ভৃগুবংশজাত উত্শ্কেব, তুমি আমার এই জল পান কর। উত্শ্কেব পিপাসার্ত হয়েও সেই জল নিলেন না, ক্রুদ্ধ হয়ে তিরস্কার করলেন। চন্ডাল অন্তর্হিত হ'ল। তার পর শত্খচক্রগদাধর কৃষ্ণকে দেখে উত্শ্কেব বললেন, পদ্রুমশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণকে চন্ডালেব প্রস্রাব দেওয়া তোমার উচিত নয়। কৃষ্ণ সান্ধনা দিয়ে বললেন, আপনাকে অমৃত দেবার জন্য আমি ইন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, মানদ্রুমকে অমরত্ব দেওয়া অকর্তব্য; যদি উত্শ্কেকে অমৃত দিতেই হয় তবে আমি চন্ডালের রূপে দিতে যাব, যদি তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন তবে অমৃত পাবেন না। মহর্ষি, আপনি চন্ডালরূপী ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছেন। যাই হ'ক, আমি বর দিচ্ছি, আপনার পিপাসা পেলেই মেঘ উদ্ভিত হয়ে এই মরুভূমিতে জলবর্ষণ করবে, সেই মেঘ উত্শ্কে-মেঘ নামে খ্যাত হবে। বর পেয়ে উত্শ্কেব প্রীত হয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। এখনও উত্শ্কেমেঘ সেই মরুভূমিতে জলবর্ষণ করে।

## ৬। উত্কেয় পদ্ব্যস্তান্ধ

জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, উত্কেয় এমন কি তপস্যা করেছিলেন যে তিনি তৎপ্রভু বিশ্বক্কে শাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন? বৈশম্পায়ন বললেন, উত্কেয় (১) অতিশয় গদ্ব্যস্তান্ধ ও তপোনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁর গদ্ব্যস্তান্ধ গোতমও তাঁকে অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা অধিক স্নেহ করতেন। একদিন উত্কেয় কাস্ত্যভার এনে ভূমিতে ফেলবার সময় দেখলেন, বোপ্যের ন্যায় তাঁর একগাছি জটা কাস্তে লগ্ন হয়ে আছে। পবিত্রান্ধ ক্ষুধাতুর উত্কেয় তাঁর বার্ষিক্যের এই লক্ষণ দেখে কান্দতে লাগলেন। গোতমের কন্যা দ্রুতবেগে এসে উত্কেয়র অশ্রু অঞ্জলিতে ধারণ করলেন, তাতে তাঁর হস্ত দগ্ধ হ'ল। গোতম জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস, তুমি শোকাক্ত হ'লে কেন? উত্কেয় বললেন, আমি শতবর্ষ আপনাব প্রিয়সাধন করছি, এতদিন আমার বার্ষিক্য জানতে পারি নি, সুখভোগও করি নি। আমার চেয়ে যারা ছোট এমন শত সহস্র শিষ্য কৃতকার্য হয়ে আপনাব আদেশে গৃহে ফিরে গেছে। গোতম বললেন, তোমার শ্রদ্ধাশ্রয় প্রীত হয়ে আমি জানতে পারি নি যে এত দীর্ঘকাল আমার কাছে আছ, এখন আজ্ঞা দিচ্ছি তুমি গৃহে যাও।

উত্কেয় বললেন, ভগবান, আপনাকে গদ্ব্যস্তান্ধ কি দেব? গোতম বললেন, তুমি আমাকে পবিত্রভূষ্ট করবে, তাই গদ্ব্যস্তান্ধ। 'তুমি যদি ষোড়শবর্ষীয় যুবক হও তবে তোমাকে আমার কন্যা দান করব, সে ভিন্ন আর কেউ তোমার তেজ ধারণ করতে পাবে না। উত্কেয় তখনই যুবক হয়ে গদ্ব্যস্তান্ধর পাণিগ্রহণ করলেন এবং গোতমের আদেশ নিয়ে গদ্ব্যস্তান্ধকে বললেন, আপনাকে কি দক্ষিণা দেব বলুন। বাব বার অনুরোধের পর অহল্যা বললেন, সৌদাস রাজার মহিষী যে দিন্য মণ্ডিত কুণ্ডল ধারণ করেন তাই এনে দাও। উত্কেয় কুণ্ডল আনতে গেলেন শূনে গোতম দর্শিত হয়ে অহল্যাকে বললেন, সৌদাস বশিষ্ঠের শাপে বান্ধস হয়েছেন, তাঁর কাছে উত্কেয়কে পাঠানো উচিত হয় নি। অহল্যা বললেন, আমি তা জানতাম না; তোমার আশীর্বাদে উত্কেয় কোনও অমঙ্গল হবে না।

দীর্ঘশ্মশ্রুধারী শোণিতাস্তদেহ ঘোরদর্শন সৌদাসকে দেখে উত্কেয় ভীত হলেন না। সৌদাস বললেন, ব্রাহ্মণ, আমি আহাব অব্যবস্থা করছিলাম, তুমি উপযুক্ত কালে এসেছ। উত্কেয় বললেন, মহারাজ, আমি গদ্ব্যস্তান্ধর জন্য আপনার

(১) আদিপর্ব ৩-পরিচ্ছেদে উত্কেয় উপাখ্যান কিছ্ অন্যান্যকার, তিনি জনমেজয়ের সমকালীন।

মহিষীর কুন্ডল ভিক্ষা করতে এসেছি; আমি প্রতিজ্ঞা করছি, গদ্বদপত্নীকে কুন্ডল দিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসব। সৌদাস সম্মত হয়ে বললেন, বনমাধ্যে নিৰ্ব্ববেব নিকট আমার পত্নীকে দেখতে পাবে।

সৌদাসমহিষী মদয়ন্তীর নিকট উপস্থিত হয়ে উত্শ্বক তাঁর প্রার্থনা জানানলেন। মদয়ন্তী বললেন, দেবতা যক্ষ ও মহর্ষিগণ আমার কুন্ডল হবণ কববাব জন্য সৰ্বদা চেষ্টা করেন। এই কুন্ডল ভূমিতে রাখলে সপর্গণ, উচ্ছ্রষ্ট অবস্থায় ধারণ কবলে যক্ষগণ, এবং নিদ্রাকালে ধারণ কবলে দেবগণ অপহরণ করেন। এই কুন্ডল সৰ্বদা সুবর্ণ ক্ষরণ কবে, রাত্রিকালে নক্ষত্র ও তাবাগণের প্রভা আকর্ষণ করে, ধারণ কবলে ক্ষুদ্রা পিপাসা এবং অগ্নি বিষ প্রভৃতির ভয় দূর হয়। ব্রাহ্মণ, ভূমি মহারাজের অভিজ্ঞান নিয়ে এস তবে কুন্ডল পাবে।

উত্শ্বক অভিজ্ঞান চাইলে সৌদাস বললেন, তুমি মহিষীকে এই কথা বলো— আমার এই দূর্গতি থেকে মুক্তি পাবার অন্য উপায় নেই; তুমি তোমাব কুন্ডলম্বয় দান কর। উত্শ্বক সৌদাসেব এই বাক্য জানালে মদয়ন্তী তাঁকে কুন্ডল দিলেন। উত্শ্বক সৌদাসের কাছে এসে বললেন, মহারাজ, মহিষী কুন্ডল দিযেছেন; আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে আমাব মিত্রতা হযেছে, আমাকে বধ করলে আপনার মিত্রহত্যার পাপ হবে। আপনিই বলুন, আপনার কাছে আবাব আসা আমার উচিত কিনা। সৌদাস বললেন, আমার কাছে ফিরে এলে নিশ্চয় তোমাকে মরতে হবে, অতএব আব এসো না।

মৃগচর্মব উত্তরীযে কুন্ডল বেধে উত্শ্বক দ্রুতবেগে গৌতমের আশ্রমে যাগ্না করলেন। পথিমধ্যে ক্ষুধিত হয়ে তিনি একটি বিল্ব বৃক্ষে উঠে ফল পাড়তে লাগলেন, সেই সময়ে কুন্ডলসহ তাঁর উত্তরীয় ভূমিতে পড়ে গেল। ঐবাবতবংশজাত এক সপর্ কুন্ডলম্বয়-মুখে নিয়ে বল্মীকমাধে প্রবেশ করলে। বৃক্ষ থেকে নেমে উত্শ্বক তাঁর দণ্ডকাষ্ঠ (ব্রহ্মচারীর যষ্টি) দিযে বল্মীক খুঁড়তে লাগলেন, কিন্তু পয়ত্রিশ দিন খুঁড়েও তিনি ভিতরে যাবার পথ পেলেন না। তখন ব্রাহ্মণবেশে ইন্দ্র এসে বললেন, নাগলোক এখান থেকে সহস্র যোজন, তুমি কেবল দণ্ডকাষ্ঠ দিযে পথ প্রস্তুত করতে পারবে না। এই বলে ইন্দ্র দণ্ডকাষ্ঠে তাঁর বজ্র সংযুক্ত কবে দিলেন। তখন উত্শ্বক ভূমি বিদীর্ণ করে সুবিশাল নাগলোকে উপস্থিত হলেন। তার স্মারদেশে একটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব ছিল, তার পদ্ব্ব শ্বেত, মুখ ও চক্ষু তাম্রবর্ণ। অশ্ব উত্শ্বকে বললে, বৎস, তুমি আমার গদ্বাস্বারে ফৎকার দাও; ঘৃণা করো না আমি অগ্নি, তোমার গদ্বর গদ্বর। উত্শ্বক ফৎকার দিলে অশ্বের রোমকৃষ্ণ থেকে

ভয়ংকর ধূমে নির্গত হয়ে নাগলৈকে ব্যাপ্ত হ'ল। বাসদিক প্রভৃতি নাগগণ দ্রুত হয়ে বেরিয়ে এলেন এবং উত্শ্কে পূজা ক'বে কুন্ডল সমর্পণ করলেন। তার পর উত্শ্কে আনিকে প্রদক্ষিণ ক'রে গদ্রদগ্গে ফিরে গেলেন এবং অহল্যাকে কুন্ডল দিলেন।

উপাখ্যান শেষ ক'বে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, মহাত্মা উত্শ্কে এই প্রকাৰে ত্রিলোক ভ্রমণ ক'বে কুন্ডল এনেছিলেন; তপস্যাব ফলে তাঁর অসাধারণ প্রভাব হ'ত।

### ৭। কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন — যদুধিষ্ঠিরের সূবর্ণসংগ্রহ

দ্বারকায় এসে কৃষ্ণ তাঁর পিতা বসুদেবকে সবিস্তাবে কুব্দপাণ্ডবদুগ্ধের বিবরণ দিলেন, কিন্তু দৌহিত্র অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদে বসুদেব অত্যন্ত কাতর হবেন এই আশঙ্কায় তা জানালেন না। সুভদ্রা বললেন, তুমি আমাব পুত্রের নিধনের কথা গোপন কবলে কেন? এই বলে সুভদ্রা ভূপতিত হলেন। বসুদেব শোকার্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কৃষ্ণ অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ দিলেন। দৌহিত্রের আশ্চর্য বীব্ধেব বিবরণ শনে বসুদেব শোক সংবরণ ক'রে যথাবিধি শাস্ত্রানুযায়ী করলেন।

হস্তিনাপুরে পাণ্ডবগণও অভিমন্যুর জন্য কাতর হয়ে কালযাপন ক'রছিলেন। বিবাতকন্যা উত্তরা পতির শোকে দীর্ঘকাল অনাহারে ছিলেন, তার ফলে তাঁর গর্ভস্থ সন্তান ক্ষীণ হ'তে লাগল। ব্যাসদেব উত্তরাকে বললেন, যশস্বিনী, শোক ত্যাগ কর, তোমার মহাতেজা পুত্র হবে, বাসুদেবের প্রভাবে এবং আমাব বাক্য অনুসারে সে পাণ্ডবগণের পাবে পৃথিবী শাসন ক'বে।

তার পর যদুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য উদ্যোগী হলেন। তিনি পুত্ররাষ্ট্রপুত্র যদুদংশুকে রাজ্যরক্ষার ভার দিলেন এবং মনুস্ত রাজ্যের সূবর্ণরাশি আনবার জন্য শূভদিনে পুরোহিত ধৌম্য ও দ্রাতাদের সঙ্গে সৈন্যে হিমালয়ের অভিমুখে যাত্রা করলেন। যথাস্থানে এসে যদুধিষ্ঠির শিবির স্থাপনের আজ্ঞা দিলেন এবং পুষ্প মোদক পায়স মাংস প্রভৃতি উপহার দিয়ে মহেশ্বরের পূজা করলেন। যক্ষরাজ কুবের এবং তাঁর অনুচরগণের জন্যও কৃশর মাংস তিল ও অন্নাদি নিবেদিত হ'ল। তার পর যদুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের অনুমতি নিয়ে ভূমি খননের

আদেশ দিলেন। সূর্য্যবর্ষীয় ক্ষুদ্র বহু বহুবিধ ভাণ্ড ভাণ্ডার কটাহ এবং শত সহস্র বিচিত্র আধার সেই খনি থেকে উদ্ধৃত হ'ল। তার পর যুধিষ্ঠির পুত্রবার মহাদেবেব পূজা করলেন এবং বহু সহস্র উষ্ট্র অশ্ব হস্তী গর্দভ ও শকটের উপর সেই সূর্য্য-স্নানি বন্ধন করে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। গুরুভারপীড়িত বাহনগণ দুই ক্রোশ অন্তর বিশ্রাম করে চলতে লাগল।

### ৮। পরীক্ষিতের জন্ম

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাল আগত হ'লে কৃষ্ণ তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করলেন এবং বলবামকে অগ্রবর্তী করে কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদ, ভগিনী সুভদ্রা, পুত্র প্রদ্যুম্ন চারদেখ ও শাম্ব, এবং সাত্যকি কৃতবর্মা প্রভৃতি বীৰগণের সঙ্গে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন।

সেই সময়ে পরীক্ষিত নিশ্চেষ্ট শব রূপে প্রসূত হলেন। পুত্রবাসিগণের হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়েই নিবৃত্ত হ'ল। কৃষ্ণ ব্যথিত হয়ে সাত্যকি সঙ্গে অন্তঃপুরে গেলেন, কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা ও অন্যান্য কুব্জনারীগণ সবাদনে তাঁকে বেগন করলেন। কুন্তী বললেন, বাসুদেব, তুমিই আমাদের একমাত্র গতি, এই কুব্জকুল তোমারই আশ্রিত। তোমার ভাগিনেয় অভিমন্ত্র্য পুত্র অশ্বখামাব অস্ত্রপ্রভাবে মৃত হয়ে জন্মেছে, তুমি তাকে জীবিত করে উত্তরা সুভদ্রা দ্রৌপদী ও আমাকে রক্ষা কর। এই বালক পাণ্ডবগণের প্রাণ স্বরূপ, এবং আমার পতি শ্বশুর ও অভিমন্ত্র্য পিণ্ডদাতা। তুমি পূর্বে বলেছিলে যে একে পুত্রজীবিত কববে, এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন কব। অভিমন্ত্র্য উত্তরাকে বলেছিল—তোমার পুত্র আমার মাতুলগৃহে ধনুর্বেদ ও নীতিশাস্ত্র শিখবে। মধুসূদন, আমবা বিনীত হয়ে প্রার্থনা করছি। তুমি কুব্জকুলের কল্যাণ কব।

সুভদ্রা আতর্কণ্টে বললেন, পুণ্ডরীকাক্ষ, এই দেখ, পার্থের পৌত্রও অন্যান্য কুব্জবংশীয়ের ন্যায় গতাস্থ হয়েছেন। পাণ্ডবগণ ফিরে এসে এই সংবাদ শুনে কি বলবেন? তুমি থাকতে এই বালক যদি জীবিত না হয় তবে তোমাকে দিয়ে আমাদের কোন উপকার হবে? তুমি ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদী সত্যবিক্রম, তোমার শক্তি আমি জানি। মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে শস্যকে সঞ্জীবিত করে সেইরূপ তুমি অভিমন্ত্র্যের মৃত পুত্রকে জীবিত কর। আমি তোমার ভগিনী, পুত্রহীনা: শরণাপন্ন হয়ে বলছি, দয়া কর।



সুভদ্রা প্রভৃতিকে আশ্বাস দিয়ে কৃষ্ণ সূতিকাগৃহে প্রবেশ ক'বে দেখলেন, সেই গৃহ শূন্য পদ্মমন্ডপে সজ্জিত, চতুর্দিকে পূর্ণকলস রয়েছে, ঘৃত, তিলদুগ্ধ (গাব) কাশের অগ্ন্যাব, সর্বপ, পরিষ্কৃত অন্ন, অগ্নি ও অন্যান্য রাক্ষসভষারক দ্রব্য যথাস্থানে রাখা আছে, বৃন্দা নাবী ও দক্ষ ভিষগগণ উপস্থিত রয়েছেন। এইসকল দেখে কৃষ্ণ প্রীত হয়ে সাধু সাধু বললেন। তখন দ্রোণদী উত্তবাকে বললেন, কল্যাণী, তোমার স্বশ্রুত অচিন্ত্যাত্মা মধুসূদন এসেছেন। উত্তরা অশ্রু সংবরণ ও দুহ আচ্ছাদন ক'বে কবচস্বরে বললেন, পদ্মবীকাক্ষ, দেখুন, আমি পুত্রহীনা হয়েছি, অভিমন্যু বন্য আমিও নিহত হয়েছি। দ্রোণপুত্রের ব্রহ্মস্পে বিনষ্ট আমার পুত্রকে আপনি জীবিত করুন। অশ্বখামার অশ্রুক্ষেচনকালে যদি আপনারা বলতেন — এই ঈশীক প্রসূতির প্রাণনাশ কবুক, তবে ভাল হত। শাবিন্দ, আমি নর্ত্তন্যবে প্রার্থনা করছি, এই বালককে সঞ্জীবিত ক'রুন, নতুবা আমি প্রাণত্যাগ কবব। দ্রোণপুত্র আমার সকল মনোবশ নষ্ট কবেছে, আমার জীবনে কি প্রয়োজন? আমার আশা ছিল পুত্রকে কোলে নিয়ে আপনাকে প্রণাম কবব, তা বিফল হ'ল। আমার চঞ্চলনয়ন স্বামী আপনার প্রিয় ছিলেন, তাঁর মৃত পুত্রকে আপনি দেখুন। এব পিতা যেমন কৃতঘ্ন ও নিষ্ঠুর এও সেইবদ, তাই পাণ্ডবগণের সম্পদ ত্যাগ ক'বে যমসদনে গেছে।

এইপ্রকার বিলাপ ক'রে উত্তরা মর্ছিত হয়ে ভূপতিত হলেন, কুন্তী প্রভৃতি তাঁকে তুলে কাঁদতে লাগলেন। সংজ্ঞালাভ ক'বে উত্তরা মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে বললেন তুমি ধর্মজ্ঞের পুত্র হয়ে বৃষ্টিপ্রবীর কৃষ্ণকে প্রণাম কবছ না কেন? তুমি তোমার পিতার কাছে গিয়ে আমার হয়ে বলো—বাবু, কাল পূর্ণ না হ'লে কেউ মবে না, তাই আমি পতিপুত্রহীনা হয়েও জীবিত আছি। আমি ধর্মবাজের অনুমতি নিয়ে ঘোর বিষ খাব বা অগ্নিপ্রবেশ করব। পুত্র, ওঠ, তোমার শোকাত্তা প্রপিতামহী কুন্তী এবং আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তোমার চঞ্চলনয়ন পিতার তুল্য যার মুখ সেই লোকনাথ পদ্মবীকাক্ষ কৃষ্ণকে দেখ।

কৃষ্ণ বললেন, উত্তরা, আমার কথা মিথ্যা হবে না; দেখ, সকলের সমক্ষেই এই বালককে পুনর্জীবিত করব। যদি আমি কখনও মিথ্যা না বলি থাকি, যদুশ্বে বিমুখ না হয়ে থাকি, যদি ধর্ম ও ব্রাহ্মণগণ আমার প্রিয় হন, তবে অভিমন্যু এই পুত্র জীবনলাভ করুক। যদি অজ্ঞানের ঋহিত কদাচ আমার বিরোধ না হয়ে থাকে, যদি সত্য ও ধর্ম নিত্য আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদি কংস ও কেশীকে আমি

ধর্মনিদ্রাসারে বধ ক'রে থাকি, তবে এই বালক জীবিত হ'ক। বাসুদেব এইরূপ বললে শিশু ধীরে ধীরে চেতনা পেয়ে স্পন্দিত হ'তে লাগল।

অশ্বখামার ব্রহ্মাস্ত্র কৃষ্ণ কর্তৃক নিবর্তিত হয়ে ব্রহ্মাব কাছে চ'লে গেল। তখন বালকের তেজঃপ্রভাবে সূতিকাগৃহ আলোকিত হ'ল, রাক্ষসবা পালিয়ে গেল, আকাশবাণী হ'ল — সাধু কেশব, সাধু। বালকের অঙ্গসঞ্চালন দেখে কুরুকুলেব নারীগণ হুস্ট হলেন, ব্রাহ্মণরা স্মৃতিবাচন করলেন, মল্ল নট দৈবজ্ঞ সূত মাগধ প্রভৃতি কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল। উত্তবা পদ্রকে কোলে নিয়ে সহর্ষে কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ বহু বস্ত্র উপহাব দিলেন এবং ভরতবংশ পবিত্রীণ হ'লে অভিনন্দন এই পদ্র জন্মেছে এজন্য তার নাম রাখলেন — পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিতেব বয়স এক মাস হ'লে পাণ্ডবগণ ফিবে এলেন, তখন সূদাস্জিত হস্তিনাপুরে নানাপ্রকার উৎসব হ'তে লাগল।

## ৯। যজ্ঞাশ্বের সহিত অর্জুনের যাত্রা

কিছুদিন পরে ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে এলে যদুধিষ্ঠিব তাঁকে বললেন, ভগবান, আপনাব প্রসাদে আমি যজ্ঞের জন্য ধনবস্ত্র সংগ্রহ করছি, এখন আপনি যজ্ঞেব অনুমতি দিন। ব্যাস বললেন, আমি অনুমতি দিলাম, তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'বে বহু দক্ষিণা দাও, তার ফলে নিশ্চয় পাপমুক্ত হবে।

“ যদুধিষ্ঠিব কৃষ্ণকে বললেন, যদুনন্দন, তোমাকে জন্ম দিয়ে দেবকী সূদপ্ত্রবতী হয়েছেন, তোমার প্রভাবে আমবা ভোগ্য বিষয় অর্জন করেছি, তোমাব পরাক্রম ও বৃদ্ধিতে পৃথিবী জয় করেছি। তুমি আমাদের পরম গুরু, তুমিই যজ্ঞ, তুমিই ধর্ম, তুমিই প্রজাপতি; অতএব তুমিই দীক্ষিত হয়ে আমার যজ্ঞ সম্পাদন কর। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি কুব্জবীরগণের অগ্রণী হয়ে ধর্মপালন করছেন, আপনি আমাদেব রাজা ও গুরু। অতএব আপনিই দীক্ষিত হয়ে যজ্ঞ করুন এবং আপনার অভীষ্ট কার্যে আমাদের নিয়োজিত করুন।

যদুধিষ্ঠির সম্মত হ'লে ব্যাসদেব তাঁকে বললেন, শৈল যাজ্ঞবল্ক্য ও আমি। আমরা তিন জনে যজ্ঞের সকল কর্ম সম্পাদন করব। চৈত্রপূর্ণিমায় তুমি যজ্ঞেব জন্য দীক্ষিত হবে। অশ্ববিদ্যাবিশারদ সূত ও ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞীয় অশ্ব নির্বাচন করুন, তার পর সেই অশ্ব মৃত্ত হয়ে ফোমার যশোরীশি প্রদর্শন ক'রে সাগরাম্বরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করুক। দিব্যধনুর্বাণধারী ধনঞ্জয় সেই অশ্বকে রক্ষা করবেন।

ভীমসেন ও নকুল রাজ্যপালন এবং সহদেব কুটুম্বগণের তত্ত্বাবধান করবেন। ব্যাসের উপদেশ অনুসারে সকল ব্যবস্থা ক'বে যুদ্ধাধিষ্ঠিত অর্জুনকে বললেন, মহাবাহু, কোনও রাজ্য যদি তোমাকে বাধা দেন তবে তুমি চেষ্টা করবে যাতে যুদ্ধ না হয়, এবং তাঁকে প্রণাম এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করবে।

যথাকালে যুদ্ধাধিষ্ঠিত দীক্ষিত হয়ে স্বর্ণমালা কুম্ভাজিন দণ্ড ও ক্ষৌর্যবাস ধারণ করলেন। যজ্ঞের অশ্ব ছেড়ে দেওয়া হ'ল; অর্জুন শ্বেত অশ্বে আরোহণ ক'রে সেই কুম্ভসাব (শ্বেতকুম্ভ মিশ্রিতবর্ণ) যজ্ঞাশ্বের অনুগমন করলেন। বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বীর অর্জুনের সঙ্গে যাত্রা করলেন। সকলে বললেন, অর্জুন, তোমার মঙ্গল হ'ক, তুমি নির্বিঘ্নে ফিরে এসো।

### ১০। অর্জুনের নানা দেশে যুদ্ধ — বজ্রবাহন উল্লেখ্য ও চিত্রাঙ্গদা

ত্রিগর্তদেশে যেসকল বীর কুবুদ্ধৈশ্বর্যে হত হয়েছিলেন তাঁদের পুত্র-পৌত্রগণ যুদ্ধাধিষ্ঠিতের যজ্ঞাশ্ব নেবার জন্য যুদ্ধ করতে এলেন। অর্জুন বিনয়বাক্যে তাঁদের নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁরা শুনলেন না, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা পরাজিত হয়ে বললেন, পার্থ, আমরা সকলে আপনার কিংকব, আদেশ করুন কি করব। অর্জুন বললেন, আমি আপনাদের প্রাণ-রক্ষা করলাম, আপনাবা আমার শাসনে থাকবেন।

তাব পর যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাগজ্যোতিষপদে উপস্থিত হ'ল, ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত তাকে হরণ করতে এলেন। তিন দিন ঘোর যুদ্ধের পর বজ্রদত্ত তাঁর মহাহস্তী অর্জুনের দিকে ধাবিত করলেন। অর্জুন নাবাচের আঘাতে সেই হস্তীকে বধ ক'রে বজ্রদত্তকে বললেন, মহাবাজ, ভয় নেই, তোমার প্রাণ হরণ করব না। আগামী চৈত্রপূর্ণিমায ধর্মরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ হবে, তাঁর আদেশে আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি, তুমি সেই যজ্ঞে যেয়ো। পরাজিত বজ্রদত্ত সম্মত হলেন।

অশ্ব সিন্ধুদেশে এলে সেখানকার রাজাবা জয়দ্রথের নিধন স্মরণ ক'রে ক্রুদ্ধ হয়ে বিপুল সৈন্য নিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাভূত হলেন। তখন ধৃতবাস্ত্যের বন্যা জয়দ্রথপত্নী দৃঃশলা তাঁর বালক পৌত্রের সঙ্গে রথানোহণে অর্জুনের কাছে এলেন। ধনু ত্যাগ ক'রে অর্জুন বললেন, ভগিনী, আমি কি করব বল। দৃঃশলা বললেন, তোমার ভাগিনেয় সুরথের এই পুত্র তোমাকে প্রণাম ক'রছে, তুমি একে কৃপাদৃষ্টিতে দেখ। অর্জুন বললেন, এর পিতা কোথায়? দৃঃশলা

বললেন, তুমি যুদ্ধার্থী হয়ে এখানে এসেছ শত্নে আমার পুত্র সুবথ অকস্মাৎ প্রাণ-  
ত্যাগ করেছে। দুর্যোধন ও মন্দবৃদ্ধি জয়দ্রথকে তুমি ভুলে যাও, তোমার ভাগিনী  
ও তার পোত্রের প্রতি দয়া কব। পরীক্ষিৎ যেমন অভিমন্যুব পুত্র, এই বালক তেমন  
সুবথের পুত্র। অর্জুন আশ্রয় দৃষ্টিত হলেন এবং দৃষ্টিশীলকে সান্থনা দিয়ে গৃহে  
পাঠিয়ে দিলেন।

যজ্ঞাশ্ব বিচরণ কবতে কবতে মণিপদে এল। পিতা ধনঞ্জয় এসেছেন শত্নে  
মণিপদপতি বদ্রবাহন ব্রাহ্মণগণকে অগ্রবর্তী করে সর্বাঙ্গে উপস্থিত হলেন।  
অর্জুন বৃষ্টি হয়ে তাঁর পদে বললেন, তোমার আচরণ ক্ষত্রিয় ধর্মের বিহীন, আমি  
যুদ্ধার্থীকে যজ্ঞাশ্বের সঙ্গে তোমার রাজ্যে এসেছি, তুমি যুদ্ধ কবছ না কেন?  
অর্জুনের তিবস্কাব শত্নে নাগকন্যা উলুপী পৃথিবী ভেদ কবে উপস্থিত হয়ে  
বদ্রবাহনকে বললেন, পুত্র, আমি তোমার মাতা (বিমাতা) উলুপী; তুমি তোমার  
মহাবীর পিতার সঙ্গে যুদ্ধ কব, তা হ'লেই ইনি প্রীত হবেন। তখন বদ্রবাহন  
স্বর্ণময় বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ কবে বথে উঠলেন এবং অনুচরদের সঙ্গে  
গিয়ে অশ্ব হরণ করলেন। অর্জুন প্রীত হয়ে পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ কবতে লাগলেন।  
তুমুল যুদ্ধের পর অর্জুন শবিসম্ম ও অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন। পিতার  
এই অবস্থা দেখে বদ্রবাহনও ক্রোধগ্রস্ত হয়ে ভূপতিত হলেন।

মণিপদবাজমাতা চিত্রাঙ্গদা রণস্থলে এসে পতিপুত্রকে দেখে শোকার্ত হয়ে  
তাঁর সপত্নীকে বললেন, উলুপী, তোমার জন্যই আমার বালক পুত্রের হস্তে মহাবীর  
অর্জুন নিহত হয়েছেন। তুমি ধর্মশীলা, কিন্তু পুত্রকে দিয়ে পতিকে বিনষ্ট কবে  
তোমার অনুতাপ হচ্ছে না কেন? আমার পুত্রও মরেছে, কিন্তু আমি তাব জন্য  
শোক না কবে পতির জন্যই শোকাবুল হয়েছি। আমি অনুশয় কবছি, অর্জুন  
যদি কিছু অপরাধ কবে থাকেন তো ক্ষমা কবে একে জীবিত কর। ইনি বহু  
ভাষা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু পুত্রুষের পক্ষে তা অপরাধ নয়। এইরূপ বিলাপ  
করে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের চরণ গ্রহণ করে প্রায়োপবেশন করলেন।

এই সময়ে বদ্রবাহনের চেতনা ফিরে এল। তিনি ভূপতিত পিতা ও  
জননীকে দেখে শোকার্ত হয়ে বললেন, আমি নৃশংস পিতৃহন্তা, ব্রাহ্মণের আদেশ  
দিন আমি কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করব। আমার উচিত মৃত পিতার চর্মে আবৃত হয়ে  
এবং এর মস্তক ধারণ করে ত্রাদশ বর্ষ সাধন করা। নাগকন্যা, এই দেখুন, আমি  
অর্জুনকে বধ করে আপনার প্রিয়সাধন করেছি, এখন আমিও পিতার অনুগমন

কবব। এই ব'লে বভ্রুবাহন আচমন ক'রে তাঁর মাতাব সহিত প্রায়োপবিস্ট হ'লেন।

তখন উলুপী সঞ্জীবন মণি স্মরণ কবলেন, তৎক্ষণাৎ সেই মণি নাগলোক থেকে চ'লে এল। উলুপী তা হাতে নিয়ে বভ্রুবাহনকে বললেন, পুত্র, শোক কু'রো না, ওঠ; অর্জুন দেবগণেবও অজেয়। ইনি তোমাব বল পবীক্ষাব ইচ্ছাব যদুশ্ব কবতে এসেছেন, তাঁব প্রীতিব নিমিত্ত আমি এই মোহিনী মাষা দেখিষেছি। এই দিয়া মণিব স্পর্শে মৃত নাগগণ জীবিত হয়, তুমি পার্থের বক্ষে এই মণি রাখ। বভ্রুবাহন তাঁব পিতাব বক্ষে সেই সঞ্জীবন মণি বাখলেন। তখন অর্জুন যেন দীর্ঘনিদ্রা থেকে জাগরিত হ'লেন এবং মস্তক আঘাণ ক'বে পদ্যুকে আলিঙ্গন কবলেন।

অর্জুন উলুপীকে বললেন, নাগবাজনন্দিনী, তুমি ও মণিপদুবপীতিব মাতা চিত্রাঙ্গদা কেন এখানে এসেছ? আমার বা বভ্রুবাহনেব বা তোমাব সপত্নী চিত্রাঙ্গদার কোনও অপবাধ হয় নি তো? উলুপী সহাস্যে বললেন, তোমবা কেউ আমার কাছে উপবাধী নও। মহাবাহু ধনঞ্জয়, তুমি মহাভাবতযুদ্ধে অধর্মাবরণ ক'বে শান্তনুপুত্র ভীষ্মকে শিখণ্ডীব সাহায্যে নিপাতিত করেছিলে। আজ পুত্র কর্তৃক নিপাতিত হয়ে তুমি সেই পাপ থেকে মুক্তি পেলে। এই প্রাশ্চিস্ত না হ'লে তুমি মরণেব পর নবকে যেতে। ভাগীবথী ও বসুগণ তোমাব পাপশান্তিব এই উপায বলোছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে জয় কবতে পাবেন না, পুত্র আত্মস্বরূপ, তাই তুমি পুত্রকর্তৃক পবাজিত হযেছ।

অর্জুন বললেন, দেবী, তুমি উপযুক্ত কাষ কবেছ। তার পব তিনি বভ্রুবাহনকে বললেন, চৈত্রপূর্ণিমাষ যদুধিষ্ঠিব অশ্বমেধ যজ্ঞ কববেন, তুমি তোমাব দুই মাতা এবং অমাতাগণের সঙ্গে সেখানে যোযো। বভ্রুবাহন বললেন, ধর্মজ্ঞ, আমি সেই যজ্ঞে ব্বিজগণেব পরিবেশক হব। আজ বাগ্নিতে আপনি দুই ভাষ্যর সঙ্গে আপনাব এই ভবনে বিশ্রাম করুন, কাল আবাব অশ্বেব অনুগমন কববেন। অর্জুন বললেন, মহাবাহু, আমি তোমাব ভবনে যেতে পারব না; এই অশ্ব বেখানে যাবে আমাকে সেখানেই যেতে হবে। তোমার মঙ্গল হ'ক, আমি আর এখানে থাকতে পারব না। এই ব'লে পুত্র ও দুই পত্নীর নিকট বিদায় নিয়ে অর্জুন প্রস্থান করলেন।

যজ্ঞাস্ব মগধে এলে সহদেবপুত্র (জরাসন্ধের পোত্র) বাক্সা মেঘসন্ধি অর্জুনের সঙ্গে যদুশ্ব করতে এলেন, কিন্তু পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকাব করলেন।

অর্জুন তাঁকে যজ্ঞে উপস্থিত হবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তার পর অর্জুন অশ্বের অনুসরণে সমুদ্রতীর দিয়ে বঙ্গ পদ্মভূমি কোশল প্রভৃতি দেশে গিয়ে সেখানকাব স্লেচ্ছগণকে পরাস্ত করলেন। দক্ষিণে নানা দেশে বিচরণ ক'বে অশ্ব চৌদিরাজ্যে এল। শিশুপালপুত্র শরভ পরাজয় স্বীকার করলেন। কাশী অঙ্গ কোশল কিবাত ও তপ্তন দেশেব রাজারা অর্জুনেব সংবর্ধনা করলেন, এবং দশার্ণরাজ চিত্রাঙ্গদ ও নিষাদরাজ একলব্যের পুত্র যদুশ্বে পরাস্ত হলেন। অর্জুন পুনর্বার দক্ষিণ সমুদ্রেব তীর দিয়ে চললেন এবং দ্রাবিড় অশ্ব নাহিক ও কোম্বর্গিবাসী বীরগণকে জয় ক'রে সুরাশ্রী গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রম ক'বে ম্বাবকায় এলেন। যাদব কুমাবগণ অর্জুনকে আক্রমণ কবলেন, কিন্তু বৃষ্ণি ও অন্ধকগণেব অধিপতি উগ্রসেন এবং অর্জুনেব মাতুল বসুদেব তাঁদেব নিবারণ ক'বে অর্জুনেব সংবর্ধনা কবলেন।

তার পব পশ্চিম সমুদ্রেব উপকূল এবং সমৃদ্ধ পশ্চিম প্রদেশ অতিক্রম ক'বে অশ্ব গান্ধার রাজ্যে এল। গান্ধারপতি শকুনিপুত্র বহু সৈন্য নিয়ে যদুশ্ব কবতে এলেন, অর্জুনেব অনুবোধেও নিবৃত্ত হলেন না। অর্জুন শরাঘাতে গান্ধারপতিব শিরস্ত্রাণ বিচ্যুত কবলেন। গান্ধারপতি ভীত হয়ে সসৈন্যে পলায়ন কবলেন, তাঁর বহু সৈন্য অর্জুনেব অস্ত্রাঘাতে বিনষ্ট হ'ল। তখন গান্ধারবাজমাতা বৃন্দমন্ত্রীব সঙ্গে অর্ঘ্যহস্তে অর্জুনেব কাছে এসে তাঁকে প্রসন্ন কবলেন। শকুনিপুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে অর্জুন বললেন, 'ধৃতবাস্ত্র ও গান্ধারীকে স্মরণ ক'রে আমি তোমার প্রাণহরণ কবি নি, কিন্তু তোমার বৃন্দীর দোষে তোমাব অনুচরগণ নিহত হ'ল। তার পব অর্জুন শকুনিপুত্রকে যজ্ঞে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে হস্তিনাপুর্বে যাত্রা করলেন।

### ১১। অশ্বমেধ যজ্ঞ

মাঘ মাসের ম্বাদশী তিথিতে শৃভনক্ষত্রযোগে যদুধিষ্ঠিব তাঁর ভ্রাতাদের ডেকে এনে ভীমসেনকে বললেন, সংবাদ পেয়েছি অর্জুন শীঘ্র ফিরে আসবেন। তুমি যজ্ঞস্থান নিরূপণেব জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদেব পাঠাও। যদুধিষ্ঠিরেব আদেশ অনুসারে স্থান নিরূপিত হ'লে স্থপতিগণ শত শত প্রাসাদ গৃহ স্তম্ভ তোরণ ও পথ সমন্বিত যজ্ঞায়তন নির্মাণ কবলেন। আমন্ত্রিত নরপতিগণ বহু রত্ন স্ত্রী অশ্ব ও আয়ুধ নিয়ে উপস্থিত হলেন, তাঁদের শিবিরে সাগরগর্জনের ন্যায় কোলাহল হ'তে লাগল। যজ্ঞসভায় হেতুবাদী বাম্পী ব্রাহ্মণগণ পরস্পরকে পরাস্ত করবার জন্য

তৰ্ক করতে লাগলেন। আমন্ত্রিত রাজারা ইচ্ছানুসারে বিচরণ ক'রে যজ্ঞের আয়োজন দেখতে লাগলেন।<sup>\*</sup> স্থানে স্থানে স্বর্ণভূষিত য়পকাষ্ঠ, স্থলচব জলচর পার্কৃত ও আবণ্য বিবিধ পশু পক্ষী ও উদ্ভিদ, অম্বেব স্তূপ, দধি ও ঘূতের হৃদ প্রভৃতি দেখে তাঁরা বিস্মিত হলেন। এক এক লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের পর দন্দুভি ভ্রাজতে গাগল; প্রতিদিন এইরূপে বহুবীর দন্দুভিধ্বনি শোনা গেল।

কৃষ্ণ য়ধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, স্মারকাবাসী একজন দূত স্মারা অর্জুন আমাকে এই কথা বলে পাঠিয়েছেন।—কৃষ্ণ, তুমি রাজা য়ধিষ্ঠিরকে বলো যেন সমাগত রাজগণের সমুচিত সংকার হয়, এবং অর্ঘ্যদানকালে এমন কিছু না করা হয় যাতে রাজাদের বিশ্বেষের ফলে প্রজানাশ হ'তে পারে (১)। য়ধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণ, তোমার কথা শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি শুনেছি অর্জুন যেখানে গেছেন সেখানেই রাজাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছে। তিনি সর্বদাই দ্বৈতভোগ করেন, কিন্তু আমি তাঁর দেহে কোনও অনিষ্টসূচক লক্ষণ দেখি নি। কৃষ্ণ বললেন, মহাবাজ, পদ্ব্যসিংহ ধনঞ্জয়েব পিণ্ডিকা (পাষেব গর্দলি) অধিক স্থল; এই লক্ষণেব ফলে তাঁকে সর্বদা ভ্রমণ ক'বতে হয়, এ ভিন্ন তাঁব দেহে অশুভসূচক আব কিছু আমি দেখি না। য়ধিষ্ঠির বললেন, তোমার কথা ঠিক। দ্রৌপদী কৃষ্ণেব দিকে অসুয়াসূচক (২) বক্র দৃষ্টিপাত করলেন, কৃষ্ণও সন্মুখে তাঁব সখীর দিকে ফিবে চাইলেন। ভীমসেন প্রভৃতি সর্কৌতুকে অর্জুনেব ওই কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

পর্বদিন অর্জুন যজ্ঞাস্বসহ হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র য়ধিষ্ঠির প্রভৃতিকে অভিবাদন ক'রে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন কবলেন। এই সময়ে গণিপদবাজ বহুব্রাহ্মণও তাঁর মাতৃস্বয়ের সহিত উপস্থিত হলেন এবং গদ্ব্যজনকে বন্দনান্তর পর পিতামহী কুন্তীও উত্তম ভবনে গেলেন। চিত্রাঙ্গদা ও উলুপী বিনীতভাবে কুন্তী দ্রৌপদী সদ্ভদ্রা প্রভৃতির সহিত মিলিত হলেন। বহুব্রাহ্মণকে কৃষ্ণ দিব্যাস্বদ্রু স্বর্ণভূষিত মহামূল্য রথ উপহার দিলেন; য়ধিষ্ঠিরবাদিও তাঁকে বিপদ অর্থ দিলেন।

তৃতীয় দিবসে ব্যাসদেব য়ধিষ্ঠিরকে বললেন, যজ্ঞেব মনুহৃত উপস্থিত হয়েছে, আজ থেকে তুমি যজ্ঞ আরম্ভ কর। মহাবাজ, এই যজ্ঞে তুমি ব্রাহ্মণগণকে তিন গদ্ব্য দক্ষিণা দাও, তাতে তিন অশ্বমেধের ফল পাবে এবং জ্ঞাতিবধেব পাপ

(১) অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞের সময় বা ঘটেছিল তেমন যেন না হয়।

(২) বোধ হয় এর অর্থ — কৃষ্ণ কোপসূচক।

থেকে মৃত্ত হবে। অনন্তর বেদজ্ঞ যাজ্ঞকগণ যথাক্রিধ সকল কার্য করতে লাগলেন। বিষ্ণু ঋদিব পলাশ এই তিন প্রকার কাষ্ঠেব প্রত্যেকের ছয়, দেবদারুর দুই, এবং শ্লেষ্মাতক (১) কাষ্ঠের একটি যদুপ নির্মিত হ'ল। তা ছাড়া ধর্মবাজ্জের আদেশে ভীম সুবর্ণভূষিত বহু যদুপ শোভাব জন্য প্রস্তুত করালেন। চাবটি অগ্নিস্থান যদুপ আঠার হাত যজ্ঞবেদী ত্রিকোণ গবুড়াকাবে নির্মিত হ'ল। ঋত্বিগ্গণ নানা দেবতাব উদ্দেশে বহু পশু পক্ষী বৃষ ও জলচর আহবণ কবলেন। তিন শত পশুব সঙ্গে যজ্ঞীয় অশ্ব ও যদুপবন্ধ হ'ল।

অগ্নিতে অন্যান্য পশু যথাবিধি উৎসর্গের পব ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসাবে যজ্ঞীয় অশ্ব বধ ক'বে দ্রুপদনিন্দনীকে তাব নিকটে বসালেন। তাব পব তাঁবা অশ্বের বসা অগ্নিতে দিলেন, যদুধিষ্ঠির ও তাঁব ভ্রাতাবা সেই সর্বপাপনাশক বসার ধূম আশ্রাণ কবলেন। ষোল জন ঋত্বিক অশ্বের অঙ্গসকল অগ্নিতে আহুতি দিলেন। এইরূপে যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে শিষ্য ব্যাসদেব যদুধিষ্ঠিরের সংবর্ধনা কবলেন। যদুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে সহস্র কোটি নিম্বক এবং ব্যাসদেবকে বসুন্ধবা দক্ষিণা দিলেন। ব্যাস বললেন, মহাবাজ, ব্রাহ্মণবা ধনাথী, তুমি বসুন্ধরাব পবিবর্তে আমাকে ধন দাও। যদুধিষ্ঠির বললেন, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে পৃথিবী-দক্ষিণাই বিহিত, অর্জুন যা জয় কবেছেন সেই পৃথিবী আমি দান কবেছি, আপনাবা তা ভাগ ক'বে নিন। এই পৃথিবী এখন ব্রহ্মস্ব, আমি আব তা নিতে পারি না, আমি বনপ্রবেশ কবব।

দ্রোপদী ও ভীমাদি বললেন, মহাবাজ যথার্থ বলেছেন। তখন সভাস্থ সকলে বোমাণ্ডিত হলেন, অন্তবীক্ষ থেকে সাধু সাধু ধর্মান শোনা খেল, ব্রাহ্মণগণ হৃষ্ট হয়ে প্রশংসা কবতে লাগলেন। ব্যাসদেব পুনর্বীর বললেন, মহাবাজ, আমি তোমাকে পৃথিবী প্রত্যর্পণ কবাছি, তুমি তার পরিবর্তে সুবর্ণ দাও। কৃষ্ণ বললেন, ধর্মবাজ, আপনি ভগবান ব্যাসের আদেশ পালন করুন। তখন যদুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা ত্রিগুণ দক্ষিণাব কোটি কোটি গুণ দান কবলেন, ব্যাস তা চাব ভাগ ক'রে ঋত্বিকদেব মধ্যে বিতরণ কবলেন। যজ্ঞায়তনে যে সমস্ত স্বর্ণময় অলংকার তোবণ যদুপ ঘট স্থালী ইষ্টক প্রভৃতি ছিল, যদুধিষ্ঠিরের আদেশে ব্রাহ্মণগণ ভাগ ক'রে নিলেন। অবশিষ্ট দ্রব্য ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও শ্লেচ্ছগণকে দেওয়া হ'ল।

যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে ব্রাহ্মণবা প্রভূত ধন নিয়ে চ'লে গেলেন। ব্যাসদেব তাঁর অংশ কুন্তীকে দিলেন। যদুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সহিত যজ্ঞান্তসন্মান ক'বে



সমাগত বাজগণকে বহু রত্ন হস্তী অশ্ব স্ত্রী বস্ত্র ও সুবর্ণ উপহার দিলেন এবং বহুবাহনকেও বিপুল ধন দিলেন। রাজাবা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। দ্রুতশলার বালক পৌরকে যদ্যধিষ্ঠর সিংহদ্বাজ্যে অধিষ্ঠিত কবলেন। কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি নৃক্ষিবংশীয় বীবগণ যথোচিত সৎকাব লাভ ক'বে ধর্মরাজের আজ্ঞা নিয়ে দ্রুতকায প্রস্থান করলেন।

## ১২। শত্ৰুদাতা ব্রাহ্মণ — নকুলরূপী ধর্ম

বৈশম্পায়ন জনমেজযকে বললেন, মহারাজ, সেই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। মহাদানের ফলে যখন ধর্মরাজের যশ সর্ব দিকে ঘষিত হ'ল এবং আকাশ থেকে তাঁর উপর পদ্মবর্ণিত হ'তে লাগল তখন এক বহু নকুল যজ্ঞসভায় এল। তার চক্ষু নীল এবং পার্শ্বদেশ (১) স্বর্ণবর্ণ। সে ধৃষ্টভাবে বজ্রকণ্ঠে বললে, ওহে নবপতিগণ, কুরুক্ষেত্রবাসী এক উজ্জ্বলীকী বদান্য ব্রাহ্মণ যে শত্ৰুদান ক'রেছিলেন তার সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা হয় না। নকুলের এই কথা শুনে ব্রাহ্মণবা বললেন, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? কেন এই যজ্ঞের নিন্দা ক'বছ?

নকুল হাস্য ক'বে বললে, ম্বিজগণ, আমি মিথ্যা বলি নি, দর্প ক'রেও বলি নি। ধর্মক্ষেত্র কুব্ধক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণ কপোতের ন্যায় উজ্জ্বলিত (২) ম্বাবা জীবিকানির্বাহ ক'বতেন। একদা দাবুণ দুর্ভিক্ষের ফলে তাঁর স্ত্রীশ শূন্য হ'য়ে গেলে তিনি অতি কষ্টে কিঞ্চিৎ যব সংগ্রহ ক'রে তা থেকে শত্ৰু প্রস্তুত ক'বলেন। জপ আহিক ও হোমের পব ব্রাহ্মণ সপরিবারে ভোজনের উপক্ৰম ক'বছেন। এমন সময়ে এক ক্ষুধার্ত অতিথি ব্রাহ্মণ এসে আহাব চাইলেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অতিথিকে আদবে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দিয়ে নিজের শত্ৰু ভাগ নিবেদন ক'বলেন। অতিথি তা খেলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষুধানিবৃত্তি হ'ল না। তখন ব্রাহ্মণের পত্নী বললেন, তুমি একে আমার ভাগ দাও।

ব্রাহ্মণ তাঁর ক্ষুধার্ত শ্রান্ত শীর্ণ বৃদ্ধা পত্নীকে বললেন, তোমার ভাগ আমি নিতে পারি না; কীট-পতঙ্গ-মৃগাদিও নিজের স্ত্রীকে পোষণ করে। ধর্ম অর্থ কাম সংসারকার্য সেবা সন্তানপালন সবই ভার্যার সাহায্যে হয়। ভার্যাকে

(১) পরে আছে — মস্তক। (২) শান্তিপর্ব ২৪-পরিচ্ছেদ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পালন না করলে লোকে নরকে যায়। ব্রাহ্মণী শুনলেন না, নিজের শব্দ অতিথিকে দিলেন। অতিথি তা খেলেন, কিন্তু তথাপি তাঁর তৃপ্তি হ'ল না। তখন ব্রাহ্মণের পুত্র তাঁর অংশ দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, পুত্র, তোমার বয়স যদি সহস্র বৎসর হয় তথাপি তুমি আমার দৃষ্টিতে বালক, তোমার অংশ আমি অতিথিকে দিতে পারব না। ব্রাহ্মণপুত্র আপত্তি শুনলেন না, নিজ অংশ অতিথিকে দিলেন। তথাপি তাঁর ক্ষুধা দূর হ'ল না। তখন ব্রাহ্মণের সাধবী পুত্রবধূ নিজ অংশ দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, কল্যাণী, তোমাব দেহ শীর্ণ ও বিবর্ণ, তুমি ক্ষুধার্ত হয়ে আছ, তুমি অনাহারে থাকবে এ আমি কি করে দেখব? পুত্রবধূ শুনলেন না, অগত্যা ব্রাহ্মণ তাঁর অংশও অতিথিকে দিলেন।

তখন অতিথিবদূপী ধর্ম বললেন, ম্বিজশ্রেষ্ঠ, তোমাব শুম্ভ দান পেয়ে আমি প্রীত হয়েছি; ওই দেখ, আকাশ থেকে পদ্মপব্ধি হচ্ছে, দেব গন্ধর্ব ঋষি প্রভৃতি তোমার দান দেখে বিস্মিত হয়ে স্তব করছেন। ক্ষুধায় প্রজ্ঞা ধৈর্য ও ধর্মজ্ঞান নষ্ট হয়, কিন্তু তুমি ক্ষুধা দমন এবং স্ত্রীপুত্রাদিব স্নেহ অতিক্রম ক'বে নিজ কর্ম দ্বারা স্বর্গলোক জয় কবেছ। শব্দদান ক'বে তুমি যে ফল পেয়েছ বহু শত অশ্বমেধেও তা হয় না। দিব্য যান উপস্থিত হয়েছে, তুমি এতে আবোহণ ক'বে পল্লী পুত্র ও পুত্রবধূ সহিত ব্রহ্মলোকে যাও।

অতিথিবদূপী ধর্ম এইবদূপ বললে ব্রাহ্মণ সপরিবারে স্বর্গে গেলেন। তখন আমি গর্ত থেকে নির্গত হয়ে ভুলদৃষ্টিত হলাম। সিন্ধু শব্দকণার গন্ধে, দিব্য পদ্মের মর্দনে এবং সেই সাধু ব্রাহ্মণের দান ও তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক কাণ্ডনময় হ'ল। আমার অবশিষ্ট দেহও ওইবদূপ হবে এই আকাঙ্ক্ষায় আমি তপোবন ও যজ্ঞস্থলে সর্বদা ভ্রমণ করছি। আমি আশান্বিত হয়ে কুবেরাজেব এই যজ্ঞে এসেছি, কিন্তু আমার দেহ কাণ্ডনময় হ'ল না। এই কারণেই আমি হাস্য ক'বে বলেছিলাম যে সেই উজ্জীবী ব্রাহ্মণের শব্দদানের সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞেব তুলনা হয় না। নকুল এই কথা বলে চলে গেল। সে অদৃশ্য হ'লে ম্বিজগণ নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান কবলেন।

জনমেজয় বললেন, মহর্ষি, আমি মনে করি যজ্ঞের তুল্য পুণ্যফলদায়ক কিছই নেই; নকুল ইন্দ্রতুলা রাজা যদ্বির্ষিরের নিন্দা করলে কেন? বৈশম্পায়ন বললেন, একদা মহর্ষি জমদগ্নি শ্রাম্বের জন্ম হোমধেনু দোহন ক'রে একটি পবিত্র নূতন ভাণ্ডে দগ্ধ রেখেছিলেন। সেই সময়ে মহর্ষিকে পরীক্ষা করবার ইচ্ছায়

ধর্ম ক্রোধ রূপে সেই ভাণ্ডে প্রবেশ ক'বে দংশন নষ্ট কবলেন। জমদগ্নি ক্রোধ হলেন না দেখে ধর্ম ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত হয়ে বললেন, ভৃগুশ্রেষ্ঠ, আমি পরাজিত হয়েছি; ভৃগুবংশীয়গণ অত্যন্ত ক্রোধী এই অপবাদ মিথ্যা। আমি ভীত হয়েছি, আপনি প্রসন্ন হন। জমদগ্নি বললেন, ক্রোধ, তুমি আমার কাছে কোনও ক্ষমা চাও, ব'ল নি। আমি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে এই দংশন বেখেঁছিলাম, তুমি তাঁদের প্রসন্ন কর। তখন ক্রোধরূপী ধর্ম পিতৃগণের নিকটে গেলেন এবং তাঁদের শাপে নকুলের ব'প পেলেন। শ্রাপমুক্তির জন্য ধর্ম অনুনয় করলে পিতৃগণ বললেন, তুমি ধর্মের নিন্দা ক'ব, তা হ'লে শাপমুক্ত হবে। নকুল তপোবন ও যজ্ঞস্থানে গিয়ে ধর্মের নিন্দা ক'বতে লাগল। যদ্বিধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্ম স্বরূপ, সেজন্য তাঁর যজ্ঞের নিন্দা ক'রে নকুল পাপমুক্ত হয়েছিল।

# আশ্রমবাসিকপর্ব

## ॥ আশ্রমবাসপর্বাধ্যায় ॥

### ১। যদ্বিধিষ্ঠিরের উদারতা

যদ্বন্ধজয়েব পব পাণ্ডবগণ ছত্রিশ বৎসব রাজ্যপালন করিছিলেন। প্রথম পনর বৎসব তাঁরা ধৃতবাস্ত্যের সম্মতি নিয়ে সকল কার্য করতেন। বিদুব সঞ্জয় যদুৎসু ও কৃপাচার্য ধৃতবাস্ত্যের নিকটে থাকতেন, ব্যাসদেব সর্বদা বৃন্দ কুব্জবাজকে দেবতা ঋষি পিতৃগণ ও রাক্ষস প্রভৃতির কথা শোনাতেন। বিদুব ধর্ম ও ব্যবহাব (আইন) বিষয়ক কার্য দেখতে লাগলেন। তাঁর সুনীতিব ফলে সামন্ত বাজাদেব কাছ থেকে অল্প ব্যয়ে নানাবিধ অভীষ্ট কার্য আদায় হ'ত। তিনি কারারুদ্ধ বা বধশূড়প্রাপ্ত অপবাসীকে মুক্তি দিলে যদ্বিধিষ্ঠির কোনও আপত্তি করতেন না। কুলতী দ্রৌপদী সূভদ্রা উলুপী চিত্রাঙ্গদা, ধৃষ্টকেশু ব ভগিনী (১), জবাসন্ধের কন্যা (২) প্রভৃতি সর্বদা গান্ধারীর সেবা করতেন। ধর্মরাজ তাঁর ভ্রাতাদের সতর্ক করে দিইয়েছিলেন, পুত্রহীন ধৃতবাস্ত্য যেন কোনও দ্রুত না পান। সকলেই এই আজ্ঞা পালন করতেন, কিন্তু ধৃতবাস্ত্যের দুর্বৃদ্ধির ফলে পূর্বে যা ঘটেছিল ভীম তা ভুলতে পারলেন না।

যদ্বিধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা ও অমাত্যগণকে বললেন, বৃন্দ কুব্জবাজ আমাদের সকলেরই মাননীয়, যিনি তাঁর আজ্ঞা পালন করবেন তিনি আমার সূহৃৎ, যিনি করবেন না তিনি আমার শত্রু। ইনি আমাদের জন্যই পুত্রপৌত্রাদির শোকে কাতব হয়ে আছেন, অতএব এঁর সকল অভিলাষ পূর্ণ করা আমাদের কর্তব্য। মৃত আশ্বীয়াসূহৃৎগণের শ্রাদ্ধাদির জন্য এঁর যা আবশ্যক সবই যেন ইনি পান।

যদ্বিধিষ্ঠিরের আচরণে ধৃতবাস্ত্য অতিশয় তুষ্ট হলেন, গান্ধারীও পুত্রশোক ত্যাগ করে পাণ্ডবগণকে নিজপুত্রতুল্য মনে করতে লাগলেন। ধৃতবাস্ত্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে পাণ্ডবগণের মণ্ডলের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন ও হোম করাতে লাগলেন।

তিনি পাণ্ডুপুত্রদেব সেবায যে আনন্দ পেলেন তা পূর্বে নিজের পুত্রদের কাছে পান নি।

## ২। ভীমের আক্রোশ — ধৃতরাষ্ট্রের সংকল্প

এইবূপে পনের বৎসব কেটে গেল। ভীম অপ্রকাশ্যভাবে ধৃতরাষ্ট্রের অপ্রিয় কার্য করতেন এবং অনদৃচব ম্বারা তাঁব আঙা লঙ্ঘন কবাতেন। একদিন ভীম তাঁব বন্ধুদের কাছে তাল ঠুকে বললেন, আমার এই চন্দনচাঁচঁত পরিখতুল্য বাহুব প্রতাপেই মৃত দুর্ষোদনাদি পুত্র ও বান্ধব সহ নিহত হয়েছ। এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনতে পেয়ে ধৃতবাস্ত্র অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, বৃন্দ্বিমতী গান্ধারী কালধর্ম শ্রুত্ব নীরবে বইলেন। যদুধিষ্ঠির অর্জুন নকুল সহদেব কুন্তী ও দ্রৌপদী এ বিষয়ে কিছুই জানতে পাবেন নি। ধৃতবাস্ত্র বাস্পাকুলকণ্ঠে তাঁর স্নেহদৃশ্যকে বললেন, আমাব দুর্বৃন্দ্বিব ফলেই কুবকুল ক্ষয় পেয়েছে। পুত্রস্নেহেব বশে আমি ব্যাসদেব কৃষ্ণ ভীষ্ম দ্রোণ কুপ বিদুর সঞ্জয় ও গান্ধারীর উপদেশ শুনিন নি, পাণ্ডবগণকে তাদের পিতৃবাজ্য ফিরিয়ে দিই নি। এই অপবাহ সহস্র শল্যাব ন্যায় আমাব হৃদয়ে বিম্ব হয়ে আছে। এখন আমাব পাপের প্রাশ্চিন্তেব জন্য আমি দিনের চতুর্থ ভাগে বা অষ্টম ভাগে যত্নিগুণ আহাব করি, গান্ধারী ভিন্ন আর কেউ তা জানেন না। আমি ও গান্ধারী মৃগচর্ম পরে কুশশয্যায শ্রুত্ব নিত্য জপ করি। যদুধিষ্ঠির শুনলে অনদৃত্ত হবেন সেজন্য এ কথা আমি কাকেও জানাই নি।

তার পর ধৃতরাষ্ট্র যদুধিষ্ঠিবকে বললেন, বৎস, তোমাব আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়ে আমি সুখে আছি, দান ও প্রাম্বকর্মাদি ক'রে পুণ্যসমুখ ও কবেছি; পুত্রহীনা গান্ধারীও আমাকে দেখে ধৈর্যধারণ করেছেন। যে নৃশংসগণ দ্রৌপদীর অপমান ও তোমাদের ঐশ্বর্যহরণ করেছিল তারা ক্ষত্রধর্মানুসারে বৃন্দ্বিম হত হয়ে ম্বর্গে গেছে। এখন আমার ও গান্ধারীর পক্ষে যা শ্রেয় তাই আমার করা উচিত। তুমি ধর্মনিষ্ঠ সেজন্য তোমাকে বলছি, গান্ধারী ও আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও। বৃন্দ্বিম বয়সে পুত্রকে রাজ্য দিয়ে বনে বাস করাই আমাদের কুলোচিত ধর্ম। আমি গান্ধারীর সপ্নে বনবাসী হয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করব, চীরবল্কল ধারণ করে উপবাসী হয়ে তপস্যা করব। সেই তপস্যার ফল তুমিও পাবে, কারণ, রাজার অধিকারে শত্রুশত্রুত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যও তাব ফলভাগী হন।

যদুধিষ্ঠির বললেন, কুরুরাজ, আপনি দৃঃখভোগ করলে এই রাজ্য আমার

প্রীতিকর হবে না। আমাকে ধিক, আমি অতি দুর্বল রাজ্যাসক্ত ও প্রমাদগ্রস্ত। আপনি অসুখী হ'লে আমার রাজ্যভাগে কি প্রয়োজন? আপনি আমাদের পিতা ও পরম গুরু, আপনি চলে গেলে আমরা কোথায় থাকব? আপনার ঔরসপুত্র যযুৎসু বা আপনার মনোনীত অন্য কেউ এই বাজ্য গ্রহণ কবুন, আমিই বনে যাব। 'অথবা' আপনি স্বয়ং রাজ্যশাসন করুন, অশেষ দ্বাবা আমাকে দণ্ড করবেন না। আমি রাজা নই, আপনিই রাজা। দুর্যোধনাদির কার্যের জন্য আমার মনে কিছুমাত্র ক্রোধ নেই, দৈববশেই আমবা সকলে মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম। আমারও আপনার পুত্র, গান্ধারী ও কুন্তীকে সমান জ্ঞান করি। আমি নর্তাশিরে প্রার্থনা করছি, আপনি মনের দ্রুত দূর করুন।

• ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বৎস, আমি বনে গিয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার যথোচিত সেবা কবেছ, এখন বনগমনের অনুমতি দাও। ধৃতবাস্ত্র সহসা কম্পিতদেহে কৃতাজলিপুটে বললেন, বার্ষক্য ও অধিক কথা বলাব ফলে আমার মন অবসন্ন ও মূঢ় শব্দক হচ্ছে, আমি সজ্ঞ আব কৃপাচার্যকে বলছি, এ'রা আমার হয়ে ধর্মরাজকে অনুনয় কবুন। এই বলে ধৃতবাস্ত্র গান্ধারীর দেহে ভর দিয়ে সংজ্ঞাহীন হলেন। •

যুধিষ্ঠির বললেন, হায, যিনি শত সহস্র হস্তীর ন্যায় বলশালী, যিনি লৌহভীম চূর্ণ কবেছিলেন, তিনি এখন অচেতন হয়ে অবলা স্ত্রীকে অবলম্বন করলেন! এইরূপ বিলাপ ক'বে যুধিষ্ঠির জলার্দ্ৰ হস্ত দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মূখ ও বক্ষ মূর্ছিয়ে দিলেন। সংজ্ঞালাভ ক'রে ধৃতবাস্ত্র বললেন, বৎস, আমাকে আলিঙ্গন কর, তোমার স্পর্শে আমি পুনর্জীবিত হয়েছি। আজ আমি দিবসের অন্তিম ভাগে আহার করব এই স্থির কবেছিলাম, এখন তাব সময় হয়েছে; দুর্বলতাব ফলে আমার চেতনা লুপ্ত হয়েছিল। বার বার কথা বললে আমার ক্রান্তি হয়; তুমি আর কষ্ট দিও না, আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও।

যুধিষ্ঠির বললেন, কুরুরাজ, আপনাকে প্রীত কবার জন্য আমি রাজ্য বা জীবনও ত্যাগ করতে পারি। আপনি এখন আহার করুন, বনগমনের কথা পরে হবে।

### ৩। ধৃতরাষ্ট্রের প্রজ্ঞাসম্ভাষণ

ব্যাসদেব এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, কুরুনন্দন, ধৃতরাষ্ট্র যা বলছেন তাতে তুমি সম্মত হও, আর বিচারের প্রয়োজন নেই। ইনি বৃদ্ধ ও পুত্রশোকাতুর,

গান্ধারীও অতি কষ্টে ধৈর্য ধরে আছেন; এঁদের বনে যেতে দাও, যেন এখানে এঁদের মৃত্যু না হয়। অন্তকালে রাজাদের অরণ্যবাসই শ্রেয়। যদুশ্বে অথবা যুথার্বিধ অরণ্যে প্রাণত্যাগ করাই রাজর্ষিদের পবন ধর্ম। ধৃতবাস্ত্রের তপস্যা কববার সময় হয়েছে, তোমার উপর এখন এ-ব কিছুমাত্র ক্রোধ নেই।

ব্যাসদেব চলে গেলে যদুর্ধিষ্ঠিও বিনীত হয়ে ধৃতবাস্ত্রকে বললেন, আপনার যা অভিলাষ ব্যাসদেব তাতে সম্মতি দিচ্ছেন। কুব্জরাজ, আমি নতমস্তকে অনুদয় করছি, এখন আহাব কবুন, পবে অবগ্যাশ্রমে যাবেন। জুবাজীর্ণ গজপতিও ন্যায় ধৃতবাস্ত্র ধীরে ধীরে নিজ গৃহে গেলেন এবং আহাব পবে আহাব ববলেন। গান্ধারী কুন্তী ও বধুগণ তাঁর পবিচর্যা কবতে লাগলেন। ভোজনের পবে ধৃতবাস্ত্র যদুর্ধিষ্ঠিবের পিঠে হাত বেখে রাজ্যপালন সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিলেন, তাঁর পবে শ্রান্ত হয়ে গান্ধারীর গৃহে গেলেন।

ধৃতবাস্ত্রের অনুবোধে যদুর্ধিষ্ঠিও কুব্জরাজ্যের প্রজাগণকে ডেকে আনালেন। পদবাসী ও জনপদবাসী ব্রাহ্মণাদি এবং নানা দেশ হতে আগত নবপতিগণ সমবেত হলে ধৃতবাস্ত্র সকলকে সম্বোধন কবে বললেন, আপনারা বহুকাল কুব্জকুলের সঙ্গে একত্র বাস কবেছেন, আমরা পরম্পরের স্নহ ও হিতৈষী। ব্যাসদেব ও রাজা যদুর্ধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে আমি গান্ধারীর সঙ্গে বনে যেতে ইচ্ছা কবেছি, আপনারাও বিনা স্বেচছা আমাকে অনুমতি দিন। আমি মনে কবি, আমাদের সঙ্গে আপনারা যে প্রীতির সম্বন্ধ আছে, অন্য দেশের রাজাদের সঙ্গে সে প্রকাব নেই। গান্ধারী ও আমি পদব্রজবহে কাতব হয়ে আছি, বয়স এবং উপবাসের জন্য দুর্বলও হয়েছি। যদুর্ধিষ্ঠিরের রাজত্বে আমরা প্রচুর সুখভোগ করেছি। এখন এই পদব্রজবহে অন্ধ বৃদ্ধের বনগমন ভিন্ন আর কি গতি আছে? বংশগণ, শান্তনুর পবে ভীষ্মপরিপালিত বিচিত্রবীর্য এবং পাণ্ডু এই রাজ্য পালন করেছিলেন; তার পর আমিও আপনারা সেবা কবেছি। যদি আমার গুণটি হলে থাকে তবে আপনারা ক্ষমা করবেন। মন্দবৃদ্ধি দুর্যোধনও এই নিম্নগুণ রাজ্য ভোগ করেছে, কিন্তু আপনারা কাহে সে কোনও অপরাধ করে নি। তার দুনীতির ফলে এবং আমার দোষে অসংখ্য মহীপাল যদুশ্বে প্রাণ হারিয়েছেন। আমার কার্য ভাল বা মন্দ যাই হক, আমি কৃতজ্ঞ হলে বলছি — আপনারা তা মনে রাখবেন না। এই পদব্রজবহে শোকাভূত অন্ধ বৃদ্ধকে পদব্রজ কুব্জরাজ্যের বংশধর বলে ক্ষমা করবেন। আমি ও দুর্যোধন গান্ধারী আপনারা কাহে প্রার্থনা করছি —

আমাদের বনগমনের অনুমতি দিন। সম্পদে ও বিপদে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি আপনারা সমদৃষ্টি রাখবেন। লোকপাল তুল্য চার ভ্রাতা যার সচিব সেই ব্রহ্মার ন্যায় মহাতেজা যুধিষ্ঠির আপনাদের পালন করবেন। ন্যস্ত ধনের ন্যায় আমি যুধিষ্ঠিরকে আপনাদের হস্তে দিচ্ছি, আপনাদের সকলকেও যুধিষ্ঠিরের হস্তে দিচ্ছি। আপনারা কখনও আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হন নি, এখন আমি ও গান্ধারী কৃতাজলি হয়ে প্রার্থনা করছি — আমার অস্থিভরিতী লোভী স্বেচ্ছাচারী পুত্রদের অপরাধ ক্ষমা কবুন।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুন্নয় শ্রুত্রে নগরবাসী ও গ্রামবাসী প্রজাবৃন্দ বাস্পাকুলনয়নে পবনপরেব দিকে চাইতে লাগলেন এবং দৃঃখে অচেতনপ্রায় হলেন। পরিশেষে শাম্ব নামে ঐক বাস্মী ব্রাহ্মণ ধৃতবাস্ত্রকে বললেন, মহাবাজ, প্রজাদের প্রতিনিধিরূপে আমি আপনাকে বলছি — আপনাব কথা যথার্থ, আপনি ও আমবা পবনপরেব সূহৃৎ। আপনি ও আপনাব পূর্বপুৰুষগণ পিতা ও ভ্রাতাব ন্যায় আমাদের পালন কবেছেন, রাজা দুর্যোধনও আমাদের প্রতি কোনও দুর্যবহাব করেন নি। আমরা তাঁকে পিতাব ন্যায় বিশ্বাস কবে সূত্রে ছিলাম তা আপনি জানেন। এখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সহস্র বৎসর আমাদের পালন কবুন। আমবা অনুন্নয় কবছি, জ্ঞাতিবধের জন্য আব দুর্যোধনের দোষ দেবেন না। কুবকুলনাশেব জন্য আপনি দুর্যোধন কর্ণ বা শকুনি দারী নন, দৈবই এর কাবণ। মহাবাজ, আমবা অনুমতি দিচ্ছি, আপনি বনে গিয়ে পুণ্যকর্ম কবুন, আপনাব পুত্রগণও স্বর্গলোক লাভ কবুন, যুধিষ্ঠির হতে আপনি যে মানসিক দঃখ পেয়েছেন তা অপনত হ'ক। পুৰুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কাব।

ব্রাহ্মণেব কথা শ্রুত্রে সকলে সাধু সাধু বললেন, ধৃতরাষ্ট্রও প্রীত হলেন। প্রজারা অভিবাদন কবে ধীবে ধীরে চলে গেল, ধৃতবাস্ত্র গান্ধাবীব সঙ্গে নিজ ভবনে গেলেন।

### ৪। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বনযাত্রা

পরদিন প্রভাতকালে বিদুব যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন, মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্র স্থিব করেছেন যে আগামী কার্তিক-পূর্ণিমায় বনে যাবেন। ভীষ্ম দ্রোণ সৌমদন্ত বাহ্যক দুর্যোধনাদি জয়দ্রথ এবং মৃত সূহৃদগণের শ্রাংশের জন্য তিনি কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনা কবেছেন। যুধিষ্ঠির সানন্দে অর্থ দিতে স্বীকৃত হলেন,



অর্জুনও অনুমোদন করলেন, কিন্তু ক্রোধী ভীম সম্মতি দিলেন না। অর্জুন তাঁকে নম্রভাবে বললেন, আমাদের বৃদ্ধ পিতা (জ্যেষ্ঠতাত) বনে যাবার পূর্বে ভীষ্ম প্রভৃতিব শ্রাম্ধ কবতে চান; আপনার বাহুবলে যে ধন অর্জিত হয়েছে তারই কিঞ্চিৎ তিনি চাচ্ছেন। কালেব কি বিপর্যয় দেখুন, পূর্বে যার কাছে আমরা প্রার্থী হয়ে গেছি এখন অদৃষ্টবশে তিনিই আমাদের কাছে প্রার্থনা কবছেন। পদুমশ্রেষ্ঠ, আপনি আপত্তি কববেন না, তাঁকে অর্থ না দিলে আমাদের অধর্ম ও অপযশ হবে।

ভীমসেন সক্রোধে বললেন, ভীষ্মদ্রোণাদি এবং সুহৃদৃগণের শ্রাম্ধ আমরাই কবব, কর্ণের শ্রাম্ধ কুন্তী করবেন। শ্রাম্ধের জন্য ধৃতবাস্তুরকে অর্থ দেওয়া উচিত নয়, তাঁর কুলাঙ্গার পদুগণ পবলোকে কষ্টভোগ কবুক। অর্জুন, পূর্বেই কথা কি তুমি ভুলে গেছ? আমাদের বনবাসকালে তোমার এই জ্যেষ্ঠতাতের ক্ষেত্র কোথায় ছিল? দ্রোণ ভীষ্ম ও সোমদত্ত তখন কি কবেছিলেন? দ্যুতসভাষ এই দূর্বৃদ্ধি ধৃতবাস্তুই বিদুরকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন — আমবা কোন বস্তু জিতলাম? এসব কি তোমার মনে নেই?

যদুর্ধিস্তব ভীমকে বললেন, তুমি ক্ষান্ত হও। তাব পব তিনি বিদুরকে বললেন, আপনি কুরুরাজকে জানান যে তাঁর প্রযোজনীয় অর্থ আমি নিজের কোষ থেকে দেব, তাতে ভীম অসন্তুষ্ট হবেন না। বনবাসকালে ভীম অনেক কষ্ট ভোগ কবেছেন, তাঁর ককর্শ আচরণে কুরুরাজ যেন রুষ্ট না হন। আমরা ও অর্জুনের সমস্ত ধনের তিনিই প্রভু।

বিদুরের মুখে যদুর্ধিস্তবের বাক্য শ্রুনে ধৃতবাস্তু প্রীত হলেন এবং আশ্বায় ও বাম্ধবগণের শ্রাম্ধ ক'বে ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধন দান করলেন। তাব পব তিনি কার্তিক-পূর্ণিমায যজ্ঞ ক'রে অগ্নিহোত্র সম্মুখে বেখে বনযাত্রা করলেন। যদুর্ধিস্তব শোকে অভিভূত হয়ে ভূপতিত হলেন, অর্জুন তাঁকে সান্থনা দিতে লাগলেন। পান্ডবগণ বিদুর সঞ্জয় যদুৎসঙ্গ কৃপাচার্য ও ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সজলনয়নে কুরুরাজের অনুগমন কবলেন। বম্ধনেত্রী গান্ধারী কুন্তীব স্কন্ধে এবং অম্ববাজ ধৃতবাস্তু গান্ধাবীর স্কন্ধে দ্বই হস্ত বেখে চলতে লাগলেন। দ্রৌপদী সুভদ্রা উত্তরা উলুপী চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতিও সরোদনে অনুগমন করলেন। পান্ডবদেব বনগমনকালে হস্তিনাপুরের প্রজারা যেমন দর্শিত হয়েছিল, ধৃতরাষ্ট্রের যাত্রাকালেও সেইরূপ হ'ল। বিদুর ও সঞ্জয় সংকল্প করলেন যে তাঁরাও বনবাসী হবেন। কিছুদূর যাবার পব ধৃতরাষ্ট্র যদুর্ধিস্তরাদিকে ফিরে যেতে বললেন। গান্ধারীকে দৃঢ়ভাবে ধরে কুন্তী বললেন, আমি বনে বাস করব, তপস্বিনী গান্ধারীর ও কুরুরাজের পদসেবা করব। যদুর্ধিস্তর, তুমি

সহদেবের উপর কখনও অপ্রসন্ন হয়ো না, সে তোমার ও আমার অনুরক্ত। কর্ণকে সর্বদা স্মরণ ক'রো, তাঁর উদ্দেশ্যে দান ক'রো, সর্বদা সকলে দ্রোপদীব প্রিয়সাধন ক'রো। কুরুকুলের ভার তোমাব উপরেই পড়েছে।

‘ঋধিষ্ঠির কাতর হয়ে কুন্তীকে নিবৃত্ত কববার চেষ্টা করলেন। ভীম বললেন, আমাদের ত্যাগ ক'রে বনে যাওয়াই যদি আপনাব ইচ্ছা ছিল তবে আমাদের দিয়ে লোকক্ষয় করালেন কেন? কুন্তী পদ্মদেব অনুনয় শুনলেন না, অশ্রুবোধ ক'রে বললেন, তোমরা পাণ্ডুব পদ্ম এবং দেবতুল্য পবাক্রমশালী; জ্ঞাতিব হস্তে নির্জিত হয়ে যাতে তোমাদের দ্বঃখভোগ কবতে না হয় সেজন্যই আমি তোমাদের যুদ্ধে উৎসাহিত কবেছিলাম, তোমাদের তেজোবৃষ্টির নিমিত্ত বাসুদেবের নিকট বিদুলার উপাখ্যান বর্ণোচ্ছিন্ন। স্বামীব রাজত্বকালে আমি বহু সূত্র ভোগ করেছি, এখন পদ্মের নির্জিত বাজ্য ভোগ কবতে চাই না। আমার পতি যেখানে আছেন সেই পদ্ম্যলোকে আমি যেতে ইচ্ছা কবি; ধৃতবাস্ত্র ও গান্ধারীব সেবা এবং তপস্যা ক'বে শরীব শৃঙ্খল করব। কুব্জশ্রেষ্ঠ, ভীমসেন প্রভৃতির সহিত গৃহে ফিরে যাও, তোমাব ধর্মে মতি থাকুক, মন মহৎ হ'ক।

ধৃতবাস্ত্র বললেন, যদ্বিচ্ছিব জননী ফিরে যান, পদ্ম ও ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে ইনি কেন দুর্গম বনে যাবে? ন রাজ্যে থেকেই ইনি দান ব্রত ও তপস্যা করুন। গান্ধারী, তুমি এ'কে নিবৃত্ত হ'তে বল। ধর্মপবায়ণা সতী কুন্তী বনগমনেব সংকল্প ত্যাগ কবলেন না; তখন দ্রোপদী প্রভৃতি বধুগণ সবোদনে পাণ্ডবদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

#### ৫। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে নারদাদি

বহু দূর গিয়ে ধৃতবাস্ত্র ভাগীবথীতীবে উপস্থিত হলেন। সন্ধ্যাকালে সূর্যেব আবাধনার পব বিদূর ও সঞ্জয় কুশশয্যা প্রস্তুত ক'বে দিলেন; ধৃতরাষ্ট্র এক শয্যা এবং কুন্তীর সহিত গান্ধারী অন্য শয্যা বারিষাপন করলেন। প্রাতঃকালে যথাবিধি আহ্নিক ও হোমেব পর তাঁরা উত্তর দিকে যাত্রা কবলেন এবং কুব্জক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে রাজর্ষি শতযুগকে দেখতে পেলেন। ইনি কেকয় দেশের রাজা ছিলেন, বৃন্দাবনস্থায় জ্যেষ্ঠপুত্রকে বাজ্য দিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসের আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা নিলেন এবং জটা অঞ্জিন ও বস্কল ধারণ ক'রে শতযুগের আশ্রমে বিদূর সঞ্জয় গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন।

একদিন নারদ পর্বত ব্যাস প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রকে দেখতে এলেন। কথাপ্রসঙ্গে নারদ বললেন, শতযুগের পিতামহ সহস্রাচিত্য তপস্যাব ফলে ইন্দ্রলোক লাভ করেছেন। আরও অনেক রাজা এই বনে তপসিসম্ব হয় স্বর্গে গেছেন। ধৃতবাষ্ট্র, আপনিও ব্যাসের অনুগ্রহে গান্ধারীর সহিত উত্তম গতি লাভ করবেন। রাজা পাণ্ডু ইন্দ্রলোকে বাস ক'বে নিত্য আপনাকে স্মরণ কবেন, আমবা দিব্যানেষ্টে দেখছি, সংকল্পের ফলে কুন্তীও তাঁর কাছে যাবেন। বিদূর যদুধিষ্ঠিরে প্রবেশ কববেন, সঞ্জয় স্বর্গে যাবেন।

রাজর্ষি শতযুগ বললেন, দেবর্ষি, ধৃতরাষ্ট্র কোন্ লোকে যাবেন তা তো আপনি বললেন না। নাবদ বললেন, আমি ইন্দ্রের কাছে শুনছি বাজা ধৃতবাষ্ট্র আব তিন বৎসব জীবিত থাকবেন, তাব পব গান্ধারীর সহিত দিব্য বিমানে কুবেরভবনে গিয়ে ইচ্ছানুসারে দেব গন্ধর্ব ও বাক্ষসলোকে বিচরণ কববেন। ধৃতবাষ্ট্রকে এইরূপে আশ্বাসিত ক'বে নাবদাদি প্রস্থান কবলেন।

### ৬। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে যদুধিষ্ঠিরাদি

ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি বনে গেলে পদবাসিগণ শোকার্ত হয়ে বলতে লাগলেন, পদগ্রহীণ বৃদ্ধ কুবুর্বাজ এবং মহাভাগা গান্ধারী ও কুন্তী নির্জন বনে কি ক'রে বাস কবছেন? পদগ্রগণ ও বাজহ্রী ত্যাগ ক'বে কুন্তী কেন দৃশ্যকর তপস্যা কবতে গেলেন?

কুন্তীর বিবাহে পাণ্ডবগণ কাতব হয়ে কালযাপন কবতে লাগলেন, কোনও বিষয়ে তাঁরা মন দিতে পাবলেন না। কয়েক দিন পরে তাঁরা স্থির কবলেন যে বনে গিয়ে সকলকে দেখে আসবেন, দ্রৌপদীও গমনের জন্য উৎসুক হলেন। যদুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় রথ হস্তী অশ্ব ও সৈন্য সজ্জিত হ'ল, বহু পদবাসী তাঁর সঙ্গে যাব'ব জন্য প্রস্তুত হ'ল। পাঁচ দিন নগরের বহির্ভাগে বাস ক'রে ষষ্ঠ দিনে যদুধিষ্ঠির সদলে যাত্রা করলেন। কৃপাচার্য সৈন্যদলের নেতা হয়ে চললেন, যদুধিষ্ঠির ও অর্জুন বগে, ভীম হস্তীতে, নকুল-সহদেব অশ্বে, এবং দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীগণ শিবিকায় যাত্রা কবলেন। নগর- ও গ্রামবাসী প্রজাগণ বিবিধ যানে যদুধিষ্ঠিরের অনুগমন করলেন। যদুযুৎসু ও ধৌম্য পদবক্ষাব জন্য হস্তিনাপুরে বইলেন।

পাণ্ডবগণ যমুনা পার হয়ে কুবুর্ক্ষেত্রে এসে শতযুগ ও ধৃতবাষ্ট্রের আশ্রম দেখতে গেলেন এবং যান থেকে নেমে বিনীতভাবে পদগ্রজে আশ্রমে প্রবেশ কবলেন। যদুধিষ্ঠির সজলনয়নে তাপসগণকে জিজ্ঞাসা কবলেন, আমাদের জ্যেষ্ঠতাত কুবুর্বংশ-পতি কোথায়? তাঁরা বললেন, মহারাজ, তিনি পদ্প ও জল আনতে এবং যমুনায়

স্নান করতে গেছেন। পাণ্ডবগণ সত্বর যমুনার দিকে চললেন এবং কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে কুন্তী আগে আগে আসছেন। সহদেব উচ্চস্বরে বোদন করে কুন্তীর পায়ে পড়লেন। তাব পব পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রাদিকে প্রণাম করে তাঁদের জলপূর্ণ কলস বয়ে নিয়ে আগ্রমের দিকে চললেন।

নানা স্থান থেকে তাপসগণ পণ্ডপাণ্ডব ও দ্রৌপদী প্রভৃতিকে দেখতে এলেন। সঞ্জয় এইপ্রকারে তাঁদের পবিচয় দিলেন।—যাঁব দেহ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় গৌবর্ণ, মহাসিংহের নক্স সবল, যাঁব নাসিকা উন্নত এবং চক্ষু দীর্ঘ ও তালবর্ণ, ইন্দ্রি কুব্জাজ যদুর্ধ্বিষ্ঠ। এই মন্তগজেন্দ্রগামী তপ্তকাণ্ডনবর্ণ দীর্ঘবাহু স্থূলক্ষ্ম পদুবধ বৃকোদর। এব শাস্বে ধৈ মহাধনুর্ধব শ্যামবর্ণ আয়তলোচন হস্তিত্যুথপতিতুল্য যদুবা রয়েছে, ইন্দ্রি অর্জুন। কুন্তীর নিকটে বিষ্ণু ও মহেন্দ্রের ন্যায় অনুপম বৃপবান ও নবলবান যে দুইজন বয়েছেন, এঁবা নকুল-সহদেব। এই নীলোৎপলবর্ণা মধ্যবয়স্কা পদ্মপলাশাক্ষী মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় নাবী কৃষ্ণ। এঁব পার্শ্বে যে কনকবর্ণা চন্দ্রপ্রভার ন্যায় রূপবতী রমণী রয়েছে ইনি চক্ৰপাণি কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা; এই সুবর্ণগৌবাঙ্গী নাগকন্যা উল্লুপী, এবং আদ্র মধুক পদ্মের ন্যায় যাঁব কান্তি। ইনি বাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা; এঁবা অর্জুনের ভার্য। যিনি কৃষ্ণের সাহিত স্পর্ধা কবতেন সেই রাজসেনাপতি শলোব ভগিনী এই নীলোৎপলবর্ণা রমণী ভীমসেনের পত্নী (কালী)। এই চম্পকগৌবী জবাসন্ধকন্যা সহদেবের পত্নী। এঁব নিকটে যে ইন্দীববশ্যামবর্ণা রমণী ভূমিতে বসে আছেন, ইনি নকুলের পত্নী (ধৃষ্টকেশুর ভগিনী কপেদুমতী)। এই প্রতপ্তকাণ্ডনবর্ণা সুন্দবী যিনি পদ্রুকে কোলে নিয়ে আছেন, ইনি বিবটকন্যা উত্তবা; দ্রোগ প্রভৃতি এঁর পতি অভিমন্ডকে বথহীন অবস্থায় বধ করেছিলেন। এই এক শত নাবী, যাঁবা উত্তবীষ ধাবণ করে আছেন, যাঁদের সীমন্তে অলংকার নেই, এঁবা ধৃতরাষ্ট্রের অনাথা পদ্রবধু।

### ৭। বিদুরের তিরোধান

তাপসগণ চলে গেলে ধৃতবাস্ত্র যদুর্ধ্বিষ্ঠরাদির কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পব যদুর্ধ্বিষ্ঠব বললেন, মহারাজ, বিদুর কোথায়? তাঁকে তো দেখছি না। সঞ্জয় তপস্যায় নিরত থেকে কুণালে আছেন তো? ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পদ্র, বিদুর কেবল বায়ু ভক্ষণ করে ঘোর তপস্যা করছেন, তাঁর শীর্ণ দেহ শিরায়

আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। এই বনের নিজৰ্ন প্রবেশে ব্রাহ্মণবা কখনও কখনও তাঁকে দেখতে পান।

এই সময়ে যদীর্ঘিষ্ঠব দূর থেকে শীর্ণদেহ দিগম্বর বিদূরকে দেখতে পেলেন, তাঁর মস্তকে জটা, মূখে বীটা (১), দেহ মলিনসিত ও ধূলিধূসর। বিদূর তাঁর পশ্চাতে যেতে যেতে বললেন, ভো ভো বিদূর, আমি আপনার প্রিয় যদীর্ঘিষ্ঠব, আপনাকে দেখতে এসেছি। বিদূর এক ধৃক্ষে ঠেস দিলে অনিমেষনয়নে যদীর্ঘিষ্ঠবকে দেখতে লাগলেন, এবং তাঁর দৃষ্টিতে নিজের দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গ্রামে ইন্দ্রিয়সকল সংযোজিত ক'বে যোগবলে যদীর্ঘিষ্ঠবের দেহে প্রবিষ্ট হলেন। যদীর্ঘিষ্ঠবের বোধ হ'ল তাঁর বল পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদূরবের বক্ষাগ্রিত স্তম্বলোচন প্রাঙ্গহীন দেহ দেখে তিনি ব্যাসের বাক্য (২) স্মরণ কবলেন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ইচ্ছা কবলেন। এমন সময়ে তিনি দৈববাণী শুনলেন—বাজা, বিদূরবের দেহ দম্ব ক'রো না, এ'ব কলেবর যেখানে আছে সেখানেই থাকুক, ইনি যতিধর্ম প্রাপ্ত হয়ে সাম্তানিক লোক লাভ করেছেন, এ'ব জন্য শোক ক'বো না। তখন যদীর্ঘিষ্ঠব আশ্রমে ফিরে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালেন, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

পৰ্বদিন প্রভাতকালে ব্যাসদেব শতযুগ প্রতীতি সঙ্গো আশ্রমে উপস্থিত হলেন। কুশলপ্রশ্নের পর ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, কুব্জবাজ, তুমি বিদূরবের পরিণাম শুনো। ধর্মই মাণ্ডব্যের শাপে বিদূর রূপে জন্মেছিলেন (৩)। ব্রহ্মার আদেশে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে তোমার এই ভ্রাতাকে আমি উৎপাদন করেছিলাম। এই তপস্বী সত্যনিষ্ঠা ইন্দ্রিয়দমন শমগুণ অহিংসা ও দানের ফলে বিখ্যাত হয়েছেন। যদীর্ঘিষ্ঠবও ধর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, যিনি ধর্ম তিনিই বিদূর, যিনি বিদূর তিনিই যদীর্ঘিষ্ঠব। এই পাণ্ডুপুত্র যদীর্ঘিষ্ঠব, যিনি তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে আছেন, এ'ব শরীরেই বিদূর যোগবলে প্রবিষ্ট হয়েছেন। পুত্র, আমি তোমার সংশয় ছেদনের জন্যই এখানে এসেছি। তোমার যদি কিছু প্রার্থনা থাকে, যদি কিছু দেখতে বা জানতে চাও, তো আমাকে ব'লো, আমি তোমার অভীষ্ট পূরণ কবব।

(১) পূর্বের আকার কাস্তখণ্ড, গুলিডাণ্ডা খেলাব গুলির ভূলা। বাক্য ও আহার বজ্রনেব চিহ্ন।

(২) বিদূর ও যদীর্ঘিষ্ঠব দুজনেই ধর্মের অংশ।

(৩) আদিপর্ব ১৮-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

## ॥ পদ্মদর্শনপর্বাদ্যায় ॥

### ৮। মৃত যোদ্ধাগণের সমাগম

পান্ডবগণ ধৃতবাস্ত্যের আশ্রমে সুখে বাস করতে লাগলেন। এক মাস পরে ব্যাসদেব পদনব্বার এলেন, সেই সময়ে মহর্ষি নাবদ পর্বত ও দেবল, এবং গন্ধর্ব বিশ্বাবসু, তুম্বাবু ও চিত্রসেনও উপস্থিত হলেন। নানাপ্রকার ধর্মকথার পব ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, রাজেন্দ্র, তোমাব মনোভাব আমি জানি, তুমি এবং গান্ধারী কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রভৃতি পদ্মবিয়োগেব তীর শোক ভোগ কবছ। তোমাব কি কামনা বল, তপস্যুর প্রভাবে আমি তা পূর্ণ করব।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আপনাব ও এই সাধুগণেব সমাগমে আমি ধন্য হয়েছি, আমার জীবন সফল হয়েছে। আমাব আব পরলোকের ভয় নেই, কিন্তু যার দুনীতিব ফলে পান্ডবগণ নির্যাত্ত এবং বহু নবপতি বিনাশিত হয়েছেন সেই দুর্যোধন হতভাগ্য দুর্যোধনের জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। পিতা, আমি শান্তি পাচ্ছি না। গান্ধারী কৃতাজলিপটে তাঁব শব্দব ব্যাসকে বললেন, মর্দনপুংগব, ষোড়শ বৎসব গত হয়েছে তথাপি কুব্জবাজের পদ্মদ্রোক শান্ত হচ্ছে না। আপনি তপোবলে নানা লোক সৃষ্টি করতে পারেন, আমাদের, পরলোকগত পদ্মগণকে কি দেখাতে পাবেন না? আমাদের এই প্রথম পদ্মবধু দ্রৌপদী, কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা, ভূরিপ্রবার এই ভার্য্য, আপনাব যে শত পৌত্র যুদ্ধে নিহত হয়েছে তাদের পত্নীগণ—এঁদের শোকেব জন্য অন্ধরাজ ও আমার শোক বাব বাব বর্ধিত হচ্ছে। এমন উপায় করুন যাতে ঝামরা এবং আপনাব এই পদ্মবধু কুন্তী শোকশূন্য হ'তে পারিব।

গান্ধারী এইব্দ বললে কুন্তী তাঁব প্রচ্ছন্নজাত পদ্ম কর্ণকে স্মরণ কবলেন। তাঁব ভাবান্তব দেখে ব্যাস বললেন, তোমাব মনে যা আছে তা বল। কুন্তী লজ্জিতভাবে বললেন, ভগবান, আপনি আমার শব্দব, দেবতার দেবতা: আমি সত্য কথা বলছি শুনুন। তার পব কুন্তী কর্ণের জন্মবন্তান্ত বিবৃত করে বললেন, আমি মৃততাব বশে সজ্ঞানে সেই পদ্মকে উপেক্ষা কবেছি। তার ফলে আমাব হৃদয় দশ হচ্ছে। আমার কর্ম পাপজনক বা পাপশূন্য যাই হ'ক আপনাকে জানালাম। সেই পদ্মকে আমি দেখতে ইচ্ছা করি; মর্দনশ্রেষ্ঠ, আমার হৃদয়েব কামনা আজ পূর্ণ করুন।

ব্যাস বললেন, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তোমার অপরাধ হয় নি; দেবতার ঐশ্বর্যবান, তাঁরা সংকল্প বাক্য দৃষ্টি স্পর্শ বা সংগম—এই পাঁচ প্রকারে পদ্ম

উৎপাদন করতে পারেন। তোমার মনস্তাপ দূর্বহক। যারা বলশালী তাঁদের পক্ষে সমস্তই হিতকর পবিত্র ধর্মসংগত ও স্বকীয়। তোমরা সকলেই সন্দেহাত্মকতার ন্যায় নিজ নিজ প্রিয়জনকে দেখতে পাবে। সেই বীৰগণ ক্ষত্রধর্ম অনুসারে নিহত হয়েছেন, তাঁরা দেবকার্য সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গন্ধর্বরাজ ধৃতবাস্ত্রই কৃষ্ণবাজ রূপে জন্মেছেন। পাণ্ডু মরুদগণ হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। বিদূর ও যদুধিষ্ঠির ধর্মের অংশে জন্মেছেন। দুর্যোধন কর্ণ, শকুনি ম্বাপব, দ্রুপদশাসনাদি বাঙ্কস, ভীমসেন বায়ু, অর্জুন নব-ঋষি, কৃষ্ণ নাবায়ণ, নকুল-সহদেব অশ্বিনীকুমারম্বয়, অভিমন্যু চন্দ্র, কর্ণ সূর্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি, শিখণ্ডী বাঙ্কস, দ্রোণ বৃহস্পতি, অশ্বথামা বৃদ্ধ, এবং ভীষ্ম বসু হতে উৎপন্ন। দেবগণই মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে এসে নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করে স্বর্গে ফিরে গেছেন। তোমরা সকলে ভাগবীর্থ্যতীবে চল, নিহত আত্মীয়গণকে সেখানে দেখতে পাবে।

ব্যাস এইরূপ বললে সমাগত জনগণ সিংহনাদ করে গঙ্গার অভিমুখে যাত্রা কবলেন। ধৃতরাষ্ট্র, পণ্ডপান্ডব, অমাত্যগণ, নাবীগণ, ঋষি ও গন্ধর্বগণ, অনুচরবর্গ, সকলেই গঙ্গাতীরে এসে অধীবভাবে রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগলেন। সাধারণকাল উপস্থিত হলে তাঁরা পবিত্রভাবে একাগ্রমনে গঙ্গাতীরে উপবেশন করলেন। অনন্তব মহাতেজা ব্যাসদেব ভাগীরথীর পদ্যাজলে অবগাহন করে মৃত কৌবব ও পান্ডব যোদ্ধা ও নবপতিগণকে আহ্বান কবলেন। তখন জলমধ্যে কুরুপান্ডবসেনার তুমুল নিনাদ উঠল। ভীষ্ম দ্রোণ, পুরুষহ বিবাত ও দ্রুপদ, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পণ্ডপুরুষ, ঘটোৎকচ, কর্ণ, দুর্যোধন দ্রুপদ, শকুনি, জবাসন্ধপুরুষ সহদেব, ভগদত্ত ভূবিশ্রবা শল্য বৃষসেন, দুর্যোধনপুরুষ লক্ষ্মণ, সানজ ধৃষ্টকেতু, বাহুবীক সোমদত্ত চৌকিতান প্রভৃতি বীৰগণ দিব্য দেহ ধারণ করে গঙ্গাগর্ভ থেকে সৈন্যে উত্থিত হলেন। জীবদ্দশায় যার যেপ্রকার বেশ ধ্বজ ও বাহন ছিল এখনও সেইপ্রকার দেখা গেল। অস্ত্রা ও গন্ধর্বগণ স্তবগান কবতে লাগলেন। ব্যাসদেব ধৃতবাস্ত্রকে দিব্য চক্ষু দান কবলেন। সকলে রোমাঞ্চিত হয়ে চিত্রপটে অঙ্কিতের ন্যায় এই আশ্চর্য উৎসব দেখতে লাগলেন।

কুব্জ ও পান্ডব পক্ষের বীৰগণ ক্রোধ ও ম্বেষ ত্যাগ করে নিঃপাপ হয়ে একত্র সমাগত হলেন। পুরুষ পিতামাতা সহিত, ভাৰ্য্যা পতিব সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতাব সহিত এবং মিত্র মিত্রব সহিত সহর্ষে মিলিত হলেন। পান্ডবগণ কর্ণ অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পণ্ড পুরুষের কাছে এলেন। মদনবব ব্যাসের প্রসাদে সকলে আত্মীয় ও বান্ধবের সহিত মিলিত হয়ে সেই রাত্রিতে স্বর্গবাসের সুখ অনুভব কবলেন, তাঁদের শোক ভয় দঃখ অবশ্য কিছুই রইল না। তাঁরা নিজ নিজ পত্নীর সহিত এক বার্তা স্নেহে যাপন করলেন।

রাত্রি প্রভাত হ'লে ব্যাসদেব সেই মৃতোখিত যোদ্ধৃগণকে প্রস্থানেন অনন্মতি দিলেন। ক্ষণমধ্যে তাঁবা বথ ও ধ্বজ সহ গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ ক'রে নিজ নিজ লোকে ফিরে গেলেন। পতিহীনা ক্ষত্রিয় নাবীগণকে ব্যাস বললেন, যাঁরা পতিলোকে যেতে চান তাঁবা শীঘ্র জাহবীর জলে অবগাহন করুন। তখন সাধবী ববাঙ্গনাগণ ধৃতবাস্ত্রের অনন্মতি নিয়ে জলে প্রবেশ কবলেন এবং দেহ ত্যাগ ক'রে পতিব সহিত মিলিত হলেন।

যিনি এই প্রিয়সমাগমেব বিববণ শোনেন তিনি ইহলোকে ও পরলোকে প্রিয় বিষম লাভ কবেন। যিনি অপবকে শোনান তিনি ইহলোকে বশ এবং পবলোকে শৃভ-গতি লাভ কবেন। যে বেদজ্ঞ সাধু মানব শৃচিভাবে শ্রম্ধাসহকারে এই আশ্চর্য পর্ব শোনেন তিনি পবমগতি প্রাপ্ত হন।

### ৯। জনমেজয়ের যজ্ঞে পরীক্ষণ — পান্ডবগণের প্রস্থান

জনমেজয় তাঁব পূর্বপদুষদের এই পদনরাগমনেব বিববণ শূনে বললেন, যাঁবা দেহ ত্যাগ করেছেন তাঁদেব দর্শনলাভ কি ক'বে সম্ভবপর হ'ল? ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন উত্তর দিলেন, মহাবাজ, মানুষের কর্ম থেকেই শবীর উৎপন্ন হয়। শরীরেব উপাদান মহাভূতসমূহ, ভূতাধিপতি মহেশ্ববেব অধিষ্ঠানেব ফলে দেহ নষ্ট হ'লেও মহাভূত নষ্ট হ'র না, জীবাত্মা মহাভূতকে ত্যাগ কবেন না, মহাভূত আশ্রয় ক'রে তিনি পূর্বরূপে প্রকাশিত হ'তে পাবেন।

তাব পর বৈশম্পায়ন বললেন, জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র পূর্বে তাঁর পুত্রদেব কখনও দেখেন নি, ব্যাসদেবেব প্রসাদেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। জনমেজয় বললেন, ববদাতা ব্যাসদেব যদি আমাব পিতাকে দেখান তবে আপনাব বাক্যে আমাব শ্রম্ধা হ'বে, আমি প্রীত ও কৃতার্থ হ'ব। ব্যাসেব প্রসাদে আমাব অভিলাষ পূর্ণ হ'ক। জনমেজয় এইবূপ বললে ব্যাসেব তপস্যাব প্রভাবে পরীক্ষণ তাঁব পূর্বেব বযসে ও রূপে অমাত্যাগণ সহ আবিভূত হলেন, তাঁব সঙ্গে মহাত্মা শমীক (১) ও শৃঙ্গীও এলেন।

জনমেজয় অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং যজ্ঞসমাপন ও যজ্ঞান্তস্নানেব পব জবৎকাবদুপদ্র আস্তীককে বললেন, আমাব এই যজ্ঞ অতি আশ্চর্য; আমি পিতার



দৰ্শন পেয়েছি, তাঁৰ আগমনে আমার শোক দূৰ হয়েছ। আস্তীক বললেন, মহারাজ, যাঁৰ যজ্ঞে মহর্ষি ঐশ্ব্যায়ন উপস্থিত থাকেন তিনি ইহলোক ও পবলোক জয় করেছেন। পাণ্ডুর বংশধর, তুমি বিচিত্র আখ্যান শুনেছ, পিতাকে দেখেছ, সৰ্পসকল ভক্ষ্যসাৎ হয়েছে, তোমার সত্যবাক্যে ফলে তক্ষকও মৃত্তিলাভ কবেছেন। তুমি ঋষিদের পূজা করেছ, সাধুজনের সহিত মিলিত হয়েছ, এবং পাপনাশক মহাভাবত শুনেছ, এৰু ফলে তোমার বিপদে ধৰ্ম লাভ হয়েছে।

বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন।—সকলে গঙ্গাতীরে হাতে আশ্রমে ফিবে এলে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, তুমি ধর্মজ্ঞ ঋষিদের মুখে বিবিধ উপদেশ শুনেছ, শৃঙ্গগতিপ্রাপ্ত পুত্রগণকেও দেখেছ। এখন শোক ত্যাগ কব, যুধিষ্ঠিরকে ভ্রাতৃদেব সপ্তে রাজ্যে ফিবে যেতে বল; এরা মাসাধিক কাল এখানে বসেছেন। ব্যাসের বাক্য শুনে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, অজাতশত্রু, তোমাব মঙ্গল হ'ক, তোমাবা এখন হস্তিনাপুরে ফিবে যাও, তোমাবা এখানে থাকায় স্নেহের জন্য আমাব তপস্যাব ব্যাঘাত হচ্ছে। তুমি আমাব পুত্রের কার্য করেছ, আমাদেব পিণ্ড কীর্তি ও কুল তেমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আব আমাব শোক নেই, জীবনেরও প্রয়োজন নেই, এখন কঠোর তপস্যা কবব। তুমি আজ বা কাল চলে যাও।

যুধিষ্ঠিব বললেন, আমি এই আশ্রমে থেকে আপনাব সেবা কবব। সহদেব বললেন, আমি মাতা কুন্তীকে ছেড়ে যেতে পাবব না। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তী বহু প্রবোধ দিযে তাঁদেব নিবস্ত কবলেন। তখন পাণ্ডবগণ বিদায় নিযে ভার্যা বাহুব ও সৈন্য সহ হস্তিনাপুরে প্রস্থান করলেন।

## ॥ নারদাগমনপৰ্বাধ্যায় ॥

### ১০। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর মৃত্যু

পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে ফিবে যাবার দু বৎসব পরে একদিন দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। তিনি আসন গ্রহণ করে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, আমি গঙ্গা ও অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ কবে তোমাকে দেখতে এসেছি। যুধিষ্ঠিব বললেন, ভগবান, যদি আমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে দেখে থাকেন তবে তিনি কেমন আছেন বলুন।

নারদ বললেন, তোমরা আগ্রহ থেকে চ'লে এলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী ও সঞ্জয় গঙ্গান্যাবে গেলেন, অগ্নিহোত্র সহ পদবোহিতও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে ধৃতরাষ্ট্র মূখে বীটা (১) দিয়ে মৌনী ও বায়ুভুক হয়ে কঠোর তপস্যায় রত হলেন, তাঁব দেহ অশ্বিচর্মসাব হয়ে গেল। গান্ধারী কেবল জলপান ক'বে, কুন্তী এক মাস অন্তর্ব্ব, এবং সঞ্জয় পাঁচ দিন অন্তব আহাব ক'বে জীবনধারণ কবলেন। তাঁদের যাজকগণ যথাবিধি অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগলেন। ছ মাস পবে তাঁরা অরণ্যে গেলেন। সেই সময়ে চতুর্দিকে দাবানল ব্যাপ্ত হ'ল, বৃক্ষ ও পশু সকল দগ্ধ হয়ে গেল। ধৃতবাষ্ট্র প্রভূতি অনিহারেব ফলে অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিলেন, সৈজন্য় পালাতে পাবলেন না। তখন ধৃতবাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, তুমি পালিয়ে আত্মরক্ষা কব, আমবা এই অগ্নিতে প্রাণত্যাগ ক'বে পবমর্গতি লাভ কবব। সঞ্জয় বললেন, মহাবাজ, এই বৃথাগ্নিতে প্রাণ-ত্যাগ কবলে আপনাব অনিষ্ট হবে। ধৃতবাষ্ট্র বললেন, আমরা গৃহ ত্যাগ ক'বে এসেছি, এখন মবলে অনিষ্ট হবে না, জল বায়ু অগ্নি বা অনশন দ্বারা প্রাণত্যাগই তাপসদেব পক্ষে প্রশস্ত, সঞ্জয়, তুমি চ'লে যাও। এই বলে ধৃতবাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তী সহিত পদবাস্য হয়ে উপবেশন কবলেন, সমাধিস্থ হওয়ায় তাঁদের দেহ কাষ্ঠেব ন্যায় নিশ্চল হ'ল। এই অবস্থায় তাঁবা দাবানলে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ কবলেন। সঞ্জয় গঙ্গাতীরেব মহর্ষিগণকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে হিমালয়ে চ'লে গেলেন।

তাব পব নাবদ বর্গলো, আমি গঙ্গাতীরে তাপসদেব নিকটে ছিলাম, সঞ্জয়ের কথা শুনে তোমাদের জানাতে এসেছি। আমি ধৃতবাষ্ট্রাদি দেহ দেখেছি। তাঁরা স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ কবেছেন, সদগতিও পেয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক কবা উচিত নয়।

পান্ডবগণ দ্বাংথে অভিভূত হলেন এবং উদ্বাহু হয়ে নিজেদের দিক্কাব দিয়ে বোদন কবতে লাগলেন। যদ্বিধিষ্টব বললেন, আমবা জীবিত থাকতে মহাত্মা ধৃতবাষ্ট্রের অনাথের ন্যায় মৃত্যু হ'ল' অগ্নির তুল্য কৃতঘ্ন কেউ নেই, অর্জুন খান্ডবদাহ ক'বে ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণবেশী অগ্নিকে বৃথা তৃপ্ত করেছিলেন। সেই অর্জুনের জননীকেই তিনি দগ্ধ কবলেন। বার্জর্ষি ধৃতবাষ্ট্র সেই মহাবনে মন্ত্রপুত অগ্নি রক্ষা কবতেন, তথাপি বৃথাগ্নিতে কেন তাঁদের মৃত্যু হ'ল?

নাবদ বললেন, তাঁবা বৃথাগ্নিতে দগ্ধ হন নি। ধৃতরাষ্ট্র বনপ্রবেশের পূর্বে যে যজ্ঞ কবেছিলেন যাজকগণ তাব অগ্নি এক নির্জন বনে নিক্ষেপ কবেছিলেন; সেই অগ্নিই বিধিত হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। ধৃতরাষ্ট্র নিজের যজ্ঞাগ্নিতে জীবন বিসর্জন

দিয়ে পবমগতি পেয়েছেন। তোমার জননীও গদ্রশদ্রশ্রুয়ার ফলে সিঁধিলাভ করেছেন তাতে সংশয় নেই। এখন তুমি ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁদের তর্পণ কব।

যদ্বিষ্ঠিৰ তাঁব ভ্রাতা ও নম্বীগণের সঙ্গে গঙ্গাতীরে যাত্রা কবলেন, পদবাসী ও জনপদবাসিগণ একবস্ত্র পবিধান ক'বে তাঁদের সঙ্গে গেলেন। পাণ্ডবগণ যদ্বৎসুকে অগ্রবর্তী ক'বে যথাবিধি ধৃতবাষ্ট্র গান্ধাবী ও কুন্তীর তর্পণ কবলেন। 'দ্বাদশী দিগ্ধ' যদ্বিষ্ঠিৰ তাঁদের শ্রাম্প কবলেন এবং প্রত্যেকের উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে শয্যা খাদ্য যান মণিবস্ত্র দাসী প্রভৃতি দান কবলেন। তাঁব আজ্ঞায় মৃতজনের অস্থি সংগ্রহ ক'বে গঙ্গায় ফেলা হ'ল।'

দেবর্ষি নাবদ যদ্বিষ্ঠিবকে সান্ধনা দিষে চলে গেলেন। কুবদ্বক্ষেত্রযদ্বৎসব পবে হতপত্ন ধৃতবাষ্ট্র এইবদেপে হস্তিনাপদবে পনব বৎসব এবং বনবাসে তিন বৎসব যাপন কবেছিলেন।

# মৌষলপর্ব

## ১। শাম্বের মৃশল প্রসব—দ্বারকায় দুলক্ষণ

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, যদ্বিষ্ঠিবের রাজ্যলাভেব পব ষট্‌গ্রিংশ বৎসবে বৃষ্টিবংশীয়গণ (১) অত্যন্ত দুর্নীতিপরাধ হযে পবস্পয়কে বিনষ্ট করেছিলেন। জনমেজয় বললেন, কার শাপে এতদূপ ঘটেছিল আপনি সবিস্তাবে বলুন। বাসুদেব থাকতে তাঁবা রক্ষা পেলেন না কেন? বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন।—

একদিন বিশ্বামিত্র কণ্ব ও নাবদ মূর্নি দ্বাবকায় এসেছেন দেখে সাবণ (২) প্রভৃতি বীবগণেব কুবৃন্দ হ'ল। তাঁবা শাম্বকে স্ত্রীবশে সজ্জিত ক'রে মূর্নিদেব কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ইনি পুত্রাভিলাষী বভ্রু (৩)-ব পত্নী; আপনার বলুন ইনি কি প্রসব করবেন। এই প্রতারণায় মূর্নিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে বললেন, এই কৃষ্ণপুত্র শাম্ব একটি ঘোব লৌহমৃশল প্রসব কববে। তোমরা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত নৃশংস ও গর্বিত হয়েছ; সেই মৃশলের প্রভাবে বলরাম ও কৃষ্ণ ভিন্ন যদুকুলেব সকলেই বিনষ্ট হবে। হল্লারুধ সমুদ্রে দেহত্যাগ কববেন, জরা নামক এক ব্যাধ কৃষ্ণকে শরবিদ্ধ করবে। এই বলে মূর্নিগণ কৃষ্ণেব কাছে গিয়ে অভিশাপেব কথা জানালেন।

কৃষ্ণ বৃষ্টিবংশীয়গণকে বললেন, মূর্নিরা যা বলেছেন তাই হবে। এই বলে তিনি তাঁর ভবনে প্রবেশ করলেন, অভিশাপের প্রতিকার কবতে ইচ্ছা করলেন না। পরদিন শাম্ব মৃশল প্রসব করলেন। রাজা উগ্রসেন বিষন্ন হয়ে সেই মৃশলেব সূক্ষ্ম চূর্ণ করালেন, যাদবগণ তা সাগরে ফেলে দিলেন। তার পর আহুদক (উগ্রসেন) বলবাম কৃষ্ণ ও বভ্রুব আদেশে নগরে এই ঘোষণা করা হ'ল—আজ থেকে এই নগরে কেউ সূরা প্রস্তুত করবে না; যে কববে তাকে সবান্ধবে জীবিত অবস্থায় শূলে দেওয়া হবে।

বৃষ্ণ ও অম্বকগণ সাবধানে রইলেন। এই সময়ে দেখা গেল, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ মূর্নিভমস্তক বিকটাকার কালপদ্রুয গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে অদৃশ্য হচ্ছেন। তাঁকে দেখতে পেলেই যাদবগণ শরবর্ষণ করতেন কিন্তু বিম্ব করতে

(১) যাদবগণের বিভিন্ন শাখার নাম অম্বক ভোজ বৃষ্ণ কুকুর। কৃষ্ণ বৃষ্টিবংশীয়।

(২) কৃষ্ণের বৈমাহ ভ্রাতা, সূভদ্রার সহোদব।

(৩) যাদব বীর বিশেষ।

পারতেন না। স্মারকায় নানাপ্রকার দুলক্ষণ দেখা গেল; মৃষিকের দল নিদ্রিত যাদবগণের নথ ও কেশ ছেদন কবতে, লাগল, সাবস পক্ষী পেচকেব এবং ছাগ শৃগালেব বব কবতে লাগল। গাভীৰ গৰ্ভে গৰ্ভ, অশ্বতথীৰ গৰ্ভে হস্তিশাবক, কুঞ্জরীৰ গৰ্ভে বিড়াল এবং নকুলীৰ গৰ্ভে মৃষিক উৎপন্ন হ'ল। যাদবগণ নিলজ্জভাবে পাপকাৰ্য্য কবতে লাগলেন।

একদিন ঠষোদশীতে অমাবস্যা দেখে কৃষ্ণ যাদবগণকে বললেন, ভাবতষ্মদ-কালে এইপ্রকাৰ দুৰ্নিমিত্ত দেখা গিৰ্যেছিল, আমাদেব বিনাশ আসন্ন হ'গেছে। তোমবা সমুদ্রতীবস্ৰ প্রভাসতীৰ্থে যাও।

## ২। যাদবগণের বিনাশ

স্মারকায় আরও নানাপ্রকাৰ উৎপাত দেখা গেল। কৃষ্ণবর্ণা নারী নিদ্রিত পুৰাণগনাদেব মংগলসূত্র এবং ভগংকব বাক্ষসগণ যাদবদেব অলংকাব ছত্র ধ্বজ ও কবচ হবণ কবতে লাগল। কৃষ্ণের চক্র সকলেব সমক্ষে আকাশে অন্তৰ্হিত হ'ল, দাবকেব, সমক্ষে অশ্বগণ কৃষ্ণেব দিব্য রথ নিয়ে সাগরেব উপব দিযে চ'লে গেল। অস্বাবাবা বলবামেব তালধ্বজ এবং কৃষ্ণের গবুড়ধ্বজ হবণ ক'বে উচ্চববে বললে, যাদবগণ, প্রভাসতীৰ্থে চ'লে যাও।

বৃষ্ণ ও অন্ধক মহাবথগণ প্রচুর খাদ্য পেঁয় মাংস মদ্য নিয়ে তাঁদের পবিবারবর্গ ও সৈন্যাদেব সঙ্গে প্রভাসে গেলেন। সেখানে তাঁবা ন্নবীদেব সঙ্গে নিরন্তব পানভোজনে রত হলেন এবং ব্রাহ্মণের জন্য প্রস্তুত অগ্নে সূবা মিশ্রিত ক'রে বানরদেব খাওয়াতে লাগলেন। বলবাম সাত্যাকি গদ(১) বহু ও কৃতবর্মা কৃষ্ণের সমক্ষেই সূবাপান করতে লাগলেন। সাত্যাকি অত্যন্ত মত্ত হযে কৃতবর্মাকে বললেন, কোন্ ক্ষত্রিয় মৃতবং নিদ্রামগ্ন লোককে বধ কবে? তুমি যা কৰেছিলে যাদবগণ তা ক্ষমা কববেন না। প্রদাম্ন সাত্যাকির বাক্যের সমর্থন কবলেন। কৃতবর্মা ক্রুদ্ধ হযে বললেন, ভূবিপ্রবা যখন ছিন্নবাহু হযে প্রায়োপবিষ্ট ছিলেন তখন তুমি নৃশংসভাবে তাঁকে বধ কৰেছিলে কেন? সাত্যাকি সামন্তক মণি হরণ ও সত্রাজিৎ(২) বধের বৃত্তান্ত বললেন। পিতাব মৃত্যুর কথা শুনে সত্যভামা কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধ করবার জন্য তাঁব ক্রোড়ে

(১) কৃষ্ণেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

(২) সত্যভামাব পিতা; কৃতবর্মা ও অকুরের প্রবোচনায শতধন্বা একে বধ কৰেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে সামন্তক মণির উপাখ্যান আছে।

ব'সে রৌদন করতে লাগলেন। সাত্যাকি উঠে বললেন, সন্মধ্যমা, আমি শপথ করছি, ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীপুত্রগণ যেখানে গেছেন কৃতবর্মাকে সেখানে পাঠাব, এই পাপাত্মা অশ্বখামার সাহায্যে তাঁদের সন্মতাবস্থায় হত্যা করেছিল। এই বলে তিনি খড়্গাঘাতে কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ করে অন্যান্য লোককেও বধ করতে লাগলেন।

তখন ভোজ ও অন্ধকগণ সাত্যাকিকে বেঁটন ক'বে উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন। কালের বিপর্যয় বদ্বয়ে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হলেন না। রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন সাত্যাকিকে রক্ষা কববার জন্য যুদ্ধ কবতে লাগলেন, কিন্তু সাত্যাকির সহিত তিনিও নিহত হলেন। তখন কৃষ্ণ এক মৃষ্টি এবকা (১) নিলেন, তা বজ্রতুল্য লৌহ-ময়ূলে পরিণত হ'ল। সেই ময়ূলের আঘাতে তিনি সম্মুখস্থ সকলকে বধ কবতে লাগলেন। সেখানকার সমস্ত এরকাই ময়ূল হয়ে গেল, তার দ্বারা অন্ধক ভোজ ব্যৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবগণ পবস্পবেব হত্যায প্রবৃত্ত হলেন এবং প্রমত্ত হয়ে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে নিপাতিত করলেন। অগ্নিতে পাতিত পতঙ্গোব ন্যায সকলে মরতে লাগলেন, কারও পলায়নের বৃদ্ধি হ'ল না। কৃষ্ণের সমক্ষেই প্রদ্যুম্ন শাম্ব চারুদেষ্ট অনিবৃদ্ধ গদ প্রভৃতি নিহত হলেন। তখন বদ্র ও দারুক বললেন, ভগবান, বহু লোককে বিনষ্ট করেছেন, এখন আমরা বলরামের কাছে যাই চলুন।

### ৩। 'বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ

বলরামের নিকটে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, তিনি নির্জন স্থানে বৃক্ষমূলে ব'সে চিন্তা করছেন। কৃষ্ণ দারুককে বললেন, তুমি সম্ভব হস্তিনাপুরে গিয়ে যাদবগণের নিধনসংবাদ অর্জুনকে জানাও এবং তাঁকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এস। দারুক তখনই যাত্রা করলেন। তার পর কৃষ্ণ বদ্রকে বললেন, তুমি নারীদেব রক্ষা করতে যাও, যেন দস্যুরা তাঁদের আক্রমণ না কবে। বদ্র যাত্রার উপক্রম কবতেই এক ব্যাধেব মৃদুগব সহসা নিপতিত হয়ে তাঁর প্রাণহরণ করলে। তখন কৃষ্ণ তাঁর অগজকে বললেন, আমি নারীদের রক্ষার ব্যবস্থা কবতে যাচ্ছি, আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন।

কৃষ্ণ তাঁব পিতা বসুদেবের কাছে গিয়ে বললেন, ধনঞ্জয়ের না আসা পর্যন্ত আপনি নারীদের রক্ষা করুন। বলরাম বনমধ্যে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। আমি কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে এবং এখানে বহু লোকের নিধন দেখেছি।

যাদবশূন্য এই পদরীতে আমি থাকতে পারব না, বনবাসী হয়ে বলরামের সঙ্গে তপস্যা করব। এই বলে কৃষ্ণ বসুদেবের চরণবন্দনা করলেন এবং নারী ও বালকদের ক্রন্দন শ্রুনে বললেন, সব্যাসাচী এখানে আসছেন, তিনি তোমাদের দঃখমোচন করবেন।

বনে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, বলরাম সেখানে বসে আছেন, তাঁর মৃদু, মৃদু, একটি শ্বেতবর্ণ সহস্রশীর্ষ রক্তমদুখ মহানাগ নিগত হয়ে সাঁগরে প্রবেশ করছেন। সাগর, দিব্য নদী সকল, বাসুদিক ককোটক তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ, এবং স্বয়ং বরুণ প্রত্যাঙ্গমন কবে স্বাগতপ্রশ্ন ও পাদ্য-অর্ঘ্যাদি ম্বারা সেই মহানাগের সংবর্ধনা করলেন।

অগ্রজ বলদেবের দেহত্যাগ দেখে কৃষ্ণ সেই বনে কিছুক্ষণ বিচরণেব পর ভূমিতে উপবেশন করলেন এবং গান্ধারী ও দূর্বাসার শাপেব বিষয় চিন্তা কবতে লাগলেন। অনন্তব তাঁর প্রয়াণকাল আগত হয়েছে এই বিবেচনায তিনি ইন্দ্রিষগ্রাম সংযম এবং মহাযোগ আশ্রয় করে শয়ান হলেন। সেই সময়ে জ্বা নামে এক ব্যাধ মৃগ মনে করে তাঁর পদতল শবাবিস্থ করলে। তার পর সে নিকটে এসে যোগমগ্ন পীতাম্বর চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে দেখে ভয়ে তাঁর চরণে পতিত হ'ল। মহাত্মা কৃষ্ণ ব্যাধকে আশ্বাস দিলেন এবং নিজ কান্তি ম্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করে উর্ধ্ব স্বকীয় লোকে প্রয়াণ কবলেন। দেবতা ঋষি চারণ সিংহ গন্ধর্ব প্রভৃতি সেই ঈশ্বরের অর্চনা কবলেন, মর্দনিশ্রেষ্ঠগণ ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, এবং ইন্দ্র তাঁকে সানন্দে অভিনন্দিত করলেন।

### ৪। অর্জুনের ম্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন

দারুক হস্তিনাপুরে গিয়ে ম্বারকার ঘটনাবলী জানালেন। ভোজ অশ্বক কুকুর ও বৃষ্ণি বংশীয় বীবগণের নিধন শ্রুনে পাণ্ডবগণ শোকাকুল হলেন। যদুকুল ধনংস হয়েছে এই আশঙ্কায় অর্জুন তাঁব মাতুল বসুদেবকে দেখবার জন্য তখনই যাত্রা করলেন। ম্বারকায় উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন সেই নগরী পতিহীন বমণীর ন্যায় গ্রীহীন হয়েছে। কৃষ্ণসখা অর্জুনকে দেখে কৃষ্ণের ষোল হাজাব স্ত্রী উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। অর্জুনের চক্ষু বাম্পাকুল হ'ল, তিনি সেই পতিপদহীন নারীদের দিকে চাইতে পারলেন না, সশব্দে রোদন করে ভূপতিত হলেন। রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি তাঁকে উঠিয়ে স্বর্ণময় পীঠ বসালেন এবং তাঁকে বেষ্ঠন করে বিলাপ করতে লাগলেন।

‘অনন্তর অর্জুন বসুদেবের কাছে এসে দেখলেন, তিনি পুত্রশোকে সন্তপ্ত হয়ে শূন্যে আছেন। বসুদেব বললেন, অর্জুন, আমার মৃত্যু নৈই; যারা শত শত নৃপতি ও দৈত্যগণকে জয় করেছিলেন, সেই পুত্রদের না দেখেও আমি জীবিত আছি। যে দুজন তোমার প্রিয় শিষ্য ছিল, যারা অতিরথ বলে খ্যাত এবং কৃষ্ণের প্রিয়তম ছিল, সেই প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিই বৃষ্ণবংশনাশের মূল কারণ। অথবা আমি তাদের দোষ দিতে পারি না, ঋষিশাপেই আমাদের বংশ বিনষ্ট হয়েছে। তুমি ও নারদাদি মুনীগণ যাকে সনাতন বিষ্ণু বলে জানতে, আমার পুত্র সেই গোবিন্দ যদুবংশের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছেন, তিনি জ্ঞাতদেব রক্ষা করতে ইচ্ছা করেন নি। কৃষ্ণ আমাকে বলে গেছেন — ‘আমি আর অর্জুন একই, অর্জুন স্নানকায় এসে স্ত্রী ও বালকগণের রক্ষার ভার নেবেন এবং মৃতজনের ঐশ্বর্যদেহিক ক্রিয়া করবেন; তিনি প্রস্থান করলেই স্নানকা সমুদ্রজলে স্নান করবেন; আমি বলদেবের সঙ্গে কোনও নির্জন স্থানে যোগস্থ হয়ে অন্তকালের প্রতীক্ষা করব।’

তার পর বসুদেব বললেন, পার্থ, আমি আহাব ত্যাগ করছি, জীবনধারণে আমার ইচ্ছা নেই। কৃষ্ণের বাক্য অনুসারে এই রাজ্য, নাবীগণ ও ধনরত্ন তোমাকে সমর্পণ করছি। অর্জুন বললেন, মাতুল, কৃষ্ণ ও বান্ধববিহীন এই পৃথিবী আমি দেখতে ইচ্ছা করি না। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীব মনেব অবস্থাও অনুরূপ, কারণ আমরা ছ জন একাত্ম। রাজা যুধিষ্ঠিরেরও প্রয়াণকাল উপস্থিত হয়েছে, অতএব আমি স্ত্রী বালক ও বৃন্দদের নিয়ে সত্তর ইন্দ্রপ্রস্থ যাব।

পরদিন প্রভাতকালে বসুদেব যোগস্থ হয়ে স্বর্গলাভ করলেন। দেবকী ভদ্রা মদিরা ও রোহিণী পতির চিতায় আরোহণ করে তাঁর সহগামিনী হলেন। অর্জুন সকলের অন্তিম কার্য সম্পন্ন করলেন এবং বলবান ও কৃষ্ণের দেহ অন্বেষণ করে এনে সংকার করলেন। সপ্তম দিনে তিনি কৃষ্ণের ষোল হাজার পত্নী, পোঠ বজ্র (১), এবং অসংখ্য নারী বালক ও বৃন্দদের নিয়ে যাত্রা করলেন। রথী গজারোহী ও অশ্বারোহী অনুচরগণ এবং ব্রাহ্মণক্ৰিয়াদি প্রজা তাঁদের সঙ্গে গেলেন। অর্জুন স্নানকার যে যে স্থান অতিক্রম করতে লাগলেন তৎক্ষণাৎ সেই সেই স্থান সমুদ্রজলে স্নান করত হ'ল।

কিছু দিন পরে তাঁরা গবাদি পশু ও ধান্য সম্পন্ন পশ্চিম প্রদেশের এক স্থানে এলেন। সেখানকার আভীর দস্যুগণ যাদবনারীদের দেখে লুপ্ত হয়ে যশ্টি নিয়ে আক্রমণ করলে। অর্জুন ঈষৎ হাস্য করে তাদের বললেন, যদি বাঁচতে চাও তো দূর



হও, নতুবা আমার শরে ছিন্ন হয়ে সকলে মরবে। দসাদুগণ নিবৃত্ত হ'ল না দেখে অর্জুন তাঁব গান্ধীর্ষ নিলেন এবং অতি কষ্টে জ্যাবোপণ করলেন, কিন্তু কোনও দিব্যাস্ত্র স্মরণ কবতে পাবলেন না। তিনি এবং সহগামী যোদ্ধারা বাধা দেবাব চেষ্টা করলেও দসাদুরা নারীদের হরণ করতে লাগল, কোনও কোনও নারী স্বেচ্ছায় তাদের কাছে গেল। অর্জুনের বাণ নিঃশেষ হ'লে তিনি ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে প্রহার কবতে লাগলেন, কিন্তু সেই স্লেচ্ছ দসাদুগণ তাঁব সমক্ষেই বৃষ্টি ও অশ্বক বংশীয় সন্দ্রবীদেব হরণ ক'বে নিয়ে গেল। অর্জুন তাঁব দ্রবদৃষ্ট দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন এবং অবশিষ্ট নারীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এলেন।

কৃতবর্মার পুত্র এবং ভোজ নাবীগণকে মার্তিকাবত নগরে এবং সাত্যকির পুত্রকে সবস্বতী নদীবা নিকটস্থ প্রদেশে বেখে অর্জুন অবশিষ্ট বালক বৃদ্ধ ও রমণীগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনলেন। কৃষ্ণের পোত্র বজ্রকে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্য দিলেন। অক্রুরের পত্নীরা প্রব্রজ্যা নিলেন। কৃষ্ণের পত্নী বৃকিগণী গান্ধাবী শৈব্যা হৈমবতী ও জাম্ববতী অগ্নিপ্রবেশ কবলেন। সত্যভামা ও কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ হিমালয় অতিক্রম ক'বে কলাপ গ্রামে গিয়ে কৃষ্ণের ধ্যান কবতে লাগলেন। শ্রাবকাসী, পুরুষগণকে বজ্রের নিকটে বেখে অর্জুন সজলনযনে ব্যাসদেবের আগ্রমে এলেন।

অর্জুনকে দেখে ব্যাস বললেন, তোমাকে এমন শ্রীহীন দেখছি কেন? তোমার গাত্রে কি কেউ নখ কেশ বস্ত্রাণ্ডল বা কলসেব জল দিয়েছে? তুমি কি বজ্রস্বলাগমন বা ব্রহ্মহত্যা কবেছ, না যুদ্ধে পবাজিত হ'য়েছ? অর্জুন শ্রাবকীর সমস্ত ঘটনা, কৃষ্ণ-বলবামেব মৃত্যু, এবং দসাদুহস্তে তাঁব পরাজয়ের বিবরণ দিলেন। পবিশেষে তিনি বললেন, সেই পশ্মপলাশলোচন শঙ্খচক্রগদাধর শ্যামতনু চতুর্ভুজ পীতাম্বর পরমপুরুষ, যিনি আমার রথের অগ্রভাগে থাকতেন, সেই কৃষ্ণকে আমি দেখতে পাচ্ছি না; আর আমার জীবনধাবণের ফল কি? তাঁর অদর্শনে আমি অবসন্ন হ'য়েছি, আমার শরীব ঘুরছে, আমি শান্তি পাচ্ছি না। মুনিসন্তম, বলুন এখন আমার কি কর্তব্য।

ব্যাস বললেন, কুরুশার্দূল, বৃষ্টি-অশ্বক বীরগণ ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হ'য়েছেন, তাঁদের জন্য শোক ক'বো না। কৃষ্ণ জানতেন যে তাঁদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সেজন্য নিবারণে সমর্থ হ'য়েও উপেক্ষা করেছেন। তিনি পৃথিবীর ভার হরণ ক'রে দেহত্যাগ ক'রে স্বীয় ধামে গেছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ, ভীম ও নকুল-সহদেবের সাহায্যে তুমি মহৎ দেবকার্য সাধন করেছ, যেজন্য পৃথিবীতে এসেছিলে তা সম্পন্ন ক'রে কৃতকৃত্য হ'য়েছ; তোমাদের কাল পূর্ণ হ'য়েছে, এখন প্রস্থান করাই শ্রেয়। তোমার অন্তঃসমুদ্রের

প্রয়োজন শেষ হওয়াতেই তারা স্বস্থানে ফিরে গেছে; আবার যথাকালে তারা তোমার হস্তগত হবে।

ব্যাসের উপদেশ শুনে অর্জুন হস্তিনাপুরে গেলেন এবং ষড়্বিষ্ঠিরকে সমস্ত ঘটন্যুজ্ঞানালেন।

# মহাপ্রস্থানিকপর্ব

## ১। মহাপ্রস্থানের পথে যদ্যধিষ্ঠিতরাই

অর্জুনের মুখে যাদবগণের ধ্বংসের বিবরণ শুনে যদ্যধিষ্ঠিতর বললেন, কালই সকল প্রাণীকে বিনষ্ট কবেন, তিনি আমাকেও আকর্ষণ কবছেন; এখন তৈমবা নিজ কর্তব্য স্থির কর। ভীমার্জুন নকুল-সহদেব সকলেই বললেন, আমবাও কালের প্রভাব অতিক্রম কবতে চাই না।

পর্বীক্ষণকে বাজ্যে অভিষিক্ত ক'বে এবং যদ্যৎসদ্ব উপব রাজ্যপালনের ভাব দিয়ে যদ্যধিষ্ঠিতর সদ্ভদ্রাকে বললেন, তোমাব পৌত্র কুব্জাজ রূপে হস্তিনাপুর্বে থাকবেন। যাদবগণেব একমাত্র বংশধর কৃষ্ণপৌত্র বজ্রকে আমি ইন্দ্রপ্রস্থে অভিষিক্ত কবেছি, তিনি অবশিষ্ট যাদবগণকে পালন কববেন। তুমি এদের বক্ষা ক'বো, যেন অধর্ম না হয়। অনন্তব যদ্যধিষ্ঠিতর ও তাঁব দ্রাতারা ঈসদেব ও কৃষ্ণ-বলবাম প্রভৃতির যথাবিধি শ্রাদ্ধ কবলেন এবং কৃষ্ণেব উদ্দেশে ব্যাস নারদ মার্কণ্ডেয় ভরশ্বজ ও যাজ্ঞবল্ক্যকে ভোজন কবিষে ব্রাহ্মণগণকে বহু ধনরত্ন দান কবলেন। যদ্যধিষ্ঠিতর কৃপাচার্যকে পর্বীক্ষিতেব শিক্ষাব ভার দিলেন এবং 'প্রজাগণকে আহ্বান ক'বে মহাপ্রস্থানের অভিপ্রায় জানালেন। প্রজাবা উদ্ভবিন হয়ে বাবণ করতে লাগল, কিন্তু যদ্যধিষ্ঠিতর তাঁব সংকল্প ত্যাগ কবলেন না।

যদ্যধিষ্ঠিতর, তাঁর দ্রাতৃগণ, এবং দ্রৌপদী সমস্ত আভরণ ত্যাগ করে বস্কল পরিধান করলেন এবং যজ্ঞ করে তার অগ্নি জলে নিক্ষেপ করলেন। তার পর তাঁরা হস্তিনাপুর্বে থেকে যাত্রা কবলেন। নারীগণ উচ্চকণ্ঠে বোদন করতে লাগলেন। পুত্রবাসী ও অন্তঃপুত্রবাসিনীগণ বহু দুঃখ পর্যন্ত অনুগমন করলেন, কিন্তু কেউ পাণ্ডবগণকে নিবৃত্ত হ'তে বললেন না। নাগকন্যা উলুপী গঙ্গায় প্রবেশ কবলেন, চিত্রাঙ্গদা মণিপুত্রে গেলেন, অন্যান্য পাণ্ডবপত্নীগণ পরীক্ষিতের কাছে রইলেন।

পশুপাণ্ডব ও দ্রৌপদী উপবাস করে পূর্ব দিকে চললেন, একটি কুকুর তাঁদের পিছনে যেতে লাগল। তাঁরা বহু দেশ অতিক্রম ক'বে লৌহিত্য সাগরের তীরে উপস্থিত হলেন। আসন্তিবশত অর্জুন এপর্যন্ত তাঁর গান্ধীব ধনু ও দুই অক্ষয় তুণ ত্যাগ কবেন নি। এখন অগ্নি মর্তিমান হয়ে পথরোধ ক'বে বললেন, পাণ্ডবগণ,

আমাব কথা শোন, আমি অগ্নি, পূর্বে অর্জুন ও নারায়ণের প্রভাবে খাণ্ডব দংশন করেছিলাম। অর্জুনের আর গান্ধীবের প্রয়োজন নেই; আমি বরুণের কাছ থেকে এই ধনু এনে দিয়েছিলাম, এখন ইনি বরুণকে প্রত্যাগমন করুন। কৃষ্ণের চক্রও এখন প্রস্থান করেছে, যথাকালে আবার তাঁর কাছে যাবে। এই কথা শুনে অর্জুন তাঁর 'গান্ধীব' ধনু ও দুই তীর জলে নিক্ষেপ করলেন, অগ্নিও অন্তর্হিত হলেন। পান্ডবগণ পৃথিবী প্রদক্ষিণের ইচ্ছায় প্রথমে দক্ষিণ দিকে চললেন; তার পর লবণসমুদ্রের উত্তর তীর দিয়ে পশ্চিম দিকে এলেন, এবং সাগরবাল্যিত দ্বাবকাপদুবী দেখে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

## ২। দ্রৌপদী সহদেব নকুল অর্জুন ও ভীমের মৃত্যু

পান্ডবগণ হিমালয় পাব হয়ে বালুকাগর্ভ ও মেবদুপর্বত দর্শন ক'বে যোগযুদ্ধ হয়ে শীঘ্র চলতে লাগলেন। যেতে যেতে সহসা দ্রৌপদী যোগদ্রষ্ট হয়ে ভূপতিত হলেন। ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কোনও অধর্মচরণ করেন নি, তবে কেন ভূপতিত হলেন? যুধিষ্ঠির বললেন, ধনঞ্জয়ের উপর এর বিশেষ পক্ষপাত ছিল, এখন তারই ফল পেয়েছেন। এই বলে যুধিষ্ঠির সমাহিতমনে চলতে লাগলেন, দ্রৌপদীর দিকে আর দৃষ্টিপাত করলেন না।

কিছুক্ষণ পরে সহদেব পড়ে গেলেন। ভীম বললেন, এই মাদ্রীপুত্র নিরুৎসাহ ছিলেন এবং সর্বদা আমাদের সেবা করতেন, তবে ভূপতিত হলেন কেন? যুধিষ্ঠির বললেন, সহদেব মনে কবতেন ঔব চেয়ে বিস্ত্র আব কেউ নেই। এই বলে যুধিষ্ঠির অগ্রসব হলেন।

তার পর নকুল পড়ে গেলেন। ভীম বললেন, আমাদের এই অতুলনীয় রূপবান ভ্রাতা ধর্ম থেকে কখনও চ্যুত হন নি এবং সর্বদা আমাদের আজ্ঞাবহ ছিলেন; ইনি ভূপতিত হলেন কেন? যুধিষ্ঠির বললেন, নকুল মনে করতেন তাঁর তুল্য রূপবান কেউ নেই। বৃকোদব, তুমি আমাব সঙ্গে এস, নকুল তাঁর কর্মের বিধিনির্দিষ্ট ফল পেয়েছেন।

দ্রৌপদী ও নকুল-সহদেবের পরিণাম দেখে অর্জুন শোকার্ত হয়ে চলছিলেন, কিছু দূর গিয়ে তিনিও পড়ে গেলেন। ভীম বললেন, ইনি পরিহাস ক'রেও কখনও মিথ্যা বলেন নি, তবে কেন এর এমন দশা হল? যুধিষ্ঠির বললেন, অর্জুন সর্বদা গর্ব করতেন যে এক দিনেই সকল শত্রু বিনষ্ট করবেন, কিন্তু তা পারেন নি; তা ছাড়া

ইনি অন্য ধনুর্ধরদের অবজ্ঞা করতেন; ঐশ্বর্যকামী পদুর্দ্বয়ের এমন করা উচিত নয়। এই বলে যদুধিষ্ঠির চলতে লাগলেন।

অনন্তর ভীম ভূপতিত হষে বললেন, মহারাজ মহাবাজ, দেখুন, আমিও পড়ে গেছি; আমি আপনার প্রিয়, তবে আমার পতন হ'ল কেন? যদুধিষ্ঠির বললেন, তুমি অত্যন্ত ভোজন করত এবং অন্যের বল না জেনেই নিজ বলের গর্স করত। এই বলে যদুধিষ্ঠির ভীমের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে অগ্রসর হলেন। কুকুব তাঁর পিছনে চলল।

### ৩। যদুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গযাত্রা

ভূমি ও আকাশ নিনাদিত ক'বে ইন্দ্র বথাবোহণে অবতীর্ণ হলেন এবং যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, তুমি এই রথে ওঠ। ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত হষে বললেন, সর্বেশ্বর, আমার ভ্রাতারা এবং সৎকুমারী দ্রুপদবাজপদুমী এখানে পড়ে আছেন, তাঁদের ফেলে আমি যেতে পারি না, আপনি তাঁদেরও নিয়ে চলুন। ইন্দ্র বললেন, ভবতশ্রেষ্ঠ, তাঁরা দেহত্যাগ ক'বে আগেই স্বর্গে গেছেন, শোক ক'রো না, তুমি সশরীরে সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখতে পাবে। যদুধিষ্ঠির বললেন, এই কুকুব আমার ভক্ত, একেও আমার সঙ্গে নিতে ইচ্ছা করি, নতুবা আমি পক্ষে নির্দয়তা হবে।

ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তুমি আমার তুল্য অমবদ্ব ঐশ্বর্য সিদ্ধি ও স্বর্গ-সুখের অধিকারী হষেছ, এই কুকুবকে ত্যাগ কর, তাতে তোমার নির্দয়তা হবে না। যদুধিষ্ঠির বললেন, সহস্রলোচন, আমি আর্য হষে অন্যের আচরণ করতে পারব না; এই ভক্ত কুকুরকে ত্যাগ ক'বে আমি দিব্য ঐশ্বর্যও চাই না। ইন্দ্র বললেন, যার কুকুব থাকে সে স্বর্গে যেতে পাবে না, ক্রোধবশ নামক দেবগণ তাব যজ্ঞাদির ফল বিনষ্ট করেন। ধর্মরাজ, তুমি এই কুকুরকে ত্যাগ কর।

যদুধিষ্ঠির বললেন, মহেন্দ্র, ভক্তকে ত্যাগ করলে ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ হয়, নিজের সুখের জন্য আমি এই কুকুবকে ত্যাগ করতে পারি না। প্রাণ বিসর্জন দিয়েও আমি ভীত অসহায় অর্থাৎ দুর্বল ভক্তকে রক্ষা করি, এই আমার ব্রত। ইন্দ্র বললেন, কুকুরের দৃষ্টি পড়লে যজ্ঞ দান হোম প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভ্রাতৃগণ ও প্রিয়া পত্নীকে ত্যাগ ক'রে তুমি নিজ কর্মের প্রভাবে স্বর্গলোক লাভ করেছ, এখন মোহবশে এই কুকুরকে ছাড়তে চাও না কেন? যদুধিষ্ঠির বললেন, মৃত জনকে জীবিত করা যায় না, তাদের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধও থাকে না। আমার ভ্রাতৃগণ ও পত্নীকে জীবিত করবার শক্তি

নেই সেজন্যই ত্যাগ করেছি, তাঁদের জীবদ্দশায় ত্যাগ করি নি। আমি মনে করি, শরণাগতকে ভয় দেখানো, স্ত্রীবধ, ব্রহ্মস্বহরণ ও মিত্রবধ — এই চার কার্যে যে পাপ হয়, ভক্তকে ত্যাগ করলেও সেইরূপ হয়।

তখন কুঙ্কররূপী ভগবান ধর্ম নিজ মূর্তি গ্রহণ করে বললেন, মহারাজ, তুমি উচ্চ বংশে জন্মেছ, পিতার স্বভাবও পেয়েছ, তোমার মেধা এবং সর্বভূতে দয়া আছে। পুত্র, স্বেতবনে আমি একবার তোমাকে পবীক্ষা করেছিলাম, তুমি ভীমার্জুনেব পরিবর্তে নকুলের জীবন চেয়েছিলে, যাতে তোমার জননী বন্যা মাদ্রীবও একটি পুত্র থাকে (১)। স্বর্গেও তোমার সমান কেউ নেই, কাণ্ড ভক্ত কুকুবের জন্য তুমি দেববধ ত্যাগ করতে চেয়েছ। ভবতশ্রেষ্ঠ, তুমি সশরীরে স্বর্গারোহণ কবে অক্ষয় লোক লাভ করবে।

তার পর ধর্ম ইন্দ্র মরুদ্গণ প্রভৃতি দেবতা এবং দেবর্ষিগণ যদ্বিধিষ্ঠকে দিবা রথে তুলে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। দেবর্ষি নারদ উচ্চস্বরে বললেন, যে রাজর্ষিগণ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলের কীর্তি এই কুব্জরাজ যদ্বিধিষ্ঠব আবৃত করে দিয়েছেন, ইনি যশ তেজ ও সম্পদে সকলকে অতিক্রম করেছেন। আব ক্রেউ সশরীরে স্বর্গে এসেছেন এমন শূন্য নি।

যদ্বিধিষ্ঠব বললেন, আমার ভ্রাতারা যে স্থানে গেছেন তা শূভ বা অশুভ যাই হ'ক আমি সেখানেই যেতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, এখনও তুমি মানুষ্যেব স্মেহ ত্যাগ করছ না কেন? নিজের কর্ম দ্বারা যে শূভলোক জয় কবেছ সেখানেই বাস কর। তুমি পরমসিদ্ধি লাভ করে এখানে এসেছ, তোমাব ভ্রাতাবা এখানে আসবার অধিকার পান নি। এখনও তোমার মানুষ্য ভাব রয়েছে কেন? এ স্বর্গ, এই দেখ দেবর্ষি ও সিদ্ধগণ এখানে বসেছেন। যদ্বিধিষ্ঠব বললেন, দেবরাজ, যেখানে আমার ভ্রাতারা আছেন, যেখানে আমার গুণবতী শ্যামাঙ্গিনী নারীশ্রেষ্ঠা পত্নী আছেন, সেখানেই আমি যাব।

# স্বর্গারোহণপর্ব

## ১। যদুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, মহর্ষি ব্যাসের প্রসাদে আপনি সর্বস্বতা লাভ কবেছেন; আমার পূর্বপিতামহগণ স্বর্গে গিয়ে কোন্ স্থানে রইলেন তা শুনতে ইচ্ছা করি। বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন।—

যদুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দেখলেন, দুর্যোধন সূর্যের ন্যায় প্রভাবির্ভূত হয়ে দেবগণ ও সাধ্যগণের মধ্যে বসে আছেন। ধর্মরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে উচ্চস্রবে বললেন, আমি দুর্যোধনের সঙ্গে বাস করব না; যে লোক পাণ্ডালীকে সভামধ্যে নিগৃহীত করেছিল, যার জন্য আমরা মহাবনে বহু কষ্ট ভোগ করেছি এবং যুদ্ধে রহু সূহৃৎ ও বান্ধব বিনষ্ট করেছি, সেই লোভী অদূরদর্শী দুর্যোধনকে দেখতে চাই না, আমি আমার ভ্রাতাদের কাছে যাব। নাবদ সহাস্যে বললেন, মহাবাজ, এমন কথা বলো না, স্বর্গে বাস কবলে বিরোধ থাকে না; স্বর্গবাসী সকলেই দুর্যোধনকে সম্মান করেন। ইনি ক্ষতধর্মাবদুসারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ করে বীবলোক লাভ কবেছেন, মহাভয় উপস্থিত হলেও ইনি কখনও ভীত হন নি। তোমরা পূর্বে যে কষ্ট পেয়েছিলে তা এখন ভুলে যাও, বৈরাভাব ত্যাগ করে দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হও।

যদুধিষ্ঠির বললেন, যাব জন্য পৃথিবী উৎসন্ন হয়েছে এবং আমরা প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্রোধে দগ্ধ হয়েছি, সেই অধর্মাচারী পাপী সূহৃদ্দ্রোহী দুর্যোধনের যদি এই গতি হয় তবে আমার মহাপ্রাণ মহাব্রত সভাপ্রতিজ্ঞ ভ্রাতাবা কোথায় গেছেন? কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি বিরাট দ্রুপদ শিখণ্ডী অভিমন্যু দ্রোপদীপদ্রুগণ প্রভৃতি কোন্ লোকে গেছেন? আমি তাঁদের দেখতে ইচ্ছা করি। দেবর্ষি, সেই মহারথগণ কি স্বর্গবাসের অধিকার পান নি? তাঁরা যদি এখানে না থাকেন তবে আমিও থাকব না। আমার ভ্রাতারা যেখানে আছেন সেই স্থানই আমার স্বর্গ।

দেবগণ বললেন, বৎস, যদি তাঁদের কাছে যাবার ইচ্ছা থাকে তো যাও, বিলম্ব করো না। এই বলে তাঁরা এক দেবদূতকে আদেশ দিলেন, যদুধিষ্ঠিবকে তাঁর আশ্বায়-সূহৃদগণের নিকটে নিয়ে যাও। দেবদূত অগ্রবর্তী হয়ে পাপীরা যে পথে যায় সেই পথ দিয়ে যদুধিষ্ঠিরকে নিয়ে চললেন। সেই পথ তমসাবৃত, পাপীদের

গন্ধবৃক্ষ, মার্সশোণিতের কদম্ব অস্থি কেশ ও মৃতদেহে আছে, এবং মশক মক্ষিকা কৃমি কীট ও ভল্লুকাদি হিংস্র প্রাণীতে সমাকীর্ণ। চতুর্দিকে অগ্নি জ্বলছে; লৌহমুখ কাক, সূচীমুখ গৃধ্র এবং পর্বতাকার প্রেতগণ ঘুরে বেড়াচ্ছে; মেদরুধিরালিঙ্গত ছিন্নবাহু, ছিন্নপাদ ছিন্নোদর মৃতদেহ সর্বত্র পড়ে আছে। সেই পদ্বিতগন্ধময় লোম-হর্ষকর পথে যেতে যেতে যদুধিষ্ঠির তন্তজলপূর্ণ দূর্গম নদী, তীক্ষ্ণকন্দুসমাকীর্ণ অসিপত্রবন, তন্ততৈলপূর্ণ লৌহকুম্ভ, তীক্ষ্ণকণ্টকময় শাল্মলী বৃক্ষ প্রভৃতি, এবং পাপীদের বস্ত্রগাভাগ দেখলেন। তিনি দেবদূতকে প্রশ্ন করলেন, এই পথ দিয়ে আর কত দূর যেতে হবে? আমার ভ্রাতাবা কোথায়?

দেবদূত বললেন, মহারাজ, আপনি শ্রান্ত হ'লেই দেবগণেব আদেশ অনুসারে আপনাকে ফিবিয়ে নিয়ে যাব। মনঃকণ্ঠে ও দূর্গন্ধে পীড়িত হয়ে যদুধিষ্ঠির প্রত্যাবর্তনের উপক্রম করলেন। তখন তিনি এই করুণ বাক্য শুনলেন — হে ধর্মপুত্র রাজর্ষি, দয়া কর্বে মূহূর্তকাল থাকুন। আপনাব আগমনে সূদগন্ধ পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, দীর্ঘকাল পরে আপনাকে দেখে আমরা সুখী হযেছি, আমাদের যাতনাও নিবৃত্ত হয়েছে। দয়ালু যদুধিষ্ঠির বাব বার এইবূপ বাক্য শুনেন প্রশ্ন করলেন, আপনারা কে, কেন এখানে আছেন? তখন চারিদিক হ'তে উচ্চকণ্ঠে উত্তর এল — আমি কর্ণ, আমি ভীষ্মসেন, আমি অর্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি দ্রোণদী, আমবা দ্রোণদীপুত্র। যদুধিষ্ঠির ভাবতে লাগলেন, দৈব এ কি কবেছেন। কোন্ পাপের ফলে এ'রা এই পার্শ্বগন্ধময় নিদাবুণ স্থানে আছেন? আমি সূদন্ত না জাগরিত, চেতন না অচেতন? এ কি আমার মনের বিকার না বিভ্রম? যদুধিষ্ঠির দঃখ ও দঃশিচ্ছন্তা ব্যাকুল হলেন এবং রুদ্ধকণ্ঠে দেবদূতকে বললেন —

গম্যতাং তত্র যেষাং স্বং দূতস্তেষামদুর্পালিতকম্ ॥

নহাং তত্র বাস্যামি স্থিতোহস্মীতি নিবেদ্যতাম্।

মৎসংশ্রয়াদিমে দনাঃ সূতিনো ভ্রাতরো হি মে ॥

—তুমি ষাঁদেব দূত তাঁদেব কাছে গিয়ে বল যে, আমি ফিরে যাব না, এখানেই থাকব। আমাকে পেয়ে আমার এই দঃখার্ভ ভ্রাতাবা সূখী হযেছেন।

দেবদূত ফিরে গিয়ে ইন্দ্রকে যদুধিষ্ঠিরের বাক্য জানালেন। কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ধর্ম যদুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। সহসা অন্ধকার দূর হ'ল, বৈতরণী নদী, লৌহকুম্ভ, কণ্টকময় শাল্মলী বৃক্ষ প্রভৃতি এবং বিকৃত শরীর সকল অদৃশ্য হ'ল, পাপীদের আভ্যুদার আর শোনা গেল না, শীতল সূদগন্ধ পবিত্র ঝাঝ



বইতে লাগল। সুরপতি ইন্দ্র বললেন, মহাবাহু যদৃধিষ্ঠির, দেবগণ তোমার উপর প্রীত হয়েছেন, তুমি আমাদের সঙ্গে এস। ক্রুদ্ধ হয়ে না, সকল রাজাকেই নরক দর্শন করতে হয়। সকল মানুষেরই পাপপুণ্য থাকে; যার পাপের ভাগ অধিক এবং পুণ্য অল্প সে প্রথমে স্বর্গ ভোগ করে পরে নরকে যায়; যার পুণ্য অধিক এবং পাপ অল্প সে প্রথমে নরক ও পরে স্বর্গ ভোগ করল। • তুমি দ্রোণকে অশ্বখামার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে প্রচারিত করেছিলে, তাই আমি তোমাকে ছলক্রমে নরক দেখিয়েছি। তোমার ভ্রাতারা এবং দ্রৌপদীও ছলক্রমে নরকভোগ করেছেন। তোমার পক্ষে যে সকল রাজা নিহত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই স্বর্গে এসেছেন। যাব জন্য তুমি পরিতাপ কর সেই কর্ণও পবনসিদ্ধি লাভ করেছেন। তুমি পূর্বে কণ্টভোগ কবেছ, এখন শোকশূন্য নিরাময় হয়ে আমার সঙ্গে বিহার কর। এই ত্রিলোকপাবনী দেবনদী আকাশগঙ্গায় স্নান করে মানুষভাব থেকে মুক্ত হও।

মর্ত্তিমান ধর্ম তাঁব পুত্র যদৃধিষ্ঠিরকে বললেন, বৎস, এই তৃতীয় বীর তোমাকে আমি পবীক্ষা করেছি, তোমাকে বিচলিত কবা অসাধ্য। তোমাকে উ নরক-ভোগেব যোগ্য নও, তুমি যা দেখেছ তা ইন্দ্রের মায়া। তাব পর যদৃধিষ্ঠিব আকাশগঙ্গায় স্নান করে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করলেন এবং দিব্য দেহ ধারণ করে যেখানে পাণ্ডব ও ধার্মার্ষ্ট্রগণ ক্লোশশূন্য হয়ে সন্নিবেশ অবস্থান করছিলেন সেখানে গেলেন।

## ২। কুরুপাণ্ডবদির স্বর্গলাভ

যদৃধিষ্ঠির কুরুপাণ্ডবগণের নিকটে এসে দেখলেন, গোবিন্দ ব্রাহ্মী তনু ধারণ করে দীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছেন, তাঁর চক্ৰ প্রভৃতি ঘোর অস্ত্রসমূহ পদ্রুপ-মর্ত্তিতে তাঁর নিকটে রয়েছে, অর্জুন তাঁকে উপাসনা করছেন। যদৃধিষ্ঠিরকে দেখে কৃষ্ণার্জুন যথাবিধি অভিবাদন করলেন। তার পর যদৃধিষ্ঠির অন্যান্য স্থানে গিয়ে ম্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ, মরুদগণবেষ্টিত ভীমর্দেন, অশ্বম্বষের নিকটে নকুল-সহদেব, এবং সূর্যের ন্যায় প্রভাশালিনী কমল-উৎপলেব মালাধারিণী পাণ্ডালীকে দেখলেন।

ইন্দ্র বললেন, এই দ্রৌপদী অযোনিজা লক্ষ্মী, শূলপাণি তোমাদের প্রীতির নিমিত্ত একে সৃষ্টি করেছিলেন। এই পাঁচ জন গন্ধর্ব তোমাদের পুত্ররূপে এর গর্ভে জন্মেছিলেন। এই গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দেখ, ইনিই তোমার জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। এই সূর্যতুল্য বীর তোমার অগ্রজ কর্ণ। বৃষ্ণ ও অশ্বক বংশীয় মহারথগণ, সাতার্কি

প্রভূতি ভোজবংশীয় বীরগণ, এবং সমুদ্রাপন্ন চন্দ্রকান্তি অভিমন্যু — এঁরা সকলেই দেবগণের মধ্যে রয়েছেন। এই দেখ তোমার পিতা পাণ্ডু ও মাতা কুন্তী-মাদ্রী, এঁরা বিমানযোগে সর্বদা আমার কাছে আসেন। বসুদেবের মধ্যে ভীষ্ম এবং বৃহস্পতির পার্শ্বে তোমার গুরুদ্রোণকে দেখ। অন্যান্য রাজা ও যোদ্ধারা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও সাধুগণের সঙ্গে রয়েছেন।

জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, শ্বিজোক্তম, আপনি যাঁদের কথা বললেন তাঁরা কত কাল স্বর্গবাস কবেছিলেন? কর্মফলভোগ শেষ হ'লে তাঁরা কোন্ গতি পেয়েছিলেন? বৈশম্পায়ন বললেন, অগাধবৃদ্ধি সর্বজ্ঞ ব্যাসদেবের নিকট আমি যেমন শুনছি তাই বলছি। — ভীষ্ম বসুদেব, দ্রোণ বৃহস্পতির শরীরে, কৃতবর্মা মরুদেব, প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারে, ধৃতবাহু ও গান্ধারী কুবেরলোকে, পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী ইন্দ্রলোকে, এবং বিরাট দ্রুপদ ভূরিশ্রবা উগ্রসেন কংস অক্রুর বসুদেব শাম্ব প্রভৃতি বিশ্বদেবগণে প্রবেশ কবেছেন। চন্দ্রপুত্র বর্চা অভিমন্যু রূপে জন্মেছিলেন, তিনি চন্দ্রলোকে গেছেন। কর্ণ সূর্যের, শকুনি দ্বাপবেব, এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন পাবকের শরীরে গেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা রাক্ষসের অংশে জন্মেছিলেন, তাঁরা অস্ট্রাঘাতে পুত হয়ে স্বর্গলাভ করেছেন। বিদুর ও যুধিষ্ঠির ধর্মে লীন হয়েছেন। বলরামবৃন্দা ভগবান অনন্তদেব রসাতলে প্রবেশ করেছেন। দেবদেব নারায়ণের অংশে যিনি জন্মেছিলেন সেই বাসুদেব নারায়ণের সহিত যুক্ত হয়েছেন। তাঁর ষোল হাজার পত্নী কালক্রমে সরস্বতী নদীতে প্রাণত্যাগ ক'বে অঙ্গরার রূপে নারায়ণের কাছে গেছেন। ষটোৎকচ প্রভৃতি দেবলোক ও রাক্ষসলোক লাভ করেছেন। কর্মফলভোগ শেষ হ'লে এঁদের অনেকে সংসারে প্রত্যাবর্তন করবেন।

রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নের মুখে মহাভাবতকথা শুনে অতিশয় বিস্মিত হলেন। তাঁর যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, সপর্গণের মনুজিতে আস্তীক মর্দনি প্রীত হলেন। ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা পেয়ে তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন, নিমন্ত্রিত রাজারাও প্রস্থান করলেন। তার পর জনমেজয় যজ্ঞস্থান তক্ষশিলা থেকে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

### ৩। মহাভারত-মাহাত্ম্য

নিমিষারণের শ্বিজগণকে সৌতি বললেন, আপনাদের আদেশে আমি পবিত্র মহাভারতকথা কীর্তন করেছি। ভগবান কৃষ্ণবৈশম্পায়ন-রচিত এই ইতিহাস তাঁর শিষ্য

বৈশম্পায়ন কর্তৃক জনমেজয়ের সপৰ্য্যক্ষে কথিত হয়েছিল। যিনি পৰ্ব্বে পৰ্ব্ব এই গ্রন্থ পাঠ করে শোনান তিনি পাপমুক্ত হয়ে ব্রহ্মলাভ করেন। যিনি সমাহিত হয়ে এই বেদতুল্য সমগ্র মহাভারত শোনেন তিনি ব্রহ্মহত্যাদি কোটি কোটি পাপ থেকে মুক্ত হন। যিনি শ্রাম্ধকালে এৰ কিছু অংশও ব্রাহ্মণদের শোনান তাঁর পিতৃগণ অক্ষয় অন্ন ও পানীয় লাভ করেন। ভরতবংশীয়গণের মহৎ জন্মকথা এতে বর্ণিত হয়েছে এই কারণে এবং মহত্ব ও ভারবদ্ধের জন্য একে মহাভারত বলা হয়। অষ্টাদশ পদ্বাগ, সমস্ত ধর্মশাস্ত্র ও বেদ-বেদাঙ্গ এক দিকে, এবং কেবল মহাভারত আর এক দিকে। পদ্বাগপ্রণেতা এবং বেদসমুদ্রের মন্থনকর্তা ব্যাস ঋষির সিংহনাদ এই মহাভারত; তিন বৎসবে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ এতে বর্ণিত হয়েছে। যা মহাভারতে আছে তা অন্যত্র থাকতে পারে, যা এতে নেই তা আব কোথাও নেই। জয়-নামক এই ইতিহাস মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণ ও রাজাদের শোনা উচিত। মহাভারত শুনলে স্বর্গকামীর স্বর্গ, জয়কামীর জয়, এবং গর্ভিণীর পুত্র বা বহুভাগ্যবতী কন্যা লাভ হয়। সমুদ্র ও হিমালয় যেমন রত্ননিধি নামে খ্যাত, মহাভারতও সেইরূপ।

যাঁর গৃহে এই গ্রন্থ থাকে, জয় তাঁর হস্তগত। বেদে রামায়ণে ও মহাভারতে আদি অন্ত ও মধ্যে সর্বত্র হরিকথা কীর্তিত হয়েছে। সূর্যোদয়ে যেমন তিমোরাশি বিনষ্ট হয়, মহাভারত শুনলে সেইরূপ কায়িক বাচিক ও মানসিক সমস্ত পাপ দূর হয়।

## পরিশিষ্ট

মহাভারতে বহু উক্ত ব্যক্তি, স্থান ও অস্ত্রাদি

অন্ধুর — কৃষ্ণের এক সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য।

অঙ্গ দেশ — মদ্রগেব ও ভাগলপদ্র জেলায়।

অঙ্গ দেশ — মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশ এবং হায়দ্রাবাদের কিয়দংশ।

অবন্তা — মালব দেশ।

অম্বা — কাশীরাজের প্রথমা কন্যা, পরজন্মে শিখণ্ডী।

অম্বালিকা — কাশীরাজেব তৃতীয়া কন্যা, বিচিহ্নবীর্ষ-পত্নী, পাণ্ডু-জননী।

অম্বিকা — কাশীরাজের দ্বিতীয়া কন্যা, বিচিহ্নবীর্ষ-পত্নী, ধৃতবাস্ত-জননী।

অজর্জুন — পাণ্ডুর তৃতীয় পদ্র, ইন্দ্রের ঔবসে কুলতীর্ষ গর্ভে জাত।

অলম্বদ্র — কুবদ্রপক্ষী এক রাক্ষস যোদ্ধা, জটাসদ্রের পদ্র।

অম্বথামা — দ্রোণ-কৃপীর পদ্র।

অহিচ্ছর দেশ — উত্তরপ্রদেশে বেল্লি জেলায়।

আস্তীক — জরৎকার-পদ্র, বাসদাকর ভাগিনেয়।

ইন্দ্রপ্রস্থ — দিল্লির নিকটবর্তী নগর।

ইন্দ্রসেন — যদুধিষ্ঠিরের সারথি।

ইরাবান — অজর্জুন-উল্-পীর পদ্র।

উগ্রসেন — কংসের পিতা, যাদবগণের রাজা।

উত্তমোজা — পাণ্ডবপক্ষীয় পাণ্ডাল বীর বিশেষ।

উত্তর — বিরাটের কনিষ্ঠ পদ্র।

উত্তরকুরু — তিব্বতের উত্তরপশ্চিমস্থ দেশ; মতান্তরে সাইবিরিয়া।

উত্তরা — বিরাট-কন্যা, অভিমন্যু-পত্নী, পরীক্ষিৎ-জননী।

উল্লব — কৃষ্ণের এক সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য।

উপপ্লব্য — মৎস্যরাজ্যের অন্তর্গত নগর।

উল্লক — শকুনি-পদ্র।

উল্লপী — নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা, অজর্জুন-পত্নী।

একচক্ৰা নগরী — অনেকের মতে বিহার প্রদেশের আরা; কিন্তু এই অনদ্মান  
ভ্রান্ত বোধ হয়।

কংস — উগ্রসেন-পুত্র, দেবকীর ভ্রাতা, জরাসন্ধের জামাতা।

কবচ — বর্ম।

কম্বোজ — কাশ্মীরেব উত্তরস্থ দেশ।

কর্ণ — সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত, সূতবংশীয় অধিরথ ও তাঁর পত্নী রাধা  
কর্তৃক পালিত।

কলিঙ্গ — মহানদী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরস্থ প্রদেশ।

কাম্যক বন — কচ্ছ উপসাগরেব নিকট সরস্বতী নদীর তীরে।

কীচক — বিবট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক।

কুন্তিভোজ — শূরের পিতৃস্বসার পুত্র, কুন্তীব পালক-পিতা।

কুন্তী — অন্য নাম পৃথা; শূরেব দহিতা, বসুদেবেব ভগিনী, কুন্তিভোজের  
পালিতা কন্যা, পাণ্ডুর প্রথমা পত্নী, যদুধিষ্ঠিব-ভীম-অর্জুনের জননী।

কুরু — দক্ষিণ-শকুন্তলার পুত্র ভবতের বংশধর, সংবরণ-তপতীর পুত্র।

কুরুক্ষেত্র — পঞ্জাবে অম্বালা ও কর্নাল জেলায়।

কুরুজাঙ্গল — কুরুক্ষেত্র ও তার উত্তরস্থ স্থান।

কুরুবর্ম — ভোজবংশীয় যাদব প্রধান বিশেষ।

কুরুপ — শবম্বানের পুত্র, কুরুপাণ্ডবের অন্যতর অস্ত্রশিক্ষক, দ্রোণের শ্যালক।

কুরু — বসুদেব-দেবকীর পুত্র, বলরাম ও সুভদ্রার বৈমাত্র ভ্রাতা, যদুধিষ্ঠিরাদির  
মামাতো ভাই।

কেকয় — শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী দেশ। মতান্তরে — সিন্ধু নদের  
উত্তরপশ্চিমে।

কেরল — দক্ষিণপশ্চিম ভারতে মালাবার ও কানাড়া প্রদেশ।

কোশল — উত্তরপ্রদেশে অযোধ্যার নিকটবর্তী ফয়জাবাদ গন্ডা ও বরৈচ জেলায়  
অবস্থিত দেশ; উত্তর- ও দক্ষিণ-কোশল এই দুই অংশে বিভক্ত। পার  
দক্ষিণ- বা মহা-কোশল মধ্যপ্রদেশে ছত্রিশগড় জেলায়।

কৌশিকী নদী — আধুনিক কুশী বা কোশী।

কুরুপ — কুরপার ন্যায় ক্ষেপণাস্ত্র।

কুরুগদ — যাদব বীর বিশেষ।

কুরুগদা — মদুগরতুল্য যুদ্ধাস্ত্র।

গান্ধার -- সিন্ধু ও কাবুল নদীর উভয়পার্শ্বস্থ দেশ। মতান্তরে আধুনিক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

গান্ধারী — গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা, ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী, দুর্যোধনাদির জননী।

গিরিবন্ধ — জরাসন্ধের রাজধানী, রাজগৃহ, আধুনিক রাজগির।

ঘটোৎকচ — ভীম-হিড়িম্বার পুত্র।

চক্র — তীক্ষ্ণধার চক্রাকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র, diskus ।

চর্ম — ঢাল।

চর্মস্বতী নদী — আধুনিক চম্বল, মধ্যভারতে।

চিত্রাঙ্গদ — মণিপুত্রপতি চিত্রবাহনের কন্যা, অর্জুন-পত্নী, ব্রহ্মবাহনের জননী।

চৌখিন্তান — মাদব যোদ্ধা বিশেষ।

চৌদ্দ — নর্মদা-গোদাবরী মধ্যস্থ জম্বলপুত্রের নিকটবর্তী দেশ।

চোল — বাঘেরী নদীর উভয়তীরবর্তী দেশ।

ঈনমেজ — পরীক্ষিতের পুত্র, অভিমন্যুর পোত্র।

জয়দ্রথ — সৌধীররাজ, ধৃতরাষ্ট্র-কন্যা দৃশ্যলার পতি।

জরাসন্ধ — মগধের রাজা, বৃহদ্রথের পুত্র, কংসের শ্বশুর।

জয়দ্রথ — মগধের রাজা বিশেষ।

জয়শিলা নগরী — উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে রাওলপিণ্ডি জেলায়।

জৈন — শার্বলতুল্য যুদ্ধাস্ত্র।

জৈন দেশ — পঞ্জাবে জালন্ধর জেলায় কাংড়া উপত্যকায়। মতান্তরে শতদ্রু পূর্ববর্তী মরুপ্রদেশে।

জবদ — কাশ্মীরের নিকটস্থ দেশ, দর্দিস্তান।

জয়দ্রথ দেশ — মধ্যভারতে চম্বল ও বেতোয়া নদীর মধ্যবর্তী।

জয়দ্রথ — কৃষ্ণের সারথি।

জয়দ্রথ — ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর কন্যা, জয়দ্রথ-পত্নী।

জয়দ্রথ — ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর দ্বিতীয় পুত্র।

জয়দ্রথ — ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

জয়দ্রথ — ভারতের দক্ষিণপূর্ববর্তী দেশ।

জয়দ্রথ — পাণ্ডারাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পিতা।

জয়দ্রথ — জয়দ্রথ-পুত্র, জয়ের অস্ত্রদ্রু, কংসের ভগিনীপতি।

জয়দ্রথ — কৃষ্ণ, পাণ্ডালী, কংস-কন্যা, পাণ্ডাপুত্রের পত্নী।

শ্বেতবন — পঞ্জাবে সরস্বতী নদীর তীরে।

ধৃতবান্ধ — বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রজ পুত্র, ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে জাত।

ধৃষ্টকেতু — শিশুপাল-পুত্র, চৌদি দেশের রাজা।

ধৃষ্টদ্যুম্ন — দ্রুপদ-পুত্র, দ্রৌপদীর ভ্রাতা।

ধৌম্য — যদুধিষ্ঠিরাদির পুত্রোহিত।

নকুল-সহদেব — পাণ্ডুব চতুর্থ ও পঞ্চম যমজ পুত্র, অম্বিনীকুমারম্বয়ের ঔরসে মাদ্রীব গর্ভে জাত।

নব — বিষ্ণুর অংশস্বরূপ দেবতা বা ঋষি বিশেষ।

নাবাচ — লৌহময় বাণ।

নালীক — বাণ বিশেষ।

নিষধ দেশ — মধ্যপ্রদেশে জম্বলপুত্রের পূর্বে। মতান্তরে উত্তরপ্রদেশে কুমায়ুন অঞ্চলে।

নিষিয়ারণ্য — উত্তরপ্রদেশে সীতাপুত্র জেলায়, আধুনিক নিমসার।

পঞ্চাল — গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থ দেশ, গঙ্গাম্বার থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত।

পাট্টিশ — ম্বিধার খড়্গ বিশেষ।

পবন — কুঠার বা টাংগি তুল্য যুদ্ধাস্ত্র। মতান্তরে খড়্গ বিশেষ।

পবিঘ — লৌহমুখ বা লৌহকণ্টকসম্বন্ধিত মৃদুগর।

পরীক্ষিৎ — অভিমন্যু-উত্তরার পুত্র, অজ্ঞানের পোহ।

পাণ্ডু — বিচিত্রবীর্যের ম্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র, ব্যাসের ঔরসে অম্বালিকার গর্ভে জাত।

পান্ড্য দেশ — মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরা ও তিনেভেল্লি জেলায়।

পুন্ড্র দেশ — উত্তরবঙ্গ।

প্রদ্যুম্ন — কৃষ্ণ-রুক্মিণীর পুত্র।

প্রভাস — কাথিয়াবাড় সমুদ্রতীরবর্তী তীর্থ।

প্রাগ্জ্যোতিষ দেশ — কামরূপ।

প্রাচ্য — সরস্বতী নদীর পূর্বস্থ দেশ।

প্রাস — ছোট বর্শা।

বঙ্গ দেশ — পূর্ববঙ্গ।

বৎস দেশ — প্রয়াগের পশ্চিমে যমুনায় উত্তরে।

ব্রহ্ম — যাদব বীর বিশেষ।

বভ্রুবাহন — অর্জুন-চিহ্নাঙ্গদার পুত্র।

বলরাম — বলদেব, কৃষ্ণের অগ্রজ বৈমাত্র ভ্রাতা, বসুদেব-রোহিণীর পুত্র।

বসুদেব — কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রার পিতা, কুলতীর ভ্রাতা, শূরের পুত্র।

বারণাবত — প্রয়াগের নিকটস্থ নগর।

বাসুকি — নাগরাজ, অনন্ত, কশ্যপ-কদ্রুর পুত্র।

বাহীক বা বাহ্মীক দেশ — সিন্ধু ও পঞ্চনদ প্রদেশ। মতান্তরে বাল্খ।

বাহ্মীকরাজ — কুব্জবংশীয়, সোমদত্তের পিতা, ভূরিশ্রবাব পিতামহ।

বিকর্ণ — দুর্যোধনের এক ভ্রাতা।

বিচিগ্রবীৰ্য — শালতনু-সত্যবতীর পুত্র, ভীষ্মের বৈমাত্র ভ্রাতা।

বিদর্ভ দেশ — আধুনিক বেরার।

বিদুর — ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার শূদ্রা দাসীর গর্ভজাত।

বিদেহ দেশ — উত্তর বিহার বা মিথিলা।

বিরাট — মৎস্য দেশের রাজা, উত্তরার পিতা।

বিশ্বামিত্র — কান্যকুব্জরাজ গাধির পুত্র, কুশিকের পৌত্র।

বৃহৎক্ষত্র — নিষধরাজ। জ্যেষ্ঠ কেকয়রাজ।

বৃহদ্বল — কোশলরাজ।

বৈশম্পায়ন — ব্যাস-শিষ্য, জনমেজয়ের সপরিজ্ঞে মহাভারত-বক্তা।

ব্যাস — কৃষ্ণবৈশম্পায়ন, পরাশর-সত্যবতীর পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরের

জন্মদাতা, মহাভারত-রচয়িতা।

হ্মার্ষি দেশ — কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাণ্ডাল ও শূরসেন সংবলিত দেশ।

হ্মাবর্ত — সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থ দেশ।

গদগু — প্রাগ্জ্যোতিষপুত্রের রাজা, স্নেহ ও অসুররূপে উক্ত।

গত — দক্ষিণ-শকুন্তলার পুত্র, কুরুপাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ।

গ — বর্ষা বিশেষ।

গম — পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র, পবনদেবের ঔরসে কুলতীর গর্ভে জাত।

গান্ধার — শালতনু-গঙ্গার পুত্র।

গান্ধার — রুক্মিণীর পিতা, কৃষ্ণের শ্বশুর, ভোজ দেশের রাজা।

ভূরিশ্রবা — সোমদত্তের পুত্র, কুব্জবংশীয় যোদ্ধা বিশেষ।

ভোজ — বৃহদবংশ। মালব ও বিদর্ভের নিকটবর্তী দেশ।

মগধ দেশ — পাটনা-গয়না প্রদেশ।



গণপদ্র — আধুনিক গণপদ্র নগর; মহাভারতের গণপদ্র অনির্ণীত।

গংসা দেশ — রাজপুতানায় ঢোলপদ্র রাজ্যের পশ্চিমে। মতান্তরে আধুনিক জয়পদ্র।

গদ্র দেশ — পঞ্জাবে চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীর মধ্যে।

গম্বা দেশ — হিমালয়-বিন্ধ্যের মধ্যে, প্রয়াগের পশ্চিমে এবং কুরুক্ষেত্রের পূর্বে অবস্থিত ভূভাগ।

গয় দানব — নন্দচির ভ্রাতা, পাণ্ডবরাজসভা-নির্মাতা।

গহেন্দ্র পর্বত — পূর্বঘাট পর্বতমালা।

গান্ধী — মদ্রবাজ শল্যের ভগিনী, পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী, নকুল-সহদেবের জননী।

গালব দেশ — মধ্য ভারতে, আধুনিক মালোয়া।

গাহিষ্মতী পদ্রী — মধ্যপ্রদেশে নিম্বা জেলায় নর্মদাতীরে।

গোকল দেশ — নর্মদার উৎপত্তিস্থান অমরকণ্টকের নিকটে।

গেরু, সূর্যবন্দ — চীন-তুর্কিস্থানে, সম্ভবত হিন্দুকুশ পর্বত।

হৃদ্যামন্যু — পাণ্ডাল বীর বিশেষ।

হৃদিষ্ঠির — পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পদ্র, ধর্মের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।

হৃদ্যৎসু — বৈশ্যার গর্ভজাত ধৃতরাষ্ট্রের পদ্র।

হৈবতক পর্বত — কাথিনাবাড়ে, আধুনিক গিরনার।

লাক্ষ্মণ — দুর্যোধন-পদ্র।

লৌহিত্য — ব্রহ্মপদ্র নদ।

লুকুনি — দুর্যোধনের মাতুল, গান্ধাররাজ সুবলের পদ্র।

লঙ্ঘ — বিরাটের জ্যেষ্ঠপদ্র।

লঙ্ঘি — ক্ষেপণীয় লৌহদণ্ড বা বর্শা বিশেষ।

লৌহদণ্ড — লৌহকণ্টকাচ্ছন্ন বৃহৎ ক্ষেপণীয় অস্ত্র বিশেষ।

লৌহনিক — বিরাটের ভ্রাতা।

লৌহ্য — বাহ্যিক-বংশীয়, মদ্রদেশের রাজা, মাদ্রীর ভ্রাতা।

লৌহনন্দ — প্রতীপের পদ্র, ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবর্ত্তের পিতা।

লৌহ্য — কৃষ্ণ-জাম্ববতীর পদ্র।

লৌহ্য দেশ — সম্ভবত রাজপুতানায়। সেখানকার কয়েকজন রাজার নাম।

লৌহ্যপদ্র — দ্রুপদের পদ্র, পূর্বজন্মে কাশীরাজকন্যা অম্বা।

লৌহ্যপাল — চৌদি দেশের রাজা, দমঘোষ-পদ্র, কৃষ্ণের পিসতুতো ভ্রাতৃ।

শুকদেব — শ্যামের পুত্র।

সুদ — বসুদেবের পিতা।

সুদর্শন — মথুরার নিকটবর্তী প্রদেশ।

সুদামা — কলিঙ্গরাজ।

সুবেত — দিল্লীর মধ্য পুত্র।

সুজয় — ধৃতরাষ্ট্রের সারথি, সুত-জাতীয়।

সত্যজিৎ — পুত্রদের দ্রোণ।

সত্যযতী — অন্য নাম মৎস্যগন্ধা, উপরিচর বসুর কন্যা, মৎসীগর্ভে জাতা, ব্যাসের জননী। পরে শাল্যের পত্নী এবং চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষের জননী।

সমন্তপঞ্চক — কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত পঞ্চহৃদয়স্থান।

সহদেব — নকুল দেখ। জরাসন্ধ-পুত্র, মগধরাজ।

সাত্যকি — বৃষ্ণিবংশীয় যাদববীর, সত্যকের পুত্র, শিনির পৌত্র।

সারণ — কৃষ্ণের বৈমাথ দ্রোণ, সুভদ্রার সহোদর।

সদৃশ — বিরামহিষী, উত্তর-উত্তরার জননী, কেকয়রাজকন্যা।

সদ্বল — গান্ধাররাজ, গান্ধারী ও শকুনির পিতা।

সদ্বদ্রা — কৃষ্ণের বৈমাথ ভগিনী, অর্জুন-পত্নী, অভিমন্যু-জননী।

সদ্বৈদ্য — মৈত্র দেখ।

সদ্রাষ্ট্র, সৌ — আধুনিক কর্মঠয়াবাড় ও গুজরাট।

সদর্শ — দ্রিগর্ত হৃদয়ের রাজা।

সদ্ব্য দেশ — তমলকুব নিকট।

সৌমদন্ত — কুরুবংশীয়, বাহুবীকরাজপুত্র, ভূরিপ্রবার পিতা।

সৌতি — প্রকৃত নাম ঔগ্রস্রবা, জাতিতে সুত; ইনি নৈমিষারণ্যের ঋষিদের মহাভারত শুনিয়েছিলেন।

সৌবীর দেশ — রাজপুতানার দক্ষিণে; মতালতের সিংহ প্রদেশে।

হস্তিনাপুর — দিল্লীর পূর্বে, দিল্লীর নিকট, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে।

হিড়িম্বা — ভীমের রাক্ষসী স্ত্রী, হিড়িম্ব-জননী।

